# নূতন নিয়ম

ভারতের বাইবেল সোসাইটি
২০ মহাত্মা গান্ধী রোড
বাঙ্গালোর

# THE NEW TESTAMENT

*Bengali (OV)*

*First published 1955*

*Available at* :
The Bible House
23 Jawaharlal Nehru Road
Calcutta-700013

The Bible Society of India
20 Mahatma Gandhi Road
Bangalore

# নূতন নিয়ম।

# মথিলিখিত সুসমাচার।

## প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি-পত্র।

১ যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি-পত্র, তিনি
দায়ূদের সন্তান, অব্রাহামের
সন্তান।[১]
২ অব্রাহামের পুত্র ইস্‌হাক;
ইস্‌হাকের পুত্র যাকোব;
যাকোবের পুত্র যিহূদা ও তাঁহার
ভ্রাতৃগণ;
৩ যিহূদার পুত্র পেরস ও সেরহ,
তামরের গর্ব্ভজাত;
পেরসের পুত্র হিষ্রোণ;
হিষ্রোণের পুত্র রাম;
৪ রামের পুত্র অম্মীনাদব;
অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন;
নহশোনের পুত্র সল্‌মোন;
৫ সল্‌মোনের পুত্র বোয়স, রাহবের
গর্ব্ভজাত;
বোয়সের পুত্র ওবেদ, রূতের গর্ব্ভ-
জাত;
ওবেদের পুত্র যিশয়;
৬ যিশয়ের পুত্র দায়ূদ রাজা।
দায়ূদের পুত্র শলোমন, উরিয়ের
বিধবার গর্ব্ভজাত;
৭ শলোমনের পুত্র রহবিয়াম;
রহবিয়ামের পুত্র অবিয়;
অবিয়ের পুত্র আসা;
৮ আসার পুত্র যিহোশাফট;
যিহোশাফটের পুত্র যোরাম;
যোরামের পুত্র উষিয়;

১। লূক ৩; ২৩-৩৮।

৯ উষিয়ের পুত্র যোথম;
যোথমের পুত্র আহস;
আহসের পুত্র হিষ্কিয়;
১০ হিষ্কিয়ের পুত্র মনঃশি;
মনঃশির পুত্র আমোন;
আমোনের পুত্র যোশিয়;
১১ যোশিয়ের সন্তান যিকনিয় ও
তাঁহার ভ্রাতৃগণ, বাবিলে নির্ব্বা-
সন কালে জাত।
১২ যিকনিয়ের পুত্র শল্‌টীয়েল,
বাবিলে নির্ব্বাসনের পরে
জাত;
শল্‌টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল;
১৩ সরুব্বাবিলের পুত্র অবীহূদ;
অবীহূদের পুত্র ইলীয়াকীম;
ইলীয়াকীমের পুত্র আসোর;
১৪ আসোরের পুত্র সাদোক;
সাদোকের পুত্র আখীম;
আখীমের পুত্র ইলীহূদ;
১৫ ইলীহূদের পুত্র ইলিয়াসর;
ইলিয়াসরের পুত্র মত্তন,
মত্তনের পুত্র যাকোব;
১৬ যাকোবের পুত্র যোষেফ; ইনি
মরিয়মের স্বামী;
এই মরিয়মের গর্ব্ভে যীশুর জন্ম হয়,
যাঁহাকে খ্রীষ্ট [অভিষিক্ত] বলে।
১৭ এইরূপে অব্রাহাম অবধি দায়ূদ
পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ চৌদ্দ পুরুষ; দায়ূদ
অবধি বাবিলে নির্ব্বাসন পর্য্যন্ত
চৌদ্দ পুরুষ; এবং বাবিলে নির্ব্বাসন
অবধি খ্রীষ্ট পর্য্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।

**প্রভু যীশুর জন্ম-বিবরণ।**

১৮ যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এইরূপে হইয়া-
ছিল। তাঁহার মাতা মরিয়ম
যোষেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হইলে
তাঁহাদের সহবাসের পূর্ব্বে জানা
গেল, তাঁহার গর্ভ হইয়াছে—
১৯ পবিত্র আত্মা হইতে। আর
তাঁহার স্বামী যোষেফ ধার্ম্মিক
হওয়াতে ও তাঁহাকে সাধারণের
কাছে নিন্দার পাত্র করিতে ইচ্ছা
না করাতে, গোপনে ত্যাগ করি-
২০ বার মানস করিলেন। তিনি এই
সকল ভাবিতেছেন, এমন সময়
দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁহাকে
দর্শন দিয়া কহিলেন, যোষেফ,
দায়ূদ-সন্তান, তোমার স্ত্রী মরিয়ম-
কে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না,
কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা
জন্মিয়াছে, তাহা পবিত্র আত্মা
হইতে হইয়াছে ; আর তিনি পুত্র
২১ প্রসব করিবেন, এবং তুমি তাঁহার
নাম যীশু [ত্রাণকর্ত্তা] রাখিবে ;
কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে
তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করি-
২২ বেন। এই সকল ঘটিল, যেন ভাব-
বাদী দ্বারা কথিত প্রভুর এই বাক্য
২৩ পূর্ণ হয়, "দেখ, সেই কন্যা গর্ভবতী
হইবে, এবং পুত্র প্রসব করিবে,
আর তাঁহার নাম রাখা যাইবে
ইম্মানূয়েল"*
অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ,
'আমাদের সহিত ঈশ্বর'।
২৪ পরে যোষেফ নিদ্রা হইতে উঠিয়া
প্রভুর দূত তাঁহাকে যেরূপ আদেশ
করিয়াছিলেন, সেইরূপ করিলেন,
২৫ আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করিলেন ;
আর যে পর্য্যন্ত ইনি পুত্র প্রসব
না করিলেন, সেই পর্য্যন্ত যোষেফ
তাঁহার পরিচয় লইলেন না, আর
তিনি পুত্রের নাম যীশু রাখিলেন।

**প্রভু যীশুর শিশুকালের বিবরণ।**

২ হেরোদ রাজার সময়ে যিহূদিয়ার
বৈৎলেহমে যীশুর জন্ম হইলে পর,
দেখ, পূর্ব্বদেশ হইতে কয়েক জন
২ পণ্ডিত যিরূশালেমে আসিয়া
কহিলেন, যিহূদীদের যে রাজা
জন্মিয়াছেন, তিনি কোথায় ?
কারণ আমরা পূর্ব্বদেশে তাঁহার
তারা দেখিয়াছি, ও তাঁহাকে
প্রণাম করিতে আসিয়াছি। এই
৩ কথা শুনিয়া হেরোদ রাজা উদ্বিগ্ন
হইলেন, ও তাঁহার সহিত সমুদয়
৪ যিরূশালেমও উদ্বিগ্ন হইল। আর
তিনি সমস্ত প্রধান যাজক ও লোক
সাধারণের অধ্যাপকগণকে একত্র
করিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, খ্রীষ্ট কোথায় জন্মিবেন ?
৫ তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, যিহূ-
দিয়ার বৈৎলেহমে, কেননা ভাববাদী
দ্বারা এইরূপ লিখিত হইয়াছে,
৬ "আর তুমি, হে যিহূদা দেশের
বৈৎলেহম, তুমি যিহূদার অধ্যক্ষ-
দের মধ্যে কোন মতে ক্ষুদ্রতম
নও, কারণ তোমা হইতে সেই
অধ্যক্ষ উৎপন্ন হইবেন,
যিনি আমার প্রজা ইস্রায়েলকে
পালন করিবেন।"*

* যিশাইয় ৭ ; ১৪।

* মীখা ৫ ; ২।

৭ তখন হেরোদ সেই পণ্ডিতগণকে
গোপনে ডাকিয়া, ঐ তারা কোন্
সময়ে দেখা গিয়াছিল, তাহা
তাঁহাদের নিকটে বিশেষ করিয়া
৮ জানিয়া লইলেন। পরে তিনি
তাঁহাদিগকে বৈৎলেহমে পাঠাইয়া
দিয়া কহিলেন, তোমরা গিয়া বিশেষ
করিয়া সেই শিশুর অন্বেষণ কর;
দেখা পাইলে আমাকে সংবাদ দিও,
যেন আমিও গিয়া তাঁহাকে প্রণাম
৯ করিতে পারি। রাজার কথা শুনিয়া
তাঁহারা প্রস্থান করিলেন, আর
দেখ, পূর্ব্বদেশে তাঁহারা যে তারা
দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের
অগ্রে অগ্রে চলিল, শেষে যেখানে
শিশুটী ছিলেন, তাহার উপরে
১০ আসিয়া স্থগিত হইয়া রহিল। তারাটী
দেখিতে পাইয়া তাঁহারা মহানন্দে
১১ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পরে
তাঁহারা গৃহমধ্যে গিয়া শিশুটীকে
তাঁহার মাতা মরিয়মের সহিত
দেখিতে পাইলেন, ও ভূমিষ্ঠ হইয়া
তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং
আপনাদের ধনকোষ খুলিয়া
তাঁহাকে স্বর্ণ, কুন্দুরু ও গন্ধরস
১২ উপহার দিলেন। পরে তাঁহারা যেন
হেরোদের নিকটে ফিরিয়া না যান,
স্বপ্নে এই আদেশ পাইয়া, অন্য পথ
দিয়া আপনাদের দেশে চলিয়া
গেলেন।

১৩ তাঁহারা চলিয়া গেলে পর, দেখ,
প্রভুর এক দূত স্বপ্নে যোষেফকে
দর্শন দিয়া কহিলেন, উঠ, শিশুটীকে
ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরে
পলায়ন কর; আর আমি যত দিন
তোমাকে না বলি, তত দিন সেখানে
থাক; কেননা হেরোদ শিশুটীকে
বধ করিবার জন্য তাঁহার অনুসন্ধান
১৪ করিবে। তখন যোষেফ উঠিয়া
রাত্রিযোগে শিশুটীকে ও তাঁহার
মাতাকে লইয়া মিসরে চলিয়া
১৫ গেলেন, এবং হেরোদের মৃত্যু পর্য্যন্ত
সেখানে থাকিলেন, যেন ভাববাদী
দ্বারা কথিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ
হয়, "আমি মিসর হইতে আপন
পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম"*।

১৬ পরে হেরোদ যখন দেখিলেন যে,
তিনি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক তুচ্ছীকৃত
হইয়াছেন, তখন মহাক্রুদ্ধ হইলেন,
এবং সেই পণ্ডিতদের নিকটে বিশেষ
করিয়া যে সময় জানিয়া লইয়া-
ছিলেন, তদনুসারে দুই বৎসর ও
তাহার অল্প বয়সের যত বালক
বৈৎলেহম ও তাহার সমস্ত পরি-
সীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠাইয়া
১৭ সে সকলকে বধ করাইলেন। তখন
যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই
বচন পূর্ণ হইল,

১৮ "রামায় শব্দ শুনা যাইতেছে,
হাহাকার ও অত্যন্ত রোদন:
রাহেল আপন সন্তানদের জন্য
রোদন করিতেছেন,
সান্ত্বনা পাইতে চান না, কেননা
তাহারা নাই।"†

১৯ হেরোদের মৃত্যু হইলে পর, দেখ,
প্রভুর এক দূত মিসরে যোষেফকে
২০ স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন, উঠ,
শিশুটীকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া

* হোশেয় ১১ : ১।
† যিরমিয় ৩১ : ১৫।

ইস্রায়েল দেশে যাও ; কারণ
যাহারা শিশুটীর প্রাণনাশের চেষ্টা
করিয়াছিল, তাহারা মরিয়া গিয়াছে।
২১ তাহাতে তিনি উঠিয়া শিশুটীকে ও
তাঁহার মাতাকে লইয়া ইস্রায়েল
২২ দেশে আসিলেন। কিন্তু যখন তিনি
শুনিতে পাইলেন যে, আর্খিলায়
নিজ পিতা হেরোদের পদে যিহূ-
দিয়াতে রাজত্ব করিতেছেন, তখন
সেখানে যাইতে ভীত হইলেন ;
পরে স্বপ্নে আদেশ পাইয়া গালীল
২৩ প্রদেশে চলিয়া গেলেন, এবং নাসরৎ
নামক নগরে গিয়া বসতি করিলেন ;
যেন ভাববাদিগণ দ্বারা কথিত এই
বচন পূর্ণ হয় যে, তিনি নাসরতীয়
বলিয়া আখ্যাত হইবেন।

**যোহন বাপ্তাইজকের প্রচারাদি কার্য্য।**[১]

৩ সেই সময়ে যোহন বাপ্তাইজক
উপস্থিত হইয়া যিহূদিয়ার প্রান্তরে
২ প্রচার করিতে লাগিলেন ; তিনি
বলিলেন,
'মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য
সন্নিকট হইল।'
৩ ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে
যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা এই কথা
কথিত হইয়াছিল,
"প্রান্তরে এক জনের রব, সে
ঘোষণা করিতেছে,
তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর,
তাঁহার রাজপথ সকল সরল
কর।"*
৪ যোহন উটের লোমের কাপড়
পরিতেন, তাঁহার কটিদেশে চর্ম্ম-
পটুকা, ও তাঁহার খাদ্য পঙ্গপাল ও
৫ বনমধু ছিল। তখন যিরূশালেম,
সমস্ত যিহূদিয়া, এবং যর্দ্দনের নিকট-
বর্ত্তী সমস্ত অঞ্চলের লোক বাহির
হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে
৬ লাগিল; আর আপন আপন পাপ
স্বীকার করিয়া যর্দ্দন নদীতে তাঁহার
দ্বারা বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল।
৭ কিন্তু অনেক ফরীশী ও সদ্দূকী
বাপ্তিস্মের জন্য আসিতেছে দেখিয়া
তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, হে
সর্পের বংশেরা, আগামী কোপ
হইতে পলায়ন করিতে তোমাদিগকে
৮ কে চেতনা দিল? অতএব মন-
পরিবর্ত্তনের উপযোগী ফলে ফলবান্
৯ হও। আর ভাবিও না যে, তোমরা
মনে মনে বলিতে পার, অব্রাহাম
আমাদের পিতা ; কেননা আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, ঈশ্বর এই
সকল পাথর হইতে অব্রাহামের
জন্য সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন।
১০ আর এখনই গাছগুলির মূলে কুড়ালি
লাগান আছে ; অতএব যে কোন
গাছে উত্তম ফল ধরে না, তাহা
কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া
১১ যায়। আমি তোমাদিগকে মন-
পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত জলে বাপ্তাইজ
করিতেছি বটে, কিন্তু আমার পশ্চাৎ
যিনি আসিতেছেন, তিনি আমা
অপেক্ষা শক্তিমান্ ; আমি তাঁহার
পাদুকা বহিবারও যোগ্য নহি ;
তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও
১২ অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন। তাঁহার
কুলা তাঁহার হস্তে আছে, আর

১। মার্ক ১ ; ৩-৮। লূক ৩ ; ২-১৬।
* যিশাইয় ৪০ ; ৩।

তিনি আপন খামার সুপরিষ্কার
করিবেন, এবং আপনার গোম
গোলায় সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু
তুষ অনির্ব্বাণ অগ্নিতে পোড়াইয়া
দিবেন।

## প্রভু যীশুর বাপ্তিস্ম ও পরীক্ষা।[১]

১৩ তৎকালে যীশু যোহন দ্বারা
বাপ্তাইজিত হইবার জন্য গালীল
হইতে যর্দ্দনে তাঁহার কাছে আসি-
১৪ লেন। কিন্তু যোহন তাঁহাকে বারণ
করিতে লাগিলেন, বলিলেন,
আপনার দ্বারা আমারই বাপ্তাইজিত
হওয়া আবশ্যক, আর আপনি
১৫ আমার কাছে আসিতেছেন? কিন্তু
যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহি-
লেন, এখন সম্মত হও, কেননা
এইরূপে সমস্ত ধার্ম্মিকতা সাধন
করা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত।
তখন তিনি তাঁহার কথায় সম্মত
১৬ হইলেন। পরে যীশু বাপ্তাইজিত
হইয়া অমনি জল হইতে উঠিলেন;
আর দেখ, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ*
খুলিয়া গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের
আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া
আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন।
১৭ আর দেখ, স্বর্গ† হইতে এই বাণী
হইল,

'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র,
ইহাঁতেই আমি প্রীত।'

৪ তখন যীশু, দিয়াবল দ্বারা
পরীক্ষিত হইবার জন্য, আত্মা দ্বারা
২ প্রান্তরে নীত হইলেন। আর তিনি
চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে থাকিয়া
৩ শেষে ক্ষুধিত হইলেন। তখন
পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁহাকে
কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও,
তবে বল, যেন এই পাথরগুলা রুটী
৪ হইয়া যায়। কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া
বলিলেন, লেখা আছে, "মনুষ্য
কেবল রুটীতে বাঁচিবে না, কিন্তু
ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক
বাক্য নির্গত হয়, তাহাতেই
৫ বাঁচিবে।"* তখন দিয়াবল তাঁহাকে
পবিত্র নগরে লইয়া গেল, এবং ধর্ম্ম-
ধামের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইল,
৬ আর তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি
ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নীচে ঝাঁপ
দিয়া পড়, কেননা লেখা আছে,

"তিনি আপন দূতগণকে তোমার
বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন,
আর তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া
তুলিয়া লইবেন,
পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের
আঘাত লাগে।"†

৭ যীশু তাহাকে কহিলেন, আবার
লেখা আছে, "তুমি আপন ঈশ্বর
৮ প্রভুর পরীক্ষা করিও না"।‡ আবার
দিয়াবল তাঁহাকে অতি উচ্চ এক
পর্ব্বতে লইয়া গেল, এবং জগতের
সমস্ত রাজ্য ও সেই সকলের প্রতাপ
৯ দেখাইল, আর তাঁহাকে কহিল, তুমি
যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম
কর, এই সমস্তই আমি তোমাকে
১০ দিব। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন,

১। মার্ক ১; ৯-১৩। লূক ৩; ২১, ২২। ৪; ১-১৩।
* (বা) আকাশ। † (বা) আকাশ।

* দ্বিবি ৮; ৩। † গীত ৯১; ১১, ১২।
‡ দ্বিবি ৬; ১৬।

দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা
আছে, "তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই
প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই
১১ আরাধনা করিবে।"* তখন দিয়াবল
তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল, আর দেখ,
দূতগণ কাছে আসিয়া তাঁহার পরি-
চর্য্যা করিতে লাগিলেন।

## যীশুর প্রকাশ্য কার্য্যের আরম্ভ।

১২ পরে যোহন কারাগারে সমর্পিত
হইয়াছেন শুনিয়া, তিনি গালীলে
১৩ চলিয়া গেলেন; আর নাসরৎ ত্যাগ
করিয়া সমুদ্রতীরে, সবূলূন ও
নপ্তালির অঞ্চলে স্থিত কফরনাহূমে,
১৪ গিয়া বাস করিলেন; যেন যিশাইয়
ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন
পূর্ণ হয়,
১৫ "সবূলূন দেশ ও নপ্তালি দেশ,
সমুদ্রের পথে, যর্দ্দনের পরপারে,
পরজাতিগণের গালীল,
১৬ যে জাতি অন্ধকারে বসিয়াছিল,
তাহারা মহা আলো দেখিতে
পাইল,
যাহারা মৃত্যুর দেশে ও ছায়াতে
বসিয়াছিল,
তাহাদের উপরে আলো উদিত
হইল।"†
১৭ সেই অবধি যীশু প্রচার করিতে
আরম্ভ করিলেন; বলিতে লাগিলেন,
'মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য
সন্নিকট হইল'।
১৮ একদা[১] তিনি গালীল সমুদ্রের
তীর দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে দেখি-
লেন, দুই ভ্রাতা—শিমোন, যাঁহাকে
পিতর বলে, ও তাঁহার ভ্রাতা
আন্দ্রিয়—সমুদ্রে জাল ফেলিতে-
ছেন; কারণ তাঁহারা মৎস্যধারী
১৯ ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, আমার পশ্চাৎ আইস। আমি
তোমাদিগকে মনুষ্যধারী করিব।
২০ আর তখনই তাঁহারা জাল পরিত্যাগ
করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন।
২১ পরে তিনি তথা হইতে অগ্রে গিয়া
দেখিলেন, আর দুই ভ্রাতা—সিব-
দিয়ের পুত্র যাকোব ও তাঁহার ভ্রাতা
যোহন—আপনাদের পিতা সিব-
দিয়ের সহিত নৌকায় জাল সারিতে-
ছেন; তিনি তাঁহাদিগকে ডাকি-
২২ লেন। আর তখনই তাঁহারা নৌকা
ও আপনাদের পিতাকে পরিত্যাগ
করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন।
২৩ পরে যীশু সমুদয় গালীলে ভ্রমণ
করিতে লাগিলেন; তিনি লোকদের
সমাজ-গৃহে সমাজ-গৃহে উপদেশ
দিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার
করিলেন, এবং লোকদের সর্ব্ব-
প্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার পীড়া
২৪ ভাল করিলেন। আর তাঁহার জন-
রব সমুদয় সুরিয়া দেশে ব্যাপিল;
এবং নানা প্রকার রোগ ও ব্যাধিতে
ক্লিষ্ট সমস্ত পীড়িত লোক, ভূতগ্রস্ত
ও মৃগীরোগী ও পক্ষাঘাতী লোক
সকল, তাঁহার নিকটে আনীত হইল,
আর তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করি-
২৫ লেন। আর গালীল, দিকাপলি,
যিরূশালেম, যিহূদিয়া ও যর্দ্দনের
পরপার হইতে বিস্তর লোক তাঁহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

---

* দ্বি বি ৬, ১৩। † যিশাইয় ৯; ১, ২।
১। মার্ক ১, ১৬-২০। লূক ৫; ২-১১।

## প্রভু যীশুর পর্ব্বতে দত্ত উপদেশ ।[১]

৫ তিনি বিস্তর লোক দেখিয়া পর্ব্বতে
উঠিলেন; আর তিনি বসিলে পর
তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে
আসিলেন ।

স্বর্গ-রাজ্যের প্রজা নির্ণয় ।

২ তখন তিনি মুখ খুলিয়া তাঁহা-
দিগকে এই উপদেশ দিতে
লাগিলেন—
৩ ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন,
কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাহাদেরই ।
৪ ধন্য যাহারা শোক করে, কারণ
তাহারা সান্ত্বনা পাইবে ।
৫ ধন্য যাহারা মৃদুশীল, কারণ
তাহারা দেশের অধিকারী
হইবে ।
৬ ধন্য যাহারা ধার্ম্মিকতার জন্য
ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ
তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে ।
৭ ধন্য যাহারা দয়াশীল, কারণ
তাহারা দয়া পাইবে ।
৮ ধন্য যাহারা নির্ম্মলান্তঃকরণ,
কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন
পাইবে ।
৯ ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়,
কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র
বলিয়া আখ্যাত হইবে ।
১০ ধন্য যাহারা ধার্ম্মিকতার জন্য
তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গ-
রাজ্য তাহাদেরই ।
১১ ধন্য তোমরা, যখন লোকে আমার
জন্য তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না
করে, এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের
বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার মন্দ কথা বলে ।
১২ আনন্দ করিও, উল্লাসিত হইও,
কেননা স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার
প্রচুর ; কারণ তোমাদের পূর্ব্বে যে
ভাববাদিগণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে
তাহারা সেই মত তাড়না করিত ।
১৩ তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু
লবণের স্বাদ যদি যায়, তবে তাহা
কি প্রকারে লবণের গুণবিশিষ্ট করা
যাইবে ? তাহা আর কোন কার্য্যে
লাগে না, কেবল বাহিরে ফেলিয়া
দিবার ও লোকের পদতলে দলিত
১৪ হইবার যোগ্য হয় । তোমরা জগতের
দীপ্তি ; পর্ব্বতের উপরে স্থিত নগর
১৫ গুপ্ত থাকিতে পারে না । আর
লোকে প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার নীচে
রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই
রাখে, তাহাতে তাহা গৃহস্থিত সকল
১৬ লোককে আলো দেয় । তদ্রূপ
তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে
উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমা-
দের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের
স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে ।

স্বর্গ-রাজ্যের ব্যবস্থার উৎকর্ষ ।

১৭ মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা
কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে
আসিয়াছি : আমি লোপ করিতে
আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসি-
১৮ য়াছি । কেননা আমি তোমাদিগকে
সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ
ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত
ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও
লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে ।

১ । লূক ৬, ২০-৪৯ ।

১৯ অতএব যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম
আজ্ঞার মধ্যে কোন একটী আজ্ঞা
লঙ্ঘন করে, ও লোকদিগকে সেই-
রূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে
অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে ; কিন্তু যে
কেহ সে সকল পালন করে ও শিক্ষা
দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান্
২০ বলা যাইবে। কেননা আমি তোমা-
দিগকে কহিতেছি, অধ্যাপক ও
ফরীশীদের অপেক্ষা তোমাদের
ধার্ম্মিকতা যদি অধিক না হয়, তবে
তোমরা কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে
প্রবেশ করিতে পাইবে না।
২১ তোমরা শুনিয়াছ, পূর্ব্বকালীয়
লোকদের নিকটে উক্ত হইয়াছিল,
"তুমি নরহত্যা করিও না,"* আর
'যে নরহত্যা করে, সে বিচারের দায়ে
২২ পড়িবে'। কিন্তু আমি তোমাদিগকে
কহিতেছি, যে কেহ† আপন ভ্রাতার
প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচারের
দায়ে পড়িবে ; আর যে কেহ
আপন ভ্রাতাকে বলে, 'রে নির্ব্বোধ,'
সে মহাসভার দায়ে পড়িবে। আর
যে কেহ বলে, 'রে মূঢ়,' সে অগ্নিময়
২৩ নরকের দায়ে পড়িবে। অতএব
তুমি যখন যজ্ঞবেদির নিকটে আপন
নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছ, তখন সেই
স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার
বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কোন কথা
২৪ আছে, তবে সেই স্থানে বেদির
সম্মুখে তোমার নৈবেদ্য রাখ, আর
চলিয়া যাও, প্রথমে তোমার ভ্রাতার
সহিত সম্মিলিত হও, পরে আসিয়া
তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও।
২৫ তুমি যখন বিপক্ষের সঙ্গে পথে থাক,
তখন তাহার সহিত শীঘ্র মিলন
করিও, পাছে বিপক্ষ তোমাকে
বিচারকর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করে, ও
বিচারকর্ত্তা তোমাকে পেয়াদার হস্তে
সমর্পণ করে, আর তুমি কারাগারে
২৬ নিক্ষিপ্ত হও। আমি তোমাকে সত্য
কহিতেছি, যাবৎ শেষ কড়িটা পর্য্যন্ত
পরিশোধ না করিবে, তাবৎ তুমি
কোন মতে সেখান হইতে বাহিরে
আসিতে পাইবে না।
২৭ তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল,
২৮ "তুমি ব্যভিচার করিও না"।* কিন্তু
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে
কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কাম-
ভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই
মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার
২৯ করিল। আর তোমার দক্ষিণ চক্ষু
যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা
উপড়াইয়া দূরে ফেলিয়া দেও ;
কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে
নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং এক
অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে
৩০ ভাল। আর তোমার দক্ষিণ হস্ত
যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা
কাটিয়া দূরে ফেলিয়া দেও; কেননা
তোমার সমস্ত শরীর নরকে যাওয়া
অপেক্ষা বরং এক অঙ্গের নাশ
৩১ হওয়া তোমার পক্ষে ভাল। আর
উক্ত হইয়াছিল, "যে কেহ আপন
স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে
৩২ ত্যাগপত্র দিউক"†। কিন্তু আমি

* যাত্রাপুস্তক ২০ ; ১৩।
† (বা) যে কেহ অকারণে।

যাত্রাপুস্তক ২০ ; ১৪।
† দ্বি বি ২৪ ; ১।

তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ
ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কারণে আপন
স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে
ব্যভিচারিণী করে ; এবং যে ব্যক্তি
সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে,
সে ব্যভিচার করে।
৩৩ আবার তোমরা শুনিয়াছ, পূর্ব্ব-
কালীয় লোকদের নিকটে উক্ত
হইয়াছিল, 'তুমি মিথ্যা দিব্য করিও
না, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশে তোমার
৩৪ দিব্য সকল পালন করিও।' কিন্তু
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
কোন দিব্যই করিও না ; স্বর্গের
দিব্য করিও না, কেননা তাহা
ঈশ্বরের সিংহাসন ; এবং পৃথিবীর
দিব্য করিও না, কেননা তাহা তাঁহার
৩৫ পাদপীঠ ; আর যিরূশালেমের দিব্য
করিও না, কেননা তাহা মহান্‌
৩৬ রাজার নগরী। আর তোমার মাথার
দিব্য করিও না, কেননা একগাছি
চুল সাদা কি কাল করিবার সাধ্য
৩৭ তোমার নাই। কিন্তু তোমাদের
কথা হাঁ, হাঁ, না, না, হউক ; ইহার
অতিরিক্ত যাহা, তাহা মন্দ হইতে*
জন্মে।
৩৮ তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়া-
ছিল, "চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও
৩৯ দন্তের পরিশোধে দন্ত"।† কিন্তু
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না ;
বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে
চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে
৪০ ফিরাইয়া দেও। আর যে তোমার
সহিত বিচার-স্থানে বিবাদ করিয়া
তোমার আঙ্‌রাখা লইতে চায়,
তাহাকে চোগাও লইতে দেও।
৪১ আর যে কেহ এক ক্রোশ যাইতে
তোমাকে পীড়াপীড়ি করে, তাহার
৪২ সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও। যে তোমার
কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাকে দেও ;
এবং যে তোমার নিকটে ধার চায়,
তাহা হইতে বিমুখ হইও না।
৪৩ তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়া-
ছিল, "তোমার প্রতিবাসীকে প্রেম
করিবে,"* এবং 'তোমার শত্রুকে
৪৪ দ্বেষ করিবে'। কিন্তু আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন
আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও,
এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না
করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও ;
৪৫ যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ
পিতার সন্তান হও, কারণ তিনি
ভাল মন্দ লোকদের উপরে আপনার
সূর্য্য উদিত করেন, এবং ধার্ম্মিক
অধার্ম্মিকগণের উপরে জল বর্ষান।
৪৬ কেননা যাহারা তোমাদিগকে প্রেম
করে, তাহাদিগকেই প্রেম করিলে
তোমাদের কি পুরস্কার হইবে ?
করগ্রাহীরাও কি সেই মত করে না ?
৪৭ আর তোমরা যদি কেবল আপন
আপন ভ্রাতৃগণকে মঙ্গলবাদ কর,
তবে অধিক কি কর্ম্ম কর ? পর-
জাতীয়েরাও কি সেইরূপ করে না ?
৪৮ অতএব তোমাদের স্বর্গীয় পিতা
যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি সিদ্ধ
হও।

* (বা) সেই পাপাত্মা হইতে।
† যাত্রাপুস্তক ২১ ; ২৪।
* লেবীয় ১৯, ১৮।

দান ও প্রার্থনাদি ধর্ম্মকর্ম্মের কথা।

৬ সাবধান, লোককে দেখাইবার
জন্য তাহাদের সাক্ষাতে তোমাদের
ধর্ম্মকর্ম্ম করিও না, করিলে তোমা-
দের স্বর্গস্থ পিতার নিকটে তোমাদের
পুরস্কার নাই।
২ অতএব তুমি যখন দান কর,
তখন তোমার সম্মুখে তূরী বাজাইও
না, যেমন কপটীরা লোকের কাছে
গৌরব পাইবার জন্য সমাজ-গৃহে ও
পথে করিয়া থাকে; আমি তোমা-
দিগকে সত্য বলিতেছি, তাহারা
আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে।
৩ কিন্তু তুমি যখন দান কর, তখন
তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে,
তাহা তোমার বাম হস্তকে জানিতে
৪ দিও না। এইরূপে তোমার দান যেন
গোপনে হয়; তাহাতে তোমার
পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি
তোমাকে ফল দিবেন।
৫ আর তোমরা যখন প্রার্থনা কর,
তখন কপটীদের ন্যায় হইও না;
কারণ তাহারা সমাজ-গৃহে ও পথের
কোণে দাঁড়াইয়া লোক-দেখান
প্রার্থনা করিতে ভাল বাসে; আমি
তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি,
তাহারা আপনাদের পুরস্কার
৬ পাইয়াছে। কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা
কর, তখন তোমার অন্তরাগারে
প্রবেশ করিও, আর দ্বার রুদ্ধ করিয়া
তোমার পিতা, যিনি গোপনে
বর্ত্তমান, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা
করিও; তাহাতে তোমার পিতা,
যিনি গোপনে দেখেন, তিনি
তোমাকে ফল দিবেন।

৭ আর প্রার্থনাকালে তোমরা
অনর্থক পুনরুক্তি করিও না, যেমন
জাতিগণ করিয়া থাকে; কেননা
তাহারা মনে করে, বাক্যবাহুল্যে
তাহাদের প্রার্থনার উত্তর পাইবে।
৮ অতএব তোমরা তাহাদের মত হইও
না, কেননা তোমাদের কি কি প্রয়ো-
জন, তাহা যাচ্ঞা করিবার পূর্ব্বে
৯ তোমাদের পিতা জানেন। অতএব
তোমরা এই মত প্রার্থনা করিও;
হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ,
তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য
হউক,
১০ তোমার রাজ্য আইসুক,
তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক,
যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও
হউক;
১১ আমাদের প্রয়োজনীয়* খাদ্য
আজ আমাদিগকে দেও;
১২ আর আমাদের অপরাধ† সকল
ক্ষমা কর,
যেমন আমরাও আপন আপন
অপরাধীদিগকে† ক্ষমা করি-
য়াছি;
১৩ আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে
আনিও না,
কিন্তু মন্দ হইতে‡ রক্ষা কর।**
১৪ কারণ তোমরা যদি লোকের
অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের
স্বর্গীয় পিতা তোমাদিগকেও ক্ষমা

* (বা) আজকার। (বা) আগামী দিনের।
† (মূলভাষায়) ঋণ, ঋণীদিগকে।
‡ (বা) সেই পাপাত্মা হইতে।
** (কোন কোন প্রাচীন অনুলিপিতে ও প্রাচীন অনুবাদে ইহার পরে লেখা আছে) কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন্।

১৫ করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি
লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তবে
তোমাদের পিতা তোমাদেরও
অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।
১৬ আর তোমরা যখন উপবাস কর,
তখন কপটীদের ন্যায় বিষণ্ণ-বদন
হইও না; কেননা তাহারা লোককে
উপবাস দেখাইবার নিমিত্ত আপনা-
দের মুখ মলিন করে; আমি
তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি,
তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাই-
১৭ য়াছে। কিন্তু তুমি যখন উপবাস
কর, তখন মাথায় তৈল মাখিও,
১৮ এবং মুখ ধুইও; যেন লোকে তোমার
উপবাস না দেখিতে পায়, কিন্তু
তোমার পিতা, যিনি গোপনে
বর্ত্তমান, তিনিই দেখিতে পান;
তাহাতে তোমার পিতা, যিনি
গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে
ফল দিবেন।

স্বর্গে ধনসঞ্চয় করিবার কথা।

১৯ তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের
জন্য ধন সঞ্চয় করিও না; এখানে
ত কীটে ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয় করে, এবং
এখানে চোরে সিঁধ কাটিয়া চুরি
২০ করে। কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য
ধন সঞ্চয় কর; সেখানে কীটে ও
মর্চ্চ্যায় ক্ষয় করে না, সেখানে
চোরেও সিঁধ কাটিয়া চুরি করে
২১ না। কারণ যেখানে তোমার ধন,
সেইখানে তোমার মনও থাকিবে।
২২ চক্ষুই শরীরের প্রদীপ: অতএব
তোমার চক্ষু যদি সরল হয়, তবে
তোমার সমস্ত শরীর দীপ্তিময়
২৩ হইবে। কিন্তু তোমার চক্ষু যদি
মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর
অন্ধকারময় হইবে। অতএব তোমার
আন্তরিক দীপ্তি যদি অন্ধকার হয়,
২৪ সেই অন্ধকার কত বড়! কেহই
দুই কর্ত্তার দাসত্ব করিতে পারে
না; কেননা সে হয় ত এক জনকে
দ্বেষ করিবে, আর এক জনকে প্রেম
করিবে, নয় ত এক জনের প্রতি
অনুরক্ত হইবে, আর এক জনকে
তুচ্ছ করিবে; তোমরা ঈশ্বর এবং
ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না।

ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিবার কথা।

২৫ এই জন্য আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, 'কি ভোজন করিব, কি
পান করিব' বলিয়া প্রাণের বিষয়ে,
কিম্বা 'কি পরিব' বলিয়া শরীরের
বিষয়ে ভাবিত হইও না: ভক্ষ্য
হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর
২৬ কি বড় বিষয় নয়? আকাশের
পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,:
তাহারা বুনেও না, কাটেও না,
গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি
তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে
আহার দিয়া থাকেন; তোমরা
কি তাহাদের হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ
২৭ নও? আর তোমাদের মধ্যে কে
ভাবিত হইয়া আপন বয়স এক
২৮ হস্তমাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে? আর
বস্ত্রের নিমিত্ত কেন ভাবিত হও?
ক্ষেত্রের কানুড় পুষ্পের বিষয়ে
বিবেচনা কর, সেগুলি কেমন বাড়ে:
সে সকল শ্রম করে না, সূতাও
২৯ কাটে না; তথাপি আমি তোমা-

দিগকে বলিতেছি, শলোমনও
আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহার
৩০ একটীর ন্যায় সুসজ্জিত ছিলেন না।
ভাল, ক্ষেত্রের যে তৃণ আজ আছে
ও কাল চুলায় ফেলিয়া দেওয়া
যাইবে, তাহা যদি ঈশ্বর এরূপ
বিভূষিত করেন, তবে হে অল্পবিশ্বা-
সীরা, তোমাদিগকে কি আরও
অধিক নিশ্চয় বিভূষিত করিবেন
৩১ না? অতএব ইহা বলিয়া ভাবিত
৩২ হইও না যে, ‘কি ভোজন করিব?’
বা ‘কি পান করিব?’ বা ‘কি
পরিব?’ কেননা পরজাতীয়েরাই
এই সকল বিষয় চেষ্টা করিয়া
থাকে; তোমাদের স্বর্গীয় পিতা ত
জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে
৩৩ তোমাদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু
তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও
তাঁহার ধার্ম্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা
কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও
৩৪ তোমাদিগকে দেওয়া হইবে। অত-
এব কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও
না, কেননা কল্য আপনার বিষয়
আপনি ভাবিত হইবে; দিনের
কষ্ট দিনের জন্যই যথেষ্ট।

### পরের বিচার করিবার কথা।

৭ তোমরা বিচার করিও না, যেন
২ বিচারিত না হও। কেননা যেরূপ
বিচারে তোমরা বিচার কর, সেই-
রূপ বিচারে তোমরাও বিচারিত
হইবে; এবং যে পরিমাণে পরিমাণ
কর, সেই পরিমাণে তোমাদের
৩ নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে।
আর তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে
কুটা আছে, তাহাই কেন দেখি-
তেছ, কিন্তু তোমার নিজের চক্ষে
যে কড়িকাট আছে, তাহা কেন
৪ ভাবিয়া দেখিতেছ না? অথবা তুমি
কেমন করিয়া আপন ভ্রাতাকে
বলিবে, এস, আমি তোমার চক্ষু
হইতে কুটা গাছটা বাহির করিয়া
দিই? আর দেখ, তোমার নিজের
৫ চক্ষে কড়িকাট রহিয়াছে! হে
কপটি, আগে আপনার চক্ষু হইতে
কড়িকাট বাহির করিয়া ফেল, আর
তখন তোমার ভ্রাতার চক্ষু হইতে
কুটা গাছটা বাহির করিবার
নিমিত্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।
৬ পবিত্র বস্তু কুকুরদিগকে দিও না,
এবং তোমাদের মুক্তা শূকরদিগের
সম্মুখে ফেলিও না; পাছে তাহারা
পা দিয়া তাহা দলায়, এবং ফিরিয়া
তোমাদিগকে ফাড়িয়া ফেলে।

### প্রার্থনার কথা

৭ যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া
যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে;
দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য
৮ খুলিয়া দেওয়া যাইবে। কেননা
যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ
করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে
পায়; আর যে আঘাত করে,
তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।
৯ তোমাদের মধ্যে এমন লোক কে
যে, আপনার পুত্র রুটী চাহিলে
১০ তাহাকে পাথর দিবে, কিম্বা মাছ
১১ চাহিলে তাহাকে সাপ দিবে?
অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি
তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম
দ্রব্য দান করিতে জান, তবে

ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, তোমা-
দের স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার
কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে
উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিবেন।
১২ অতএব সর্ব্ববিষয়ে তোমরা যাহা
যাহা ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমা-
দের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের
প্রতি সেইরূপ করিও; কেননা ইহাই
ব্যবস্থার ও ভাববাদি-গ্রন্থের সার।

স্বর্গ-পথে চলিবার কথা।

১৩ সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর;
কেননা সর্ব্বনাশে যাইবার দ্বার
প্রশস্ত ও পথ পরিসর, এবং
অনেকেই তাহা দিয়া প্রবেশ করে;
১৪ কেননা জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ
ও পথ দুর্গম, এবং অল্প লোকেই
তাহা পায়।
১৫ ভাক্ত ভাববাদিগণ হইতে
সাবধান; তাহারা মেষের বেশে
তোমাদের নিকটে আইসে, কিন্তু
১৬ অন্তরে গ্রাসকারী কেন্দুয়া। তোমরা
তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে
চিনিতে পারিবে। লোকে কি কাঁটা-
গাছ হইতে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা শিয়াল-
কাঁটা হইতে ডুমুরফল সংগ্রহ করে?
১৭ সেই প্রকারে প্রত্যেক ভাল গাছে
ভাল ফল ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে
১৮ মন্দ ফল ধরে। ভাল গাছে মন্দ ফল
ধরিতে পারে না, এবং মন্দ গাছে
১৯ ভাল ফল ধরিতে পারে না। যে
কোন গাছে ভাল ফল ধরে না, তাহা
কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া
২০ যায়। অতএব তোমরা উহাদের ফল
দ্বারাই উহাদিগকে চিনিতে পারিবে।
২১ যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে
প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গ-
রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে,
এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার
স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে,
২২ সেই পাইবে। সেই দিন অনেকে
আমাকে বলিবে, হে প্রভু, হে প্রভু,
আপনার নামেই আমরা কি ভাব-
বাণী বলি নাই? আপনার নামেই
কি ভূত ছাড়াই নাই? আপনার
নামেই কি অনেক পরাক্রম-কার্য্য
২৩ করি নাই? তখন আমি তাহাদিগকে
স্পষ্টই বলিব, আমি কখনও তোমা-
দিগকে জানি নাই; হে অধর্ম্মা-
চারীরা, আমার নিকট হইতে দূর
হও।
২৪ অতএব যে কেহ আমার এই
সকল বাক্য শুনিয়া পালন করে,
তাহাকে এমন এক জন বুদ্ধিমান
লোকের তুল্য বলিতে হইবে, যে
পাষাণের উপরে আপন গৃহ নির্ম্মাণ
২৫ করিল। পরে বৃষ্টি নামিল, বন্যা
আসিল, বায়ু বহিল, এবং সেই গৃহে
লাগিল, তথাপি তাহা পড়িল না,
কারণ পাষাণের উপরে তাহার
২৬ ভিত্তিমূল স্থাপিত হইয়াছিল। আর
যে কেহ আমার এই সকল বাক্য
শুনিয়া পালন না করে, তাহাকে
এমন এক জন নির্ব্বোধ লোকের
তুল্য বলিতে হইবে, যে বালুকার
উপরে আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিল।
২৭ পরে বৃষ্টি নামিল, বন্যা আসিল,
বায়ু বহিল, এবং সেই গৃহে আঘাত
করিল, তাহাতে তাহা পড়িয়া গেল,
ও তাহার পতন ঘোরতর হইল।
২৮ যীশু যখন এই সকল বাক্য শেষ

করিলেন, লোকসমূহ তাঁহার উপ-
২৯ দেশে চমৎকার জ্ঞান করিল; কারণ
তিনি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় তাহা-
দিগকে উপদেশ দিতেন, তাহাদের
অধ্যাপকদের ন্যায় নয়।

## যীশুর নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য।

৮ তিনি পর্ব্বত হইতে নামিলে
বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমন করিল।

### যীশু এক জন কুষ্ঠীকে সুস্থ করেন।১

২ আর দেখ, এক জন কুষ্ঠী নিকটে
আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া
কহিল, হে প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা
হয়, আমাকে শুচি করিতে পারেন।
৩ তখন তিনি হাত বাড়াইয়া তাহাকে
স্পর্শ করিলেন, কহিলেন, আমার
ইচ্ছা, তুমি শুচীকৃত হও; আর
তখনই সে কুষ্ঠ হইতে শুচীকৃত
৪ হইল। পরে যীশু তাহাকে কহিলেন,
দেখিও, এই কথা কাহাকেও বলিও
না; কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়া
আপনাকে দেখাও, এবং মোশির
আজ্ঞানুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর,
তাহাদের কাছে সাক্ষ্য দিবার জন্য।

### যীশু এক জন শতপতির দাসকে সুস্থ করেন।

৫ আর তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ
করিলে এক জন শতপতি তাঁহার
নিকটে আসিয়া বিনতিপূর্ব্বক
৬ কহিলেন, হে প্রভু, আমার দাস গৃহে
পক্ষাঘাতে পড়িয়া আছে, ভয়ানক
৭ যাতনা পাইতেছে। তিনি তাঁহাকে
কহিলেন, আমি গিয়া তাহাকে সুস্থ
৮ করিব। শতপতি উত্তর করিলেন,
হে প্রভু, আমি এমন যোগ্য নই যে,
আপনি আমার ছাদের নীচে
আইসেন; কেবল বাক্যে বলুন,
তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে।
৯ কারণ আমিও কর্তৃত্বের অধীন লোক,
আবার সেনাগণ আমার অধীন;
আমি তাহাদের এক জনকে 'যাও'
বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে
'আইস' বলিলে সে আইসে, আর
আমার দাসকে 'এই কর্ম্ম কর'
১০ বলিলে সে তাহা করে। এই কথা
শুনিয়া যীশু আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন,
এবং যাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ
আসিতেছিল, তাহাদিগকে কহি-
লেন, আমি তোমাদিগকে সত্য
বলিতেছি, ইস্রায়েলের মধ্যে
কাহারও এত বড় বিশ্বাস দেখিতে
১১ পাই নাই। আর আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, অনেকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম
হইতে আসিবে, এবং অব্রাহাম,
ইস্‌হাক ও যাকোবের সহিত স্বর্গ-
১২ রাজ্যে একত্র বসিবে; কিন্তু রাজ্যের
সন্তানদিগকে বাহিরের অন্ধকারে
ফেলিয়া দেওয়া যাইবে; সেই স্থানে
১৩ রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে। পরে
যীশু সেই শতপতিকে কহিলেন,
চলিয়া যাও, যেমন বিশ্বাস করিলে,
তেমনি তোমার প্রতি হউক। আর
সেই দণ্ডেই তাহার দাস সুস্থ হইল।

### যীশু পিতরের শাশুড়ীর জ্বর ভাল করেন।১

১৪ আর যীশু পিতরের গৃহে আসিয়া
দেখিলেন, তাঁহার শাশুড়ী শয্যাগত,

১। মার্ক ১, ৪০-৪৪। লূক ৫, ১২-১৪। ৭, ১-১০।

১। মার্ক ১, ২৯-৩৪। লূক ৪, ৩৮-৪১।

১৫ তাঁহার জ্বর হইয়াছে। পরে তিনি
তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিলেন, আর
জ্বর ছাড়িয়া গেল; তখন তিনি
উঠিয়া যীশুর পরিচর্য্যা করিতে
১৬ লাগিলেন। আর সন্ধ্যা হইলে
লোকেরা অনেক ভূতগ্রস্থকে
তাঁহার নিকটে আনিল, তাহাতে
তিনি বাক্য দ্বারাই সেই আত্মাগণ-
কে ছাড়াইলেন, এবং সকল পীড়িত
লোককে সুস্থ করিলেন; যেন
১৭ যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা কথিত
এই বচন পূর্ণ হয়, "তিনি আপনি
আমাদের দুর্ব্বলতা সকল গ্রহণ
করিলেন ও ব্যাধি সকল বহন
করিলেন।"*

১৮ আর যীশু আপনার চারিদিকে
বিস্তর লোক দেখিয়া পরপারে
যাইতে আজ্ঞা করিলেন। তখন
১৯ এক জন অধ্যাপক আসিয়া
তাহাকে কহিলেন, হে গুরু,
আপনি যে কোন স্থানে যাইবেন,
২০ আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
যাইব। যীশু তাঁহাকে কহিলেন,
শৃগালদের গর্ত্ত আছে, এবং আকা-
শের পক্ষিগণের বাসা আছে;
কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার
২১ স্থান নাই। শিষ্যদের মধ্যে আর
এক জন তাঁহাকে বলিলেন, হে
প্রভু, অগ্রে আমার পিতাকে কবর
দিয়া আসিতে অনুমতি করুন।
২২ কিন্তু যীশু তাঁহাকে কহিলেন,
আমার পশ্চাৎ আইস; মৃতেরাই
আপন আপন মৃতদের কবর দিউক।

* যিশাইয় ৫৩; ৪।

যীশু ঝড় থামান। ১

২৩ আর তিনি নৌকায় উঠিলে তাঁহার
২৪ শিষ্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ গেলেন।
আর দেখ, সমুদ্রে ভারী ঝড়
আসিল, এমন কি, নৌকা তরঙ্গে
আচ্ছন্ন হইতেছিল; কিন্তু তিনি
২৫ নিদ্রাগত ছিলেন। তখন তাঁহারা
তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে
জাগাইয়া কহিলেন, হে প্রভু, রক্ষা
২৬ করুন, আমরা মারা পড়িলাম।
তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে
অল্পবিশ্বাসীরা, কেন ভীরু হও?
তখন তিনি উঠিয়া বায়ু ও সমুদ্রকে
ধমক দিলেন; তাহাতে মহাশান্তি
২৭ হইল। আর সেই ব্যক্তিরা আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিয়া কহিলেন, আঃ! ইনি
কেমন লোক, বায়ু ও সমুদ্রও যে
ইঁহার আজ্ঞা মানে!

যীশু দুই জন লোকের ভূত ছাড়ান।

২৮ পরে তিনি পরপারে গাদারীয়দের
দেশে গেলে দুই জন ভূতগ্রস্থ লোক
কবরস্থান হইতে বাহির হইয়া
তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল;
তাহারা এত বড় দুর্দ্দান্ত ছিল যে,
ঐ পথ দিয়া কেহই যাইতে পারিত
২৯ না। আর দেখ, তাহারা চেঁচাইয়া
উঠিল, বলিল, হে ঈশ্বরের পুত্র,
আপনার সহিত আমাদের সম্পর্ক
কি? আপনি কি নিরূপিত সময়ের
পূর্ব্বে আমাদিগকে যাতনা দিতে
৩০ এখানে আসিলেন? তখন তাহাদের
হইতে কিছু দূরে বৃহৎ এক শূকর

১। মার্ক ৪ ; ৩৬-৪১। ৫ ; ১-১৭। লূক ৮ ; ২২-৩৭।

৩১ পাল চরিতেছিল। তাহাতে ভূতেরা
বিনতি করিয়া তাঁহাকে কহিল, যদি
আমাদিগকে ছাড়ান, তবে ঐ
৩২ শূকর-পালে পাঠাইয়া দিউন। তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, চলিয়া যাও।
তখন তাহারা বাহির হইয়া সেই
শূকর-পালে প্রবেশ করিল; আর
দেখ, সমুদয় শূকর মহাবেগে ঢালু
পাড় দিয়া দৌড়িয়া গিয়া সমুদ্রে
পড়িল, ও জলে ডুবিয়া মরিল।
৩৩ তখন পালকেরা পলায়ন করিল,
এবং নগরে গিয়া সমস্ত বিষয়,
বিশেষতঃ সেই ভূতগ্রস্তদের বিষয়
৩৪ বর্ণনা করিল। আর দেখ, নগরের
সমস্ত লোক যীশুর সহিত সাক্ষাৎ
করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল,
এবং তাঁহাকে দেখিয়া আপনাদের
সীমা হইতে চলিয়া যাইতে বিনতি
করিল।

যীশু এক জন পক্ষাঘাতীকে আরোগ্য করেন, ও তাহার পাপ ক্ষমা করেন।[১]

৯ পরে তিনি নৌকায় উঠিয়া পার
হইলেন, এবং নিজ নগরে আসি-
লেন। আর দেখ, কয়েকটী লোক
তাঁহার নিকটে এক জন পক্ষা-
ঘাতীকে আনিল, সে খাটের উপরে
২ শয়ান ছিল। যীশু তাহাদের বিশ্বাস
দেখিয়া সেই পক্ষাঘাতীকে কহিলেন,
বৎস, সাহস কর, তোমার পাপ
৩ ক্ষমা হইল। আর দেখ, কয়েক জন
অধ্যাপক মনে মনে কহিল, এ ব্যক্তি
৪ ঈশ্বর-নিন্দা করিতেছে। তখন যীশু
তাহাদের চিন্তা বুঝিয়া কহিলেন,

১। মার্ক ২; ৩-১২। লূক ৫; ১৮-২৬।

তোমরা কেন মনে মনে কুচিন্তা
৫ করিতেছ? কারণ কোন্‌টা সহজ,
'তোমার পাপ ক্ষমা হইল' বলা, না
৬ 'তুমি উঠিয়া বেড়াও' বলা? কিন্তু
পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্য-
পুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন
তোমরা জানিতে পার, এই জন্য—
তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন
—উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া লও,
এবং তোমার ঘরে চলিয়া যাও।
৭ তখন সে উঠিয়া আপন গৃহে চলিয়া
৮ গেল। তাহা দেখিয়া লোকসমূহ
ভীত হইল, আর ঈশ্বর মনুষ্যকে
এমন ক্ষমতা দিয়াছেন বলিয়া
তাঁহার গৌরব করিল।

মথির আহ্বান। তৎসম্বন্ধে যীশুর শিক্ষা।

৯ আর সে স্থান হইতে যাইতে
যাইতে যীশু দেখিলেন, মথি নামক
এক ব্যক্তি করগ্রহণ-স্থানে বসিয়া
আছে; তিনি তাহাকে কহিলেন,
আমার পশ্চাৎ আইস। তাহাতে
সে উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন
করিল।
১০ পরে তিনি গৃহমধ্যে ভোজন
করিতে বসিয়াছেন, আর দেখ,
অনেক করগ্রাহী ও পাপী আসিয়া
যীশুর এবং তাঁহার শিষ্যদের সহিত
১১ বসিল। তাহা দেখিয়া ফরীশীরা
তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিল, তোমা-
দের গুরু কি জন্য করগ্রাহী ও পাপী-
১২ দের সহিত ভোজন করেন? তাহা
শুনিয়া তিনি কহিলেন, সুস্থ লোক-
দের চিকিৎসকে প্রয়োজন নাই,
বরং পীড়িতদেরই প্রয়োজন আছে।

১৩ কিন্তু তোমরা গিয়া শিক্ষা কর, এই
বচনের মর্ম্ম কি, "আমি দয়াই চাই,
বলিদান নয়"* ; কেননা আমি
ধার্ম্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পাপী-
দিগকে ডাকিতে আসিয়াছি।
১৪ তখন যোহনের শিষ্যগণ তাঁহার
নিকটে আসিয়া কহিল, ফরীশীরা
ও আমরা অনেক বার উপবাস করি,
কিন্তু আপনার শিষ্যগণ উপবাস
১৫ করে না, ইহার কারণ কি? যীশু
তাঁহাদিগকে কহিলেন, বর সঙ্গে
থাকিতে কি বাসরঘরের লোকে
বিলাপ করিতে পারে? কিন্তু এমন
সময় আসিবে, যখন তাহাদের নিকট
হইতে বর নীত হইবেন; তখন
১৬ তাহারা উপবাস করিবে। পুরাতন
বস্ত্রে কেহ কোরা কাপড়ের তালী
দেয় না, কেননা তাহার তালীতে
বস্ত্র ছিঁড়িয়া যায়, এবং আরও মন্দ
১৭ ছিদ্র হয়। আর লোকে পুরাতন
কুপায় নূতন দ্রাক্ষারস রাখে না;
রাখিলে কুপাগুলি ফাটিয়া যায়,
তাহাতে দ্রাক্ষারস পড়িয়া যায়,
কুপাগুলিও নষ্ট হয়; কিন্তু লোকে
নূতন কুপাতেই টাট্‌কা দ্রাক্ষারস
রাখে, তাহাতে উভয়েরই রক্ষা হয়।

**যীশু এক রুগ্ন স্ত্রীলোককে সুস্থ করেন, ও একটী মৃত বালিকাকে জীবন দেন।[১]**

১৮ তিনি তাহাদিগকে এই সকল
কথা বলিতেছেন, আর দেখ, এক
জন অধ্যক্ষ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম
করিয়া কহিলেন, আমার কন্যাটী
এতক্ষণ মরিয়া গিয়াছে; কিন্তু
আপনি আসিয়া তাহার উপরে
হস্তার্পণ করুন, তাহাতে সে বাঁচিবে।
১৯ তখন যীশু উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ
গমন করিলেন, তাঁহার শিষ্যগণও
২০ চলিলেন। আর দেখ, বারো বৎসর
অবধি প্রদর রোগগ্রস্ত একটী স্ত্রী-
লোক তাঁহার পশ্চাৎ দিকে আসিয়া
তাঁহার বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করিল;
২১ কারণ সে মনে মনে বলিতেছিল,
উহাঁর বস্ত্রমাত্র স্পর্শ করিতে পারি-
২২ লেই আমি সুস্থ হইব। তখন যীশু
মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়া
কহিলেন, বৎসে, সাহস কর, তোমার
বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল। সেই
দণ্ড অবধি স্ত্রীলোকটী সুস্থ হইল।
২৩ পরে যীশু সেই অধ্যক্ষের বাটীতে
আসিয়া যখন দেখিলেন, বংশীবাদক-
গণ রহিয়াছে, ও লোকেরা কোলা-
২৪ হল করিতেছে, তখন বলিলেন,
সরিয়া যাও, কন্যাটী ত মরে নাই,
ঘুমাইয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা
২৫ তাঁহাকে উপহাস করিল। কিন্তু
লোকদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া
হইলে তিনি ভিতরে গিয়া কন্যাটীর
হাত ধরিলেন, তাহাতে সে উঠিল।
২৬ আর এই জনরব সেই দেশময়
ব্যাপিল।

**যীশু দুই জন অন্ধকে ও এক জন গোঁগাকে সুস্থ করেন।**

২৭ পরে যীশু সেখান হইতে প্রস্থান
করিলে, দুই জন অন্ধ তাঁহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ চলিল; তাহারা চেঁচাইয়া
বলিতে লাগিল, হে দায়ূদ-সন্তান,

---

* হোশেয় ৬; ৬।
১। মার্ক ৫; ২২-৪৩। লূক ৮; ৪১-৫৬।

২৮ আমাদের প্রতি দয়া করুন। তিনি
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে পর সেই
অন্ধেরা তাঁহার নিকটে আসিল;
তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন,
তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, আমি
ইহা করিতে পারি? তাহারা
২৯ তাঁহাকে বলিল, হাঁ, প্রভু। তখন
তিনি তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন,
আর কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস
অনুসারে তোমাদের প্রতি হউক।
৩০ তখন তাহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল।
আর যীশু তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে
নিষেধ করিয়া দিলেন, কহিলেন,
দেখিও, যেন কেহ ইহা জানিতে না
৩১ পায়। কিন্তু তাহারা বাহিরে গিয়া
সেই দেশময় তাঁহার কীর্ত্তি প্রকাশ
করিল।

৩২ তাহারা বাহিরে যাইতেছে, আর
দেখ, লোকেরা এক ভূতগ্রস্ত
গোঁগাকে তাঁহার নিকটে আনিল।
৩৩ ভূত ছাড়ান হইলে সেই গোঁগা কথা
কহিতে লাগিল; তখন লোক সকল
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, ইস্রা-
য়েলের মধ্যে এমন কখনও দেখা
৩৪ যায় নাই। কিন্তু ফরীশীরা বলিতে
লাগিল, ভূতগণের অধিপতি দ্বারা
সে ভূত ছাড়ায়।

### যীশু বারো জন শিষ্যকে প্রেরিতপদে নিযুক্ত করেন।

৩৫ আর যীশু সমস্ত নগরে ও গ্রামে
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তিনি
লোকদের সমাজ-গৃহে উপদেশ
দিলেন ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার
করিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ ও
সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি আরোগ্য করি-
৩৬ লেন। কিন্তু বিস্তর লোক দেখিয়া
তিনি তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট
হইলেন, কেননা তাহারা ব্যাকুল ও
ছিন্নভিন্ন ছিল, যেন পালকবিহীন
৩৭ মেষপাল। তখন তিনি আপন শিষ্য-
দিগকে কহিলেন, শস্য প্রচুর বটে,
কিন্তু কার্য্যকারী লোক অল্প;
৩৮ অতএব শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে
প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজ শস্য-
ক্ষেত্রে কার্য্যকারী লোক পাঠাইয়া
দেন।

১০ পরে তিনি আপনার বারো জন
শিষ্যকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহা-
দিগকে অশুচি আত্মাদের উপরে
ক্ষমতা দিলেন, যেন তাঁহারা তাহা-
দিগকে ছাড়াইতে, এবং সর্ব্বপ্রকার
রোগ ও ব্যাধি আরোগ্য করিতে
পারেন।
২ সেই বারো জন প্রেরিতের নাম
এই এই[১];—প্রথম, শিমোন,
যাঁহাকে পিতর বলে, এবং তাঁহার
ভ্রাতা আন্দ্রিয়, সিবদিয়ের পুত্র
যাকোব এবং তাঁহার ভ্রাতা যোহন,
৩ ফিলিপ ও বর্থলময়, থোমা ও কর-
গ্রাহী মথি, আল্‌ফেয়ের পুত্র
৪ যাকোব ও থদ্দেয়, কানানী*
শিমোন এবং ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা,
যে তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ
৫ করিল। এই বারো জনকে যীশু

১। মার্ক ৩, ১৬-১৯। ৬; ৮-১১।
লূক ৬, ১৪-১৬।
* (বা) উদ্যোগী। লূক ৬; ১৫।
প্রেরিত ১, ১৩।

প্রেরণ করিলেন, আর তাঁহাদিগকে
এই আদেশ দিলেন—
৬ তোমরা পরজাতিগণের পথে
যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন
নগরে প্রবেশ করিও না; বরং
ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষগণের
৭ কাছে যাও। আর তোমরা যাইতে
যাইতে এই কথা প্রচার কর, 'স্বর্গ-
৮ রাজ্য সন্নিকট হইল'। পীড়িতদিগকে
সুস্থ করিও, মৃতদিগকে উত্থাপন
করিও, কুষ্ঠীদিগকে শুচি করিও,
ভূতদিগকে ছাড়াইও; তোমরা
বিনামূল্যে পাইয়াছ, বিনামূল্যেই
৯ দান করিও। তোমাদের গেঁজিয়ায়
১০ স্বর্ণ কি রৌপ্য কি পিত্তল, এবং
যাত্রার জন্য থলি কি দুইটী আঙ্-
রাখা কি পাদুকা কি যষ্টি, এ
সকলের আয়োজন করিও না;
কেননা কার্য্যকারী নিজ আহারের
১১ যোগ্য। আর তোমরা যে নগরে
কি গ্রামে প্রবেশ করিবে, তথাকার
কোন্ ব্যক্তি যোগ্য, তাহা অনুসন্ধান
করিও, আর যে পর্য্যন্ত অন্য স্থানে
১২ না যাও, সেখানে থাকিও। আর
তাহার গৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে
সেই গৃহকে মঙ্গলবাদ করিও।
১৩ তাহাতে সেই গৃহ যদি যোগ্য হয়,
তবে তোমাদের শান্তি তাহার প্রতি
বর্ত্তুক; কিন্তু যদি যোগ্য না হয়,
তবে তোমাদের শান্তি তোমাদের
১৪ কাছে ফিরিয়া আইসুক। আর যে
কেহ তোমাদিগকে গ্রহণ না করে,
এবং তোমাদের কথা না শুনে, সেই
গৃহ কিম্বা সেই নগর হইতে বাহির
হইবার সময়ে আপন আপন পায়ের
১৫ ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিও। আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি,
বিচার-দিনে সেই নগরের দশা
অপেক্ষা বরং সদোম ও ঘমোরা
দেশের দশা সহনীয় হইবে।
১৬ দেখ, কেন্দুয়াদের মধ্যে যেমন
মেষ, তেমনি আমি তোমাদিগকে
প্রেরণ করিতেছি; অতএব তোমরা
সর্পের ন্যায় সতর্ক ও কপোতের ন্যায়
১৭ অমায়িক হও। কিন্তু মনুষ্যদের
হইতে সাবধান থাকিও; কেননা
তাহারা তোমাদিগকে বিচারসভায়
সমর্পণ করিবে, এবং আপনাদের
সমাজ-গৃহে কোড়া মারিবে।
১৮ এমন কি, আমার জন্য তোমরা
দেশাধ্যক্ষ ও রাজাদের সম্মুখে,
তাহাদের ও পরজাতিগণের কাছে
১৯ সাক্ষ্য দিবার জন্য, নীত হইবে। কিন্তু
যখন লোকে তোমাদিগকে সমর্পণ
করিবে, তখন তোমরা কিরূপে কি
বলিবে, সে বিষয়ে ভাবিত হইও
না; কারণ তোমাদের যাহা বলিবার,
তাহা সেই দণ্ডেই তোমাদিগকে দান
২০ করা যাইবে। কেননা তোমরা কথা
বলিবে, এমন নয়, কিন্তু তোমাদের
পিতার যে আত্মা তোমাদের অন্তরে
২১ কথা কহেন, তিনিই বলিবেন। আর
ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা সন্তানকে
মৃত্যুতে সমর্পণ করিবে; এবং
সন্তানেরা মাতাপিতার বিপক্ষে
উঠিয়া তাঁহাদিগকে বধ করাইবে।
২২ আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা
সকলের ঘৃণিত হইবে; কিন্তু যে
কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই
২৩ পরিত্রাণ পাইবে। আর তাহারা

যখন তোমাদিগকে এক নগরে
তাড়না করিবে, তখন অন্য নগরে
পলায়ন করিও; কেননা আমি
তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, ইস্রা-
য়েলের সকল নগরে তোমাদের কার্য্য
শেষ হইবে না, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যপুত্র
না আইসেন।
২৪ শিষ্য গুরু হইতে বড় নয়, এবং
২৫ দাস কর্ত্তা হইতে বড় নয়। শিষ্য
আপন গুরুর তুল্য ও দাস আপন
কর্ত্তার তুল্য হইলেই তাহার পক্ষে
যথেষ্ট। তাহারা যখন গৃহের কর্ত্তাকে
বেল্‌সবূল বলিয়াছে, তখন তাঁহার
পরিজনগণকে আরও কি না
২৬ বলিবে? অতএব তোমরা তাহা-
দিগকে ভয় করিও না, কেননা এমন
ঢাকা কিছুই নাই, যাহা প্রকাশ
পাইবে না, এবং এমন গুপ্ত কিছুই
২৭ নাই, যাহা জানা যাইবে না। আমি
যাহা তোমাদিগকে অন্ধকারে বলি,
তাহা তোমরা আলোতে বলিও;
এবং যাহা কাণে কাণে শুন, তাহা
২৮ ছাদের উপরে প্রচার করিও। আর
যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা
বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে
ভয় করিও না; কিন্তু যিনি আত্মা
ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করিতে
পারেন, বরং তাঁহাকেই ভয় কর।
২৯ দুইটী চড়াই পাখী কি এক পয়সায়
বিক্রয় হয় না? আর তোমাদের
পিতার অনুমতি বিনা তাহাদের
৩০ একটীও ভূমিতে পড়ে না। কিন্তু
তোমাদের মস্তকের কেশগুলিও
৩১ সমস্ত গণিত আছে। অতএব ভয়
করিও না, তোমরা অনেক চড়াই
৩২ পাখী হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব যে
কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে
স্বীকার করে, আমিও আপন স্বর্গস্থ
পিতার সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার
৩৩ করিব। কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদের
সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে,
আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার
সাক্ষাতে তাহাকে অস্বীকার করিব।
৩৪ মনে করিও না যে, আমি
পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি;
শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ
৩৫ দিতে আসিয়াছি। কেননা আমি
পিতার সহিত পুত্রের, মাতার সহিত
কন্যার, এবং শাশুড়ীর সহিত বধূর
বিচ্ছেদ জন্মাইতে আসিয়াছি*;
৩৬ আর আপন আপন পরিজনই
৩৭ মনুষ্যের শত্রু হইবে। যে কেহ পিতা
কি মাতাকে আমা হইতে অধিক
ভাল বাসে, সে আমার যোগ্য নয়;
এবং যে কেহ পুত্র কি কন্যাকে আমা
হইতে অধিক ভাল বাসে, সে আমার
৩৮ যোগ্য নয়। আর যে কেহ আপন
ক্রুশ তুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাৎ
না আইসে, সে আমার যোগ্য নয়।
৩৯ যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করে,
সে তাহা হারাইবে; এবং যে কেহ
আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়,
সে তাহা রক্ষা করিবে।
৪০ যে তোমাদিগকে গ্রহণ করে, সে
আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে
আমাকে গ্রহণ করে, সে আমার
৪১ প্রেরণকর্ত্তাকেই গ্রহণ করে। যে
ভাববাদীকে ভাববাদী বলিয়া গ্রহণ
করে, সে ভাববাদীর পুরস্কার

* মীখা ৭; ৬।

পাইবে ; এবং যে ধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক
বলিয়া গ্রহণ করে, সে ধার্ম্মিকের
৪২ পুরস্কার পাইবে। আর যে কেহ
এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে কোন এক
জনকে শিষ্য বলিয়া কেবল এক বাটী
শীতল জল পান করিতে দেয়, আমি
তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, সে
কোন মতে আপন পুরস্কারে বঞ্চিত
হইবে না।

১১ এইরূপে যীশু আপন বারো জন
শিষ্যের প্রতি আদেশ সমাপ্ত করিবার
পর লোকদের নগরে নগরে উপদেশ
দিবার ও প্রচার করিবার জন্য সে
স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

### যোহনের প্রশ্ন ও যীশু খ্রীষ্টের উত্তর।[১]

২ পরে যোহন কারাগারে থাকিয়া
খ্রীষ্টের কর্ম্মের বিষয় শুনিয়া
আপনার শিষ্যদের দ্বারা তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন,
৩ 'যাঁহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি
কি আপনি? না আমরা অন্যের
৪ অপেক্ষায় থাকিব?' যীশু উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
তোমরা যাও, যাহা যাহা শুনিতেছ
ও দেখিতেছ, তাহার সংবাদ
৫ যোহনকে দেও ; অন্ধেরা দেখিতে
পাইতেছে ও খঞ্জেরা চলিতেছে,
কুষ্ঠীরা শুচীকৃত হইতেছে ও বধিরেরা
শুনিতেছে, এবং মৃতেরা উত্থাপিত
হইতেছে ও দরিদ্রদের নিকটে
সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে ;
৬ আর ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আমাতে
বিঘ্নের কারণ না পায়।
৭ তাহারা চলিয়া যাইতেছে, এমন
সময়ে যীশু লোকসমূহকে যোহনের
বিষয়ে বলিতে লাগিলেন, তোমরা
প্রান্তরে কি দেখিতে গিয়াছিলে?
৮ কি বায়ুকম্পিত নল? তবে কি
দেখিতে গিয়াছিলে? কি কোমল
বস্ত্র পরিহিত কোন ব্যক্তিকে? দেখ,
যাহারা কোমল বস্ত্র পরিধান করে,
৯ তাহারা রাজবাটীতে থাকে। তবে
কি জন্য গিয়াছিলে? কি এক
জন ভাববাদীকে দেখিবার জন্য?
হাঁ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
ভাববাদী হইতেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে।
১০ ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে
লেখা আছে,

"দেখ, আমি আপন দূতকে
তোমার সম্মুখে প্রেরণ করি ;
সে তোমার অগ্রে তোমার পথ
প্রস্তুত করিবে।"*

১১ আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি,
স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে
যোহন বাপ্তাইজক হইতে মহান্
কেহই উৎপন্ন হয় নাই, তথাপি স্বর্গ-
রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি, সে
১২ তাঁহা হইতে মহান্। আর যোহন
বাপ্তাইজকের কাল হইতে এখন
পর্য্যন্ত স্বর্গ-রাজ্য বলে আক্রান্ত
হইতেছে, এবং আক্রমীরা সবলে
১৩ তাহা অধিকার করিতেছে। কেননা
সমস্ত ভাববাদী ও ব্যবস্থা যোহন
১৪ পর্য্যন্ত ভাববাণী বলিয়াছে। আর
তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত

[১] লূক ৭ ১৮-৩৫।

* মালাখি ৩ ; ১।

হও, তবে জানিবে, যে এলিয়ের
আগমন হইবে, তিনি এই ব্যক্তি।
১৫ যাহার শুনিতে কাণ থাকে, সে
শুনুক।
১৬ কিন্তু আমি কাহার সহিত এই
কালের লোকদের তুলনা দিব?
তাহারা এমন বালকদের তুল্য,
যাহারা বাজারে বসিয়া আপনাদের
সঙ্গিগণকে ডাকিয়া বলে,
১৭ 'আমরা তোমাদের নিকটে বাঁশী
বাজাইলাম, তোমরা নাচিলে না;
আমরা বিলাপ করিলাম, তোমরা
বুক চাপড়াইলে না।'
১৮ কারণ যোহন আসিয়া ভোজন পান
করেন নাই; তাহাতে লোকে বলে,
১৯ সে ভূতগ্রস্ত। মনুষ্যপুত্র আসিয়া
ভোজন পান করেন; তাহাতে
লোকে বলে, ঐ দেখ, এক জন
পেটুক ও মদ্যপায়ী, করগ্রাহীদের
ও পাপীদের বন্ধু। কিন্তু প্রজ্ঞা নিজ
কর্ম্মসমূহ দ্বারা নির্দ্দোষ বলিয়া
গণিত হয়।

**অবিশ্বাসীদের প্রতি ভর্ৎসনা;
ভারাক্রান্ত লোকদের প্রতি
নিমন্ত্রণ-বাক্য।**

২০ তখন যে যে নগরে তাঁহার সর্ব্বা-
পেক্ষা অধিক পরাক্রম-কার্য্য সম্পন্ন
হইয়াছিল, তিনি সেই সকল নগরকে
ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, কেননা
২১ তাহারা মন ফিরায় নাই—'কোরা-
সীন, ধিক্ তোমাকে! বৈৎসৈদা,
ধিক্ তোমাকে! কেননা তোমাদের
মধ্যে যে সকল পরাক্রম-কার্য্য করা
গিয়াছে, সে সকল যদি সোর ও
সীদোনে করা যাইত, তবে অনেক
দিন পূর্ব্বে তাহারা চট পরিয়া ভস্মে
২২ বসিয়া মন ফিরাইত। কিন্তু আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের
দশা হইতে বরং সোর ও সীদোনের
দশা বিচার-দিনে সহনীয় হইবে।
২৩ আর হে কফরনাহূম, তুমি না কি
স্বর্গ পর্য্যন্ত উচ্চীকৃত হইবে? তুমি
পাতাল পর্য্যন্ত নামিয়া যাইবে;
কেননা যে সকল পরাক্রম-কার্য্য
তোমার মধ্যে করা গিয়াছে, সে
সকল যদি সদোমে করা যাইত,
তবে তাহা আজ পর্য্যন্ত থাকিত।
২৪ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
তোমার দশা হইতে বরং সদোম
দেশের দশা বিচারদিনে সহনীয়
হইবে।'
২৫ সেই সময়ে যীশু এই কথা কহি-
লেন, হে পিতঃ, হে স্বর্গের ও
পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমার ধন্য-
বাদ করিতেছি, কেননা তুমি বিজ্ঞ
ও বুদ্ধিমানদের হইতে এই সকল
বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে
২৬ প্রকাশ করিয়াছ; হাঁ, পিতঃ, কেননা
ইহা তোমার দৃষ্টিতে প্রীতিজনক
২৭ হইল। সকলই আমার পিতা কর্ত্তৃক
আমাকে সমর্পিত হইয়াছে; আর
পুত্রকে কেহ জানে না, কেবল পিতা
জানেন; এবং পিতাকে কেহ জানে
না, কেবল পুত্র জানেন; এবং পুত্র
যাহার নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ
করিতে ইচ্ছা করেন, সে জানে।
২৮ হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক
সকল, আমার নিকটে আইস, আমি
২৯ তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমার

যোঁয়ালি আপনাদের উপরে তুলিয়া
লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর,
কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত ;
তাহাতে তোমরা আপন আপন
৩০ প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে। কারণ
আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার
ভার লঘু।

## বিশ্রামবার বিষয়ে যীশুর উপদেশ।[১]

১২ সেই সময়ে যীশু বিশ্রামবারে
শস্যক্ষেত্র দিয়া গমন করিলেন ; আর
তাঁহার শিষ্যেরা ক্ষুধিত হওয়াতে
শীষ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতে লাগি-
২ লেন। কিন্তু ফরীশীরা তাহা দেখিয়া
তাঁহাকে বলিল, দেখ, বিশ্রামবারে
যাহা করা বিধেয় নয়, তাহাই
৩ তোমার শিষ্যগণ করিতেছে। তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ ও
তাঁহার সঙ্গীরা ক্ষুধিত হইলে তিনি
যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি
৪ তোমরা পাঠ কর নাই ? তিনি ত
ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং
তাঁহারা দর্শন-রুটী ভোজন করিলেন,
যাহা তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের
ভোজন করা বিধেয় ছিল না, কেবল
৫ যাজকবর্গেরই বিধেয় ছিল*। আর
তোমরা কি ব্যবস্থায় পাঠ কর নাই
যে, বিশ্রামবারে যাজকেরা ধর্ম্মধামে
বিশ্রামবার লঙ্ঘন করিলেও নির্দ্দোষ
৬ থাকে ? কিন্তু আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, এই স্থানে ধর্ম্মধাম হইতে
৭ মহান্ এক ব্যক্তি আছেন। কিন্তু
"আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়,"*
এই কথার অর্থ কি, তাহা যদি
তোমরা জানিতে, তবে নির্দ্দোষ-
৮ দিগকে দোষী করিতে না। কেননা
মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের কর্ত্তা।
৯ পরে তিনি তথা হইতে চলিয়া
গিয়া তাহাদের সমাজ-গৃহে প্রবেশ
১০ করিলেন। আর দেখ, একটী লোক,
তাহার একখানি হাত শুকাইয়া
গিয়াছিল। তখন তাহারা তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্রামবারে কি
সুস্থ করা বিধেয় ? তাঁহার উপরে
দোষারোপ করিবার নিমিত্ত ইহা
১১ বলিল। তিনি তাহাদিগকে কহি-
লেন, তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি
কে, যে একটী মেষ রাখে, আর সেটী
যদি বিশ্রামবারে গর্ত্তে পড়িয়া যায়,
সে কি তাহা ধরিয়া তুলিবে না ?
১২ তবে মেষ হইতে মনুষ্য আরও কত
শ্রেষ্ঠ ! অতএব বিশ্রামবারে সৎকর্ম্ম
১৩ করা বিধেয়। তখন তিনি সেই
লোকটীকে কহিলেন, তোমার হাত
বাড়াইয়া দেও ; তাহাতে সে
বাড়াইয়া দিল, আর তাহা অন্যটীর
ন্যায় পুনরায় সুস্থ হইল।
১৪ পরে ফরীশীরা বাহিরে গিয়া
তাঁহার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিতে
লাগিল, কি প্রকারে তাঁহাকে বিনষ্ট
১৫ করিতে পারে। যীশু তাহা জানিয়া
তথা হইতে চলিয়া গেলেন ; অনেক
লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
করিল, আর তিনি সকলকে সুস্থ
১৬ করিলেন, এবং এই দৃঢ় আজ্ঞা
দিলেন, তোমরা আমার পরিচয়

১। মার্ক ২, ২৩-২৮। ৩, ১-৬। লূক ৬, ১-১১।
* লেবীয় ২৪ : ৫-৯। ১ শমূয়েল ২১ ; ৬।
* হোশেয় ৬, ৬। মথি ৯ ; ১৩।

১৭ দিও না ।—যেন যিশাইয় ভাববাদী
দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়,
১৮ "দেখ, আমার দাস, তিনি আমার
মনোনীত,
আমার প্রিয়, আমার প্রাণ তাঁহাতে
প্রীত,
আমি তাঁহার উপরে আপন
আত্মাকে স্থাপন করিব,
আর তিনি জাতিগণের কাছে ন্যায়-
বিচার প্রচার করিবেন ।
১৯ তিনি কলহ করিবেন না, উচ্চশব্দও
করিবেন না,
পথে কেহ তাঁহার রব শুনিতে
পাইবে না ।
২০ তিনি থেৎলা নল ভাঙ্গিবেন না,
সধূম শলিতা নির্ব্বাণ করিবেন না,
যে পর্য্যন্ত না ন্যায়বিচার জয়ীরূপে
প্রচলিত করেন ।
২১ আর তাঁহার নামে পরজাতিগণ
প্রত্যাশা রাখিবে ।"*

**যীশু এক জন ভূতগ্রস্তকে সুস্থ করেন, এবং লোকদিগকে উপদেশ দেন ।[১]**

২২ তখন এক জন ভূতগ্রস্ত তাঁহার
নিকটে আনীত হইল, সে অন্ধ ও
গোঁগা ; আর তিনি তাহাকে সুস্থ
করিলেন, তাহাতে সেই গোঁগা কথা
২৩ কহিতে ও দেখিতে লাগিল । ইহাতে
সমস্ত লোক চমৎকৃত হইল ও
বলিতে লাগিল, ইনিই কি সেই দায়ূদ
২৪ সন্তান ? কিন্তু ফরীশীরা তাহা
শুনিয়া কহিল, এ ব্যক্তি আর
কিছুতে নয়, কেবল ভূতগণের
অধিপতি বেল্‌সবূলের দ্বারাই ভূত
২৫ ছাড়ায় । তাহাদের চিন্তা জানিয়া
তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যে
কোন রাজ্য আপনার বিপক্ষে ভিন্ন
হয়, তাহা উচ্ছিন্ন হয় ; এবং যে
কোন নগর কিম্বা পরিবার আপনার
বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তাহা স্থির থাকিবে
২৬ না । আর শয়তান যদি শয়তানকে
ছাড়ায়, সে ত আপনারই বিপক্ষে
ভিন্ন হইল ; তবে তাহার রাজ্য কি
২৭ প্রকারে স্থির থাকিবে ? আর আমি
যদি বেল্‌সবূলের দ্বারা ভূত ছাড়াই,
তবে তোমাদের সন্তানেরা কাহার
দ্বারা ছাড়ায় ? এই জন্য তাহারাই
২৮ তোমাদের বিচারকর্ত্তা হইবে । কিন্তু
আমি যদি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা ভূত
ছাড়াই, তবে সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্য
তোমাদের কাছে আসিয়া পড়ি-
২৯ য়াছে । আর অগ্রে সেই বলবান্‌
ব্যক্তিকে না বাঁধিয়া কে কেমন
করিয়া সেই বলবানের গৃহে প্রবেশ
করিয়া তাহার ঘরের দ্রব্য লুট
করিতে পারিবে ? বাঁধিলে পরেই সে
৩০ তাহার ঘর লুট করিবে । যে আমার
সপক্ষ নয়, সে আমার বিপক্ষ ; এবং
যে আমার সহিত কুড়ায় না, সে
ছড়াইয়া ফেলে ।
৩১ এই কারণ আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, মনুষ্যদের সকল পাপ ও
নিন্দার ক্ষমা হইবে, কিন্তু পবিত্র
আত্মার নিন্দার ক্ষমা হইবে না ।
৩২ আর যে কেহ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে
কোন কথা কহে, সে ক্ষমা পাইবে ;
কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে

* যিশাইয় ৪২ ; ১-৪ ।

১। মার্ক ৩ ; ২৩-৩০ । লূক ১১ ; ১৪-২২, ২৯-৩২ ।

কথা কহে, সে ক্ষমা পাইবে না, ইহ-
৩৩ কালেও নয়, পরকালেও নয়। হয়
গাছকে ভাল বল, এবং তাহার
ফলকেও ভাল বল ; নয় গাছকে
মন্দ বল, এবং তাহার ফলকেও মন্দ
বল ; কেননা ফল দ্বারাই গাছ চেনা
৩৪ যায়। হে সর্পের বংশেরা, তোমরা
মন্দ হইয়া কেমন করিয়া ভাল কথা
কহিতে পার ? কেননা হৃদয় হইতে
যাহা ছাপিয়া উঠে, মুখ তাহাই
৩৫ বলে। ভাল মানুষ ভাল ভাণ্ডার
হইতে ভাল দ্রব্য বাহির করে, এবং
মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার হইতে মন্দ
৩৬ দ্রব্য বাহির করে। আর আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্যেরা
যত অনর্থক কথা বলে, বিচার-দিনে
সেই সকলের হিসাব দিতে হইবে।
৩৭ কারণ তোমার বাক্য দ্বারা তুমি
নির্দ্দোষ বলিয়া গণিত হইবে, আর
তোমার বাক্য দ্বারাই তুমি দোষী
বলিয়া গণিত হইবে।

৩৮ তখন কয়েক জন অধ্যাপক ও
ফরীশী তাঁহাকে বলিল, হে গুরু,
আমরা আপনার কাছে কোন চিহ্ন
৩৯ দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই
কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে
চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনা
ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন
চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া যাইবে
৪০ না। কারণ যোনা যেমন তিন দিবা-
রাত্র বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন,
তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্র
৪১ পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন। নীনবীয়
লোকেরা বিচারে এই কালের
লোকদের সহিত দাঁড়াইয়া ইহা-
দিগকে দোষী করিবে, কেননা
তাহারা যোনার প্রচারে মন
ফিরাইয়াছিল, আর দেখ, যোনা
হইতে মহান্ এক ব্যক্তি এখানে
৪২ আছেন। দক্ষিণ দেশের রাণী বিচারে
এই কালের লোকদের সহিত উঠিয়া
ইহাদিগকে দোষী করিবেন ; কেননা
শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনিবার
জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে
আসিয়াছিলেন, আর দেখ, শলোমন
হইতে মহান্ এক ব্যক্তি এখানে
৪৩ আছেন।* আর অশুচি আত্মা যখন
মনুষ্য হইতে বাহির হইয়া যায়,
তখন জলবিহীন নানা স্থান দিয়া
ভ্রমণ করত: বিশ্রামের অন্বেষণ করে,
৪৪ কিন্তু তাহা পায় না। তখন সে বলে,
আমি যেখান হইতে বাহির হইয়া
আসিয়াছি, আমার সেই গৃহে
ফিরিয়া যাই ; পরে সে আসিয়া
তাহা শূন্য, মার্জ্জিত ও শোভিত
৪৫ দেখে। তখন সে গিয়া আপনা
হইতে দুষ্ট অপর সাত আত্মাকে সঙ্গে
লইয়া আইসে, আর তাহারা সেই
স্থানে প্রবেশ করিয়া বাস করে ;
তাহাতে সেই মনুষ্যের প্রথম দশা
হইতে শেষ দশা আরও মন্দ হয়।
এই কালের দুষ্ট লোকদের প্রতি
তাহাই ঘটিবে।

৪৬ তিনি[১] লোকসমূহকে এই সকল
কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে, দেখ,
তাঁহার মাতা ও ভ্রাতারা তাঁহার

---

* যোনা ২, ১, ২। ৩, ৫। ১ রাজা ১০, ১-১০।
১। মার্ক ৩, ৩১-৩৫। লূক ৮, ১৯-২১।

সহিত কথা কহিবার চেষ্টায় বাহিরে
৪৭ দাঁড়াইয়া ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি
তাঁহাকে কহিল, দেখুন, আপনার
মাতা ও ভ্রাতারা আপনার সহিত
কথা কহিবার চেষ্টায় বাহিরে দাঁড়া-
৪৮ ইয়া আছেন। কিন্তু যে এই কথা
বলিল, তাহাকে তিনি উত্তর করি-
লেন, আমার মাতা কে? আমার
ভ্রাতারাই বা কাহারা? পরে তিনি
৪৯ আপন শিষ্যগণের দিকে হাত বাড়া-
ইয়া কহিলেন, এই দেখ, আমার
৫০ মাতা ও আমার ভ্রাতারা; কেননা
যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা
পালন করে, সেই আমার ভ্রাতা ও
ভগিনী ও মাতা।

### স্বর্গ-রাজ্য-বিষয়ক সাতটী দৃষ্টান্ত-কথা।[১]

১৩ সেই দিন যীশু গৃহ হইতে বাহির
হইয়া গিয়া সমুদ্রের কূলে বসি-
২ লেন। আর বিস্তর লোক তাঁহার
নিকটে সমাগত হইল, তাহাতে তিনি
একখানি নৌকায় উঠিয়া বসিলেন,
এবং সমস্ত লোক তীরে দাঁড়াইয়া
৩ রহিল। তখন তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা
তাহাদিগকে অনেক কথা কহিতে
লাগিলেন।

#### বীজ-বাপকের দৃষ্টান্ত।

৪ তিনি কহিলেন, দেখ, বীজবাপক
বীজ বপন করিতে গেল। বপনের
সময় কতক বীজ পথের পার্শ্বে
পড়িল, তাহাতে পক্ষীরা আসিয়া
৫ তাহা খাইয়া ফেলিল। আর কতক
বীজ পাষাণময় ভূমিতে পড়িল,
যেখানে অধিক মৃত্তিকা ছিল না,
তাহাতে অধিক মৃত্তিকা না পাওয়াতে
তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল,
৬ কিন্তু সূর্য্য উঠিলে পর পুড়িয়া গেল,
এবং তাহার মূল না থাকাতে
৭ শুকাইয়া গেল। আর কতক বীজ
কাঁটাবনে পড়িল, তাহাতে কাঁটা-
গাছ বাড়িয়া তাহা চাপিয়া রাখিল।
৮ আর কতক বীজ উত্তম ভূমিতে পড়িল
ও ফল দিতে লাগিল; কতক শত
গুণ, কতক ষাট গুণ, ও কতক ত্রিশ
৯ গুণ। যাহার কাণ থাকে, সে
শুনুক।

১০ পরে শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি
কি জন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা উহাদের
১১ নিকটে কথা কহিতেছেন? তিনি
উত্তর করিয়া কহিলেন, স্বর্গ-রাজ্যের
নিগূঢ় তত্ত্ব সকল তোমাদিগকে
জানিতে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু
তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই।
১২ কেননা যাহার আছে, তাহাকে
দেওয়া যাইবে, ও তাহার বাহুল্য
হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার
যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট
১৩ হইতে লওয়া যাইবে। এই জন্য
আমি তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা
বলিতেছি, কারণ তাহারা দেখিয়াও
দেখে না, শুনিয়াও শুনে না, এবং
১৪ বুঝেও না। আর তাহাদের সম্বন্ধে
যিশাইয়ের এই ভাববাণী পূর্ণ হই-
তেছে,

"তোমরা শ্রবণে শুনিবে, কিন্তু কোন
মতে বুঝিবে না;

১। মার্ক ৪; ১-৩৩। লূক ৮, ৫-১৮।

আর দৃষ্টিতে দেখিবে, কিন্তু কোন
মতে জানিবে না ;
১৫ কেননা এই লোকদের হৃদয় অসাড়
হইয়াছে,
শুনিতে তাহাদের কর্ণ ভারী
হইয়াছে,
ও তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে,
পাছে তাহারা চক্ষে দেখে, আর
কর্ণে শুনে,
হৃদয়ে বুঝে, এবং ফিরিয়া
আইসে,
আর আমি তাহাদিগকে সুস্থ
করি।"*
১৬ কিন্তু ধন্য তোমাদের চক্ষু, কেননা
তাহা দেখে, এবং তোমাদের কর্ণ,
১৭ কেননা তাহা শুনে ; কারণ আমি
তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি,
তোমরা যাহা যাহা দেখিতেছ, তাহা
অনেক ভাববাদী ও ধার্ম্মিক লোক
দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াও দেখিতে
পান নাই ; এবং তোমরা যাহা যাহা
শুনিতেছ, তাহা তাঁহারা শুনিতে
বাঞ্ছা করিয়াও শুনিতে পান নাই।
১৮ অতএব তোমরা বীজবাপকের
১৯ দৃষ্টান্ত শুন। যখন কেহ সেই রাজ্যের
বাক্য শুনিয়া না বুঝে, তখন সেই
পাপাত্মা আসিয়া, তাহার হৃদয়ে
যাহা বপন করা হইয়াছিল, তাহা
হরণ করিয়া লয় ; এ সেই, যে
২০ পথের পার্শ্বে উপ্ত। আর যে পাষাণ-
ময় ভূমিতে উপ্ত, এ সেই, যে সেই
বাক্য শুনিয়া অমনি আনন্দপূর্ব্বক
গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার অন্তরে
মূল নাই, সে অল্প কালমাত্র স্থির

* যিশাইয় ৬, ৯, ১০।

২১ থাকে ; পরে সেই বাক্য হেতু ক্লেশ
কিম্বা তাড়না ঘটিলে সে অমনি বিঘ্ন
২২ পায়। আর যে কাঁটাবনের মধ্যে
উপ্ত, এ সেই, যে সেই বাক্য শুনে,
আর সংসারের চিন্তা ও ধনের মায়া
সেই বাক্য চাপিয়া রাখে, তাহাতে
২৩ সে ফলহীন হয়। আর যে উত্তম
ভূমিতে উপ্ত, এ সেই, যে সেই বাক্য
শুনিয়া তাহা বুঝে, সে বাস্তবিক
ফলবান্ হয়, এবং কতক শত
গুণ, কতক ষাট গুণ, ও কতক ত্রিশ
গুণ ফল দেয়।

শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্ত।

২৪ পরে তিনি তাহাদের কাছে আর
এক দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিলেন,
কহিলেন, স্বর্গ-রাজ্যকে এমন এক
ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যায়,
যিনি আপন ক্ষেত্রে ভাল বীজ
২৫ বপন করিলেন। কিন্তু লোকে নিদ্রা
গেলে পর তাঁহার শত্রু আসিয়া ঐ
গোমের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ
২৬ বপন করিয়া চলিয়া গেল। পরে
যখন বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ফল দিল,
তখন শ্যামাঘাসও প্রকাশ হইয়া
২৭ পড়িল। তাহাতে সেই গৃহকর্ত্তার
দাসেরা আসিয়া তাঁহাকে কহিল,
মহাশয়, আপনি কি নিজ ক্ষেত্রে
ভাল বীজ বুনেন নাই? তবে
শ্যামাঘাস কোথা হইতে হইল?
২৮ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, কোন
শত্রু ইহা করিয়াছে। দাসেরা
তাঁহাকে কহিল, তবে আপনি কি
এমন ইচ্ছা করেন যে, আমরা গিয়া
২৯ তাহা সংগ্রহ করি? তিনি কহিলেন,

না, কি জানি, শ্যামাঘাস সংগ্রহ করিবার সময়ে তোমরা তাহার সহিত গোমও উপড়াইয়া ফেলিবে।
৩০ শস্যচ্ছেদনের সময় পর্য্যন্ত উভয়কে একত্র বাড়িতে দেও। পরে ছেদনের সময়ে আমি ছেদকদিগকে বলিব, তোমরা প্রথমে শ্যামাঘাস সংগ্রহ করিয়া পোড়াইবার জন্য বোঝা বোঝা বাঁধিয়া রাখ, কিন্তু গোম আমার গোলায় সংগ্রহ কর।

সরিষা-দানার ও তাড়ীর দৃষ্টান্ত।

৩১ তিনি আর এক দৃষ্টান্ত তাহাদের কাছে উপস্থিত করিলেন, কহিলেন, স্বর্গ-রাজ্য এমন একটী সরিষা-দানার তুল্য, যাহা কোন ব্যক্তি লইয়া
৩২ আপন ক্ষেত্রে বপন করিল। সকল বীজের মধ্যে ঐ বীজ অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু বাড়িয়া উঠিলে পর তাহা শাক হইতে বড় হয়, এবং এমন বৃক্ষ হইয়া উঠে যে, আকাশের পক্ষিগণ আসিয়া তাহার শাখায় বাস করে।
৩৩ তিনি তাহাদিগকে আর এক দৃষ্টান্ত কহিলেন, স্বর্গ-রাজ্য এমন তাড়ীর তুল্য, যাহা কোন স্ত্রীলোক লইয়া তিন মাণ ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল, শেষে সমস্তই তাড়ীময় হইয়া উঠিল।
৩৪ এই সমস্ত কথা যীশু দৃষ্টান্ত দ্বারা লোকসমূহকে কহিলেন, দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে তাহাদিগকে কিছুই
৩৫ কহিলেন না; যেন ভাববাদীর দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়,
"আমি দৃষ্টান্ত কথায় আপন মুখ খুলিব, জগতের পত্তনাবধি যাহা যাহা গুপ্ত আছে, সে সকল ব্যক্ত করিব।"*

শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য।

৩৬ তখন তিনি লোকসমূহকে বিদায় করিয়া গৃহে আসিলেন। আর তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ক্ষেত্রের শ্যামা-ঘাসের দৃষ্টান্তটী আমাদিগকে স্পষ্ট
৩৭ করিয়া বলুন। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, যিনি ভাল বীজ বপন
৩৮ করেন, তিনি মনুষ্যপুত্র। ক্ষেত্র জগৎ; ভাল বীজ রাজ্যের সন্তান-গণ; শ্যামাঘাস সেই পাপাত্মার
৩৯ সন্তানগণ; যে শত্রু তাহা বুনিয়াছিল, সে দিয়াবল; ছেদনের সময় যুগান্ত;
৪০ ছেদকেরা স্বর্গদূত। অতএব যেমন শ্যামাঘাস সংগ্রহ করিয়া আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া যায়, তেমনি
৪১ যুগান্তে হইবে। মনুষ্যপুত্র আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন; তাঁহারা তাঁহার রাজ্য হইতে সমস্ত বিঘ্নজনক বিষয় ও অধর্ম্মাচারীদিগকে সংগ্রহ
৪২ করিবেন, এবং তাহাদিগকে অগ্নি-কুণ্ডে ফেলিয়া দিবেন; সেই স্থানে
৪৩ রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে। তখন ধার্ম্মিকেরা আপনাদের পিতার রাজ্যে সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইবে। যাহার কাণ থাকে, সে শুনুক।

গুপ্ত ধন ও উত্তম মুক্তার দৃষ্টান্ত।

৪৪ স্বর্গ-রাজ্য ক্ষেত্রমধ্যে গুপ্ত এমন ধনের তুল্য, যাহা দেখিতে পাইয়া

* গীত ৭৮, ২।

এক ব্যক্তি গোপন করিয়া রাখিল,
পরে আনন্দ হেতু গিয়া সর্ব্বস্ব
বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিল।
৪৫ আবার স্বর্গ-রাজ্য এমন এক
বণিকের তুল্য, যে উত্তম উত্তম মুক্তা
৪৬ অন্বেষণ করিতেছিল, সে একটী
মহামূল্য মুক্তা দেখিতে পাইয়া গিয়া
সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয়
করিল।

টানা জালের দৃষ্টান্ত।

৪৭ আবার স্বর্গ-রাজ্য এমন এক
টানা জালের তুল্য, যাহা সমুদ্রে
ফেলিয়া দেওয়া হইলে সর্ব্বপ্রকার
৪৮ মাছ সংগ্রহ করিল। জালটা পরি-
পূর্ণ হইলে লোকে কূলে টানিয়া
তুলিল, আর বসিয়া বসিয়া ভাল-
গুলি সংগ্রহ করিয়া পাত্রে রাখিল,
৪৯ এবং মন্দগুলি ফেলিয়া দিল। এই-
রূপ যুগান্তে হইবে; দূতগণ আসিয়া
ধার্ম্মিকদের মধ্য হইতে দুষ্টদিগকে
৫০ পৃথক্ করিবেন, এবং তাহাদিগকে
অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিবেন; সেই
স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে।
৫১ তোমরা কি এ সকল বুঝিয়াছ?
৫২ তাঁহারা কহিলেন, হাঁ। তখন তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, এই জন্য
স্বর্গ-রাজ্যের সম্বন্ধে শিক্ষিত প্রত্যেক
অধ্যাপক এমন গৃহকর্ত্তার তুল্য, যে
আপন ভাণ্ডার হইতে নূতন ও
পুরাতন দ্রব্য বাহির করে।

যীশু নিজ নগরে অগ্রাহ্য হন।[১]

৫৩ এই সকল দৃষ্টান্ত সমাপ্ত করিবার
পর যীশু তথা হইতে চলিয়া
৫৪ গেলেন। আর তিনি স্বদেশে
আসিয়া লোকদের সমাজ-গৃহে
তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগি-
লেন, তাহাতে তাহারা চমৎকৃত
হইয়া কহিল, ইহার এমন জ্ঞান
ও এমন পরাক্রম-কার্য্য সকল
৫৫ কোথা হইতে হইল? এ কি সূত্র-
ধরের পুত্র নয়? ইহার মাতার নাম
কি মরিয়ম নয়? এবং যাকোব,
যোষেফ, শিমোন ও যিহূদা কি
৫৬ ইহার ভ্রাতা নয়? আর ইহার
ভগিনীরা কি সকলে আমাদের
এখানে নাই? তবে এ কোথা
হইতে এই সমস্ত পাইল? এইরূপে
তাহারা তাঁহাতে বিঘ্ন পাইতে
৫৭ লাগিল। কিন্তু যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, আপনার দেশ ও কুল
ছাড়া আর কোথাও ভাববাদী
৫৮ অনাদৃত হন না। আর তাহাদের
অবিশ্বাস প্রযুক্ত তিনি সেখানে
বিস্তর পরাক্রম-কার্য্য করিলেন না।

যোহন বাপ্তাইজকের হত্যা।[১]

১৪ সেই সময়ে হেরোদ রাজা যীশুর
২ বার্ত্তা শুনিতে পাইলেন, আর
আপনার দাসগণকে কহিলেন, ইনি
সেই যোহন বাপ্তাইজক; তিনি
মৃতদের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন,
আর সেই জন্য পরাক্রম সকল
তাঁহাতে কার্য্য সাধন করিতেছে।
৩ কারণ হেরোদ আপন ভ্রাতা
ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্য
যোহনকে ধরিয়া বাঁধিয়া কারাগারে
৪ রাখিয়াছিলেন; কেননা যোহন
তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, উহাকে

১। মার্ক ৬, ১-৬।

১। মার্ক ৬, ১৪-২৯। লূক ৯, ৭-৯।

৫ রাখা আপনার বিধেয় নয়। আর
তিনি তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছা
করিলেও লোকসমূহকে ভয় করি-
তেন, কেননা লোকে তাঁহাকে
৬ ভাববাদী বলিয়া মানিত। কিন্তু
হেরোদের জন্মদিনের উৎসব উপস্থিত
হইলে, হেরোদিয়ার কন্যা সভা-
মধ্যে নাচিয়া হেরোদকে সন্তুষ্ট
৭ করিল। এই জন্য তিনি শপথ-
পূর্ব্বক এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, তুমি
যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে
৮ দিব। তখন সে আপন মাতার
প্রবর্ত্তনায় কহিল, যোহন বাপ্তাইজ-
কের মস্তক থালায় করিয়া এখানে
৯ আমাকে দিউন। ইহাতে রাজা
দুঃখিত হইলেন, কিন্তু আপন শপথ
হেতু, এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে
বসিয়াছিল, তাহাদের হেতু, তাহা
১০ দিতে আজ্ঞা করিলেন, তিনি লোক
পাঠাইয়া কারাগারে যোহনের
১১ মস্তক ছেদন করাইলেন। আর
তাঁহার মস্তকটা একখানি থালায়
করিয়া আনিয়া সেই কন্যাকে দেওয়া
হইল; আর সে তাহা মাতার নিকটে
১২ লইয়া গেল। পরে তাঁহার শিষ্যগণ
আসিয়া দেহটী লইয়া গিয়া তাঁহার
কবর দিল, এবং যীশুর নিকটে
আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল।

**যীশু পাঁচ হাজার লোককে আহার দেন, এবং জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যান।[১]**

১৩ যীশু তাহা শুনিয়া তথা হইতে
নৌকাযোগে বিরলে এক নির্জ্জন
স্থানে প্রস্থান করিলেন; আর
লোকসমূহ তাহা শুনিয়া নানা নগর
হইতে আসিয়া স্থলপথে তাঁহার
১৪ পশ্চাৎ গমন করিল। তখন তিনি
বাহির হইয়া বিস্তর লোক দেখিয়া
তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন,
এবং তাহাদের পীড়িত লোকদিগকে
১৫ সুস্থ করিলেন। পরে সন্ধ্যা হইলে
শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, এ স্থান নির্জ্জন, বেলাও
গিয়াছে; লোকদিগকে বিদায়
করুন, যেন উহারা গ্রামে গ্রামে
গিয়া আপনাদের নিমিত্ত খাদ্য দ্রব্য
১৬ ক্রয় করে। যীশু তাঁহাদিগকে
কহিলেন, উহাদের যাইবার প্রয়ো-
জন নাই, তোমরাই উহাদিগকে
১৭ আহার দেও। তাঁহারা তাঁহাকে
কহিলেন, আমাদের এখানে কেবল
পাঁচখানি রুটী ও দুইটী মাছ ছাড়া
১৮ আর কিছুই নাই। তিনি কহিলেন,
সেগুলি এখানে আমার কাছে
১৯ আন। পরে তিনি লোকসমূহকে
ঘাসের উপরে বসিতে আজ্ঞা
করিলেন; আর সেই পাঁচখানি
রুটী ও দুইটী মাছ লইয়া স্বর্গের
দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আশীর্ব্বাদ
করিলেন, এবং রুটী কয়খানি
ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগকে দিলেন, শিষ্যেরা
২০ লোকদিগকে দিলেন। তাহাতে
সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল;
এবং তাঁহারা অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া
পূর্ণ বারো ডালা তুলিয়া লইলেন।
২১ যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহারা
স্ত্রী ও শিশু ছাড়া অনুমান পাঁচ
সহস্র পুরুষ ছিল।

১। মার্ক ৬; ৩২-৫১। লূক ৯; ১০-১৭।
যোহন ৬, ১-২১।

২২ আর যীশু তখনই শিষ্যদিগকে
দৃঢ় করিয়া বলিয়া দিলেন, যেন
তাঁহারা নৌকায় উঠিয়া তাঁহার
অগ্রে পরপারে যান, আর ইতিমধ্যে
তিনি লোকদিগকে বিদায় করিয়া
২৩ দিবেন। পরে তিনি লোকদিগকে
বিদায় করিয়া বিরলে প্রার্থনা
করিবার নিমিত্ত পর্ব্বতে উঠিলেন।
সন্ধ্যা হইলে তিনি সেই স্থানে
২৪ একাকী থাকিলেন। কিন্তু নৌকা-
খানি স্থল হইতে অনেকটা দূরে
গিয়া পড়িয়াছিল, তরঙ্গে টলমল
করিতেছিল, কারণ বাতাস প্রতি-
২৫ কূল ছিল। পরে চতুর্থ প্রহর
রাত্রিতে তিনি সমুদ্রের উপর দিয়া
হাঁটিয়া তাঁহাদের নিকটে আসি-
২৬ লেন। তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে
সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিতে দেখিয়া
ত্রাসযুক্ত হইয়া কহিলেন, এ যে
অপচ্ছায়া! আর ভয়ে চেঁচাইতে
২৭ লাগিলেন। কিন্তু যীশু তখনই
তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন,
বলিলেন, সাহস কর, এ আমি, ভয়
২৮ করিও না। তখন পিতর উত্তর
করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রভু,
যদি আপনি হন, তবে আমাকে
জলের উপর দিয়া আপনার নিকটে
২৯ যাইতে আজ্ঞা করুন। তিনি
বলিলেন, আইস; তাহাতে পিতর
নৌকা হইতে নামিয়া জলের উপর
দিয়া হাঁটিয়া যীশুর কাছে চলিলেন।
৩০ কিন্তু বাতাস দেখিয়া তিনি ভয়
পাইলেন, এবং ডুবিয়া যাইতে
যাইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহি-
লেন, হে প্রভু, আমায় রক্ষা করুন।
৩১ তখনই যীশু হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে
ধরিলেন, আর তাঁহাকে কহিলেন,
হে অল্পবিশ্বাসি, কেন সন্দেহ
৩২ করিলে? পরে তাঁহারা নৌকায়
উঠিলে বাতাস থামিয়া গেল।
৩৩ আর যাঁহারা নৌকায় ছিলেন,
তাঁহারা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম
করিয়া কহিলেন, সত্যই আপনি
ঈশ্বরের পুত্র।
৩৪ পার হইয়া তাঁহারা স্থলে,
গিনেষরৎ প্রদেশে, উপস্থিত
৩৫ হইলেন। তথাকার লোকেরা
তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া চারিদিকে
সেই দেশের সর্ব্বত্র সংবাদ পাঠাইল,
এবং যত পীড়িত লোক ছিল,
সকলকে তাঁহার নিকটে আনাইল;
৩৬ আর তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন
উহারা তাঁহার বস্ত্রের থোপমাত্র
স্পর্শ করিতে পায়; আর যত
লোক স্পর্শ করিল, সকলে সুস্থ
হইল।

**অশুচিতা-বিষয়ক উপদেশ।**[১]

১৫ তখন যিরূশালেম হইতে ফরীশীরা
ও অধ্যাপকেরা যীশুর নিকটে
২ আসিয়া কহিল, আপনার শিষ্যগণ
কি জন্য প্রাচীনদের পরম্পরাগত
বিধি লঙ্ঘন করে? কেননা আহার
করিবার সময়ে তাহারা হাত ধোয়
৩ না। তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমরাও আপনাদের
পরম্পরাগত বিধির জন্য ঈশ্বরের
৪ আজ্ঞা লঙ্ঘন কর কেন? কারণ
ঈশ্বর বলিয়াছেন, “তুমি আপন

১। মার্ক ৭, ১-২৩।

পিতাকে ও আপন মাতাকে সমাদর
করিও;" আর "যে কেহ পিতার
কি মাতার নিন্দা করে, তাহার
৫ প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।"* কিন্তু
তোমরা বলিয়া থাক, যে ব্যক্তি
পিতাকে কি মাতাকে বলে, 'আমা
হইতে যাহা দিয়া তোমার উপকার
হইতে পারিত, তাহা ঈশ্বরকে দত্ত
হইয়াছে,' সে আপন পিতাকে বা
আপন মাতাকে আর সমাদর করিবে
৬ না; এইরূপে তোমরা আপনাদের
পরম্পরাগত বিধির জন্য ঈশ্বরের
৭ বাক্য নিষ্ফল করিয়াছ। কপটীরা,
যিশাইয় তোমাদের বিষয়ে বিলক্ষণ
ভাববাণী বলিয়াছেন,

৮ "এই লোকেরা ওষ্ঠাধরে আমার
সমাদর করে,
কিন্তু ইহাদের অন্তঃকরণ আমা
হইতে দূরে থাকে;
৯ এবং ইহারা অনর্থক আমার
আরাধনা করে,
মনুষ্যদের আদেশ ধর্ম্মসূত্র বলিয়া
শিক্ষা দেয়।"†

১০ পরে তিনি লোকদিগকে কাছে
ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা শুন ও
১১ বুঝ। মুখের ভিতরে যাহা যায়,
তাহা যে মনুষ্যকে অশুচি করে,
এমন নয়, কিন্তু মুখ হইতে যাহা
বাহির হয়, তাহাই মনুষ্যকে অশুচি
১২ করে। তখন শিষ্যগণ নিকটে
আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি
কি জানেন, এই কথা শুনিয়া ফরী-
১৩ শীরা বিঘ্ন পাইয়াছে? তিনি উত্তর
করিয়া কহিলেন, আমার স্বর্গীয়
পিতা যে সকল চারা রোপণ করেন
নাই, সে সকল উপড়াইয়া ফেলা
১৪ যাইবে। উহাদিগকে থাকিতে দেও,
উহারা অন্ধদের অন্ধ পথদর্শক; যদি
অন্ধ অন্ধকে পথ দেখায়, উভয়েই
১৫ গর্ত্তে পড়িবে। পিতর উত্তর করিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, এই দৃষ্টান্তটী
১৬ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিউন। তিনি
কহিলেন, তোমরাও কি এখন পর্য্যন্ত
১৭ অবোধ রহিয়াছ? ইহা কি বুঝ না
যে, যাহা কিছু মুখের ভিতরে যায়,
তাহা উদরে যায়, পরে বহিঃস্থানে
১৮ নিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু যাহা যাহা মুখ
হইতে বাহির হয়, তাহা অন্তঃকরণ
হইতে আইসে, আর তাহাই
১৯ মনুষ্যকে অশুচি করে। কেননা
অন্তঃকরণ হইতে কুচিন্তা, নরহত্যা,
ব্যভিচার, বেশ্যাগমন, চৌর্য্য, মিথ্যা-
২০ সাক্ষ্য, নিন্দা আইসে। এই সকলই
মনুষ্যকে অশুচি করে; কিন্তু অধৌত
হস্তে ভোজন করিলে মনুষ্য তাহাতে
অশুচি হয় না।

### যীশু একটী ভূতগ্রস্ত বালিকাকে সুস্থ করেন, ও চারি হাজার লোককে ভোজন করান।[১]

২১ পরে যীশু তথা হইতে প্রস্থান
করিয়া সোর ও সীদোন প্রদেশে
২২ চলিয়া গেলেন। আর দেখ, ঐ
অঞ্চলের একটী কনানীয় স্ত্রীলোক
আসিয়া এই বলিয়া চেঁচাইতে
লাগিল, হে প্রভু, দায়ূদ-সন্তান,
আমার প্রতি দয়া করুন, আমার

* যাত্রাপুস্তক ২০; ১২। ২১; ১৭।
† যিশাইয় ২৯; ১৩।

১। মার্ক ৭; ২৪-৩০ ও ৮, ১-১০।

কন্যাটী ভূতগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ
২৩ পাইতেছে। কিন্তু তিনি তাহাকে
কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন
তাঁহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া
তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, ইহাকে
বিদায় করুন, কেননা এ আমাদের
২৪ পিছনে পিছনে চেঁচাইতেছে। তিনি
উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল-
কুলের হারান মেষ ছাড়া আর
কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত
২৫ হই নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকটী
আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া
কহিল, প্রভু, আমার উপকার
২৬ করুন। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন,
সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের
কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়।
২৭ তাহাতে সে কহিল, হাঁ, প্রভু,
কেননা কুকুরেরাও আপন আপন
কর্ত্তাদের মেজ হইতে যে গুঁড়াগাঁড়া
২৮ পড়ে, তাহা খায়। তখন যীশু
উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন,
হে নারি, তোমার বড়ই বিশ্বাস,
তোমার যেমন ইচ্ছা, তেমনি
তোমার প্রতি হউক। আর সেই
দণ্ড অবধি তাহার কন্যা সুস্থ হইল।
২৯ পরে যীশু তথা হইতে প্রস্থান
করিয়া গালীল-সমুদ্রের ধারে
উপস্থিত হইলেন, এবং পর্ব্বতে
উঠিয়া সেই স্থানে বসিলেন।
৩০ আর বিস্তর লোক তাঁহার কাছে
আসিতে লাগিল, তাহারা আপনা-
দের সঙ্গে খঞ্জ, অন্ধ, বোবা, নুলা
এবং আরও অনেক লোককে
লইয়া তাঁহার চরণের নিকটে
ফেলিয়া রাখিল; আর তিনি
৩১ তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। এই-
রূপে বোবারা কথা কহিতেছে,
নুলারা সুস্থ হইতেছে, খঞ্জেরা
চলিতেছে এবং অন্ধেরা দেখিতেছে,
ইহা দেখিয়া লোকেরা আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিল; এবং ইস্রায়েলের
ঈশ্বরের গৌরব করিল।
৩২ তখন[১] যীশু আপন শিষ্যদিগকে
নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, এই
লোকসমূহের প্রতি আমার করুণা
হইতেছে; কেননা ইহারা আজ
তিন দিবস আমার সঙ্গে রহিয়াছে,
এবং ইহাদের নিকটে খাবার কিছুই
নাই; আর আমি ইহাদিগকে
অনাহারে বিদায় করিতে ইচ্ছা
করি না, পাছে ইহারা পথে মূর্চ্ছা
৩৩ পড়ে। শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন,
নির্জ্জন স্থানে আমরা কোথায় এত
রুটী পাইব যে, এত লোককে তৃপ্ত
৩৪ করিতে পারি? যীশু তাঁহাদিগকে
বলিলেন, তোমাদের কাছে কয়খানা
রুটী আছে? তাঁহারা কহিলেন,
সাতখানা, আর কয়েকটী ছোট
৩৫ মাছ। তখন তিনি লোকদিগকে
ভূমিতে বসিতে আজ্ঞা করিলেন।
৩৬ পরে তিনি সেই সাতখানা রুটী ও
সেই কয়টী মাছ লইলেন, ধন্যবাদ
পূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন, এবং শিষ্যদিগকে
দিলেন, শিষ্যেরা লোকদিগকে
৩৭ দিলেন। তখন সকলে আহার
করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং যে সকল
গুঁড়াগাঁড়া অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে
পূর্ণ সাত ঝুড়ি তাঁহারা উঠাইয়া
৩৮ লইলেন। যাহারা আহার করিয়া-

১। মার্ক ৮; ১-২১।

ছিল, তাহারা স্ত্রী ও শিশু ছাড়া
৩৯ চারি সহস্র পুরুষ। পরে তিনি
লোকসমূহকে বিদায় করিয়া নৌকায়
উঠিয়া মগদনের* সীমাতে উপস্থিত
হইলেন।

## যীশুর নানাবিধ শিক্ষা।

১৬ পরে ফরীশীরা ও সদ্দূকীরা
নিকটে আসিয়া পরীক্ষা ভাবে
তাঁহাকে নিবেদন করিল, যেন তিনি
তাহাদিগকে আকাশ হইতে কোন
২ চিহ্ন দেখান। কিন্তু তিনি উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
সন্ধ্যা হইলে তোমরা বলিয়া থাক,
পরিষ্কার দিন হইবে, কারণ আকাশ
৩ লাল হইয়াছে। আর প্রাতঃকালে
বলিয়া থাক, আজ ঝড় হইবে,
কারণ আকাশ লাল ও ঘোর
হইয়াছে। তোমরা আকাশের লক্ষণ
বুঝিতে পার, কিন্তু কালের চিহ্ন
৪ সকল বুঝিতে পার না। এই
কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকেরা
চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনার
চিহ্ন† ব্যতিরেকে আর কোন চিহ্ন
তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে না।
তখন তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ
করিয়া চলিয়া গেলেন।
৫ শিষ্যেরা অন্য পারে যাইবার
সময়ে রুটী লইতে ভুলিয়া গিয়া-
৬ ছিলেন। যীশু তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, তোমরা সতর্ক হও, ফরীশী
ও সদ্দূকীদের তাড়ী হইতে সাবধান
৭ থাক। তখন তাঁহারা পরস্পর তর্ক
করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমরা
৮ যে রুটী আনি নাই। তাহা বুঝিয়া
যীশু কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসীরা,
তোমাদের রুটী নাই বলিয়া কেন
৯ পরস্পর তর্ক করিতেছ? এখনও
কি বুঝ না, মনেও কি পড়ে না,
সেই পাঁচ সহস্রের খাদ্য পাঁচখানি
রুটী, আর কত ডালা তুলিয়া
১০ লইয়াছিলে? এবং সেই চারি
সহস্রের খাদ্য সাতখানি রুটী, আর
কত ঝুড়ি তুলিয়া লইয়াছিলে?
১১ তোমরা কেন বুঝ না যে, আমি
তোমাদিগকে রুটীর বিষয় বলি
নাই? কিন্তু তোমরা ফরীশী ও
সদ্দূকীদের তাড়ী হইতে সাবধান
১২ থাক। তখন তাঁহারা বুঝিলেন,
তিনি রুটীর তাড়ী হইতে নয়, কিন্তু
ফরীশী ও সদ্দূকীদের শিক্ষা হইতে
সাবধান থাকিবার কথা বলিয়াছেন।

### যীশুই সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।

১৩ পরে[১] যীশু কৈসরিয়া-ফিলিপীর
অঞ্চলে গিয়া আপন শিষ্যদিগকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, মনুষ্যপুত্র কে,
১৪ এ বিষয়ে লোকে কি বলে? তাঁহারা
কহিলেন, কেহ কেহ বলে, আপনি
যোহন বাপ্তাইজক; কেহ কেহ বলে,
আপনি এলিয়; আর কেহ কেহ
বলে, আপনি যিরমিয় কিম্বা ভাব-
১৫ বাদিগণের কোন এক জন। তিনি
তাঁহাদিগকে বলিলেন, কিন্তু তোমরা
১৬ কি বল, আমি কে? শিমোন পিতর
উত্তর করিয়া কহিলেন, আপনি সেই
১৭ খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। যীশু

* (অথবা) মগদালার।
† যোনা ১ ; ১৭। মথি ১২ ; ৩৯-৪০।

১। মার্ক ৮ ; ২৭—৯ ; ১। লূক ৯ , ১৮-২৭।

উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে
যোনার পুত্র শিমোন, ধন্য তুমি!
কেননা রক্তমাংস তোমার নিকটে
ইহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আমার
স্বর্গস্থ পিতা প্রকাশ করিয়াছেন।
১৮ আর আমিও তোমাকে কহিতেছি,
তুমি পিতর, আর এই পাথরের
উপরে আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব,
আর পাতালের পুরদ্বার সকল
তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না।
১৯ আমি তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের চাবি-
গুলিন দিব; আর তুমি পৃথিবীতে
যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে
বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যাহা
কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত
২০ হইবে। তখন তিনি শিষ্যদিগকে এই
আজ্ঞা দিলেন, আমি যে সেই খ্রীষ্ট,
এ কথা কাহাকেও বলিও না।

### যীশু আপন মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য বলেন।

২১ সেই সময় অবধি যীশু আপন
শিষ্যদিগকে স্পষ্টই বলিতে লাগি-
লেন যে, তাঁহাকে যিরূশালেমে
যাইতে হইবে, এবং প্রাচীনবর্গের,
প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকদের
হইতে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে
হইবে, ও হত হইতে হইবে, আর
২২ তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে। ইহাতে
পিতর তাঁহাকে কাছে লইয়া অনু-
যোগ করিতে লাগিলেন, বলিলেন,
প্রভু, ইহা আপনা হইতে দূরে
থাকুক, ইহা আপনার প্রতি কখনও
২৩ ঘটিবে না। কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া
পিতরকে কহিলেন, আমার সম্মুখ
হইতে দূর হও, শয়তান, তুমি আমার
বিঘ্নস্বরূপ; কেননা যাহা ঈশ্বরের,
তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের,
২৪ তাহাই তুমি ভাবিতেছ। তখন যীশু
আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, কেহ
যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা
করে, তবে সে আপনাকে অস্বীকার
করুক, আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক,
এবং আমার পশ্চাদ্গামী হউক।
২৫ কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা
করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা
হারাইবে, আর যে কেহ আমার
নিমিত্তে আপন প্রাণ হারায়, সে
২৬ তাহা পাইবে। বস্তুতঃ মনুষ্য যদি
সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন
প্রাণ হারায়, তবে তাহার কি লাভ
হইবে? কিম্বা মনুষ্য আপন প্রাণের
২৭ পরিবর্ত্তে কি দিবে? কেননা মনুষ্য-
পুত্র আপন দূতগণের সহিত আপন
পিতার প্রতাপে আসিবেন, আর
তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার
ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিবেন।
২৮ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি,
যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে,
তাহাদের মধ্যে এমন কয়েক জন
আছে, যাহারা কোন মতে মৃত্যুর
আস্বাদ পাইবে না, যে পর্য্যন্ত মনুষ্য-
পুত্রকে আপনার রাজ্যে আসিতে
না দেখিবে।

### যীশু উজ্জ্বল রূপ গ্রহণ করেন।[১]

১৭ ছয় দিন পরে যীশু পিতর,
যাকোব ও তাঁহার ভ্রাতা যোহনকে
সঙ্গে করিয়া বিরলে এক উচ্চ
২ পর্ব্বতে লইয়া গেলেন। পরে তিনি

১। মার্ক ৯; ২-২৮। লূক ৯, ২৮-৪৫।

তাঁহাদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত
হইলেন; তাঁহার মুখ সূর্য্যের ন্যায়
দেদীপ্যমান, এবং তাঁহার বস্ত্র দীপ্তির
৩ ন্যায় শুভ্র হইল। আর দেখ,
মোশি ও এলিয় তাঁহাদিগকে দেখা
দিলেন, তাঁহারা তাঁহার সহিত
কথোপকথন করিতে লাগিলেন।
৪ তখন পিতর যীশুকে কহিলেন,
প্রভু, এখানে আমাদের থাকা
ভাল; যদি আপনার ইচ্ছা হয়,
তবে আমি এখানে তিনটী কুটীর
নির্ম্মাণ করি, একটী আপনার জন্য,
একটী মোশির জন্য এবং একটী
৫ এলিয়ের জন্য। তিনি কথা কহিতে-
ছেন, এমন সময়ে দেখ, একখানি
উজ্জ্বল মেঘ তাঁহাদিগকে ছায়া
করিল, আর দেখ, সেই মেঘ হইতে
এই বাণী হইল,

'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র,
ইহাঁতেই আমি প্রীত,
ইহাঁর কথা শুন'।

৬ এই কথা শুনিয়া শিষ্যেরা উবুড়
হইয়া পড়িলেন, এবং অত্যন্ত ভীত
৭ হইলেন। পরে যীশু নিকটে
আসিয়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়া
কহিলেন, উঠ, ভয় করিও না।
৮ তখন তাঁহারা চক্ষু তুলিয়া আর
কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না,
কেবল যীশু একা ছিলেন।
৯ পর্ব্বত হইতে নামিবার সময়ে
যীশু তাঁহাদিগকে এই আজ্ঞা
করিলেন, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যপুত্র
মৃতগণের মধ্য হইতে না উঠেন, সে
পর্য্যন্ত তোমরা এই দর্শনের কথা
১০ কাহাকেও বলিও না। তখন
শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
তবে অধ্যাপকেরা কেন বলেন যে,
প্রথমে এলিয়ের আগমন হওয়া
১১ আবশ্যক? তিনি উত্তর করিয়া
কহিলেন, সত্য বটে, এলিয়
আসিবেন, এবং সকলই পুনঃস্থাপন
১২ করিবেন; কিন্তু আমি তোমাদিগকে
কহিতেছি, এলিয় আসিয়া গিয়াছেন,
এবং লোকেরা তাঁহাকে চিনে নাই,
বরং তাঁহার প্রতি যাহা ইচ্ছা,
তাহাই করিয়াছে; তদ্রূপ মনুষ্য-
পুত্রকেও তাহাদের হইতে দুঃখ-
১৩ ভোগ করিতে হইবে। তখন
শিষ্যেরা বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহা-
দিগকে যোহন বাপ্তাইজকের বিষয়
বলিয়াছেন।

### যীশুর বিবিধ কর্ম্ম ও শিক্ষা।

যীশু একটী মৃগীরোগগ্রস্ত বালককে সুস্থ করেন।

১৪ পরে তাঁহারা লোকসমূহের
নিকটে আসিলে এক ব্যক্তি তাঁহার
কাছে আসিয়া জানু পাতিয়া কহিল,
১৫ প্রভু, আমার পুত্রের প্রতি দয়া
করুন, কেননা সে মৃগীরোগগ্রস্ত,
এবং অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে, কারণ
সে বার বার আগুনে ও বার বার
১৬ জলে পড়িয়া থাকে। আর আমি
আপনার শিষ্যদের নিকটে তাহাকে
আনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা
তাহাকে সুস্থ করিতে পারিলেন না।
১৭ যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, হে
অবিশ্বাসী ও বিপথগামী বংশ,
আমি কত কাল তোমাদের সঙ্গে
থাকিব? কত কাল তোমাদের প্রতি
সহিষ্ণুতা করিব? তোমরা উহাকে

১৮ এখানে আমার কাছে আন। পরে
যীশু তাহাকে ধমক্ দিলেন, তাহাতে
সেই ভূত তাহাকে ছাড়িয়া গেল,
আর বালকটী সেই দণ্ড অবধি সুস্থ
১৯ হইল। তখন শিষ্যেরা বিরলে যীশুর
নিকটে আসিয়া কহিলেন, কি জন্য
আমরা উহা ছাড়াইতে পারিলাম
২০ না? তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন,
তোমাদের বিশ্বাস অল্প বলিয়া;
কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, যদি তোমাদের একটী
সরিষা-দানার ন্যায় বিশ্বাস থাকে,
তবে তোমরা এই পর্ব্বতকে বলিবে,
'এখান হইতে ঐখানে সরিয়া যাও,'
আর ইহা সরিয়া যাইবে; এবং
তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে
না।*

#### যীশু দ্বিতীয় বার আপন মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য বলেন।

২২ গালীলে তাঁহাদের একত্র হইবার
সময়ে যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন,
সম্প্রতি মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের হস্তে
২৩ সমর্পিত হইবেন; এবং তাহারা
তাঁহাকে বধ করিবে, আর তৃতীয়
দিবসে তিনি উঠিবেন। ইহাতে
তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

#### মাছের মুখে টাকা।

২৪ পরে তাঁহারা কফরনাহূমে
আসিলে, যাহারা আধুলি আদায়
করিত, তাহারা পিতরের নিকটে
আসিয়া বলিল, তোমাদের গুরু কি
আধুলি দেন না? তিনি কহিলেন,
২৫ দিয়া থাকেন। পরে তিনি গৃহমধ্যে
আসিলে যীশু অগ্রেই তাঁহাকে
কহিলেন, শিমোন, তোমার কেমন
বোধ হয়? পৃথিবীর রাজারা কাহা-
দের হইতে কর বা রাজস্ব গ্রহণ
করিয়া থাকেন? কি আপন সন্তান-
দের হইতে, না অন্য লোক হইতে?
২৬ পিতর কহিলেন, অন্য লোক হইতে।
তখন যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তবে
২৭ সন্তানেরা স্বাধীন। তথাপি আমরা
যেন উহাদের বিঘ্ন না জন্মাই, এই
জন্য তুমি সমুদ্রে গিয়া বড়শী ফেল,
তাহাতে প্রথমে যে মাছটী উঠিবে,
সেইটী ধরিয়া তাহার মুখ খুলিলে
একটী টাকা পাইবে; সেইটী লইয়া
আমার এবং তোমার নিমিত্ত উহা-
দিগকে দেও।

#### স্বর্গ-রাজ্যে মহান্ কে, এ বিষয়ে শিক্ষা।

১৮ সেই[1] দণ্ডে শিষ্যেরা যীশুর
নিকটে আসিয়া বলিলেন, তবে
২ স্বর্গ-রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তিনি
একটী শিশুকে আপনার নিকটে
ডাকিয়া তাঁহাদের মধ্যে দাঁড় করাই-
৩ লেন, এবং কহিলেন, আমি তোমা-
দিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা
যদি না ফির ও শিশুদের ন্যায় না
হইয়া উঠ, তবে কোন মতে স্বর্গ-
রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না।
৪ অতএব যে কেহ আপনাকে এই
শিশুর মত নত করে, সেই স্বর্গ-
৫ রাজ্যে শ্রেষ্ঠ। আর যে কেহ ইহার
মত একটী শিশুকে আমার নামে

* (কোন কোন অনুলিপিতে এই কথাগুলি পাওয়া
২১ যায়।) কিন্তু প্রার্থনা ও উপবাস ভিন্ন আর
কিছুতেই এ জাতি বাহির হয় না।

১। মার্ক ৯ ৩৩-৩৭। লূক ৯ ; ৪৬-৪৮।

গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ
৬ করে; কিন্তু যে ক্ষুদ্রগণ আমাতে
বিশ্বাস করে, যে কেহ তাহাদের
মধ্যে এক জনেরও বিঘ্ন জন্মায়,
তাহার গলায় বৃহৎ যাঁতা বাঁধিয়া
তাহাকে সমুদ্রের অগাধ জলে
ডুবাইয়া দেওয়া বরং তাহার পক্ষে
৭ ভাল। বিঘ্ন প্রযুক্ত জগৎকে ধিক্!
কেননা বিঘ্ন অবশ্যই উপস্থিত হইবে;
কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যাহার
৮ দ্বারা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আর
তোমার হস্ত কিম্বা চরণ যদি তোমার
বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া
ফেলিয়া দেও; দুই হস্ত কিম্বা দুই
চরণ লইয়া অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত
হওয়া অপেক্ষা বরং খঞ্জ কিম্বা নুলা
হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার
৯ ভাল। আর তোমার চক্ষু যদি
তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা
উপড়াইয়া ফেলিয়া দেও; দুই চক্ষু
লইয়া অগ্নিময় নরকে নিক্ষিপ্ত
হওয়া অপেক্ষা বরং একচক্ষু হইয়া
জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল।
১০ দেখিও, এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে
একটীকেও তুচ্ছ করিও না; কেননা
আমি তোমাদিগকে কহিতেছি,
তাহাদের দূতগণ স্বর্গে সতত আমার
স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন করেন।*
১২ তোমাদের কেমন বোধ হয়? কোন
ব্যক্তির যদি এক শত মেষ থাকে,
আর তাহাদের মধ্যে একটী হারা-
ইয়া যায়, তবে সে কি অন্য
নিরানব্বইটা ছাড়িয়া পর্ব্বতে গিয়া
ঐ হারান মেষটীর অন্বেষণ করে
১৩ না? আর যদি সে কোন ক্রমে
সেটী পায়, তবে আমি তোমা-
দিগকে সত্য কহিতেছি, যে
নিরানব্বইটা হারাইয়া যায় নাই,
তাহাদের অপেক্ষা সেইটীর নিমিত্ত
১৪ সে অধিক আনন্দ করে। সেইরূপ
এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এক জনও যে
বিনষ্ট হয়, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার
এমন ইচ্ছা নয়।
১৫ আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমার
নিকটে কোন অপরাধ করে, তবে
যাও, যখন কেবল তোমাতে ও
তাহাতে থাক, তখন সেই দোষ
তাহাকে বুঝাইয়া দেও। যদি সে
তোমার কথা শুনে, তুমি আপন
১৬ ভ্রাতাকে লাভ করিলে। কিন্তু যদি
সে না শুনে, তবে আর দুই এক
ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যাও, যেন
"দুই কিম্বা তিন জন সাক্ষীর মুখে
১৭ সমস্ত কথা নিষ্পন্ন হয়।"* আর
যদি সে তাহাদের কথা অমান্য
করে, মণ্ডলীকে বল; আর যদি
মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে, সে
তোমার নিকটে পরজাতীয় লোকের
১৮ ও করগ্রাহীর তুল্য হউক। আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি,
তোমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ
করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে;
এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত
করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।
১৯ আবার আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, পৃথিবীতে তোমাদের দুই

* (কোন কোন প্রাচীন অনুলিপিতে এই কথাগুলি
১১ পাওয়া যায়।) কারণ যাহা হারান ছিল, তাহার
পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন।

* দ্বি বি ১৯; ১৫।

জন যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, সেই
বিষয়ে যদি একচিত্ত হয়, তবে
আমার স্বর্গস্থ পিতা কর্ত্তৃক তাহাদের
২০ জন্য তাহা করা যাইবে। কেননা
যেখানে দুই কি তিন জন আমার
নামে একত্র হয়, সেইখানে আমি
তাহাদের মধ্যে আছি।

ক্ষমাশীলতা সম্বন্ধে শিক্ষা।

২১ তখন পিতর তাঁহার নিকটে
আসিয়া কহিলেন, প্রভু, আমার
ভ্রাতা আমার নিকটে কত বার
অপরাধ করিলে আমি তাহাকে
ক্ষমা করিব? কি সাত বার পর্য্যন্ত?
২২ যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমাকে
বলিতেছি না, সাত বার পর্য্যন্ত,
কিন্তু সত্তর গুণ সাত বার পর্য্যন্ত।
২৩ এজন্য স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন
রাজার তুল্য, যিনি আপন দাস-
গণের কাছে হিসাব লইতে চাহি-
২৪ লেন। তিনি হিসাব আরম্ভ করিলে,
এক জন তাঁহার নিকটে আনীত
হইল, যে তাঁহার দশ সহস্র তালন্ত*
২৫ ধারিত। কিন্তু তাহার পরিশোধ
করিবার সঙ্গতি না থাকাতে তাহার
প্রভু তাহাকে ও তাহার স্ত্রী পুত্রাদি
সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আদায় করিতে
২৬ আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে সে দাস
তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রণিপাত
করিয়া কহিল, হে প্রভু, আমার
প্রতি ধৈর্য্য ধরুন, আমি আপনার
২৭ সমস্তই পরিশোধ করিব। তখন
সে দাসের প্রভু করুণাবিষ্ট হইয়া
তাহাকে মুক্ত করিলেন ও তাহার
২৮ ঋণ ক্ষমা করিলেন। কিন্তু সেই
দাস বাহিরে গিয়া তাহার সহ-
দাসদের মধ্যে এক জনকে, দেখিতে
পাইল, যে তাহার এক শত সিকি
ধারিত; সে তাহাকে ধরিয়া গলা-
টিপি দিয়া কহিল, তুই যা ধারিস্,
২৯ তাহা পরিশোধ কর্। তখন তাহার
সহদাস তাহার চরণে পড়িয়া
বিনতিপূর্ব্বক কহিল, আমার প্রতি
ধৈর্য্য ধর, আমি তোমার ঋণ
৩০ পরিশোধ করিব। তথাপি সে
সম্মত হইল না, কিন্তু গিয়া তাহাকে
কারাগারে ফেলিয়া রাখিল, যে
পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করে।
৩১ এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার সহ-
দাসেরা বড়ই দুঃখিত হইল, আর
আপনাদের প্রভুর কাছে গিয়া
৩২ সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দিল। তখন
তাহার প্রভু তাহাকে কাছে
ডাকাইয়া কহিলেন, দুষ্ট দাস! তুমি
আমার কাছে বিনতি করাতে আমি
তোমার ঐ সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিয়া-
৩৩ ছিলাম; আমি যেমন তোমার প্রতি
দয়া করিয়াছিলাম, তেমনি তোমার
সহদাসের প্রতি দয়া করা কি
৩৪ তোমারও উচিত ছিল না? আর
তাহার প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া পীড়ন-
কারীদের নিকটে তাহাকে সমর্পণ
করিলেন, যে পর্য্যন্ত সে সমস্ত ঋণ
৩৫ পরিশোধ না করে। আমার স্বর্গীয়
পিতাও তোমাদের প্রতি এইরূপ
করিবেন, যদি তোমরা প্রতিজন
অন্তঃকরণের সহিত আপন আপন
ভ্রাতাকে ক্ষমা না কর।

* এক তালন্ত কমবেশ ৩০০০৲ টাকা।

১৯ এই সকল বাক্য সমাপ্ত করি-
বার পর যীশু গালীল হইতে প্রস্থান
করিলেন, পরে যর্দ্দনের পরপারস্থ
যিহূদিয়ার অঞ্চলে উপস্থিত হই-
২ লেন; আর বিস্তর লোক তাঁহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল, এবং
তিনি সেখানে লোকদিগকে সুস্থ
করিলেন।

### স্ত্রী-পরিত্যাগ বিষয়ে শিক্ষা।

৩ আর[১] ফরীশীরা তাঁহার নিকটে
আসিয়া পরীক্ষা ভাবে তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিল, যে সে কারণে কি
আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা
৪ বিধেয়? তিনি উত্তর করিলেন,
তোমরা কি পাঠ কর নাই যে, সৃষ্টি-
কর্ত্তা আদিতে পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া
তাহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,
৫ আর বলিয়াছিলেন, "এই কারণ
মনুষ্য পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করিয়া
আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং
সে দুই জন একাঙ্গ হইবে"?*
৬ সুতরাং তাহারা আর দুই নয়, কিন্তু
একাঙ্গ। অতএব ঈশ্বর যাহার যোগ
করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার
৭ বিয়োগ না করুক। তাহারা
তাঁহাকে কহিল, তবে মোশি কেন
ত্যাগপত্র দিয়া পরিত্যাগ করিবার
৮ বিধি দিয়াছেন?† তিনি তাহা-
দিগকে কহিলেন তোমাদের অন্তঃ-
করণ কঠিন বলিয়া মোশি তোমা-
দিগকে আপন আপন স্ত্রীকে পরি-
ত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন,
কিন্তু আদি হইতে এরূপ হয় নাই।
৯ আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি,
ব্যভিচার দোষ ব্যতিরেকে যে কেহ
আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া
অন্যাকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার
করে; এবং যে ব্যক্তি সেই পরি-
ত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেও
১০ ব্যভিচার করে। শিষ্যেরা তাঁহাকে
কহিলেন, যদি আপন স্ত্রীর সঙ্গে
পুরুষের এরূপ সম্বন্ধ হয়, তবে
১১ বিবাহ করা ভাল নয়। তিনি তাঁহা-
দিগকে কহিলেন, সকলে এই কথা
গ্রহণ করে না, কিন্তু যাহাদিগকে
ক্ষমতা দত্ত হইয়াছে, তাহারাই করে।
১২ কারণ এমন নপুংসক আছে, যাহারা
মাতার উদর হইতে সেইরূপ হইয়া
জন্মিয়াছে; আর এমন নপুংসক
আছে, যাহাদিগকে মানুষে নপুংসক
করিয়াছে; আর এমন নপুংসক
আছে, যাহারা স্বর্গ-রাজ্যের নিমিত্তে
আপনাদিগকে নপুংসক করিয়াছে।
যে গ্রহণ করিতে পারে, সে গ্রহণ
করুক।

### শিশুদের বিষয়ে শিক্ষা।

১৩ তখন কতকগুলি শিশু তাঁহার
নিকটে আনীত হইল, যেন তিনি
তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করেন ও
প্রার্থনা করেন; তাহাতে শিষ্যেরা
তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন।
১৪ কিন্তু যীশু কহিলেন, শিশুদিগকে
আমার নিকটে আসিতে দেও,
বারণ করিও না; কেননা স্বর্গ-রাজ্য
১৫ এই মত লোকদেরই। পরে তিনি

১। মার্ক ১০ অধ্যায়।
* আদিপুস্তক ১; ২৭। ২; ২৪।
† দ্বি বি ২৪; ১।

তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিয়া
সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

ধন সম্বন্ধে শিক্ষা। মজুরদের দৃষ্টান্ত।

১৬ আর দেখ, এক ব্যক্তি আসিয়া
তাঁহাকে বলিল, হে গুরু, অনন্ত
জীবন পাইবার জন্য আমি কিরূপ
১৭ সৎকর্ম্ম করিব? তিনি তাহাকে
কহিলেন, আমাকে সতের বিষয়
কেন জিজ্ঞাসা কর? সৎ এক
জন মাত্র আছেন। কিন্তু তুমি
যদি জীবনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা
কর, তবে আজ্ঞা সকল পালন
১৮ কর। সে কহিল, কোন্ কোন্
আজ্ঞা? যীশু বলিলেন, এই এই,
"নরহত্যা করিও না, ব্যভিচার
করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা
১৯ সাক্ষ্য দিও না, পিতা ও মাতাকে
সমাদর করিও, এবং তোমার প্রতি-
বাসীকে আপনার মত প্রেম
২০ করিও"।* সেই যুবক তাঁহাকে
কহিল, আমি এ সকলই পালন
করিয়াছি, এখন আমার কি ত্রুটি
২১ আছে? যীশু তাহাকে কহিলেন,
যদি সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর, তবে
চলিয়া যাও, তোমার যাহা যাহা
আছে, বিক্রয় কর, এবং দরিদ্র-
দিগকে দান কর, তাহাতে স্বর্গে ধন
পাইবে; আর আইস, আমার
২২ পশ্চাদ্গামী হও। কিন্তু এই কথা
শুনিয়া সেই যুবক দুঃখিত হইয়া
চলিয়া গেল, কারণ তাহার বিস্তর
সম্পত্তি ছিল।
২৩ তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে
কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, ধনবানের পক্ষে স্বর্গ-
২৪ রাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর। আবার
তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের
রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা
অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া
২৫ উটের যাওয়া সহজ। ইহা শুনিয়া
শিষ্যেরা অতিশয় আশ্চর্য্য মনে
করিলেন, কহিলেন, তবে কাহার
২৬ পরিত্রাণ হইতে পারে? যীশু
তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহি-
লেন, তাহা মনুষ্যের অসাধ্য বটে,
২৭ কিন্তু ঈশ্বরের সকলই সাধ্য। তখন
পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহি-
লেন, দেখুন, আমরা সমস্তই পরি-
ত্যাগ করিয়া আপনার পশ্চাদ্গামী
২৮ হইয়াছি; আমরা তবে কি পাইব?
যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি,
তোমরা যত জন আমার পশ্চাদ্গামী
হইয়াছ, পুনঃসৃষ্টিকালে, যখন
মনুষ্যপুত্র আপন প্রতাপের সিংহা-
সনে বসিবেন, তখন তোমরাও
দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের
২৯ দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে। আর
যে কোন ব্যক্তি আমার নামের
জন্য বাটী, কি ভ্রাতা, কি ভগিনী,
কি পিতা, কি মাতা, কি সন্তান,
কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, সে
তাহার শত গুণ পাইবে, এবং অনন্ত
৩০ জীবনের অধিকারী হইবে। কিন্তু
যাহারা প্রথম, এমন অনেক লোক
শেষে পড়িবে; এবং যাহারা
শেষের, এমন অনেক লোক প্রথম
হইবে।

* যাত্রাপুস্তক ২০ ; ১২-১৬। লেবীয় ১৯ ; ১৮।

২০ কেননা স্বর্গ-রাজ্য এমন এক
জন গৃহকর্ত্তার তুল্য, যিনি প্রভাত
কালে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুর
লাগাইবার জন্য বাহিরে গেলেন।
২ তিনি মজুরদের সহিত দিন এক
সিকি বেতন স্থির করিয়া তাহা-
দিগকে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ
৩ করিলেন। পরে তিনি তিন
ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া দেখি-
লেন, অন্য কয়েক জন বাজারে
৪ নিষ্কর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছে, এবং
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও
দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, যাহা ন্যায্য,
তোমাদিগকে দিব ; তাহাতে তাহারা
৫ গেল। আবার তিনি ছয় ও নয়
ঘটিকার সময়েও বাহিরে গিয়া
৬ তদ্রূপ করিলেন। পরে এগার
ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া আর
কয়েক জনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে
দেখিলেন, আর তাহাদিগকে বলি-
লেন, কি জন্য সমস্ত দিন এখানে
৭ নিষ্কর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছ? তাহারা
তাঁহাকে বলিল, কেহই আমাদিগকে
কাজে লাগায় নাই। তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও
৮ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও। পরে সন্ধ্যা
হইলে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা
আপন দেওয়ানকে কহিলেন,
মজুরদিগকে ডাকিয়া মজুরী দেও,
শেষ জন হইতে আরম্ভ করিয়া
৯ প্রথম জন পর্য্যন্ত দেও। তাহাতে
যাহারা এগার ঘটিকার সময়ে
লাগিয়াছিল, তাহারা আসিয়া এক
এক জন এক এক সিকি পাইল।
১০ পরে যাহারা প্রথমে লাগিয়াছিল,
তাহারা আসিয়া মনে করিল, আমরা
বেশী পাইব ; কিন্তু তাহারাও এক
১১ এক সিকি পাইল। পাইয়া তাহারা
সেই গৃহকর্ত্তার বিরুদ্ধে বচসা করিয়া
১২ কহিতে লাগিল, শেষের ইহারা ত
এক ঘণ্টামাত্র খাটিয়াছে, আমরা
সমস্ত দিন খাটিয়াছি ও রৌদ্রে
পুড়িয়াছি, আপনি ইহাদিগকে
১৩ আমাদের সমান করিলেন। তিনি
উত্তর করিয়া তাহাদের এক জনকে
কহিলেন, বন্ধু হে! আমি তোমার
প্রতি কিছু অন্যায় করি নাই ; তুমি
কি আমার নিকটে এক সিকিতে
১৪ স্বীকার কর নাই? তোমার যাহা
পাওনা, তাহা লইয়া চলিয়া যাও ;
আমার ইচ্ছা, তোমাকে যাহা, ঐ
শেষের জনকেও তাহাই দিব।
১৫ আমার নিজের যাহা, তাহা আপ-
নার ইচ্ছামতে ব্যবহার করিবার
অধিকার কি আমার নাই? না
আমি দয়ালু বলিয়া তোমার চোখ
১৬ টাটাইতেছে? এইরূপে যাহারা
শেষের, তাহারা প্রথম হইবে, এবং
যাহারা প্রথম, তাহারা শেষে
পড়িবে।

যীশু তৃতীয় বার আপন মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য বলেন।[১]

১৭ পরে যখন যীশু যিরূশালেমে
যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি
সেই বারো জন শিষ্যকে বিরলে
লইয়া গেলেন, আর পথিমধ্যে
১৮ তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমরা
যিরূশালেমে যাইতেছি ; আর

১। মার্ক ১০ ; ৩২-৩৪। লূক ১৮ ; ৩১-৩৩।

মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজকদের ও
অধ্যাপকদের হস্তে সমর্পিত হই-
১৯ বেন; তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ড
বিধান করিবে, এবং বিদ্রূপ করি-
বার, কোড়া মারিবার ও ক্রুশে
দিবার জন্য পরজাতীয়দের হস্তে
তাঁহাকে সমর্পণ করিবে; পরে
তিনি তৃতীয় দিবসে উঠিবেন।

প্রকৃত ভাবে মহান্ কে? এই বিষয়ের শিক্ষা।

২০ তখন সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা
আপনার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া
তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রণিপাত
পূর্ব্বক তাঁহার কাছে কিছু যাচ্ঞা
২১ করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহি-
লেন, তুমি কি চাও? তিনি
কহিলেন, আজ্ঞা করুন, যেন
আপনার রাজ্যে আমার এই দুই
পুত্রের এক জন আপনার দক্ষিণ
পার্শ্বে, আর এক জন বাম পার্শ্বে,
২২ বসিতে পায়। কিন্তু যীশু উত্তর
করিয়া কহিলেন, তোমরা কি যাচ্ঞা
করিতেছ, তাহা বুঝ না; আমি
যে পাত্রে পান করিতে যাইতেছি,
তাহাতে কি তোমরা পান করিতে
পার? তাঁহারা বলিলেন, পারি।
২৩ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
তোমরা আমার পাত্রে পান করিবে
বটে, কিন্তু যাহাদের জন্য আমার
পিতা কর্ত্তৃক স্থান প্রস্তুত করা
হইয়াছে, তাহাদের ভিন্ন আর
কাহাকেও আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ও
বাম পার্শ্বে বসিতে দিতে আমার
২৪ অধিকার নাই। এই কথা শুনিয়া
অন্য দশ জন ঐ দুই ভ্রাতার প্রতি
রুষ্ট হইলেন। কিন্তু যীশু তাঁহা-
দিগকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন,
তোমরা জান, পরজাতীয়দের অধি-
পতিরা তাহাদের উপরে প্রভুত্ব
করে, এবং যাহারা মহান্, তাহারা
তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করে।
২৬ তোমাদের মধ্যে সেরূপ হইবে না;
কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ
মহান্ হইতে চায়, সে তোমাদের
২৭ পরিচারক হইবে; এবং তোমাদের
মধ্যে যে কেহ প্রধান হইতে চায়,
২৮ সে তোমাদের দাস হইবে; যেমন
মনুষ্যপুত্র পরিচর্য্যা পাইতে আইসেন
নাই, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে, এবং
অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ
মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়া-
ছেন।

অন্ধকে চক্ষুর্দ্দান। যীশুর
যিরূশালেমে গমন।

২৯ পরে যিরীহো হইতে তাঁহাদের
বাহির হইবার সময়ে বিস্তর লোক
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।
৩০ আর দেখ, দুই জন অন্ধ পথের
পার্শ্বে বসিয়াছিল; সেই পথ দিয়া
যীশু যাইতেছেন শুনিয়া তাহারা
চেঁচাইয়া কহিল, প্রভু, দায়ূদ-সন্তান,
আমাদের প্রতি দয়া করুন।
৩১ তাহাতে লোক সকল চুপ্ চুপ্
বলিয়া তাহাদিগকে ধমক্ দিল;
কিন্তু তাহারা আরও অধিক
চেঁচাইয়া বলিল, প্রভু, দায়ূদ-সন্তান,
৩২ আমাদের প্রতি দয়া করুন। তখন
যীশু থামিয়া তাহাদিগকে ডাকি-
লেন, আর বলিলেন, তোমরা কি

চাও? আমি তোমাদের জন্য কি
৩৩ করিব? তাহারা তাঁহাকে কহিল,
প্রভু, আমাদের চক্ষু যেন খুলিয়া
৩৪ যায়। তখন যীশু করুণাবিষ্ট হইয়া
তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন, আর
তখনই তাহারা দেখিতে পাইল ও
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

২১ পরে[১] যখন তাঁহারা যিরূ-
শালেমের নিকটবর্ত্তী হইয়া
জৈতুন পর্ব্বতে, বৈৎফগী গ্রামে
আসিলেন, তখন যীশু দুই জন
২ শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন, তাঁহা-
দিগকে বলিলেন, তোমাদের সম্মুখে
ঐ গ্রামে যাও, অমনি দেখিতে
পাইবে, একটী গর্দ্দভী বাঁধা আছে,
আর তাহার সঙ্গে একটী বৎস,
৩ খুলিয়া আমার নিকটে আন। আর
যদি কেহ তোমাদিগকে কিছু বলে,
তবে বলিবে, ইহাদিগেতে প্রভুর
প্রয়োজন আছে; তাহাতে সে
তখনই তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিবে।
৪ এইরূপ ঘটিল, যেন ভাববাদী দ্বারা
কথিত এই বাক্য পূর্ণ হয়,
৫ "তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বল,
দেখ, তোমার রাজা তোমার
কাছে আসিতেছেন;
তিনি মৃদুশীল, ও গর্দ্দভের উপরে
উপবিষ্ট;
এবং শাবকের, গর্দ্দভ-বৎসের
উপরে উপবিষ্ট।"*
৬ পরে ঐ শিষ্যেরা গিয়া যীশুর
আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিলেন,
৭ গর্দ্দভীকে ও শাবকটীকে আনিলেন,
এবং তাহাদের উপরে আপনাদের
বস্ত্র পাতিয়া দিলেন, আর তিনি
৮ তাহাদের উপরে বসিলেন। আর
ভিড়ের মধ্যে অধিকাংশ লোক
আপন আপন বস্ত্র পথে পাতিয়া
দিল, এবং অন্য অন্য লোক গাছের
ডাল কাটিয়া পথে ছড়াইয়া দিল।
৯ আর যে সকল লোক তাঁহার
অগ্রপশ্চাৎ যাইতেছিল, তাহারা
চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল,
হোশান্না দায়ূদ-সন্তান,
ধন্য, যিনি প্রভুর নামে আসি-
তেছেন; ঊর্দ্ধলোকে হোশান্না।
১০ আর তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ
করিলে নগরময় হুলস্থুল পড়িয়া
গেল; সকলে কহিল, উনি কে?
১১ তাহাতে লোকসমূহ কহিল, উনি
সেই ভাববাদী, গালীলের নাসরতীয়
যীশু।
১২ পরে[১] যীশু ঈশ্বরের ধর্ম্মধামে
প্রবেশ করিলেন, এবং যত লোক
ধর্ম্মধামে ক্রয়বিক্রয় করিতেছিল,
সেই সকলকে বাহির করিয়া
দিলেন, এবং পোদ্দারদের মেজ ও
যাহারা কপোত বিক্রয় করিতে-
ছিল, তাহাদের আসন সকল
১৩ উল্টাইয়া ফেলিলেন, আর তাহা-
দিগকে কহিলেন, লেখা আছে,
"আমার গৃহ প্রার্থনাগৃহ বলিয়া
আখ্যাত হইবে," কিন্তু তোমরা ইহা
"দস্যুগণের গহ্বর" করিতেছ।*
১৪ পরে অন্ধেরা ও খঞ্জেরা ধর্ম্মধামে

১। মার্ক ১১, ১-১০। লূক ১৯; ২৯-৩৮।
* সখ ৯; ৯

১। মার্ক ১১; ১২-১৮। লূক ১৯; ৪৫-৪৮।
* যিশা ৫৬; ৭। যির ৭; ১১।

তাঁহার নিকট আসিল, আর তিনি
১৫ তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। কিন্তু
প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা
তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল
দেখিয়া, আর যে বালকেরা
'হোশান্না দায়ূদ-সন্তান,' বলিয়া
ধর্ম্মধামে চেঁচাইতেছিল, তাহাদিগকে
১৬ দেখিয়া, রুষ্ট হইল; এবং তাঁহাকে
কহিল, শুনিতেছ, ইহারা কি
বলিতেছে? যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, হাঁ; তোমরা কি কখনও
পাঠ কর নাই যে, "তুমি শিশু ও
দুগ্ধপোষ্যদের মুখ হইতে স্তব সম্পন্ন
১৭ করিয়াছ"?* পরে তিনি তাহা-
দিগকে ছাড়িয়া নগরের বাহিরে
বৈথনিয়ায় গেলেন, আর সেই
স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন।
১৮ প্রাতঃকালে নগরে ফিরিয়া
যাইবার সময়ে তিনি ক্ষুধিত
১৯ হইলেন। পথের পার্শ্বে একটা
ডুমুরগাছ দেখিয়া তিনি তাহার
নিকটে গেলেন, এবং পত্র বিনা
আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।
তখন তিনি গাছটীকে কহিলেন,
আর কখনও তোমাতে ফল না
ধরুক; আর হঠাৎ সেই ডুমুর-
২০ গাছটা শুকাইয়া গেল। তাহা
দেখিয়া শিষ্যেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিয়া কহিলেন, ডুমুরগাছটা হঠাৎ
২১ শুকাইয়া গেল কিরূপে? যীশু
উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন,
আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি,
যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে, আর
সন্দেহ না কর, তবে তোমরা কেবল
ডুমুরগাছের প্রতি এইরূপ করিতে
পারিবে, তাহা নয়, কিন্তু এই
পর্ব্বতকেও যদি বল, 'উপড়িয়া যাও,
আর সমুদ্রে গিয়া পড়', তাহাই
২২ হইবে। আর তোমরা প্রার্থনায়
বিশ্বাসপূর্ব্বক যাহা কিছু যাচ্ঞা
করিবে, সে সকলই পাইবে।

## যীশু যিরূশালেমে শিক্ষা দেন।

### যীশুর ক্ষমতা-বিষয়ক শিক্ষা। ১

২৩ পরে তিনি ধর্ম্মধামে আসিলে
পর তাঁহার উপদেশ দিবার সময়ে
প্রধান যাজকেরা ও লোকদের
প্রাচীনবর্গ নিকটে আসিয়া বলিল,
তুমি কি ক্ষমতায় এই সকল
করিতেছ? আর কেই বা তোমাকে
২৪ এই ক্ষমতা দিয়াছে? যীশু উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
আমিও তোমাদিগকে একটী কথা
জিজ্ঞাসা করিব; তাহা যদি আমাকে
বল, তবে কি ক্ষমতায় এ সকল
করিতেছি, তাহা আমিও তোমা-
২৫ দিগকে বলিব। যোহনের বাপ্তিস্ম
কোথা হইতে হইয়াছিল? স্বর্গ
হইতে না মনুষ্য হইতে? তখন
তাহারা পরস্পর তর্ক করিয়া বলিল,
যদি বলি স্বর্গ হইতে, তাহা হইলে
এ আমাদিগকে বলিবে, তবে
তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস কর নাই
২৬ কেন? আর যদি বলি, মনুষ্য
হইতে, লোকসাধারণকে ভয় করি;
কারণ সকলে যোহনকে ভাববাদী
২৭ বলিয়া মানে। তখন তাহারা
যীশুকে উত্তর করিয়া কহিল, আমরা

* গীত ৮; ২।

মার্ক ১১; ২৭-৩৩ ও ১২; ১-১২। লূক ২০; ১-১৯।

জানি না। তিনিও তাহাদিগকে
কহিলেন, তবে আমিও কি ক্ষমতায়
এ সকল করিতেছি, তোমাদিগকে
২৮ বলিব না। কিন্তু তোমাদের কেমন
বোধ হয়? এক ব্যক্তির দুই পুত্র
ছিল; তিনি প্রথম জনের নিকটে
গিয়া কহিলেন, বৎস, যাও, আজ
২৯ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্ম কর। সে উত্তর
করিল, আমার ইচ্ছা নাই; শেষে
৩০ অনুশোচনা করিয়া গেল। পরে
তিনি দ্বিতীয় জনের নিকটে গিয়া
সেইরূপ কহিলেন। সে উত্তর করিল,
কর্ত্তা, আমি যাইতেছি; কিন্তু গেল
৩১ না। সেই দুইয়ের মধ্যে কে পিতার
ইচ্ছা পালন করিল? তাহারা কহিল,
প্রথম জন। যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, করগ্রাহী ও বেশ্যারা
তোমাদের অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্যে
৩২ প্রবেশ করিতেছে। কেননা যোহন
ধার্ম্মিকতার পথ দিয়া তোমাদের
নিকটে আসিলেন, আর তোমরা
তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে না; কিন্তু
করগ্রাহী ও বেশ্যারা তাঁহাকে
বিশ্বাস করিল; আর তোমরা তাহা
দেখিয়া শেষেও এরূপ অনুশোচনা
করিলে না যে, তাঁহাকে বিশ্বাস
করিবে।

গৃহকর্ত্তা ও কৃষকদের দৃষ্টান্ত।

৩৩ আর একটী দৃষ্টান্ত শুন; এক
জন গৃহকর্ত্তা ছিলেন, তিনি দ্রাক্ষার
ক্ষেত্র করিয়া তাহার চারিদিকে
বেড়া দিলেন, ও তাহার মধ্যে
দ্রাক্ষা-কুণ্ড খনন করিলেন, এবং
উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন; পরে
কৃষকদিগকে তাহা জমা দিয়া অন্য
৩৪ দেশে চলিয়া গেলেন। আর ফলের
সময় সন্নিকট হইলে তিনি আপন
ফল গ্রহণ করিবার জন্য কৃষকদের
নিকটে নিজ দাসদিগকে প্রেরণ
৩৫ করিলেন। তখন কৃষকেরা তাঁহার
দাসদিগকে ধরিয়া কাহাকেও প্রহার
করিল, কাহাকেও বধ করিল,
৩৬ কাহাকেও পাথর মারিল। আবার
তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অনেক
দাস প্রেরণ করিলেন; তাহাদের
প্রতিও তাহারা সেই মত ব্যবহার
৩৭ করিল। অবশেষে তিনি আপনার
পুত্রকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ
করিলেন, বলিলেন, তাহারা আমার
৩৮ পুত্রকে সমাদর করিবে। কিন্তু
কৃষকেরা পুত্রকে দেখিয়া পরস্পর
বলিল, এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী,
আইস, আমরা ইহাকে বধ করিয়া
ইহার অধিকার হস্তগত করি।
৩৯ পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া বধ
৪০ করিল। অতএব দ্রাক্ষাক্ষেত্রের
কর্ত্তা যখন আসিবেন, তখন সেই
কৃষকদিগকে কি করিবেন?
৪১ তাহারা তাঁহাকে বলিল, সেই
দুষ্টদিগকে নিদারুণরূপে বিনষ্ট
করিবেন, এবং সেই ক্ষেত্র এমন
অন্য কৃষকদিগকে জমা দিবেন,
যাহারা ফলের সময়ে তাঁহাকে ফল
৪২ দিবে। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন,
তোমরা কি কখনও শাস্ত্রে পাঠ কর
নাই,
"যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য

করিয়াছে, তাহাই কোণের প্রধান
প্রস্তর হইয়া উঠিল ;
ইহা প্রভু হইতেই হইয়াছে,
ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত" ?*
৪৩ এই জন্য আমি তোমাদিগকে
কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে
ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া
যাইবে, এবং এমন এক জাতিকে
দেওয়া হইবে, যে জাতি তাহার ফল
৪৪ দিবে। আর এই প্রস্তরের উপরে
যে পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে ; কিন্তু
এই প্রস্তর যাহার উপরে পড়িবে,
তাহাকে চূরমার করিয়া ফেলিবে।
৪৫ তাঁহার এই সকল দৃষ্টান্ত শুনিয়া
প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা
বুঝিল যে, তিনি তাহাদেরই বিষয়
৪৬ বলিতেছেন। আর তাহারা তাঁহাকে
ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লোক-
সাধারণকে ভয় করিল, কেননা
লোকে তাঁহাকে ভাববাদী বলিয়া
মানিত।

বিবাহ-ভোজের দৃষ্টান্ত।

২২ যীশু আবার দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা
কহিলেন, তিনি তাহাদিগকে
২ বলিলেন, স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন
রাজার তুল্য, যিনি আপন পুত্রের
বিবাহভোজের আয়োজন করিলেন।
৩ সেই ভোজে নিমন্ত্রিত লোকদিগকে
ডাকিবার জন্য তিনি আপন দাস-
দিগকে প্রেরণ করিলেন ; কিন্তু
তাহারা আসিতে চাহিল না।
৪ তাহাতে তিনি আবার অন্য দাস-
দিগকে প্রেরণ করিলেন, বলিলেন,

* গীত ১১৮ ; ২২, ২৩।

নিমন্ত্রিত লোকদিগকে বল, দেখ,
আমার ভোজ প্রস্তুত করিয়াছি,
আমার বৃষাদি হৃষ্টপুষ্ট পশু সকল
মারা হইয়াছে, সকলই প্রস্তুত ;
তোমরা বিবাহের ভোজে আইস।
৫ কিন্তু তাহারা অবহেলা করিয়া
কেহ আপন ক্ষেত্রে, কেহ বা
আপন ব্যাপারে চলিয়া গেল।
৬ অবশিষ্ট সকলে তাঁহার দাসদিগকে
ধরিয়া অপমান করিল ও বধ
৭ করিল। তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ
হইলেন, এবং সৈন্যসামন্ত পাঠাইয়া
সেই হত্যাকারীদিগকে বিনষ্ট
করিলেন, ও তাহাদের নগর
৮ পোড়াইয়া দিলেন। পরে তিনি
আপন দাসদিগকে কহিলেন,
বিবাহের ভোজ ত প্রস্তুত, কিন্তু ঐ
নিমন্ত্রিত লোকেরা যোগ্য ছিল
৯ না ; অতএব তোমরা রাজপথের
মাথায় মাথায় গিয়া যত লোকের
দেখা পাও, সকলকে বিবাহের
১০ ভোজে ডাকিয়া আন। তাহাতে
ঐ দাসেরা রাজপথে গিয়া ভাল
মন্দ যত লোকের দেখা পাইল,
সকলকেই সংগ্রহ করিয়া আনিল,
তাহাতে বিবাহবাটী অতিথিগণে
১১ পরিপূর্ণ হইল। পরে রাজা অতিথি-
দিগকে দেখিবার জন্যে ভিতরে
আসিয়া এমন এক ব্যক্তিকে
দেখিতে পাইলেন, যাহার বিবাহ-
১২ বস্ত্র ছিল না ; তিনি তাহাকে
কহিলেন, হে বন্ধু, তুমি কেমন
করিয়া বিবাহ-বস্ত্র বিনা এখানে
প্রবেশ করিলে ? সে নিরুত্তর
১৩ হইল। তখন রাজা পরিচারক-

দিগকে কহিলেন, উহার হাত পা
বাঁধিয়া উহাকে বাহিরের অন্ধকারে
ফেলিয়া দেও: সেখানে রোদন ও
১৪ দন্তঘর্ষণ হইবে। বাস্তবিক অনেকে
আহূত, কিন্তু অল্পই মনোনীত।

যীশুর শত্রুদের কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর।

১৫ তখন[১] ফরীশীরা গিয়া মন্ত্রণা
করিল, কিরূপে তাঁহাকে কথার
১৬ ফাঁদে ফেলিতে পারে। আর তাহারা
হেরোদীয়দের সহিত আপনাদের
শিষ্যগণকে দিয়া তাঁহাকে বলিয়া
পাঠাইল, গুরো, আমরা জানি,
আপনি সত্য, এবং সত্যরূপে ঈশ্বরের
পথের বিষয় শিক্ষা দিতেছেন, এবং
আপনি কাহারও বিষয়ে ভীত
নহেন, কেননা আপনি মনুষ্যের
১৭ মুখাপেক্ষা করেন না। ভাল,
আমাদিগকে বলুন, আপনার মত
কি? কৈসরকে কর দেওয়া বিধেয়
১৮ কি না? কিন্তু যীশু তাহাদের
দুষ্টামি বুঝিয়া কহিলেন, কপটীরা,
আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ?
১৯ সেই করের মুদ্রা আমাকে দেখাও।
তখন তাহারা তাঁহার নিকটে একটী
২০ দীনার আনিল। তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, এই মূর্ত্তি ও এই নাম
কাহার? তাহারা বলিল, কৈসরের।
২১ তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
তবে কৈসরের যাহা যাহা, কৈসরকে
দেও, আর ঈশ্বরের যাহা যাহা,
২২ ঈশ্বরকে দেও। এই কথা শুনিয়া
তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, এবং
তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

২৩ সেই দিন সদ্দূকীরা—যাহারা
বলে পুনরুত্থান নাই—তাঁহার কাছে
২৪ আসিল; এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিল, গুরো, মোশি বলিয়াছেন,
কেহ যদি নিঃসন্তান হইয়া মরে,
তবে তাহার ভাই তাহার স্ত্রীকে
বিবাহ করিয়া আপন ভাইয়ের জন্য
২৫ বংশ উৎপন্ন করিবে।* ভাল,
আমাদের মধ্যে সাতটী ভাই ছিল;
আর জ্যেষ্ঠ বিবাহের পর মরিয়া
গেল, এবং সন্তান না হওয়াতে
আপন ভ্রাতার জন্য নিজ স্ত্রীকে
২৬ রাখিয়া গেল। দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি
সপ্তম জন পর্য্যন্ত সেইরূপ করিল।
২৭ সকলের শেষে সে স্ত্রীও মরিয়া
২৮ গেল। অতএব পুনরুত্থানে ঐ
সাত জনের মধ্যে সে কাহার স্ত্রী
হইবে? সকলেই ত তাহাকে বিবাহ
২৯ করিয়াছিল। যীশু উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
ভ্রান্ত হইতেছ, কারণ তোমরা
না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের
৩০ পরাক্রম; কেননা পুনরুত্থানে
লোকে বিবাহ করে না, এবং
বিবাহিতাও হয় না, বরং স্বর্গে
ঈশ্বরের দূতগণের ন্যায় থাকে।
৩১ কিন্তু মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে
ঈশ্বর তোমাদিগকে যাহা বলিয়া-
ছেন, তাহা কি তোমরা পাঠ কর
৩২ নাই? তিনি বলেন, "আমি
অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর,
ও যাকোবের ঈশ্বর;"† ঈশ্বর
মৃতদের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিত-

১ মার্ক ১২; ১৩-১৭। লূক ২০, ২০-২৬।

* দ্বি বি ২৫; ৫; ৬।
† যাত্রাপুস্তক ৩; ৬।

৩৩ দের। এই কথা শুনিয়া লোকসমূহ
তাঁহার শিক্ষাতে চমৎকার জ্ঞান
করিল।
৩৪ ফরীশীরা যখন শুনিতে পাইল,
তিনি সদ্দূকীদিগকে নিরুত্তর
করিয়াছেন, তখন তাহারা একসঙ্গে
৩৫ আসিয়া যুটিল। আর তাহাদের
মধ্যে এক ব্যক্তি, এক জন ব্যবস্থা-
বেত্তা, পরীক্ষা ভাবে তাঁহাকে
৩৬ জিজ্ঞাসা করিল, গুরো, ব্যবস্থার
৩৭ মধ্যে কোন্ আজ্ঞা মহৎ? তিনি
তাহাকে কহিলেন,

"তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ,
তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার
সমস্ত মন দিয়া তোমার
ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে,"

৩৮ এইটী মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা।
৩৯ আর দ্বিতীয়টী ইহার তুল্য;
"তোমার প্রতিবাসীকে আপনার
মত প্রেম করিবে।"*
৪০ এই দুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত
ব্যবস্থা এবং ভাববাদিগ্রন্থও ঝুলি-
তেছে।

### যীশুর শত্রুরা নিরুত্তর।

৪১ আর ফরীশীরা একত্র হইলে যীশু
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
৪২ খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমাদের কেমন
বোধ হয়, তিনি কাহার সন্তান?
৪৩ তাহারা বলিল, দায়ূদের। তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, তবে দায়ূদ
কি প্রকারে আত্মার আবেশে
তাঁহাকে প্রভু বলেন? তিনি
বলেন,—
৪৪ "প্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন,
তুমি আমার দক্ষিণে বস,
যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে
তোমার পদতলে না রাখি।"*
৪৫ অতএব দায়ূদ যখন তাঁহাকে প্রভু
বলেন, তখন তিনি কি প্রকারে
৪৬ তাঁহার সন্তান? তখন কেহ তাঁহাকে
কোন উত্তর দিতে পারিল না; আর
সেই দিন অবধি তাঁহাকে কোন
কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও
সাহস হইল না।

### ফরীশীদের ও অধ্যাপকদের প্রতি যীশুর অনুযোগ।

২৩ তখন যীশু লোকসমূহকে ও
নিজ শিষ্যদিগকে কহিলেন,
২ অধ্যাপক ও ফরীশীরা মোশির
৩ আসনে বসে। অতএব তাহারা
তোমাদিগকে যাহা কিছু বলে,
তাহা পালন করিও, মানিও, কিন্তু
তাহাদের কর্ম্মের মত কর্ম্ম করিও
না; কেননা তাহারা বলে, কিন্তু
৪ করে না। তাহারা ভারী দুর্ব্বহ বোঝা
বাঁধিয়া লোকদের কাঁধে চাপাইয়া
দেয়, কিন্তু আপনারা অঙ্গুলি
দিয়াও তাহা সরাইতে চাহে না।
৫ তাহারা লোককে দেখাইবার জন্যই
তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম করে; কেননা
তাহারা আপনাদের কবচ প্রশস্ত
করে, এবং বস্ত্রের থোপ বড় করে,
৬ আর ভোজে প্রধান স্থান, সমাজ-
৭ গৃহে প্রধান প্রধান আসন, হাটে
বাজারে মঙ্গলবাদ, এবং লোকের
কাছে রব্বি [গুরু] বলিয়া সম্ভাষণ,

* দ্বি বি ৬; ৫। লেবীয় ১৯; ১৮।　　গীত ১১০; ১।

৮ এ সকল ভাল বাসে। কিন্তু তোমরা
'রব্বি' বলিয়া সম্ভাষিত হইও না,
কারণ তোমাদের গুরু এক জন,
এবং তোমরা সকলে ভ্রাতা।
৯ আর পৃথিবীতে কাহাকেও 'পিতা'
বলিয়া সম্বোধন করিও না, কারণ
তোমাদের পিতা এক জন, তিনি
১০ সেই স্বর্গীয়। তোমরা 'আচার্য্য'
বলিয়া সম্ভাষিত হইও না, কারণ
তোমাদের আচার্য্য এক জন, তিনি
১১ খ্রীষ্ট। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে
ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, সে তোমাদের পরি-
১২ চারক হইবে। আর যে কেহ
আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত
করা যাইবে; আর যে কেহ
আপনাকে নত করে, তাহাকে উচ্চ
করা যাইবে।

১৩ কিন্তু, হা অধ্যাপক ও ফরীশী-
গণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে!
কারণ তোমরা মনুষ্যদের সম্মুখে
স্বর্গরাজ্য রুদ্ধ করিয়া থাক;
১৪ আপনারাও তাহাতে প্রবেশ কর
না, এবং যাহারা প্রবেশ করিতে
আইসে, তাহাদিগকে প্রবেশ
করিতে দেও না।

১৫ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ,
কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে! কারণ
এক জনকে যিহূদী-ধর্ম্মাবলম্বী
করিবার জন্য তোমরা সমুদ্রে ও
স্থলে পরিভ্রমণ করিয়া থাক; আর
যখন কেহ হয়, তখন তাহাকে
তোমাদের অপেক্ষা দ্বিগুণ নারকী
করিয়া তুল।

১৬ হা অন্ধ পথ-দর্শকেরা, ধিক্
তোমাদিগকে! তোমরা বলিয়া থাক,
কেহ মন্দিরের দিব্য করিলে তাহা
কিছুই নয়, কিন্তু যে কেহ মন্দিরস্থ
স্বর্ণের দিব্য করিল, সে আবদ্ধ
১৭ হইল। মূঢ়েরা ও অন্ধেরা, বল
দেখি, কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? স্বর্ণ, না সেই
মন্দির, যাহা স্বর্ণকে পবিত্র করি-
১৮ য়াছে? আরও বলিয়া থাক, কেহ
যজ্ঞবেদির দিব্য করিলে তাহা
কিছুই নয়, কিন্তু যে কেহ তাহার
উপরিস্থ উপহারের দিব্য করিল, সে
১৯ আবদ্ধ হইল। হা অন্ধেরা, বল
দেখি, কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? উপহার, না
সেই যজ্ঞবেদি, যাহা উপহারকে
২০ পবিত্র করে? যে ব্যক্তি যজ্ঞবেদির
দিব্য করে, সে ত বেদির ও তাহার
উপরিস্থ সমস্তেরই দিব্য করে।
২১ আর যে মন্দিরের দিব্য করে, সে
মন্দিরের, এবং যিনি তথায় বাস
করেন, তাঁহারও দিব্য করে।
২২ আর যে স্বর্গের দিব্য করে, সে
ঈশ্বরের সিংহাসনের, এবং যিনি
তাহাতে উপবিষ্ট, তাঁহারও দিব্য
করে।

২৩ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ,
কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে! কারণ
তোমরা পোদিনা, মৌরি ও জিরার
দশমাংশ দিয়া থাক; আর ব্যব-
স্থার মধ্যে গুরুতর বিষয়—ন্যায়-
বিচার, দয়া ও বিশ্বাস—পরিত্যাগ
করিয়াছ; কিন্তু এ সকল পালন
করা, এবং ঐ সকলও পরিত্যাগ না
২৪ করা, তোমাদের উচিত ছিল। অন্ধ
পথ-দর্শকেরা, তোমরা মশা ছাঁকিয়া
ফেল, কিন্তু উট গিলিয়া থাক।

২৫ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ,

কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে ! কারণ
তোমরা পানপাত্র ও ভোজনপাত্র
বাহিরে পরিষ্কার করিয়া থাক,
কিন্তু সেগুলির ভিতরে দৌরাত্ম্য ও
২৬ অন্যায় ভরা । অন্ধ ফরীশী, অগ্রে
পানপাত্র ও ভোজনপাত্র ভিতরে
পরিষ্কার কর, যেন তাহা বাহিরেও
পরিষ্কার হয় ।
২৭ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ,
কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে! কারণ
তোমরা চূণকাম করা কবরের
তুল্য ; তাহা বাহিরে দেখিতে
সুন্দর বটে, কিন্তু ভিতরে মরা
মানুষের অস্থি ও সর্ব্বপ্রকার
২৮ অশুচিতা ভরা । তদ্রূপ তোমরাও
বাহিরে লোকদের কাছে ধার্ম্মিক
বলিয়া দেখাইয়া থাক, কিন্তু ভিতরে
তোমরা কাপট্য ও অধর্ম্মে পরি-
পূর্ণ ।
২৯ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ,
কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে ! কারণ
তোমরা ভাববাদিগণের কবর গাঁথিয়া
থাক, এবং ধার্ম্মিকগণের সমাধি-স্তম্ভ
শোভিত করিয়া থাক, আর বলিয়া
৩০ থাক, আমরা যদি আমাদের পিতৃ-
পুরুষদের সময়ে থাকিতাম, তবে
ভাববাদিগণের রক্তপাতে তাঁহাদের
৩১ সহভাগী হইতাম না। ইহাতে
তোমরা আপনাদের বিষয়ে এই
সাক্ষ্য দিতেছ যে, যাহারা ভাববাদি-
গণকে বধ করিয়াছিল, তোমরা
৩২ তাহাদেরই সন্তান। তোমরাও
তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরিমাণ
৩৩ পূর্ণ কর। সর্পেরা, কালসর্পের
বংশেরা, তোমরা কেমন করিয়া
৩৪ বিচারে নরকদণ্ড এড়াইবে ? এই
কারণ দেখ, আমি তোমাদের নিকটে
ভাববাদী, বিজ্ঞ ও অধ্যাপকদিগকে
প্রেরণ করিব, তাহাদের মধ্যে
কতক জনকে তোমরা বধ করিবে
ও ক্রুশে দিবে, কতক জনকে
তোমাদের সমাজ-গৃহে কোড়া
মারিবে, এবং এক নগর হইতে
আর এক নগরে তাড়না করিবে,
৩৫ যেন পৃথিবীতে যত ধার্ম্মিক লোকের
রক্তপাত হইয়া আসিতেছে, সে
সমস্ত তোমাদের উপরে বর্ত্তে,—
ধার্ম্মিক হেবলের রক্তপাত অবধি,
বরখিয়ের পুত্র যে সখরিয়কে
তোমরা মন্দিরের ও যজ্ঞবেদির
মধ্যস্থানে বধ করিয়াছিলে, তাঁহার
৩৬ রক্তপাত পর্য্যন্ত। আমি তোমা-
দিগকে সত্য কহিতেছি, এই
কালের লোকদের উপরে এই
সমস্তই বর্ত্তিবে।
৩৭ হা যিরূশালেম, যিরূশালেম,
তুমি ভাববাদিগণকে বধ করিয়া
থাক, ও তোমার নিকটে যাহারা
প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পাথর
মারিয়া থাক ! কুক্কুটী যেমন আপন
শাবকদিগকে পক্ষের নীচে একত্র
করে, তদ্রূপ আমিও কত বার
তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে
ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত
৩৮ হইলে না। দেখ, তোমাদের গৃহ
তোমাদের নিমিত্ত উৎসন্ন পড়িয়া
৩৯ রহিল। কেননা আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, তোমরা এখন অবধি
আমাকে আর দেখিতে পাইবে না,
যে পর্য্যন্ত না বলিবে,

"ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে
আসিতেছেন।"*

## যিরূশালেমের বিনাশ ও যীশুর পুনরাগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য।[১]

২৪ পরে যীশু ধর্ম্মধাম হইতে বাহির
হইয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে
তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে ধর্ম্মধামের
গাঁথনি সকল দেখাইবার জন্য নিকটে
২ আসিলেন। কিন্তু তিনি উত্তর
করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন,
তোমরা কি এই সকল দেখিতেছ
না? আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, এই স্থানের একখানি
পাথর অন্য পাথরের উপরে
থাকিবে না, সমস্তই ভূমিসাৎ
হইবে।
৩ পরে তিনি জৈতুন পর্ব্বতের
উপরে বসিলে শিষ্যেরা বিরলে
তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন,
আমাদিগকে বলুন দেখি, এই সকল
ঘটনা কখন্ হইবে? আর আপনার
আগমনের এবং যুগান্তের চিহ্ন
৪ কি? যীশু উত্তর করিয়া তাঁহা-
দিগকে কহিলেন, দেখিও, কেহ
যেন তোমাদিগকে না ভুলায়।
৫ কেননা অনেকে আমার নাম ধরিয়া
আসিবে, বলিবে, আমিই সেই
খ্রীষ্ট, আর অনেক লোককে
৬ ভুলাইবে। আর তোমরা যুদ্ধের
কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনিবে;
দেখিও, ব্যাকুল হইও না; কেননা
এ সকল অবশ্যই ঘটিবে, কিন্তু
৭ তখনও শেষ নয়। কারণ জাতির
বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে
রাজ্য উঠিবে, এবং স্থানে স্থানে
৮ দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হইবে। কিন্তু
এ সকলই যাতনার আরম্ভ মাত্র।
৯ সেই সময়ে লোকেরা ক্লেশ দিবার
জন্য তোমাদিগকে সমর্পণ করিবে,
ও তোমাদিগকে বধ করিবে, আর
আমার নাম প্রযুক্ত সমুদয় জাতি
১০ তোমাদিগকে দ্বেষ করিবে। আর
তৎকালে অনেকে বিঘ্ন পাইবে,
এক জন অন্যকে সমর্পণ করিবে,
এক জন অন্যকে দ্বেষ করিবে।
১১ আর অনেক ভাক্ত ভাববাদী উঠিয়া
১২ অনেককে ভুলাইবে। আর অধর্ম্মের
বৃদ্ধি হওয়াতে অধিকাংশ লোকের
১৩ প্রেম শীতল হইয়া যাইবে। কিন্তু
যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে,
১৪ সেই পরিত্রাণ পাইবে। আর সর্ব্ব
জাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত
রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে
প্রচার করা যাইবে; আর তখন
শেষ উপস্থিত হইবে।
১৫ অতএব যখন দেখিবে, ধ্বংসের
যে ঘৃণার্হ বস্তু দানিয়েল ভাববাদী
দ্বারা উক্ত হইয়াছে,* তাহা পবিত্র
স্থানে দাঁড়াইয়া আছে,—যে জন
১৬ পাঠ করে, সে বুঝুক,—তখন
যাহারা যিহূদিয়াতে থাকে, তাহারা
১৭ পাহাড় অঞ্চলে পলায়ন করুক; যে
কেহ ছাদের উপরে থাকে, সে গৃহ
হইতে জিনিষপত্র লইবার জন্য
১৮ নীচে না নামুক; আর যে কেহ

* গীত ১১৮; ২৬।
১। মার্ক ১৩ অধ্যায়। লূক ২১; ৫-৩৬।

* দানিয়েল ১১; ৩১। ১২; ১১।

ক্ষেত্রে থাকে, সে আপন বস্ত্র
লইবার নিমিত্ত পশ্চাতে ফিরিয়া না
১৯ আসুক। হায়, সেই সময়ে গর্ব্ভবতী
এবং স্তন্যদাত্রীদিগের সন্তাপ হইবে।
২০ আর প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের
পলায়ন শীতকালে কিম্বা বিশ্রাম-
২১ বারে না ঘটে। কেননা তৎকালে
এরূপ "মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে,
যেরূপ জগতের আরম্ভ অবধি এ
পর্য্যন্ত কখনও হয় নাই, কখনও
২২ হইবেও না"*। আর সেই দিনের
সংখ্যা যদি কমাইয়া দেওয়া না
যাইত, তবে কোন প্রাণীই রক্ষা
পাইত না ; কিন্তু মনোনীতদের জন্য
সেই দিনের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া
২৩ যাইবে। তখন যদি কেহ তোমাদিগকে
বলে, দেখ, সেই খ্রীষ্ট এখানে, কিম্বা
ওখানে, তোমরা বিশ্বাস করিও
২৪ না। কেননা ভাক্ত খ্রীষ্টেরা ও
ভাক্ত ভাববাদীরা উঠিবে, এবং
এমন মহৎ মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত
অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইবে যে, যদি
হইতে পারে, তবে মনোনীত-
২৫ দিগকেও ভুলাইবে। দেখ, আমি
পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিলাম।
২৬ অতএব লোকে যদি তোমাদিগকে
বলে, 'দেখ, তিনি প্রান্তরে,' তোমরা
বাহিরে যাইও না ; 'দেখ, তিনি
অন্তরাগারে,' তোমরা বিশ্বাস
২৭ করিও না। কারণ বিদ্যুৎ যেমন
পূর্ব্বদিক্ হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিম-
দিক পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি
মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে।

* দানিয়েল ১২ ; ১।

২৮ যেখানে মড়া থাকে, সেইখানে
শকুন যুটিবে।
২৯ আর সেই সময়ের ক্লেশের
পরেই "সূর্য্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্র
জ্যোৎস্না দিবে না, আকাশ হইতে
তারাগণের পতন হইবে ও আকাশ-
মণ্ডলের পরাক্রম সকল বিচলিত
৩০ হইবে"।* আর তখন মনুষ্যপুত্রের
চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে, আর
তখন পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠী
বিলাপ করিবে, এবং "মনুষ্যপুত্রকে
আকাশীয় মেঘরথে পরাক্রম ও
মহা প্রতাপে আসিতে" দেখিবে।†
৩১ আর তিনি মহা তূরীধ্বনি সহকারে
আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন ;
তাঁহারা আকাশের এক সীমা
অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত চারি বায়ু
হইতে তাঁহার মনোনীতদিগকে
একত্র করিবেন।
৩২ ডুমুরগাছ হইতে দৃষ্টান্ত শিখ ;
যখন তাহার শাখা কোমল হইয়া
পত্র বাহির করে, তখন তোমরা
জানিতে পার, গ্রীষ্মকাল সন্নিকট ;
৩৩ সেইরূপ তোমরা ঐ সকল ঘটনা
দেখিলেই জানিবে, তিনি সন্নিকট,
৩৪ এমন কি, দ্বারে উপস্থিত। আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই
কালের লোকদের‡ লোপ হইবে
না, যে পর্য্যন্ত না এ সমস্ত সিদ্ধ
৩৫ হয়। আকাশের ও পৃথিবীর লোপ
হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ
৩৬ কখনও হইবে না। কিন্তু সেই
দিনের ও সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই

* যিশাইয় ১৩ ; ১০ ও ৩৪ ; ৪।
† দানি ৭, ১৩, ১৪। ‡ (বা) এই বংশের।

জানে না, স্বর্গের দূতগণও জানেন
না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা
৩৭ জানেন। বাস্তবিক নোহের সময়ে
যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের
৩৮ আগমনও তদ্রূপ হইবে। কারণ
জলপ্লাবনের সেই পূর্ব্ববর্ত্তী কালে,
জাহাজে নোহের প্রবেশ দিন
পর্য্যন্ত, লোকে যেমন ভোজন ও
পান করিত, বিবাহ করিত ও
৩৯ বিবাহিতা হইত, এবং বুঝিতে
পারিল না, যাবৎ না বন্যা আসিয়া
সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গেল;
তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে।
৪০ তখন দুই জন ক্ষেত্রে থাকিবে, এক
জনকে লওয়া যাইবে, এবং অন্য
জনকে ছাড়িয়া যাওয়া হইবে।
৪১ দুইটী স্ত্রীলোক যাঁতা পিষিবে, এক
জনকে লওয়া যাইবে, এবং অন্য
জনকে ছাড়িয়া যাওয়া হইবে।
৪২ অতএব জাগিয়া থাক, কেননা
তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসিবেন,
তাহা তোমরা জান না।
৪৩ কিন্তু ইহা জানিও, চোর কোন্
প্রহরে আসিবে, তাহা যদি গৃহকর্ত্তা
জানিত, তবে জাগিয়া থাকিত, নিজ
৪৪ গৃহে সিঁধ কাটিতে দিত না। এই জন্য
তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে
দণ্ডে তোমরা মনে করিবে না, সেই
৪৫ দণ্ডে মনুষ্যপুত্র আসিবেন। এখন,
সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান্ দাস কে,
যাহাকে তাহার প্রভু নিজ পরি-
জনের উপরে নিযুক্ত করিয়াছেন,
যেন সে তাহাদিগকে উপযুক্ত সময়ে
৪৬ খাদ্য দেয়? ধন্য সেই দাস, যাহাকে
তাহার প্রভু আসিয়া সেইরূপ
৪৭ করিতে দেখিবেন। আমি তোমা-
দিগকে সত্য কহিতেছি, তিনি
তাহাকে আপন সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ
৪৮ করিবেন। কিন্তু সেই দুষ্ট দাস
যদি মনে মনে বলে, 'আমার প্রভুর
৪৯ আসিবার বিলম্ব আছে,' আর যদি
আপন সহদাসদিগকে মারিতে,
এবং মত্ত লোকদের সঙ্গে ভোজন
৫০ ও পান করিতে, আরম্ভ করে, তবে
যে দিন সে অপেক্ষা না করিবে,
এবং যে দণ্ড সে না জানিবে, সেই
দিন সেই দণ্ডে সেই দাসের প্রভু
৫১ আসিবেন; আর তাহাকে দ্বিখণ্ড
করিয়া কপটীদের মধ্যে তাহার
অংশ নিরূপণ করিবেন; সেই স্থানে
রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে।

### বিচার-দিনের বিষয়ে দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা।

২৫ তখন স্বর্গ-রাজ্য এমন দশটী
কুমারীর তুল্য বলিতে হইবে, যাহারা
আপন আপন প্রদীপ লইয়া বরের
সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির
২ হইল। তাহাদের মধ্যে পাঁচ জন
নির্ব্বুদ্ধি, আর পাঁচ জন সুবুদ্ধি ছিল।
৩ কারণ যাহারা নির্ব্বুদ্ধি, তাহারা
আপন আপন প্রদীপ লইল, সঙ্গে
৪ তৈল লইল না; কিন্তু সুবুদ্ধিরা
আপন আপন প্রদীপের সহিত
৫ পাত্রে করিয়া তৈল লইল। আর
বর বিলম্ব করাতে সকলে ঢুলিতে
৬ ঢুলিতে ঘুমাইয়া পড়িল। পরে
মধ্য রাত্রে এই উচ্চরব হইল, দেখ,
বর! তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ
৭ করিতে বাহির হও। তাহাতে সেই

কুমারীরা সকলে উঠিল, এবং
আপন আপন প্রদীপ সাজাইল।
৮ আর নির্ব্বুদ্ধিরা সুবুদ্ধিদিগকে
বলিল, তোমাদের তৈল হইতে
আমাদিগকে কিছু দেও, কেননা
আমাদের প্রদীপ নিবিয়া যাইতেছে।
৯ কিন্তু সুবুদ্ধিরা উত্তর করিয়া
কহিল, হয় ত তোমাদের ও আমা-
দের জন্য কুলাইবে না; তোমরা
বরং বিক্রেতাদের নিকটে গিয়া
১০ আপনাদের জন্য ক্রয় কর। তাহারা
ক্রয় করিতে যাইতেছে, ইতিমধ্যে
বর আসিলেন; এবং যাহারা
প্রস্তুত ছিল, তাহারা তাঁহার
সঙ্গে বিবাহবাটীতে প্রবেশ করিল;
১১ আর দ্বার রুদ্ধ হইল। শেষে
অন্য সকল কুমারীও আসিয়া কহিতে
লাগিল, প্রভু, প্রভু, আমাদিগকে
১২ দ্বার খুলিয়া দিউন। কিন্তু তিনি
উত্তর করিয়া কহিলেন, তোমা-
দিগকে সত্য কহিতেছি, আমি
১৩ তোমাদিগকে চিনি না। অতএব
জাগিয়া থাক; কেননা তোমরা
সেই দিন বা সেই দণ্ড জান না।
১৪ কারণ মনে কর, যেন কোন
ব্যক্তি বিদেশে যাইতেছেন, তিনি
আপন দাসদিগকে ডাকিয়া নিজ
সম্পত্তি তাহাদের হস্তে সমর্পণ
১৫ করিলেন। তিনি এক জনকে পাঁচ
তালন্ত, অন্য জনকে দুই তালন্ত, এবং
আর এক জনকে এক তালন্ত,
যাহার যেরূপ শক্তি, তাহাকে
তদনুসারে দিলেন; পরে বিদেশে
১৬ চলিয়া গেলেন। যে পাঁচ তালন্ত
পাইয়াছিল, সে তখনই গেল, তাহা
দিয়া ব্যবসা করিল, এবং আর পাঁচ
১৭ তালন্ত লাভ করিল। যে দুই
তালন্ত পাইয়াছিল, সেও তদ্রূপ
করিয়া আর দুই তালন্ত লাভ
১৮ করিল। কিন্তু যে এক তালন্ত
পাইয়াছিল, সে গিয়া ভূমিতে গর্ত্ত
খুঁড়িয়া আপন প্রভুর টাকা
১৯ লুকাইয়া রাখিল। দীর্ঘকালের পর
সেই দাসদিগের প্রভু আসিয়া
তাহাদের নিকট হইতে হিসাব
২০ লইলেন। তখন যে পাঁচ তালন্ত
পাইয়াছিল, সে আসিয়া আরও
পাঁচ তালন্ত আনিয়া কহিল, প্রভু,
আপনি আমার নিকটে পাঁচ
তালন্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন;
দেখুন, আর পাঁচ তালন্ত লাভ
২১ করিয়াছি। তাহার প্রভু তাহাকে
কহিলেন, বেশ, উত্তম ও বিশ্বস্ত
দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত
হইলে, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের
উপরে নিযুক্ত করিব; তুমি আপন
প্রভুর আনন্দের সহভাগী হও।
২২ পরে যে দুই তালন্ত পাইয়াছিল,
সেও আসিয়া কহিল, প্রভু, আপনি
আমার নিকটে দুই তালন্ত সমর্পণ
করিয়াছিলেন; দেখুন, আর দুই
২৩ তালন্ত লাভ করিয়াছি। তাহার
প্রভু তাহাকে কহিলেন, বেশ!
উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প
বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে, আমি
তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে
নিযুক্ত করিব; তুমি আপন প্রভুর
২৪ আনন্দের সহভাগী হও। পরে যে
এক তালন্ত পাইয়াছিল, সেও
আসিয়া কহিল, প্রভু, আমি

জানিতাম, আপনি কঠিন লোক ;
যেখানে বুনেন নাই, সেইখানে
কাটিয়া থাকেন, ও যেখানে ছড়ান
নাই, সেইখানে কুড়াইয়া থাকেন।
২৫ তাই আমি ভীত হইয়া গিয়া
আপনার তালন্ত ভূমির মধ্যে
লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম ; দেখুন,
আপনার যাহা আপনি পাইলেন।
২৬ কিন্তু তাহার প্রভু উত্তর করিয়া
তাহাকে কহিলেন, দুষ্ট অলস দাস,
তুমি নাকি জানিতে, আমি যেখানে
বুনি নাই, সেইখানে কাটি, এবং
যেখানে ছড়াই নাই, সেইখানে
২৭ কুড়াই ? তবে পোদ্দারদের হাতে
আমার টাকা রাখিয়া দেওয়া
তোমার উচিত ছিল ; তাহা করিলে
আমি আসিয়া আমার যাহা তাহা
২৮ সুদের সহিত পাইতাম। অতএব
তোমরা ইহার নিকট হইতে ঐ
তালন্ত লও, এবং যাহার দশ তালন্ত
২৯ আছে, তাহাকে দেও ; কেননা যে
কোন ব্যক্তির নিকটে আছে,
তাহাকে দত্ত হইবে, তাহাতে তাহার
বাহুল্য হইবে ; কিন্তু যাহার নাই,
তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার
৩০ নিকট হইতে নীত হইবে। আর
তোমরা ঐ অনুপযোগী দাসকে
বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দেও ;
সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ
হইবে।
৩১ আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত
সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসি-
বেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের
৩২ সিংহাসনে বসিবেন। আর সমুদয়
জাতি তাঁহার সম্মুখে একত্রীকৃত
হইবে ; পরে তিনি তাহাদের এক
জন হইতে অন্য জনকে পৃথক্ করি-
বেন, যেমন পালরক্ষক ছাগ হইতে
৩৩ মেষ পৃথক্ করে ; আর তিনি
মেষদিগকে আপনার দক্ষিণদিকে ও
ছাগদিগকে বামদিকে রাখিবেন।
৩৪ তখন রাজা আপনার দক্ষিণ দিকে
স্থিত লোকদিগকে বলিবেন, আইস,
আমার পিতার আশীর্ব্বাদ-পাত্রেরা,
জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য
তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা
গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও।
৩৫ কেননা আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম,
আর তোমরা আমাকে আহার
দিয়াছিলে ; পিপাসিত হইয়া-
ছিলাম, আর আমাকে পান
করাইয়াছিলে ; অতিথি হইয়া-
ছিলাম, আর আমাকে আশ্রয়
৩৬ দিয়াছিলে ; বস্ত্রহীন হইয়াছিলাম,
আর আমাকে বস্ত্র পরাইয়াছিলে ;
পীড়িত হইয়াছিলাম, আর আমার
তত্ত্বাবধান করিয়াছিলে ; কারা-
গারস্থ হইয়াছিলাম, আর আমার
৩৭ নিকটে আসিয়াছিলে। তখন
ধার্ম্মিকেরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে
বলিবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত
দেখিয়া ভোজন করাইয়াছিলাম,
কিম্বা পিপাসিত দেখিয়া পান
৩৮ করাইয়াছিলাম ? কবেই বা আপ-
নাকে অতিথি দেখিয়া আশ্রয়
দিয়াছিলাম, কিম্বা বস্ত্রহীন দেখিয়া
৩৯ বস্ত্র পরাইয়াছিলাম ? কবেই বা
আপনাকে পীড়িত কিম্বা কারাগারস্থ
দেখিয়া আপনার নিকটে গিয়া-
৪০ ছিলাম ? তখন রাজা উত্তর করিয়া

তাহাদিগকে বলিবেন, আমি তোমা-
দিগকে সত্য কহিতেছি, আমার এই
ভ্রাতৃগণের—এই ক্ষুদ্রতমদিগের—
মধ্যে এক জনের প্রতি যখন ইহা
করিয়াছিলে, তখন আমারই প্রতি
৪১ করিয়াছিলে। পরে তিনি বামদিকে
স্থিত লোকদিগকেও বলিবেন, ওহে
শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকট
হইতে দূর হও, দিয়াবলের ও
তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত
অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার
৪২ মধ্যে যাও। কেননা আমি ক্ষুধিত
হইয়াছিলাম, আর তোমরা আমাকে
আহার দেও নাই ; পিপাসিত
হইয়াছিলাম, আর আমাকে পান
৪৩ করাও নাই ; অতিথি হইয়াছিলাম,
আর আমাকে আশ্রয় দেও নাই ;
বস্ত্রহীন হইয়াছিলাম, আর আমাকে
বস্ত্র পরাও নাই ; পীড়িত ও কারা-
গারস্থ হইয়াছিলাম, আর আমার
৪৪ তত্ত্বাবধান কর নাই। তখন
তাহারাও উত্তর করিবে, বলিবে,
প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত, কি
পিপাসিত, কি অতিথি, কি বস্ত্রহীন,
কি পীড়িত, কি কারাগারস্থ দেখিয়া
আপনার পরিচর্য্যা করি নাই ?
৪৫ তখন তিনি উত্তর করিয়া তাহা-
দিগকে বলিবেন, আমি তোমা-
দিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা
এই ক্ষুদ্রতমদিগের কোন এক
জনের প্রতি যখন ইহা কর নাই,
তখন আমারই প্রতি কর নাই।
৪৬ পরে ইহারা অনন্ত দণ্ডে, কিন্তু
ধার্ম্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ
করিবে।

## যীশুর শেষ দুঃখভোগ ও মৃত্যু।[১]

২৬ যখন যীশু এই সকল কথা শেষ
করিলেন, তিনি আপন শিষ্যদিগকে
২ কহিলেন, তোমরা জান, দুই দিন
পরে নিস্তারপর্ব্ব আসিতেছে, আর
মনুষ্যপুত্র ক্রুশে বিদ্ধ হইবার জন্য
৩ সমর্পিত হইতেছেন। তখন প্রধান
যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ
কায়াফা নামক মহাযাজকের
৪ প্রাঙ্গণে একত্র হইল ; আর এই
মন্ত্রণা করিল, যেন ছলে যীশুকে
৫ ধরিয়া বধ করিতে পারে। কিন্তু
তাহারা কহিল, পর্ব্বের সময়ে নয়,
পাছে লোকদের মধ্যে গণ্ডগোল
বাধে।

### যীশুর অভিষেক।

৬ যীশু যখন বৈথনিয়ায় কুষ্ঠী
৭ শিমোনের বাটীতে ছিলেন, তখন
একটী স্ত্রীলোক শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে
বহুমূল্য সুগন্ধি তৈল লইয়া তাঁহার
নিকটে আসিল, এবং তিনি ভোজনে
বসিলে তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিল।
৮ কিন্তু তাহা দেখিয়া শিষ্যেরা বিরক্ত
হইয়া কহিলেন, এ অপব্যয় কেন ?
৯ ইহা ত অনেক টাকায় বিক্রয় করিয়া
তাহা দরিদ্রদিগকে দিতে পারা
১০ যাইত। কিন্তু যীশু তাহা বুঝিয়া
তাঁহাদিগকে কহিলেন, স্ত্রীলোক-
টীকে কেন দুঃখ দিতেছ ? এ ত
আমার প্রতি সৎকার্য্য করিল।
১১ কেননা দরিদ্রেরা তোমাদের কাছে

১। মার্ক ১৪ অধ্যা। লূক ২২ অধ্যা। যো ১২ ১-৮। ১ করি ১১ ; ২৩-২৫।

সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু তোমরা
১২ আমাকে সর্ব্বদা পাইবে না। বস্তুতঃ
আমার দেহের উপরে এই সুগন্ধি
তৈল ঢালিয়া দেওয়াতে এ আমার
সমাধির উপযোগী কর্ম্ম করিল।
১৩ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি,
সমুদয় জগতে যে কোন স্থানে এই
সুসমাচার প্রচারিত হইবে, সেই
স্থানে ইহার এই কর্ম্মের কথাও
ইহার স্মরণার্থে বলা যাইবে।
১৪ তখন বারো জনের মধ্যে এক
জন, যাহাকে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা
বলা যায়, সে প্রধান যাজকদের
১৫ নিকটে গিয়া কহিল, আমাকে কি
দিতে চান, বলুন, আমি তাহাকে
আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিব।
তাহারা তাহাকে ত্রিশ রৌপ্যখণ্ড
১৬ তৌল করিয়া দিল। আর সেই
সময় অবধি সে তাঁহাকে সমর্পণ
করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ
করিতে লাগিল।

নিস্তারপর্ব্ব পালন ও প্রভুর ভোজ স্থাপন।

১৭ পরে তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্বের
প্রথম দিন শিষ্যেরা যীশুর নিকটে
আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার
নিমিত্ত আমরা কোথায় নিস্তার-
পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিব?
১৮ আপনার ইচ্ছা কি? তিনি কহি-
লেন, তোমরা নগরে অমুক ব্যক্তির
নিকট যাও, আর তাহাকে বল,
গুরু কহিতেছেন, আমার সময়
সন্নিকট; আমি তোমারই গৃহে
আমার শিষ্যগণের সহিত নিস্তার-
১৯ পর্ব্ব পালন করিব। তাহাতে
শিষ্যেরা যীশুর আদেশ অনুসারে
কর্ম্ম করিলেন, ও নিস্তারপর্ব্বের
ভোজ প্রস্তুত করিলেন।
২০ পরে সন্ধ্যা হইলে তিনি সেই
বারো জন শিষ্যের সহিত ভোজনে
২১ বসিলেন। আর তাঁহাদের ভোজন
সময়ে কহিলেন, আমি তোমা-
দিগকে সত্য কহিতেছি, তোমাদের
মধ্যে এক জন আমাকে সমর্পণ
২২ করিবে। তখন তাঁহারা অত্যন্ত
দুঃখিত হইয়া প্রত্যেক জন তাঁহাকে
বলিতে লাগিলেন, প্রভু, সে কি
২৩ আমি? তিনি উত্তর করিলেন, যে
আমার সঙ্গে ভোজনপাত্রে হাত
ডুবাইল, সেই আমাকে সমর্পণ
২৪ করিবে। মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে
যেমন লিখিত আছে, তেমনি তিনি
যাইতেছেন; কিন্তু ধিক্ সেই
ব্যক্তিকে, যাহার দ্বারা মনুষ্যপুত্র
সমর্পিত হন; সেই মানুষের জন্ম
না হইলে তাহার পক্ষে ভাল ছিল।
২৫ তখন যে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে,
সেই যিহূদা কহিল, রব্বি, সে কি
আমি? তিনি তাহাকে কহিলেন,
তুমিই বলিলে।
২৬ পরে তাঁহারা ভোজন করিতে-
ছেন, এমন সময়ে যীশু রুটী লইয়া
আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন, এবং
শিষ্যদিগকে দিলেন, আর কহিলেন,
লও, ভোজন কর, ইহা আমার
২৭ শরীর। পরে তিনি পানপাত্র লইয়া
ধন্যবাদপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দিয়া
কহিলেন, তোমরা সকলে ইহা
২৮ হইতে পান কর; কারণ ইহা
আমার রক্ত, নূতন নিয়মের রক্ত,

যাহা অনেকের জন্য, পাপমোচনের
২৯ নিমিত্ত, পাতিত হয়* । আর আমি
তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন
অবধি আমি এই দ্রাক্ষাফলের রস
আর কখনও পান করিব না, সেই
দিন পর্য্যন্ত, যখন আমি আপন
পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে ইহা
নূতন পান করিব।
৩০ পরে তাঁহারা গীত গান করিয়া
বাহির হইয়া জৈতুন পর্ব্বতে
৩১ গেলেন। তখন যীশু তাঁহাদিগকে
কহিলেন, এই রাত্রিতে তোমরা
সকলে আমাতে বিঘ্ন পাইবে;
কেননা লেখা আছে, "আমি পাল-
রক্ষককে আঘাত করিব, তাহাতে
পালের মেষেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া
৩২ যাইবে।"† কিন্তু উত্থিত হইলে
পর আমি তোমাদের অগ্রে গালীলে
৩৩ যাইব। পিতর উত্তর করিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, যদি সকলে
আপনাতে বিঘ্ন পায়, আমি কখনও
৩৪ বিঘ্ন পাইব না। যীশু তাঁহাকে
কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য
কহিতেছি, এই রাত্রিতে কুকুড়া
ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি তিন বার
৩৫ আমাকে অস্বীকার করিবে। পিতর
তাঁহাকে কহিলেন, যদি আপনার
সহিত মরিতেও হয়, কোন মতে
আপনাকে অস্বীকার করিব না।
সেইরূপ সকল শিষ্যই কহিলেন।

গেৎশিমানী বাগানে যীশুর মর্ম্মান্তিক দুঃখ।

৩৬ তখন যীশু তাঁহাদের সহিত
গেৎশিমানী নামক এক স্থানে
গেলেন, আর আপন শিষ্যদিগকে
কহিলেন, আমি যতক্ষণ ওখানে
গিয়া প্রার্থনা করি, ততক্ষণ তোমরা
৩৭ এখানে বসিয়া থাক। পরে তিনি
পিতরকে এবং সিবদিয়ের দুই
পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, আর
দুঃখার্ত্ত ও ব্যাকুল হইতে লাগিলেন।
৩৮ তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
আমার প্রাণ মরণ পর্য্যন্ত দুঃখার্ত্ত
হইয়াছে; তোমরা এখানে থাক,
৩৯ আমার সঙ্গে জাগিয়া থাক। পরে
তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুড়
হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া কহি-
লেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে
পারে, তবে এই পানপাত্র আমার
নিকট হইতে দূরে যাউক; তথাপি
আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার
৪০ ইচ্ছামত হউক। পরে তিনি সেই
শিষ্যদের নিকটে আসিয়া দেখিলেন,
তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আর
তিনি পিতরকে কহিলেন, এ কি?
এক ঘণ্টাও কি আমার সঙ্গে
জাগিয়া থাকিতে তোমাদের শক্তি
৪১ হইল না? জাগিয়া থাক, ও
প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না
পড়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু
৪২ মাংস দুর্ব্বল। পুনশ্চ তিনি দ্বিতীয়
বার গিয়া এই প্রার্থনা করিলেন,
হে আমার পিতঃ, আমি পান না
করিলে যদি ইহা দূরে যাইতে না
পারে, তবে তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ
৪৩ হউক। পরে তিনি আবার
আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া
পড়িয়াছেন, কেননা তাঁহাদের চক্ষু
৪৪ ভারী হইয়া পড়িয়াছিল। আর

* (বা) হইতেছে। † সখরিয় ১৩; ৭।

তিনি পুনরায় তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া
গিয়া তৃতীয় বার পূর্ব্বমত কথা
৪৫ বলিয়া প্রার্থনা করিলেন। তখন
তিনি শিষ্যদের কাছে আসিয়া
কহিলেন, এখন তোমরা নিদ্রা যাও,
বিশ্রাম কর, দেখ, সময় উপস্থিত,
মনুষ্যপুত্র পাপীদের হস্তে সমর্পিত
৪৬ হন। উঠ, আমরা যাই; এই
দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ
করিতেছে, সে নিকটে আসিয়াছে।

যীশু শত্রুদের হস্তে সমর্পিত হন।

৪৭ তিনি যখন কথা কহিতেছেন,
দেখ, যিহূদা, সেই বারো জনের
এক জন, আসিল, এবং তাহার
সঙ্গে বিস্তর লোক, খড়্গ ও যষ্টি
লইয়া প্রধান যাজকদের ও লোক-
দের প্রাচীনবর্গের নিকট হইতে
৪৮ আসিল। যে তাঁহাকে সমর্পণ
করিতেছিল, সে তাহাদিগকে এই
সঙ্কেত বলিয়াছিল, আমি যাহাকে
চুম্বন করিব, সে ঐ ব্যক্তি,
৪৯ তোমরা তাহাকে ধরিবে। সে
তখনই যীশুর নিকট গিয়া বলিল,
রব্বি, নমস্কার, আর তাঁহাকে
৫০ আগ্রহপূর্ব্বক চুম্বন করিল। যীশু
তাহাকে কহিলেন, মিত্র, যাহা
করিতে আসিয়াছ, কর। তখন
তাহারা নিকটে আসিয়া যীশুর
উপরে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে
৫১ ধরিল। আর দেখ, যীশুর সঙ্গীদের
মধ্যে এক ব্যক্তি হাত বাড়াইয়া
খড়্গ বাহির করিলেন, এবং মহা-
যাজকের দাসকে আঘাত করিয়া
তাহার একটা কাণ কাটিয়া ফেলি-
৫২ লেন। তখন যীশু তাঁহাকে
কহিলেন, তোমার খড়্গ পুনরায়
স্বস্থানে রাখ, কেননা যে সকল
লোক খড়্গ ধারণ করে, তাহারা
৫৩ খড়্গ দ্বারা বিনষ্ট হইবে। আর
তুমি কি মনে কর যে, আমি আমার
পিতার কাছে বিনতি করিলে তিনি
এখনই আমার জন্য দ্বাদশ বাহিনী
অপেক্ষা অধিক দূত পাঠাইয়া
৫৪ দিবেন না? কিন্তু তাহা করিলে
কেমন করিয়া শাস্ত্রীয় এই বচন
সকল পূর্ণ হইবে যে, এরূপ হওয়া
৫৫ আবশ্যক? সেই সময়ে যীশু লোক-
সমূহকে কহিলেন, লোকে যেমন
দস্যু ধরিতে যায়, তেমনি কি
তোমরা খড়্গ ও যষ্টি লইয়া
আমাকে ধরিতে আসিলে? আমি
প্রতিদিন ধর্ম্মধামে বসিয়া উপদেশ
দিয়াছি, তখন ত আমাকে ধরিলে
৫৬ না। কিন্তু এ সমস্ত ঘটিল, যেন
ভাববাদিগণের লিখিত বচনগুলি
পূর্ণ হয়। তখন শিষ্যেরা সকলে
তাঁহাকে ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন।

মহাযাজকের সম্মুখে যীশুর বিচার।

৫৭ আর যাহারা যীশুকে ধরিয়াছিল,
তাহারা তাঁহাকে মহাযাজক
কায়াফার কাছে লইয়া গেল; সেই
স্থানে অধ্যাপকেরা ও প্রাচীনবর্গ
৫৮ সমবেত হইয়াছিল। আর পিতর
দূরে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
মহাযাজকের প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত গমন
করিলেন, এবং শেষে কি হয়,
তাহা দেখিবার জন্য ভিতরে গিয়া
পদাতিকগণের সঙ্গে বসিলেন।

৫৯ তখন প্রধান যাজকগণ এবং সমস্ত
মহাসভা যীশুকে বধ করিবার জন্য
তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য অন্বেষণ
৬০ করিল, কিন্তু অনেক মিথ্যাসাক্ষী
আসিয়া যুটিলেও তাহা পাইল
৬১ না। অবশেষে দুই জন আসিয়া
বলিল, এই ব্যক্তি বলিয়াছিল, আমি
ঈশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে,
আবার তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া
৬২ তুলিতে পারি। তখন মহাযাজক
উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কহিলেন,
তুমি কি কিছুই উত্তর দিবে না?
তোমার বিরুদ্ধে ইহারা কি সাক্ষ্য
৬৩ দিতেছে? কিন্তু যীশু নীরব
রহিলেন। মহাযাজক তাঁহাকে
কহিলেন, আমি তোমাকে জীবন্ত
ঈশ্বরের নামে দিব্য দিতেছি,
আমাদিগকে বল দেখি, তুমি কি
৬৪ সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র? যীশু
উত্তর করিলেন, তুমিই বলিলে;
আরও আমি তোমাদিগকে
কহিতেছি, এখন অবধি তোমরা
মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ
পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং
আকাশের মেঘরথে আসিতে
৬৫ দেখিবে*। তখন মহাযাজক আপন
বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিলেন, এ ঈশ্বর-
নিন্দা করিল, আর সাক্ষীতে
আমাদের কি প্রয়োজন? দেখ,
এখন তোমরা ঈশ্বর-নিন্দা শুনিলে;
৬৬ তোমাদের কি বিবেচনা হয়?
তাহারা উত্তর করিয়া কহিল, এ
৬৭ মরিবার যোগ্য। তখন তাহারা
তাঁহার মুখে থুথু দিল ও তাঁহাকে
৬৮ ঘুসি মারিল; আর কেহ কেহ
তাঁহাকে প্রহার করিয়া কহিল,
রে খ্রীষ্ট, আমাদের কাছে ভাববাণী
বল্, কে তোকে মারিল?

পিতর যীশুকে তিন বার অস্বীকার করেন।

৬৯ ইতিমধ্যে পিতর বাহিরে
প্রাঙ্গণে বসিয়াছিলেন; আর এক
জন দাসী তাঁহার নিকটে আসিয়া
কহিল, তুমিও সেই গালীলীয়
৭০ যীশুর সঙ্গে ছিলে। কিন্তু তিনি
সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়া
কহিলেন, তুমি কি বলিতেছ,
আমি বুঝিতে পারিলাম না।
৭১ তিনি ফটকের নিকটে গেলে আর
এক দাসী তাঁহাকে দেখিয়া সে
স্থানের লোকদিগকে কহিল, এ
ব্যক্তি সেই নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে
৭২ ছিল। তিনি আবার অস্বীকার
করিলেন, দিব্য করিয়া কহিলেন,
আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না।
৭৩ আর অল্পক্ষণ পরে, যাহারা নিকটে
দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আসিয়া
পিতরকে কহিল, সত্যই তুমিও
তাহাদের এক জন, কেননা তোমার
ভাষা তোমার পরিচয় দিতেছে।
৭৪ তখন তিনি অভিশাপপূর্ব্বক শপথ
করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি সে
ব্যক্তিকে চিনি না। তখনই কুকুড়া
৭৫ ডাকিয়া উঠিল। তাহাতে যীশু
এই যে কথা বলিয়াছিলেন, 'কুকুড়া
ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি তিন বার
আমাকে অস্বীকার করিবে,' তাহা
পিতরের মনে পড়িল; এবং তিনি
বাহিরে গিয়া অত্যন্ত রোদন
করিলেন।

* গীত ১১০ ; ১। দানিয়েল ৭ : ১৩।

২৭ প্রভাত[১] হইলে প্রধান যাজকেরা
ও লোকদের প্রাচীনবর্গ সকলে
যীশুকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার
২ বিপক্ষে মন্ত্রণা করিল ; আর
তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া
দেশাধ্যক্ষ পীলাতের নিকটে সমর্পণ
করিল।

ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদার আত্মহত্যা।

৩ তখন যিহূদা, যে তাঁহাকে সমর্পণ
করিয়াছিল, সে যখন বুঝিতে
পারিল যে, তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা
হইয়াছে, তখন অনুশোচনা করিয়া
সেই ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা প্রধান যাজক
ও প্রাচীনবর্গের নিকটে ফিরাইয়া
দিল, আর কহিল, নির্দ্দোষ রক্ত
সমর্পণ করিয়া আমি পাপ করিয়াছি।
৪ তাহারা বলিল, আমাদের কি ?
৫ তুমি তাহা বুঝিবে। তখন সে ঐ
মুদ্রা সকল মন্দিরের মধ্যে ফেলিয়া
দিয়া চলিয়া গেল, গিয়া গলায়
৬ দড়ি দিয়া মরিল। পরে প্রধান
যাজকেরা সেই সকল মুদ্রা লইয়া
কহিল, ইহা ভাণ্ডারে রাখা বিধেয়
৭ নয়, কারণ ইহা রক্তের মূল্য। পরে
তাহারা মন্ত্রণা করিয়া বিদেশীদের
কবর দিবার জন্য ঐ টাকায়
কুম্ভকারের ক্ষেত্র ক্রয় করিল।
৮ এই জন্য অদ্য পর্য্যন্ত সেই ক্ষেত্রকে
৯ রক্তক্ষেত্র বলে। তখন যিরমিয়
ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন
পূর্ণ হইল, "আর তাহারা সেই
ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা লইল ; তাহা
তাঁহার মূল্য, যাঁহার মূল্য নিরূপিত
হইয়াছিল, ইস্রায়েল-সন্তানদের
কতক লোক যাঁহার মূল্য নিরূপণ
১০ করিয়াছিল ; তাহারা সেগুলি লইয়া
কুম্ভকারের ক্ষেত্রের জন্য দিল, যেমন
প্রভু আমার প্রতি আদেশ করিয়া-
ছিলেন।"*

দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে যীশুর বিচার।

১১ ইতিমধ্যে যীশুকে দেশাধ্যক্ষের
সম্মুখে দাঁড় করান হইল। দেশাধ্যক্ষ
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি
কি যিহূদীদের রাজা ? যীশু তাঁহাকে
১২ কহিলেন, তুমিই বলিলে। আর
যখন প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীন-
বর্গ তাঁহার উপরে দোষারোপ
করিতেছিল, তিনি কিছুই উত্তর
১৩ করিলেন না। তখন পীলাত তাঁহাকে
কহিলেন, তুমি কি শুনিতেছ না,
উহারা তোমার বিপক্ষে কত বিষয়
১৪ সাক্ষ্য দিতেছে ? তিনি তাঁহাকে
এক কথারও উত্তর দিলেন না ;
ইহাতে দেশাধ্যক্ষ অতিশয় আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিলেন।
১৫ আর দেশাধ্যক্ষের এই রীতি
ছিল, পর্ব্বের সময়ে তিনি জন-
সমূহের জন্য এমন এক জন বন্দিকে
মুক্ত করিতেন, যাহাকে তাহারা
১৬ চাহিত। সেই সময়ে তাহাদের
এক জন প্রসিদ্ধ বন্দি ছিল, তাহার
১৭ নাম বারাব্বা। অতএব তাহারা
একত্র হইলে পীলাত তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমাদের ইচ্ছা কি,
আমি তোমাদের জন্য কাহাকে মুক্ত
করিব ? বারাব্বাকে, না যীশুকে,

১। মার্ক ১৫ অধ্য। লূক ২৩ অধ্য। যো ১৮, ১৯ অধ্য।

* সখরিয় ১১ ; ১২, ১৩। যির ৩২ ; ৬-৯।

১৮ যাহাকে খ্রীষ্ট বলে ? কারণ তিনি
জানিতেন, তাহারা হিংসা বশতঃ
১৯ তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল। তিনি
বিচারাসনে বসিয়া আছেন, এমন
সময়ে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিয়া
পাঠাইলেন, সেই ধার্ম্মিকের প্রতি
তুমি কিছুই করিও না ; কারণ
আমি আজ স্বপ্নে তাঁহার জন্য
২০ অনেক দুঃখ পাইয়াছি। আর
প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবর্গ
লোকসমূহকে প্রবৃত্তি দিল, যেন
তাহারা বারাব্বাকে চাহিয়া লয় ও
২১ যীশুকে সংহার করে। তখন দেশা-
ধ্যক্ষ তাহাদিগকে কহিলেন, তোমা-
দের ইচ্ছা কি ? সেই দুই জনের
মধ্যে কাহাকে ছাড়িয়া দিব ?
তাহারা কহিল, বারাব্বাকে।
২২ পীলাত তাহাদিগকে বলিলেন, তবে
যীশু, যাহাকে খ্রীষ্ট বলে, তাহাকে
কি করিব ? তাহারা সকলে কহিল,
২৩ উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক। তিনি
কহিলেন, কেন ? সে কি অপরাধ
করিয়াছে ? কিন্তু তাহারা আরও
চেঁচাইয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে
২৪ দেওয়া হউক। পীলাত যখন দেখি-
লেন, তাঁহার চেষ্টা বিফল, বরং
আরও গোলযোগ হইতেছে, তখন
জল লইয়া লোকদের সাক্ষাতে হাত
ধুইয়া কহিলেন, এই ধার্ম্মিক
ব্যক্তির রক্তপাতের সম্বন্ধে আমি
নির্দ্দোষ, তোমরাই তাহা বুঝিবে।
২৫ তাহাতে সমস্ত লোক উত্তর করিল,
উহার রক্ত আমাদের উপরে ও
আমাদের সন্তানদের উপরে বর্ত্তুক।
২৬ তখন তিনি তাহাদের জন্য
বারাব্বাকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং
যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার
জন্য সমর্পণ করিলেন।
২৭ তখন দেশাধ্যক্ষের সেনাগণ
যীশুকে রাজবাটীতে লইয়া গিয়া
তাঁহার নিকটে সমুদয় সেনাদল
২৮ একত্র করিল। আর তাহারা তাঁহার
বস্ত্র খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে এক-
খান লোহিত বস্ত্র পরিধান করা-
২৯ ইল। আর কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া
তাঁহার মস্তকে দিল, ও তাঁহার
দক্ষিণ হস্তে এক গাছ নল দিল ;
পরে তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া,
তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল,
৩০ 'যিহূদি-রাজ, নমস্কার !' আর
তাহারা তাঁহার গাত্রে থুথু দিল, ও
সেই নল লইয়া তাঁহার মস্তকে
৩১ আঘাত করিতে লাগিল। আর
তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার পর বস্ত্র-
খানি খুলিয়া ফেলিয়া তাহারা
আবার তাঁহার নিজের বস্ত্র পরাইয়া
দিল, এবং তাঁহাকে ক্রুশে দিবার
জন্য লইয়া চলিল।

### যীশুর ক্রুশারোপণ ও মৃত্যু।

৩২ আর বাহির হইয়া তাহারা
শিমোন নামে এক জন কুরীণীয়
লোকের দেখা পাইল ; তাহাকেই
তাঁহার ক্রুশ বহন করিবার জন্য
৩৩ বেগার ধরিল। পরে গল্‌গথা নামক
স্থানে, অর্থাৎ যাহাকে মাথার
৩৪ খুলির স্থান বলে, সেখানে উপস্থিত
হইয়া তাহারা তাঁহাকে পিত্তমিশ্রিত
দ্রাক্ষারস পান করিতে দিল ; তিনি
তাহা আস্বাদন করিয়া পান করিতে

৩৫ চাহিলেন না। পরে তাহারা
তাঁহাকে ক্রুশে দিয়া তাঁহার বস্ত্র
সকল গুলিবাঁটপূর্ব্বক অংশ করিয়া
৩৬ লইল; এবং সেখানে বসিয়া
তাঁহাকে চৌকী দিতে লাগিল।
৩৭ আর উহারা তাঁহার মস্তকের উপরে
তাঁহার বিরুদ্ধে এই দোষের কথা
লিখিয়া লাগাইয়া দিল,
'এ ব্যক্তি যীশু, যিহূদীদের
রাজা'।
৩৮ তখন দুই জন দস্যু তাঁহার সঙ্গে
ক্রুশে বিদ্ধ হইল, এক জন দক্ষিণ
পার্শ্বে, আর এক জন বাম পার্শ্বে।
৩৯ তখন যে সকল লোক সেই পথ
দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা
মাথা নাড়িতে নাড়িতে* তাঁহার
৪০ নিন্দা করিয়া কহিল, ওহে, তুমি
না মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আর তিন
দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুল! আপ-
নাকে রক্ষা কর; যদি ঈশ্বরের পুত্র
হও, ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস।
৪১ আর সেইরূপ প্রধান যাজকেরা
অধ্যাপকগণের ও প্রাচীনবর্গের
৪২ সহিত বিদ্রূপ করিয়া কহিল, ঐ
ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা
করিত, আপনাকে রক্ষা করিতে
পারে না; ও ত ইস্রায়েলের রাজা!
এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আই-
সুক; তাহা হইলে আমরা উহার
৪৩ উপরে বিশ্বাস করিব; ও ঈশ্বরে
ভরসা রাখে, এখন তিনি নিস্তার
করুন, যদি উহাকে চান*; কেননা
ও বলিয়াছে, আমি ঈশ্বরের পুত্র।
৪৪ আর যে দুই জন দস্যু তাঁহার সঙ্গে

* গীত ২২, ১, ৭, ৮, ১৮।

ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাও
সেইরূপে তাঁহাকে তিরস্কার
করিল।
৪৫ পরে বেলা ছয় ঘটিকা হইতে নয়
ঘটিকা পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকার-
৪৬ ময় হইয়া রহিল। আর নয় ঘটি-
কার সময় যীশু উচ্চ রবে চীৎকার
করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, "এলী
এলী লামা শবক্তানী," অর্থাৎ
"ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি
কেন আমায় পরিত্যাগ করি-
৪৭ য়াছ?"* তাহাতে যাহারা সেখানে
দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ
কেহ সেই কথা শুনিয়া কহিল, এ
৪৮ ব্যক্তি এলিয়কে ডাকিতেছে। আর
তাহাদের এক জন অমনি দৌড়িয়া
গেল, একখান স্পঞ্জ লইয়া তাহাতে
সিরকা ভরিল, এবং একটা নলে
লাগাইয়া তাঁহাকে পান করিতে
৪৯ দিল। কিন্তু অন্য সকলে কহিল
থাক্, দেখি, এলিয় উহাকে রক্ষা
করিতে আইসেন কি না।
৫০ পরে যীশু আবার উচ্চ রবে চীৎ-
কার করিয়া নিজ আত্মাকে সমর্পণ
৫১ করিলেন। আর দেখ, মন্দিরের
তিরস্করিণী† উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত
চিরিয়া দুইখান হইল, ভূমিকম্প
হইল, ও শৈল সকল বিদীর্ণ
৫২ হইল, এবং কবর সকল খুলিয়া
গেল, আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্র
৫৩ লোকের দেহ উত্থাপিত হইল; এবং
তাঁহার পুনরুত্থানের পর তাঁহারা

* গীত ২২, ১, ৭, ৮, ১৮।
† যাত্রা ২৬; ৩১ ৩৩। লেবীয় ১৬; ২।
ইব্রি ১০, ১৯, ২০।

কবর হইতে বাহির হইয়া পবিত্র
নগরে প্রবেশ করিলেন, আর অনেক
৫৪ লোককে দেখা দিলেন। শতপতি
এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে যীশুকে
চৌকি দিতেছিল, তাহারা ভূমিকম্প
ও আর যাহা যাহা ঘটিতেছিল,
দেখিয়া অতিশয় ভয় পাইয়া কহিল,
সত্যই, ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।
৫৫ আর সেখানে অনেক স্ত্রীলোক
ছিলেন, দূর হইতে দেখিতেছিলেন;
তাঁহারা যীশুর পরিচর্য্যা করিতে
করিতে গালীল হইতে তাঁহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন।
৫৬ তাঁহাদের মধ্যে মগ্দলীনী মরিয়ম,
যাকোবের ও যোষির মাতা মরি-
য়ম, এবং সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা
ছিলেন।

### যীশুর সমাধি।

৫৭ পরে সন্ধ্যা হইলে অরিমাথিয়ার
এক জন ধনবান্ লোক আসিলেন,
তাঁহার নাম যোষেফ, তিনি নিজেও
৫৮ যীশুর শিষ্য হইয়াছিলেন। তিনি
পীলাতের নিকটে গিয়া যীশুর দেহ
যাচ্ঞা করিলেন। তখন পীলাত
তাহা দিতে আজ্ঞা করিলেন।
৫৯ তাহাতে যোষেফ দেহটী লইয়া
৬০ পরিষ্কার চাদরে জড়াইলেন, এবং
আপনার নূতন কবরে রাখিলেন—
যাহা তিনি শৈলে খুদিয়াছিলেন—
আর কবরের দ্বারে একখান বড়
পাথর গড়াইয়া দিয়া চলিয়া
৬১ গেলেন। মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য
মরিয়ম সেখানে ছিলেন, তাঁহারা
কবরের সম্মুখে বসিয়া রহিলেন।
৬২ পরদিন, অর্থাৎ আয়োজন-দিনের
পরদিবস, প্রধান যাজকেরা ও ফরী-
শীরা পীলাতের নিকটে একত্র হইয়া
৬৩ কহিল, মহাশয়, আমাদের মনে
পড়িতেছে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত
থাকিতে বলিয়াছিল, তিন দিনের
৬৪ পরে আমি উঠিব। অতএব তৃতীয়
দিবস পর্য্যন্ত তাহার কবর চৌকি
দিতে আজ্ঞা করুন; পাছে তাহার
শিষ্যেরা আসিয়া তাহাকে চুরি
করিয়া লইয়া যায়, আর লোক-
দিগকে বলে, তিনি মৃতগণের মধ্য
হইতে উঠিয়াছেন; তাহা হইলে
প্রথম ভ্রান্তি অপেক্ষা শেষ ভ্রান্তি
৬৫ আরও মন্দ হইবে। পীলাত তাহা-
দিগকে বলিলেন, তোমাদের নিকটে
প্রহরি-দল আছে; তোমরা গিয়া
৬৬ যথাসাধ্য রক্ষা কর। তাহাতে
তাহারা গিয়া প্রহরি-দলের সহিত
সেই পাথরে মুদ্রাঙ্ক দিয়া কবর রক্ষা
করিতে লাগিল।

### কবর হইতে যীশুর উত্থান ও শিষ্যদের প্রতি তাঁহার শেষ আজ্ঞা।[১]

২৮ বিশ্রামদিন অবসান হইলে,
সপ্তাহের প্রথম দিনের উষারম্ভে,
মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম
২ কবর দেখিতে আসিলেন। আর
দেখ, মহা-ভূমিকম্প হইল; কেননা
প্রভুর এক দূত স্বর্গ হইতে নামিয়া
আসিয়া সেই পাথরখান সরাইয়া
দিলেন, এবং তাহার উপরে বসি-
৩ লেন। তাঁহার দৃশ্য বিদ্যুতের
ন্যায়, এবং তাঁহার বস্ত্র হিমের ন্যায়

১। মার্ক ১৬ অধ্য। লূক ২৪ অধ্য। যো ২০ অধ্য।

৪ শুভ্রবর্ণ। তাঁহার ভয়ে প্রহরিগণ
কাঁপিতে লাগিল, ও মৃতবৎ হইয়া
৫ পড়িল। সেই দূত স্ত্রীলোক কয়টীকে
কহিলেন, তোমরা ভয় করিও না,
কেননা আমি জানি যে, তোমরা
ক্রুশে হত যীশুর অন্বেষণ করিতেছ।
৬ তিনি এখানে নাই ; কেননা তিনি
উঠিয়াছেন, যেমন বলিয়াছিলেন ;
আইস, প্রভু যেখানে শুইয়াছিলেন,
৭ সেই স্থান দেখ। আর শীঘ্র গিয়া
তাঁহার শিষ্যদিগকে বল যে, তিনি
মৃতদের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন,
এবং দেখ, তোমাদের অগ্রে গালীলে
যাইতেছেন, সেইখানে তাঁহাকে
দেখিতে পাইবে ; দেখ, আমি
৮ তোমাদিগকে বলিলাম। তখন
তাঁহারা সভয়ে ও মহানন্দে শীঘ্র
কবর হইতে প্রস্থান করিয়া তাঁহার
শিষ্যদিগকে সংবাদ দিবার জন্য
৯ দৌড়িয়া গেলেন। আর দেখ, যীশু
তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, কহি-
লেন, তোমাদের মঙ্গল হউক ;
তখন তাঁহারা নিকটে আসিয়া তাঁহার
চরণ ধরিলেন ও তাঁহাকে প্রণাম
১০ করিলেন। তখন যীশু তাঁহাদিগকে
কহিলেন, ভয় করিও না ; তোমরা
যাও, আমার ভ্রাতৃগণকে সংবাদ
দেও, যেন তাহারা গালীলে যায় ;
সেইখানে তাহারা আমাকে দেখিতে
পাইবে।

১১ তাঁহারা যাইতেছেন, ইতিমধ্যে
দেখ, প্রহরি-দলের কেহ কেহ নগরে
গিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সে
সমস্ত বিবরণ প্রধান যাজকদিগকে
১২ জানাইল। তখন তাহারা প্রাচীন-
বর্গের সহিত একত্র হইয়া ও মন্ত্রণা
করিয়া ঐ সেনাগণকে অনেক টাকা
১৩ দিল, কহিল, তোমরা বলিও যে,
তাহার শিষ্যগণ রাত্রিকালে আসিয়া,
যখন আমরা নিদ্রাগত ছিলাম,
তখন তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া
১৪ গিয়াছে। আর যদি এ কথা দেশা-
ধ্যক্ষের কর্ণগোচর হয়, তবে
আমরাই তাঁহাকে বুঝাইয়া তোমা-
১৫ দের ভাবনা দূর করিব। তখন
তাহারা সেই টাকা লইয়া, যেরূপ
শিক্ষা পাইল, সেইরূপ কার্য্য করিল।
আর যিহূদীদের মধ্যে সেই জনরব
রটিয়া গেল, তাহা অদ্য পর্য্যন্ত
রহিয়াছে।

১৬ পরে একাদশ শিষ্য গালীলে
যীশুর নিরূপিত পর্ব্বতে গমন
১৭ করিলেন, আর তাঁহাকে দেখিয়া
প্রণাম করিলেন ; কিন্তু কেহ কেহ
১৮ সন্দেহ করিলেন। তখন যীশু
নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সহিত
কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও
পৃথিবীতে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আমাকে দত্ত
১৯ হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া
সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর ; পিতার
ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে
২০ তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর ; আমি
তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা
করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে
তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর
দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত
প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে
আছি।

# মার্কলিখিত সুসমাচার।

## প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম ও পরীক্ষা।

১ যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের
আরম্ভ; তিনি ঈশ্বরের পুত্র।
২ যিশাইয়[1] ভাববাদীর গ্রন্থে যেমন
লেখা আছে,*
"দেখ, আমি আপন দূতকে
তোমার অগ্রে প্রেরণ করি;
সে তোমার পথ প্রস্তুত করিবে।
৩ প্রান্তরে এক জনের রব, সে
ঘোষণা করিতেছে,
তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর,
তাঁহার রাজপথ সকল সরল কর;"
৪ তদনুসারে যোহন উপস্থিত হইলেন,
ও প্রান্তরে বাপ্তাইজ করিতে
লাগিলেন, এবং পাপমোচনের জন্য
মনপরিবর্ত্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার
৫ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সমস্ত
যিহূদিয়া দেশ ও যিরূশালেম-নিবাসী
সকলে বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে
যাইতে লাগিল; আর আপন
আপন পাপ স্বীকার করিয়া যর্দ্দন
নদীতে তাঁহা দ্বারা বাপ্তাইজিত
৬ হইতে লাগিল। সেই যোহন
উটের লোমের কাপড় পরিতেন,
তাঁহার কটিদেশে চর্ম্মপটুকা ছিল,
এবং তিনি পঙ্গপাল ও বনমধু
৭ ভোজন করিতেন। তিনি প্রচার
করিয়া বলিতেন, যিনি আমা
অপেক্ষা শক্তিমান, তিনি আমার
পশ্চাৎ আসিতেছেন; আমি হেঁট
হইয়া তাঁহার পাদুকার বন্ধন
৮ খুলিবার যোগ্য নই। আমি
তোমাদিগকে জলে বাপ্তাইজ
করিলাম, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে
পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করিবেন।
৯ সেই সময়ে যীশু গালীলের
নাসরৎ হইতে আসিয়া যোহনের
দ্বারা যর্দ্দনে বাপ্তাইজিত হইলেন।
১০ আর তৎক্ষণাৎ জলের মধ্য হইতে
উঠিবার সময়ে দেখিলেন, আকাশ
দুইভাগ হইল, এবং আত্মা কপোতের
ন্যায় তাঁহার উপরে নামিয়া
১১ আসিতেছেন। আর স্বর্গ হইতে
এই বাণী হইল,
'তুমিই আমার প্রিয় পুত্র,
তোমাতেই আমি প্রীত'।
১২ আর[1] তৎক্ষণাৎ আত্মা তাঁহাকে
১৩ প্রান্তরে পাঠাইয়া দিলেন, সেই
প্রান্তরে তিনি চল্লিশ দিন থাকিয়া
শয়তানের দ্বারা পরীক্ষিত হইলেন;
আর তিনি বন্য পশুদের সঙ্গে
রহিলেন, এবং স্বর্গীয় দূতগণ তাঁহার
পরিচর্য্যা করিতেন।

## প্রভু যীশুর প্রকাশ্য কার্য্যের আরম্ভ।

১৪ আর যোহন কারাগারে সমর্পিত
হইলে পর যীশু গালীলে আসিয়া

১। মথি ৩ অধ্যা। লূক ৩; ২-২২।
* মাল ৩; ১। যিশ ৪০; ৩।

১। মথি ৪; ১-১১, ১৮-২২। লূক ৪; ১-১৩।

ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়া
বলিতে লাগিলেন,
১৫ 'কাল সম্পূর্ণ হইল, ঈশ্বরের
রাজ্য সন্নিকট হইল ; তোমরা মন
ফিরাও, ও সুসমাচারে বিশ্বাস
কর।'
১৬ পরে গালীল-সমুদ্রের তীর দিয়া
যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন,
শিমোন ও তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়
সমুদ্রে জাল ফেলিতেছেন, কেননা
১৭ তাঁহারা মৎস্যধারী ছিলেন। যীশু
তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার
পশ্চাৎ আইস, আমি তোমাদিগকে
১৮ মনুষ্যধারী করিব। আর তৎক্ষণাৎ
তাঁহারা জাল পরিত্যাগ করিয়া
১৯ তাঁহার পশ্চাদগামী হইলেন। পরে
তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া সিবদিয়ের
পুত্র যাকোব ও তাঁহার ভ্রাতা
যোহনকে দেখিলেন ; তাঁহারাও
নৌকাতে ছিলেন, জাল সারিতে-
২০ ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহা-
দিগকে ডাকিলেন, তাহাতে তাঁহারা
আপনাদের পিতা সিবদিয়কে বেতন-
জীবীদের সঙ্গে নৌকায় পরিত্যাগ
করিয়া তাঁহার পশ্চাদগামী হইলেন।
২১ পরে[১] তাঁহারা কফরনাহূমে
প্রবেশ করিলেন, আর তৎক্ষণাৎ
তিনি বিশ্রামবারে সমাজ-গৃহে গিয়া
২২ উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহাতে
লোকে তাঁহার উপদেশে চমৎকৃত
হইল, কারণ তিনি ক্ষমতাপন্ন
ব্যক্তির ন্যায় তাহাদিগকে উপদেশ
দিতেন, অধ্যাপকদের ন্যায় নয়।
২৩ তখন তাহাদের সমাজ-গৃহে এক
ব্যক্তি ছিল, তাহাকে অশুচি
আত্মায় পাইয়াছিল ; সে চেঁচাইয়া
২৪ কহিল, হে নাসরতীয় যীশু,
আপনার সহিত আমাদের সম্পর্ক
কি? আপনি কি আমাদিগকে
বিনাশ করিতে আসিলেন? আমি
জানি, আপনি কে ; ঈশ্বরের সেই
২৫ পবিত্র ব্যক্তি। তখন যীশু তাহাকে
ধমক্ দিলেন, চুপ কর, উহা হইতে
২৬ বাহির হও। তাহাতে সেই অশুচি
আত্মা তাহাকে মুচড়াইয়া ধরিয়া
উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া তাহার
মধ্য হইতে বাহির হইয়া গেল
২৭ ইহাতে সকলে চমৎকৃত হইল, এমন
কি, তাহারা পরস্পর বিতর্ক করিয়া
কহিল, আ! এ কি? কেমন নূতন
উপদেশ! উনি ক্ষমতা সহকারে
অশুচি আত্মাদিগকেও আজ্ঞা
করেন, আর তাহারা উহাঁর আজ্ঞা
২৮ মানে। তখন তাঁহার বার্ত্তা তৎক্ষণাৎ
সমুদয় গালীল প্রদেশের চারিদিকে
ব্যাপিল।
২৯ পরে সমাজ-গৃহ হইতে[১] বাহির
হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহারা যাকোব
ও যোহনের সহিত শিমোন ও
আন্দ্রিয়ের বাটীতে প্রবেশ করিলেন
৩০ তখন শিমোনের শ্বাশুড়ী জ্বর হইয়া
পড়িয়া ছিলেন ; আর তাঁহারা
তৎক্ষণাৎ তাঁহার কথা তাঁহাকে
৩১ বলিলেন ; তাহাতে তিনি নিকটে
গিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে
উঠাইলেন। তখন তাঁহার জ্বর
ছাড়িয়া গেল, আর তিনি তাঁহাদের
পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

১। লূক ৪ ; ৩১-৩৭।

১। মথি ৮ ; ১৪, ১৫। লূক ৪ ; ৩৮-৪৩।

৩২ পরে সন্ধ্যাকালে, সূর্য্য অস্ত
গেলে লোকেরা সমস্ত পীড়িত
লোককে এবং ভূতগ্রস্তদিগকে
৩৩ তাঁহার নিকটে আনিল। আর
নগরের সকল লোক দ্বারে একত্র
৩৪ হইল। তাহাতে তিনি নানা প্রকার
রোগে পীড়িত অনেক লোককে
সুস্থ করিলেন, এবং অনেক ভূত
ছাড়াইলেন, আর তিনি ভূতদিগকে
কথা কহিতে দিলেন না, কারণ
৩৫ তাহারা তাঁহাকে চিনিত। পরে
অতি প্রত্যূষে, রাত্রি পোহাইবার
অনেকক্ষণ পূর্ব্বে, তিনি উঠিয়া
বাহিরে গেলেন, এবং নির্জ্জন স্থানে
গিয়া তথায় প্রার্থনা করিলেন।
৩৬ আর শিমোন ও তাঁহার সঙ্গীরা
৩৭ তাঁহার পশ্চাৎ গেলেন, এবং
তাঁহাকে পাইয়া কহিলেন, সমস্ত
লোক আপনার অন্বেষণ করিতেছে।
৩৮ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, চল,
আমরা অন্য অন্য স্থানে, নিকটবর্ত্তী
সকল গ্রামে যাই, আমি সে সকল
স্থানেও প্রচার করিব, কেননা সেই
৩৯ জন্যই বাহির হইয়াছি। পরে তিনি
সমস্ত গালীল দেশে লোকদের
সমাজ-গৃহে গিয়া প্রচার করিতে ও
ভূত ছাড়াইতে লাগিলেন।
৪০ একদা[১] এক জন কুষ্ঠী আসিয়া
তাঁহার সম্মুখে বিনতি করিয়া ও
জানু পাতিয়া কহিল, যদি আপনার
ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করিতে
৪১ পারেন। তিনি করুণাবিষ্ট হইয়া
হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করি-
লেন, কহিলেন, আমার ইচ্ছা, তুমি
৪২ শুচীকৃত হও। তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠরোগ
তাহাকে ছাড়িয়া গেল, সে শুচীকৃত
৪৩ হইল। তখন তিনি তাহাকে দৃঢ়
আজ্ঞা দিয়া বিদায় করিলেন,
৪৪ বলিলেন, দেখিও, কাহাকেও কিছু
বলিও না ; কিন্তু যাজকের নিকটে
গিয়া আপনাকে দেখাও, এবং
লোকদের কাছে সাক্ষ্য দিবার ও
তোমার শুচীকরণ জন্য মোশির
নিরূপিত উপহার উৎসর্গ কর।
৪৫ কিন্তু সে বাহিরে গিয়া সেই কথা
এমন অধিক প্রচার করিতে ও
চারিদিকে বলিতে লাগিল যে,
যীশু আর প্রকাশ্যরূপে কোন
নগরে প্রবেশ করিতে পারিলেন
না, কিন্তু বাহিরে নির্জ্জন স্থানে
থাকিলেন ; আর লোকেরা সকল
দিক্ হইতে তাঁহার নিকটে আসিতে
লাগিল।

### প্রভু যীশু পাপক্ষমাও করিতে পারেন।

২ কয়েক দিবস পরে তিনি আবার
কফরনাহূমে চলিয়া আসিলে শুনা
২ গেল যে, তিনি ঘরে আছেন। আর
এত লোক তাঁহার নিকটে একত্র
হইল যে, দ্বারের কাছেও আর
স্থান রহিল না। আর তিনি
তাহাদের কাছে বাক্য প্রচার
করিতে লাগিলেন।
৩ তখন[১] লোকেরা চারি জন লোক
দিয়া এক জন পক্ষাঘাতীকে বহন
করাইয়া তাঁহার কাছে আনিতে-
৪ ছিল। কিন্তু ভিড় প্রযুক্ত তাঁহার

১। মথি ৮ ; ২-৪। লূক ৫ ; ১২-১৪।

১। মথি ৯ ; ২-১৭। লূক ৫ ; ১৮-৩৮।

নিকটে আসিতে না পারাতে, তিনি
যেখানে ছিলেন, সেই স্থানের ছাদ
খুলিয়া ফেলিল, আর ছিদ্র করিয়া,
যে খাটে পক্ষাঘাতী শুইয়াছিল,
৫ তাহা নামাইয়া দিল। তাহাদের
বিশ্বাস দেখিয়া যীশু সেই পক্ষা-
ঘাতীকে কহিলেন, বৎস, তোমার
৬ পাপ সকল ক্ষমা হইল। কিন্তু
সেখানে কয়েক জন অধ্যাপক
বসিয়াছিল; তাহারা মনে মনে
৭ এইরূপ তর্ক করিতে লাগিল, এ
ব্যক্তি এমন কথা কেন বলিতেছে?
এ যে ঈশ্বর-নিন্দা করিতেছে;
সেই এক জন, অর্থাৎ ঈশ্বর, ব্যতি-
রেকে আর কে পাপ ক্ষমা করিতে
৮ পারে? তাহারা মনে মনে এইরূপ
তর্ক করিতেছে, ইহা যীশু তৎক্ষণাৎ
আপন আত্মাতে বুঝিয়া তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমরা মনে মনে এমন
৯ তর্ক কেন করিতেছ? কোন্‌টা
সহজ, পক্ষাঘাতীকে 'তোমার পাপ
ক্ষমা হইল' বলা, না 'উঠ, তোমার
১০ শয্যা তুলিয়া বেড়াও' বলা? কিন্তু
পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্য-
পুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন
তোমরা জানিতে পার, এই জন্য—
তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন
১১ —তোমাকে বলিতেছি, উঠ, তোমার
খাট তুলিয়া লইয়া তোমার ঘরে
১২ যাও। তাহাতে সে উঠিল, ও
তৎক্ষণাৎ খাট তুলিয়া লইয়া
সকলের সাক্ষাতে বাহিরে চলিয়া
গেল; ইহাতে সকলে অতিশয়
আশ্চর্য্যান্বিত হইল, আর এই
বলিয়া ঈশ্বরের গৌরব করিতে
লাগিল যে, এমন কখনও দেখি
নাই।

### প্রভু যীশুর নানাবিধ অলৌকিক কর্ম্ম ও উপদেশ।

লেবির আহ্বান। তৎসম্বন্ধে যীশুর শিক্ষা।

১৩ পরে তিনি আবার বাহির হইয়া
সমুদ্র-তীরে গমন করিলেন, এবং
সমস্ত লোক তাঁহার নিকটে
আসিল, আর তিনি তাহাদিগকে
১৪ উপদেশ দিলেন। পরে তিনি
যাইতে যাইতে দেখিলেন, আল্‌-
ফেয়ের পুত্র লেবি করগ্রহণ-স্থানে
বসিয়া আছেন; তিনি তাঁহাকে
কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস;
তাহাতে তিনি উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ
১৫ গমন করিলেন। পরে তিনি তাঁহার
গৃহমধ্যে ভোজন করিতে বসিলেন,
আর অনেক করগ্রাহী ও পাপী
যীশুর ও তাঁহার শিষ্যগণের সহিত
বসিল; কারণ অনেকে উপস্থিত
ছিল, আর তাহারা তাঁহার পশ্চাৎ
১৬ চলিতেছিল। কিন্তু তিনি পাপী
ও করগ্রাহীদের সঙ্গে ভোজন
করিতেছেন দেখিয়া ফরীশীদের
অধ্যাপকেরা তাঁহার শিষ্যদিগকে
কহিল, উনি করগ্রাহী ও পাপীদের
১৭ সঙ্গে ভোজন পান করেন। যীশু
তাহা শুনিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
সুস্থ লোকদের চিকিৎসকে প্রয়ো-
জন নাই, কিন্তু পীড়িতদেরই
প্রয়োজন আছে; আমি ধার্ম্মিক-
দিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকেই
ডাকিতে আসিয়াছি।
১৮ আর যোহনের শিষ্যেরা ও

ফরীশীরা উপবাস করিতেছিল।
আর তাহারা যীশুর নিকটে আসিয়া
তাঁহাকে কহিল, যোহনের শিষ্যেরা
ও ফরীশীদের শিষ্যেরা উপবাস করে,
কিন্তু আপনার শিষ্যেরা উপবাস
করে না, ইহার কারণ কি ?
১৯ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, বর
সঙ্গে থাকিতে কি বাসরঘরের
লোকে উপবাস করিতে পারে ?
যাবৎ তাহাদের সঙ্গে বর থাকেন,
তাবৎ তাহারা উপবাস করিতে
২০ পারে না। কিন্তু এমন সময়
আসিবে, যখন তাহাদের নিকট
হইতে বর নীত হইবেন ; সেই দিন
২১ তাহারা উপবাস করিবে। পুরাতন
কাপড়ে কেহ কোরা কাপড়ের
তালী দেয় না ; দিলে সেই নূতন
তালীতে ঐ পুরাতন কাপড় ছিঁড়িয়া
যায়, এবং আরও মন্দ ছিদ্র হয়।
২২ আর পুরাতন কুপায় কেহ টাট্‌কা
দ্রাক্ষারস রাখে না, রাখিলে দ্রাক্ষা-
রসে কুপাগুলি ফাটিয়া যায় ;
তাহাতে দ্রাক্ষারস নষ্ট হয়, কুপা-
গুলিও নষ্ট হয় ; কিন্তু টাট্‌কা
দ্রাক্ষারস নূতন কুপাতে রাখিতে
হইবে।

### বিশ্রামবার-বিষয়ে যীশুর উপদেশ।

২৩ আর[১] তিনি বিশ্রামবারে শস্য-
ক্ষেত্র দিয়া যাইতেছিলেন ; এবং
তাঁহার শিষ্যেরা চলিতে চলিতে
২৪ শীষ ছিঁড়িতে লাগিলেন। ইহাতে
ফরীশীরা তাঁহাকে কহিল, দেখ,
যাহা বিধেয় নয়, তাহা উহারা
বিশ্রামবারে কেন করিতেছে ?
২৫ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা খাদ্যের
অভাবে ক্ষুধিত হইলে তিনি যাহা
করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা
২৬ কখনও পাঠ কর নাই ? তিনি ত
অবিয়াথর মহাযাজকের সময়ে
ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে
দর্শনরুটী যাজকবর্গ ব্যতিরেকে
আর কাহারও ভোজন করা বিধেয়
নয়, তাহাই ভোজন করিয়াছিলেন,
এবং সঙ্গিগণকেও দিয়াছিলেন।*
২৭ তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন,
বিশ্রামবার মনুষ্যের নিমিত্তই হই-
য়াছে, মনুষ্য বিশ্রামবারের নিমিত্ত
২৮ হয় নাই ; সুতরাং মনুষ্যপুত্র বিশ্রাম-
বারেরও কর্ত্তা।

৩ আর তিনি আবার সমাজ-গৃহে
প্রবেশ করিলেন ; সেখানে একটী
লোক ছিল, তাহার একখানি হাত
২ শুকাইয়া গিয়াছিল। তখন
লোকেরা, তিনি বিশ্রামবারে
তাহাকে সুস্থ করেন কি না, দেখি-
বার জন্য তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল ;
যেন তাঁহার নামে দোষারোপ
৩ করিতে পারে। তখন তিনি সেই
শুষ্কহস্ত লোকটীকে কহিলেন, মাঝ-
৪ খানে আসিয়া দাঁড়াও। পরে তাহা-
দিগকে কহিলেন, বিশ্রামবারে কি
করা বিধেয় ? ভাল করা না মন্দ
করা ? প্রাণরক্ষা করা না বধ করা ?
৫ কিন্তু তাহারা চুপ করিয়া রহিল।
তখন তিনি তাহাদের অন্তঃকরণের

১। মথি ১২ ; ১-১৪। লূক ৬ ; ১-১১।

* লেবীয় ২৪ ; ৫-৯। ১ শমূয়েল ২১ ; ১-৬।

কাঠিন্যে দুঃখিত হইয়া সক্রোধে
চারিদিকে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত
করিয়া সেই লোকটীকে কহিলেন,
তোমার হাত বাড়াইয়া দেও ; সে
তাহা বাড়াইয়া দিল, আর তাহার
হাত আগে যেমন ছিল, তেমনি
৬ হইল। পরে ফরীশীরা বাহির
হইয়া তৎক্ষণাৎ হেরোদীয়দের সহিত
তাঁহার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিতে
লাগিল, কি প্রকারে তাঁহাকে
বিনষ্ট করিতে পারে।

### যীশুর অনেক অলৌকিক কার্য্য।

৭ পরে যীশু আপন শিষ্যদের
সহিত সমুদ্রের নিকটে প্রস্থান
করিলেন ; তাহাতে গালীল হইতে
বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
৮ গেল। আর যিহূদিয়া, যিরূশালেম,
ইদোম, যর্দ্দন নদীর পরপারস্থ দেশ
এবং সোর ও সীদোনের চারিদিক্
হইতে অনেক লোক, তিনি যে সমস্ত
মহৎ মহৎ কার্য্য করিতেছিলেন,
তাহা শুনিয়া তাঁহার নিকটে আসিল।
৯ তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে
বলিলেন, ভিড় প্রযুক্ত যেন এক-
খানি নৌকা তাঁহার জন্য প্রস্তুত
থাকে, পাছে লোকে তাঁহার উপরে
১০ চাপাচাপি করিয়া পড়ে। কেননা
তিনি অনেক লোককে সুস্থ করি-
লেন, সেই জন্য ব্যাধিগ্রস্ত সকলে
তাঁহাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টায়
তাঁহার গায়ের উপরে পড়িতেছিল।
১১ আর অশুচি আত্মারা তাঁহাকে
দেখিলেই তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া
চেঁচাইয়া বলিত, আপনি ঈশ্বরের
১২ পুত্র ; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে দৃঢ়-
রূপে নিষেধ করিয়া দিতেন, যেন
তাহারা তাঁহার পরিচয় না দেয়।

#### বারো জন শিষ্যের প্রেরিত-পদে নিয়োগ।

১৩ পরে তিনি পর্ব্বতে উঠিয়া, আপনি
যাঁহাদিগকে ইচ্ছা করিলেন, নিকটে
ডাকিলেন ; তাহাতে তাঁহারা তাঁহার
১৪ কাছে আসিলেন। আর তিনি
বারো জনকে নিযুক্ত করিলেন,
যেন তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে
থাকেন, ও যেন তিনি তাঁহাদিগকে
প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করেন,
১৫ এবং যেন তাঁহারা ভূত ছাড়াইবার
১৬ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। আর[১] তিনি
শিমোনকে পিতর, এই নাম দিলেন,
১৭ এবং সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও
সেই যাকোবের ভ্রাতা যোহন, এই
দুই জনকে বোনেরগশ, অর্থাৎ
মেঘধ্বনির পুত্র, এই উপনাম
১৮ দিলেন। আর আন্দ্রিয়, ফিলিপ,
বর্থলময়, মথি, থোমা, আল্‌ফেয়ের
পুত্র যাকোব, থদ্দেয়, ও উদ্যোগী
১৯ শিমোন, এবং যে তাঁহাকে শত্রু-
হস্তে সমর্পণ করিল, সেই ঈষ্করি-
য়োতীয় যিহূদা।

### যীশু বিবিধ শিক্ষা প্রদান করেন।

২০ পরে তিনি গৃহে আসিলেন, আর
পুনর্ব্বার এত লোকের সমাগম হইল
যে, তাঁহারা আহার করিতেও
২১ পারিলেন না। ইহা শুনিয়া তাঁহার
আত্মীয়েরা তাঁহাকে ধরিয়া লইতে
বাহির হইল, কেননা তাহারা বলিল,

১। মথি ১০ ; ২-৪। লূক ৬ ; ১৪-১৬।

২২ সে হতজ্ঞান হইয়াছে। আর[১] যে
অধ্যাপকেরা যিরূশালেম হইতে
আসিয়াছিল, তাহারা কহিল,
ইহাকে বেল্‌সবূবে পাইয়াছে, ভূত-
গণের অধিপতি দ্বারা এ ভূত ছাড়ায়।
২৩ তখন তিনি তাহাদিগকে নিকটে
ডাকিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া কহিলেন,
শয়তান কি প্রকারে শয়তানকে
২৪ ছাড়াইতে পারে? কোন রাজ্য
যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়,
তবে সেই রাজ্য স্থির থাকিতে পারে
২৫ না। আর কোন পরিবার যদি
আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হইয়া পড়ে,
তবে সেই পরিবার স্থির থাকিতে
২৬ পারিবে না। আর শয়তান যদি
আপনার বিপক্ষে উঠে, ও ভিন্ন হয়,
তবে সেও স্থির থাকিতে পারে না,
২৭ কিন্তু তাহার শেষ হয়। আর অগ্রে
সেই বলবান্ ব্যক্তিকে না বাঁধিলে
কেহ তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া
তাহার দ্রব্য লুট করিতে পারে না;
কিন্তু বাঁধিলে পর সে তাহার ঘর
২৮ লুট করিবে। আমি তোমাদিগকে
সত্য কহিতেছি, মনুষ্য-সন্তানেরা যে
সমস্ত পাপকার্য্য ও ঈশ্বরনিন্দা
করে, সেই সকলের ক্ষমা হইবে।
২৯ কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার নিন্দা
করে, অনন্তকালেও তাহার ক্ষমা
নাই, সে বরং অনন্ত পাপের দায়ী।
৩০ উহাকে অশুচি আত্মায় পাইয়াছে,
তাহাদের এই কথা প্রযুক্ত তিনি
এরূপ কহিলেন।
৩১ আর[২] তাঁহার মাতা ও তাঁহার
ভ্রাতৃগণ আসিলেন, এবং বাহিরে
দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাই-
৩২ লেন। তখন তাঁহার চারিদিকে
লোক বসিয়াছিল; তাহারা তাঁহাকে
কহিল, দেখুন, আপনার মাতা ও
আপনার ভ্রাতৃগণ বাহিরে আপনার
৩৩ অন্বেষণ করিতেছেন। তিনি উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
আমার মাতা কে? আমার ভ্রাতারাই
৩৪ বা কাহারা? পরে যাহারা তাঁহার
চারিদিকে বসিয়াছিল, তিনি তাহা-
দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,
এই দেখ, আমার মাতা ও আমার
৩৫ ভ্রাতৃগণ; কেননা যে কেহ ঈশ্বরের
ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার
ভ্রাতা ও ভগিনী ও মাতা।

## যীশুর কয়েকটী দৃষ্টান্ত।

৪ পরে[১] তিনি আবার সমুদ্রের
তীরে উপদেশ দিতে লাগিলেন;
তাহাতে তাঁহার নিকটে এত অধিক
লোক একত্র হইল যে, তিনি এক-
খানি নৌকায় উঠিয়া সমুদ্রে
বসিলেন, এবং সমাগত লোক সকল
সমুদ্রের তীরে স্থলে থাকিল।
২ তখন তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে
অনেক উপদেশ দিতে লাগিলেন।
উপদেশের মধ্যে তিনি তাহাদিগকে
৩ বলিলেন, শুন; দেখ, বীজবাপক
৪ বীজ বপন করিতে গেল; বপনের
সময়ে কতক বীজ পথের পার্শ্বে
পড়িল, তাহাতে পক্ষীরা আসিয়া
৫ তাহা খাইয়া ফেলিল। আর কতক
বীজ পাষাণময় স্থানে পড়িল,

১। মথি ১২, ২৫-২৯। লূক ১১, ১৭-২২।
২। মথি ১২; ৪৬-৫০। লূক ৮, ১৯-২১।

১। মথি ১৩, ১-২৩। লূক ৮, ৪-১৫।

যেখানে অধিক মাটী পাইল না ;
তাহাতে অধিক মাটী না পাওয়াতে
তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল,
৬ কিন্তু সূর্য্য উঠিলে পর পুড়িয়া
গেল, এবং তাহার মূল না থাকাতে
৭ শুকাইয়া গেল। আর কতক বীজ
কাঁটাবনের মধ্যে পড়িল, তাহাতে
কাঁটাবন বাড়িয়া তাহা চাপিয়া
রাখিল, তাহার ফল ধরিল না।
৮ আর কতক বীজ উত্তম ভূমিতে
পড়িল, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ও
বাড়িয়া উঠিয়া ফল দিল ; কতক
ত্রিশ গুণ, কতক ষাট গুণ, ও কতক
৯ শত গুণ ফল দিল। পরে তিনি
কহিলেন, যাহার শুনিবার কাণ
থাকে, সে শুনুক।
১০ যখন তিনি নির্জ্জনে ছিলেন,
তাঁহার সঙ্গীরা সেই দ্বাদশ জনের
সহিত তাঁহাকে দৃষ্টান্ত কয়টার বিষয়ে
১১ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহা-
দিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যের
নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাদিগকে দত্ত
হইয়াছে ; কিন্তু ঐ বাহিরের লোক-
দের নিকটে সকলই দৃষ্টান্ত দ্বারা
১২ বলা হইয়া থাকে ; যেন

তাহারা দেখিয়া দেখে, কিন্তু টের
না পায়,
এবং শুনিয়া শুনে, কিন্তু না বুঝে,
পাছে তাহারা ফিরিয়া আইসে, ও
তাহাদিগকে ক্ষমা করা যায়।

১৩ পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
এই দৃষ্টান্ত কি বুঝিতে পার না ?
তবে কেমন করিয়া সকল দৃষ্টান্ত
১৪ বুঝিতে পারিবে ? সেই বীজবাপক
১৫ বাক্য-বীজ বুনে। পথের পার্শ্বে
যাহারা, তাহারা এমন লোক,
যাহাদের মধ্যে বাক্য-বীজ বুনা
যায় ; আর যখন তাহারা শুনে,
তৎক্ষণাৎ শয়তান আসিয়া, তাহা-
দের মধ্যে যাহা বপন করা হইয়া-
ছিল, সেই বাক্য হরণ করিয়া লইয়া
১৬ যায়। আর সেইরূপ যাহারা পাষাণ-
ময় ভূমিতে উপ্ত, তাহারা এমন
লোক, যাহারা বাক্যটী শুনিয়া
তৎক্ষণাৎ আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ
১৭ করে ; আর তাহাদের অন্তরে মূল
নাই, কিন্তু তাহারা অল্প কালমাত্র
স্থির থাকে, পরে সেই বাক্য হেতু
ক্লেশ কিম্বা তাড়না ঘটিলে তৎক্ষণাৎ
১৮ বিঘ্ন পায়। আর অন্য যাহারা
কাঁটাবনের মধ্যে উপ্ত, তাহারা এমন
লোক, যাহারা বাক্যটী শুনিয়াছে,
১৯ কিন্তু সংসারের চিন্তা, ধনের মায়া
ও অন্যান্য বিষয়ের অভিলাষ
ভিতরে গিয়া ঐ বাক্য চাপিয়া
রাখে, তাহাতে তাহা ফলহীন হয়।
২০ আর যাহারা উত্তম ভূমিতে উপ্ত,
তাহারা এমন লোক, যাহারা সেই
বাক্য শুনিয়া গ্রাহ্য করে, এবং
কেহ ত্রিশ গুণ, কেহ ষাট গুণ, ও
কেহ শত গুণ, ফল দেয়।
২১ তিনি তাহাদিগকে আরও কহি-
লেন, কাঠার নীচে কিম্বা খাটের
নীচে রাখিবার জন্য কেহ কি প্রদীপ
আনে ? না দীপাধারের উপরে
২২ রাখিবার জন্য ? কেননা এমন গুপ্ত
কিছুই নাই, যাহা প্রকাশিত হইবে
না ; এমন লুক্কায়িত কিছুই নাই,
২৩ যাহা প্রকাশ পাইবে না। যাহার
শুনিবার কাণ থাকে, সে শুনুক।

২৪ আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
তোমরা দেখিও, কি শুন ; তোমরা
যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই
পরিমাণে তোমাদের নিমিত্ত পরিমাণ
করা যাইবে ; এবং তোমাদিগকে
২৫ আরও দেওয়া যাইবে। কারণ
যাহার আছে, তাহাকে আরও
দেওয়া যাইবে ; আর যাহার নাই,
তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার
নিকট হইতে লওয়া যাইবে।
২৬ তিনি আরও কহিলেন, ঈশ্বরের
২৭ রাজ্য এইরূপ। কোন ব্যক্তি যেন
ভূমিতে বীজ বুনে ; পরে রাত দিন
নিদ্রা যায় ও উঠে, ইতিমধ্যে ঐ বীজ
অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠে, কিরূপে,
২৮ তাহা সে জানে না। ভূমি আপনা
আপনি ফল উৎপন্ন করে ; প্রথমে
অঙ্কুর, পরে শীষ, তাহার পর শীষের
২৯ মধ্যে পূর্ণ শস্য। কিন্তু ফল পাকিলে
সে তৎক্ষণাৎ কাস্তে লাগায়, কেননা
শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত।
৩০ আর তিনি কহিলেন, আমরা
কিসের সহিত ঈশ্বরের রাজ্যের
তুলনা করিব ? কোন্ দৃষ্টান্ত দ্বারাই
৩১ বা তাহা ব্যক্ত করিব ? তাহা একটী
সরিষা-দানার তুল্য ; সেই বীজ
ভূমিতে বুনিবার সময়ে ভূমির সকল
৩২ বীজের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু
বুনা হইলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া
সকল শাক হইতে বড় হইয়া উঠে,
এবং বড় বড় ডাল ফেলে ; তাহাতে
আকাশের পক্ষিগণ তাহার ছায়ার
নীচে বাস করিতে পারে।
৩৩ এই প্রকার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত
দ্বারা তিনি তাহাদের শুনিবার ক্ষমতা
অনুসারে তাহাদের কাছে বাক্য
৩৪ প্রচার করিতেন ; আর দৃষ্টান্ত
ব্যতিরেকে তাহাদিগকে কিছুই
বলিতেন না ; পরে বিরলে আপন
শিষ্যদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া দিতেন।

## যীশুর কতকগুলি অলৌকিক কার্য্য।

**যীশু ঝড় থামান, ও এক জন ভূতগ্রস্তকে সুস্থ করেন।**

৩৫ সেই দিন[১] সন্ধ্যা হইলে তিনি
তাঁহাদিগকে বলিলেন, চল, আমরা
৩৬ ওপারে যাই। তখন তাঁহারা লোক-
দিগকে বিদায় করিয়া, তিনি নৌকা-
খানিতে যেমন ছিলেন, তেমনি
তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন ; এবং
আরও নৌকা তাঁহার সঙ্গে ছিল।
৩৭ পরে ভারী ঝড় উঠিল, এবং তরঙ্গ-
মালা নৌকায় এমনি আঘাত করিল
যে, নৌকা জলে পূর্ণ হইতে লাগিল।
৩৮ তখন তিনি নৌকার পশ্চাদ্ভাগে
বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রিত ছিলেন ;
আর তাঁহারা তাঁহাকে জাগাইয়া
কহিলেন, হে গুরু, আপনার কি
চিন্তা হইতেছে না যে, আমরা মারা
৩৯ পড়িলাম ? তখন তিনি জাগিয়া
উঠিয়া বাতাসকে ধমক্ দিলেন, ও
সমুদ্রকে বলিলেন, নীরব হও, স্থির
হও ; তাহাতে বাতাস থামিল,
৪০ এবং মহাশান্তি হইল। পরে তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
এরূপ ভীরু হও কেন ? এ কেমন,
৪১ তোমাদের বিশ্বাস নাই ? তাহাতে
তাঁহারা অতিশয় ভীত হইয়া পর-
স্পর কহিতে লাগিলেন, ইনি তবে

১। মথি ৮ ; ২৩-২৪। লূক ৮ ; ২২-৩৯।

কে যে, বায়ু এবং সমুদ্রও ইহাঁর
আজ্ঞা মানে ?

৫ পরে তাঁহারা সমুদ্রের ওপারে
গেরাসেনীদের দেশে উপস্থিত হই-
২ লেন। তিনি নৌকা হইতে বাহির
হইলে তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি কবর-
স্থান হইতে তাঁহার সম্মুখে আসিল,
তাহাকে অশুচি আত্মায় পাইয়া-
৩ ছিল। সে কবরমধ্যে বাস করিত,
এবং কেহ তাহাকে শিকল দিয়াও
আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না।
৪ কেননা লোকে বার বার তাহাকে
বেড়ী ও শিকল দিয়া বাঁধিত, কিন্তু
সে শিকল ছিঁড়িয়া ফেলিত, এবং
বেড়ী ভাঙ্গিয়া খণ্ডবিখণ্ড করিত ;
কেহ তাহাকে বশ করিতে পারিত
৫ না। আর সে রাত দিন সর্ব্বদা
কবরে ও পর্ব্বতে থাকিয়া চীৎকার
করিত, এবং পাথর দিয়া আপনি
৬ আপনাকে কাটিত। সে দূর হইতে
যীশুকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিল,
৭ তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং
উচ্চরবে চেঁচাইয়া কহিল, হে যীশু,
পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র, আপনার
সহিত আমার সম্পর্ক কি ? আমি
আপনাকে ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি,
৮ আমাকে যাতনা দিবেন না। কেননা
তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, হে
অশুচি আত্মা, এই ব্যক্তি হইতে
৯ বাহির হও। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, তোমার নাম কি ? সে
উত্তর করিল, আমার নাম বাহিনী,
কারণ আমরা অনেকগুলি আছি।
১০ পরে সে বিস্তর বিনতি করিল, যেন
তিনি তাহাদিগকে সেই অঞ্চল
১১ হইতে পাঠাইয়া না দেন। সেই
স্থানে পর্ব্বতের পার্শ্বে এক বৃহৎ
১২ শূকরপাল চরিতেছিল। আর
তাহারা বিনতি করিয়া কহিল, ঐ
শূকরগুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে
১৩ আমাদিগকে পাঠাইয়া দিউন। তিনি
তাহাদিগকে অনুমতি দিলেন।
তখন সেই অশুচি আত্মারা বাহির
হইয়া শূকরদের মধ্যে প্রবেশ
করিল ; তাহাতে সেই শূকরপাল,
কমবেশ দুই হাজার শূকর, মহা-
বেগে দৌড়িয়া ঢালু পাড় দিয়া
সমুদ্রে গিয়া পড়িল, এবং সমুদ্রে
১৪ ডুবিয়া মরিল। তখন যাহারা
সেগুলিকে চরাইতেছিল, তাহারা
পলায়ন করিয়া নগরে ও পল্লীতে
পল্লীতে গিয়া সংবাদ দিল। তখন
কি ঘটিয়াছে, দেখিবার জন্য
১৫ লোকেরা আসিল ; এবং যীশুর
নিকটে আসিয়া দেখে, সেই ভূতগ্রস্ত
ব্যক্তি, যাহাকে বাহিনী-ভূতে
পাইয়াছিল, সে কাপড় পরিয়া
সুবোধ হইয়া বসিয়া আছে ;
১৬ তাহাতে তাহারা ভয় পাইল। আর
ঐ ভূতগ্রস্ত লোকটীর ও শূকর-
পালের ঘটনা যাহারা দেখিয়াছিল,
তাহারা তাহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত
১৭ বলিল। তখন তাহারা আপনাদের
সীমা হইতে প্রস্থান করিতে তাঁহাকে
১৮ বিনতি করিতে লাগিল। পরে তিনি
নৌকায় উঠিতেছেন, এমন সময়ে
যে ব্যক্তিকে ভূতে পাইয়াছিল, সে
তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন তাঁহার
১৯ সঙ্গে থাকিতে পারে। কিন্তু তিনি

তাহাকে অনুমতি দিলেন না, বরং
কহিলেন, তুমি বাটীতে তোমার
আত্মীয়গণের নিকটে চলিয়া যাও,
এবং প্রভু তোমার জন্য যে যে মহৎ
কার্য্য করিয়াছেন, ও তোমার প্রতি
যে কৃপা করিয়াছেন, তাহা তাহা-
২০ দিগকে জ্ঞাত কর। তখন সে প্রস্থান
করিয়া, যীশু তাহার জন্য যে যে
মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা
দিকাপলিতে প্রচার করিতে
লাগিল ; তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিল।

যীশু একটী স্ত্রীলোককে সুস্থ করেন, ও একটী
মৃত বালিকাকে জীবন দেন।

২১ পরে যীশু নৌকায় পুনরায় পার
হইয়া আসিলে তাঁহার নিকটে
বিস্তর লোকের সমাগম হইল ;
তখন তিনি সমুদ্র-তীরে ছিলেন।
২২ আর[১] সমাজের অধ্যক্ষদের মধ্যে
যায়ীর নামে এক জন আসিয়া
তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে
২৩ পড়িলেন, এবং অনেক বিনতি
করিয়া কহিলেন, আমার মেয়েটী
মারা যায়, আপনি আসিয়া তাহার
উপরে হস্তার্পণ করুন, যেন সে সুস্থ
২৪ হইয়া বাঁচে। তখন তিনি তাঁহার
সঙ্গে চলিলেন ; এবং অনেক লোক
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, ও
তাঁহার উপরে চাপাচাপি করিয়া
পড়িতে লাগিল।
২৫ আর একটী স্ত্রীলোক বারো
বৎসর অবধি প্রদর রোগগ্রস্ত হইয়া-
২৬ ছিল, অনেক চিকিৎসকের দ্বারা
বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল, এবং
সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কিছু উপশম
পায় নাই, বরং আরও পীড়িত
২৭ হইয়াছিল। সে যীশুর বিষয়
শুনিয়া ভিড়ের মধ্যে তাঁহার পশ্চাৎ
দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্র স্পর্শ
২৮ করিল। কেননা সে কহিল, আমি
যদি কেবল উহাঁর বস্ত্র স্পর্শ
করিতে পাই, তবেই সুস্থ হইব।
২৯ আর তৎক্ষণাৎ তাহার রক্তস্রোত
শুকাইয়া গেল ; আর আপনি যে
ঐ রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে, ইহা
৩০ শরীরে টের পাইল। যীশু তৎক্ষণাৎ
অন্তরে জানিতে পাইলেন যে, তাঁহা
হইতে শক্তি বাহির হইয়াছে, তাই
ভিড়ের মধ্যে মুখ ফিরাইয়া
বলিলেন, কে আমার বস্ত্র স্পর্শ
৩১ করিল? তাঁহার শিষ্যেরা বলিলেন,
আপনি দেখিতেছেন, লোকেরা
আপনার উপরে চাপাচাপি করিয়া
পড়িতেছে, তবু বলিতেছেন, কে
৩২ আমাকে স্পর্শ করিল ? কিন্তু কে
ইহা করিয়াছিল, তাহাকে দেখিবার
জন্য তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করি-
৩৩ লেন। তাহাতে সেই স্ত্রীলোকটী
ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, তাহার
প্রতি কি করা হইয়াছে জানাতে,
তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রণিপাত
করিল, আর সমস্ত সত্য বৃত্তান্ত
৩৪ তাঁহাকে কহিল। তখন তিনি
তাহাকে কহিলেন, হে কন্যে,
তোমার বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা
করিল, শান্তিতে চলিয়া যাও, ও
তোমার রোগ হইতে মুক্ত থাক।
৩৫ তিনি এই কথা কহিতেছেন,

১। মথি ৯, ১৮-২৬। লূক ৮, ৪০-৫৬।

ইতিমধ্যে সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষের
বাটী হইতে লোক আসিয়া কহিল,
আপনার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে,
গুরুকে আর কেন কষ্ট দিতেছেন?
৩৬ কিন্তু যীশু সে কথা শুনিতে পাইয়া
সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষকে কহিলেন,
ভয় করিও না, কেবল বিশ্বাস কর।
৩৭ আর পিতর, যাকোব এবং
যাকোবের ভাই যোহন, এই তিন
জন ছাড়া তিনি আর কাহাকেও
আপনার সঙ্গে যাইতে দিলেন না।
৩৮ পরে তাঁহারা সমাজের অধ্যক্ষের
বাটীতে আসিলেন, আর তিনি
দেখিলেন, কোলাহল হইতেছে,
লোকেরা অতিশয় রোদন ও বিলাপ
৩৯ করিতেছে। তিনি ভিতরে গিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
কোলাহল ও রোদন করিতেছ
কেন? বালিকাটী মরে নাই,
৪০ ঘুমাইয়া রহিয়াছে। ইহাতে তাহারা
তাঁহাকে উপহাস করিল; কিন্তু
তিনি সকলকে বাহির করিয়া দিয়া,
বালিকার পিতামাতাকে এবং
আপন সঙ্গীদিগকে লইয়া, যেখানে
বালিকাটী ছিল, সেইখানে প্রবেশ
৪১ করিলেন। পরে তিনি বালিকার
হাত ধরিয়া তাহাকে কহিলেন,
টালিথা কুমী; অনুবাদ করিলে
ইহার অর্থ এই, বালিকে, তোমাকে
৪২ বলিতেছি, উঠ। তাহাতে বালিকাটী
তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বেড়াইতে লাগিল,
কেননা তাহার বয়স বারো বৎসর
ছিল। ইহাতে তাহারা বড়ই বিস্ময়ে
৪৩ একেবারে চমৎকৃত হইল। পরে
তিনি তাহাদিগকে এই দৃঢ় আজ্ঞা
দিলেন, যেন কেহ ইহা জানিতে না
পায়, আর কন্যাটীকে কিছু আহার
দিতে আজ্ঞা করিলেন।

### যীশুর স্বদেশীয়েরা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করে।

৬ পরে[১] তিনি তথা হইতে প্রস্থান
করিয়া আপন দেশে আসিলেন,
এবং তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার পশ্চাৎ
২ গমন করিলেন। বিশ্রামবার উপস্থিত
হইলে তিনি সমাজ-গৃহে উপদেশ
দিতে লাগিলেন; তাহাতে অনেক
লোক তাঁহার কথা শুনিয়া চমৎকৃত
হইয়া কহিল, ইহার এ সকল
কোথা হইতে হইয়াছে? ইহাকে
যে জ্ঞান দত্ত হইয়াছে, এবং ইহার
হস্ত দ্বারা যে এরূপ পরাক্রম-কার্য্য
৩ সকল সম্পন্ন হয়, এই বা কি? এ
কি সেই সূত্রধর, মরিয়মের সেই
পুত্র এবং যাকোব, যোষি, যিহূদা
ও শিমোনের ভাই নয়? এবং ইহার
ভগিনীরা কি এখানে আমাদের
মধ্যে নাই? এইরূপে তাহারা
তাঁহাতে বিঘ্ন পাইতে লাগিল।
৪ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন,
আপনার দেশ ও আত্মীয় স্বজন
এবং আপনার বাটী ভিন্ন আর
কোথাও ভাববাদী অসম্মানিত হন
৫ না। তখন তিনি সে স্থানে আর
কোন পরাক্রম-কার্য্য করিতে
পারিলেন না, কেবল কয়েক জন
রোগগ্রস্ত লোকের উপরে হস্তার্পণ
করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন।

---

১। মথি ১৩; ৫৪-৫৮।

৬ আর তিনি তাহাদের অবিশ্বাস
প্রযুক্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন।
পরে তিনি চারিদিকে গ্রামে
গ্রামে ভ্রমণ করিয়া উপদেশ
দিলেন।

## শিষ্যদের প্রচারে প্রেরণ। যোহন বাপ্তাইজকের হত্যা।

৭ আর[1] তিনি সেই বারো জনকে
ডাকিয়া দুই দুই জন করিয়া তাঁহা-
দিগকে প্রেরণ করিতে আরম্ভ
করিলেন; এবং তাঁহাদিগকে
অশুচি আত্মাদের উপরে ক্ষমতা
৮ দান করিলেন; আর আজ্ঞা করি-
লেন, তোমরা যাত্রার জন্য এক
এক যষ্টি ব্যতিরেকে আর কিছু
লইও না, রুটীও না, ঝুলিও না,
৯ গেঁজিয়ায় পয়সাও না; কিন্তু পায়ে
পাদুকা দেও, আর দুইটা আঙ্‌রাখা
১০ পরিও না। তিনি তাঁহাদিগকে
আরও কহিলেন, তোমরা যে কোন
স্থানে যে বাটীতে প্রবেশ করিবে,
সেই স্থান হইতে প্রস্থান করা পর্য্যন্ত
১১ সেই বাটীতেই থাকিও। আর যে
কোন স্থানের লোকে তোমাদিগকে
গ্রহণ না করে, এবং তোমাদের
কথাও না শুনে, তথা হইতে প্রস্থান
করিবার সময় তাহাদের উদ্দেশে
সাক্ষ্যের জন্য আপন আপন পায়ের
১২ ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিও। পরে তাঁহারা
প্রস্থান করিয়া এই কথা প্রচার
করিলেন যে, লোকেরা মন
১৩ ফিরাউক। আর তাঁহারা অনেক
ভূত ছাড়াইলেন, ও অনেক পীড়িত

১। মথি ১০; ১, ৯-১৪। লূক ৯; ১-৫।

লোককে তৈল মাখাইয়া তাহা-
দিগকে সুস্থ করিলেন।
১৪ আর[1] হেরোদ রাজা তাঁহার
কথা শুনিতে পাইলেন, কেননা
তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।
তখন তিনি বলিলেন, যোহন বাপ্তাই-
জক মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিয়া-
ছেন, আর সেই জন্য পরাক্রম সকল
তাঁহাতে কার্য্য সাধন করিতেছে।
১৫ কিন্তু কেহ কেহ বলিল, উনি এলিয়;
এবং কেহ কেহ বলিল, উনি এক
জন ভাববাদী, ভাববাদীদের মধ্যে
১৬ কোন এক জনের সদৃশ। কিন্তু
হেরোদ তাঁহার কথা শুনিয়া বলি-
লেন, আমি যে যোহনের মস্তক
ছেদন করিয়াছি, তিনিই উঠিয়াছেন।
১৭ কারণ হেরোদ আপন ভাই ফিলিপের
স্ত্রী হেরোদিয়ার নিমিত্ত আপনি
লোক পাঠাইয়া যোহনকে ধরিয়া
কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন, কেন-
না তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়া-
১৮ ছিলেন। কারণ যোহন হেরোদকে
বলিয়াছিলেন, ভাইয়ের স্ত্রীকে রাখা
১৯ আপনার বিধেয় নয়। আর হেরো-
দিয়া তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া
তাঁহাকে বধ করিতে চাহিতেছিল,
২০ কিন্তু পারিয়া উঠে নাই। কারণ
হেরোদ যোহনকে ধার্ম্মিক ও পবিত্র
লোক জানিয়া ভয় করিতেন ও
তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। আর
তাঁহার কথা শুনিয়া তিনি অতিশয়
উদ্বিগ্ন হইতেন, এবং তাঁহার কথা
২১ শুনিতে ভাল বাসিতেন। পরে
এক সুবিধার দিন উপস্থিত হইল,

১। মথি ১৪; ১-১২। লূক ৯; ৭-৯।

যখন হেরোদ আপনার জন্মদিনে
আপন মহৎ লোকদের, সেনাপতি-
গণের এবং গালীলের প্রধান লোক-
দের নিমিত্ত এক রাত্রিভোজ প্রস্তুত
২২ করিলেন; আর হেরোদিয়ার কন্যা
ভিতরে আসিয়া ও নাচিয়া হেরোদ
এবং যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ভোজে
বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তোষ
জন্মাইল। তাহাতে রাজা সেই কন্যা-
কে কহিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা
হয়, আমার কাছে চাও, আমি
২৩ তোমাকে দিব। আর তিনি শপথ
করিয়া তাহাকে কহিলেন, অর্দ্ধেক
রাজ্য পর্য্যন্ত হউক, আমার কাছে
যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে
২৪ দিব। তাহাতে সে বাহিরে গিয়া
আপন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,
কি চাহিব? সে বলিল, যোহন
২৫ বাপ্তাইজকের মস্তক। সে তৎক্ষণাৎ
সত্বর রাজার নিকটে আসিয়া তাহা
চাহিল, বলিল, আমি ইচ্ছা করি
যে, আপনি এখনই যোহন বাপ্তাই-
জকের মস্তক থালায় করিয়া আমা-
২৬ কে দিউন। তখন রাজা অতিশয়
দুঃখিত হইলেও আপন শপথ হেতু,
এবং যাহারা ভোজে বসিয়াছিল,
তাহাদের ভয়ে, তাহাকে ফিরাইয়া
২৭ দিতে চাহিলেন না। আর রাজা
তৎক্ষণাৎ এক জন সেনাকে পাঠাইয়া
যোহনের মস্তক আনিতে আজ্ঞা
করিলেন; সে কারাগারে গিয়া
২৮ তাঁহার মস্তক ছেদন করিল, পরে
তাঁহার মস্তক থালায় করিয়া আনিয়া
সেই কন্যাকে দিল, এবং কন্যা আপন
২৯ মাতাকে দিল। এই সংবাদ পাইয়া
তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহার
দেহ লইয়া গিয়া কবরে রাখিল।

## প্রভু যীশুর আরও কতকগুলি অলৌকিক কার্য্য।

যীশু পাঁচ হাজার লোককে আশ্চর্য্যরূপে আহার
দেন, এবং জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যান।

৩০ পরে প্রেরিতেরা যীশুর নিকটে
আসিয়া একত্র হইলেন; আর
তাঁহারা যাহা কিছু করিয়াছিলেন,
ও যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছিলেন,
সে সমস্তই তাঁহাকে জানাইলেন।
৩১ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
বিরলে এক নির্জ্জন স্থানে আসিয়া
কিছু কাল বিশ্রাম কর। কারণ
অনেক লোক আসা যাওয়া করিতে-
ছিল, তাই তাঁহাদের আহার
৩২ করিবারও অবকাশ ছিল না। পরে[১]
তাঁহারা নৌকাযোগে বিরলে এক
৩৩ নির্জ্জন স্থানে যাত্রা করিলেন। কিন্তু
লোকে তাঁহাদিগকে যাইতে দেখিল,
এবং অনেকে তাঁহাদিগকে চিনিতে
পারিল, তাই সকল নগর হইতে
পদব্রজে সেখানে দৌড়িয়া তাঁহাদের
৩৪ অগ্রে গেল। তখন যীশু বাহির
হইয়া বিস্তর লোক দেখিয়া তাহাদের
প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, কেননা
তাহারা পালক-বিহীন মেষপালের
ন্যায় ছিল; আর তিনি তাহা-
দিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে
লাগিলেন।
৩৫ পরে দিবা প্রায় অবসান হইলে
তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া

---

১। মথি ১৪, ১৩-৩২। লূক ৯, ১০-১৭।
যোহন ৬, ৫-২১।

তাঁহাকে কহিলেন, এ নির্জ্জন স্থান,
৩৬ এবং দিবাও অবসান-প্রায় ; ইহা-
দিগকে বিদায় করুন, যেন ইহারা
চারিদিকে পল্লীতে পল্লীতে ও গ্রামে
গ্রামে গিয়া আপনাদের নিমিত্ত
৩৭ খাদ্য দ্রব্য কিনিতে পারে। কিন্তু
তিনি উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে
কহিলেন, তোমরাই উহাদিগকে
আহার দেও। তাঁহারা কহিলেন,
আমরা গিয়া কি দুই শত সিকির
রুটী কিনিয়া লইয়া উহাদিগকে
৩৮ খাইতে দিব ? তিনি তাঁহাদিগকে
বলিলেন, তোমাদের কাছে কয়খানা
রুটী আছে ? গিয়া দেখ। তাঁহারা
দেখিয়া কহিলেন, পাঁচখানি রুটী
৩৯ এবং দুইটী মাছ আছে। তখন
তিনি সকলকে সবুজ ঘাসের উপরে
দলে দলে বসাইয়া দিতে আজ্ঞা
৪০ করিলেন। তাহারা শত শত জন
ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করিয়া সারি
৪১ সারি বসিয়া গেল। পরে তিনি সেই
পাঁচখানি রুটী ও দুইটী মাছ লইয়া
স্বর্গের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আশী-
র্ব্বাদ করিলেন এবং সেই রুটী কয়-
খানি ভাঙ্গিয়া লোকদের সম্মুখে
রাখিবার জন্য শিষ্যদিগকে দিতে
লাগিলেন ; আর সেই দুইটী মাছও
সকলকে ভাগ করিয়া দিলেন।
৪২ তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত
৪৩ হইল। পরে তাঁহারা গুঁড়াগাঁড়ায়
ভরা বারো ডালা এবং মাছও কিছু
৪৪ তুলিয়া লইলেন। যাহারা সেই
রুটী ভোজন করিয়াছিল, তাহারা
পাঁচ হাজার পুরুষ।

৪৫ পরে তিনি তৎক্ষণাৎ শিষ্যদিগকে
দৃঢ় করিয়া বলিয়া দিলেন, যেন
তাঁহারা নৌকায় উঠিয়া তাঁহার অগ্রে
পরপারে বৈৎসৈদার দিকে যান, আর
ইতিমধ্যে তিনি লোকদিগকে বিদায়
৪৬ দেন। লোকদিগকে বিদায় করিয়া
তিনি প্রার্থনা করিবার জন্য পর্ব্বতে
৪৭ চলিয়া গেলেন। যখন সন্ধ্যা হইল,
তখন নৌকাখানি সমুদ্রের মাঝখানে
ছিল, এবং তিনি একাকী স্থলে
৪৮ ছিলেন। পরে সম্মুখ বাতাস প্রযুক্ত
তাঁহারা নৌকা বাহিতে বাহিতে কষ্ট
পাইতেছেন দেখিয়া, তিনি প্রায়
চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে সমুদ্রের উপর
দিয়া হাঁটিয়া তাঁহাদের নিকটে
আসিলেন, এবং তাঁহাদিগকে ছাড়া-
৪৯ ইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু
সমুদ্রের উপর দিয়া তাঁহাকে হাঁটিতে
দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন,
অপচ্ছায়া, আর চেঁচাইয়া উঠিলেন ;
৫০ কারণ সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া-
ছিলেন ও ব্যাকুল হইয়াছিলেন।
কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের
সহিত কথা কহিলেন, তাঁহাদিগকে
বলিলেন, সাহস কর, এ আমি, ভয়
৫১ করিও না। পরে তিনি তাঁহাদের
নিকটে নৌকায় উঠিলেন, আর
বাতাস থামিয়া গেল ; তাহাতে
তাঁহারা মনে মনে যার পর নাই
৫২ আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। কেননা
রুটীর বিষয় তাঁহারা বুঝিতে পারেন
নাই, তাঁহাদের অন্তঃকরণ কঠিন
হইয়া পড়িয়াছিল।

৫৩ পরে তাঁহারা পার হইয়া স্থলে,
গিনেষরৎ প্রদেশে, আসিয়া নৌকা
৫৪ লাগাইলেন। আর নৌকা হইতে

৫৫ বাহির হইলে লোকেরা তৎক্ষণাৎ
তাঁহাকে চিনিয়া সমুদয় অঞ্চলে
চারিদিকে দৌড়িতে লাগিল, আর
পীড়িত লোকদিগকে খাটের উপরে
করিয়া, তিনি যে কোন স্থানে
আছেন শুনিতে পাইল, সেই স্থানে
৫৬ আনিতে লাগিল। আর গ্রামে, কি
নগরে, কি পল্লীতে, যে কোন স্থানে
তিনি প্রবেশ করিলেন, সেই স্থানে
তাহারা পীড়িতদিগকে বাজারে
বসাইল; এবং তাঁহাকে বিনতি
করিল, যেন উহারা তাঁহার বস্ত্রের
থোপমাত্র স্পর্শ করিতে পায়, আর
যত লোক তাঁহাকে স্পর্শ করিল,
সকলেই সুস্থ হইল।

### অশুচিতা-বিষয়ক উপদেশ।

৭ আর[১] ফরীশীরা ও কয়েক জন
অধ্যাপক যিরূশালেম হইতে আসিয়া
তাঁহার নিকটে একত্র হইল।
২ তাহারা দেখিল যে, তাঁহার কয়েক
জন শিষ্য অশুচি অর্থাৎ অধৌত হস্তে
৩ আহার করিতেছে।—ফরীশিগণ
ও যিহূদীরা সকলে প্রাচীনদের
পরম্পরাগত বিধি মান্য করায় ভাল
করিয়া হাত না ধুইয়া আহার করে
৪ না। আর বাজার হইতে আসিলে
তাহারা স্নান না করিয়া আহার
করে না; এবং তাহারা আরও
অনেক বিষয় মানিবার আদেশ
প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা, ঘটী, ঘড়া ও
পিত্তলের নানা পাত্র ধৌত করা।—
৫ পরে ফরীশীরা ও অধ্যাপকেরা
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার
শিষ্যেরা প্রাচীনদের পরম্পরাগত
বিধি অনুসারে চলে না, কিন্তু অশুচি
হস্তে আহার করে, ইহার কারণ
৬ কি? তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
কপটীরা, যিশাইয় তোমাদের বিষয়ে
বিলক্ষণ ভাববাণী বলিয়াছেন, যেমন
লেখা আছে,*

"এই লোকেরা ওষ্ঠাধরে আমার
সম্মান করে,
কিন্তু ইহাদের অন্তঃকরণ আমা
হইতে দূরে থাকে।
৭ ইহারা অনর্থক আমার আরাধনা
করে, মনুষ্যদের আদেশ ধর্ম্মসূত্র
বলিয়া শিক্ষা দেয়।"

৮ তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা ত্যাগ করিয়া
মনুষ্যদের পরম্পরাগত বিধি ধরিয়া
৯ রহিয়াছ। তিনি তাহাদিগকে আরও
কহিলেন, তোমাদের পরম্পরাগত
বিধি পালনের নিমিত্ত তোমরা
ঈশ্বরের আজ্ঞা বিলক্ষণ অমান্য
১০ করিতেছ। কেননা মোশি বলিয়া-
ছেন,† "তুমি আপন পিতাকে ও
আপন মাতাকে সমাদর কর," আর
"যে কেহ পিতার কি মাতার নিন্দা
১১ করে, তাহার প্রাণদণ্ড হউক।" কিন্তু
তোমরা বলিয়া থাক, মনুষ্য যদি
পিতাকে কিম্বা মাতাকে বলে, 'আমা
হইতে যাহা দিয়া তোমার উপকার
হইতে পারিত, তাহা কর্ব্বান্, অর্থাৎ
১২ ঈশ্বরকে দত্ত হইয়াছে,' তোমরা
তাহাকে পিতার কি মাতার জন্য
১৩ আর কিছুই করিতে দেও না। এই-
রূপে তোমাদের সমর্পিত পরম্পরা-

১। মথি ১৫ অধ্যায়।

* যিশাইয় ২৯; ১৩।

† যাত্রা ২০; ১২। ২১; ১৭। দ্বি বি ৫, ১৬।

গত বিধি দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের
বাক্য নিষ্ফল করিতেছ; আর এই
প্রকার অনেক ক্রিয়া করিয়া থাক।
১৪ পরে তিনি লোকসমূহকে পুনরায়
কাছে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা
সকলে আমার কথা শুন ও বুঝ।
১৫ মনুষ্যের বাহিরে এমন কিছুই নাই,
যাহা তাহার ভিতরে গিয়া তাহাকে
১৬ অশুচি করিতে পারে; কিন্তু যাহা
যাহা মনুষ্য হইতে বাহির হয়,
সেই সকলই মনুষ্যকে অশুচি
করে।
১৭ পরে তিনি লোকসমূহের নিকট
হইতে গৃহমধ্যে আসিলে তাঁহার
শিষ্যেরা তাঁহাকে সেই দৃষ্টান্তটীর ভাব
১৮ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহা-
দিগকে কহিলেন, তোমরাও কি
এমন অবোধ? তোমরা কি বুঝ না
যে, যাহা কিছু বাহির হইতে মনুষ্যের
ভিতরে যায়, তাহা তাহাকে অশুচি
১৯ করিতে পারে না? তাহা ত তাহার
হৃদয়ে প্রবেশ করে না, কিন্তু উদরে
প্রবেশ করে, এবং বহিঃস্থানে গিয়া
পড়ে। এ কথায় তিনি সমস্ত খাদ্য
২০ দ্রব্যকে শুচি বলিলেন। তিনি আরও
কহিলেন, মনুষ্য হইতে যাহা বাহির
হয়, তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে।
২১ কেননা ভিতর হইতে, মনুষ্যদের
অন্তঃকরণ হইতে, কুচিন্তা বাহির
২২ হয়—বেশ্যাগমন, চৌর্য্য, নরহত্যা,
ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, ছল,
লম্পটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অভিমান
২৩ ও মূর্খতা; এই সকল মন্দ বিষয়
ভিতর হইতে বাহির হয়, এবং
মনুষ্যকে অশুচি করে।

## প্রভু যীশুর আরও কয়েকটী অলৌকিক কার্য্য।

যীশু একটী ভূতগ্রস্ত বালিকাকে সুস্থ করেন, এবং চারি হাজার লোককে আশ্চর্য্যরূপে আহার দেন। তদ্বিষয়ে শিক্ষা।

২৪ পরে তিনি উঠিয়া সে স্থান
হইতে সোর ও সীদোন অঞ্চলে
গমন করিলেন। আর তিনি এক
বাটীতে প্রবেশ করিলেন, ইচ্ছা
করিলেন, যেন কেহ জানিতে না
পারে; কিন্তু গুপ্ত থাকিতে পারি-
২৫ লেন না। কারণ তখনই একটী
স্ত্রীলোক, যাহার একটী মেয়ে ছিল,
আর সেটীকে অশুচি আত্মায়
পাইয়াছিল, তাঁহার বিষয় শুনিতে
পাইয়া আসিয়া তাঁহার চরণে
২৬ পড়িল। স্ত্রীলোকটী গ্রীক, জাতিতে
সুর-ফৈনীকী। সে তাঁহাকে বিনতি
করিতে লাগিল, যেন তিনি তাহার
২৭ কন্যার ভূত ছাড়াইয়া দেন। তিনি
তাহাকে কহিলেন, প্রথমে সন্তানেরা
তৃপ্ত হউক, কেননা সন্তানদের খাদ্য
লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া
২৮ দেওয়া ভাল নয়। কিন্তু স্ত্রীলোকটী
উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, হাঁ,
প্রভু, আর কুকুরেরাও মেজের নীচে
ছেলেদের খাদ্যের গুঁড়াগাঁড়া খায়।
২৯ তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, এই
বাক্য প্রযুক্ত চলিয়া যাও, তোমার
৩০ কন্যার ভূত ছাড়িয়া গিয়াছে। পরে
সে গৃহে গিয়া দেখিতে পাইল,
কন্যাটী শয্যায় শুইয়া আছে, এবং
ভূত বাহির হইয়া গিয়াছে।
৩১ পরে তিনি সোর অঞ্চল হইতে
বাহির হইলেন এবং সীদোন হইয়া

দিকাপলি অঞ্চলের মধ্য দিয়া
গালীল-সাগরের নিকটে আসি-
৩২ লেন। তখন লোকেরা এক জন
বধির তোৎলাকে তাঁহার নিকটে
আনিয়া তাঁহাকে তাহার উপরে
হস্তার্পণ করিতে বিনতি করিল।
৩৩ তিনি তাহাকে ভিড়ের মধ্য হইতে
বিরলে এক পার্শ্বে আনিয়া তাহার
দুই কর্ণে আপন অঙ্গুলী দিলেন,
থুথু ফেলিলেন, ও তাহার জিহ্বা
৩৪ স্পর্শ করিলেন। আর তিনি স্বর্গের
দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস
ছাড়িয়া তাহাকে কহিলেন,
ইপ্‌ফাথা, অর্থাৎ খুলিয়া যাউক।
৩৫ তাহাতে তাহার কর্ণ খুলিয়া গেল,
জিহ্বার বন্ধন মুক্ত হইল, আর সে
৩৬ স্পষ্ট কথা কহিতে লাগিল। পরে
তিনি তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন,
তোমরা এ কথা কাহাকেও বলিও
না; কিন্তু তিনি যত বারণ করিলেন,
ততই তাহারা আরও অধিক প্রচার
৩৭ করিল। আর তাহারা যার পর
নাই চমৎকৃত হইল, বলিল, ইনি
সকলই উত্তমরূপে করিয়াছেন, ইনি
বধিরদিগকে শুনিবার শক্তি, এবং
বোবাদিগকে কথা কহিবার শক্তি
দান করেন।

৮ সেই সময়ে যখন আবার লোকের
ভিড় হইল, আর তাহাদের কাছে
কিছু খাবার ছিল না, তখন তিনি
আপন শিষ্যদিগকে নিকটে ডাকিয়া
২ কহিলেন, এই লোকসমূহের প্রতি
আমার করুণা হইতেছে; কেননা
ইহারা আজ তিন দিবস আমার
সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে, এবং ইহাদের
৩ নিকটে খাবার কিছুই নাই। আর
আমি যদি ইহাদিগকে অনাহারে
গৃহে বিদায় করি, তবে ইহারা পথে
মূর্চ্ছা পড়িবে; আবার ইহাদের
মধ্যে কেহ কেহ দূর হইতে
৪ আসিয়াছে। তাঁহার শিষ্যেরা উত্তর
করিলেন, এখানে প্রান্তরের মধ্যে
কে কোথা হইতে রুটী দিয়া এ
সকল লোককে তৃপ্ত করিতে
৫ পারিবে? তিনি তাঁহাদিগকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের
কাছে কয়খানা রুটী আছে?
৬ তাঁহারা কহিলেন, সাতখানা। পরে
তিনি লোকদিগকে ভূমিতে বসিতে
আজ্ঞা করিলেন, এবং সেই সাত-
খানি রুটী লইয়া ধন্যবাদপূর্ব্বক
ভাঙ্গিয়া লোকদের সম্মুখে রাখিবার
জন্য শিষ্যদিগকে দিতে লাগিলেন;
তাঁহারা লোকদের সম্মুখে রাখি-
৭ লেন। তাঁহাদের নিকটে কয়েকটী
ছোট ছোট মাছও ছিল, তিনি
আশীর্ব্বাদ করিয়া সেগুলিও লোক-
দের সম্মুখে রাখিতে বলিলেন।
৮ তাহাতে লোকেরা আহার করিয়া
তৃপ্ত হইল; এবং তাঁহারা অবশিষ্ট
গুঁড়াগাঁড়া সাত ঝুড়ি তুলিয়া লই-
৯ লেন। লোক ছিল কমবেশ চারি
হাজার; পরে তিনি তাহাদিগকে
১০ বিদায় করিলেন। আর তখনই তিনি
শিষ্যগণের সহিত নৌকায় উঠিয়া
দল্‌মনুথা প্রদেশে আসিলেন।
১১ পরে[১] ফরীশীরা বাহিরে আসিয়া
তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতে

১। মথি ১৬. ১-১৬। লূক ৯, ১৮-২০।

লাগিল, পরীক্ষাভাবে তাঁহার
নিকটে আকাশ হইতে এক চিহ্ন
১২ দেখিতে চাহিল। তখন তিনি
আত্মায় দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া
কহিলেন, এই কালের লোকেরা
কেন চিহ্নের অন্বেষণ করে ? আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই
লোকদিগকে কোন চিহ্ন দেখান
১৩ যাইবে না। পরে তিনি তাহা-
দিগকে ছাড়িয়া আবার নৌকায়
উঠিয়া অন্য পারে গেলেন।
১৪ আর শিষ্যগণ রুটী লইতে ভুলিয়া
গিয়াছিলেন, নৌকায় তাঁহাদের
কাছে কেবল একখানি ব্যতীত আর
১৫ রুটী ছিল না। পরে তিনি তাঁহা-
দিগকে আজ্ঞা করিলেন, সাবধান,
তোমরা ফরীশীদের তাড়ীর বিষয়ে ও
হেরোদের তাড়ীর বিষয়ে সাবধান
১৬ থাকিও। তাহাতে তাঁহারা পরস্পর
তর্ক করিয়া বলিতে লাগিলেন,
আমাদের কাছে ত রুটী নাই।
১৭ তাহা বুঝিয়া যীশু তাঁহাদিগকে
কহিলেন, তোমাদের রুটী নাই
বলিয়া কেন তর্ক করিতেছ ?
তোমরা কি এখনও কিছু জানিতে
পারিতেছ না, বুঝিতে পারিতেছ
না ? তোমাদের অন্তঃকরণ কি কঠিন
১৮ হইয়া রহিয়াছে ? চক্ষু থাকিতে কি
দেখিতে পাও না ? কর্ণ থাকিতে
কি শুনিতে পাও না ? আর মনেও
১৯ কি পড়ে না ? আমি যখন পাঁচ
হাজার লোকের মধ্যে পাঁচখানা
রুটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম, তখন
তোমরা গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা কত ডালা
তুলিয়া লইয়াছিলে ? তাঁহারা
২০ কহিলেন, বারো ডালা। আর যখন
চারি হাজার লোকের মধ্যে সাত-
খানা রুটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম,
তখন গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা কত ঝুড়ি
তুলিয়া লইয়াছিলে ? তাঁহারা
২১ কহিলেন, সাত ঝুড়ি। তিনি তাঁহা-
দিগকে কহিলেন, তোমরা কি
এখনও বুঝিতে পারিতেছ না ?

যীশু এক জন অন্ধকে দৃষ্টি দেন।

২২ পরে তাঁহারা বৈৎসৈদাতে আসি-
লেন ; আর লোকেরা এক জন
অন্ধকে তাঁহার নিকটে আনিয়া
তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন তিনি
২৩ তাহাকে স্পর্শ করেন। তখন তিনি
সেই অন্ধের হাত ধরিয়া তাহাকে
গ্রামের বাহিরে লইয়া গেলেন ;
পরে তাহার চক্ষুতে থুথু দিয়া ও
তাহার উপরে হস্তার্পণ করিয়া
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু
২৪ দেখিতে পাইতেছ ? সে চক্ষু তুলিয়া
চাহিল ও বলিল, মানুষ দেখিতেছি,
গাছের মতন দেখিতেছি, বেড়াই-
২৫ তেছে। তখন তিনি তাহার চক্ষুর
উপরে আবার হস্তার্পণ করিলেন,
তাহাতে সে স্থির দৃষ্টি করিল, ও সুস্থ
হইল, স্পষ্টরূপে সকলই দেখিতে
২৬ পাইল। পরে তিনি তাহাকে তাহার
বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন, বলিলেন,
এই গ্রামে প্রবেশ করিও না।

**যীশু আপন মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য বলেন।**

২৭ পরে যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ
প্রস্থান করিয়া কৈসরিয়া-ফিলিপী
অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে গেলেন।

আর পথিমধ্যে তিনি আপন শিষ্য-
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি
কে, এ বিষয়ে লোকে কি বলে?
২৮ তাঁহারা তাঁহাকে কহিলেন, অনেকে
বলে, আপনি যোহন বাপ্তাইজক;
আর কেহ কেহ বলে, আপনি
এলিয়; আর কেহ কেহ বলে,
আপনি ভাববাদিগণের মধ্যে এক
২৯ জন। তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, কিন্তু তোমরা কি বল?
আমি কে? পিতর উত্তর করিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, আপনি সেই
৩০ খ্রীষ্ট। তখন তিনি তাঁহার কথা
কাহাকেও বলিতে তাঁহাদিগকে
দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দিলেন।
৩১ পরে[১] তিনি তাঁহাদিগকে এই
শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন যে,
মনুষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখ ভোগ
করিতে হইবে, এবং প্রাচীনবর্গ,
প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক
অগ্রাহ্য হইতে হইবে, হত হইতে
হইবে, আর তিন দিন পরে আবার
৩২ উঠিতে হইবে। এই কথা তিনি
স্পষ্টরূপেই কহিলেন। তাহাতে
পিতর তাঁহাকে কাছে লইয়া অনু-
৩৩ যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু
তিনি মুখ ফিরাইয়া আপন শিষ্য-
গণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পিতরকে
অনুযোগ করিলেন, বলিলেন,
আমার সম্মুখ হইতে দূর হও,
শয়তান; কেননা যাহা ঈশ্বরের,
তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের,
৩৪ তাহাই তুমি ভাবিতেছ। পরে
তিনি আপন শিষ্যগণের সহিত
লোকসমূহকেও ডাকিয়া কহিলেন,
কেহ যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে
ইচ্ছা করে, সে আপনাকে অস্বীকার
করুক, আপন ক্রুশ তুলিয়া
লউক, এবং আমার পশ্চাদগামী
৩৫ হউক। কেননা যে কেহ আপন
প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে
তাহা হারাইবে; কিন্তু যে কেহ
আমার এবং সুসমাচারের নিমিত্ত
আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা
৩৬ করিবে। বস্তুতঃ মনুষ্য যদি সমুদয়
জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ
খোয়ায়, তবে তাহার কি লাভ
৩৭ হইবে? কিম্বা মনুষ্য আপন প্রাণের
৩৮ পরিবর্ত্তে কি দিতে পারে? কেননা
যে কেহ এই কালের ব্যভিচারী ও
পাপিষ্ঠ লোকদের মধ্যে আমাকে
ও আমার বাক্যকে লজ্জার বিষয়
জ্ঞান করে, মনুষ্যপুত্র তাহাকে
লজ্জার বিষয় জ্ঞান করিবেন, যখন
তিনি পবিত্র দূতগণের সহিত আপন
পিতার প্রতাপে আসিবেন।

৯ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া
রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কয়েক
জন আছে, যাহারা কোন মতে
মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না, যে
পর্য্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্য পরাক্রমের
সহিত আসিতে না দেখে।

### যীশুর রূপান্তর।

২ ছয় দিন[১] পরে যীশু কেবল
পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে

১। মথি ১৬, ২১-২৮। ১৭, ১-২৩। লূক ৯, ২২-৪৫।

১। মথি ১৭; ১-১৩। লূক ৯, ২৮-৩৬।

করিয়া বিরলে এক উচ্চ পর্ব্বতে
লইয়া গেলেন, আর তিনি তাঁহাদের
৩ সাক্ষাতে রূপান্তরিত হইলেন। আর
তাঁহার বস্ত্র উজ্জ্বল, এবং অতিশয়
শুভ্রবর্ণ হইল, পৃথিবীস্থ কোন
রজক সেইরূপ শুভ্রবর্ণ করিতে
৪ পারে না। আর এলিয় ও মোশি
তাঁহাদিগকে দেখা দিলেন ; তাঁহারা
যীশুর সহিত কথোপকথন করিতে
৫ লাগিলেন। তখন পিতর যীশুকে
কহিলেন, রব্বি, এখানে আমাদের
থাকা ভাল ; আমরা তিনটী কুটীর
নির্ম্মাণ করি, একটী আপনার জন্য,
একটী মোশির জন্য, এবং একটী
৬ এলিয়ের জন্য। কারণ কি বলিতে
হইবে, তাহা তিনি বুঝিলেন না,
কেননা তাঁহারা অত্যন্ত ভীত
৭ হইয়াছিলেন। পরে একখানি মেঘ
উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ছায়া
করিল ; আর সেই মেঘ হইতে
এই বাণী হইল, 'ইনি আমার প্রিয়
৮ পুত্র, ইহাঁর কথা শুন।' পরে
হঠাৎ তাঁহারা চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া
আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন
না, দেখিলেন, কেবল একা যীশু
তাঁহাদের সঙ্গে রহিয়াছেন।
৯ পর্ব্বত হইতে নামিবার সময়ে
তিনি তাঁহাদিগকে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া
কহিলেন, তোমরা যাহা যাহা
দেখিলে, তাহা কাহাকেও বলিও
না, যাবৎ মৃতগণের মধ্য হইতে
১০ মনুষ্যপুত্রের উত্থান না হয়। তখন,
মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থান কি,
তাঁহারা এই বিষয় পরস্পর
জিজ্ঞাসাবাদ করতঃ সেই কথা
আপনাদের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।
১১ পরে তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, বলিলেন, অধ্যাপকেরা ত
বলেন, প্রথমে এলিয়কে আসিতে
১২ হইবে। তিনি তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, এলিয় প্রথমে আসিয়া সকল
বিষয়ের সুধারা পুনঃস্থাপন করিবেন
বটে ; আর মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে
কিরূপেই বা লেখা রহিয়াছে[১] যে,
তাঁহাকে অনেক দুঃখ পাইতে ও
১৩ অবজ্ঞাত হইতে হইবে ? কিন্তু আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, এলিয়ের
বিষয়ে যেরূপ লেখা আছে,
তদনুসারে তিনি আসিয়া গিয়াছেন,
এবং লোকেরা তাঁহার প্রতি যাহা
ইচ্ছা, তাহাই করিয়াছে[*]।

## যীশুর বিবিধ কর্ম্ম ও শিক্ষা।

যীশু এক জন ভূতগ্রস্ত[২] বালককে সুস্থ করেন।

১৪ পরে তাঁহারা শিষ্যগণের নিকটে
আসিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের চারি-
দিকে অনেক লোক, আর
অধ্যাপকেরা তাঁহাদের সহিত
১৫ বাদানুবাদ করিতেছে। তাঁহাকে
দেখিবামাত্র সমস্ত লোক অতিশয়
চমৎকৃত হইল, ও তাঁহার নিকটে
দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে মঙ্গলবাদ
১৬ করিল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, ইহাদের সঙ্গে তোমরা
কোন্ বিষয়ে বাদানুবাদ করিতেছ ?
১৭ তাহাতে লোকদের মধ্যে এক জন

---

১। যিশ ৫৩ অধ্যায়।
* মাল ৪, ৫।
২। মথি ১৭ ; ১৪-২১। লূক ৯ ; ৩৭-৪০।

উত্তর করিল, হে গুরু, আমার
পুত্রটীকে আপনার কাছে আনিয়া-
ছিলাম, তাহাকে বোবা আত্মায়
১৮ পাইয়াছে; আর সেটী তাহাকে
যেখানে ধরে, সেইখানে আছাড়
মারে, আর তাহার মুখে ফেনা
উঠে, এবং সে দাঁত কিড়মিড়
করে, আর কাট হইয়া যায়;
আমি আপনার শিষ্যদিগকে তাহা
ছাড়াইতে বলিলাম, কিন্তু তাঁহারা
১৯ পারিলেন না। তিনি উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে
অবিশ্বাসি বংশ, আমি কত কাল
তোমাদের নিকটে থাকিব? কত
কাল তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা
করিব? উহাকে আমার নিকটে
২০ আন। তাহারা তাহাকে তাঁহার
নিকটে আনিল; তাঁহাকে দেখিবা-
মাত্র সেই আত্মা তাহাকে অতিশয়
মুচড়াইয়া ধরিল, আর সে ভূমিতে
পড়িয়া ফেনা ভাঙ্গিয়া গড়াগড়ি
২১ দিতে লাগিল। তখন তিনি তাহার
পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার
কত দিন এমন হইয়াছে? সে
২২ কহিল, ছেলে বেলা থেকে; আর
সেই আত্মা ইহাকে বিনাশ করিবার
নিমিত্ত অনেক বার আগুনে ও
অনেক বার জলে ফেলিয়া দিয়াছে;
কিন্তু আপনি যদি কিছু করিতে
পারেন, তবে আমাদের প্রতি দয়া
২৩ করিয়া উপকার করুন। যীশু
তাহাকে কহিলেন, যদি পারেন!
যে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে
২৪ সকলই সাধ্য। অমনি সেই
বালকের পিতা চেঁচাইয়া অশ্রু-
পাতপূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, বিশ্বাস
করিতেছি, আমার অবিশ্বাসের
২৫ প্রতীকার করুন। পরে লোকেরা
একসঙ্গে দৌড়িয়া আসিতেছে
দেখিয়া যীশু সেই অশুচি আত্মাকে
ধমকাইয়া কহিলেন, হে বধির
গোঁগা আত্মা, আমিই তোমাকে
আজ্ঞা দিতেছি, ইহা হইতে বাহির
হও, আর কখনও ইহার মধ্যে
২৬ প্রবেশ করিও না। তখন সে
চেঁচাইয়া তাহাকে অতিশয়
মুচড়াইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল;
তাহাতে বালকটী মরার মতন হইয়া
পড়িল, এমন কি অধিকাংশ লোক
২৭ বলিল, সে মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু
যীশু তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে
২৮ তুলিলে সে উঠিল। পরে তিনি
গৃহে আসিলে তাঁহার শিষ্যেরা
বিজনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
আমরা কেন সেটা ছাড়াইতে
২৯ পারিলাম না? তিনি কহিলেন,
প্রার্থনা ভিন্ন আর কিছুতেই এই
জাতি বাহির হয় না।

যীশু দ্বিতীয় বার আপন মৃত্যুর বিষয় বলেন।

৩০ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া
তাঁহারা গালীলের মধ্য দিয়া গমন
করিলেন, আর তাঁহার ইচ্ছা ছিল
না যে, কেহ তাহা জানিতে পায়।
৩১ কেননা তিনি আপন শিষ্যদিগকে
উপদেশ দিয়া বলিতেন, মনুষ্যপুত্র
মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন:
তাহারা তাঁহাকে বধ করিবে: হত
হইলে পর তিনি তিন দিন পরে
৩২ উঠিবেন। কিন্তু তাঁহারা সেই কথা

বুঝিলেন না, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিতেও ভয় করিলেন ।

প্রকৃত ভাবে শ্রেষ্ঠ কে, এবং ধর্ম্ম-পথে বিঘ্ন দানের
ফল কি, এ বিষয়ে শিক্ষা ।

৩৩ পরে[১] তাঁহারা কফরনাহূমে
আসিলেন ; আর গৃহমধ্যে উপস্থিত
হইলে তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, পথে তোমরা কোন্ বিষয়ে
৩৪ তর্কবিতর্ক করিতেছিলে ? তাঁহারা
চুপ করিয়া রহিলেন, কারণ কে
শ্রেষ্ঠ, পথে পরস্পর এই বিষয়ে
৩৫ বাদানুবাদ করিয়াছিলেন । তখন
তিনি বসিয়া সেই বারো জনকে
ডাকিয়া কহিলেন, কেহ যদি প্রথম
হইতে ইচ্ছা করে, তবে সে সকলের
শেষে থাকিবে ও সকলের পরি-
৩৬ চারক হইবে । পরে তিনি একটী
শিশুকে লইয়া তাঁহাদের মধ্যে দাঁড়
করাইয়া দিলেন এবং তাহাকে
কোলে করিয়া তাঁহাদিগকে
৩৭ কহিলেন, যে কেহ আমার নামে
ইহার মত কোন শিশুকে গ্রহণ করে,
সে আমাকেই গ্রহণ করে ; আর
যে কেহ আমাকে গ্রহণ করে, সে
আমাকে নয়, কিন্তু যিনি আমাকে
প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই গ্রহণ
করে ।

৩৮ যোহন তাঁহাকে কহিলেন, হে
গুরু, আমরা এক ব্যক্তিকে আপনার
নামে ভূত ছাড়াইতে দেখিয়াছিলাম,
আর তাহাকে বারণ করিতেছিলাম,
কারণ সে আমাদের পশ্চাদ্গমন
৩৯ করে না । কিন্তু যীশু কহিলেন,
তাহাকে বারণ করিও না, কারণ
এমন কেহ নাই, যে আমার নামে
পরাক্রম-কার্য্য করিয়া সহজে
৪০ আমার নিন্দা করিতে পারে । কারণ
যে কেহ আমাদের বিপক্ষ নয়, সে
৪১ আমাদের সপক্ষ । বাস্তবিক যে
কেহ তোমাদিগকে খ্রীষ্টের লোক
বলিয়া এক বাটী জল পান করিতে
দেয়, আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, সে কোন মতে আপন
৪২ পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে না । আর
এই যে ক্ষুদ্রগণ আমাতে বিশ্বাস
করে, যে কেহ তাহাদের এক জনের
বিঘ্ন জন্মায়, বরং তাহার গলায়
বৃহৎ যাঁতা বাঁধিয়া তাহাকে সমুদ্রে
ফেলিয়া দিলেও তাহার পক্ষে
৪৩ ভাল । আর তোমার হস্ত যদি
তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা
৪৪ কাটিয়া ফেল ; দুই হস্ত লইয়া
নরকে, সেই অনির্ব্বাণ অগ্নিতে,
যাওয়া অপেক্ষা, বরং নুলা হইয়া
জীবনে প্রবেশ করা তোমার
৪৫ ভাল । আর তোমার চরণ যদি
তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা
কাটিয়া ফেল ; দুই চরণ লইয়া
নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং
খোঁড়া হইয়া জীবনে প্রবেশ করা
৪৬ তোমার ভাল । আর তোমার চক্ষু
যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা
৪৭ উৎপাটন করিয়া ফেল ; দুই চক্ষু
লইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা
বরং একচক্ষু হইয়া ঈশ্বরের রাজ্যে
৪৮ প্রবেশ করা তোমার ভাল ; নরকে
ত লোকদের কীট মরে না, এবং
৪৯ অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না । বস্তুতঃ

১। মথি ১৮, ১-৫। লূক ৯, ৪৬-৫০।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে অগ্নিরূপ লবণে
লবণাক্ত করা যাইবে, এবং প্রত্যেক
বলিকে লবণে লবণাক্ত করা
৫০ যাইবে। লবণ ভাল, কিন্তু লবণ
যদি লবণত্ব হারায়, তবে তোমরা
কিসে তাহা আস্বাদযুক্ত করিবে?
তোমরা আপন আপন অন্তরে লবণ
রাখ, এবং পরস্পর শান্তিতে
থাক।

### স্ত্রী-পরিত্যাগ বিষয়ে শিক্ষা।

১০ সেই স্থান হইতে উঠিয়া তিনি
যিহূদিয়ার অঞ্চলে ও যর্দ্দনের পর-
পারে আসিলেন; তাহাতে তাঁহার
নিকটে আবার লোক সমাগত
হইতে লাগিল, এবং তিনি নিজ
রীতি অনুসারে আবার তাহাদিগকে
২ উপদেশ দিলেন। তখন[১] ফরীশীরা
নিকটে আসিয়া পরীক্ষাভাবে
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, স্ত্রী
পরিত্যাগ করা কি পুরুষের পক্ষে
৩ বিধেয়? তিনি উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, মোশি
তোমাদিগকে কি আজ্ঞা দিয়াছেন?
৪ তাহারা কহিল, ত্যাগপত্র লিখিয়া
আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার
৫ অনুমতি মোশি দিয়াছেন*। যীশু
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের
অন্তঃকরণ কঠিন বলিয়া তিনি এই
৬ বিধি লিখিয়াছেন; কিন্তু সৃষ্টির
আদি হইতে ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী
করিয়া তাহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়া-
৭ ছেন; "এই কারণ মনুষ্য আপন
পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন
৮ স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, আর সে দুই
জন একাঙ্গ হইবে;"* সুতরাং
তাহারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ।
৯ অতএব ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া
দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ
১০ না করুক। পরে শিষ্যেরা গৃহে
আবার সেই বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
১১ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, যে কেহ আপন স্ত্রীকে
পরিত্যাগ করিয়া অন্যাকে বিবাহ
করে, সে তাহার বিরুদ্ধে ব্যভিচার
১২ করে; আর স্ত্রী যদি আপন
স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আর
এক জনকে বিবাহ করে, তবে সেও
ব্যভিচার করে।

### শিশুদের বিষয়ে শিক্ষা।

১৩ পরে লোকেরা কতকগুলি শিশুকে
তাঁহার নিকটে আনিল, যেন তিনি
তাহাদিগকে স্পর্শ করেন; তাহাতে
শিষ্যেরা উহাদিগকে ভর্ৎসনা করি-
১৪ লেন। কিন্তু যীশু তাহা দেখিয়া
অসন্তুষ্ট হইলেন, আর তাঁহাদিগকে
কহিলেন, শিশুদিগকে আমার
নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও
না; কেননা ঈশ্বরের রাজ্য এই
১৫ মত লোকদেরই। আমি তোমা-
দিগকে সত্য বলিতেছি, যে ব্যক্তি
শিশুবৎ হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ
না করে, সে কোন মতে তাহাতে
১৬ প্রবেশ করিতে পাইবে না। পরে
তিনি তাহাদিগকে কোলে করি-

১। মথি ১৯; ১-৩০। ২০; ১৭-৩৪। লূক ১৮
১৫-৪৩।

* দ্বি বি ২৪; ১, ৩।

* আদি ১; ২৭। ২; ২৪।

লেন, ও তাহাদের উপরে হস্তার্পণ
করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে শিক্ষা।

১৭ পরে তিনি বাহির হইয়া পথে
যাইতেছেন, এমন সময়ে এক জন[১]
দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে
জানু পাতিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে
সদ্‌গুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী
হইবার জন্য আমি কি করিব?
১৮ যীশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে
সৎ কেন বলিতেছ? এক জন
ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই,
১৯ তিনি ঈশ্বর। তুমি আজ্ঞা সকল
জান, "নরহত্যা করিও না, ব্যভিচার
করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা-
সাক্ষ্য দিও না, প্রবঞ্চনা করিও না,
তোমার পিতামাতাকে সমাদর
২০ করিও"।* সেই ব্যক্তি তাঁহাকে
কহিল, হে গুরু, বাল্যকাল অবধি
এই সকল পালন করিয়া আসি-
২১ তেছি। যীশু তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত
করিয়া তাহাকে ভাল বাসিলেন,
এবং কহিলেন, এক বিষয়ে তোমার
ত্রুটি আছে, যাও, তোমার যাহা
কিছু আছে, বিক্রয় কর, আর
দরিদ্রদিগকে দান কর, তাহাতে
স্বর্গে ধন পাইবে; আর আইস,
২২ আমার পশ্চাদ্গামী হও। এই
কথায় সে বিষণ্ন হইল, দুঃখিত
হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার
বিস্তর সম্পত্তি ছিল।

২৩ তখন যীশু চারিদিকে দৃষ্টিপাত
করিয়া আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন,
যাহাদের ধন আছে, তাহাদের পক্ষে
ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন
২৪ দুষ্কর! তাঁহার কথায় শিষ্যেরা
চমৎকৃত হইলেন; কিন্তু যীশু পুন-
র্ব্বার তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎস-
গণ, যাহারা ধনে নির্ভর করে,
ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তাহা-
২৫ দের পক্ষে কেমন দুষ্কর! ঈশ্বরের
রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা
অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া উটের
২৬ যাওয়া সহজ। তখন তাঁহারা
অতিশয় আশ্চর্য্য মনে করিলেন,
কহিলেন, তবে কাহার পরিত্রাণ
২৭ হইতে পারে? যীশু তাঁহাদের প্রতি
দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, ইহা মনুষ্যের
অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অসাধ্য
নয়, কারণ ঈশ্বরের সকলই সাধ্য।
২৮ তখন পিতর তাঁহাকে বলিতে লাগি-
লেন, দেখুন, আমরা সমস্তই পরি-
ত্যাগ করিয়া আপনার পশ্চাদ্গামী
২৯ হইয়াছি। যীশু বলিলেন, আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এমন
কেহ নাই, যে আমার নিমিত্ত ও
সুসমাচারের নিমিত্ত বাটী কি ভ্রাতৃ-
গণ কি ভগিনী কি মাতা কি পিতা
কি সন্তানসন্ততি কি ক্ষেত্র ত্যাগ
করিয়াছে, কিন্তু এখন ইহকালে
৩০ তাহার শতগুণ না পাইবে; সে বাটী,
ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা, সন্তান ও
ক্ষেত্র, তাড়নার সহিত এই সকল
পাইবে, এবং আগামী যুগে অনন্ত
৩১ জীবন পাইবে। কিন্তু যাহারা
প্রথম, এমন অনেক লোক শেষে

১। মথি ১৯, ১৬-৩০। লূক ১৮, ১৮-৩০।
* যাত্রা ২০, ১২-১৭।

পড়িবে, ও যাহারা শেষের, তাহারা
প্রথম হইবে।

যীশু তৃতীয় বার আপন মৃত্যুর বিষয় বলেন।

৩২ একদা তাঁহারা পথে ছিলেন,
যিরূশালেমে যাইতেছিলেন, এবং
যীশু তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে চলিতে-
ছিলেন, তখন তাঁহারা চমৎকার
জ্ঞান করিলেন; আর যাঁহারা
পশ্চাতে চলিতেছিলেন, তাঁহারা ভয়
পাইলেন। পরে তিনি আবার
সেই বারো জনকে লইয়া আপনার
প্রতি যাহা যাহা ঘটিবে, তাহা
তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন।
৩৩ তিনি বলিলেন, দেখ, আমরা যিরূ-
শালেমে যাইতেছি, আর মনুষ্যপুত্র
প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণের
হস্তে সমর্পিত হইবেন; এবং তাহারা
তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করিবে,
এবং পরজাতীয়দের হস্তে তাঁহাকে
৩৪ সমর্পণ করিবে। আর তাহারা
তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবে, তাঁহার
মুখে থুথু দিবে, তাঁহাকে কোড়া
মারিবে ও বধ করিবে; আর তিন
দিন পরে তিনি আবার উঠিবেন।

ঈশ্বর-রাজ্যে মহান্ কে, এ বিষয়ে আরও শিক্ষা।

৩৫ পরে সিবদিয়ের[১] দুই পুত্র,
যাকোব ও যোহন, তাঁহার নিকটে
আসিয়া কহিলেন, হে গুরু, আমা-
দের বাঞ্ছা এই, আমরা আপনার
কাছে যাহা যাচ্ঞা করিব, আপনি
৩৬ তাহা আমাদের জন্য করুন। তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের
বাঞ্ছা কি? তোমাদের নিমিত্ত আমি
৩৭ কি করিব? তাঁহারা কহিলেন,
আমাদিগকে এই বর দান করুন,
যেন আপনি মহিমাপ্রাপ্ত হইলে
আমরা এক জন আপনার দক্ষিণ
পার্শ্বে, আর এক জন বাম পার্শ্বে
৩৮ বসিতে পাই। যীশু তাঁহাদিগকে
বলিলেন, তোমরা কি যাচ্ঞা করি-
তেছ, তাহা বুঝ না। আমি যে
পাত্রে পান করি, তাহাতে কি
তোমরা পান করিতে পার, এবং
আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হই,
তাহাতে কি তোমরা বাপ্তাইজিত
৩৯ হইতে পার? তাঁহারা বলিলেন,
পারি। যীশু তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, আমি যে পাত্রে পান করি,
তাহাতে তোমরা পান করিবে;
এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত
হই, তাহাতে তোমরাও বাপ্তাইজিত
৪০ হইবে; কিন্তু যাহাদের জন্য স্থান
প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহাদের ভিন্ন
আর কাহাকেও আমার দক্ষিণ
পার্শ্বে কি বাম পার্শ্বে বসিতে দিতে
৪১ আমার অধিকার নাই। এই
কথা শুনিয়া অন্য দশ জন যাকোব
ও যোহনের প্রতি রুষ্ট হইতে
৪২ লাগিলেন। কিন্তু যীশু তাঁহাদিগকে
কাছে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা
জান, জাতিগণের মধ্যে যাহারা
শাসনকর্ত্তা বলিয়া গণ্য, তাহারা
তাহাদের উপরে প্রভুত্ব করে, এবং
তাহাদের মধ্যে যাহারা মহান্,
তাহারা তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব
৪৩ করে। তোমাদের মধ্যে সেরূপ
নয়; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ

১। মথি ২০ ২০-২৮।

মহান্ হইতে চায়, সে তোমাদের
৪৪ পরিচারক হইবে ; এবং তোমাদের
মধ্যে যে কেহ প্রধান হইতে চায়,
৪৫ সে সকলের দাস হইবে। কারণ
বাস্তবিক মনুষ্যপুত্রও পরিচর্য্যা
পাইতে আসেন নাই, কিন্তু পরিচর্য্যা
করিতে এবং অনেকের পরিবর্ত্তে
আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে
আসিয়াছেন।

## যীশু যিরূশালেমে যাত্রা করেন, ও উপদেশ দেন।

### অন্ধ বর্‌তীময়কে চক্ষুর্দ্দান।

৪৬ পরে তাঁহারা যিরীহোতে আসি-
লেন। আর তিনি যখন আপন
শিষ্যগণের ও বিস্তর লোকের সহিত
যিরীহো হইতে বাহির হইয়া যাইতে-
ছেন, তখন তীময়ের পুত্র বর্‌তীময়
নামে এক জন অন্ধ ভিক্ষুক[১] পথের
৪৭ পার্শ্বে বসিয়াছিল। সে যখন শুনিতে
পাইল, তিনি নাসরতীয় যীশু, তখন
চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, হে যীশু,
দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া
৪৮ করুন। তখন অনেক লোক চুপ
চুপ বলিয়া তাহাকে ধমক্ দিল ;
কিন্তু সে আরও অধিক চেঁচাইয়া
বলিতে লাগিল, হে দায়ূদ-সন্তান,
৪৯ আমার প্রতি দয়া করুন। তখন
যীশু থামিয়া বলিলেন, উহাকে
ডাক ; তাহাতে লোকেরা সেই
অন্ধকে ডাকিয়া বলিল, ওহে, সাহস
কর, উঠ, উনি তোমাকে ডাকিতে-
৫০ ছেন। তখন সে আপনার কাপড়
ফেলিয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া যীশুর
৫১ নিকটে গেল। যীশু তাহাকে কহি-
লেন, তুমি কি চাও? আমি
তোমার নিমিত্ত কি করিব? অন্ধ
তাঁহাকে কহিল, রব্বূণী [ হে গুরু ],
৫২ যেন দেখিতে পাই। যীশু তাহাকে
কহিলেন, চলিয়া যাও, তোমার
বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল।
তখনই সে দেখিতে পাইল, এবং
পথ দিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
চলিতে লাগিল।

১ । মথি ২০ ; ২৯-৩৪ । লূক ১৮ , ৩৫-৪৩ ।

### যীশুর যিরূশালেমে প্রবেশ।

১১ পরে[১] যখন তাঁহারা যিরূ-
শালেমের নিকটবর্ত্তী হইয়া জৈতুন
পর্ব্বতে বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামে
আসিলেন, তখন তিনি আপন শিষ্য-
দের মধ্যে দুই জনকে পাঠাইয়া
২ দিলেন, তাঁহাদিগকে বলিলেন,
তোমাদের সম্মুখে ঐ গ্রামে যাও ;
তথায় প্রবেশ করিবামাত্র একটী
গর্দ্দভশাবক বাঁধা দেখিতে পাইবে,
যাহার উপরে কোন মানুষ কখনও
বসে নাই ; সেটীকে খুলিয়া আন।
৩ আর যদি কেহ তোমাদিগকে বলে,
এ কর্ম্ম কেন করিতেছ? তবে বলিও,
ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে ;
তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ সেটীকে
৪ এখানে পাঠাইয়া দিবে। তখন
তাঁহারা গিয়া দেখিতে পাইলেন,
একটী গর্দ্দভশাবক কোন দ্বারের
নিকটে, বাহিরে বাঁধা রহিয়াছে,
আর তাহা খুলিতে লাগিলেন।
৫ তাহাতে যাহারা সেখানে দাঁড়াইয়া

১ । মথি ২১ , ১-৯ , ১৮-২২ । লূক ১৯ , ২৯-৩৮ ।
যোহন ১২ ; ১২-১৫ ।

ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ
বলিল, গর্দ্দভশাবকটী খুলিয়া কি
৬ করিতেছ ? তাহাতে যীশু যেমন
বলিয়াছিলেন, তাঁহারা উহাদিগকে
সেই মত বলিলেন, আর উহারা
তাঁহাদিগকে উহা লইয়া যাইতে
৭ দিল। পরে তাঁহারা সেই গর্দ্দভ-
শাবককে যীশুর নিকটে আনিয়া
তাহার উপরে আপনাদের কাপড়
পাতিয়া দিলেন ; আর তিনি তাহার
৮ উপরে বসিলেন। তখন অনেকে
আপন আপন বস্ত্র পথে পাতিয়া
দিল ও অন্যেরা ক্ষেত্র হইতে
ডালপালা কাটিয়া পথে ছড়াইয়া
৯ দিল। আর যে সকল লোক অগ্রে
ও পশ্চাতে যাইতেছিল, তাহারা
উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল,

হোশান্না !
ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে
আসিতেছেন !
১০ ধন্য যে রাজ্য আসিতেছে, আমা-
দের পিতা দায়ূদের রাজ্য ;
ঊর্দ্ধলোকে হোশান্না।*

১১ পরে তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ
করিয়া ধর্ম্মধামে গেলেন, আর চারি-
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকলই
দেখিয়া বেলা অবসান হওয়াতে সেই
বারো জনের সঙ্গে বাহির হইয়া
বৈথনিয়াতে গমন করিলেন।

**বিশ্বাসযুক্ত প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা।**

১২ পরদিবসে তাঁহারা বৈথনিয়া
হইতে বাহির হইয়া আসিলে পর
১৩ তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইলেন ; এবং দূর
হইতে সপত্র এক ডুমুরগাছ দেখিয়া,
হয় ত তাহা হইতে কিছু ফল পাই-
বেন বলিয়া, কাছে গেলেন ; কিন্তু
নিকটে গেলে পত্র বিনা আর কিছুই
দেখিতে পাইলেন না ; কেননা তখন
১৪ ডুমুরফলের সময় ছিল না। তিনি
গাছটীকে বলিলেন, এখন অবধি
কেহ কখনও তোমার ফল ভোজন
না করুক। এ কথা তাঁহার শিষ্যেরা
শুনিতে পাইলেন।

১৫ পরে[১] তাঁহারা যিরূশালেমে
আসিলেন, আর তিনি ধর্ম্মধামের
মধ্যে গিয়া, যাহারা ধর্ম্মধামের মধ্যে
ক্রয় বিক্রয় করিতেছিল, তাহা-
দিগকে বাহির করিয়া দিতে লাগি-
লেন, এবং পোদ্দারদের মেজ, ও
যাহারা কপোত বিক্রয় করিতেছিল,
তাহাদের আসন সকল উল্টাইয়া
১৬ ফেলিলেন। আর ধর্ম্মধামের মধ্য
দিয়া কাহাকেও কোন পাত্র লইয়া
১৭ যাইতে দিলেন না। আর তিনি
উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,
ইহা কি লেখা নাই, "আমার
গৃহকে সর্ব্বজাতির প্রার্থনা-গৃহ বলা
যাইবে" ? কিন্তু তোমরা ইহা "দস্যু-
১৮ গণের গহ্বর" করিয়াছ।* এ কথা
শুনিয়া প্রধান যাজক ও অধ্যা-
পকেরা, কিরূপে তাঁহাকে বিনষ্ট
করিবে, তাহারই চেষ্টা দেখিতে
লাগিল ; কেননা তাহারা তাঁহাকে
ভয় করিত, কারণ তাঁহার উপদেশে
সমস্ত লোক চমৎকৃত হইয়াছিল।

* গীত ১১৮, ২৫, ২৬।

১। মথি ২১ ; ১২-৪৬। লূক ১৯ ; ৪৫-৪৭।। ২০ ; ১-১৯।

* যিশাইয় ৫৬, ৭। যিরমিয় ৭ ; ১১।

১৯ আর সন্ধ্যা হইলে তাঁহারা নগরের
বাহিরে যাইতেন।
২০ প্রাতঃকালে তাঁহারা যাইতে
যাইতে দেখিলেন, সেই ডুমুরগাছটী
২১ সমূলে শুকাইয়া গিয়াছে। তখন
পিতর পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, রব্বি, দেখুন,
আপনি যে ডুমুরগাছটীকে শাপ
দিয়াছিলেন, সেটী শুকাইয়া
২২ গিয়াছে। যীশু উত্তর করিয়া তাঁহা-
দিগকে কহিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস
২৩ রাখ। আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, যে কেহ এই পর্ব্বতকে
বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে
গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ
না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে,
যাহা বলে তাহা ঘটিবে, তবে তাহার
২৪ জন্য তাহাই হইবে। এই জন্য আমি
তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু
তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর,
বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ,
তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই
২৫ হইবে। আর তোমরা যখনই প্রার্থনা
করিতে দাঁড়াও, যদি কাহারও
বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা
২৬ থাকে, তাহাকে ক্ষমা করিও ; যেন
তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের
অপরাধ সকল ক্ষমা করেন।*

### যীশুর ক্ষমতা বিষয়ক শিক্ষা।

২৭ পরে তাঁহারা আবার যিরূ-
শালেমে আসিলেন ; আর তিনি
ধর্ম্মধামের মধ্যে বেড়াইতেছেন,
এমন সময়ে প্রধান যাজকেরা,
অধ্যাপকগণ ও প্রাচীনবর্গ তাঁহার
নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিল,
২৮ তুমি কি ক্ষমতায় এই সকল করি-
তেছ ? এ সকল করিতে তোমাকে
২৯ এই ক্ষমতা কেই বা দিয়াছে ? যীশু
তাহাদিগকে কহিলেন, আমিও
তোমাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা
করিব, আমাকে উত্তর দেও, তাহা
হইলে আমি তোমাদিগকে বলিব,
কি ক্ষমতায় এ সকল করিতেছি।
৩০ যোহনের বাপ্তিস্ম স্বর্গ হইতে হইয়া-
ছিল, না মানুষ হইতে ? আমাকে
৩১ উত্তর দেও। তখন তাহারা পরস্পর
বিচার করিয়া বলিল, যদি বলি,
স্বর্গ হইতে, তাহা হইলে এ বলিবে,
তবে তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস কর
৩২ নাই কেন ? কিন্তু মানুষ হইতে
হইল, ইহা কি বলিব ? তাহারা
লোকসাধারণকে ভয় করিত, কারণ
সকলে যোহনকে সত্যই ভাববাদী
৩৩ বলিয়া মানিত। অতএব তাহারা
যীশুকে এই উত্তর দিল, আমরা
জানি না। তখন যীশু তাহাদিগকে
বলিলেন, তবে আমিও কি ক্ষমতায়
এ সকল করিতেছি, তাহা তোমা-
দিগকে বলিব না।

### গৃহস্থ ও কৃষকদের দৃষ্টান্ত।

১২ পরে[১] তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা-
দের কাছে কথা কহিতে লাগিলেন।
এক ব্যক্তি দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিয়া
তাহার চারিদিকে বেড়া দিলেন,

* (কোন কোন প্রাচীন অনুলিপিতে এখানে এই কথা পাওয়া যায়,) কিন্তু তোমরা যদি ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।

১। মথি ২১, ৩৩-৪৬। লূক ২০ ; ৯-১৮।

দ্রাক্ষা পেষণার্থ কুণ্ড খনন করিলেন,
এবং উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন;
আর কৃষকদিগকে তাহা জমা
দিয়া অন্য দেশে চলিয়া গেলেন।
২ পরে কৃষকদের কাছে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের
ফলের অংশ পাইবার নিমিত্ত তাহা-
দের নিকটে উপযুক্ত সময়ে এক
৩ দাসকে পাঠাইয়া দিলেন; তাহারা
তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিল, ও
রিক্তহস্তে বিদায় করিয়া দিল।
৪ আবার তিনি তাহাদের নিকটে
আর এক দাসকে পাঠাইলেন;
তাহারা তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া দিল
৫ ও অপমান করিল। পরে তিনি
আর এক জনকে পাঠাইলেন;
তাহারা তাহাকে বধ করিল; এবং
আর আর অনেকের মধ্যে কাহা-
কেও প্রহার, কাহাকেও বা বধ
৬ করিল। তখন তাঁহার আর এক
জন মাত্র ছিলেন, তিনি প্রিয়তম
পুত্র; তিনি তাহাদের নিকটে শেষে
তাঁহাকেই পাঠাইলেন, বলিলেন,
তাহারা আমার পুত্রকে সমাদর
৭ করিবে। কিন্তু কৃষকেরা পরস্পর
বলিল, এই ত উত্তরাধিকারী, আইস,
আমরা ইহাকে বধ করি, তাহাতে
৮ অধিকার আমাদেরই হইবে। পরে
তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া বধ করিল,
এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া
৯ দিল। সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা
কি করিবেন? তিনি আসিয়া সেই
কৃষকদিগকে বিনষ্ট করিবেন, এবং
ক্ষেত্র অন্য লোকদিগকে দিবেন।
১০ তোমরা কি এই শাস্ত্রীয় বচনও পাঠ
কর নাই,

"যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য
করিয়াছে, তাহাই কোণের
প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল;
১১ ইহা প্রভু হইতেই হইয়াছে,
ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত"?*
১২ তখন তাহারা তাঁহাকে ধরিতে
চেষ্টা করিল,—কিন্তু লোক-
সাধারণকে ভয় করিল,—কেননা
তাহারা বুঝিয়াছিল যে, তিনি তাহা-
দেরই বিষয়ে সেই দৃষ্টান্ত বলিয়া-
ছিলেন; পরে তাহারা তাঁহাকে
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

শাসনকর্ত্তাদের প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে শিক্ষা।

১৩ পরে[১] তাহারা কয়েক জন ফরীশী
ও হেরোদীয়কে তাঁহার নিকটে
পাঠাইয়া দিল, যেন তাহারা তাঁহাকে
১৪ কথার ফাঁদে ধরিতে পারে। তাহারা
আসিয়া তাঁহাকে কহিল, গুরো,
আমরা জানি, আপনি সত্য, এবং
কাহারও বিষয়ে ভীত নহেন; কারণ
আপনি মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন
না, কিন্তু সত্যরূপে ঈশ্বরের পথের
বিষয় শিক্ষা দিতেছেন; কৈসরকে
১৫ কর দেওয়া বিধেয় কি না? আমরা
দিব, কি না দিব? তিনি তাহাদের
কপটতা বুঝিয়া কহিলেন, আমার
পরীক্ষা কেন করিতেছ? একটী
দীনার মুদ্রা আনিয়া দেও, আমি
১৬ দেখি। তাহারা আনিল; তিনি
তাহাদিগকে বলিলেন, এই মূর্ত্তি
ও এই নাম কাহার? তাহারা
১৭ বলিল, কৈসরের। যীশু তাহাদিগকে

* গীত ১১৮, ২২, ২৩।

১। মথি ২২; ১৫-৪৬। লূক ২০; ২০-৪৪।

বলিলেন, কৈসরের যাহা যাহা,
কৈসরকে দেও, আর ঈশ্বরের যাহা
যাহা, ঈশ্বরকে দেও। তখন তাহারা
তাঁহার বিষয়ে অতিশয় আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিল।

পরকালের বিষয়ে শিক্ষা।

১৮ পরে সদ্দূকীরা—যাহারা বলে,
পুনরুত্থান নাই—তাঁহার কাছে
আসিল, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
১৯ করিল, গুরো, মোশি আমাদের জন্য
লিখিয়াছেন, কাহারও ভ্রাতা যদি
স্ত্রী রাখিয়া মরিয়া যায়, আর
তাহার সন্তান না থাকে, তবে
তাহার ভাই তাহার স্ত্রীকে বিবাহ
করিয়া আপন ভাইয়ের জন্য বংশ
২০ উৎপন্ন করিবে। ভাল, সাতটী
ভাই ছিল ; প্রথম জন একটী স্ত্রীকে
বিবাহ করিল, আর সে সন্তান না
২১ রাখিয়া মরিয়া গেল। পরে দ্বিতীয়
জন তাহাকে বিবাহ করিল, কিন্তু
সেও সন্তান না রাখিয়া মরিল ;
২২ তৃতীয় জনও তদ্রূপ। এইরূপে সাত
জনই কোন সন্তান রাখিয়া যায়
নাই ; সকলের শেষে সে স্ত্রীও
২৩ মরিয়া গেল। পুনরুত্থানে, যখন
তাহারা উঠিবে, সে তাহাদের মধ্যে
কাহার স্ত্রী হইবে ? তাহারা সাত
জনই ত তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল।
২৪ যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, ইহাই
কি তোমাদের ভ্রান্তির কারণ নয়
যে, তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান
২৫ ঈশ্বরের পরাক্রম ? মৃতদের মধ্য
হইতে উঠিলে পর লোকেরা ত
বিবাহ করে না, এবং বিবাহিতাও
হয় না, বরং স্বর্গে দূতগণের ন্যায়
২৬ থাকে। কিন্তু মৃতদের বিষয়ে,
তাহারা যে উত্থিত হয়, এই বিষয়ে
মোশির গ্রন্থে ঝোপের বৃত্তান্তে ঈশ্বর
তাঁহাকে কিরূপ বলিয়াছিলেন,
তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই ?
তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি অব্রা-
হামের ঈশ্বর ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও
২৭ যাকোবের ঈশ্বর।”* তিনি মৃতদের
ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিতদের।
তোমরা বড়ই ভ্রান্তিতে পড়িয়াছ।

সর্ব্বপ্রধান আজ্ঞার বিষয়ে শিক্ষা।

২৮ আর অধ্যাপকদের এক জন
নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে তর্ক
বিতর্ক করিতে শুনিয়া, এবং যীশু
তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন
জানিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,
সকল আজ্ঞার মধ্যে কোন্‌টী
২৯ প্রথম ? যীশু উত্তর করিলেন,
প্রথমটী এই,
“হে ইস্রায়েল, শুন ; আমাদের
৩০ ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু ; আর
তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ,
তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার
সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত
শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর
প্রভুকে প্রেম করিবে।”†
৩১ দ্বিতীয়টী এই,
“তোমার প্রতিবাসীকে আপনার
মত প্রেম করিবে।”‡ এই দুই
আজ্ঞা হইতে বড় আর কোন
আজ্ঞা নাই।

* যাত্রা ৩ ; ২-৬।
† দ্বি বি ৬, ৪, ৫। ‡ লেবীয় ১৯ ; ১৮।

৩২ অধ্যাপক তাঁহাকে কহিল, বেশ,
গুরু, আপনি সত্য বলিয়াছেন যে,
তিনি এক, এবং তিনি ব্যতীত অন্য
৩৩ নাই; আর সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত
বুদ্ধি ও সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহাকে
প্রেম করা এবং প্রতিবাসীকে
আপনার মত প্রেম করা সমস্ত
হোম ও বলিদান হইতে শ্রেষ্ঠ।
৩৪ তখন সে বুদ্ধিপূর্ব্বক উত্তর দিয়াছে
দেখিয়া যীশু তাহাকে কহিলেন,
ঈশ্বরের রাজ্য হইতে তুমি দূরবর্ত্তী
নও। ইহার পরে তাঁহাকে কোন
কথা জিজ্ঞাসা করিতে আর কাহারও
সাহস হইল না।
৩৫ আর ধর্ম্মধামে উপদেশ দিবার
সময়ে যীশু প্রসঙ্গ করিয়া বলিলেন,
অধ্যাপকেরা কেমন করিয়া বলে
৩৬ যে, খ্রীষ্ট দায়ূদের সন্তান? দায়ূদ
নিজেই ত পবিত্র আত্মার আবেশে
এই কথা কহিয়াছেন,

"প্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন,
তুমি আমার দক্ষিণে বস,
যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার
পদতলে না রাখি।"*

৩৭ দায়ূদ নিজেই তাঁহাকে প্রভু বলেন,
তবে তিনি কিরূপে তাঁহার সন্তান
হইলেন?

আর সাধারণ লোকে আনন্দ-
পূর্ব্বক তাঁহার কথা শুনিত।

অহঙ্কার ও দানশীলতার বিষয়ে শিক্ষা।

৩৮ আর[১] তিনি আপন উপদেশের
মধ্যে তাহাদিগকে বলিলেন,
অধ্যাপকদের হইতে সাবধান,
তাহারা লম্বা লম্বা কাপড় পরিয়া
৩৯ বেড়াইতে চায়, এবং হাট বাজারে
লোকদের মঙ্গলবাদ, সমাজ-গৃহে
প্রধান প্রধান আসন এবং ভোজে
প্রধান প্রধান স্থান ভাল বাসে।
৪০ এই যে লোকেরা বিধবাদের বাড়ী-
শুদ্ধ গ্রাস করে, আর ছলে লম্বা
লম্বা প্রার্থনা করে, ইহারা বিচারে
আরও অধিক দণ্ড পাইবে।

৪১ আর তিনি ভাণ্ডারের সম্মুখে
বসিয়া, লোকেরা ভাণ্ডারের মধ্যে
কিরূপে মুদ্রা রাখিতেছে, তাহা
দেখিতেছিলেন। তখন অনেক ধন-
বান্ তাহার মধ্যে বিস্তর মুদ্রা
৪২ রাখিল। পরে একটী দরিদ্রা বিধবা
আসিয়া দুইটী ক্ষুদ্র মুদ্রা তাহাতে
রাখিল, যাহার মূল্য সিকি পয়সা।
৪৩ তখন তিনি আপন শিষ্যগণকে কাছে
ডাকিয়া কহিলেন, আমি তোমা-
দিগকে সত্য কহিতেছি, ভাণ্ডারে
যাহারা মুদ্রা রাখিতেছে, তাহাদের
সকল অপেক্ষা এই দরিদ্রা বিধবা
৪৪ অধিক রাখিল; কেননা অন্য সকলে
আপন আপন অতিরিক্ত ধন হইতে
কিছু কিছু রাখিয়াছে, কিন্তু এ
নিজ অনাটন হইতে, যাহা কিছু
ছিল, সমস্ত জীবনোপায় রাখিল।

যিরূশালেমের বিনাশ ও যীশুর পুনরাগমন-
বিষয়ক শিক্ষা।

১৩ পরে[১] ধর্ম্মধাম হইতে বাহিরে
যাইবার সময়ে তাঁহার শিষ্যগণের
মধ্যে এক জন তাঁহাকে কহিলেন,

* গীত ১১০; ১।

১। মথি ২৩, ১-৭। লূক ২০, ৪৫-৪৭। ২১; ১-৪।

১। মথি ২৪ অধ্য। লূক ২১, ৫-৩৬।

হে গুরু, দেখুন, কেমন পাথর ও
২ কেমন গাঁথনি! যীশু তাঁহাকে
কহিলেন, তুমি কি এই সকল বড়
বড় গাঁথনি দেখিতেছ? ইহার
একখানি পাথর আর একখানি
পাথরের উপরে থাকিবে না, সকলই
ভূমিসাৎ হইবে।
৩ পরে তিনি জৈতুন পর্ব্বতে ধর্ম্ম-
ধামের সম্মুখে বসিলে পিতর,
যাকোব, যোহন ও আন্দ্রিয় বিরলে
৪ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমা-
দিগকে বলুন দেখি, এই সকল
ঘটনা কখন্ হইবে? আর এই
সমস্তের সিদ্ধি নিকটবর্ত্তী হইবার
৫ চিহ্নই বা কি? যীশু তাঁহাদিগকে
বলিতে লাগিলেন, দেখিও, কেহ
যেন তোমাদিগকে না ভুলায়।
৬ অনেকে আমার নাম ধরিয়া
আসিবে, বলিবে, আমিই সেই,
আর অনেক লোককে ভুলাইবে।
৭ কিন্তু তোমরা যখন যুদ্ধের কথা ও
যুদ্ধের জনরব শুনিবে, তখন ব্যাকুল
হইও না; এ সকল অবশ্যই ঘটিবে,
৮ কিন্তু তখনও শেষ নয়। কারণ
জাতির বিপক্ষে জাতি, ও রাজ্যের
বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে। স্থানে
স্থানে ভূমিকম্প হইবে; দুর্ভিক্ষ
হইবে; এ সকল যাতনার আরম্ভ-
মাত্র।
৯ তোমরা আপনাদের বিষয়ে
সাবধান। লোকে তোমাদিগকে
বিচার-সভায় সমর্পণ করিবে, এবং
তোমরা সমাজ-গৃহে প্রহারিত
হইবে; আর আমার জন্য তোমরা
দেশাধ্যক্ষ ও রাজাদের কাছে সাক্ষ্য
দিবার নিমিত্ত তাহাদের সম্মুখে
১০ দাঁড়াইবে। আর অগ্রে সর্ব্ব-
জাতির কাছে সুসমাচার প্রচারিত
১১ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু লোকে
যখন তোমাদিগকে সমর্পণ করিতে
লইয়া যাইবে, তখন কি বলিবে,
অগ্রে সে জন্য ভাবিত হইও না;
বরং সেই দণ্ডে যে কথা তোমা-
দিগকে দেওয়া যাইবে, তাহাই
বলিও; কেননা তোমরাই যে কথা
বলিবে, তাহা নয়, কিন্তু পবিত্র
১২ আত্মাই বলিবেন। তখন ভ্রাতা
ভ্রাতাকে ও পিতা সন্তানকে মৃত্যুতে
সমর্পণ করিবে; এবং সন্তানেরা
আপন আপন মাতাপিতার বিপক্ষে
উঠিয়া তাহাদিগকে বধ করাইবে।
১৩ আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা
সকলের ঘৃণিত হইবে; কিন্তু যে
কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে,
সেই পরিত্রাণ পাইবে।
১৪ পরন্তু যখন তোমরা দেখিবে,*
ধ্বংসের সেই ঘৃণার্হ বস্তু যেখানে
দাঁড়াইবার নয়, সেইখানে দাঁড়াইয়া
আছে—যে পাঠ করে, সে বুঝুক,
—তখন যাহারা যিহূদিয়াতে থাকে,
তাহারা পাহাড় অঞ্চলে পলায়ন
১৫ করুক; এবং যে কেহ ছাদের
উপরে থাকে, সে গৃহ হইতে জিনিষ-
পত্র লইবার জন্য নীচে না নামুক
ও তাহার মধ্যে প্রবেশ না করুক;
১৬ এবং যে কেহ ক্ষেত্রে থাকে, সে
আপন বস্ত্র লইবার নিমিত্ত পশ্চাতে
১৭ ফিরিয়া না যাউক। হায়, সেই
সময়ে গর্ব্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রী

* দানিয়েল ১১, ৩১। ১২, ১১।

১৮ নারীদের সন্তাপ। আর প্রার্থনা
করিও, যেন ইহা শীতকালে না
১৯ হয়। কেননা তৎকালে এরূপ ক্লেশ
উপস্থিত হইবে, যেরূপ ক্লেশ ঈশ্বরের
কৃত সৃষ্টির আদি অবধি এ পর্য্যন্ত
কখনও হয় নাই, কখন হইবেও
২০ না। আর প্রভু যদি সেই দিনের
সংখ্যা কমাইয়া না দিতেন, তবে
কোন প্রাণীই রক্ষা পাইত না;
কিন্তু তিনি যাহাদিগকে মনোনীত
করিয়াছেন, সেই মনোনীতদের জন্য
সেই দিনের সংখ্যা কমাইয়া
দিলেন।

২১ আর তৎকালে যদি কেহ তোমা-
দিগকে বলে, দেখ, সেই খ্রীষ্ট এখানে,
কিম্বা দেখ, ওখানে, তোমরা বিশ্বাস
২২ করিও না। কেননা ভাক্ত খ্রীষ্টেরা
ও ভাক্ত ভাববাদীরা উঠিবে, এবং
নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইবে,
যেন, যদি হইতে পারে, তবে
২৩ মনোনীতদিগকেও ভুলায়। কিন্তু
তোমরা সাবধান থাকিও। দেখ,
আমি পূর্ব্বেই তোমাদিগকে সকলই
জানাইলাম।

২৪ আর সেই সময়ে, সেই ক্লেশের
পরে, সূর্য্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্র
২৫ জ্যোৎস্না দিবে না, আকাশ হইতে
তারাগণের পতন হইবে, ও আকাশ-
মণ্ডলের পরাক্রম সকল বিচলিত
২৬ হইবে। আর তখন লোকেরা
দেখিবে, মনুষ্যপুত্র মহাপরাক্রম ও
প্রতাপের সহিত মেঘযোগে আসি-
২৭ তেছেন।* তখন তিনি দূতগণকে
প্রেরণ করিয়া পৃথিবীর সীমা অবধি
আকাশের সীমা পর্য্যন্ত চারি বায়ু
হইতে তাঁহার মনোনীতদিগকে
একত্র করিবেন।

২৮ আর ডুমুরগাছ হইতে দৃষ্টান্ত
শিখ; যখন তাহার শাখা কোমল
হইয়া পত্র বাহির করে, তখন
তোমরা জানিতে পাও গ্রীষ্মকাল
২৯ সন্নিকট; সেইরূপ তোমরা ঐ সকল
ঘটনা দেখিলেই জানিতে পাইবে,
তিনি সন্নিকট, এমন কি, দ্বারে
৩০ উপস্থিত। আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত এ সমস্ত সিদ্ধ
না হইবে, সে পর্য্যন্ত এই কালের
লোকদের লোপ হইবে না।
৩১ আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে,
কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও
হইবে না।

৩২ কিন্তু সেই দিনের বা সেই দণ্ডের
তত্ত্ব কেহই জানে না; স্বর্গস্থ দূত-
গণও জানেন না, পুত্রও জানেন না,
৩৩ কেবল পিতা জানেন। সাবধান,
তোমরা জাগিয়া থাকিও ও প্রার্থনা
করিও; কেননা সে সময় কবে
৩৪ হইবে, তাহা জান না। কোন ব্যক্তি
যেন আপন বাটী ছাড়িয়া বিদেশে
গিয়া প্রবাস করিতেছেন; আর
তিনি আপন দাসদিগকে ক্ষমতা
দিয়াছেন, প্রত্যেকের কার্য্য নিরূপণ
করিয়া দিয়াছেন, এবং দ্বারীকে
জাগিয়া থাকিতে আদেশ করিয়া-
৩৫ ছেন। অতএব তোমরা জাগিয়া
থাকিও, কেননা গৃহের কর্ত্তা কখন
আসিবেন, কি সন্ধ্যাকালে, কি দুই
প্রহর রাত্রিতে, কি কুকুড়াডাকের
সময়ে, কি প্রাতঃকালে, তোমরা

* দানিয়েল ৭; ১৩।

৩৬ তাহা জান না ; তিনি হঠাৎ আসিয়া
যেন তোমাদিগকে নিদ্রিত না
৩৭ দেখিতে পান। আর আমি তোমা-
দিগকে যাহা বলিতেছি, তাহাই
সকলকে বলি, জাগিয়া থাকিও।

### যীশুর শেষ দুঃখভোগ ও মৃত্যু।

১৪ দুই দিন পরে[1] নিস্তারপর্ব্ব ও
তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্ব ; এমন সময়ে
প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা,
কিরূপে তাঁহাকে কৌশলে ধরিয়া
বধ করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা
২ করিতেছিল। কেননা তাহারা বলিল,
পর্ব্বের সময়ে নয়, পাছে লোকদের
মধ্যে গণ্ডগোল হয়।

### যীশুর অভিষেক।

৩ যীশু যখন বৈথনিয়াতে কুষ্ঠী
শিমোনের বাটীতে ছিলেন, তখন
তিনি ভোজনে বসিলে একটী স্ত্রী-
লোক শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে বহুমূল্য
আসল জটামাংসীর তৈল লইয়া
আসিল ; সে পাত্রটী ভাঙ্গিয়া তাঁহার
৪ মস্তকে তৈল ঢালিয়া দিল। কিন্তু
উপস্থিত কোন কোন ব্যক্তি বিরক্ত
হইয়া পরস্পর কহিল, তৈলের এরূপ
৫ অপব্যয় হইল কেন ? এই তৈল ত
বিক্রয় করিলে তিন শত সিকিরও
অধিক পাওয়া যাইত, এবং তাহা
দরিদ্রদিগকে দিতে পারা যাইত।
আর তাহারা সেই স্ত্রীলোকটীর
৬ প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিল। কিন্তু
যীশু কহিলেন, ইহাকে থাকিতে
দেও, কেন ইহাকে দুঃখ দিতেছ ?
এ আমার প্রতি সৎকার্য্য করিল।
৭ কেননা দরিদ্রেরা তোমাদের কাছে
সর্ব্বদাই আছে ; তোমরা যখন ইচ্ছা
কর, তাহাদের উপকার করিতে
পার ; কিন্তু আমাকে সর্ব্বদা পাইবে
৮ না। এ যাহা করিতে পারিত,
তাহাই করিল ; অগ্রে আসিয়া
সমাধির উপলক্ষে আমার দেহে
৯ সুগন্ধি তৈল ঢালিয়া দিল। আর
আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি,
সমুদয় জগতে যে কোন স্থানে
সুসমাচার প্রচারিত হইবে, সেই
স্থানে ইহার স্মরণার্থে ইহার এই
কর্ম্মের কথাও বলা যাইবে।
১০ পরে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা, সেই
বারো জনের মধ্যে এক জন, প্রধান
যাজকদের নিকটে গেল, যেন
তাহাদের হস্তে যীশুকে সমর্পণ
১১ করিতে পারে। তাহারা শুনিয়া
আনন্দিত হইল, এবং তাহাকে
টাকা দিতে স্বীকার করিল ; তখন
সে কোন্ সুযোগে তাঁহাকে সমর্পণ
করিবে, তাহারই চেষ্টা করিতে
লাগিল।

### নিস্তারপর্ব্ব পালন ও প্রভুর ভোজ স্থাপন।

১২ তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্বের প্রথম
দিন, যে দিন নিস্তারপর্ব্বের মেষ-
শাবক বলিদান করা হইত, সেই
দিন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে বলি-
লেন, আমরা কোথায় গিয়া আপনার
জন্য নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত
করিব ? আপনার ইচ্ছা কি ?
১৩ তখন তিনি আপন শিষ্যদের মধ্যে

১। মথি ২৬ অধ্য। লূক ২২ অধ্য। ১ করি ১১ ; ২৩-২৫।

দুই জনকে পাঠাইয়া দিলেন,
বলিলেন, তোমরা নগরে যাও,
এমন এক ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে
পড়িবে, যে এক কলশী জল লইয়া
আসিতেছে; তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ
১৪ যাইও; আর সে যে বাটীতে
প্রবেশ করে, সেই বাটীর কর্ত্তাকে
বলিও, গুরু বলিতেছেন, যেখানে
আমি আমার শিষ্যগণের সহিত
নিস্তারপর্ব্বের ভোজ ভোজন করিতে
পারি, আমার সেই অতিথিশালা
১৫ কোথায়? তাহাতে সে ব্যক্তি
তোমাদিগকে উপরের একটী সাজান
বড় কুঠরী দেখাইয়া দিবে, সেই
স্থানে আমাদের জন্য প্রস্তুত করিও।
১৬ পরে শিষ্যেরা প্রস্থান করিয়া নগরে
গেলেন, আর তিনি যেরূপ বলিয়া-
ছিলেন, সেইরূপ দেখিতে পাইলেন;
পরে তাঁহারা নিস্তারপর্ব্বের ভোজ
প্রস্তুত করিলেন।
১৭ পরে সন্ধ্যা হইলে তিনি সেই
বারো জনের সহিত উপস্থিত
১৮ হইলেন। তাঁহারা বসিয়া ভোজন
করিতেছেন, এমন সময়ে যীশু
বলিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, তোমাদের এক জন
আমাকে সমর্পণ করিবে, সে আমার
১৯ সহিত ভোজন করিতেছে। তখন
তাঁহারা দুঃখিত হইলেন, এবং একে
একে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে
২০ লাগিলেন, সে কি আমি? তিনি
তাঁহাদিগকে বলিলেন, এই বারো
জনের মধ্যে এক জন, যে আমার
সঙ্গে ভোজনপাত্রে হাত ডুবাইতেছে,
২১ সেই। কেননা মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে
যেমন লিখিত আছে, তেমনি তিনি
যাইতেছেন; কিন্তু ধিক্ সেই
ব্যক্তিকে, যাহার দ্বারা মনুষ্যপুত্র
সমর্পিত হন। সেই মানুষের জন্ম
না হইলে তাহার পক্ষে ভালই
ছিল।
২২ তাঁহারা ভোজন করিতেছেন,
এমন সময়ে তিনি রুটী লইয়া
আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন এবং
তাঁহাদিগকে দিলেন, আর কহিলেন,
তোমরা লও, ইহা আমার শরীর।
২৩ পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ-
পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দিলেন, এবং
তাঁহারা সকলেই তাহা হইতে পান
২৪ করিলেন। আর তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, ইহা আমার রক্ত, নূতন
নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের জন্য
২৫ পাতিত হয়*। আমি তোমাদিগকে
সত্য কহিতেছি, যে দিন আমি
ঈশ্বরের রাজ্যে ইহা নূতন পান
করিব, সেই দিন পর্য্যন্ত আমি
দ্রাক্ষাফলের রস আর কখনও
পান করিব না।
২৬ পরে তাঁহারা গীত গান করিয়া
বাহির হইয়া জৈতুন পর্ব্বতে
২৭ গেলেন। তখন যীশু তাঁহাদিগকে
কহিলেন, তোমরা সকলে বিঘ্ন
পাইবে; কেননা লেখা আছে,
"আমি পালরক্ষককে আঘাত করিব,
তাহাতে মেষেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া
২৮ পড়িবে।"† কিন্তু উঠিলে পর
আমি তোমাদের অগ্রে গালীলে
২৯ যাইব। পিতর তাঁহাকে কহিলেন,
যদিও সকলে বিঘ্ন পায়, তথাপি

* (বা) পাতিত হইতেছে। † সখরিয় ১৩; ৭।

৩০ আমি পাইব না। যীশু তাঁহাকে
কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য
কহিতেছি, তুমিই আজ, এই
রাত্রিতে, কুকুড়া দুইবার ডাকিবার
পূর্ব্বে, তিন বার আমাকে অস্বীকার
৩১ করিবে। কিন্তু তিনি অতিরিক্ত
ব্যগ্রতা সহকারে বলিতে লাগিলেন,
যদি আপনার সহিত মরিতেও
হয়,কোন মতে আপনাকে অস্বীকার
করিব না। অন্য সকলেও তদ্রূপ
কহিলেন।

### গেৎশিমানী বাগানে যীশুর মর্ম্মান্তিক দুঃখ।

৩২ পরে তাঁহারা গেৎশিমানী নামক
এক স্থানে আসিলেন; আর তিনি
আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি
যতক্ষণ প্রার্থনা করি, তোমরা
৩৩ এখানে বসিয়া থাক। পরে তিনি
পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে
লইয়া গেলেন, এবং অত্যন্ত বিস্ময়া-
পন্ন ও উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।
৩৪ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
আমার প্রাণ মরণ পর্য্যন্ত দুঃখার্ত্ত
হইয়াছে; তোমরা এখানে থাক,
৩৫ আর জাগিয়া থাক। পরে তিনি
কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া ভূমিতে
পড়িলেন, এবং এই প্রার্থনা
করিলেন, যদি হইতে পারে, তবে
যেন সেই সময় তাঁহার নিকট
৩৬ হইতে চলিয়া যায়। তিনি কহি-
লেন, আব্বা, পিতঃ, সকলই তোমার
সাধ্য; আমার নিকট হইতে এই
পানপাত্র দূর কর; তথাপি আমার
ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত
৩৭ হউক। পরে তিনি আসিয়া দেখি-
লেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন,
আর তিনি পিতরকে কহিলেন,
শিমোন, তুমি কি ঘুমাইয়া
পড়িয়াছ? এক ঘণ্টাও কি জাগিয়া
থাকিতে তোমার শক্তি হইল না?
৩৮ তোমরা জাগিয়া থাক ও প্রার্থনা
কর, যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা
ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্ব্বল।
৩৯ আর তিনি পুনরায় গিয়া সেই কথা
৪০ বলিয়া প্রার্থনা করিলেন। পরে
তিনি আবার আসিয়া দেখিলেন,
তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন;
কারণ তাঁহাদের চক্ষু বড়ই
ভারী হইয়া পড়িয়াছিল, আর
তাঁহাকে কি উত্তর দিবেন, তাহা
তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না।
৪১ পরে তিনি তৃতীয় বার আসিয়া
তাঁহাদিগকে কহিলেন, এখন
তোমরা নিদ্রা যাও, বিশ্রাম কর;
যথেষ্ট হইয়াছে; সময় উপস্থিত,
দেখ, মনুষ্যপুত্র পাপীদের হস্তে
৪২ সমর্পিত হন। উঠ, আমরা যাই;
এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ
করিতেছে, সে নিকটে আসিয়াছে।

### যীশু শত্রুদের হস্তে সমর্পিত হন।

৪৩ আর তিনি যখন কথা কহিতে-
ছেন, তৎক্ষণাৎ যিহূদা, সেই বারো
জনের এক জন, আসিল, এবং
তাহার সঙ্গে অনেক লোক খড়্গ ও
যষ্টি লইয়া প্রধান যাজকদের,
অধ্যাপকগণের ও প্রাচীনবর্গের
৪৪ নিকট হইতে আসিল। যে তাঁহাকে
সমর্পণ করিতেছিল, সে পূর্ব্বে তাহা-
দিগকে এই সঙ্কেত বলিয়াছিল,

আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সেই
ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাহাকে ধরিয়া
৪৫ সাবধানে লইয়া যাইবে। সে আসিয়া
তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে গিয়া
বলিল, রব্বি; আর তাঁহাকে আগ্রহ-
৪৬ পূর্ব্বক চুম্বন করিল। তখন তাহারা
তাঁহার উপরে হস্তক্ষেপ করিয়া
৪৭ তাঁহাকে ধরিল। কিন্তু যাহারা পার্শ্বে
দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক
জন আপন খড়্গ খুলিয়া মহাযাজ-
কের দাসকে আঘাত করিল, তাহার
৪৮ একটী কাণ কাটিয়া ফেলিল। তখন
যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, যেমন
দস্যু ধরিতে যায়, তেমনি কি তোমরা
খড়্গ ও যষ্টি লইয়া আমাকে ধরিতে
৪৯ আসিলে? আমি প্রতিদিন ধর্ম্ম-
ধামে তোমাদের নিকটে থাকিয়া
উপদেশ দিয়াছি, তখন ত আমায়
ধরিলে না; কিন্তু শাস্ত্রের বচনগুলি
৫০ সফল হওয়া আবশ্যক। তখন
শিষ্যেরা সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া
পলাইয়া গেলেন।

৫১ আর, এক জন যুবক উলঙ্গ শরীরে
একখানি চাদর জড়াইয়া তাঁহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল;
৫২ তাহারা তাহাকে ধরিল, কিন্তু সে
সেই চাদরখানি ফেলিয়া উলঙ্গই
পলায়ন করিল।

মহাযাজকের সম্মুখে যীশুর বিচার।

৫৩ পরে তাহারা যীশুকে মহাযাজ-
কের নিকটে লইয়া গেল; তাঁহার
সঙ্গে প্রধান যাজকগণ, প্রাচীনবর্গ
ও অধ্যাপকেরা সকলে সমবেত
৫৪ হইল। আর পিতর দূরে থাকিয়া
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিতরে, মহা-
যাজকের প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত গেলেন,
এবং পদাতিকদের সহিত বসিয়া
আগুন পোহাইতে লাগিলেন।

৫৫ তখন প্রধান যাজকগণ ও সমস্ত
মহাসভা যীশুকে বধ করিবার জন্য
তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য অন্বেষণ
৫৬ করিল, কিন্তু পাইল না। কেননা
অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য
দিল বটে, কিন্তু তাহাদের সাক্ষ্য
৫৭ মিলিল না। পরে কএক জন দাঁড়া-
ইয়া তাঁহার বিপক্ষে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া
৫৮ কহিল, আমরা উহাকে এই কথা
বলিতে শুনিয়াছি, আমি এই হস্ত-
কৃত মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আর
তিন দিনের মধ্যে অহস্তকৃত আর
৫৯ এক মন্দির নির্ম্মাণ করিব। ইহাতেও
৬০ তাহাদের সাক্ষ্য মিলিল না। তখন
মহাযাজক মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া
যীশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি
কিছুই উত্তর দিবে না? তোমার
বিরুদ্ধে ইহারা কি সাক্ষ্য দিতেছে?
৬১ কিন্তু তিনি নীরব রহিলেন, কোন
উত্তর দিলেন না। আবার মহাযাজক
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি
কি সেই খ্রীষ্ট, পরমধন্যের পুত্র?
৬২ যীশু কহিলেন, আমি সেই; আর
তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের
দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে ও
আকাশের মেঘসহ আসিতে
৬৩ দেখিবে।* তখন মহাযাজক আপন
বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিলেন, আর
সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন?
৬৪ তোমরা ত ঈশ্বর-নিন্দা শুনিলে;

* দানিয়েল ৭ ১৩।

তোমাদের কি বিবেচনা হয় ?
তাহারা সকলে তাঁহাকে দোষী
করিয়া বলিল, এ মরিবার যোগ্য ।
৬৫ তখন কেহ কেহ তাঁহার গায়ে থুথু
দিতে লাগিল, এবং তাঁহার মুখ
ঢাকিয়া তাঁহাকে ঘুষি মারিতে
লাগিল, আর বলিতে লাগিল,
ভাববাণী বল না ? পরে পদাতিকগণ
প্রহার করিতে করিতে তাঁহাকে
গ্রহণ করিল ।

পিতর যীশুকে তিন বার অস্বীকার করেন ।

৬৬ পিতর যখন নীচে প্রাঙ্গণে ছিলেন,
তখন মহাযাজকের এক দাসী
৬৭ আসিল ; সে পিতরকে আগুন
পোহাইতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি
দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তুমিও ত
সেই নাসরতীয়ের, সেই যীশুর,
৬৮ সঙ্গে ছিলে । কিন্তু তিনি অস্বীকার
করিয়া কহিলেন, তুমি যাহা বলি-
তেছ, তাহা আমি জানিও না,
বুঝিও না । পরে তিনি বাহির
হইয়া ফটকের নিকটে গেলেন, আর
৬৯ কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল । কিন্তু দাসী
তাঁহাকে দেখিয়া, যাহারা নিকটে
দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগকেও
বলিতে লাগিল, এ ব্যক্তি তাহাদের
৭০ এক জন । তিনি আবার অস্বীকার
করিলেন । কিঞ্চিৎ কাল পরে,
যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল,
আবার তাহারা পিতরকে বলিল,
সত্যই তুমি তাহাদের এক জন,
কেননা তুমি গালীলীয় লোক ।
৭১ কিন্তু তিনি অভিশাপপূর্ব্বক শপথ
করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা
যে ব্যক্তির কথা বলিতেছ, তাহাকে
৭২ আমি চিনি না । তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়
বার কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল ; তাহাতে
যীশু এই যে কথা বলিয়াছিলেন,
'কুকুড়া দুই বার ডাকিবার পূর্ব্বে
তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার
করিবে,' তাহা পিতরের মনে পড়িল ;
এবং তিনি সেই বিষয় চিন্তা করিয়া
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ।

দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে যীশুর বিচার ।

১৫ আর প্রভাতেই প্রাচীনবর্গ ও
অধ্যাপকদের সঙ্গে প্রধান যাজকগণ
এবং সমস্ত মহাসভা মন্ত্রণা করিয়া
যীশুকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া পীলা-
২ তের নিকটে সমর্পণ করিল । তখন[১]
পীলাত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
তুমি কি যিহূদীদের রাজা ? তিনি
উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,
৩ তুমিই বলিলে । পরে প্রধান যাজ-
কেরা তাঁহার উপরে অনেক দোষা-
৪ রোপ করিতে লাগিল । পীলাত
তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,
তুমি কি কিছুই উত্তর দিবে না ?
দেখ, ইহারা তোমার উপরে কত
৫ দোষারোপ করিতেছে । কিন্তু যীশু
আর কিছু উত্তর করিলেন না ;
তাহাতে পীলাতের আশ্চর্য্য বোধ
হইল ।
৬ পর্ব্বের সময়ে তিনি লোকদের
জন্য এমন এক জন বন্দিকে মুক্ত
করিতেন, যাহাকে তাহারা চাহিত ।
৭ সেই সময়ে বারাব্বা নামে এক

১ । মথি ২৭ অধ্য । লূক ২৩ অধ্য ।
যোহন ১৮, ১৯ অধ্য ।

ব্যক্তি উপপ্লবকারীদের সঙ্গে কারা-
বদ্ধ ছিল, তাহারা উপপ্লবক্রমে
৮ নরহত্যাও করিয়াছিল। তখন
লোকসমূহ উপরে গিয়া, তিনি
তাহাদের জন্য যাহা করিতেন, তাহা
৯ যাচ্ঞা করিতে লাগিল। পীলাত
উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
আমি তোমাদের জন্য যিহুদীদের
রাজাকে মুক্ত করিয়া দিব, এই কি
১০ তোমাদের বাঞ্ছা? কেননা প্রধান
যাজকেরা যে হিংসা বশতঃ তাঁহাকে
সমর্পণ করিয়াছিল, তাহা তিনি
১১ জানিতে পারিলেন। কিন্তু প্রধান
যাজকেরা জনতাকে উত্তেজিত
করিয়া বরং আপনাদের জন্য
বারাব্বার মুক্তি চাহিতে বলিল।
১২ পরে পীলাত আবার উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে বলিলেন, তবে
তোমরা যাহাকে যিহুদীদের রাজা
১৩ বল, তাহাকে কি করিব? তাহারা
পুনর্ব্বার চীৎকার করিয়া বলিল,
১৪ উহাকে ক্রুশে দেও। পীলাত
তাহাদিগকে কহিলেন, কেন? এ
কি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু
তাহারা অতিশয় চেঁচাইয়া বলিল,
১৫ উহাকে ক্রুশে দেও। তখন পীলাত
লোকসমূহকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে
তাহাদের জন্য বারাব্বাকে মুক্ত
করিলেন, এবং যীশুকে কোড়া
মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ
করিলেন।

যীশুর ক্রুশারোপণ; মৃত্যু ও সমাধি।

১৬ পরে সেনারা প্রাঙ্গণের মধ্যে,
অর্থাৎ রাজবাটীর ভিতরে, তাঁহাকে
লইয়া গিয়া সমস্ত সেনাদলকে
১৭ ডাকিয়া একত্র করিল। পরে
তাঁহাকে বেগুনিয়া কাপড় পরাইল,
এবং কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার
১৮ মাথায় দিল, আর তাঁহার বন্দনা
করিয়া বলিতে লাগিল, যিহুদি-রাজ,
১৯ নমস্কার! আর তাঁহার মস্তকে
নল দ্বারা আঘাত করিল, তাঁহার
গায়ে থুথু দিল, ও হাঁটু পাতিয়া
২০ তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাঁহাকে
বিদ্রূপ করিবার পর তাহারা ঐ
বেগুনিয়া কাপড় খুলিয়া তাঁহার
নিজের কাপড় পরাইয়া দিল। পরে
তাহারা ক্রুশে দিবার জন্য তাঁহাকে
বাহিরে লইয়া গেল।
২১ আর শিমোন নামে এক জন
কুরীণীয় লোক পল্লীগ্রাম হইতে
সেই পথ দিয়া আসিতেছিল,—সে
সিকন্দরের ও রূফের পিতা—তাহা-
কেই তাহারা যীশুর ক্রুশ বহিবার
২২ জন্য বেগার ধরিল। পরে তাহারা
তাঁহাকে গলগথা নামক স্থানে লইয়া
গেল; এই নামের অর্থ 'মাথার
২৩ খুলির স্থান'। আর তাহারা তাঁহাকে
গন্ধরসে মিশ্রিত দ্রাক্ষারস দিতে
চাহিল; কিন্তু তিনি গ্রহণ করিলেন
২৪ না। পরে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে
দিল, এবং তাঁহার বস্ত্র সকল অংশ
করিয়া লইল; কে কি লইবে, ইহা
স্থির কবিবার জন্য গুলিবাঁট করিল।
২৫ তৃতীয় ঘটিকার সময়ে তাহারা
২৬ তাঁহাকে ক্রুশে দিল। আর তাঁহার
উপরে দোষ-সূচক এই অধিলিপি
লিখিত হইল,
'যিহুদীদের রাজা'।

২৭ আর তাহারা তাঁহার সহিত দুই জন
দস্যুকে ক্রুশে দিল, এক জনকে
তাঁহার দক্ষিণে, এক জনকে তাঁহার
২৮ বামে।* আর যে সকল লোক
সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিতে-
ছিল, তাহারা মাথা নাড়িতে নাড়িতে
২৯ তাঁহার নিন্দা করিয়া কহিল, ওহে,
তুমি না মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আর
তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুল!
৩০ আপনাকে রক্ষা কর, ক্রুশ হইতে
৩১ নাম। আর সেইরূপ প্রধান যাজ-
কেরাও অধ্যাপকদের সহিত আপ-
নাদের মধ্যে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া
কহিল, ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে
রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা
৩২ করিতে পারে না; খ্রীষ্ট, ইস্রায়েলের
রাজা, এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া
আইসুক, দেখিয়া আমরা বিশ্বাস
করিব। আর যাহারা তাঁহার সঙ্গে
ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাও
তাঁহাকে তিরস্কার করিল।
৩৩ পরে বেলা ছয় ঘটিকা হইতে নয়
ঘটিকা পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকার-
৩৪ ময় হইয়া রহিল। আর নয় ঘটিকার
সময়ে যীশু উচ্চরবে ডাকিয়া
কহিলেন, এলোই, এলোই, লামা
শবক্তানী; অনুবাদ করিলে ইহার
অর্থ এই, 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর
আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ
৩৫ করিয়াছ?'† তাহাতে যাহারা
নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের
মধ্যে কেহ কেহ সেই কথা শুনিয়া
বলিল, দেখ, ও এলিয়কে ডাকি-
৩৬ তেছে। আর, এক জন দৌড়িয়া
একখানি স্পঞ্জে সিরকা ভরিয়া
তাহা নলে লাগাইয়া তাঁহাকে পান
করিতে দিয়া কহিল, থাক্, দেখি,
এলিয় উহাকে নামাইতে আইসেন
কি না।
৩৭ পরে যীশু উচ্চ রব ছাড়িয়া প্রাণ-
৩৮ ত্যাগ করিলেন। তখন মন্দিরের
তিরস্করিণী* উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত
৩৯ চিরিয়া দুইখান হইল। আর যে
শতপতি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া-
ছিলেন, তিনি যখন দেখিলেন যে,
যীশু এই প্রকারে প্রাণত্যাগ করি-
লেন, তখন কহিলেন, সত্যই ইনি
ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।
৪০ কএকটী স্ত্রীলোকও দূরে থাকিয়া
দেখিতেছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে
মগ্দলীনী মরিয়ম, ছোট যাকোবের
ও যোশির মাতা মরিয়ম এবং
৪১ শালোমী ছিলেন; যখন তিনি
গালীলে ছিলেন, তখন ইঁহারা
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া
তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। আরও
অনেক স্ত্রীলোক সেখানে ছিলেন,
যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে যিরূশালেমে
আসিয়াছিলেন।
৪২ পরে সন্ধ্যা হইলে, সেই দিন
আয়োজন দিন অর্থাৎ বিশ্রামবারের
৪৩ পূর্ব্বদিন বলিয়া, অরিমাথিয়ার
যোষেফ নামক এক জন সম্ভ্রান্ত
মন্ত্রী আসিলেন, তিনি নিজেও

* (অনেক প্রাচীন অনুলিপিতে এখানে এই কথা পাওয়া যায়,) তখন এই শাস্ত্রীয় বাণী পূর্ণ হইল, তিনি অধর্ম্মীদের সহিত গণিত হইলেন।
† গীত ২২; ১।

* যাত্রা ২৬; ৩১-৩৫। লেবীয় ১৬; ২। ইব্রীয় ৯; ২-১১।

ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করিতেন;
তিনি সাহসপূর্ব্বক পীলাতের নিকটে
গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিলেন।
৪৪ কিন্তু যীশু যে এত শীঘ্র মরিয়া
গিয়াছেন, ইহাতে পীলাত আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিলেন, এবং সেই শত-
পতিকে ডাকাইয়া, তিনি ইহার
মধ্যেই মরিয়াছেন কি না, জিজ্ঞাসা
৪৫ করিলেন; পরে শতপতির নিকট
হইতে জানিয়া যোষেফকে দেহটী
৪৬ দান করিলেন। যোষেফ একখানি
চাদর কিনিয়া তাঁহাকে নামাইয়া
ঐ চাদরে জড়াইলেন, এবং শৈলে
ক্ষোদিত এক কবরে রাখিলেন;
পরে কবরের দ্বারে একখান
৪৭ পাথর গড়াইয়া দিলেন। তাঁহাকে
যে স্থানে রাখা হইল, তাহা
মগ্দলীনী মরিয়ম ও যোশির মাতা
মরিয়ম দেখিতে পাইলেন।

যীশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ।

১৬ বিশ্রামদিন[১] অতীত হইলে পর
মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবের মাতা
মরিয়ম এবং শালোমী সুগন্ধি দ্রব্য
ক্রয় করিলেন, যেন গিয়া তাঁহাকে
২ মাখাইতে পারেন। পরে সপ্তাহের
প্রথম দিন তাঁহারা অতি প্রত্যূষে,
সূর্য্য উদিত হইলে, কবরের নিকটে
৩ আসিলেন। তাঁহারা পরস্পর বলা-
বলি করিতেছিলেন, কবরের দ্বার
হইতে কে আমাদের জন্য পাথর-
৪ খান সরাইয়া দিবে? এমন সময়
তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন,
পাথরখান সরান গিয়াছে; কেননা
৫ তাহা অতি বৃহৎ ছিল। পরে
তাঁহারা কবরের ভিতরে গিয়া দেখি-
লেন, দক্ষিণ পার্শ্বে শুক্লবস্ত্র পরিহিত
এক জন যুবক বসিয়া আছেন;
তাহাতে তাঁহারা অতিশয় বিস্ময়া-
৬ পন্ন হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, বিস্ময়াপন্ন হইও না,
তোমরা নাসরতীয় যীশুর অন্বেষণ
করিতেছ, যিনি ক্রুশে হত হইয়াছেন;
তিনি উঠিয়াছেন, এখানে নাই;
দেখ, এই স্থানে তাঁহাকে রাখা
৭ গিয়াছিল; কিন্তু তোমরা যাও,
তাঁহার শিষ্যগণকে আর পিতরকে
বল, তিনি তোমাদের অগ্রে গালীলে
যাইতেছেন; যেমন তিনি তোমা-
দিগকে বলিয়াছিলেন, সেইখানে
তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।
৮ তখন তাঁহারা বাহির হইয়া কবর
হইতে পলায়ন করিলেন, কারণ
তাঁহারা কম্পান্বিতা ও বিস্ময়াপন্না
হইয়াছিলেন; আর তাঁহারা কাহা-
কেও কিছু বলিলেন না; কেননা
তাঁহারা ভয় পাইয়াছিলেন।
৯ সপ্তাহের প্রথম দিবসে যীশু
প্রত্যূষে উঠিলে প্রথমে সেই মগ্দ-
লীনী মরিয়মকে দর্শন দিলেন, যাঁহা
হইতে তিনি সাত ভূত ছাড়াইয়া-
১০ ছিলেন। তিনিই গিয়া, যাঁহারা
যীশুর সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহাদিগকে
সংবাদ দিলেন, তখন তাঁহারা শোক
১১ ও রোদন করিতেছিলেন। যখন
তাঁহারা শুনিলেন যে, তিনি জীবিত
আছেন, ও তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন,
তখন অবিশ্বাস করিলেন।
১২ তৎপরে তাঁহাদের দুই জন যখন

১। মথি ২৮ অধ্য। লূক ২৪ অধ্য। যোহন ২০ অধ্য।

পল্লীগ্রামে যাইতেছিলেন, তখন
তিনি আর এক আকারে তাঁহাদের
১৩ কাছে প্রকাশিত হইলেন। তাঁহারা
গিয়া অন্য সকলকে ইহা জানাইলেন,
কিন্তু তাঁহাদের কথাতেও তাঁহারা
বিশ্বাস করিলেন না।
১৪ তৎপরে সেই এগার জন ভোজনে
বসিলে তিনি তাঁহাদের কাছে প্রকা-
শিত হইলেন, এবং তাঁহাদের
অবিশ্বাস ও মনের কঠিনতা প্রযুক্ত
তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন;
কেননা তিনি উঠিলে পর যাঁহারা
তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের
কথায় তাঁহারা বিশ্বাস করেন নাই।
১৫ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত
সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার
১৬ কর। যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাই-
জিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে;
কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার
১৭ দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে। আর যাহারা
বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের
অনুবর্ত্তী হইবে; তাহারা আমার
নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন
১৮ নূতন ভাষায় কথা কহিবে, তাহারা
সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু
পান করিলেও তাহাতে কোন মতে
তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা
পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে,
আর তাহারা সুস্থ হইবে।
১৯ তাঁহাদের সহিত কথা কহিবার
পর প্রভু যীশু ঊর্দ্ধে, স্বর্গে গৃহীত
হইলেন, এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসি-
২০ লেন। আর তাঁহারা প্রস্থান করিয়া
সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন;
এবং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিয়া
অনুবর্ত্তী চিহ্নসমূহ দ্বারা সেই বাক্য
সপ্রমাণ করিলেন। আমেন্।

---

# লূকলিখিত সুসমাচার।

---

আভাষ। যোহন বাপ্তাইজকের
জন্ম-বিষয়ে আগম-সংবাদ।

১ প্রথম অবধি যাঁহারা স্বচক্ষে
দেখিয়াছেন, এবং বাক্যের সেবা
করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা
আমাদিগকে যেমন সমর্পণ করিয়া-
২ ছেন, তদনুসারে অনেকেই আমাদের
মধ্যে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত বিষয়াবলির
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হস্তক্ষেপ
৩ করিয়াছেন, সেই জন্য আমিও প্রথম
হইতে সকল বিষয় সবিশেষ অনু-
সন্ধান করিয়াছি বলিয়া, হে মহা-
মহিম থিয়ফিল, আপনাকে আনু-
পূর্ব্বিক বিবরণ লেখা বিহিত
৪ বুঝিলাম; যেন, আপনি যে সকল
বিষয় শিক্ষা পাইয়াছেন, সেই সকল
বিষয়ের নিশ্চয়তা জ্ঞাত হইতে
পারেন।

৫ যিহূদিয়ার রাজা হেরোদের সময়ে
অবিয়ের পালার মধ্যে সখরিয় নামে
এক জন যাজক ছিলেন; তাঁহার
স্ত্রী হারোণবংশীয়া, তাঁহার নাম
৬ ইলীশাবেৎ। তাঁহারা দুই জন
ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্ম্মিক ছিলেন,
প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি
অনুসারে নির্দ্দোষরূপে চলিতেন।
৭ তাঁহাদের সন্তান ছিল না, কেননা
ইলীশাবেৎ বন্ধ্যা ছিলেন, এবং দুই
জনেরই অধিক বয়স হইয়াছিল।
৮ একদা যখন সখরিয় নিজ পালার
অনুক্রমে ঈশ্বরের সাক্ষাতে যাজকীয়
৯ কার্য্য করিতেছিলেন, তখন যাজকীয়
কার্য্যের প্রথানুসারে গুলিবাঁট ক্রমে
তাঁহাকে প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ
১০ করিয়া ধূপ জ্বালাইতে হইল। সেই
ধূপদাহের সময়ে সমস্ত লোক
বাহিরে থাকিয়া প্রার্থনা করিতে-
১১ ছিল। তখন প্রভুর এক দূত ধূপ-
বেদির দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া
১২ তাঁহাকে দর্শন দিলেন। দেখিয়া
সখরিয় ত্রাসযুক্ত হইলেন, ভয়
১৩ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু
দূত তাঁহাকে বলিলেন, সখরিয়,
ভয় করিও না, কেননা তোমার
বিনতি গ্রাহ্য হইয়াছে, তোমার স্ত্রী
ইলীশাবেৎ তোমার জন্য পুত্র প্রসব
করিবেন, ও তুমি তাহার নাম
১৪ যোহন রাখিবে। আর তোমার
আনন্দ ও উল্লাস হইবে, এবং
তাহার জন্মে অনেকে আনন্দিত
১৫ হইবে। কারণ সে প্রভুর সম্মুখে
মহান্ হইবে, এবং দ্রাক্ষারস কি
সুরা কিছুই পান করিবে না; আর
সে মাতার গর্ভ হইতেই পবিত্র
১৬ আত্মায় পরিপূর্ণ হইবে; এবং
ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে অনেককে
তাহাদের ঈশ্বর প্রভুর প্রতি
১৭ ফিরাইবে।* সে তাঁহার সম্মুখে
এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে
গমন করিবে, যেন পিতৃগণের হৃদয়
সন্তানদের প্রতি, ও অনাজ্ঞাবহ-
দিগকে ধার্ম্মিকদের বিজ্ঞতায় চলি-
বার জন্য ফিরাইতে পারে, প্রভুর
নিমিত্ত সুসজ্জিত এক প্রজামণ্ডলী
১৮ প্রস্তুত করিতে পারে। তখন সখ-
রিয় দূতকে কহিলেন, কিসে ইহা
জানিব? কেননা আমি বৃদ্ধ এবং
আমার স্ত্রীরও অধিক বয়স হই-
১৯ য়াছে। দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, আমি গাব্রিয়েল, ঈশ্বরের
সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি, তোমার
সহিত কথা কহিবার ও তোমাকে
এই সকল বিষয়ের সুসমাচার দিবার
২০ জন্য প্রেরিত হইয়াছি। আর দেখ,
এই সকল যে দিন ঘটিবে, সেই
দিন পর্য্যন্ত তুমি নীরব থাকিবে,
কথা কহিতে পারিবে না; যেহেতুক
আমার এই যে সকল বাক্য যথা-
সময়ে সফল হইবে, ইহাতে তুমি
২১ বিশ্বাস করিলে না। আর লোক
সকল সখরিয়ের অপেক্ষা করিতে-
ছিল, এবং মন্দিরের মধ্যে তাঁহার
বিলম্ব হওয়াতে তাহারা আশ্চর্য্য
২২ জ্ঞান করিতে লাগিল। পরে তিনি
বাহিরে আসিয়া তাহাদের কাছে
কথা কহিতে পারিলেন না; তখন
তাহারা বুঝিল যে, মন্দিরের মধ্যে

* গণ ৬, ৩। মাল ৪, ৫, ৬।

তিনি কোন দর্শন পাইয়াছেন ;
আর তিনি তাহাদের নিকটে নানা
সঙ্কেত করিতে থাকিলেন, এবং
২৩ বোবা হইয়া রহিলেন। পরে
তাঁহার উপাসনার সময় পূর্ণ হইলে
তিনি নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন।
২৪ এই সময়ের পরে তাঁহার স্ত্রী
ইলীশাবেৎ গর্ব্ভবতী হইলেন ; আর
তিনি পাঁচ মাস আপনাকে সং-
গোপনে রাখিলেন, বলিলেন,
২৫ লোকদের মধ্যে আমার অপযশ
খণ্ডাইবার নিমিত্ত এই সময়ে
দৃষ্টিপাত করিয়া প্রভু আমার প্রতি
এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।

### যীশু খ্রীষ্টের জন্ম-বিষয়ে আগম-সংবাদ।

২৬ পরে ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত
ঈশ্বরের নিকট হইতে গালীল
দেশের নাসরৎ নামক নগরে একটী
কুমারীর নিকটে প্রেরিত হইলেন,
২৭ তিনি দায়ূদ-কুলের যোষেফ নামক
পুরুষের প্রতি বাগ্দত্তা হইয়া-
ছিলেন ; সেই কুমারীর নাম
২৮ মরিয়ম। দূত গৃহমধ্যে তাঁহার
কাছে আসিয়া কহিলেন, অয়ি
মহানুগৃহীতে, মঙ্গল হউক ; প্রভু
তোমার সহবর্ত্তী।*
২৯ কিন্তু তিনি সেই বাক্যে অতিশয়
উদ্বিগ্ন হইলেন, আর মনে মনে
আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এ
৩০ কেমন মঙ্গলবাদ ? দূত তাঁহাকে
কহিলেন, মরিয়ম, ভয় করিও না,
কেননা তুমি ঈশ্বরের নিকটে
৩১ অনুগ্রহ পাইয়াছ। আর দেখ,
তুমি গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব
করিবে, ও তাঁহার নাম যীশু
৩২ রাখিবে। তিনি মহান্ হইবেন,
আর তাঁহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা
যাইবে ; আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার
পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে
৩৩ দিবেন ; তিনি যাকোব-কুলের
উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন,
ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না।
৩৪ তখন মরিয়ম দূতকে কহিলেন, ইহা
কিরূপে হইবে ? আমি ত পুরুষকে
৩৫ জানি না। দূত উত্তর করিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা
তোমার উপরে আসিবেন, এবং
পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে
ছায়া করিবে ; এই কারণ যে পবিত্র
সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে* ঈশ্বরের
৩৬ পুত্র বলা যাইবে। আর দেখ,
তোমার জ্ঞাতি যে ইলীশাবেৎ,
তিনিও বৃদ্ধ বয়সে পুত্রসন্তান গর্ব্ভে
ধারণ করিয়াছেন ; লোকে যাঁহাকে
বন্ধ্যা বলিত, এই তাঁহার ষষ্ঠ মাস।
৩৭ কেননা ঈশ্বরের কোন বাক্য শক্তি-
৩৮ হীন হইবে না। তখন মরিয়ম কহি-
লেন, দেখুন, আমি প্রভুর দাসী ;
আপনার বাক্যানুসারে আমার প্রতি
ঘটুক। পরে দূত তাঁহার নিকট
হইতে প্রস্থান করিলেন।
৩৯ তৎকালে মরিয়ম উঠিয়া সত্বর
পাহাড় অঞ্চলে যিহূদার এক নগরে
৪০ গেলেন, এবং সখরিয়ের গৃহে প্রবেশ
করিয়া ইলীশাবেৎকে মঙ্গলবাদ
৪১ করিলেন। আর এইরূপ হইল,

* ( পাঠান্তর ) সহবর্ত্তী ; নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্যা।

* ( বা ) যে সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে পবিত্র ও।

যখন ইলীশাবেৎ মরিয়মের মঙ্গলবাদ
শুনিলেন, তখন তাঁহার জঠরে শিশুটী
নাচিয়া উঠিল ; আর ইলীশাবেৎ
৪২ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইলেন, এবং
উচ্চরবে মহাশব্দ করিয়া বলিলেন,
নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্য, এবং
ধন্য তোমার জঠরের ফল।
৪৩ আর আমার প্রভুর মাতা আমার
কাছে আসিবেন, আমার এমন
সৌভাগ্য কোথা হইতে হইল?
৪৪ কেননা দেখ, তোমার মঙ্গলবাদের
ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ
করিবামাত্র শিশুটী আমার জঠরে
৪৫ উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। আর ধন্য
যিনি বিশ্বাস করিলেন, কারণ প্রভু
হইতে যাহা যাহা তাঁহাকে বলা
গিয়াছে, সে সমস্ত সিদ্ধ হইবে।
৪৬ তখন মরিয়ম কহিলেন,
আমার প্রাণ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন
করিতেছে,
৪৭ আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্ত্তা
ঈশ্বরে উল্লাসিত হইয়াছে।
৪৮ কারণ তিনি নিজ দাসীর নীচ
অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত
করিয়াছেন ;
কেননা দেখ, এই অবধি পুরুষ-
পরম্পরা সকলে আমাকে ধন্য
বলিবে।
৪৯ কারণ যিনি পরাক্রমী, তিনি
আমার জন্য মহৎ মহৎ কার্য্য
করিয়াছেন ;
এবং তাঁহার নাম পবিত্র।
৫০ আর যাহারা তাঁহাকে ভয় করে,
তাঁহার দয়া তাহাদের পুরুষ-
পরম্পরায় বর্ত্তে।
৫১ তিনি আপন বাহু দ্বারা বিক্রম-
কার্য্য করিয়াছেন ;
যাহারা আপনাদের হৃদয়ের
কল্পনায় অহঙ্কারী, তাহাদিগকে
ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন।
৫২ তিনি বিক্রমীদিগকে সিংহাসন
হইতে নামাইয়া দিয়াছেন, ও
নীচদিগকে উন্নত করিয়াছেন ;
৫৩ তিনি ক্ষুধার্ত্তদিগকে উত্তম উত্তম
দ্রব্যে পূর্ণ করিয়াছেন,
এবং ধনবান্‌দিগকে রিক্তহস্তে
বিদায় করিয়াছেন।
৫৪ তিনি আপন দাস ইস্রায়েলের
উপকার করিয়াছেন, যেন,
আমাদের পিতৃগণের প্রতি
উক্ত আপন বাক্যানুসারে
৫৫ অব্রাহাম ও তাঁহার বংশের প্রতি
চিরতরে করুণা স্মরণ করেন।
৫৬ আর মরিয়ম মাস তিনেক ইলীশা-
বেতের নিকটে রহিলেন, পরে নিজ
গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

### যোহনের জন্ম।

৫৭ পরে ইলীশাবেতের প্রসবকাল
সম্পূর্ণ হইলে তিনি পুত্র প্রসব
৫৮ করিলেন। তখন, তাঁহার প্রতিবাসী
ও আত্মীয়গণ শুনিতে পাইল যে,
প্রভু তাঁহার প্রতি মহা দয়া
করিয়াছেন, আর তাহারা তাঁহার
৫৯ সহিত আনন্দ করিল। পরে তাহারা
অষ্টম দিনে বালকটীর ত্বক্‌ছেদ
করিতে আসিল, আর তাহার পিতার
নামানুসারে তাহার নাম সখরিয়
৬০ রাখিতে চাহিল। কিন্তু তাহার
মাতা উত্তর করিয়া কহিলেন, তাহা

নয়, ইহার নাম যোহন রাখা যাইবে।
৬১ তাহারা তাঁহাকে কহিল, আপনার
গোষ্ঠীর মধ্যে এ নামে ত কাহাকেও
৬২ ডাকা হয় না। পরে তাহারা তাহার
পিতাকে সঙ্কেতে জিজ্ঞাসা করিল,
আপনার ইচ্ছা কি? ইহার কি
৬৩ নাম রাখা যাইবে? তিনি একখান
লিপিফলক চাহিয়া লইয়া লিখিলেন,
ইহার নাম যোহন। তাহাতে সকলে
৬৪ আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। আর তখনই
তাঁহার মুখ ও তাঁহার জিহ্বা খুলিয়া
গেল, আর তিনি কথা কহিলেন,
ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।
৬৫ ইহাতে চারিদিকের প্রতিবাসীরা
সকলে ভয়গ্রস্ত হইল, আর
যিহূদিয়ার পাহাড় অঞ্চলের সর্ব্বত্র
লোকে এই সমস্ত কথা বলাবলি
৬৬ করিতে লাগিল। আর যত লোক
শুনিল, সকলে তাহা হৃদয়ে স্থান
দিয়া বলিতে লাগিল, এ বালকটী
তবে কি হইবে? কারণ প্রভুর
হস্তও তাহার সহবর্ত্তী ছিল।
৬৭ তখন তাহার পিতা সখরিয়
পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন,
এবং ভাববাণী বলিলেন; তিনি
কহিলেন,

৬৮ ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর;
কেননা তিনি তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, আপন প্রজাদের জন্য
মুক্তি সাধন করিয়াছেন,
৬৯ আর আমাদের জন্য আপন দাস
দায়ূদের কুলে পরিত্রাণের এক
শৃঙ্গ উঠাইয়াছেন,
৭০ —যেমন তিনি পুরাকাল অবধি
তাঁহার সেই পবিত্র ভাববাদিগণের মুখ দ্বারা বলিয়া
আসিয়াছেন—
৭১ আমাদের শত্রুগণ হইতে ও
যাহারা আমাদিগকে দ্বেষ
করে, তাহাদের সকলের হস্ত
হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন।
৭২ আমাদের পিতৃপুরুষগণের প্রতি
কৃপা করিবার জন্য, আপন
পবিত্র নিয়ম স্মরণ করিবার
জন্য।
৭৩ এ সেই দিব্য, যাহা তিনি আমাদের
পিতৃপুরুষ অব্রাহামের কাছে
শপথ করিয়াছিলেন,
৭৪ আমাদিগকে এই বর দিবার জন্য,
যে আমরা শত্রুগণের হস্ত
হইতে নিস্তার পাইয়া,
নির্ভয়ে সাধুতায় ও ধার্ম্মিকতায়
তাঁহার আরাধনা করিতে
পারিব,
৭৫ তাঁহার সাক্ষাতে যাবজ্জীবন
করিতে পারিব।
৭৬ আর, হে বালক, তুমি পরাৎপরের ভাববাদী বলিয়া
আখ্যাত হইবে,
কারণ তুমি প্রভুর সম্মুখে চলিবে,
তাঁহার পথ প্রস্তুত করিবার
জন্য;
৭৭ তাঁহার প্রজাদের পাপমোচনে
তাহাদিগকে পরিত্রাণের জ্ঞান
দিবার জন্য।
৭৮ ইহা আমাদের ঈশ্বরের সেই
কৃপাযুক্ত স্নেহহেতু হইবে,
যদ্দারা ঊর্দ্ধ হইতে ঊষা আমাদের
তত্ত্বাবধান করিবে,
৭৯ যাহারা অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায়

বসিয়া আছে, তাহাদের উপরে
দীপ্তি দিবার জন্য,
আমাদের চরণ শান্তিপথে
চালাইবার জন্য।
৮০ পরে বালকটী বাড়িয়া উঠিতে
এবং আত্মায় বলবান হইতে লাগিল;
আর সে যত দিন ইস্রায়েলের
নিকটে প্রকাশিত না হইল, তত দিন
প্রান্তরে ছিল।

**যীশু খ্রীষ্টের জন্ম ও বাল্যকাল।**

২ সেই সময়ে আগস্ত কৈসরের এই
আদেশ বাহির হইল যে, সমুদয়
পৃথিবীর লোক নাম লিখিয়া দিবে।
২ সুরিয়ার শাসনকর্ত্তা কুরীণিয়ের
সময়ে এই প্রথম নাম লেখান হয়।
৩ সকলে নাম লিখিয়া দিবার নিমিত্তে
আপন আপন নগরে গমন করিল।
৪ আর যোষেফও গালীলের নাসরৎ
নগর হইতে যিহূদিয়ায় বৈৎলেহম
নামক দায়ূদের নগরে গেলেন,
কারণ তিনি দায়ূদের কুল ও গোষ্ঠী-
৫ জাত ছিলেন; তিনি আপনার
বাগ্দত্তা স্ত্রী মরিয়মের সহিত নাম
লিখিয়া দিবার জন্য গেলেন; তখন
৬ ইনি গর্ব্ভবতী ছিলেন। তাঁহারা সেই
স্থানে আছেন, এমন সময়ে মরিয়মের
৭ প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইল। আর তিনি
আপনার প্রথমজাত পুত্র প্রসব
করিলেন, এবং তাঁহাকে কাপড়ে
জড়াইয়া যাবপাত্রে শোয়াইয়া
রাখিলেন, কারণ পান্থশালায়
তাঁহাদের জন্য স্থান ছিল না।
৮ ঐ অঞ্চলে মেষপালকেরা মাঠে
অবস্থিতি করিতেছিল, এবং রাত্রি-
কালে আপন আপন পাল চৌকি
৯ দিতেছিল। আর প্রভুর এক দূত
তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াই-
লেন, এবং প্রভুর প্রতাপ তাহাদের
চারিদিকে দেদীপ্যমান হইল;
তাহাতে তাহারা অতিশয় ভীত
১০ হইল। তখন দূত তাহাদিগকে
কহিলেন, ভয় করিও না, কেননা
দেখ, আমি তোমাদিগকে মহানন্দের
সুসমাচার জানাইতেছি; সেই
আনন্দ সমুদয় লোকেরই হইবে;
১১ কারণ অদ্য দায়ূদের নগরে
তোমাদের জন্য ত্রাণকর্ত্তা জন্মিয়া-
১২ ছেন; তিনি খ্রীষ্ট প্রভু।* আর
তোমাদের জন্য ইহাই চিহ্ন, তোমরা
দেখিতে পাইবে, একটী শিশু
কাপড়ে জড়ান ও যাবপাত্রে শয়ান
১৩ রহিয়াছে। পরে হঠাৎ স্বর্গীয়
বাহিনীর এক বৃহৎ দল ঐ দূতের
সঙ্গী হইয়া ঈশ্বরের স্তবগান করিতে
করিতে কহিতে লাগিলেন,
১৪ ঊর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা,
পৃথিবীতে [ তাঁহার ] প্রীতিপাত্র
মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি।†
১৫ দূতগণ তাহাদের নিকট হইতে
স্বর্গে চলিয়া গেলে পর মেষ-
পালকেরা পরস্পর কহিল, চল,
আমরা একবার বৈৎলেহম পর্য্যন্ত
যাই, এবং এই যে ব্যাপার প্রভু
আমাদিগকে জানাইলেন, তাহা
১৬ গিয়া দেখি। পরে তাহারা শীঘ্র
গমন করিয়া মরিয়ম ও যোষেফ
এবং সেই যাবপাত্রে শয়ান

* ( বা ) অভিষিক্ত প্রভু।
† ( বা ) পৃথিবীতে শান্তি, মনুষ্যদের মধ্যে প্রীতি।

১৭ শিশুটীকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া
বালকটীর বিষয়ে যে কথা তাহা-
দিগকে বলা হইয়াছিল, তাহা
১৮ জানাইল। তাহাতে যত লোক
মেষপালকগণের মুখে ঐ সব কথা
শুনিল, সকলে এই সকল বিষয়ে
১৯ আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। কিন্তু মরিয়ম
সেই সকল কথা হৃদয় মধ্যে
আন্দোলন করিতে করিতে মনে
২০ সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন। আর
মেষপালকদিগকে যেরূপ বলা
হইয়াছিল, তাহারা তদ্রূপ সকলই
দেখিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের প্রশংসা ও
স্তবগান করিতে করিতে ফিরিয়া
আসিল।

২১ আর যখন বালকটীর ত্বক্-
ছেদনের জন্য আট দিন পূর্ণ হইল,
তখন তাঁহার নাম যীশু রাখা
গেল; এই নাম তাঁহার গর্ভস্থ
হইবার পূর্ব্বে দূতের দ্বারা রাখা
হইয়াছিল।

### শিশু যীশুর বিষয়ে শিমিয়োন ও হান্নার কথা।

২২ পরে যখন মোশির ব্যবস্থানুসারে
তাঁহাদের শুচি হইবার কাল সম্পূর্ণ
হইল, তখন তাঁহারা তাঁহাকে যিরূ-
শালেমে লইয়া গেলেন, যেন
তাঁহাকে প্রভুর নিকটে উপস্থিত
২৩ করেন, যেমন প্রভুর ব্যবস্থায় লেখা
আছে, 'গর্ভ উন্মোচক প্রত্যেক
পুরুষ সন্তান প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র
২৪ বলিয়া আখ্যাত হইবে'; আর যেন
বলি উৎসর্গ করেন, যেমন প্রভুর
ব্যবস্থায় উক্ত হইয়াছে, 'এক যোড়া
ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতশাবক'।*
২৫ আর দেখ, শিমিয়োন নামে এক
ব্যক্তি যিরূশালেমে ছিলেন, তিনি
ধার্ম্মিক ও ভক্ত, ইস্রায়েলের
সান্ত্বনার অপেক্ষাতে থাকিতেন,
এবং পবিত্র আত্মা তাঁহার উপরে
২৬ ছিলেন। আর পবিত্র আত্মা দ্বারা
তাঁহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছিল
যে, তিনি প্রভুর খ্রীষ্টকে দেখিতে
২৭ না পাইলে মৃত্যু দেখিবেন না। তিনি
সেই আত্মার আবেশে ধর্ম্মধামে
আসিলেন, এবং শিশু যীশুর পিতা-
মাতা যখন তাঁহার বিষয়ে ব্যবস্থার
রীতি অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য
২৮ তাঁহাকে ভিতরে আনিলেন, তখন
তিনি তাঁহাকে কোলে লইলেন,
আর ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন, ও
কহিলেন,

২৯ হে স্বামিন্, এখন তুমি তোমার
বাক্যানুসারে তোমার দাসকে
শান্তিতে বিদায় করিতেছ,
৩০ কেননা আমার নয়নযুগল তোমার
পরিত্রাণ দেখিতে পাইল,
৩১ যাহা তুমি সকল জাতির সম্মুখে
প্রস্তুত করিয়াছ,
৩২ পরজাতিগণের প্রতি প্রকাশিত
হইবার জ্যোতি,
ও তোমার প্রজা ইস্রায়েলের
গৌরব।

৩৩ তাঁহার বিষয়ে কথিত এই সকল
কথায় তাঁহার পিতা ও মাতা আশ্চর্য্য
৩৪ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। আর
শিমিয়োন তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ
করিলেন, এবং তাঁহার মাতা

* যাত্রা ১৩ ; ২। লেবীয় ১২ ; ৬-৮।

মরিয়মকে কহিলেন, দেখ, ইনি
ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ও
উত্থানের নিমিত্ত, এবং যাহার
বিরুদ্ধে কথা বলা যাইবে, এমন
৩৫ চিহ্ন হইবার নিমিত্ত স্থাপিত,—আর
তোমার নিজের প্রাণও খড়্গে বিদ্ধ
হইবে,—যেন অনেক হৃদয়ের চিন্তা
প্রকাশিত হয়।

৩৬ আর হান্না নাম্নী এক ভাববাদিনী
ছিলেন, তিনি পনূয়েলের কন্যা,
আশের-বংশজাত; তাঁহার অনেক
বয়স হইয়াছিল, তিনি কুমারী
অবস্থার পর সাত বৎসর স্বামীর
৩৭ সহিত বাস করেন, আর চৌরাশী
বৎসর পর্য্যন্ত বিধবা হইয়া থাকেন,
তিনি ধর্ম্মধাম হইতে প্রস্থান না
করিয়া উপবাস ও প্রার্থনা সহকারে
৩৮ রাত দিন উপাসনা করিতেন। তিনি
সেই দণ্ডে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের
ধন্যবাদ করিলেন, এবং যত লোক
যিরূশালেমের মুক্তির অপেক্ষা
করিতেছিল, তাহাদিগকে যীশুর
কথা বলিতে লাগিলেন।

৩৯ আর প্রভুর ব্যবস্থানুরূপ সমস্ত
কার্য্য সাধন করিবার পর তাঁহারা
গালীলে, তাঁহাদের নিজ নগর
নাসরতে, ফিরিয়া গেলেন।

## বালক যীশুর যিরূশালেমে যাত্রা।

৪০ পরে বালকটী বাড়িয়া উঠিতে ও
বলবান্ হইতে লাগিলেন, জ্ঞানে পূর্ণ
হইতে থাকিলেন; আর ঈশ্বরের
অনুগ্রহ তাঁহার উপরে ছিল।

৪১ তাঁহার পিতামাতা প্রতিবৎসর
নিস্তারপর্ব্বের সময়ে যিরূশালেমে
৪২ যাইতেন। তাঁহার বারো বৎসর
বয়স হইলে তাঁহারা পর্ব্বের রীতি
অনুসারে যিরূশালেমে গেলেন;
৪৩ এবং পর্ব্বের সময় সমাপ্ত করিয়া
যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন
বালক যীশু যিরূশালেমে রহিলেন;
আর তাঁহার পিতামাতা তাহা
৪৪ জানিতেন না, কিন্তু তিনি সহযাত্রী-
দের সঙ্গে আছেন, মনে করিয়া
তাঁহারা এক দিনের পথ গেলেন;
পরে জ্ঞাতি ও পরিচিত লোকদের
মধ্যে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগি-
৪৫ লেন; আর তাঁহাকে না পাইয়া
তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে
৪৬ যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন। তিন
দিনের পর তাঁহারা তাঁহাকে ধর্ম্ম-
ধামে পাইলেন; তিনি গুরুদিগের
মধ্যে বসিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে-
ছিলেন ও তাঁহাদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
৪৭ করিতেছিলেন; আর যাহারা তাঁহার
কথা শুনিতেছিল, তাহারা সকলে
তাঁহার বুদ্ধি ও উত্তরে অতিশয়
৪৮ আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। তাঁহাকে
দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইলেন,
এবং তাঁহার মাতা তাঁহাকে কহি-
লেন, বৎস, আমাদের প্রতি এরূপ
ব্যবহার কেন করিলে? দেখ,
তোমার পিতা এবং আমি কাতর
হইয়া তোমার অন্বেষণ করিতে-
৪৯ ছিলাম। তিনি তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, কেন আমার অন্বেষণ করিলে?
আমার পিতার গৃহে আমাকে
থাকিতেই হইবে,* ইহা কি জানিতে

* (বা) আমার পিতার বিষয়ে, আমাকে ব্যাপৃত থাকিতেই হইবে।

৫০ না ? কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে যে
কথা বলিলেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে
৫১ পারিলেন না । পরে তিনি তাঁহা-
দের সঙ্গে নামিয়া নাসরতে চলিয়া
গেলেন, ও তাঁহাদের বশীভূত থাকি-
লেন । আর তাঁহার মাতা সমস্ত
কথা আপন হৃদয়ে রাখিলেন ।
৫২ পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং
ঈশ্বরের ও মনুষ্যের নিকটে অনুগ্রহে
বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন ।

### যোহন বাপ্তাইজকের কর্ম্ম । যীশুর বাপ্তিস্ম ।

৩ তিবিরিয় কৈসরের রাজত্বের পঞ্চ-
দশ বৎসরে যখন পন্তীয় পীলাত
যিহূদিয়ার অধ্যক্ষ, হেরোদ গালীলের
রাজা, তাঁহার ভ্রাতা ফিলিপ যিতূ-
রিয়া ও ত্রাখোনীতিয়া প্রদেশের
রাজা, এবং লুষাণিয় অবিলীনীর
২ রাজা, তখন হানন ও কায়াফার
মহাযাজকত্ব কালে ঈশ্বরের বাণী
প্রান্তরে সখরিয়ের পুত্র যোহনের
৩ নিকটে উপস্থিত হইল । তাহাতে[১]
তিনি যর্দ্দনের নিকটবর্ত্তী সমস্ত দেশে
আসিয়া পাপমোচনের জন্য মন-
পরিবর্ত্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করিতে
৪ লাগিলেন ; যেমন যিশাইয় ভাব-
বাদীর বাক্য-গ্রন্থে লিখিত আছে,
"প্রান্তরে এক জনের রব, সে
ঘোষণা করিতেছে,
তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর,
তাঁহার রাজপথ সকল সরল কর ।
৫ প্রত্যেক উপত্যকা পরিপূরিত
হইবে,
প্রত্যেক পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত নিম্ন
করা যাইবে,
যাহা যাহা বক্র, সে সকল সরল
করা যাইবে,
যাহা যাহা অসমান, সে সকল
সমান করা যাইবে,
৬ এবং সমস্ত মর্ত্ত্য ঈশ্বরের পরিত্রাণ
দেখিবে ।"*
৭ অতএব যে সকল লোক তাঁহার
দ্বারা বাপ্তাইজিত হইতে বাহির
হইয়া আসিল, তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, হে সর্পের বংশেরা,
আগামী কোপ হইতে পলায়ন
করিতে তোমাদিগকে কে চেতনা
৮ দিল ? অতএব মনপরিবর্ত্তনের উপ-
যুক্ত ফলে ফলবান্ হও ; এবং মনে
মনে বলিতে আরম্ভ করিও না যে,
অব্রাহাম আমাদের পিতা ; কেননা
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ঈশ্বর
এই সকল পাথর হইতে অব্রাহামের
জন্য সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন ।
৯ আর এখনই বৃক্ষ সকলের মূলে কুঠার
লাগান আছে ; অতএব যে কোন
গাছে উত্তম ফল ধরে না, তাহা
কাটিয়া অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া
১০ যায় । তখন লোকেরা তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিল, তবে আমাদের কি
১১ করিতে হইবে ? তিনি উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, যাহার দুইটী
আঙ্‌রাখা আছে, সে, যাহার নাই,
তাহাকে একটী দিউক ; আর যাহার
কাছে খাদ্য দ্রব্য আছে, সেও
১২ তদ্রূপ করুক । আর করগ্রাহীরাও
বাপ্তাইজিত হইতে আসিল, এবং

১ । মথি ৩ অধ্য । মার্ক ১ ; ১-১১ ।

* যিশাইয় ৪০ ; ৩-৫ ।

তাঁহাকে কহিল, গুরো, আমাদের
১৩ কি করিতে হইবে? তিনি তাহা-
দিগকে কহিলেন, তোমাদের জন্য
যাহা নিরূপিত, তাহার অধিক
১৪ আদায় করিও না। আর সৈনি-
কেরাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,
আমাদেরই বা কি করিতে হইবে?
তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,
কাহারও প্রতি দৌরাত্ম্য করিও না,
অন্যায়পূর্ব্বক কিছু আদায়ও করিও
না, এবং তোমাদের বেতনে সন্তুষ্ট
থাকিও।
১৫ আর লোকেরা যখন অপেক্ষায়
ছিল, এবং যোহনের বিষয়ে সকলে
মনে মনে এই তর্ক বিতর্ক করিতে-
ছিল, কি জানি, ইনিই বা সেই খ্রীষ্ট,
১৬ তখন যোহন উত্তর করিয়া সকলকে
কহিলেন, আমি তোমাদিগকে জলে
বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু এমন
এক জন আসিতেছেন, যিনি আমা
অপেক্ষা শক্তিমান, যাঁহার পাদুকার
বন্ধন খুলিবার যোগ্য আমি নই;
তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও
১৭ অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন। তাঁহার
কুলা তাঁহার হস্তে আছে; তিনি
আপন খামার সুপরিষ্কৃত করিবেন,
ও গোম আপন গোলাতে সংগ্রহ
করিবেন, কিন্তু তুষ অনির্ব্বাণ
অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবেন।
১৮ আরও অনেক উপদেশ দিয়া
যোহন লোকদের নিকটে সুসমাচার
১৯ প্রচার করিতেন। কিন্তু হেরোদ
রাজা আপন ভ্রাতার স্ত্রী হেরো-
দিয়ার বিষয়ে এবং আপনার সমস্ত
দুষ্কর্ম্মের বিষয়ে তাঁহা কর্ত্তৃক দোষী-
কৃত হইলে, নিজ দুষ্কার্য্য সকলের
উপরে এইটীও যোগ করিলেন,
২০ যোহনকে কারাগারে বদ্ধ করিলেন।
২১ আর যখন সমস্ত লোক বাপ্তাই-
জিত হয়, তখন যীশুও বাপ্তাইজিত
হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এমন
২২ সময়ে স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং পবিত্র
আত্মা দৈহিক আকারে, কপোতের
ন্যায়, তাঁহার উপরে নামিয়া আসি-
লেন, আর স্বর্গ হইতে এই বাণী
হইল, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র,
তোমাতেই আমি প্রীত।"

## যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি-পত্র।

২৩ আর যীশু নিজে, যখন তিনি
কার্য্য আরম্ভ করেন, কমবেশ ত্রিশ
বৎসর বয়স্ক ছিলেন; তিনি,[১] যেমন
ধরা হইত, যোষেফের পুত্র—ইনি
২৪ এলির পুত্র, ইনি মত্ততের পুত্র, ইনি
লেবির পুত্র, ইনি মল্কির পুত্র, ইনি
যান্নায়ের পুত্র, ইনি যোষেফের পুত্র,
২৫ ইনি মত্তথিয়ের পুত্র, ইনি আমো-
সের পুত্র, ইনি নহূমের পুত্র, ইনি
২৬ ইষ্লির পুত্র, ইনি নগির পুত্র, ইনি
মাটের পুত্র, ইনি মত্তথিয়ের পুত্র,
ইনি শিমিয়ির পুত্র, ইনি যোষেখের
২৭ পুত্র, ইনি যূদার পুত্র, ইনি যোহা-
নার পুত্র, ইনি রীষার পুত্র, ইনি
সরুব্বাবিলের পুত্র, ইনি শল্টী-
২৮ য়েলের পুত্র, ইনি নেরির পুত্র, ইনি
মল্কির পুত্র, ইনি অদ্দীর পুত্র, ইনি
কোষমের পুত্র, ইনি ইল্মাদমের
২৯ পুত্র, ইনি এরের পুত্র, ইনি যীশুর
পুত্র, ইনি ইলীয়েষরের পুত্র, ইনি

১। মথি ১; ২-১৬।

যোরীমের পুত্র, ইনি মত্ততের পুত্র,
৩০ ইনি লেবির পুত্র, ইনি শিমিয়োনের
পুত্র, ইনি যূদার পুত্র, ইনি যোষে-
ফের পুত্র, ইনি যোনমের পুত্র,
৩১ ইনি ইলিয়াকীমের পুত্র, ইনি মিলে-
য়ার পুত্র, ইনি মিন্নার পুত্র, ইনি
মত্তথের পুত্র, ইনি নাথনের পুত্র,
৩২ ইনি দায়ূদের পুত্র, ইনি যিশয়ের
পুত্র, ইনি ওবেদের পুত্র, ইনি
বোয়সের পুত্র, ইনি সল্‌মোনের
৩৩ পুত্র, ইনি নহশোনের পুত্র, ইনি
অম্মীনাদবের পুত্র, ইনি অদমানের
পুত্র, ইনি অর্ণির পুত্র, ইনি হিষ্রো-
ণের পুত্র, ইনি পেরসের পুত্র, ইনি
৩৪ যিহূদার পুত্র, ইনি যাকোবের পুত্র,
ইনি ইস্‌হাকের পুত্র, ইনি অব্রা-
হামের পুত্র, ইনি তেরহের পুত্র,
৩৫ ইনি নাহোরের পুত্র, ইনি সরূগের
পুত্র, ইনি রিয়ুর পুত্র, ইনি পেলগের
পুত্র, ইনি এবরের পুত্র, ইনি শেল-
৩৬ হের পুত্র, ইনি কৈননের পুত্র, ইনি
অর্ফকষদের পুত্র, ইনি শেমের পুত্র,
ইনি নোহের পুত্র, ইনি লেমকের
৩৭ পুত্র, ইনি মথূশেলহের পুত্র, ইনি
হনোকের পুত্র, ইনি যেরদের পুত্র,
ইনি মহললেলের পুত্র, ইনি কৈন-
৩৮ নের পুত্র, ইনি ইনোশের পুত্র,
ইনি শেথের পুত্র, ইনি আদমের
পুত্র, ইনি ঈশ্বরের পুত্র।

### যীশুর পরীক্ষা।[১]

৪ যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইয়া
যর্দ্দন হইতে ফিরিয়া আসিলেন,
এবং চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত সেই আত্মার
আবেশে প্রান্তর মধ্যে চালিত
২ হইলেন, আর দিয়াবল দ্বারা পরী-
ক্ষিত হইলেন। সেই সকল দিন
তিনি কিছুই আহার করেন নাই;
পরে সেই সকল দিন শেষ হইলে
৩ ক্ষুধিত হইলেন। তখন দিয়াবল
তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের
পুত্র হও, তবে এই পাথরখানিকে
বল, যেন ইহা রুটী হইয়া যায়।
৪ যীশু তাহাকে উত্তর করিলেন, লেখা
আছে, "মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচিবে
৫ না।" পরে সে তাঁহাকে উপরে লইয়া
গিয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে জগতের
৬ সমস্ত রাজ্য দেখাইল। আর
দিয়াবল তাঁহাকে বলিল, তোমাকেই
আমি এই সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ও এই
সকলের প্রতাপ দিব; কেননা ইহা
আমার কাছে সমর্পিত হইয়াছে,
আর আমার যাহাকে ইচ্ছা,
৭ তাহাকে দান করি; অতএব তুমি
যদি আমার সম্মুখে পড়িয়া প্রণাম
কর, তবে এ সকলই তোমার
৮ হইবে। যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে
কহিলেন, লেখা আছে, "তোমার
ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে,
কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে"।
৯ আর সে তাঁহাকে যিরূশালেমে
লইয়া গেল, ও ধর্ম্মধামের চূড়ার
উপরে দাঁড় করাইল, এবং তাঁহাকে
কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও,
তবে এ স্থান হইতে নীচে পড়;
১০ কেননা লেখা আছে,
'তিনি আপন দূতগণকে তোমার
বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন, যেন

১। মথি ৪; ১-১১। মার্ক ১; ১২, ১৩।

তাঁহারা তোমাকে রক্ষা
করেন ;'
১১ আর
'তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া
তুলিয়া লইবেন,
পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের
আঘাত লাগে।'
১২ যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহি-
লেন, উক্ত আছে, "তুমি আপন
ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করিও না"।*
১৩ আর সমস্ত পরীক্ষা সমাপন করিয়া
দিয়াবল কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার
নিকট হইতে চলিয়া গেল।

### নাসরতে যীশুর উপদেশ।

১৪ তখন যীশু আত্মার পরাক্রমে
গালীলে ফিরিয়া গেলেন, এবং
তাঁহার কীর্ত্তি চারিদিকের সমুদয়
১৫ অঞ্চলে ব্যাপিল। আর তিনি তাহা-
দের সমাজ-গৃহে সমাজ-গৃহে উপ-
দেশ দিয়া সকলের দ্বারা গৌর-
বান্বিত হইতে লাগিলেন।
১৬ আর তিনি যেখানে পালিত
হইয়াছিলেন, সেই নাসরতে উপস্থিত
হইলেন, এবং আপন রীতি অনু-
সারে বিশ্রামবারে সমাজ-গৃহে
প্রবেশ করিলেন, ও পাঠ করিতে
১৭ দাঁড়াইলেন। তখন যিশাইয় ভাব-
বাদীর পুস্তক তাঁহার হস্তে সমর্পিত
হইল, আর তিনি পুস্তকখানি
খুলিয়া সেই স্থান পাইলেন, যেখানে
লেখা আছে,
১৮ "প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান
করেন, কারণ তিনি আমাকে
অভিষিক্ত করিয়াছেন,
দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার
প্রচার করিবার জন্য ;
তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়া-
ছেন,
বন্দিগণের কাছে মুক্তি প্রচার
করিবার জন্য,
অন্ধদের কাছে চক্ষুর্দ্দান প্রচার
করিবার জন্য,
উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া
বিদায় করিবার জন্য,
১৯ প্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা
করিবার জন্য"।*
২০ পরে তিনি পুস্তকখানি বন্ধ
করিয়া ভৃত্যের হস্তে দিয়া বসিলেন।
তাহাতে সমাজ-গৃহে সকলের চক্ষু
তাঁহার প্রতি স্থির হইয়া রহিল।
২১ আর তিনি তাহাদিগকে বলিতে
লাগিলেন, অদ্যই এই শাস্ত্রীয় বচন
তোমাদের কর্ণগোচরে পূর্ণ হইল।
২২ তাহাতে সকলে তাঁহার বিষয়ে
সাক্ষ্য দিল, ও তাঁহার মুখনির্গত
মধুর বাক্যে আশ্চর্য্য বোধ করিল ;
আর কহিল, এ কি যোষেফের
২৩ পুত্র নহে? তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমরা আমাকে অবশ্য
এই প্রবাদবাক্য বলিবে, চিকিৎসক,
আপনাকেই সুস্থ কর; কফরনাহূমে
যাহা যাহা করা হইয়াছে শুনিয়াছি,
২৪ এখানে এই স্বদেশেও কর। তিনি
আরও কহিলেন, আমি তোমা-
দিগকে সত্য কহিতেছি, কোন ভাব-
২৫ বাদী স্বদেশে গ্রাহ্য হয় না। আর

* দ্বি ৮; ৩। ৬; ১৩, ১৬। গীত ৯১; ১১, ১২।

* যিশ ৬১; ১, ২।

আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি,
এলিয়ের সময় যখন তিন বৎসর
ছয় মাস পর্য্যন্ত আকাশ রুদ্ধ ছিল,
ও সমুদয় দেশে মহা-দুর্ভিক্ষ উপস্থিত
হইয়াছিল, তখন ইস্রায়েলের মধ্যে
২৬ অনেক বিধবা ছিল ; কিন্তু এলিয়
তাহাদের কাহারও নিকটে প্রেরিত
হন নাই, কেবল সীদোন দেশের
সারিফতে এক বিধবা স্ত্রীলোকের
২৭ নিকটে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আর
ইলীশায় ভাববাদীর সময়ে ইস্রা-
য়েলের মধ্যে অনেক কুষ্ঠী ছিল,
কিন্তু তাহাদের কেহই শুচীকৃত হয়
নাই, কেবল সুরীয় নামান হইয়া-
২৮ ছিল। এই কথা শুনিয়া সমাজ-
গৃহে উপস্থিত লোকেরা সকলে
২৯ ক্রোধে পূর্ণ হইল ; আর তাহারা
উঠিয়া তাঁহাকে নগরের বাহিরে
ঠেলিয়া লইয়া চলিল, এবং যে
পর্ব্বতে তাহাদের নগর নির্ম্মিত
হইয়াছিল, তাহার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত
লইয়া গেল, যেন তাঁহাকে নীচে
৩০ ফেলিয়া দিতে পারে। কিন্তু তিনি
তাহাদের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া
গেলেন।

## যীশুর নানা অলৌকিক কার্য্য।

যীশু অনেক পীড়িত ও ভূতগ্রস্ত লোককে সুস্থ করেন।

৩১ পরে[১] তিনি গালীলের কফর-
নাহূম নগরে নামিয়া আসিলেন।
আর তিনি বিশ্রামবারে লোকদিগকে
৩২ উপদেশ দিতে লাগিলেন ; এবং
লোকেরা তাঁহার উপদেশে চমৎকৃত
হইল ; কারণ তাঁহার বাক্য ক্ষমতা-
৩৩ যুক্ত ছিল। তখন ঐ সমাজ-গৃহে
এক ব্যক্তি ছিল, তাহাকে অশুচি
৩৪ ভূতের আত্মায় পাইয়াছিল ; সে
উচ্চরবে চেঁচাইয়া কহিল, আহা,
হে নাসরতীয় যীশু, আপনার সহিত
আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি
কি আমাদিগকে বিনাশ করিতে
আসিলেন? আমি জানি, আপনি
কে, ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি।
৩৫ তখন যীশু তাহাকে ধমকাইয়া
কহিলেন, চুপ কর, এবং উহা হইতে
বাহির হও, তখন সেই ভূত তাহাকে
মাঝখানে ফেলিয়া দিয়া তাহা হইতে
বাহির হইয়া গেল, তাহার কোন
৩৬ হানি করিল না। তখন সকলে
চমৎকৃত হইল, এবং পরস্পর বলা-
বলি করিতে লাগিল, এ কেমন
কথা? ইনি ক্ষমতায় ও পরাক্রমে
অশুচি আত্মাদিগকে আজ্ঞা করেন,
আর তাহারা বাহির হইয়া যায়।
৩৭ পরে চারিদিকের অঞ্চলের সর্ব্বত্র
তাঁহার কীর্ত্তি ব্যাপিল।
৩৮ পরে[১] তিনি সমাজ-গৃহ হইতে
উঠিয়া শিমোনের বাটীতে প্রবেশ
করিলেন ; তখন শিমোনের শাশুড়ী
ভারী জ্বরে পীড়িতা ছিলেন, তাই
তাঁহারা তাঁহার নিমিত্তে তাঁহাকে
৩৯ বিনতি করিলেন। তখন তিনি
তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া জ্বরকে
ধমক্ দিলেন, তাহাতে তাঁহার জ্বর
ছাড়িয়া গেল ; আর তিনি তৎক্ষণাৎ
উঠিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে
লাগিলেন।

১। মার্ক ১ ; ২১-২৮।

১। মথি ৮ ১৪-১৭। মার্ক ১ ; ২৯-৩৮।

৪০ পরে সূর্য্য অস্ত যাইবার সময়ে,
নানা রোগে রোগী যাহাদের ছিল,
তাহারা সকলে তাহাদিগকে তাঁহার
নিকটে আনিল; আর তিনি
প্রত্যেক জনের উপরে হস্তার্পণ
করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন।
৪১ আর অনেক লোক হইতে ভূতও
বাহির হইল, তাহারা চীৎকার
করিয়া কহিল, আপনি ঈশ্বরের
পুত্র; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে
ধমক্ দিয়া কথা কহিতে দিলেন না,
কারণ তাহারা জানিত যে তিনিই
সেই খ্রীষ্ট।
৪২ পরে প্রভাত হইলে তিনি বাহির
হইয়া কোন নির্জ্জন স্থানে গমন
করিলেন; আর লোকেরা তাঁহার
অন্বেষণ করিল, এবং তাঁহার নিকটে
আসিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে
চাহিল, যেন তিনি তাহাদের নিকট
৪৩ হইতে চলিয়া না যান। কিন্তু
তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, অন্য
অন্য নগরেও আমাকে ঈশ্বরের
রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে
হইবে; কেননা সেই জন্যই আমি
৪৪ প্রেরিত হইয়াছি। পরে তিনি যিহূ-
দিয়ার* নানা সমাজ-গৃহে প্রচার
করিতে লাগিলেন।

জালে বিস্তর মাছ উঠে।

৫ একদা[১] যখন লোকসমূহ
তাঁহার উপরে চাপাচাপি করিয়া
পড়িয়া ঈশ্বরের বাক্য শুনিতেছিল,
তখন তিনি গিনেষরৎ হ্রদের কূলে
২ দাঁড়াইয়াছিলেন, আর তিনি দেখি-
লেন, হ্রদের ধারে দুইখান নৌকা
রহিয়াছে, কিন্তু ধীবরেরা নৌকা
হইতে নামিয়া গিয়া জাল ধুইতে-
৩ ছিল। তাহাতে তিনি ঐ দুইয়ের
মধ্যে একখানিতে, শিমোনের
নৌকাতে, উঠিয়া স্থল হইতে একটু
দূরে যাইতে তাঁহাকে বিনতি করি-
লেন; আর তিনি নৌকায় বসিয়া
লোকসমূহকে উপদেশ দিতে লাগি-
৪ লেন। পরে কথা শেষ করিয়া
তিনি শিমোনকে কহিলেন, তুমি
গভীর জলে নৌকা লইয়া চল, আর
তোমরা মাছ ধরিবার জন্য তোমাদের
৫ জাল ফেল। শিমোন উত্তর করি-
লেন, হে নাথ, আমরা সমস্ত রাত্রি
পরিশ্রম করিয়া কিছুমাত্র পাই
নাই, কিন্তু আপনার কথায় আমি
৬ জাল ফেলিব। তাঁহারা সেইরূপ
করিলে মাছের বড় ঝাঁক ধরা
পড়িল, ও তাঁহাদের জাল ছিঁড়িতে
লাগিল; তাহাতে তাঁহাদের যে
অংশীদারেরা অন্য নৌকায় ছিলেন,
তাঁহাদিগকে তাঁহারা সঙ্কেত করি-
লেন, যেন তাঁহারা আসিয়া তাঁহাদের
৭ সাহায্য করেন। তাঁহারা আসিয়া
দুইখান নৌকা এমন পূর্ণ করিলেন
যে, নৌকা দুখানি ডুবিতে লাগিল।
৮ তাহা দেখিয়া শিমোন পিতর যীশুর
জানুর উপরে পড়িয়া কহিলেন,
আমার নিকট হইতে প্রস্থান করুন,
কেননা, হে প্রভু, আমি পাপী।
৯ কারণ জালে এত মাছ ধরা
পড়িয়াছিল বলিয়া তিনি ও যাঁহারা
তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, সকলে চমৎকৃত

* (বা) গালীলের।
১। মথি ৪; ১৮-২২।

১০ হইয়াছিলেন ; আর সিবদিয়ের
পুত্র যাকোব ও যোহন, যাঁহারা
শিমোনের অংশীদার ছিলেন,
তাঁহারাও সেইরূপ চমৎকৃত হইয়া-
ছিলেন। তখন যীশু শিমোনকে
কহিলেন, ভয় করিও না, এখন
অবধি তুমি জীবনার্থে মানুষ ধরিবে।
১১ পরে তাঁহারা নৌকা কূলে আনিয়া
সকলই পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার
পশ্চাদগামী হইলেন।

যীশু এক জন কুষ্ঠী ও এক জন পক্ষাঘাতীকে সুস্থ করেন।

১২ একদা[1] তিনি কোন নগরে
আছেন, এমন সময়ে দেখ, এক জন
সর্ব্বাঙ্গকুষ্ঠ ; সে যীশুকে দেখিয়া
উবুড় হইয়া পড়িয়া বিনতিপূর্ব্বক
বলিল, প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা
হয়, তবে আমাকে শুচি করিতে
১৩ পারেন। তখন তিনি হাত বাড়াইয়া
তাহাকে স্পর্শ করিলেন, কহিলেন,
আমার ইচ্ছা, তুমি শুচীকৃত হও ;
আর তখনই তাহার কুষ্ঠ চলিয়া গেল।
১৪ পরে তিনি তাহাকে আজ্ঞা দিলেন,
এই কথা কাহাকেও বলিও না, কিন্তু
যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে
দেখাও, এবং লোকদের কাছে সাক্ষ্য
দিবার জন্য তোমার শুচীকরণ সম্বন্ধে
মোশির আজ্ঞানুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ
১৫ কর। কিন্তু তাঁহার বিষয়ে জনরব
আরও অধিক ব্যাপিতে লাগিল ;
আর কথা শুনিবার জন্য এবং আপন
আপন রোগ হইতে সুস্থ হইবার জন্য

১। মথি ৮ ; ২-৪। মার্ক ১ ; ৪০-৪৪।

বিস্তর লোক সমাগত হইতে
১৬ লাগিল। কিন্তু তিনি কোন না
কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া প্রার্থনা
করিতেন।
১৭ আর এক দিবস তিনি উপদেশ
দিতেছিলেন, এবং ফরীশীরা ও
ব্যবস্থার গুরুরা নিকটে বসিয়াছিল ;
তাহারা গালীল ও যিহূদিয়ার সমস্ত
গ্রাম এবং যিরূশালেম হইতে
আসিয়াছিল ; আর প্রভুর শক্তি
উপস্থিত ছিল, যেন তিনি সুস্থ
১৮ করেন। আর[1] দেখ, কএকটী লোক
এক জনকে খাটে করিয়া আনিল,
সে পক্ষাঘাতী ; তাহারা তাহাকে
ভিতরে আনিয়া তাঁহার সম্মুখে
১৯ রাখিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ভিড়
প্রযুক্ত ভিতরে আনিবার পথ না
পাওয়াতে ঘরের ছাদে উঠিল, এবং
টালি সমূহের মধ্য দিয়া শয্যাশুদ্ধ
তাহাকে মাঝখানে যীশুর সম্মুখে
২০ নামাইয়া দিল। তাহাদের বিশ্বাস
দেখিয়া তিনি কহিলেন, হে মনুষ্য,
তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল।
২১ তখন অধ্যাপকগণ ও ফরীশীরা এই
তর্ক করিতে লাগিল, এ কে যে
ঈশ্বরনিন্দা করিতেছে ? একমাত্র
ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কে পাপ ক্ষমা
২২ করিতে পারে ? যীশু তাহাদের
তর্ক জানিয়া উত্তর করিয়া তাহা-
দিগকে কহিলেন, তোমরা মনে মনে
২৩ কেন তর্ক করিতেছ ? কোন্‌টা
সহজ, 'তোমার পাপ ক্ষমা হইল'
বলা, না 'তুমি উঠিয়া বেড়াও'

১। মথি ৯ ; ২-১৭। মার্ক ২ ; ৩-২২।

২৪ বলা? কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা
করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে,
ইহা যেন তোমরা জানিতে পার,
এই জন্য—তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে
বলিলেন,—তোমাকে বলিতেছি,
উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া লইয়া
২৫ তোমার ঘরে যাও। তাহাতে সে
তখনই তাহাদের সাক্ষাতে উঠিল,
এবং আপন শয্যা তুলিয়া লইয়া
ঈশ্বরের গৌরব করিতে করিতে
২৬ আপন গৃহে চলিয়া গেল। তখন
সকলে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল,
আর ঈশ্বরের গৌরব করিতে
লাগিল, এবং ভয়ে পরিপূর্ণ হইয়া
বলিতে লাগিল, আজ আমরা
অলৌকিক ব্যাপার দেখিলাম।

### যীশুর নানাবিধ শিক্ষা।

লেবির আহ্বান। তৎসম্বন্ধে যীশুর শিক্ষা।

২৭ তৎপরে তিনি বাহিরে গেলেন,
আর দেখিলেন, লেবি নামে এক
জন করগ্রাহী করগ্রহণ-স্থানে বসিয়া
আছেন; তিনি তাঁহাকে কহিলেন,
২৮ আমার পশ্চাৎ আইস। তাহাতে
তিনি সকলই পরিত্যাগ করিয়া
উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করি-
২৯ লেন। পরে লেবি আপন বাটীতে
তাঁহার নিমিত্ত বড় এক ভোজ
প্রস্তুত করিলেন, এবং অনেক কর-
গ্রাহী ও অন্য অন্য লোক তাঁহাদের
৩০ সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল। তখন
ফরীশীরা ও তাহাদের অধ্যাপকেরা
তাঁহার শিষ্যদের বিরুদ্ধে বচসা
করিয়া কহিতে লাগিল, তোমরা কি
কারণ করগ্রাহী ও পাপীদের সঙ্গে
৩১ ভোজন পান করিতেছ? যীশু
উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
সুস্থ লোকদের চিকিৎসকে প্রয়োজন
নাই, কিন্তু পীড়িত লোকদেরই
৩২ প্রয়োজন আছে। আমি ধার্ম্মিক-
দিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকেই
ডাকিতে আসিয়াছি, যেন তাহারা
৩৩ মন ফিরায়। পরে তাহারা তাঁহাকে
কহিল, যোহনের শিষ্যগণ বার বার
উপবাস করে ও প্রার্থনা করে,
ফরীশীদের শিষ্যেরাও সেইরূপ করে;
কিন্তু তোমার শিষ্যেরা ভোজন পান
৩৪ করিয়া থাকে। যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, বর সঙ্গে থাকিতে তোমরা
কি বাসর-ঘরের লোকদিগকে উপ-
৩৫ বাস করাইতে পার? কিন্তু সময়
আসিবে; আর যখন বর তাহাদের
নিকট হইতে নীত হইবেন, তখন
৩৬ তাহারা উপবাস করিবে। আরও
তিনি তাহাদিগকে একটী দৃষ্টান্ত
কহিলেন, তাহা এই, কেহ নূতন
কাপড় হইতে টুকরা ছিঁড়িয়া
পুরাতন কাপড়ে লাগায় না; তাহা
করিলে নূতনটাও ছিঁড়িতে হয়,
এবং পুরাতন কাপড়েও সেই নূতনের
৩৭ তালী মিলিবে না। আর পুরাতন
কুপায় কেহ টাট্‌কা দ্রাক্ষারস রাখে
না; রাখিলে টাট্‌কা দ্রাক্ষারসে
কুপাগুলি ফাটিয়া যাইবে, তাহাতে
দ্রাক্ষারসও পড়িয়া যাইবে, কুপা-
৩৮ গুলিও নষ্ট হইবে। কিন্তু টাট্‌কা
দ্রাক্ষারস নূতন কুপাতেই রাখিতে
৩৯ হয়। আর পুরাতন দ্রাক্ষারস পান
করিয়া কেহ টাট্‌কা চায় না, কেননা
সে বলে, পুরাতনই ভাল।

বিশ্রামবার-বিষয়ক কথা ।

৬ এক দিন[১] বিশ্রামবারে যীশু
শস্যক্ষেত্র দিয়া যাইতেছিলেন,
এমন সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা শীষ
ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া হাতে মাড়িয়া
২ খাইতে লাগিলেন। তাহাতে কএক
জন ফরীশী কহিল, বিশ্রামবারে
যাহা করা বিধেয় নয়, তোমরা কেন
৩ তাহা করিতেছ ? যীশু উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ ও
তাঁহার সঙ্গীরা ক্ষুধিত হইলে তিনি
কি করিয়াছিলেন, তাহাও কি
৪ তোমরা পাঠ কর নাই ? তিনি ত
ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে
দর্শন-রুটী কেবল যাজকবর্গ
ব্যতিরেকে আর কাহারও ভোজন
করা বিধেয় নয়, তাহা লইয়া
আপনি ভোজন করিয়াছিলেন,
এবং সঙ্গিগণকেও দিয়াছিলেন।
৫ পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের কর্ত্তা।
৬ আর এক বিশ্রামবারে তিনি
সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিয়া উপদেশ
দিলেন ; সেই স্থানে একটী লোক
ছিল, তাহার দক্ষিণ হস্ত শুকাইয়া
৭ গিয়াছিল। আর অধ্যাপকেরা
ও ফরীশীরা, তিনি বিশ্রামবারে
সুস্থ করেন কি না, দেখিবার জন্য
তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল, যেন
তাঁহার নামে দোষারোপ করিবার
৮ সূত্র পায়। কিন্তু তিনি তাহাদের
চিন্তা জ্ঞাত ছিলেন, আর সেই শুষ্ক-
হস্ত ব্যক্তিকে কহিলেন, উঠ,
মাঝখানে দাঁড়াও। তাহাতে সে
৯ উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে যীশু তাহা-
দিগকে কহিলেন, তোমাদিগকে
জিজ্ঞাসা করি, বিশ্রামবারে কি করা
বিধেয় ? ভাল করা না মন্দ করা ?
প্রাণ রক্ষা করা না নাশ করা ?
১০ পরে তিনি চারিদিকে তাহাদের
সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সেই
লোকটীকে বলিলেন, তোমার হাত
বাড়াইয়া দেও। সে তাহা করিল,
আর তাহার হাত সুস্থ হইল।
১১ কিন্তু তাহারা উন্মত্ততায় পূর্ণ হইল,
আর যীশুর প্রতি কি করিবে,
তাহাই পরস্পর বলাবলি করিতে
লাগিল।

প্রেরিতগণকে নিযুক্ত করণ।
যীশুর উপদেশ।

১২ সেই সময়ে তিনি একদা প্রার্থনা
করণার্থে বাহির হইয়া পর্ব্বতে
গেলেন, আর ঈশ্বরের নিকটে
প্রার্থনা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি
১৩ যাপন করিলেন। পরে[১] যখন
দিবস হইল, তিনি আপন শিষ্য-
গণকে ডাকিলেন, এবং তাঁহাদের
মধ্য হইতে বারো জনকে মনোনীত
করিলেন, আর তাঁহাদিগকে
১৪ 'প্রেরিত' নাম দিলেন ;—শিমোন,
যাঁহাকে তিনি পিতর নামও দিলেন,
ও তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, এবং
যাকোব ও যোহন, এবং ফিলিপ ও
১৫ বর্থলময়, এবং মথি ও থোমা, এবং
আল্‌ফেয়ের [ পুত্র ] যাকোব ও
উদ্‌যোগী আখ্যাত শিমোন, যাকো-

১। মথি ১২ ; ১-১৪। মার্ক ২ ; ২৩-২৮। ৩ ; ১-৬।

১। মথি ১০ ২-৪। মার্ক ৩, ১৩-১৯।

১৬ বের [ পুত্র ]* যিহূদা, এবং ঈষ্করি-
য়োতীয় যিহূদা, যে তাঁহাকে [শত্রু-
১৭ হস্তে] সমর্পণ করে। পরে তিনি
তাঁহাদের সহিত নামিয়া এক সমান
ভূমির উপরে গিয়া দাঁড়াইলেন;
আর তাঁহার অনেক শিষ্য এবং সমস্ত
যিহূদিয়া ও যিরূশালেম এবং সোর
ও সীদোনের সমুদ্র উপকূল হইতে
বিস্তর লোক উপস্থিত হইল;
তাহারা তাঁহার বাক্য শুনিবার ও
আপন আপন রোগ হইতে সুস্থ
হইবার নিমিত্তে তাঁহার নিকটে
১৮ আসিয়াছিল, এবং যাহারা অশুচি
আত্মা দ্বারা উৎপীড়িত হইতেছিল,
১৯ তাহারা সুস্থ হইল। আর, সমস্ত
লোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা
করিল, কেননা তাঁহা হইতে শক্তি
নির্গত হইয়া সকলকে সুস্থ করিতে-
ছিল।
২০ পরে[১] তিনি আপন শিষ্যগণের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,
ধন্য দীনহীনেরা, কারণ ঈশ্বরের
রাজ্য তোমাদেরই।
২১ ধন্য তোমরা, যাহারা এক্ষণে
ক্ষুধিত, কারণ তোমরা পরি-
তৃপ্ত হইবে।
ধন্য তোমরা, যাহারা এক্ষণে
রোদন কর, কারণ তোমরা
হাসিবে।
২২ ধন্য তোমরা, যখন লোকে মনুষ্য-
পুত্রের নিমিত্ত তোমাদিগকে দ্বেষ
করে, আর যখন তোমাদিগকে পৃথক্
করিয়া দেয়, ও নিন্দা করে, এবং
তোমাদের নাম মন্দ বলিয়া দূর
২৩ করিয়া দেয়। সেই দিন আনন্দ
করিও ও নৃত্য করিও, কেননা দেখ,
স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর;
কেননা তাহাদের পিতৃপুরুষেরা
ভাববাদিগণের প্রতি তাহাই করিত।
২৪ কিন্তু
ধিক্ তোমাদিগকে, হা ধন-
বানেরা, কারণ তোমরা আপ-
নাদের সান্ত্বনা পাইয়াছ।
২৫ ধিক্ তোমাদিগকে, যাহারা
এক্ষণে পরিতৃপ্ত, কারণ
তোমরা ক্ষুধিত হইবে;
ধিক্ তোমাদিগকে, যাহারা
এক্ষণে হাস্য কর, কারণ
তোমরা বিলাপ ও রোদন
করিবে।
২৬ ধিক্ তোমাদিগকে, যখন সকল
লোকে তোমাদের সুখ্যাতি
করে, কারণ তাহাদের পিতৃ-
পুরুষেরা ভাক্ত ভাববাদীদের
প্রতি তাহাই করিত।
২৭ কিন্তু তোমরা যে শুনিতেছ, আমি
তোমাদিগকে বলি, তোমরা আপন
আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও;
যাহারা তোমাদিগকে দ্বেষ করে,
২৮ তাহাদের মঙ্গল করিও; যাহারা
তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহা-
দিগকে আশীর্ব্বাদ করিও; যাহারা
তোমাদিগকে নিন্দা করে, তাহাদের
২৯ নিমিত্ত প্রার্থনা করিও। যে তোমার
এক গালে চড় মারে, তাহার দিকে
অন্য গালও পাতিয়া দিও; এবং
যে তোমার চোগা তুলিয়া লয়,

* (বা) [ ভ্রাতা ]।
১। মথি ৫—৭ অধ্যায়।

তাহাকে আঙ্‌রাখাটীও লইতে বারণ
৩০ করিও না। যে কেহ তোমার কাছে
যাচ্ঞা করে, তাহাকে দিও ; এবং
যে তোমার দ্রব্য তুলিয়া লয়,
তাহার কাছে তাহা আর চাহিও
৩১ না। আর তোমরা যেরূপ ইচ্ছা কর
যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে,
তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ
৩২ করিও। আর যাহারা তোমাদিগকে
প্রেম করে, তাহাদিগকেই প্রেম
করিলে তোমরা কিরূপ সাধুবাদ
পাইতে পার? কেননা পাপীরাও,
যাহারা তাহাদিগকে প্রেম করে,
৩৩ তাহাদিগকে প্রেম করে। আর
যাহারা তোমাদের উপকার করে,
যদি তাহাদের উপকার কর, তবে
তোমরা কিরূপ সাধুবাদ পাইতে
পার? পাপীরাও তাহাই করে।
৩৪ আর যাহাদের কাছে পাইবার
আশা থাকে, যদি তাহাদিগকেই
ধার দেও, তবে তোমরা কিরূপ
সাধুবাদ পাইতে পার? পাপীরাও
পাপীদিগকে ধার দেয়, যেন সেই
৩৫ পরিমাণে পুনরায় পায়। কিন্তু
তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে
প্রেম করিও, তাহাদের ভাল করিও,
এবং কখনও নিরাশ না হইয়া ধার
দিও, তাহা করিলে তোমাদের মহা-
পুরস্কার হইবে, এবং তোমরা পরাৎ-
পরের সন্তান হইবে, কেননা তিনি
অকৃতজ্ঞদের ও দুষ্টদের প্রতিও
৩৬ কৃপাবান্। তোমাদের পিতা যেমন
দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু
৩৭ হও। আর তোমরা বিচার করিও
না, তাহাতে বিচারিত হইবে না।
আর দোষী করিও না, তাহাতে
দোষীকৃত হইবে না। তোমরা
ছাড়িয়া দিও, তাহাতে তোমাদেরও
৩৮ ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। দেও,
তাহাতে তোমাদিগকেও দেওয়া
যাইবে ; লোকে বিলক্ষণ পরিমাণে
চাপিয়া ঝাঁকরিয়া উপচিয়া তোমা-
দের কোলে দিবে ; কারণ তোমরা
যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই
পরিমাণে তোমাদেরও নিমিত্তে
পরিমাণ করা যাইবে।
৩৯ আর তিনি তাহাদিগকে একটী
দৃষ্টান্তও কহিলেন, অন্ধ কি অন্ধকে
পথ দেখাইতে পারে? উভয়েই কি
৪০ গর্তে পড়িবে না? শিষ্য গুরু হইতে
বড় নয়, কিন্তু যে কেহ পরিপক্ব হয়,
৪১ সে আপন গুরুর তুল্য হইবে।
আর তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে কুটা
আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ,
কিন্তু তোমার নিজের চক্ষে যে
কড়িকাট আছে, তাহা কেন ভাবিয়া
৪২ দেখিতেছ না? তোমার চক্ষে যে
কড়িকাট আছে, তাহা যখন
দেখিতেছ না, তখন তুমি কেমন
করিয়া আপন ভ্রাতাকে বলিতে
পার, ভাই, এস, আমি তোমার
চক্ষু হইতে কুটাগাছটা বাহির
করিয়া দিই? তোমার নিজের চক্ষে
যে কড়িকাট আছে, তাহা ত তুমি
দেখিতেছ না। হে কপটি, আগে
আপনার চক্ষু হইতে কড়িকাট
বাহির করিয়া ফেল, তার পর
তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে কুটা আছে,
তাহা বাহির করিবার নিমিত্ত স্পষ্ট
৪৩ দেখিতে পাইবে। কারণ এমন

ভাল গাছ নাই, যাহাতে মন্দ ফল
ধরে, এবং এমন মন্দ গাছও নাই,
৪৪ যাহাতে ভাল ফল ধরে। স্ব স্ব ফল
দ্বারাই প্রত্যেক গাছ চেনা যায়;
লোকে ত কাঁটাবন হইতে ডুমুর
সংগ্রহ করে না, এবং শ্যাকুলের
ঝোপ হইতে দ্রাক্ষাফল সংগ্রহ করে
৪৫ না। ভাল মানুষ আপন হৃদয়ের
ভাল ভাণ্ডার হইতে ভালই বাহির
করে; এবং মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার
হইতে মন্দই বাহির করে; যেহেতুক
হৃদয়ের উপচয় হইতে তাহার মুখ
কথা কহে।
৪৬ আর তোমরা কেন আমাকে হে
প্রভু, হে প্রভু, বলিয়া ডাক, অথচ
আমি যাহা যাহা বলি, তাহা কর
৪৭ না? যে কেহ আমার নিকটে
আসিয়া আমার বাক্য শুনিয়া
পালন করে, সে কাহার তুল্য তাহা
আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি।
৪৮ সে এমন এক ব্যক্তির তুল্য, যে
গৃহ নির্ম্মাণ করিতে গিয়া খনন
করিল, খুঁড়িয়া গভীর করিল, ও
পাষাণের উপরে ভিত্তিমূল স্থাপন
করিল; পরে বন্যা আসিলে সেই
গৃহে জলস্রোত বেগে বহিল, কিন্তু
তাহা হেলাইতে পারিল না, কারণ
তাহা উত্তমরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল।
৪৯ কিন্তু যে শুনিয়া পালন না করে,
সে এমন এক ব্যক্তির তুল্য, যে
মৃত্তিকার উপরে, বিনা ভিত্তিমূলে,
গৃহ নির্ম্মাণ করিল; পরে জল-
স্রোত বেগে বহিয়া সেই গৃহে
লাগিল, আর অমনি তাহা পড়িয়া
গেল, এবং সেই গৃহের ভঙ্গ ঘোর-
তর হইল।

### যীশু পীড়িতকে সুস্থ করেন ও মৃতকে জীবন দেন।

৭ লোকদের কর্ণগোচরে আপনার
সকল কথা সমাপ্ত করিয়া তিনি
কফরনাহূমে প্রবেশ করিলেন।
২ তখন[১] এক জন শতপতির একটী
দাস পীড়িত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া-
ছিল, সে তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিল।
৩ তিনি যীশুর সংবাদ শুনিয়া যিহূদী-
দের কএক জন প্রাচীনকে দিয়া
তাঁহার কাছে নিবেদন করিয়া
পাঠাইলেন, যেন তিনি আসিয়া
৪ তাঁহার দাসকে বাঁচান। তাঁহারা
যীশুর কাছে আসিয়া আগ্রহ পূর্ব্বক
বিনতি করিয়া বলিতে লাগিলেন,
আপনি যে তাঁহার জন্য এই কার্য্য
৫ করেন, তিনি তাহার যোগ্য; কেননা
তিনি আমাদের জাতিকে প্রেম
করেন, আর আমাদের সমাজ-গৃহ
তিনি আপনি নির্ম্মাণ করিয়া
৬ দিয়াছেন। যীশু তাঁহাদের সঙ্গে
গমন করিলেন, আর তিনি বাটীর
অনতিদূরে থাকিতেই শতপতি কএক
জন বন্ধু দ্বারা তাঁহাকে বলিয়া
পাঠাইলেন, প্রভু, আপনাকে কষ্ট
দিবেন না; কেননা আমি এমন
যোগ্য নই যে, আপনি আমার
৭ ছাদের নীচে আইসেন; সেই জন্য
আমাকেও আপনার নিকটে
আসিবার যোগ্য বুঝিলাম না;

১। মথি ৮; ৫-১৩।

আপনি বাক্যে বলুন, তাহাতেই
৮ আমার দাস সুস্থ হইবে। কারণ
আমিও কর্ত্তৃত্বের অধীনে নিযুক্ত
লোক, আবার সেনাগণ আমার
অধীন ; আর আমি তাহাদের এক
জনকে 'যাও' বলিলে সে যায়, এবং
অন্যকে 'আইস' বলিলে সে আইসে,
আর আমার দাসকে 'এই কর্ম্ম কর'
৯ বলিলে সে তাহা করে। এই সকল
কথা শুনিয়া যীশু তাঁহার বিষয়ে
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং যে
লোকসমূহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
আসিতেছিল, তিনি তাহাদের দিকে
ফিরিয়া কহিলেন, আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, ইস্রায়েলের
মধ্যেও এত বড় বিশ্বাস দেখিতে
১০ পাই নাই। পরে যাঁহাদিগকে
পাঠান হইয়াছিল, তাঁহারা গৃহে
ফিরিয়া গিয়া সেই দাসকে সুস্থ
দেখিতে পাইলেন।

১১ কিছু কাল পরে তিনি নায়িন্
নামক নগরে যাত্রা করিলেন, এবং
তাঁহার শিষ্যেরা ও বিস্তর লোক
১২ তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিল। যখন
তিনি নগর-দ্বারের নিকটবর্ত্তী
হইলেন, দেখ, লোকেরা একটী মরা
মানুষকে বহন করিয়া বাহিরে লইয়া
যাইতেছিল ; সে আপন মাতার
একমাত্র পুত্র, এবং সেই মাতা
বিধবা ; আর নগরের অনেক লোক
১৩ তাহার সঙ্গে ছিল। তাহাকে দেখিয়া
প্রভু তাহার প্রতি করুণাবিষ্ট
হইলেন, এবং তাহাকে কহিলেন,
১৪ কাঁদিও না। পরে নিকটে গিয়া
খাট স্পর্শ করিলেন; আর বাহকেরা
দাঁড়াইল। তিনি কহিলেন, হে
যুবক, তোমাকে বলিতেছি, উঠ।
১৫ তাহাতে সেই মরা মানুষটী উঠিয়া
বসিল, এবং কথা কহিতে লাগিল ;
পরে তিনি তাহাকে তাহার মাতার
১৬ হস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন সকলে
ভয়গ্রস্ত হইল, এবং ঈশ্বরের গৌরব
করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমাদের
মধ্যে এক জন মহান্ ভাববাদীর
উদয় হইয়াছে,' আর 'ঈশ্বর আপন
প্রজাদের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন'।
১৭ পরে সমুদয় যিহূদিয়াতে এবং চারি-
দিকে সমস্ত অঞ্চলে তাঁহার বিষয়ে
এই কথা ব্যাপিয়া গেল।

### যোহনের প্রশ্ন ও যীশুর উত্তর।

১৮ আর [১] যোহনের শিষ্যগণ তাঁহাকে
এই সকল বিষয়ের সংবাদ দিল।
১৯ তাহাতে যোহন আপনার দুই জন
শিষ্যকে ডাকিয়া তাহাদের দ্বারা
প্রভুর নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া
পাঠাইলেন, 'যাঁহার আগমন হইবে,
সেই ব্যক্তি কি আপনি? না,
আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব?'
২০ পরে সেই দুই ব্যক্তি তাঁহার কাছে
আসিয়া বলিল, যোহন বাপ্তাইজক
আমাদের দ্বারা আপনার কাছে এই
কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, যাঁহার
আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি
আপনি? না, আমরা অন্যের
২১ অপেক্ষায় থাকিব? সেই দণ্ডে তিনি
অনেক লোককে রোগ, ব্যাধি ও
দুষ্ট আত্মা হইতে সুস্থ করিলেন,
এবং অনেক অন্ধকে চক্ষু দিলেন।

১। মথি ১১ ; ২-১৯।

২২ পরে তিনি ঐ দুই জনকে এই উত্তর
দিলেন, তোমরা যাও, যাহা দেখিলে
ও শুনিলে, তাহার সংবাদ যোহনকে
দেও; অন্ধেরা দেখিতে পাইতেছে,
খঞ্জেরা চলিতেছে, কুষ্ঠীরা শুচীকৃত
হইতেছে, বধিরেরা শুনিতেছে,
মৃতেরা উত্থাপিত হইতেছে, দরিদ্র-
দের নিকটে সুসমাচার প্রচারিত
২৩ হইতেছে; আর ধন্য সেই ব্যক্তি, যে
আমাতে বিঘ্নের কারণ না পায়।
২৪ যোহনের দূতেরা প্রস্থান করিলে
পর তিনি লোকদিগকে যোহনের
বিষয়ে বলিতে লাগিলেন, তোমরা
প্রান্তরে কি দেখিতে গিয়াছিলে?
২৫ কি বায়ুকম্পিত নল? তবে কি
দেখিতে গিয়াছিলে? কি কোমল
বস্ত্র পরিহিত কোন ব্যক্তিকে? দেখ,
যাহারা জাঁকাল পোষাক পরে এবং
ভোগসুখে কাল যাপন করে,
২৬ তাহারা রাজবাটীতে থাকে। তবে
কি দেখিতে গিয়াছিলে? কি এক
জন ভাববাদীকে? হাঁ, আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, ভাববাদী
২৭ হইতেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে। ইনি সেই
ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে লেখা আছে,

> "দেখ, আমি আপন দূতকে
> তোমার অগ্রে প্রেরণ করি,
> সে তোমার অগ্রে তোমার পথ
> প্রস্তুত করিবে।"*

২৮ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে
যোহন হইতে মহান্ কেহই নাই;
তথাপি ঈশ্বরের রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র
যে ব্যক্তি, সে তাঁহা হইতেও মহান্।

২৯ আর সমস্ত লোক ও করগ্রাহীরা
কথা শুনিয়া যোহনের বাপ্তিস্মে
বাপ্তাইজিত হওয়াতে ঈশ্বরকে ধর্ম্ম-
৩০ ময় বলিয়া স্বীকার করিল; কিন্তু
ফরীশীরা ও ব্যবস্থাবেত্তারা তাঁহার
দ্বারা বাপ্তাইজিত না হওয়াতে
আপনাদের বিষয়ে ঈশ্বরের মন্ত্রণা
৩১ বিফল করিল। অতএব আমি
কাহার সহিত এই কালের
লোকদের তুলনা দিব? তাহারা
৩২ কিসের তুল্য? তাহারা এমন
বালকদের তুল্য, যাহারা বাজারে
বসিয়া এক জন আর এক জনকে
ডাকিয়া বলে,

> 'আমরা তোমাদের নিকটে বাঁশী
> বাজাইলাম, তোমরা নাচিলে
> না;
> আমরা বিলাপ করিলাম, তোমরা
> কাঁদিলে না।'

৩৩ কারণ যোহন বাপ্তাইজক আসিয়া
রুটী খান না, দ্রাক্ষারসও পান
করেন না, আর তোমরা বল, সে
৩৪ ভূতগ্রস্ত। মনুষ্যপুত্র আসিয়া ভোজন
পান করেন, আর তোমরা বল, ঐ
দেখ, এক জন পেটুক ও মদ্যপায়ী,
করগ্রাহীদের ও পাপীদের বন্ধু।
৩৫ কিন্তু প্রজ্ঞা আপনার সকল সন্তান
দ্বারা নির্দ্দোষ বলিয়া গণিত হই-
লেন।

### অনুতাপিনী স্ত্রীর প্রতি যীশুর দয়া।

৩৬ আর ফরীশীদের মধ্যে এক জন
তাঁহাকে আপনার সঙ্গে ভোজন
করিতে নিমন্ত্রণ করিল। তাহাতে

* মাল ৩; ১।

তিনি সেই ফরীশীর বাটীতে প্রবেশ
৩৭ করিয়া ভোজনে বসিলেন। আর
দেখ, সেই নগরে এক পাপিষ্ঠা
স্ত্রীলোক ছিল ; সে যখন জানিতে
পাইল, তিনি সেই ফরীশীর বাটীতে
ভোজনে বসিয়াছেন, তখন একটী
শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে সুগন্ধি তৈল
৩৮ লইয়া আসিল, এবং পশ্চাৎ
দিকে তাঁহার চরণের নিকটে
দাঁড়াইয়া রোদন করিতে করিতে
চক্ষের জলে তাঁহার চরণ ভিজাইতে
লাগিল, এবং আপনার মাথার চুল
দিয়া তাহা মুছাইয়া দিল, আর
তাঁহার চরণ চুম্বন করিতে করিতে
সেই সুগন্ধি তৈল মাখাইতে
৩৯ লাগিল। তাহা দেখিয়া, যে ফরীশী
তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সে
মনে মনে কহিল, এ যদি ভাববাদী
হইত, তবে জানিতে পারিত, ইহাকে
যে স্পর্শ করিতেছে, সে কে এবং
কি প্রকার স্ত্রীলোক, কারণ সে
৪০ পাপিষ্ঠা। তখন যীশু উত্তর করিয়া
তাহাকে কহিলেন, শিমোন,
তোমাকে আমার কিছু বলিবার
আছে। সে কহিল, গুরো, বলুন।
৪১ এক মহাজনের দুই জন ঋণী ছিল ;
এক জন ধারিত পাঁচ শত সিকি,
৪২ আর এক জন পঞ্চাশ। তাহাদের
পরিশোধ করিবার সঙ্গতি না
থাকাতে তিনি উভয়কেই ক্ষমা
করিলেন। ভাল, তাহাদের মধ্যে
কে তাঁহাকে অধিক প্রেম করিবে ?
৪৩ শিমোন উত্তর করিল, আমার বোধ
হয়, যাহার অধিক ঋণ ক্ষমা
করিলেন, সেই। তিনি তাহাকে
কহিলেন, যথার্থ বিচার করিলে।
৪৪ আর তিনি সেই স্ত্রীলোকের দিকে
ফিরিয়া শিমোনকে কহিলেন, এই
স্ত্রীলোকটীকে দেখিতেছ ? আমি
তোমার বাটীতে প্রবেশ করিলাম,
তুমি আমার পা ধুইবার জল দিলে
না, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটী চক্ষের
জলে আমার চরণ ভিজাইয়াছে ও
নিজের চুল দিয়া তাহা মুছাইয়া
৪৫ দিয়াছে। তুমি আমাকে চুম্বন
করিলে না, কিন্তু যে অবধি আমি
ভিতরে আসিয়াছি, এ আমার চরণ
চুম্বন করিতেছে, ক্ষান্ত হয় নাই।
৪৬ তুমি তৈল দিয়া আমার মস্তক অভি-
ষিক্ত করিলে না, কিন্তু এ সুগন্ধি
দ্রব্যে আমার চরণ অভিষিক্ত করি-
৪৭ য়াছে। এই জন্য, তোমাকে কহি-
তেছি, ইহার যে বহু পাপ, তাহার
ক্ষমা হইয়াছে ; কেননা এ অধিক
প্রেম করিল ; কিন্তু যাহাকে অল্প
ক্ষমা করা যায়, সে অল্প প্রেম করে।
৪৮ পরে তিনি সেই স্ত্রীলোককে কহি-
লেন, তোমার পাপ সকল ক্ষমা
৪৯ হইয়াছে। তখন যাহারা তাঁহার
সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল, তাহারা
মনে মনে বলিতে লাগিল, এ কে
৫০ যে পাপক্ষমাও করে ? কিন্তু তিনি
সেই স্ত্রীলোককে কহিলেন, তোমার
বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ করি-
য়াছে ; শান্তিতে প্রস্থান কর।

৮ ইহার পরেই তিনি ঘোষণা
করিতে করিতে এবং ঈশ্বরের
রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে
করিতে নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে

ভ্রমণ করিলেন, আর তাঁহার সঙ্গে
২ সেই বারো জন, এবং যাঁহারা দুষ্ট
আত্মা কিম্বা রোগ হইতে মুক্তা
হইয়াছিলেন, এমন কএকটী স্ত্রী-
লোক ছিলেন, মগ্দলীনী নাম্নী
মরিয়ম, যাঁহা হইতে সাত ভূত বাহির
৩ হইয়াছিল, যোহানা, যিনি হেরোদের
বিষয়াধ্যক্ষ কূষের স্ত্রী, এবং শোশন্না
ও অন্য অনেকগুলি স্ত্রীলোক
ছিলেন; তাঁহারা আপন আপন
সম্পত্তি হইতে তাঁহাদের পরিচর্য্যা
করিতেন।

## বীজবাপকের দৃষ্টান্ত-কথা।

৪ আর[১] যখন বিস্তর লোক সমা-
গত হইতেছিল, এবং ভিন্ন ভিন্ন নগর
হইতে লোকেরা তাঁহার নিকট
আসিতেছিল, তখন তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা
৫ কহিলেন, বীজবাপক আপন বীজ
বপন করিতে গেল। বপনের সময়ে
কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল,
তাহাতে তাহা পদতলে দলিত হইল,
ও আকাশের পক্ষিগণ তাহা খাইয়া
৬ ফেলিল। আর কতক পাষাণের
উপরে পড়িল, তাহাতে তাহা অঙ্কু-
রিত হইলে রস না পাওয়াতে
৭ শুকাইয়া গেল। আর কতক কাঁটা-
বনের মধ্যে পড়িল, তাহাতে কাঁটা
সকল সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরিত হইয়া
৮ তাহা চাপিয়া রাখিল। আর কতক
বীজ উত্তম ভূমিতে পড়িল, তাহাতে
তাহা অঙ্কুরিত হইয়া শত গুণ ফল
উৎপন্ন করিল। এই কথা বলিয়া
তিনি উচ্চ রবে কহিলেন, যাহার
শুনিতে কাণ থাকে, সে শুনুক।
৯ পরে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ দৃষ্টান্তের ভাব
১০ কি? তিনি কহিলেন, ঈশ্বরের
রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল তোমা-
দিগকে জানিতে দেওয়া হইয়াছে;
কিন্তু আর সকলের নিকটে দৃষ্টান্ত
দ্বারা বলা গিয়াছে; যেন তাহারা
দেখিয়াও না দেখে, এবং শুনিয়াও
১১ না বুঝে। দৃষ্টান্তটী এই; সেই বীজ
১২ ঈশ্বরের বাক্য। আর তাহারাই
পথের পার্শ্বের লোক, যাহারা
শুনিয়াছে, পরে দিয়াবল আসিয়া
তাহাদের হৃদয় হইতে সেই বাক্য
হরণ করিয়া লয়, যেন তাহারা
বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণ না পায়।
১৩ আর তাহারাই পাষাণের উপরের
লোক, যাহারা শুনিয়া আনন্দপূর্ব্বক
সেই বাক্য গ্রহণ করে, কিন্তু তাহা-
দের মূল নাই, তাহারা অল্প কাল-
মাত্র বিশ্বাস করে, আর পরীক্ষার
১৪ সময়ে সরিয়া পড়ে। আর যাহা
কাঁটাবনের মধ্যে পড়িল, তাহা এমন
লোক, যাহারা শুনিয়াছে, কিন্তু
চলিতে চলিতে জীবনের চিন্তা ও
ধন ও সুখভোগের দ্বারা চাপা পড়ে,
এবং পক্ক ফল উৎপন্ন করে না।
১৫ আর যাহা উত্তম ভূমিতে পড়িল,
তাহা এমন লোক, যাহারা সৎ ও
উত্তম হৃদয়ে বাক্য শুনিয়া ধরিয়া
রাখে, এবং ধৈর্য্য সহকারে ফল
উৎপন্ন করে।
১৬ আর প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ পাত্র
দিয়া ঢাকে না, কিম্বা খাটের নীচে

১। মথি ১৩; ২-২৩। মার্ক ৪; ১-২০।

রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই
রাখে, যেন যাহারা ভিতরে যায়,
তাহারা আলো দেখিতে পায়।
১৭ কারণ এমন গুপ্ত কিছুই নাই, যাহা
প্রকাশিত হইবে না; এবং এমন
লুক্কায়িত কিছুই নাই, যাহা জানা
যাইবে না ও প্রকাশ পাইবে না।
১৮ অতএব দেখিও, তোমরা কিরূপে
শুন; কেননা যাহার আছে, তাহাকে
দেওয়া যাইবে; আর যাহার নাই,
তাহার বোধে যাহা আছে, তাহাও
তাহার নিকট হইতে লওয়া যাইবে।
১৯ আর[১] তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ
তাঁহার নিকটে আসিলেন, কিন্তু
জনতা প্রযুক্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ
২০ করিতে পারিলেন না। পরে তাঁহাকে
জানান হইল, আপনার মাতা ও
আপনার ভ্রাতারা আপনাকে দেখি-
বার বাসনায় বাহিরে দাঁড়াইয়া
২১ আছেন। তিনি উত্তর করিয়া তাহা-
দিগকে কহিলেন, এই যে ব্যক্তিরা
ঈশ্বরের বাক্য শুনে ও পালন করে,
ইহারাই আমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ।

## যীশুর নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য।

### যীশু ঝড় থামান।

২২ এক দিন[২] তিনি স্বয়ং ও তাঁহার
শিষ্যগণ একখানি নৌকায় উঠি-
লেন; আর তিনি তাঁহাদিগকে
বলিলেন, আইস, আমরা হ্রদের
ওপারে যাই; তাহাতে তাঁহারা
২৩ খুলিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারা
নৌকা ছাড়িয়া দিলে তিনি নিদ্রা
গেলেন, আর হ্রদে ঝড় আসিয়া
পড়িল, তাহাতে নৌকা জলে পূর্ণ
হইতে লাগিল, ও তাঁহারা সঙ্কটে
২৪ পড়িলেন। পরে তাঁহারা নিকটে
গিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন,
নাথ, নাথ, আমরা মারা পড়িলাম।
তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বায়ুকে
ও জলের তরঙ্গকে ধমক্ দিলেন,
আর উভয়ই থামিয়া গেল, ও
২৫ শান্তি হইল। পরে তিনি তাঁহা-
দিগকে কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস
কোথায়? তখন তাঁহারা ভীত হইয়া
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, পরস্পর
কহিলেন, ইনি তবে কে যে বায়ুকে
ও জলকেও আজ্ঞা দেন, আর
তাহারা ইঁহার আজ্ঞা মানে?

### যীশু এক জন ভূতগ্রস্তকে সুস্থ করেন।

২৬ পরে তাঁহারা গালীলের পর-
পারস্থ গেরাসেনীদের অঞ্চলে পঁহু-
২৭ ছিলেন। আর তিনি স্থলে নামিলে
ঐ নগরের একটা ভূতগ্রস্ত লোক
সম্মুখে উপস্থিত হইল; সে অনেক
দিন হইতে কাপড় পরিত না, ও
গৃহে বাস করিত না, কিন্তু কবরে
২৮ থাকিত। যীশুকে দেখিবামাত্র সে
চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং তাঁহার
সম্মুখে পড়িয়া উচ্চ রবে কহিল,
হে যীশু, পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র,
আপনার সহিত আমার সম্পর্ক কি?
আপনাকে বিনতি করি, আমাকে
২৯ যাতনা দিবেন না। কারণ তিনি
সেই অশুচি আত্মাকে লোকটী
হইতে বাহির হইয়া যাইতে আজ্ঞা

১। মথি ১২; ৪৬-৫০। মার্ক ৩; ৩১-৩৫।
২। মথি ৮; ২৩-৩৪। মার্ক ৪; ৩৫-৪১। ৫; ১-২০।

করিলেন; কেননা ঐ আত্মা দীর্ঘ-
কাল অবধি তাহাকে ধরিয়াছিল,
আর শৃঙ্খল ও বেড়ী দ্বারা বদ্ধ
হইয়া রক্ষিত হইলেও সে বন্ধন
ছিঁড়িয়া ভূতের বশে নির্জ্জন স্থানে
৩০ চালিত হইত। যীশু তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম
কি? সে কহিল, বাহিনী; কেননা
অনেক ভূত তাহার মধ্যে প্রবেশ
৩১ করিয়াছিল। পরে তাহারা তাঁহাকে
বিনতি করিতে লাগিল, যেন তিনি
তাহাদিগকে রসাতলে চলিয়া যাইতে
৩২ আজ্ঞা না দেন। সেই স্থানে পর্ব্বতের
উপরে বৃহৎ এক শূকরপাল চরিতে-
ছিল; তাহাতে ভূতগণ তাঁহাকে
বিনতি করিল, যেন তিনি তাহা-
দিগকে শূকরদের মধ্যে প্রবেশ
করিতে অনুমতি দেন; তিনি তাহা-
৩৩ দিগকে অনুমতি দিলেন। তখন
ভূতগণ সেই লোকটী হইতে বাহির
হইয়া শূকরদিগের মধ্যে প্রবেশ
করিল, তাহাতে সেই পাল বেগে
ঢালু পাড় দিয়া দৌড়িয়া গিয়া হ্রদে
৩৪ পড়িয়া ডুবিয়া মরিল। এই ঘটনা
দেখিয়া, যাহারা সেগুলিকে চরাইতে-
ছিল, তাহারা পলায়ন করিল, এবং
নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে সংবাদ
৩৫ দিল। তখন কি ঘটিয়াছে, দেখি-
বার জন্য লোকেরা বাহির হইল,
এবং যীশুর নিকটে আসিয়া দেখিল,
যে লোকটী হইতে ভূতগণ বাহির
হইয়াছে, সে কাপড় পরিয়া ও
সুবোধ হইয়া যীশুর চরণতলে বসিয়া
আছে; তাহাতে তাহারা ভয় পাইল।
৩৬ আর যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারা
সেই ভূতগ্রস্ত কিরূপে সুস্থ হইয়া-
ছিল, তাহা তাহাদিগকে বলিল।
৩৭ তাহাতে গেরাসেনীদের প্রদেশের
চারিদিকের সমস্ত লোক তাঁহাকে
বিনতি করিল, যেন তিনি তাহাদের
নিকট হইতে চলিয়া যান; কেননা
তাহারা মহাভয়ে আক্রান্ত হইয়া-
ছিল, তখন তিনি নৌকায় উঠিয়া
৩৮ ফিরিয়া আসিলেন। আর যাহা
হইতে ভূতগণ বাহির হইয়াছিল,
সেই লোকটী প্রার্থনা করিল, যেন
৩৯ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারে; কিন্তু
তিনি তাহাকে বিদায় করিয়া কহি-
লেন, তুমি তোমার গৃহে ফিরিয়া
যাও, এবং তোমার নিমিত্ত ঈশ্বর
যে যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন,
তাহার বৃত্তান্ত বল। তাহাতে সে
চলিয়া গিয়া, যীশু তাহার জন্য যে
যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা
নগরের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে
লাগিল।

**যীশু একটী রুগ্ন স্ত্রীলোককে সুস্থ করেন ও একটী মৃত বালিকাকে জীবন দেন।**

৪০ যীশু ফিরিয়া আসিলে লোকেরা
তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিল;
কারণ সকলে তাঁহার অপেক্ষা
৪১ করিতেছিল। আর দেখ,[১] যায়ীর
নামে এক ব্যক্তি আসিলেন; তিনি
সমাজ-গৃহের এক জন অধ্যক্ষ।
তিনি যীশুর চরণে পড়িয়া তাঁহার
গৃহে আসিতে তাঁহাকে বিনতি
৪২ করিতে লাগিলেন; কারণ তাঁহার
একটী মাত্র কন্যা ছিল, বয়স
কমবেশ বারো বৎসর, আর সে

১। মথি ৯; ১৮-২৬। মার্ক ৫; ২২-৪৩।

মৃতপ্রায় হইয়াছিল। যীশু যখন
যাইতেছিলেন, লোকেরা তাঁহার
* উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়িতে
৪৩ লাগিল। আর, একটী স্ত্রীলোক,
যে বারো বৎসর অবধি প্রদর রোগ-
গ্রস্ত হইয়াছিল, যে চিকিৎসকদের
পিছনে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও
কাহারও দ্বারা সুস্থ হইতে পারে
৪৪ নাই, সে পশ্চাৎ দিকে আসিয়া
তাঁহার বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করিল ;
আর তৎক্ষণাৎ তাহার রক্তস্রাব বন্ধ
৪৫ হইল। তখন যীশু কহিলেন, কে
আমাকে স্পর্শ করিল? সকলে
অস্বীকার করিলে পিতর ও তাঁহার
সঙ্গীরা বলিলেন, নাথ, লোকসমূহ
চাপাচাপি করিয়া আপনার উপরে
৪৬ পড়িতেছে। কিন্তু যীশু কহিলেন,
আমাকে কেহ স্পর্শ করিয়াছে,
কেননা আমি টের পাইয়াছি আমা
৪৭ হইতে শক্তি বাহির হইল। স্ত্রী-
লোকটী যখন দেখিল, সে গুপ্ত নহে,
তখন কাঁপিতে কাঁপিতে আসিল,
এবং তাঁহার সম্মুখে প্রণিপাত
করিয়া, কি নিমিত্ত তাঁহাকে স্পর্শ
করিয়াছিল এবং কি প্রকারে
তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়াছিল, তাহা
সকল লোকের সাক্ষাতে বর্ণনা
৪৮ করিল। তিনি তাহাকে কহিলেন,
বৎসে! তোমার বিশ্বাস তোমাকে
সুস্থ করিল ; শান্তিতে চলিয়া যাও।
৪৯ তিনি কথা কহিতেছেন, এমন
সময়ে সমাজাধ্যক্ষের বাটী হইতে
এক জন আসিয়া কহিল, আপনার
কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, গুরুকে আর
৫০ কষ্ট দিবেন না। তাহা শুনিয়া যীশু
তাঁহাকে উত্তর করিলেন, ভয় করিও
না, কেবল বিশ্বাস কর, তাহাতে
৫১ সে সুস্থ হইবে। পরে তিনি সেই
বাটীতে উপস্থিত হইলে, পিতর,
যাকোব ও যোহন এবং বালিকাটীর
পিতা ও মাতা ছাড়া আর কাহাকেও
৫২ প্রবেশ করিতে দিলেন না। তখন
সকলে তাহার জন্য কাঁদিতেছিল, ও
বিলাপ করিতেছিল। তিনি কহি-
লেন, কাঁদিও না ; সে মরে নাই,
৫৩ ঘুমাইয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা
তাঁহাকে উপহাস করিল, কেননা
তাহারা জানিত, সে মরিয়া গিয়াছে।
৫৪ কিন্তু তিনি তাহার হাত ধরিয়া
ডাকিয়া কহিলেন, বালিকে, উঠ।
৫৫ তাহাতে তাহার আত্মা ফিরিয়া
আসিল, ও সে তৎক্ষণাৎ উঠিল ;
আর তিনি তাহাকে কিছু আহার
৫৬ দিতে আজ্ঞা করিলেন। ইহাতে
তাহার পিতামাতা চমৎকৃত হইল,
কিন্তু তিনি তাহাদিগকে আজ্ঞা
করিলেন, এ ঘটনার কথা কাহাকেও
বলিও না।

## যীশুর আদেশ, শিক্ষা ও কার্য্য।

যীশু বারো জন শিষ্যকে প্রচার করিতে পাঠান।

৯ পরে[১] তিনি সেই বারো জনকে
একত্র ডাকিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত
ভূতের উপরে, এবং রোগ ভাল
করিবার জন্য, শক্তি ও কর্ত্তৃত্ব
২ দিলেন ; আর ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার
করিতে এবং আরোগ্য করিতে
তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন।

১। মথি ১০, ১-১৪। মার্ক ৬ ; ৭-১১

৩ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
পথের জন্য কিছুই লইও না, যষ্টিও
না, ঝুলিও না, খাদ্যও না, টাকাও
না; দুই দুইটা আঙ্‌রাখাও লইও
৪ না। আর তোমরা যে কোন
বাটীতে প্রবেশ কর, তথায় থাকিও,
এবং তথা হইতে প্রস্থান করিও।
৫ আর যে সকল লোক তোমাদিগকে
গ্রহণ না করে, সেই নগর হইতে
প্রস্থান করিবার সময়ে তাহাদের
বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের জন্য তোমাদের
৬ পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিও। পরে
তাঁহারা প্রস্থান করিয়া চারিদিকে
গ্রামে গ্রামে যাইতে লাগিলেন,
সর্ব্বত্র সুসমাচার প্রচার এবং
আরোগ্য দান করিতে লাগিলেন।
৭ আর, যাহা যাহা হইতেছিল,
হেরোদ রাজা সমস্তই শুনিতে পাই-
লেন; এবং তিনি বড় অস্থির হই-
লেন, কারণ কেহ কেহ বলিত,
যোহন মৃতদের মধ্য হইতে উঠিয়া-
৮ ছেন; আর কেহ কেহ বলিত,
এলিয় দর্শন দিয়াছেন; এবং আর
কেহ কেহ বলিত, পূর্ব্বকালীন ভাব-
বাদিগণের এক জন উঠিয়াছেন।
৯ আর হেরোদ কহিলেন, যোহনের
ত আমিই মস্তক ছেদন করিয়াছি;
কিন্তু ইনি কে, যাঁহার বিষয়ে এরূপ
কথা শুনিতে পাইতেছি? আর
তিনি তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা
করিতে লাগিলেন।

যীশু পাঁচ হাজার লোককে আহার দেন।

১০ পরে প্রেরিতেরা যাহা যাহা
করিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া
তাহার বৃত্তান্ত যীশুকে কহিলেন।
আর তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া
বিরলে বৈৎসৈদা নামক নগরে
১১ গেলেন। কিন্তু[১] লোকেরা তাহা
জানিতে পারিয়া তাঁহার পশ্চাৎ
গমন করিল, আর তিনি তাহা-
দিগকে সদয় ভাবে গ্রহণ করিয়া
তাহাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের
বিষয় কথা কহিলেন, এবং যাহাদের
সুস্থ হইবার প্রয়োজন ছিল, তাহা-
১২ দিগকে সুস্থ করিলেন। পরে
দিবা অবসান হইতে লাগিল, আর
সেই বারো জন নিকটে আসিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, আপনি এই
লোকসমূহকে বিদায় করুন, যেন
ইহারা চারিদিকে গ্রামে ও পল্লীতে
গিয়া রাত্রিবাস করে ও খাদ্য দ্রব্য
দেখিয়া লয়, কেননা এখানে আমরা
১৩ নির্জ্জন স্থানে আছি। কিন্তু তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই
ইহাদিগকে আহার দেও। তাঁহারা
বলিলেন, পাঁচখানা রুটী ও দুইটী
মাছের অধিক আমাদের কাছে
নাই; তবে কি আমরা গিয়া এই
সমস্ত লোকের জন্য খাদ্য কিনিয়া
১৪ আনিতে পারিব? কারণ তাহারা
অনুমান পাঁচ সহস্র পুরুষ ছিল।
তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে
কহিলেন, পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করিয়া
উহাদিগকে সারি সারি বসাইয়া
১৫ দেও। তাঁহারা সেইরূপ করিলেন,
১৬ সকলকে বসাইয়া দিলেন। পরে
তিনি সেই পাঁচখানা রুটী ও দুইটী

১ মথি ১৪; ১৩-২১। মার্ক ৬; ৩২-৪৪। যোহন ৬. ৫-১৩।

মাছ লইয়া স্বর্গের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি
করিয়া সেইগুলিকে আশীর্ব্বাদ
করিলেন, ও ভাঙ্গিলেন; আর
লোকদের সম্মুখে রাখিবার জন্য
শিষ্যগণকে দিতে লাগিলেন।
১৭ তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত
হইল, এবং তাহারা যাহা অবশিষ্ট
রাখিল, সেই সকল গুঁড়াগাঁড়া
কুড়াইলে পর বারো ডালা হইল।

যীশু আপন মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিষয়ে কথা কহেন।

১৮ একদা[১] তিনি বিজনে প্রার্থনা
করিতেছিলেন, শিষ্যগণ তাঁহার
সঙ্গে ছিলেন; আর তিনি তাঁহা-
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি
কে, এ বিষয়ে লোকসমূহ কি বলে?
১৯ তাঁহারা উত্তর করিয়া কহিলেন,
যোহন বাপ্তাইজক; কিন্তু কেহ কেহ
বলে, আপনি এলিয়; আর কেহ
কেহ বলে, পূর্ব্বকালীন ভাববাদি-
২০ গণের এক জন উঠিয়াছেন। তখন
তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, কিন্তু
তোমরা কি বল, আমি কে? পিতর
উত্তর করিয়া কহিলেন, ঈশ্বরের
২১ সেই খ্রীষ্ট। তখন তিনি তাঁহাদিগকে
দৃঢ়রূপে বলিয়া দিলেন ও আজ্ঞা
করিলেন, এ কথা কাহাকেও বলিও
২২ না; তিনি কহিলেন, মনুষ্যপুত্রকে
অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে,
প্রাচীনবর্গ, প্রধান যাজকগণ ও
অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইতে
হইবে, এবং হত হইতে হইবে;
আর তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে।
২৩ আর তিনি সকলকে বলিলেন,
কেহ যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে
ইচ্ছা করে, তবে সে আপনাকে
অস্বীকার করুক, প্রতিদিন আপন
ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার
২৪ পশ্চাদগামী হউক। কেননা যে
কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে
ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে;
কিন্তু যে কেহ আমার নিমিত্ত
আপন প্রাণ হারায়, সেই তাহা
২৫ রক্ষা করিবে। কারণ মনুষ্য যদি
সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপনাকে
নষ্ট করে কিম্বা হারায়, তবে তাহার
২৬ লাভ কি হইল? কেননা যে কেহ
আমাকে ও আমার বাক্যকে
লজ্জার বিষয় জ্ঞান করে, মনুষ্যপুত্র
যখন আপনার প্রতাপে এবং পিতার
ও পবিত্র দূতগণের প্রতাপে
আসিবেন, তখন তিনি তাহাকে
লজ্জার বিষয় জ্ঞান করিবেন।
২৭ কিন্তু আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া
রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন
কএক জন আছে, যাহারা, যে
পর্য্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্য না দেখিবে,
সেই পর্য্যন্ত কোন মতে মৃত্যুর
আস্বাদ পাইবে না।

যীশুর রূপান্তর।

২৮ এই সকল কথা বলিবার পরে[১]
অনুমান আট দিন গত হইলে তিনি
পিতর, যোহন ও যাকোবকে সঙ্গে
লইয়া প্রার্থনা করিবার জন্য পর্ব্বতে
২৯ উঠিলেন। আর তিনি প্রার্থনা
করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার

১। মথি ১৬; ১৩-২৮। মার্ক ৮; ২৭-৩১। ৯; ১।

১। মথি ১৭; ১-৮, ১৪-১৮। মার্ক ৯; ২-৮, ১৪-২৭।

মুখের দৃশ্য অন্যরূপ হইল, এবং
তাঁহার বস্ত্র শুভ্র ও চাক্‌চক্যময়
৩০ হইল। আর দেখ, দুই জন পুরুষ
তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে
৩১ লাগিলেন; তাঁহারা মোশি ও
এলিয়; তাঁহারা সপ্রতাপে দেখা
দিয়া, তাঁহার সেই যাত্রার বিষয়
কথা কহিতে লাগিলেন, যাহা
তিনি যিরূশালেমে সমাপন করিতে
৩২ উদ্যত ছিলেন। তখন পিতর ও
তাঁহার সঙ্গীরা নিদ্রায় ভারাক্রান্ত
ছিলেন, কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া*
তাঁহার প্রতাপ এবং ঐ দুই ব্যক্তিকে
দেখিলেন, যাঁহারা তাঁহার সহিত
৩৩ দাঁড়াইয়া ছিলেন। পরে তাঁহারা
তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান
করিতেছেন, এমন সময়ে পিতর
যীশুকে কহিলেন, নাথ, এখানে
আমাদের থাকা ভাল; আমরা
তিনটী কুটীর নির্ম্মাণ করি; একটী
আপনার জন্য, একটী মোশির জন্য,
আর একটী এলিয়ের জন্য; কিন্তু
তিনি কি বলিলেন, তাহা বুঝিলেন
৩৪ না। তিনি এই কথা বলিতেছেন,
এমন সময়ে একখানি মেঘ আসিয়া
তাঁহাদিগকে ছায়া করিল; তাহাতে
তাঁহারা সেই মেঘে প্রবেশ করিলে
৩৫ ইহাঁরা ভীত হইলেন। আর সেই
মেঘ হইতে এই বাণী হইল, ইনিই
আমার পুত্র, আমার মনোনীত†,
৩৬ ইহাঁর কথা শুন। এই বাণী
হইবামাত্র একা যীশুকে দেখা গেল।
আর তাঁহারা নীরব রহিলেন, যাহা
যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার কিছুই
সেই সময়ে কাহাকেও জ্ঞাত করি-
লেন না।

### যীশু একটী বালককে সুস্থ করেন, ও শিক্ষা দেন।

৩৭ পরদিন তাঁহারা সেই পর্ব্বত
হইতে নামিয়া আসিলে বিস্তর লোক
৩৮ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। আর
দেখ, ভিড়ের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি
উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে গুরু, বিনয়
করি, আমার পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত
করুন, কেননা এটী আমার একমাত্র
৩৯ সন্তান। আর দেখুন, একটা আত্মা
ইহাকে আক্রমণ করে, আর এ
হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠে; এবং সে
ইহাকে মুচড়াইয়া ধরে, তাহাতে এ
ফেনা বাহির করে, আর সে ইহাকে
ক্ষত-বিক্ষত করিয়া কষ্টে ছাড়িয়া
৪০ যায়। আর আমি আপনার শিষ্য-
দিগকে নিবেদন করিয়াছিলাম, যেন
তাঁহারা এটাকে ছাড়ান, কিন্তু
৪১ তাঁহারা পারিলেন না। তখন যীশু
উত্তর করিয়া কহিলেন, হে অবিশ্বাসী
ও বিপথগামী বংশ, কত কাল আমি
তোমাদের নিকটে থাকিব ও
তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করিব?
৪২ তোমার পুত্রকে এখানে আন। সে
আসিতেছে, এমন সময়ে ঐ ভূত
তাহাকে ফেলিয়া দিল, ও ভয়ানক
মুচড়াইয়া ধরিল। কিন্তু যীশু সেই
অশুচি আত্মাকে ধমক্ দিলেন,
বালকটীকে সুস্থ করিলেন, ও
তাহার পিতার কাছে তাহাকে

* (বা) জাগ্রৎ থাকিয়া।
† (বা) আমার প্রিয়।

৪৩ সমর্পণ করিলেন। তখন সকলে
ঈশ্বরের মহিমায় চমৎকৃত হইল।
৪৪ আর[১] তিনি যে সমস্ত কার্য্য
করিতেছিলেন, তাহাতে সকল
লোক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলে তিনি
আপন শিষ্যগণকে কহিলেন,তোমরা
এই সকল বাক্য কর্ণে স্থান দান
কর ; কেননা সম্প্রতি মনুষ্যপুত্র
মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন।
৪৫ কিন্তু তাঁহারা এ কথা বুঝিলেন না,
এবং ইহা তাঁহাদের হইতে গুপ্ত
থাকিল, যাহাতে তাঁহারা বুঝিয়া
উঠিতে না পারেন, এবং তাঁহার
নিকটে এ কথার বিষয় জিজ্ঞাসা
করিতে তাঁহাদের ভয় হইল।
৪৬ আর তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ,
এই তর্ক তাঁহাদের মধ্যে উপস্থিত
৪৭ হইল। তখন যীশু তাঁহাদের হৃদয়ের
তর্ক জানিয়া একটী শিশুকে লইয়া
আপনার পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন,
৪৮ এবং তাঁহাদিগকে কহিলেন, যে
কেহ আমার নামে এই শিশুটীকে
গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ
করে ; এবং যে কেহ আমাকে গ্রহণ
করে, সে তাঁহাকেই গ্রহণ করে,
যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ;
কারণ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি
সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সেই মহান্।
৪৯ পরে যোহন কহিলেন, নাথ,
আমরা এক ব্যক্তিকে আপনার
নামে ভূত ছাড়াইতে দেখিয়াছিলাম,
আর তাহাকে বারণ করিতেছিলাম,
কারণ সে আমাদের সহানুগামী নয়।
৫০ কিন্তু যীশু তাঁহাকে বলিলেন, বারণ
করিও না, কেননা যে তোমাদের
বিপক্ষ নয়, সে তোমাদের সপক্ষ।

### যীশু শেষবার যিরূশালেমে যাত্রা করেন।

৫১ আর যখন তাঁহার ঊর্দ্ধে নীত
হইবার সময় পূর্ণ হইয়া আসিতে-
ছিল, তখন তিনি একান্ত মনে
যিরূশালেমে যাইতে উন্মুখ হইলেন,
এবং আপনার অগ্রে দূতগণ প্রেরণ
৫২ করিলেন। আর তাঁহারা গিয়া
শমরীয়দের কোন গ্রামে প্রবেশ
করিলেন, যাহাতে তাঁহার জন্য
৫৩ আয়োজন করিতে পারেন। কিন্তু
লোকেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না,
কেননা তিনি যিরূশালেমে যাইতে
৫৪ উন্মুখ ছিলেন। তাহা দেখিয়া
তাঁহার শিষ্য যাকোব ও যোহন
বলিলেন, প্রভো, আপনি কি ইচ্ছা
করেন যে, এলিয় যেমন করিয়া-
ছিলেন, তেমনি আমরা বলি,
আকাশ হইতে অগ্নি নামিয়া আসিয়া
ইহাদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলুক?
৫৫ কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া তাঁহা-
দিগকে ধমক্ দিলেন, আর কহি-
লেন, তোমরা কি প্রকার আত্মার
৫৬ লোক, তাহা জান না। কারণ
মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের প্রাণনাশ করিতে
আইসেন নাই, কিন্তু রক্ষা করিতে
আসিয়াছেন। পরে তাঁহারা অন্য
গ্রামে চলিয়া গেলেন।
৫৭ তাঁহারা পথে যাইতেছেন, এমন
সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল,
আপনি যে কোন স্থানে যাইবেন,
আমি আপনার পশ্চাৎ যাইব।

১। মথি ১৭, ২২, ২৩। ১৮, ১-৫। মার্ক ৯, ৩০-৪০।

৫৮ যীশু তাহাকে কহিলেন, শৃগালদের
গর্ত্ত আছে, এবং আকাশের পক্ষি-
গণের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্য-
পুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই।
৫৯ আর এক জনকে তিনি বলিলেন,
আমার পশ্চাৎ আইস। কিন্তু সে
কহিল, প্রভু, অগ্রে আমার পিতার
কবর দিয়া আসিতে অনুমতি করুন।
৬০ তিনি তাহাকে বলিলেন, মৃতেরাই
আপন আপন মৃতদের কবর দিউক;
কিন্তু তুমি গিয়া ঈশ্বরের রাজ্য
৬১ ঘোষণা কর। আর এক জন কহিল,
প্রভু, আমি আপনার পশ্চাৎ যাইব,
কিন্তু অগ্রে নিজ বাটীর লোকদের
নিকটে বিদায় লইয়া আসিতে অনু-
৬২ মতি করুন। কিন্তু যীশু তাহাকে
কহিলেন, যে কোন ব্যক্তি লাঙ্গলে
হাত দিয়া পিছনে ফিরিয়া চায়, সে
ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নয়।

### যীশু সত্তর জনকে পাঠান ও বিবিধ শিক্ষা দেন।

১০ তৎপরে প্রভু আরও সত্তর
জনকে নিযুক্ত করিলেন, আর
আপনি যেখানে যেখানে যাইতে
উদ্যত ছিলেন, সেই সমস্ত নগরে ও
স্থানে আপনার অগ্রে দুই দুই জন
করিয়া তাহাদিগকে প্রেরণ করি-
২ লেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,
শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্য্যকারী
লোক অল্প; অতএব শস্যক্ষেত্রের
স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর, যেন
তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্য্যকারী
৩ লোক পাঠাইয়া দেন। তোমরা
যাও, দেখ, কেন্দুয়াদের মধ্যে যেমন
মেষশাবক, তদ্রূপ তোমাদিগকে
৪ প্রেরণ করিতেছি। তোমরা থলী
কি ঝুলী কি পাদুকা সঙ্গে লইয়া
যাইও না এবং পথের মধ্যে
৫ কাহাকেও মঙ্গলবাদ করিও না। আর
যে কোন বাটীতে প্রবেশ করিবে,
প্রথমে বলিও, এই গৃহে শান্তি
৬ বর্ত্তুক। আর তথায় যদি শান্তির
সন্তান থাকে, তবে তোমাদের শান্তি
তাহার উপরে অবস্থিতি করিবে,
নতুবা তোমাদের প্রতি ফিরিয়া
৭ আসিবে। আর সেই বাটীতেই
থাকিও, এবং তাহারা যাহা দেয়,
তাহাই ভোজন পান করিও;
কেননা কার্য্যকারী লোক আপন
বেতনের যোগ্য! এক বাটী হইতে
৮ অন্য বাটীতে যাইও না। আর
তোমরা যে কোন নগরে প্রবেশ
কর, লোকেরা যদি তোমাদিগকে
গ্রহণ করে, তবে যাহা তোমাদের
সম্মুখে রাখা হইবে, তাহাই ভোজন
৯ করিও। আর সেখানকার পীড়িত-
দিগকে সুস্থ করিও, এবং তাহা-
দিগকে বলিও, ঈশ্বরের রাজ্য
১০ তোমাদের সন্নিকট হইল। কিন্তু
তোমরা যে কোন নগরে প্রবেশ
কর, লোকেরা যদি তোমাদিগকে
গ্রহণ না করে, তবে বাহির হইয়া
সেই নগরের পথে পথে গিয়া এই
১১ কথা বলিও, তোমাদের নগরের যে
ধূলা আমাদের পায়ে লাগিয়াছে,
তাহাও তোমাদের বিরুদ্ধে ঝাড়িয়া
দিই; তথাপি ইহা জানিও যে,
১২ ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল। আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, সেই দিন

সেই নগরের দশা হইতে বরং সদো-
১৩ মের দশা সহনীয় হইবে। কোরা-
সীন,[১] ধিক্ তোমাকে! বৈৎসৈদা,
ধিক্ তোমাকে! কেননা তোমাদের
মধ্যে যে সকল পরাক্রম-কার্য্য করা
গিয়াছে, সে সকল যদি সোর ও
সীদোনে করা যাইত, তবে অনেক
দিন পূর্ব্বে তাহারা চট পরিয়া ভস্মে
১৪ বসিয়া মন ফিরাইত। কিন্তু বিচারে
তোমাদের দশা হইতে বরং সোর ও
সীদোনের দশা সহনীয় হইবে।
১৫ আর হে কফরনাহূম, তুমি না কি
স্বর্গ পর্য্যন্ত উচ্চীকৃত হইবে? তুমি
১৬ পাতাল পর্য্যন্ত নামিয়া যাইবে। যে
তোমাদিগকে মানে, সে আমাকেই
মানে; এবং যে তোমাদিগকে
অগ্রাহ্য করে, সে আমাকেই অগ্রাহ্য
করে; আর যে আমাকে অগ্রাহ্য
করে, সে তাঁহাকেই অগ্রাহ্য করে,
যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।
১৭ পরে সেই সত্তর জন আনন্দে
ফিরিয়া আসিয়া কহিল, প্রভু,
আপনার নামে ভূতগণও আমাদের
১৮ বশীভূত হয়। তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, আমি শয়তানকে
বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্গ হইতে পতিত
১৯ দেখিতেছিলাম। দেখ, আমি তোমা-
দিগকে সর্প ও বৃশ্চিক পদতলে
দলিত করিবার, এবং শত্রুর সমস্ত
শক্তির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা
দিয়াছি। কিছুতেই কোন মতে
২০ তোমাদের হানি করিবে না; তথাপি
আত্মারা যে তোমাদের বশীভূত হয়,
ইহাতে আনন্দ করিও না; কিন্তু
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লিখিত
আছে, ইহাতেই আনন্দ কর।
২১ সেই দণ্ডে তিনি পবিত্র আত্মায়
উল্লাসিত হইলেন ও কহিলেন, হে
পিতঃ, স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, আমি
তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা
তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানদের হইতে
এই সকল বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশু-
দের নিকটে এই সকল প্রকাশ
করিয়াছ। হাঁ, পিতঃ, কেননা ইহা
তোমার দৃষ্টিতে প্রীতিজনক হইল।
২২ সকলই আমার পিতাকর্ত্তৃক আমাকে
সমর্পিত হইয়াছে; এবং পুত্র কে,
তাহা কেহ জানে না, কেবল পিতা
জানেন; আর পিতা কে, তাহা
কেহ জানে না, কেবল পুত্র জানেন,
আর পুত্র যাহার নিকটে তাঁহাকে
প্রকাশ করিতে মানস করেন, সে
২৩ জানে। পরে তিনি শিষ্যগণের প্রতি
ফিরিয়া বিরলে কহিলেন, ধন্য সেই
সকল চক্ষু, তোমরা যাহা যাহা
দেখিতেছ, যাহারা তাহা দেখে।
২৪ কেননা আমি তোমাদিগকে বলি-
তেছি, তোমরা যাহা যাহা দেখিতেছ,
তাহা অনেক ভাববাদী ও রাজা
দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াও দেখিতে
পান নাই; এবং তোমরা যাহা
যাহা শুনিতেছ, তাহা তাঁহারা
শুনিতে বাঞ্ছা করিয়াও শুনিতে
পান নাই।

### সর্ব্বপ্রধান আজ্ঞা কি, এ বিষয়ে শিক্ষা।

২৫ আর দেখ, এক জন ব্যবস্থাবেত্তা
উঠিয়া তাঁহার পরীক্ষা করিয়া কহিল,

১। মথি ১১, ২১-২৩।

হে গুরু, কি করিলে আমি অনন্ত
২৬ জীবনের অধিকারী হইব? তিনি
তাহাকে কহিলেন, ব্যবস্থায় কি
লেখা আছে? কিরূপ পাঠ করি-
২৭ তেছ? সে উত্তর করিয়া কহিল,
"তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ,
তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত
শক্তি ও তোমার সমস্ত চিত্ত দিয়া
তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে,
এবং তোমার প্রতিবাসীকে আপ-
নার মত প্রেম করিবে।"*
২৮ তিনি তাহাকে কহিলেন, যথার্থ
উত্তর করিলে; তাহাই কর, তাহাতে
২৯ জীবন পাইবে। কিন্তু সে আপনাকে
নির্দ্দোষ দেখাইবার ইচ্ছায় যীশুকে
বলিল, ভাল, আমার প্রতিবাসী
৩০ কে? এই কথা লইয়া যীশু বলি-
লেন, এক ব্যক্তি যিরূশালেম হইতে
যিরীহোতে নামিয়া যাইতেছিল,
এমন সময়ে দস্যুদলের হস্তে পড়িল;
তাহারা তাহার বস্ত্র খুলিয়া লইল,
এবং তাহাকে আঘাত করিয়া আধ-
৩১ মরা ফেলিয়া চলিয়া গেল। ঘটনা-
ক্রমে এক জন যাজক সেই পথ
দিয়া নামিয়া যাইতেছিল; সে
তাহাকে দেখিয়া এক পার্শ্ব দিয়া
৩২ চলিয়া গেল। পরে সেইরূপে এক
জন লেবীয়ও সেই স্থানে আসিয়া
দেখিয়া এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া
৩৩ গেল। কিন্তু এক জন শমরীয়
সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে
তাহার নিকটে আসিল; আর
তাহাকে দেখিয়া করুণাবিষ্ট হইল,
৩৪ এবং নিকটে আসিয়া তৈল ও
দ্রাক্ষারস ঢালিয়া দিয়া তাহার ক্ষত
সকল বন্ধন করিল; পরে আপন
পশুর উপরে তাহাকে বসাইয়া এক
পান্থশালায় লইয়া গিয়া তাহার
৩৫ প্রতি যত্ন করিল। পরদিবসে দুইটী
সিকি বাহির করিয়া পান্থশালার
কর্ত্তাকে দিয়া বলিল, এই ব্যক্তির
প্রতি যত্ন করিও, অধিক যাহা কিছু
ব্যয় হয়, আমি যখন ফিরিয়া
আইসি, তখন পরিশোধ করিব।
৩৬ তোমার কেমন বোধ হয়, এই তিন
জনের মধ্যে কে ঐ দস্যুদের হস্তে
পতিত ব্যক্তির প্রতিবাসী হইয়া
৩৭ উঠিল? সে কহিল, যে ব্যক্তি
তাহার প্রতি দয়া করিল, সেই।
তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, যাও,
তুমিও সেইরূপ কর।
৩৮ আর যখন তাঁহারা যাইতে-
ছিলেন, তিনি কোন গ্রামে প্রবেশ
করিলেন, আর মার্থা নামে একটী
স্ত্রীলোক আপন গৃহে তাঁহার
৩৯ আতিথ্য করিলেন। মরিয়ম নামে
তাঁহার একটী ভগিনী ছিলেন, তিনি
প্রভুর চরণের নিকটে বসিয়া তাঁহার
৪০ বাক্য শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু
মার্থা পরিচর্য্যা বিষয়ে অধিক ব্যতি-
ব্যস্ত ছিলেন; আর তিনি নিকটে
আসিয়া কহিলেন, প্রভু, আপনি
কি কিছু মনে করিতেছেন না যে,
আমার ভগিনী পরিচর্য্যার ভার
একা আমার উপরে ফেলিয়া রাখি-
য়াছে? অতএব উহাকে বলিয়া
দিউন, যেন আমার সাহায্য করে।
৪১ কিন্তু প্রভু উত্তর করিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক

* দ্বিঃ বিঃ ৬; ৫। লেবীয় ১৯; ১৮।

৪২ বিষয়ে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন আছ ; কিন্তু
অল্প কএকটী বিষয়, বরং একটী মাত্র
বিষয় আবশ্যক ; বাস্তবিক মরিয়ম
সেই উত্তম অংশটী মনোনীত করি-
য়াছে, যাহা তাহার নিকট হইতে
লওয়া যাইবে না ।

## নানা বিষয়ে যীশুর উপদেশ ।

প্রার্থনা বিষয়ে শিক্ষা ।

১১ এক সময়ে তিনি কোন স্থানে
প্রার্থনা করিতেছিলেন ; যখন শেষ
করিলেন, তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে
এক জন তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু,
আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা
দিউন, যেমন যোহনও আপন শিষ্য-
২ দিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন । তিনি[১]
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যখন
প্রার্থনা কর, তখন বলিও, পিতঃ,
তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য
হউক । তোমার রাজ্য আইসুক ।
৩ আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রতি-
৪ দিন আমাদিগকে দেও । আর আমা-
দের পাপ সকল ক্ষমা কর ; কেননা
আমরাও আপনাদের প্রত্যেক
অপরাধীকে ক্ষমা করি । আর
আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না ।
৫ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, তোমাদের মধ্যে কাহারও
যদি বন্ধু থাকে, আর সে যদি মধ্য-
রাত্রে তাহার নিকটে গিয়া বলে,
'বন্ধু, আমাকে তিনখানা রুটী ধার
৬ দেও, কেননা আমার এক বন্ধু পথে
যাইতে যাইতে আমার কাছে
আসিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে রাখি-
৭ বার আমার কিছুই নাই ;' তাহা
হইলে সেই ব্যক্তি ভিতরে থাকিয়া
কি এমন উত্তর দিবে, 'আমাকে
কষ্ট দিও না, এখন দ্বার বন্ধ, এবং
আমার সন্তানেরা আমার কাছে
শুইয়া আছে, আমি উঠিয়া তোমাকে
৮ দিতে পারি না' ? আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, সে যদ্যপি বন্ধু
বলিয়া উঠিয়া তাহা না দেয়, তথাপি
উহার আগ্রহ প্রযুক্ত উঠিয়া উহার
৯ যত প্রয়োজন, তাহা দিবে । আর
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া
যাইবে ; অন্বেষণ কর, পাইবে ; দ্বারে
আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া
১০ দেওয়া যাইবে । কেননা যে কেহ
যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে, এবং
যে অন্বেষণ করে, সে পায় ; আর
যে দ্বারে আঘাত করে, তাহার জন্য
১১ খুলিয়া দেওয়া যাইবে । তোমাদের
মধ্যে এমন পিতা কে, যাহার পুত্র
রুটী চাহিলে তাহাকে পাথর দিবে ।
কিম্বা মাছ চাহিলে মাছের পরিবর্ত্তে
১২ সাপ দিবে ? কিম্বা ডিম চাহিলে
১৩ তাহাকে বৃশ্চিক দিবে ? অতএব
তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের
সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান
করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক
নিশ্চয় যে, স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা
তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহা-
দিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন ।

ভূতদের বিষয়ে শিক্ষা ।

১৪ আর[১] তিনি একটা ভূত ছাড়াইয়া-
ছিলেন, সে গোঁগা । ভূত বাহির

১ । মথি ৬ ; ৯-১৩ । ৭ ; ৭-১১ ;

১ । মথি ১২ , ২২-২৯, ৪৩-৪৫ । মার্ক ৩ , ২৩-২৭ ।

হইলে সেই গোঁগা কথা কহিতে
লাগিল; তাহাতে লোকেরা আশ্চর্য্য
১৫ জ্ঞান করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে
কেহ কেহ বলিল, এ ব্যক্তি ভূত-
গণের অধিপতি বেল্‌সবূলের দ্বারা
১৬ ভূত ছাড়ায়। আর কেহ কেহ
পরীক্ষা ভাবে তাঁহার কাছে আকাশ
১৭ হইতে কোন চিহ্ন চাহিল। কিন্তু
তিনি তাহাদের মনের ভাব জানিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, যে কোন
রাজ্য আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়,
তাহা উচ্ছিন্ন হয়, এবং গৃহ গৃহের
১৮ বিপক্ষ হইলে পতিত হয়। আর
শয়তানও যদি আপনার বিপক্ষে
ভিন্ন হয়, তবে তাহার রাজ্য কি
প্রকারে স্থির থাকিবে? কেননা
তোমরা বলিতেছ, আমি বেল্‌স-
১৯ বূলের দ্বারা ভূত ছাড়াই। আর
আমি যদি বেল্‌সবূলের দ্বারা ভূত
ছাড়াই, তবে তোমাদের সন্তানেরা
কাহার দ্বারা ছাড়ায়? এই জন্য
তাহারাই তোমাদের বিচারকর্ত্তা
২০ হইবে। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের
অঙ্গুলি দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে
সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের
২১ কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। সেই
বলবান্ ব্যক্তি যখন অস্ত্রশস্ত্রে
সজ্জিত থাকিয়া আপন বাটী রক্ষা
করে, তখন তাহার সম্পত্তি নিরা-
২২ পদে থাকে। কিন্তু যিনি তাহা
হইতে অধিক বলবান্, তিনি আসিয়া
যখন তাহাকে পরাজয় করেন, তখন
তাহার সর্ব্বাঙ্গরক্ষক যে সজ্জায়
তাহার ভরসা ছিল, তাহা হরণ
করিয়া লন, ও তাহার লুটদ্রব্য
২৩ বিতরণ করেন। যে আমার সপক্ষ
নয়, সে আমার বিপক্ষ, এবং যে
আমার সহিত কুড়ায় না, সে
২৪ ছড়াইয়া ফেলে। যখন অশুচি
আত্মা মনুষ্য হইতে বাহির হইয়া
যায়, তখন জলবিহীন নানা স্থান
দিয়া ভ্রমণ করতঃ বিশ্রামের অন্বেষণ
করে; কিন্তু না পাইয়া বলে, আমি
যেখান হইতে বাহির হইয়া
আসিয়াছি, আমার সেই গৃহে
২৫ ফিরিয়া যাই। পরে আসিয়া তাহা
২৬ মার্জ্জিত ও শোভিত দেখে। তখন
সে গিয়া আপনা হইতে দুষ্ট অপর
সাতটা আত্মাকে সঙ্গে লইয়া
আইসে, এবং তাহারা সেই স্থানে
প্রবেশ করিয়া বাস করে; তাহাতে
সেই মনুষ্যের প্রথম দশা হইতে
শেষ দশা আরও মন্দ হয়।
২৭ তিনি এই সকল কথা কহিতেছেন,
এমন সময়ে ভিড়ের মধ্য হইতে
কোন একটী স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে
তাঁহাকে বলিল, ধন্য সেই গর্ভ, যাহা
আপনাকে ধারণ করিয়াছিল, আর
সেই স্তন, যাহার দুগ্ধ আপনি পান
২৮ করিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন,
সত্য, কিন্তু বরং ধন্য তাহারাই,
যাহারা ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া
পালন করে।

সরল হইবার বিষয়ে শিক্ষা।

২৯ পরে[১] তাঁহার নিকটে উত্তর
উত্তর অনেক লোকের সমাগম হইলে
তিনি বলিতে লাগিলেন, এই কালের
লোকেরা দুষ্ট, ইহারা চিহ্নের অন্বেষণ

১। মথি ১২; ৩৯-৪২।

করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া আর
কোন চিহ্ন তাহাদিগকে দেওয়া
৩০ যাইবে না। কারণ যোনা যেমন
নীনবীয়দের কাছে চিহ্নস্বরূপ হইয়া-
ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও এই
কালের লোকদের নিকটে হইবেন।
৩১ দক্ষিণ দেশের রাণী বিচারে এই
কালের লোকদের সহিত উঠিয়া
ইহাদিগকে দোষী করিবেন, কেননা
শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনিবার
জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে
আসিয়াছিলেন; আর দেখ, শলো-
মন হইতেও মহান্ এক ব্যক্তি
৩২ এখানে আছেন। নীনবীয় লোকেরা
বিচারে এই কালের লোকদের
সহিত দাঁড়াইয়া ইহাদিগকে দোষী
করিবে; কেননা তাহারা যোনার
প্রচারে মন ফিরাইয়াছিল, আর
দেখ, যোনা হইতে মহান্ এক
ব্যক্তি এখানে আছেন।
৩৩ প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ গুপ্ত
কুঠরীতে কিম্বা কাঠার নীচে রাখে
না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে,
যেন, যাহারা ভিতরে যায়, তাহারা
৩৪ আলো দেখিতে পায়। তোমার
চক্ষুই শরীরের প্রদীপ; তোমার
চক্ষু যখন সরল হয়, তখন তোমার
সমুদয় শরীরও দীপ্তিময় হয়; কিন্তু
চক্ষু মন্দ হইলে তোমার শরীরও
৩৫ অন্ধকারময় হয়। অতএব দেখিও,
তোমার অন্তরে যে দীপ্তি আছে,
৩৬ তাহা অন্ধকার কি না। বাস্তবিক
তোমার সমুদয় শরীর যদি দীপ্তিময়
হয়, কোনও অংশ অন্ধকারময় না
থাকে, তবে প্রদীপ যেমন নিজ
তেজে তোমাকে দীপ্তি দান করে,
তেমনি তোমার শরীর সম্পূর্ণরূপে
দীপ্তিময় হইবে।

আন্তরিক শুচিতা আবশ্যক, এই বিষয়ে শিক্ষা।

৩৭ তিনি কথা কহিতেছেন, এমন
সময়ে এক জন ফরীশী তাঁহাকে
ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল; আর
তিনি ভিতরে গিয়া ভোজনে
৩৮ বসিলেন। ফরীশী দেখিয়া আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিল যে, ভোজনের অগ্রে
৩৯ তিনি স্নান করেন নাই। কিন্তু
প্রভু তাহাকে কহিলেন, তোমরা
ফরীশীরা ত পানপাত্র ও ভোজন-
পাত্র বাহিরে পরিষ্কার করিয়া থাক,
কিন্তু তোমাদের ভিতরে দৌরাত্ম্য
৪০ ও দুষ্টতা ভরা। নির্ব্বোধেরা, যিনি
বাহিরের ভাগ নির্ম্মাণ করিয়াছেন,
তিনি কি ভিতরের ভাগও নির্ম্মাণ
৪১ করেন নাই? বরং ভিতরে যাহা
যাহা আছে, তাহা দান কর, আর
দেখ, তোমাদের পক্ষে সকলই শুচি।
৪২ কিন্তু হা ফরীশীরা, ধিক্ তোমা-
দিগকে, কেননা তোমরা পোদিনা,
আরুদ ও সকল প্রকার শাকের
দশমাংশ দান করিয়া থাক, আর
ন্যায়বিচার ও ঈশ্বর-প্রেম উপেক্ষা
করিয়া থাক; কিন্তু এ সকল পালন
করা, এবং ঐ সকল পরিত্যাগ না
৪৩ করা, তোমাদের উচিত ছিল। হা
ফরীশীরা, ধিক্ তোমাদিগকে, কেননা
তোমরা সমাজ-গৃহে প্রধান আসন,
ও হাট বাজারে লোকদের মঙ্গল-
৪৪ বাদ ভালবাস। ধিক্ তোমাদিগকে,
কারণ তোমরা এমন গুপ্ত কবরের

তুল্য, যাহার উপর দিয়া লোকে না
জানিয়া যাতায়াত করে।
৪৫ তখন ব্যবস্থাবেত্তাদের এক জন
উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে
গুরু, এ কথা বলিয়া আপনি
আমাদেরও অপমান করিতেছেন।
৪৬ তিনি কহিলেন, হা ব্যবস্থাবেত্তারা,
ধিক্ তোমাদিগকেও, কেননা তোমরা
মনুষ্যদের উপরে দুর্ব্বহ বোঝা
চাপাইয়া দিয়া থাক, কিন্তু আপ-
নারা একটী অঙ্গুলি দিয়া সেই সকল
৪৭ বোঝা স্পর্শ কর না। ধিক্ তোমা-
দিগকে, কেননা তোমরা ভাববাদী-
দের কবর গাঁথিয়া থাক, আর
তোমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁহা-
৪৮ দিগকে বধ করিয়াছিল। সুতরাং
তোমরা সাক্ষী হইতেছ, এবং
তোমাদের পিতৃপুরুষদের কর্ম্মের
অনুমোদন করিতেছ; কেননা
তাহারা তাঁহাদিগকে বধ করিয়া-
ছিল, আর তোমরা তাঁহাদের কবর
৪৯ গাঁথিয়া থাক। এই কারণ ঈশ্বরের
প্রজ্ঞাও কহিলেন, আমি তাহাদের
নিকটে ভাববাদী ও প্রেরিতদিগকে
প্রেরণ করিব, আর তাহাদিগের
মধ্যে তাহারা কাহাকে কাহাকেও
৫০ বধ করিবে, ও তাড়না করিবে, যেন
জগতের পত্তনাবধি যত ভাববাদীর
রক্তপাত হইয়াছে, তাহার প্রতি-
শোধ এই কালের লোকদের কাছে
৫১ লওয়া যায়—হেবলের রক্ত অবধি
সেই সখরিয়ের রক্ত পর্য্যন্ত, যিনি
যজ্ঞবেদি ও মন্দিরের মধ্যস্থানে
নিহত হইয়াছিলেন*—হাঁ, আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, এই কালের
লোকদের কাছে তাহার প্রতিশোধ
৫২ লওয়া যাইবে। হা ব্যবস্থাবেত্তারা,
ধিক্ তোমাদিগকে, কেননা তোমরা
জ্ঞানের চাবি হরণ করিয়া লইয়াছ;
আপনারা প্রবেশ করিলে না, এবং
যাহারা প্রবেশ করিতেছিল, তাহা-
দিগকেও বাধা দিলে।
৫৩ তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া
আসিলে অধ্যাপক ও ফরীশীগণ
তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে,
ও নানা বিষয়ে কথা বলাইবার জন্য
৫৪ উত্তেজনা করিতে লাগিল, তাঁহার
মুখের কথা ধরিবার জন্য ফাঁদ
পাতিয়া রহিল।

### কপটতা ও লোভাদির বিষয়ে যীশুর উপদেশ।

১২ ইতিমধ্যে যখন সহস্র সহস্র
লোক সমাগত হইয়া এক জন
অন্যের উপর পড়িতে লাগিল, তখন
তিনি প্রথমে আপন শিষ্যদিগকে
বলিতে লাগিলেন, তোমরা ফরীশী-
দের তাড়ী হইতে সাবধান থাক,
২ তাহা কপটতা। কিন্তু[১] এমন ঢাকা
কিছুই নাই, যাহা প্রকাশ পাইবে
না, এবং এমন গুপ্ত কিছুই নাই,
৩ যাহা জানা যাইবে না। অতএব
তোমরা অন্ধকারে যাহা কিছু
বলিয়াছ, তাহা আলোতে শুনা
যাইবে; এবং অন্তরাগারে কাণে
কাণে যাহা বলিয়াছ, তাহা ছাদের
৪ উপরে প্রচারিত হইবে। আর, হে

* আদি ৪, ৮। ২ বংশ ২৪; ২০।

১। মথি ১০; ২৬-৩৩।

আমার বন্ধুরা, আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, যাহারা শরীর বধ
করিয়া পশ্চাৎ আর কিছু করিতে
পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও
৫ না। তবে কাহাকে ভয় করিবে,
তাহা বলিয়া দিই; বধ করিয়া
পশ্চাৎ নরকে নিক্ষেপ করিতে যাঁহার
ক্ষমতা আছে, তাঁহাকেই ভয় কর;
হাঁ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
৬ তাঁহাকেই ভয় কর। পাঁচটী চড়াই
পাখী কি দুই পয়সায় বিক্রয় হয়
না? আর তাহাদের মধ্যে একটীও
ঈশ্বরের দৃষ্টিগোচরে গুপ্ত নয়।
৭ এমন কি, তোমাদের মস্তকের
কেশগুলিও সমস্ত গণিত আছে।
ভয় করিও না, তোমরা অনেক
৮ চড়াই পাখী হইতে শ্রেষ্ঠ। আর
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে
কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে
স্বীকার করে, মনুষ্যপুত্রও ঈশ্বরের
দূতগণের সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার
৯ করিবেন; কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদের
সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে,
ঈশ্বরের দূতগণের সাক্ষাতে তাহাকে
১০ অস্বীকার করা যাইবে। আর যে
কেহ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা
কহে, সে ক্ষমা পাইবে; কিন্তু যে
কেহ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে,
১১ সে ক্ষমা পাইবে না। আর লোকে
যখন তোমাদিগকে সমাজ-গৃহে এবং
শাসনকর্ত্তাদের ও কর্ত্তৃপক্ষদের সম্মুখে
লইয়া যাইবে, তখন কিরূপে কি
উত্তর দিবে, অথবা কি বলিবে, সে
১২ বিষয়ে ভাবিত হইও না; কেননা কি
কি বলা উচিত, তাহা পবিত্র আত্মা
সেই দণ্ডে তোমাদিগকে শিক্ষা
দিবেন।
১৩ পরে লোকসমূহের মধ্য হইতে
এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, হে গুরু,
আমার ভ্রাতাকে বলুন, যেন আমার
সহিত পৈতৃক ধন বিভাগ করে।
১৪ কিন্তু তিনি তাহাকে কহিলেন, মনুষ্য,
তোমাদের উপরে বিচারকর্ত্তা বা
বিভাগকর্ত্তা করিয়া আমাকে কে
১৫ নিযুক্ত করিয়াছে? পরে তিনি
তাহাদিগকে বলিলেন, সাবধান,
সর্ব্বপ্রকার লোভ হইতে আপনা-
দিগকে রক্ষা করিও, কেননা উপচিয়া
পড়িলেও মনুষ্যের সম্পত্তিতে তাহার
১৬ জীবন হয় না। আর তিনি তাহা-
দিগকে এই দৃষ্টান্ত কহিলেন, এক
জন ধনবানের ভূমিতে প্রচুর শস্য
১৭ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাতে সে
মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল,
কি করি? আমার শস্য রাখিবার
১৮ ত স্থান নাই। পরে কহিল, এইরূপ
করিব, আমার গোলাঘর সকল
ভাঙ্গিয়া বড় বড় গোলাঘর নির্ম্মাণ
করিব, এবং তাহার মধ্যে আমার
সমস্ত শস্য ও আমার দ্রব্য রাখিব।
১৯ আর আপন প্রাণকে বলিব, প্রাণ,
বহুবৎসরের নিমিত্ত তোমার জন্য
অনেক দ্রব্য সঞ্চিত আছে; বিশ্রাম
কর, ভোজন পান কর, আমোদ
২০ প্রমোদ কর। কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে
কহিলেন, হে নির্ব্বোধ, অদ্য
রাত্রিতেই তোমার প্রাণ তোমা
হইতে দাবি করিয়া লওয়া যাইবে,
তবে তুমি এই যে আয়োজন করিলে,
২১ এ সকল কাহার হইবে? যে কেহ

আপনার জন্য ধন সঞ্চয় করে, এবং
ঈশ্বরের উদ্দেশে ধনবান্ নয়, সে
এইরূপ।
২২ পরে[১] তিনি আপন শিষ্যগণকে
কহিলেন, এই কারণ আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, 'কি ভোজন
করিব' বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা
'কি পরিব' বলিয়া শরীরের বিষয়ে
ভাবিত হইও না। কেননা ভক্ষ্য
২৩ হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর
২৪ বড় বিষয়। কাকদের বিষয়
আলোচনা কর; তাহারা বুনেও না,
কাটেও না; তাহাদের ভাণ্ডারও
নাই, গোলাঘরও নাই; আর ঈশ্বর
তাহাদিগকে আহার দিয়া থাকেন;
২৫ পক্ষিগণ হইতে তোমরা কত অধিক
শ্রেষ্ঠ! আর তোমাদের মধ্যে কে
ভাবিত হইয়া আপন বয়স * এক
হস্তমাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে?
২৬ অতএব তোমরা অতি ক্ষুদ্র কর্ম্মও
যদি করিতে না পার, তবে অন্য অন্য
২৭ বিষয়ে কেন ভাবিত হও? কামুড়-
পুষ্পের বিষয় বিবেচনা কর, সেগুলি
কেমন বাড়ে; সে সকল কোন শ্রম
করে না, সূতাও কাটে না, তথাপি
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
শলোমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে
ইহার একটীর ন্যায় সুসজ্জিত
২৮ ছিলেন না। ভাল, ক্ষেত্রের যে তৃণ
আজ আছে ও কাল চুলায় ফেলিয়া
দেওয়া যাইবে, তাহা যদি ঈশ্বর
এরূপ বিভূষিত করেন, তবে হে
অল্পবিশ্বাসীরা, তোমাদিগকে কত
অধিক নিশ্চয় বিভূষিত করিবেন!

* (বা) শরীর।

২৯ আর, কি ভোজন করিবে, কি পান
করিবে, এ বিষয়ে তোমরা সচেষ্ট
হইও না, এবং সন্দিগ্ধচিত্ত হইও
৩০ না; কেননা জগতের জাতিগণ এই
সকল বিষয়ে সচেষ্ট; কিন্তু তোমা-
দের পিতা জানেন যে, এই সকল
৩১ দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে।
তোমরা বরং তাঁহার রাজ্যের বিষয়ে
সচেষ্ট হও, তাহা হইলে এই
সকলও তোমাদিগকে দেওয়া
৩২ যাইবে। হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয়
করিও না, কেননা তোমাদিগকে
সেই রাজ্য দিতে তোমাদের পিতার
৩৩ হিতসঙ্কল্প হইয়াছে। তোমাদের
যাহা আছে, বিক্রয় করিয়া দান
কর। আপনাদের জন্য এমন থলী
প্রস্তুত কর, যাহা জীর্ণ হয় না,
স্বর্গে অক্ষয় ধন সঞ্চয় কর, যেখানে
৩৪ চোর নিকটে আইসে না, কীটেও
ক্ষয় করে না; কেননা যেখানে
তোমাদের ধন, সেইখানে তোমা-
দের মনও থাকিবে।
৩৫ তোমাদের কটি বাঁধিয়া রাখ ও
৩৬ প্রদীপ জ্বালিয়া রাখ; এবং তোমরা
এমন লোকদের তুল্য হও, যাহারা
আপনাদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে
যে, তিনি বিবাহ-ভোজ হইতে
কখন ফিরিয়া আসিবেন, যেন তিনি
আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলে
তাহারা তখনই তাঁহার নিমিত্ত দ্বার
৩৭ খুলিয়া দিতে পারে। ধন্য সেই
দাসেরা, যাহাদিগকে প্রভু আসিয়া
জাগিয়া থাকিতে দেখিবেন। আমি
তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তিনি
কটি বাঁধিয়া তাহাদিগকে ভোজনে

বসাইবেন, এবং নিকটে আসিয়া
৩৮ তাহাদের পরিচর্য্যা করিবেন। যদি
দ্বিতীয় প্রহরে কিম্বা যদি তৃতীয়
প্রহরে আসিয়া তিনি সেইরূপ
৩৯ দেখেন, তবে তাহারা ধন্য। কিন্তু
ইহা জানিও, চোর কোন্ দণ্ডে
আসিবে, তাহা যদি গৃহকর্ত্তা জানিত,
তবে জাগিয়া থাকিত, নিজ গৃহে
৪০ সিঁধ কাটিতে দিত না। তোমরাও
প্রস্তুত থাক ; কেননা যে দণ্ড মনে
করিবে না; সেই দণ্ডে মনুষ্যপুত্র
আসিবেন।

৪১ তখন পিতর বলিলেন, প্রভু,
আপনি কি আমাদিগকে, না সকল-
৪২ কেই এই দৃষ্টান্ত বলিতেছেন ? প্রভু
কহিলেন,[১] সেই বিশ্বস্ত, সেই বুদ্ধি-
মান্ গৃহাধ্যক্ষ কে, যাহাকে তাহার
প্রভু নিজ পরিজনদের উপরে নিযুক্ত
করিবেন, যেন সে তাহাদিগকে
উপযুক্ত সময়ে খাদ্যের নিরূপিত
৪৩ অংশ দেয় ? ধন্য সেই দাস, যাহাকে
তাহার প্রভু আসিয়া সেইরূপ
৪৪ করিতে দেখিবেন। আমি তোমা-
দিগকে সত্য বলিতেছি, তিনি
তাহাকে আপন সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ
৪৫ করিয়া নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু
সেই দাস যদি মনে মনে বলে,
আমার প্রভুর আসিবার বিলম্ব
আছে, এবং সে দাস দাসীদিগকে
প্রহার করিতে, ভোজন পান করিতে
৪৬ ও মত্ত হইতে আরম্ভ করে, তবে যে
দিন সে অপেক্ষা না করিবে, ও যে
দণ্ড সে না জানিবে, সেই দিন সেই
দণ্ডে সেই দাসের প্রভু আসিবেন,
এবং তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া
অবিশ্বস্তদের মধ্যে তাহার অংশ
৪৭ নিরূপণ করিবেন। আর সেই দাস,
যে নিজ প্রভুর ইচ্ছা জানিয়াও
প্রস্তুত হয় নাই, ও তাঁহার ইচ্ছানু-
যায়ী কর্ম্ম করে নাই, সে অনেক
৪৮ প্রহারে প্রহারিত হইবে। কিন্তু যে
না জানিয়া প্রহারের যোগ্য কর্ম্ম
করিয়াছে, সে অল্প প্রহারে প্রহারিত
হইবে। আর যে কোন ব্যক্তিকে
অধিক দত্ত হইয়াছে, তাহার নিকটে
অধিক দাবি করা যাইবে ; এবং
লোকে যাহার কাছে অধিক রাখি-
য়াছে, তাহার নিকটে অধিক
চাহিবে।

৪৯ আমি পৃথিবীতে অগ্নি নিক্ষেপ
করিতে আসিয়াছি ; আর এখন
যদি তাহা প্রজ্বলিত হইয়া থাকে,
৫০ তবে আর চাই কি ? কিন্তু আমাকে
এক বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হইতে
হইবে, আর তাহা যাবৎ সিদ্ধ না
হয়, তাবৎ আমি কত না সঙ্কুচিত
৫১ হইতেছি। তোমরা কি মনে করি-
তেছ, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে
আসিয়াছি ? তোমাদিগকে বলি-
তেছি, তাহা নয়, বরং বিভেদ।
৫২ কারণ এখন অবধি এক বাটীতে
পাঁচ জন ভিন্ন হইবে, তিন জন দুই
জনের বিপক্ষে, ও দুই জন তিন
৫৩ জনের বিপক্ষে ; পিতা পুত্রের
বিপক্ষে, এবং পুত্র পিতার বিপক্ষে ;
মাতা কন্যার বিপক্ষে, এবং কন্যা
মাতার বিপক্ষে ; শাশুড়ী বধূর
বিপক্ষে, এবং বধূ শাশুড়ীর বিপক্ষে
ভিন্ন হইবে।

১। মথি ২৪, ৪৫-৫১।

৫৪ আর তিনি লোকসমূহকে কহি-
লেন, তোমরা যখন পশ্চিমে মেঘ
উঠিতে দেখ, তখন অমনি বলিয়া
থাক, বৃষ্টি আসিতেছে ; আর সেই-
৫৫ রূপই ঘটে। আর যখন দক্ষিণ
বাতাস বহিতে দেখ, তখন বলিয়া
থাক, বড় রৌদ্র হইবে ; এবং
৫৬ তাহাই ঘটে। কপটীরা, তোমরা
পৃথিবীর ও আকাশের ভাব বুঝিতে
পার, কিন্তু এই সময় বুঝিতে পার
৫৭ না, এ কেমন ? আর ন্যায্য কি,
তাহা আপনারাই কেন বিচার
৫৮ কর না ? ফলতঃ যখন বিপক্ষের
সঙ্গে শাসনকর্ত্তার নিকটে যাইবে,
পথের মধ্যে তাহা হইতে মুক্তি
পাইতে যত্ন করিও ; পাছে সে
তোমাকে বিচারকর্ত্তার সম্মুখে
টানিয়া লইয়া যায়, আর বিচার-
কর্ত্তা তোমাকে পদাতিকের হস্তে
সমর্পণ করে, এবং পদাতিক
তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে।
৫৯ আমি তোমাকে বলিতেছি, যাবৎ
শেষ কড়িটী পর্য্যন্ত পরিশোধ না
করিবে, তাবৎ তুমি কোন মতে তথা
হইতে বাহিরে আসিতে পাইবে
না।

## যীশুর নানাবিধ শিক্ষা ও কার্য্য।

### মন ফিরান আবশ্যক, এই বিষয়ে শিক্ষা।

১৩ সেই সময়ে উপস্থিত কএক
জন তাঁহাকে সেই গালীলীয়দের
বিষয়ে সংবাদ দিল, যাহাদের রক্ত
পীলাত তাহাদের বলির সহিত
২ মিশ্রিত করিয়াছিলেন। তিনি
উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
তোমরা কি মনে করিতেছ, সেই
গালীলীয়দের এইরূপ দুর্গতি হই-
য়াছে বলিয়া তাহারা অন্য সকল
গালীলীয় লোক অপেক্ষা অধিক
৩ পাপী ছিল ? আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, তাহা নয় ; বরং যদি
মন না ফিরাও, তোমরা সকলেই
৪ তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে। অথবা সেই
আঠারো জন, যাহাদের উপরে
শীলোহে স্থিত উচ্চগৃহ পড়িয়া গিয়া
তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল,
তোমরা কি তাহাদের বিষয়ে মনে
করিতেছ যে, তাহারা যিরূশালেম-
নিবাসী অন্য সকল লোক অপেক্ষা
৫ অধিক অপরাধী ছিল ? আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহা নয় ;
বরং যদি মন না ফিরাও, তোমরা
সকলেই তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে।
৬ আর তিনি এই দৃষ্টান্তটী কহি-
লেন ; কোন ব্যক্তির দ্রাক্ষাক্ষেত্রে
তাঁহার একটা ডুমুরগাছ রোপিত
ছিল ; আর তিনি আসিয়া সেই
গাছে ফল অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু
৭ পাইলেন না। তাহাতে তিনি দ্রাক্ষা-
পালককে কহিলেন, দেখ, আজ
তিন বৎসর আসিয়া এই ডুমুরগাছে
ফল অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু কিছুই
পাইতেছি না ; ইহা কাটিয়া ফেল ;
৮ এটা কেন ভূমিও নষ্ট করে। সে
উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, প্রভু,
এই বৎসরও ওটা থাকিতে দিউন,
আমি উহার মূলের চারিদিকে
৯ খুঁড়িয়া সার দিব, তাহার পরে
উহাতে ফল ধরে ত ভালই, নয় ত
ওটা কাটিয়া ফেলিবেন।

বিশ্রামবার পালন বিষয়ে শিক্ষা ।

১০ তিনি বিশ্রামবারে কোন সমাজ-
১১ গৃহে শিক্ষা দিতেছিলেন। আর
দেখ, একটী স্ত্রীলোক, যাহাকে
আঠারো বৎসর ধরিয়া দুর্ব্বলতার
আত্মায় পাইয়াছিল, সে কুব্জা, কোন
মতে সোজা হইতে পারিত না।
১২ তাহাকে দেখিয়া যীশু কাছে ডাকি-
লেন, আর কহিলেন, হে নারি,
তোমার দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত
১৩ হইলে। পরে তিনি তাহার উপরে
হস্তার্পণ করিলেন; তাহাতে সে
তখনই সোজা হইয়া দাঁড়াইল, আর
ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল।
১৪ কিন্তু বিশ্রামবারে যীশু সুস্থ করিয়া-
ছিলেন বলিয়া সমাজাধ্যক্ষ ক্রুদ্ধ
হইল, সে উত্তর করিয়া লোকদিগকে
বলিল, ছয় দিন আছে, সেই সকল
দিনে কর্ম্ম করা উচিত; অতএব ঐ
সকল দিনে আসিয়া সুস্থ হইও,
১৫ বিশ্রামবারে নয়। কিন্তু প্রভু তাহাকে
উত্তর দিয়া কহিলেন, কপটীরা,
তোমাদের প্রত্যেক জন কি বিশ্রাম-
বারে আপন আপন বলদ কিম্বা
গর্দ্দভ যাবপাত্র হইতে খুলিয়া জল
১৬ খাওয়াইতে লইয়া যায় না? তবে
এই স্ত্রীলোক, অব্রাহামের কন্যা,
যাহাকে শয়তান, দেখ, আজ
আঠারো বৎসর ধরিয়া বাঁধিয়া
রাখিয়াছিল, ইহার এই বন্ধন হইতে
বিশ্রামবারে মুক্তি পাওয়া কি
১৭ উচিত নয়? তিনি এই সকল কথা
বলিলে তাঁহার বিপক্ষেরা সকলে
লজ্জিত হইল; কিন্তু তাঁহার দ্বারা
যে সমস্ত মহিমার কার্য্য হইতেছিল,
তাহাতে সমস্ত সাধারণ লোক
আনন্দিত হইল।

সরিষা-দানা ও তাড়ীসম্বন্ধীয় দৃষ্টান্ত ।

১৮ তখন[১] তিনি কহিলেন, ঈশ্বরের
রাজ্য কিসের তুল্য? আমি কিসের
১৯ সহিত তাহার তুলনা দিব? তাহা
সরিষা-দানার তুল্য, যাহা কোন
ব্যক্তি লইয়া আপন উদ্যানে বপন
করিল; পরে তাহা বাড়িয়া গাছ
হইয়া উঠিল, এবং আকাশের পক্ষি-
গণ আসিয়া তাহার শাখাতে বাস
২০ করিল। আবার তিনি কহিলেন,
আমি কিসের সহিত ঈশ্বরের
২১ রাজ্যের তুলনা দিব? তাহা এমন
তাড়ীর তুল্য, যাহা কোন স্ত্রীলোক
লইয়া তিন মাণ ময়দার মধ্যে
ঢাকিয়া রাখিল, শেষে সমস্তই
তাড়ীময় হইয়া উঠিল।

পরিত্রাণার্থে প্রাণপণ করিবার বিষয়ে শিক্ষা ।

২২ আর তিনি নগরে নগরে ও
গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া উপদেশ
দিতে দিতে যিরূশালেমের দিকে
২৩ গমন করিতেছিলেন। তখন এক
ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, প্রভু, যাহারা
পরিত্রাণ পাইতেছে, তাহাদের
২৪ সংখ্যা কি অল্প? তিনি তাহাদিগকে
বলিলেন, সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ
করিতে প্রাণপণ কর; কেননা আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, অনেকে
প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু
২৫ পারিবে না। গৃহকর্ত্তা উঠিয়া দ্বার
রুদ্ধ করিলে পর তোমরা বাহিরে

১। মথি ১৩; ৩১, ৩২। মার্ক ৪; ৩০-৩২।

দাঁড়াইয়া দ্বারে আঘাত করিতে
আরম্ভ করিবে, বলিবে, প্রভু,
আমাদিগকে দ্বার খুলিয়া দিউন;
আর তিনি উত্তর করিয়া তোমা-
দিগকে বলিবেন, আমি জানি না,
২৬ তোমরা কোথাকার লোক; তখন
তোমরা বলিতে আরম্ভ করিবে,
আমরা আপনার সাক্ষাতে ভোজন
পান করিয়াছি, এবং আমাদের
পথে পথে আপনি উপদেশ দিয়া-
২৭ ছেন। কিন্তু তিনি বলিবেন, তোমা-
দিগকে বলিতেছি, আমি জানি না,
তোমরা কোথাকার লোক; হে
অধর্ম্মাচারী সকলে, আমার নিকট
২৮ হইতে দূর হও। সেই স্থানে রোদন
ও দন্তঘর্ষণ হইবে; তখন তোমরা
দেখিবে, অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও
যাকোব এবং ভাববাদী সকলেই
ঈশ্বরের রাজ্যে রহিয়াছেন, আর
তোমাদিগকে বাহিরে ফেলিয়া
২৯ দেওয়া হইতেছে। আর পূর্ব্ব ও
পশ্চিম হইতে, এবং উত্তর ও দক্ষিণ
হইতে লোকেরা আসিয়া ঈশ্বরের
৩০ রাজ্যে বসিবে। আর দেখ, যাহারা
শেষের, এমন কোন কোন লোক
প্রথম হইবে, এবং যাহারা প্রথম,
এমন কোন কোন লোক শেষে
পড়িবে।
৩১ সেই দণ্ডে কএক জন ফরীশী
নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিল,
বাহির হও, এ স্থান হইতে চলিয়া
যাও; কেননা হেরোদ তোমাকে
৩২ বধ করিতে চাহিতেছেন। তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
গিয়া সেই শৃগালকে বল, দেখ,
অদ্য এবং কল্য আমি ভূত ছাড়াই-
তেছি, ও আরোগ্য সাধন করিতেছি,
এবং তৃতীয় দিবসে সিদ্ধকর্ম্মা হইব।
৩৩ যাহা হউক, অদ্য, কল্য ও পরশ্ব
আমাকে গমন করিতে হইবে;
কারণ এমন হইতে পারে না যে,
যিরূশালেমের বাহিরে কোন ভাব-
৩৪ বাদী বিনষ্ট হয়। যিরূশালেম,
যিরূশালেম,[১] তুমি ভাববাদিগণকে
বধ করিয়া থাক, ও তোমার নিকটে
যাহারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে
পাথর মারিয়া থাক! কুক্কুটী যেমন
আপন শাবকদিগকে পক্ষের নীচে
একত্র করে, আমি কত বার
তেমনি তোমার সন্তানদিগকে একত্র
করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু
৩৫ তোমরা সম্মত হইলে না। দেখ,
তোমাদের সেই গৃহ তোমাদের
নিমিত্ত উৎসন্ন পড়িয়া রহিল। আর
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে
সময় পর্য্যন্ত তোমরা না বলিবে,
"ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে
আসিতেছেন,"* সেই সময় পর্য্যন্ত
তোমরা আমাকে আর দেখিতে
পাইবে না।

### ভোজন সময়ে দত্ত শিক্ষা।

১৪ তিনি এক বিশ্রামবারে প্রধান
ফরীশীদের এক জন অধ্যক্ষের
বাটীতে আহার করিতে গেলেন,
আর তাহারা তাঁহার উপরে দৃষ্টি
২ রাখিল। আর দেখ, এক জন
জলোদরী তাঁহার সম্মুখে ছিল।

---

১। মথি ২৩; ৩৭-৩৯।
* গীত ১১৮; ২৬।

৩ যীশু উত্তর করিয়া ব্যবস্থাবেত্তা-
দিগকে ও ফরীশীগণকে কহিলেন,
বিশ্রামবারে আরোগ্য করা বিধেয়
কি না? কিন্তু তাহারা চুপ
৪ করিয়া রহিল। তখন তিনি তাহাকে
ধরিয়া সুস্থ করিলেন, পরে বিদায়
৫ দিলেন। আর তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমাদের মধ্যে কে
আছে, যাহার সন্তান কিম্বা বলদ
কূপে পড়িলে সে বিশ্রামবারে তৎ-
৬ ক্ষণাৎ তাহাকে তুলিবে না? তাহারা
এই সকল কথার উত্তর দিতে
পারিল না।

৭ আর নিমন্ত্রিত লোকেরা কিরূপে
প্রধান প্রধান আসন মনোনীত
করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি
তাহাদিগকে একটী দৃষ্টান্ত কহিলেন;
৮ তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, যখন
কেহ তোমাকে বিবাহভোজে নিমন্ত্রণ
করে, তখন প্রধান আসনে বসিও
না; কি জানি, তোমা হইতে অধিক
সম্মানিত আর কোন লোক তাহার
৯ দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছে, আর যে
ব্যক্তি তোমাকে ও তাহাকে নিমন্ত্রণ
করিয়াছে, সে আসিয়া তোমাকে
বলিবে, ইহাঁকে স্থান দেও; আর
তখন তুমি লজ্জিত হইয়া নিম্নতম
১০ স্থান গ্রহণ করিতে যাইবে। কিন্তু
তুমি যখন নিমন্ত্রিত হও তখন নিম্ন-
তম স্থানে গিয়া বসিও; তাহাতে
যে ব্যক্তি তোমাকে নিমন্ত্রণ
করিয়াছে, সে যখন আসিবে,
তোমাকে বলিবে, বন্ধু, উচ্চতর
স্থানে গিয়া বস; তখন যাহারা
তোমার সহিত বসিয়া আছে, সেই
সকলের সাক্ষাতে তোমার গৌরব
১১ হইবে। কেননা যে কেহ আপনাকে
উচ্চ করে, তাহাকে নত করা
যাইবে, আর যে কেহ আপনাকে
নত করে, তাহাকে উচ্চ করা
যাইবে।

১২ আবার যে ব্যক্তি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ
করিয়াছিল, তাহাকেও তিনি
বলিলেন, তুমি যখন মধ্যাহ্ন-ভোজ
কিম্বা রাত্রি-ভোজ প্রস্তুত কর, তখন
তোমার বন্ধুগণকে, বা তোমার
ভ্রাতাদিগকে, বা তোমার জ্ঞাতি-
দিগকে কিম্বা ধনী প্রতিবাসিগণকে
ডাকিও না; কি জানি তাহারাও
তোমাকে পালটা নিমন্ত্রণ করিবে,
১৩ আর তুমি প্রতিদান পাইবে। কিন্তু
তুমি যখন ভোজ প্রস্তুত কর, তখন
দরিদ্র, নুলা, খঞ্জ ও অন্ধদিগকে
১৪ নিমন্ত্রণ করিও; তাহাতে ধন্য
হইবে, কেননা তোমার প্রতিদান
করিতে তাহাদের কিছু নাই, তাই
ধার্ম্মিকগণের পুনরুত্থান সময়ে তুমি
প্রতিদান পাইবে।

১৫ এই সকল কথা শুনিয়া, যাহারা
বসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক
ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল, ধন্য সেই
ব্যক্তি, যে ঈশ্বরের রাজ্যে ভোজন
১৬ করিবে। তিনি তাহাকে কহিলেন,
কোন ব্যক্তি বড় এক ভোজ প্রস্তুত
করিয়া অনেককে নিমন্ত্রণ করিলেন।
১৭ পরে ভোজনের সময়ে আপন দাস
দ্বারা নিমন্ত্রিতদিগকে বলিয়া পাঠাই-
লেন, আইস, এখন সকলই প্রস্তুত।
১৮ তখন তাহারা সকলেই একমত
হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল।

প্রথম জন তাহাকে কহিল, আমি
একখানি ক্ষেত্র ক্রয় করিলাম,
তাহা দেখিতে না গেলে নয়;
বিনতি করি, আমাকে ছাড়িয়া দিতে
১৯ হইবে। আর এক জন কহিল,
আমি পাঁচ যোড়া বলদ কিনিলাম,
তাহাদের পরীক্ষা করিতে যাই-
তেছি; বিনতি করি, আমাকে
২০ ছাড়িয়া দিতে হইবে। আর এক
জন কহিল, আমি বিবাহ করিলাম,
এই জন্য যাইতে পারিতেছি না।
২১ পরে সে দাস আসিয়া তাহার
প্রভুকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।
তখন সেই গৃহকর্ত্তা ক্রুদ্ধ হইয়া
আপন দাসকে কহিলেন, শীঘ্র
বাহির হইয়া নগরের পথে পথে ও
গলিতে গলিতে যাও, দরিদ্র, নুলা,
খঞ্জ ও অন্ধদিগকে এখানে আন।
২২ পরে সে দাস কহিল, প্রভু, আপনি
যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা
করা গেল, আর এখনও স্থান
২৩ আছে। তখন প্রভু দাসকে কহি-
লেন, বাহির হইয়া রাজপথে
রাজপথে ও বেড়ায় বেড়ায় যাও,
এবং আসিবার জন্য লোকদিগকে
পীড়াপীড়ি কর, যেন আমার গৃহ
২৪ পরিপূর্ণ হয়। কেননা আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, ঐ নিমন্ত্রিত
ব্যক্তিদের মধ্যে এক জনও আমার
ভোজের আস্বাদ পাইবে না।
২৫ একদা বিস্তর লোক তাঁহার সঙ্গে
যাইতেছিল; তখন তিনি মুখ
ফিরাইয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
২৬ যদি কেহ আমার নিকটে আইসে,
আর আপন পিতা, মাতা, স্ত্রী
সন্তানসন্ততি, ভ্রাতৃগণ, ও ভগিনী-
গণকে এমন কি, নিজ প্রাণকেও
অপ্রিয় জ্ঞান না করে, তবে সে
২৭ আমার শিষ্য হইতে পারে না। যে
কেহ নিজের ক্রুশ বহন না করে ও
আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ না আইসে,
সে আমার শিষ্য হইতে পারে না।
২৮ বাস্তবিক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা
হইলে তোমাদের মধ্যে কে অগ্রে
বসিয়া ব্যয় হিসাব করিয়া না
দেখিবে, সমাপ্ত করিবার সঙ্গতি
২৯ তাহার আছে কি না? কি জানি
ভিত্তিমূল বসাইলে পর যদি সে
সমাপ্ত করিতে না পারে, তবে যত
লোক তাহা দেখিবে, সকলে তাহাকে
বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিবে,
৩০ বলিবে, এ ব্যক্তি নির্ম্মাণ করিতে
আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু সমাপ্ত
৩১ করিতে পারিল না। অথবা কোন্
রাজা অন্য রাজার সহিত যুদ্ধে
সমাঘাত করিতে যাইবার সময়ে
অগ্রে বসিয়া বিবেচনা করিবেন না,
যিনি বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া
আমার বিরুদ্ধে আসিতেছেন, আমি
দশ সহস্র লইয়া কি তাঁহার সম্মুখ-
৩২ বর্ত্তী হইতে পারি? যদি না পারেন,
তবে শত্রু দূরে থাকিতে তিনি দূত
প্রেরণ করিয়া সন্ধির নিয়ম জিজ্ঞাসা
৩৩ করিবেন। ভাল, তদ্রূপ তোমাদের
মধ্যে যে কেহ আপনার সর্ব্বস্ব
ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য
৩৪ হইতে পারে না। লবণ ত উত্তম;
কিন্তু সেই লবণেরও যদি স্বাদ গিয়া
থাকে, তবে তাহা কিসে আস্বাদযুক্ত
৩৫ করা যাইবে? তাহা না ভূমির, না

সারটিবির উপযোগী ; লোকে তাহা
বাহিরে ফেলিয়া দেয়। যাহার
শুনিতে কাণ থাকে সে শুনুক।

### হারাণ মেষ, হারাণ সিকি ও হারাণ পুত্র, এই তিনটী দৃষ্টান্ত-কথা।

১৫ আর করগ্রাহী ও পাপীরা সকলে
তাঁহার বাক্য শুনিবার জন্য তাঁহার
২ নিকটে আসিতেছিল। তাহাতে
ফরীশীরা ও অধ্যাপকেরা বচসা
করিয়া বলিতে লাগিল, এ ব্যক্তি
পাপীদিগকে গ্রহণ করে, ও তাহাদের
সহিত আহার ব্যবহার করে।
৩ তখন তিনি তাহাদিগকে এই
৪ দৃষ্টান্ত কহিলেন। তোমাদের মধ্যে
কোন্ ব্যক্তি—যাহার এক শত মেষ
আছে, ও সেই সকলের মধ্যে
একটী হারাইয়া যায়—নিরানব্বইটা
প্রান্তরে ছাড়িয়া যায় না, আর যে
পর্য্যন্ত সেই হারাণটী না পায়, সে
পর্য্যন্ত তাহার অন্বেষণ করিতে যায়
৫ না? আর তাহা পাইলে সে আনন্দ-
৬ পূর্ব্বক কাঁধে তুলিয়া লয়। পরে
ঘরে আসিয়া বন্ধু বান্ধব ও প্রতি-
বাসীদিগকে ডাকিয়া বলে, আমার
সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার
যে মেষটী হারাইয়া গিয়াছিল, তাহা
৭ পাইয়াছি। আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, তদ্রূপ এক জন পাপী
মন ফিরাইলে স্বর্গে আনন্দ হইবে ;
যাহাদের মন ফিরান অনাবশ্যক,
এমন নিরানব্বই জন ধার্ম্মিকের
বিষয়ে তত আনন্দ হইবে না।
৮ অথবা কোন্ স্ত্রীলোক, যাহার
দশটী সিকি আছে, সে যদি একটী
হারাইয়া ফেলে, তবে প্রদীপ
জ্বালিয়া ঘর ঝাঁটি দিয়া যে পর্য্যন্ত
তাহা না পায়, ভাল করিয়া খুঁজিয়া
৯ দেখে না? আর পাইলে পর সে
বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবাসিনীগণকে
ডাকিয়া বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ
কর, কারণ আমি যে সিকিটী
হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহা
১০ পাইয়াছি। তদ্রূপ, আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, এক জন পাপী
মন ফিরাইলে ঈশ্বরের দূতগণের
সাক্ষাতে আনন্দ হয়।
১১ আর তিনি কহিলেন, এক
১২ ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল ; তাহাদের
মধ্যে কনিষ্ঠ আপন পিতাকে কহিল,
পিতঃ, সম্পত্তির যে অংশ আমার
ভাগে পড়ে, তাহা আমাকে দেও।
তাহাতে তিনি তাহাদের মধ্যে ধন
১৩ বিভাগ করিয়া দিলেন। অল্প দিন
পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত একত্র
করিয়া লইয়া দূরদেশে চলিয়া গেল,
আর তথায় সে অনাচারে নিজ
১৪ সম্পত্তি উড়াইয়া দিল। সে সমস্ত
ব্যয় করিয়া ফেলিলে পর সেই দেশে
ভারী আকাল হইল, তাহাতে সে
১৫ কষ্টে পড়িতে লাগিল। তখন সে
গিয়া সেই দেশের এক জন গৃহস্থের
আশ্রয় লইল ; আর সে তাহাকে
শূকর চরাইবার জন্য আপনার
১৬ মাঠে পাঠাইয়া দিল ; তখন, শূকরে
যে শুঁটী খাইত, তাহা দিয়া সে
উদর পূর্ণ করিতে বাঞ্ছা করিত, আর
১৭ কেহই তাহাকে দিত না। কিন্তু
চেতনা পাইলে সে বলিল, আমার

পিতার কত মজুর বেশী বেশী খাদ্য
পাইতেছে, কিন্তু আমি এখানে
১৮ ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি উঠিয়া
আমার পিতার নিকটে যাইব,
তাঁহাকে বলিব, পিতঃ, স্বর্গের
বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি
১৯ পাপ করিয়াছি; আমি আর
তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই;
তোমার এক জন মজুরের মত
২০ আমাকে রাখ। পরে সে উঠিয়া
আপন পিতার নিকটে আসিল।
সে দূরে থাকিতেই তাহার পিতা
তাহাকে দেখিতে পাইলেন, ও
করুণাবিষ্ট হইলেন, আর দৌড়িয়া
গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে
২১ চুম্বন করিতে থাকিলেন। তখন
পুত্র তাঁহাকে কহিল, পিতঃ, স্বর্গের
বিরুদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে আমি
পাপ করিয়াছি, আমি আর তোমার
২২ পুত্র নামের যোগ্য নই। কিন্তু
পিতা আপন দাসদিগকে বলিলেন,
শীঘ্র করিয়া সব চেয়ে ভাল কাপড়-
খানি আন, আর ইহাকে পরাইয়া
দেও, এবং ইহার হাতে অঙ্গুরী দেও
২৩ ও পায়ে জুতা দেও; আর হৃষ্টপুষ্ট
বাছুরটী আনিয়া মার; আমরা
ভোজন করিয়া আমোদ প্রমোদ
২৪ করি; কারণ আমার এই পুত্র
মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল;
হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া
গেল। তাহাতে তাহারা আমোদ
২৫ প্রমোদ করিতে লাগিল। তখন
তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রে ছিল;
পরে সে আসিতে আসিতে যখন
বাটীর নিকটে পঁহুছিল, তখন বাদ্য ও
২৬ নৃত্যের শব্দ শুনিতে পাইল। আর
সে এক জন দাসকে কাছে ডাকিয়া
জিজ্ঞাসা করিল, এ সকল কি?
২৭ সে তাহাকে বলিল, তোমার ভাই
আসিয়াছে, এবং তোমার পিতা
হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটী মারিয়াছেন, কেননা
তিনি তাহাকে সুস্থ পাইয়াছেন।
২৮ তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল,
ভিতরে যাইতে চাহিল না; তখন
তাহার পিতা বাহিরে আসিয়া
তাহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগি-
২৯ লেন। কিন্তু সে উত্তর করিয়া
পিতাকে কহিল, দেখ, এত বৎসর
আমি তোমার সেবা করিয়া আসি-
তেছি, কখনও তোমার আজ্ঞা
লঙ্ঘন করি নাই, তথাপি আমাকে
কখনও একটী ছাগবৎস দেও নাই,
যেন আমি নিজ মিত্রগণের সহিত
আমোদ প্রমোদ করিতে পারি;
৩০ কিন্তু তোমার এই যে পুত্র বেশ্যাদের
সঙ্গে তোমার ধন খাইয়া ফেলিয়াছে,
সে যখন আসিল, তাহারই জন্য
৩১ হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটী মারিলে। তিনি
তাহাকে বলিলেন, বৎস, তুমি
সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে আছ, আর
যাহা যাহা আমার, সকলই তোমার।
৩২ কিন্তু আমাদের আমোদ প্রমোদ
ও আনন্দ করা উচিত হইয়াছে,
কারণ তোমার এই ভাই মরিয়া
গিয়াছিল, এখন বাঁচিল; হারাইয়া
গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল।

### ধনাদি সম্বন্ধে যীশুর উপদেশ।

১৬ আর তিনি শিষ্যদিগকেও কহি-
লেন, এক জন ধনবান্ লোক ছিল,

তাহার এক দেওয়ান ছিল; সে
স্বামীর ধন অপচয় করিতেছে বলিয়া
তাহার নিকটে অপবাদিত হইল।
২ পরে সে তাহাকে ডাকিয়া কহিল,
তোমার বিষয়ে এ কি কথা শুনি-
তেছি? তোমার দেওয়ানী-পদের
হিসাব দেও, কেননা তুমি আর
দেওয়ান থাকিতে পারিবে না।
৩ তখন সেই দেওয়ান মনে মনে
কহিল, কি করিব? আমার প্রভু
ত আমার নিকট হইতে দেওয়ানী-
পদ লইতেছেন; মাটী কাটিবার বল
আমার নাই, ভিক্ষা করিতে আমার
৪ লজ্জা হয়। আমার দেওয়ানী-
পদ গেলে লোকে যেন আপন
আপন গৃহে আমাকে গ্রহণ করে,
এজন্য যাহা করিব, তাহা বুঝিলাম।
৫ পরে সে আপন প্রভুর প্রত্যেক
ঋণীকে ডাকিয়া প্রথম জনকে
কহিল, তুমি আমার প্রভুর কত
৬ ধার? সে বলিল, এক শত মণ
তৈল। তখন সে তাহাকে কহিল,
তোমার ঋণপত্র লও, এবং শীঘ্র
৭ বসিয়া পঞ্চাশ লেখ। পরে সে
আর এক জনকে বলিল, তুমি কত
ধার? সে বলিল, এক শত বিশি
গোম। তখন সে কহিল, তোমার
৮ ঋণপত্র লইয়া আশী লেখ। তাহাতে
সেই প্রভু সেই অধার্ম্মিক দেওয়ানের
প্রশংসা করিল, কারণ সে বুদ্ধি-
মানের কর্ম্ম করিয়াছিল। বাস্তবিক
এই যুগের সন্তানেরা নিজ জাতির
সম্বন্ধে দীপ্তির সন্তানগণ অপেক্ষা
৯ বুদ্ধিমান। আর আমিই তোমা-
দিগকে বলিতেছি, আপনাদের জন্যে
অধার্ম্মিকতার ধন দ্বারা মিত্র লাভ
কর, যেন উহা শেষ হইলে তাহারা
তোমাদিগকে সেই অনন্ত আবাসে
১০ গ্রহণ করে। যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে
বিশ্বস্ত, সে প্রচুর বিষয়েও বিশ্বস্ত;
আর যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অধার্ম্মিক,
সে প্রচুর বিষয়েও অধার্ম্মিক।
১১ অতএব তোমরা যদি অধার্ম্মিকতার
ধনে বিশ্বস্ত না হইয়া থাক, তবে
কে বিশ্বাস করিয়া তোমাদের কাছে
১২ সত্য ধন রাখিবে? আর যদি
পরের বিষয়ে বিশ্বস্ত না হইয়া থাক,
তবে কে তোমাদের নিজ বিষয়
১৩ তোমাদিগকে দিবে? কোন ভৃত্য
দুই কর্ত্তার দাসত্ব করিতে পারে না,
কেননা সে হয় এক জনকে ঘৃণা
করিবে, অন্যকে প্রেম করিবে, নয়
ত এক জনে অনুরক্ত হইবে, অন্যকে
তুচ্ছ করিবে। তোমরা ঈশ্বর এবং
ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার
না।
১৪ তখন ফরীশীরা, যাহারা টাকা
ভাল বাসিত, এ সকল কথা
শুনিতেছিল, আর তাহারা তাঁহাকে
১৫ উপহাস করিতে লাগিল। তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই
ত মনুষ্যদের সাক্ষাতে আপনাদিগকে
ধার্ম্মিক দেখাইয়া থাক, কিন্তু ঈশ্বর
তোমাদের অন্তঃকরণ জানেন;
কেননা মনুষ্যদের মধ্যে যাহা উচ্চ,
তাহা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ঘৃণিত।
১৬ ব্যবস্থা ও ভাববাদিগণ যোহন
পর্য্যন্ত; সেই অবধি ঈশ্বরের রাজ্যের
সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে, এবং
প্রত্যেক জন সবলে সেই রাজ্যে

১৭ প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু ব্যবস্থার
এক বিন্দু পড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা
বরং আকাশের ও পৃথিবীর লোপ
১৮ হওয়া সহজ। যে কেহ আপনার
স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া আর এক
জনকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার
করে; এবং যে কেহ স্বামীত্যক্তা
স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার
করে।

১৯ এক জন ধনবান্ লোক ছিল, সে
বেগুনে কাপড় ও সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান
করিত, এবং প্রতিদিন জাঁকজমকের
সহিত আমোদ প্রমোদ করিত।
২০ তাহার ফটক-দ্বারে লাসার নামে
এক জন কাঙ্গালকে রাখা হইয়াছিল,
২১ সে ঘায়ে ভরা ছিল, এবং সেই
ধনবানের মেজ হইতে পতিত গুঁড়া-
গাঁড়া খাইতে বাঞ্ছা করিত; আবার
কুকুরেরাও আসিয়া তাহার ঘা
২২ চাটিত। কালক্রমে ঐ কাঙ্গাল
মরিয়া গেল, আর স্বর্গদূতগণ
তাহাকে লইয়া অব্রাহামের কোলে
বসাইলেন। পরে সেই ধনবান্ও
মরিল, এবং কবরপ্রাপ্ত হইল।
২৩ আর পাতালে, যাতনার মধ্যে, সে
চক্ষু তুলিয়া দূর হইতে অব্রাহামকে
এবং তাঁহার কোলে লাসারকে
২৪ দেখিতে পাইল। তাহাতে সে
উচ্চৈঃস্বরে কহিল, পিতঃ অব্রাহাম,
আমার প্রতি দয়া করুন, লাসারকে
পাঠাইয়া দিউন, যেন সে অঙ্গুলির
অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া আমার
জিহ্বা শীতল করে, কেননা এই
অগ্নিশিখায় আমি যন্ত্রণা পাইতেছি।
২৫ কিন্তু অব্রাহাম কহিলেন, বৎস,
স্মরণ কর; তোমার সুখ তুমি
জীবনকালে পাইয়াছ, আর লাসার
তদ্রূপ দুঃখ পাইয়াছে; এখন সে
এই স্থানে সান্ত্বনা পাইতেছে, আর
২৬ তুমি যন্ত্রণা পাইতেছ। আর এ
সকল ছাড়া আমাদের ও তোমাদের
মধ্যে বৃহৎ এক শূন্যস্থলী স্থির রহি-
য়াছে, যেন এখান হইতে যাহারা
তোমাদের কাছে যাইতে চাহে,
তাহারা না পারে, আবার ওখান
হইতে আমাদের কাছে কেহ পার
২৭ হইয়া আসিতে না পারে। তখন
সে কহিল, তবে আমি আপনাকে
বিনয় করি, পিতঃ, আমার পিতার
বাটীতে উহাকে পাঠাইয়া দিউন;
২৮ কেননা আমার পাঁচটী ভাই আছে;
সে গিয়া তাহাদের নিকটে সাক্ষ্য
দিউক, যেন তাহারাও এই যাতনা-
২৯ স্থানে না আইসে। কিন্তু অব্রাহাম
কহিলেন, তাহাদের নিকটে মোশি
ও ভাববাদিগণ আছেন; তাঁহাদেরই
৩০ কথা তাহারা শুনুক। তখন সে
বলিল, তাহা নয়, পিতঃ অব্রাহাম,
বরং মৃতদের মধ্য হইতে যদি কেহ
তাহাদের নিকটে যায়, তাহা হইলে
৩১ তাহারা মন ফিরাইবে। কিন্তু
তিনি কহিলেন, তাহারা যদি
মোশির ও ভাববাদিগণের কথা না
শুনে, তবে মৃতগণের মধ্য হইতে
কেহ উঠিলেও তাহারা মানিবে
না।

**ক্ষমা প্রভৃতি বিষয়ক উপদেশ।**

১৭ যীশু আপন শিষ্যদিগকে আরও
কহিলেন, বিঘ্ন উপস্থিত না হইবে,

এমন হইতে পারে না ; কিন্তু ধিক্
তাহাকে, যাহার দ্বারা উপস্থিত
২ হইবে ! সে যে এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে
এক জনের বিঘ্ন জন্মায়, ইহা অপেক্ষা
বরং তাহার গলায় যাঁতা বাঁধিয়া
তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে তাহার
৩ পক্ষে ভাল। তোমরা আপনাদের
বিষয়ে সাবধান থাক। তোমার ভ্রাতা
যদি পাপ করে, তাহাকে অনুযোগ
করিও ; আর সে যদি অনুতাপ
৪ করে, তাহাকে ক্ষমা করিও। আর
যদি সে এক দিনের মধ্যে সাত বার
তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে, আর
সাত বার তোমার কাছে ফিরিয়া
আসিয়া বলে, অনুতাপ করিলাম,
তবে তাহাকে ক্ষমা করিও।

৫ আর প্রেরিতেরা প্রভুকে কহি-
লেন, আমাদের বিশ্বাসের বৃদ্ধি
৬ করুন। প্রভু কহিলেন, একটী
সরিষাদানার মত বিশ্বাস যদি
তোমাদের থাকে, তবে 'তুমি সমূলে
উপড়িয়া গিয়া সমুদ্রে রোপিত হও'
এই কথা সুকামিন গাছটীকে বলিলে
৭ এ তোমাদের কথা মানিবে। আর
তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে,
যাহার দাস হাল বহিয়া কিম্বা মেষ
চরাইয়া ক্ষেত্র হইতে ভিতরে
আসিলে সে তাহাকে বলিবে, 'তুমি
৮ এখনই আসিয়া খাইতে বস' ? বরং
তাহাকে কি বলিবে না, 'আমি কি
খাইব, তাহার আয়োজন কর, এবং
আমি যতক্ষণ ভোজন পান করি,
ততক্ষণ কোমর বাঁধিয়া আমার
সেবা কর, তাহার পর তুমি ভোজন
৯ পান করিবে' ? সেই দাস আজ্ঞা
পালন করিল বলিয়া সে কি তাহার
১০ ধন্যবাদ করে ? সেই প্রকারে সমস্ত
আজ্ঞা পালন করিলে পর তোমরাও
বলিও আমার অনুপযোগী দাস,
যাহা করিতে বাধ্য ছিলাম, তাহাই
করিলাম।

যীশু দশ জন কুষ্ঠীকে শুচি করেন।

১১ যিরূশালেমে যাইবার সময়ে
তিনি শমরিয়া ও গালীল দেশের
১২ মধ্য দিয়া গমন করিলেন। তিনি
কোন গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন,
এমন সময়ে দশ জন কুষ্ঠী তাঁহার
সম্মুখে পড়িল, তাহারা দূরে দাঁড়া-
ইল, আর তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে
১৩ লাগিল, যীশু, নাথ, আমাদিগকে
১৪ দয়া করুন ! তাহাদিগকে দেখিয়া
তিনি কহিলেন, যাও, যাজকগণের
নিকটে গিয়া আপনাদিগকে দেখাও।
যাইতে যাইতে তাহারা শুচীকৃত
১৫ হইল। তখন তাহাদের এক জন
আপনাকে সুস্থ দেখিয়া উচ্চ রবে
ঈশ্বরের গৌরব করিতে করিতে
১৬ ফিরিয়া আসিল, এবং যীশুর চরণে
উবুড় হইয়া পড়িয়া তাঁহার ধন্যবাদ
করিতে লাগিল ; সেই ব্যক্তি শম-
১৭ রীয়। যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন,
দশ জন কি শুচীকৃত হয় নাই ? তবে
১৮ সেই নয় জন কোথায় ? ঈশ্বরের
গৌরব করিবার জন্য ফিরিয়া আসি-
য়াছে, এই অন্যজাতীয় লোকটী ভিন্ন
এমন কাহাকেও কি পাওয়া গেল
১৯ না ? পরে তিনি তাহাকে বলিলেন,
উঠিয়া চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস
তোমাকে সুস্থ করিয়াছে।

## যীশুর নানাবিধ শিক্ষা।

ঈশ্বরের রাজ্য আসিবার বিষয়ে শিক্ষা।

২০ ফরীশীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,
ঈশ্বরের রাজ্য কখন আসিবে? তিনি
উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
ঈশ্বরের রাজ্য জাঁকজমকের সহিত
২১ আইসে না; আর লোকে বলিবে
না, দেখ, এই স্থানে! কিম্বা ঐ
স্থানে! কারণ দেখ, ঈশ্বরের রাজ্য
তোমাদের মধ্যেই আছে।
২২ আর তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন,
এমন সময় আসিবে, যখন তোমরা
মনুষ্যপুত্রের সময়ের এক দিন
দেখিতে ইচ্ছা করিবে, কিন্তু দেখিতে
২৩ পাইবে না। তখন লোকেরা
তোমাদিগকে বলিবে, দেখ, ঐ
স্থানে! দেখ, এই স্থানে! যাইও
২৪ না, পশ্চাদ্গমন করিও না। কেননা
বিদ্যুৎ যেমন আকাশের নীচে এক
দিক্ হইতে চমকাইলে আকাশের
নীচে অন্য দিক্ পর্য্যন্ত আলোকিত
হয়, মনুষ্যপুত্র আপনার দিনে সেই-
২৫ রূপ হইবেন। কিন্তু প্রথমে তাঁহাকে
অনেক দুঃখ ভোগ করিতে এবং
এই কালের লোকদের কাছে
২৬ অগ্রাহ্য হইতে হইবে। [১]আর
নোহের সময়ে যেরূপ হইয়াছিল,
মনুষ্যপুত্রের সময়েও তদ্রূপ হইবে।
২৭ লোকে ভোজন পান করিত, বিবাহ
করিত, বিবাহিতা হইত, যে পর্য্যন্ত
না নোহ জাহাজে প্রবেশ করিলেন,
আর জলপ্লাবন আসিয়া সকলকে
২৮ বিনষ্ট করিল।* সেইরূপ লোটের
সময়ে যেমন হইয়াছিল—লোকে
ভোজন পান, ক্রয় বিক্রয়, বৃক্ষ
২৯ রোপণ ও গৃহ নির্ম্মাণ করিত; কিন্তু
যে দিন লোট সদোম হইতে বাহির
হইলেন, সেই দিন আকাশ হইতে
অগ্নি ও গন্ধক বর্ষিয়া সকলকে
৩০ বিনষ্ট করিল—মনুষ্যপুত্র যে দিন
প্রকাশিত হইবেন, সে দিনেও সেই-
৩১ রূপ হইবে। সেই দিন যে কেহ
ছাদের উপরে থাকিবে, আর তাহার
জিনিষপত্র ঘরে থাকিবে, সে তাহা
লইবার জন্য নীচে না নামুক; আর
তদ্রূপ যে কেহ ক্ষেত্রে থাকিবে,
সেও পশ্চাতে ফিরিয়া না আইসুক।
৩২ লোটের স্ত্রীকে স্মরণ করিও*।
৩৩ যে কেহ আপন প্রাণ লাভ করিতে
চেষ্টা করে, সে তাহা হারাইবে;
আর যে কেহ প্রাণ হারায়, সে
৩৪ তাহা বাঁচাইবে। আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, সেই রাত্রিতে
দুই জন এক বিছানায় থাকিবে,
তাহাদের এক জনকে লওয়া যাইবে,
এবং অন্য জনকে ছাড়িয়া যাওয়া
৩৫ হইবে। দুইটী স্ত্রীলোক একত্র
যাঁতা পিষিবে; তাহাদের এক
জনকে লওয়া যাইবে, এবং অন্য
জনকে ছাড়িয়া যাওয়া হইবে।
৩৬ তখন তাঁহারা উত্তর করিয়া তাঁহাকে
৩৭ বলিলেন, হে প্রভু, কোথায়? তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, যেখানে
শব, সেখানেই শকুন যুটিবে।

প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা।

১৮ আর তিনি তাঁহাদিগকে এই
ভাবের একটী দৃষ্টান্ত কহিলেন যে,

১। মথি ২৪; ৩৭-৩৯। * আদি ৭ অধ্যায়।

* আদি ১৯; ২৬।

তাঁহাদের সর্ব্বদাই প্রার্থনা করা
উচিত, নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়।
২ তিনি বলিলেন, কোন নগরে এক
বিচারকর্ত্তা ছিল, সে ঈশ্বরকে ভয়
করিত না, মনুষ্যকেও মানিত না।
৩ আর সেই নগরে এক বিধবা ছিল,
সে তাহার নিকটে আসিয়া বলিত,
অন্যায়ের প্রতীকার করিয়া আমার
বিপক্ষ হইতে আমাকে উদ্ধার
৪ করুন। বিচারকর্ত্তা কিছু কাল
পর্য্যন্ত সম্মত হইল না ; কিন্তু পরে
মনে মনে কহিল, যদিও আমি
ঈশ্বরকে ভয় করি না, মনুষ্যকেও
৫ মানি না, তথাপি এই বিধবা
আমাকে ক্লেশ দিতেছে, এই জন্য
অন্যায় হইতে ইহাকে উদ্ধার করিব,
পাছে এ সর্ব্বদা আসিয়া আমাকে
৬ জ্বালাতন করিয়া তুলে। পরে প্রভু
কহিলেন, শুন, ঐ অধার্ম্মিক বিচার-
৭ কর্ত্তা কি বলে। তবে ঈশ্বর কি
আপনার সেই মনোনীতদের পক্ষে
অন্যায়ের প্রতীকার করিবেন না,
যাহারা দিবারাত্র তাঁহার কাছে
রোদন করে, যদিও তিনি তাহাদের
৮ বিষয়ে দীর্ঘসহিষ্ণু ? আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, তিনি শীঘ্রই
তাহাদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার
করিবেন। কিন্তু মনুষ্যপুত্র যখন
আসিবেন, তখন কি পৃথিবীতে
বিশ্বাস পাইবেন ?

#### পাপক্ষমার বিষয়ে শিক্ষা।

৯ যাহারা আপনাদের উপরে
বিশ্বাস রাখিত, মনে করিত যে,
তাহারাই ধার্ম্মিক, এবং অন্য
সকলকে হেয়জ্ঞান করিত, এমন
কএক জনকে তিনি এই দৃষ্টান্ত
১০ কহিলেন। দুই ব্যক্তি প্রার্থনা করি-
বার জন্য ধর্ম্মধামে গেল ; এক জন
ফরীশী, আর এক জন করগ্রাহী।
১১ ফরীশী দাঁড়াইয়া আপনা আপনি
এইরূপ প্রার্থনা করিল, হে ঈশ্বর,
আমি তোমার ধন্যবাদ করি যে,
আমি অন্য সকল লোকের—
উপদ্রবী, অন্যায়ী ও ব্যভিচারীদের
—মত কিম্বা ঐ করগ্রাহীর মত
১২ নহি ; আমি সপ্তাহের মধ্যে দুই
বার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের
১৩ দশমাংশ দান করি। কিন্তু করগ্রাহী
দূরে দাঁড়াইয়া স্বর্গের দিকে চক্ষু
তুলিতেও সাহস পাইল না, বরং
সে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে
কহিল, হে ঈশ্বর, আমার প্রতি,
১৪ এই পাপীর প্রতি দয়া কর। আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, এই ব্যক্তি
ধার্ম্মিক গণিত হইয়া নিজ গৃহে
নামিয়া গেল, ঐ ব্যক্তি নয় ;
কেননা যে কেহ আপনাকে উচ্চ
করে, তাহাকে নত করা যাইবে ;
কিন্তু যে আপনাকে নত করে,
তাহাকে উচ্চ করা যাইবে।

#### শিশুদের বিষয়ে শিক্ষা।

১৫ আর[১] লোকেরা আপনাদের
ছোট শিশুদিগকেও তাঁহার নিকটে
আনিল, যেন তিনি তাহাদিগকে
স্পর্শ করেন। শিষ্যেরা তাহা দেখিয়া
তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগি-
১৬ লেন। কিন্তু যীশু তাহাদিগকে নিকটে

১। মথি ১৯ ; ১৩-২৯। মার্ক ১০ ; ১৩-৩০।

ডাকিলেন, বলিলেন, শিশুগণকে
আমার নিকটে আসিতে দেও,
উহাদিগকে বারণ করিও না, কেননা
ঈশ্বরের রাজ্য এই মত লোকদেরই।
১৭ আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি,
যে কেহ শিশুবৎ হইয়া ঈশ্বরের
রাজ্য গ্রহণ না করে, সে কোন
মতে তাহাতে প্রবেশ করিতে
পাইবে না।

ধনাসক্তির বিষয়ে শিক্ষা।

১৮ এক জন অধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিল, হে সদ্‌গুরু, কি করিলে
আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী
১৯ হইব? যীশু তাহাকে কহিলেন,
আমাকে সৎ কেন বলিতেছ? এক
জন ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই,
২০ তিনি ঈশ্বর। তুমি আজ্ঞা সকল
জান, "ব্যভিচার করিও না, নরহত্যা
করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা-
সাক্ষ্য দিও না, তোমার পিতা-
২১ মাতাকে সমাদর করিও।"* সে
কহিল, বাল্যকাল অবধি এই সকল
২২ পালন করিয়া আসিতেছি। এ কথা
শুনিয়া যীশু তাহাকে কহিলেন,
এখনও এক বিষয়ে তোমার ত্রুটি
আছে; তোমার যাহা কিছু আছে,
সমস্ত বিক্রয় কর, আর দরিদ্রদিগকে
বিতরণ কর, তাহাতে স্বর্গে ধন
পাইবে; আর আইস, আমার
২৩ পশ্চাদ্‌গামী হও। কিন্তু এ কথা
শুনিয়া সে অতিশয় দুঃখিত হইল,
কারণ সে অতিশয় ধনবান্‌ ছিল।
২৪ তখন তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া যীশু
কহিলেন, যাহাদের ধন আছে,
তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে
২৫ প্রবেশ করা কেমন দুষ্কর! বাস্ত-
বিক ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের
প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং
সূচীর ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের প্রবেশ
২৬ করা সহজ। যাহারা শুনিল, তাহারা
বলিল, তবে কাহার পরিত্রাণ হইতে
২৭ পারে? তিনি কহিলেন, যাহা
মনুষ্যের অসাধ্য, তাহা ঈশ্বরের
২৮ সাধ্য। তখন পিতর কহিলেন,
দেখুন, আমরা যাহা যাহা নিজের,
সে সকল পরিত্যাগ করিয়া
আপনার পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছি।
২৯ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি
তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, এমন
কেহ নাই, যে ঈশ্বরের রাজ্যের
নিমিত্ত বাটী কি স্ত্রী কি ভ্রাতৃগণ
কি পিতামাতা কি সন্তানসন্ততি
৩০ ত্যাগ করিলে, ইহকালে তাহারা
বহুগুণ এবং আগামী যুগে অনন্ত
জীবন না পাইবে।

আপন মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিষয়ে যীশুর কথা।

৩১ পরে[১] তিনি সেই বারো জনকে
কাছে লইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন,
দেখ, আমরা যিরূশালেমে যাই-
তেছি; আর ভাববাদিগণ দ্বারা
যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, সে
সমস্ত মনুষ্যপুত্রে সিদ্ধ হইবে।
৩২ কারণ তিনি পরজাতীয়দের হস্তে
সমর্পিত হইবেন, এবং লোকেরা
তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবে, তাঁহার
অপমান করিবে, তাঁহার গায়ে থুথু

* যাত্রা ২০; ১২-১৬।

১। মথি ২০; ১৭-১৯। মার্ক ১০; ৩২-৩৪।

৩৩ দিবে ; এবং কোড়া প্রহার করিয়া
তাঁহাকে বধ করিবে ; পরে তৃতীয়
দিবসে তিনি পুনরায় উঠিবেন।
৩৪ এই সকলের কিছুই তাঁহারা
বুঝিলেন না, এই কথা তাঁহাদের
হইতে গুপ্ত রহিল, এবং কি কি
বলা যাইতেছে, তাহা তাঁহারা
বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

## যিরূশালেমে যীশুর শেষ যাত্রা।

### এক জন অন্ধকে চক্ষুর্দ্দান।

৩৫ আর[১] যখন তিনি যিরীহোর
নিকটবর্ত্তী হইলেন, এক জন অন্ধ
পথের পার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষা করিতে-
৩৬ ছিল ; সে লোকদের গমনের শব্দ
শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহার
৩৭ কারণ কি? লোকে তাহাকে
বলিল, নাসরতীয় যীশু সেখান
৩৮ দিয়া যাইতেছেন। তখন সে উচ্চৈঃ-
স্বরে কহিল, হে যীশু, দায়ূদ-সন্তান,
৩৯ আমার প্রতি দয়া করুন। যাহারা
আগে আগে যাইতেছিল, তাহারা
চুপ চুপ বলিয়া তাহাকে ধমক্
দিল, কিন্তু সে আরও অধিক
চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, হে দায়ূদ-
সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।
৪০ তখন যীশু থামিয়া তাহাকে তাঁহার
নিকটে আনিতে আজ্ঞা করিলেন ;
পরে সে নিকটে আসিলে তিনি
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি
৪১ কি চাও? আমি তোমার নিমিত্ত
কি করিব? সে কহিল, প্রভু, যেন
৪২ দেখিতে পাই। যীশু তাহাকে
কহিলেন, দেখিতে পাও ; তোমার
বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল।
৪৩ তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ দেখিতে
পাইল, এবং ঈশ্বরের গৌরব করিতে
করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
করিল। তাহা দেখিয়া সকল লোক
ঈশ্বরের স্তব করিল।

### সক্কেয়ের মনপরিবর্ত্তন।

১৯ পরে তিনি যিরীহোতে প্রবেশ
করিয়া নগরের মধ্য দিয়া যাইতে-
২ ছিলেন। আর দেখ, সক্কেয় নামে
এক ব্যক্তি ; সে এক জন প্রধান
করগ্রাহী, এবং সে ধনবান্ ছিল।
৩ আর কে যীশু, সে দেখিতে চেষ্টা
করিতেছিল, কিন্তু ভিড় প্রযুক্ত
পারিল না, কেননা সে খর্ব্বকায়
৪ ছিল। তাই সে আগে দৌড়িয়া
গিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য একটী
সুকমোর গাছে উঠিল, কারণ তিনি
৫ সেই পথে যাইতেছিলেন। পরে
যীশু যখন সেই স্থানে উপস্থিত
হইলেন, তখন উপরের দিকে
চাহিয়া তাহাকে কহিলেন, সক্কেয়,
শীঘ্র নামিয়া আইস, কেননা আজ
তোমার গৃহে আমাকে থাকিতে
৬ হইবে। তাহাতে সে শীঘ্র নামিয়া
আসিল, এবং আনন্দের সহিত
৭ তাঁহার আতিথ্য করিল। তাহা
দেখিয়া সকলে বচসা করিয়া বলিতে
লাগিল, ইনি এক জন পাপীর ঘরে
রাত্রি যাপন করিতে গেলেন।
৮ তখন সক্কেয় দাঁড়াইয়া প্রভুকে
কহিল, প্রভু, দেখুন, আমার
সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমি দরিদ্রদিগকে
দান করি ; আর যদি অন্যায়পূর্ব্বক

১। মথি ২০ ; ২৯-৩৪। মার্ক ১০ ; ৪৬-৫২।

কাহারও কিছু হরণ করিয়া থাকি,
তাহার চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিই।
৯ তখন যীশু তাহাকে কহিলেন,
আজ এই গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত
হইল; যেহেতুক এ ব্যক্তিও
১০ অব্রাহামের সন্তান। কারণ যাহা
হারাইয়া গিয়াছিল, তাহার অন্বেষণ
ও পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র
আসিয়াছেন।

দশটী মুদ্রার দৃষ্টান্ত।

১১ যখন[১] তাহারা এই সকল কথা
শুনিতেছিল, তখন তিনি একটী
দৃষ্টান্তও কহিলেন, কারণ তিনি
যিরূশালেমের নিকটে উপস্থিত
হইয়াছিলেন; আর তাহারা অনু-
মান করিতেছিল যে, ঈশ্বরের
রাজ্যের প্রকাশ তখনই হইবে।
১২ অতএব তিনি কহিলেন, ভদ্রবংশীয়
এক ব্যক্তি দূরদেশে গেলেন,
অভিপ্রায় এই যে, আপনার জন্য
রাজপদ লইয়া ফিরিয়া আসিবেন।
১৩ আর তিনি আপনার দশ জন
দাসকে ডাকিয়া দশটী মুদ্রা দিয়া
কহিলেন, আমি যে পর্য্যন্ত না
১৪ আসি, ব্যবসায় কর। কিন্তু তাঁহার
প্রজাগণ তাঁহাকে দ্বেষ করিত,
তাহারা তাঁহার পশ্চাৎ দূত পাঠাইয়া
দিল, কহিল, আমাদের ইচ্ছা নয়
যে, এ ব্যক্তি আমাদের উপরে
১৫ রাজত্ব করে। পরে তিনি রাজপদ
প্রাপ্ত হইয়া যখন ফিরিয়া আসি-
লেন, তখন, যাহাদিগকে টাকা
দিয়াছিলেন, সেই দাসদিগকে
তাঁহার কাছে ডাকিয়া আনিতে
বলিলেন, যেন তিনি জানিতে
পারেন, তাহারা ব্যবসায়ে কে
১৬ কত লাভ করিয়াছে। তখন প্রথম
ব্যক্তি নিকটে আসিয়া কহিল, প্রভু,
আপনার মুদ্রায় আর দশ মুদ্রা
১৭ হইয়াছে। তিনি তাহাকে কহিলেন,
ধন্য! উত্তম দাস, তুমি অতি অল্প
বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে; এ জন্য দশ
১৮ নগরের উপরে কর্তৃত্ব কর। দ্বিতীয়
ব্যক্তি আসিয়া কহিল, প্রভু, আপ-
নার মুদ্রায় আর পাঁচ মুদ্রা হই-
১৯ য়াছে। তিনি তাহাকেও কহিলেন,
তুমিও পাঁচ নগরের কর্ত্তা হও।
২০ পরে আর এক জন আসিয়া কহিল,
প্রভু, দেখুন, এই আপনার মুদ্রা;
আমি ইহা রুমালে বাঁধিয়া
২১ রাখিয়াছিলাম; কারণ আমি
আপনা হইতে ভীত ছিলাম, কেন-
না আপনি কঠিন লোক, যাহা
রাখেন নাই, তাহা তুলিয়া লন,
এবং যাহা বুনেন নাই, তাহা
২২ কাটেন। তিনি তাহাকে কহিলেন,
দুষ্ট দাস, আমি তোমার নিজ মুখের
প্রমাণে তোমার বিচার করিব।
তুমি না জানিতে, আমি কঠিন
লোক, যাহা রাখি নাই তাহাই
তুলিয়া লই, এবং যাহা বুনি নাই
২৩ তাহাই কাটি? তবে আমার টাকা
পোদ্দারদের কাছে কেন রাখ নাই?
তাহা করিলে আমি আসিয়া সুদের
২৪ সহিত তাহা আদায় করিতাম। আর
যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তিনি
তাহাদিগকে বলিলেন, ইহার নিকট
হইতে ঐ মুদ্রা লও, এবং যাহার

১। মথি ২৫; ১৪-৩০ দেখ।

দশ মুদ্রা আছে, তাহাকে দেও।
২৫ —তাহারা তাঁহাকে কহিল, প্রভু,
উহার যে দশ মুদ্রা আছে।—
২৬ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে
কাহারও আছে, তাহাকে দেওয়া
যাইবে ; কিন্তু যাহার নাই, তাহার
যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট
২৭ হইতে লওয়া যাইবে। পরন্তু আমার
এই যে শত্রুগণ ইচ্ছা করে নাইযে,
আমি তাহাদের উপরে রাজত্ব করি,
তাহাদিগকে এই স্থানে আন, আর
আমার সাক্ষাতে বধ কর।

যিরূশালেমে যীশুর প্রবেশ।

২৮ এই সকল কথা বলিয়া তিনি
তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে চলিলেন,
যিরূশালেমের দিকে উঠিতে লাগি-
২৯ লেন। পরে[১] যখন জৈতুন নামক
পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৈৎফগী ও বৈথ-
নিয়ার নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন
তিনি দুই জন শিষ্যকে পাঠাইয়া
৩০ দিলেন, বলিলেন, ঐ সম্মুখস্থ গ্রামে
যাও ; তথায় প্রবেশ করিবামাত্র
একটী গর্দ্দভশাবক বাঁধা দেখিতে
পাইবে, যাহাতে কোন মানুষ
কখনও বসে নাই ; সেটী খুলিয়া
৩১ আন। আর যদি কেহ তোমা-
দিগকে জিজ্ঞাসা করে, এটী কেন
খুলিতেছ ? তবে এইরূপ বলিবে,
ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে।
৩২ তখন যাঁহাদিগকে পাঠান হইল,
তাঁহারা গিয়া, তিনি যেরূপ বলিয়া-
ছিলেন, সেইরূপই দেখিতে পাই-
৩৩ লেন। যখন তাঁহারা গর্দ্দভশাবকটী
খুলিতেছিলেন, তখন মালিকেরা
তাঁহাদিগকে বলিল, গর্দ্দভশাবকটী
৩৪ খুলিতেছ কেন ? তাঁহারা কহিলেন,
ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে।
৩৫ পরে তাঁহারা সেটীকে যীশুর নিকটে
লইয়া আসিলেন, এবং তাহার পৃষ্ঠে
আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া তাহার
৩৬ উপরে যীশুকে বসাইলেন। পরে
যখন তিনি যাইতে লাগিলেন,
লোকেরা আপন আপন বস্ত্র পথে
৩৭ পাতিয়া দিতে লাগিল। আর
তিনি নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, জৈতুন
পর্ব্বত হইতে নামিবার স্থানে উপ-
স্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে, সমুদয়
শিষ্যদল যে সকল পরাক্রম-কার্য্য
দেখিয়াছিল, সেই সমস্তের জন্য
আনন্দপূর্ব্বক উচ্চ রবে ঈশ্বরের
প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল,
৩৮ "ধন্য সেই রাজা, যিনি প্রভুর নামে
আসিতেছেন ;* স্বর্গে শান্তি এবং
ঊর্দ্ধলোকে মহিমা।"
৩৯ তখন লোকসমূহের মধ্য হইতে
কএক জন ফরীশী তাঁহাকে কহিল,
গুরো, আপনার শিষ্যদিগকে ধমক্
৪০ দিউন। তিনি উত্তর করিলেন,
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
ইহারা যদি চুপ করিয়া থাকে,
প্রস্তর সকল চেঁচাইয়া উঠিবে।
৪১ পরে যখন তিনি নিকটে আসি-
লেন, তখন নগরটী দেখিয়া তাহার
৪২ জন্য রোদন করিলেন, কহিলেন,
তুমি, তুমিই যদি আজিকার দিনে,
যাহা যাহা শান্তিজনক, তাহা
বুঝিতে ! কিন্তু এখন সে সকল

১। মথি ২১ ; ১-১৬। মার্ক ১১ ; ১-১৮।

* গীত ১১৮ ; ২৬। লূক ২ ; ১৪।

তোমার দৃষ্টি হইতে গুপ্ত রহিল।
৪৩ কারণ তোমার উপরে এমন সময়
উপস্থিত হইবে, যে সময়ে তোমার
শত্রুগণ তোমার চারিদিকে জাঙ্গাল
বাঁধিবে, তোমাকে বেষ্টন করিবে,
তোমাকে সর্ব্বদিকে অবরোধ করিবে,
৪৪ এবং তোমাকে ও তোমার মধ্যবর্ত্তী
তোমার বৎসগণকে ভূমিসাৎ করিবে,
তোমার মধ্যে প্রস্তরের উপরে প্রস্তর
থাকিতে দিবে না; কারণ তোমার
তত্ত্বাবধানের সময় তুমি বুঝ নাই।
৪৫ পরে তিনি ধর্ম্মধামে প্রবেশ
করিলেন, এবং বিক্রেতাদিগকে
বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন,
৪৬ তাহাদিগকে কহিলেন, লেখা আছে,
"আমার গৃহ প্রার্থনা-গৃহ হইবে,"
কিন্তু তোমরা ইহা "দস্যুগণের
গহ্বর" করিয়া তুলিয়াছ।*
৪৭ আর তিনি প্রতিদিন ধর্ম্মধামে
উপদেশ দিতেন। আর প্রধান যাজ-
কেরা ও অধ্যাপকগণ এবং লোক-
দের প্রধানেরাও তাঁহাকে বিনষ্ট
৪৮ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু
কি করিতে পারে, তাহা দেখিতে
পাইল না, কেননা লোকেরা সকলে
একাগ্র মনে তাঁহার কথা শুনিত।

## যিরূশালেমে দত্ত যীশুর উপদেশ।

### যীশুর ক্ষমতা-বিষয়ক শিক্ষা।

২০ এক দিন[১] তিনি ধর্ম্মধামে
লোকদিগকে উপদেশ দিতেছেন ও
সুসমাচার প্রচার করিতেছেন, ইতি-
মধ্যে প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপক-
গণ প্রাচীনবর্গের সঙ্গে আসিয়া
২ পড়িল, এবং তাঁহাকে কহিল,
আমাদিগকে বল, তুমি কি ক্ষমতায়
এই সকল করিতেছ? তোমাকে যে
এই ক্ষমতা দিয়াছে, সেই বা কে?
৩ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে
কহিলেন, আমিও তোমাদিগকে
একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে
৪ বল; যোহনের বাপ্তিস্ম স্বর্গ হইতে
৫ হইয়াছিল, না মনুষ্য হইতে? তখন
তাহারা পরস্পর তর্ক করিল, বলিল,
যদি বলি, স্বর্গ হইতে, তাহা হইলে
এ বলিবে, তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস
৬ কর নাই কেন? আর যদি বলি,
মনুষ্য হইতে, তবে লোকেরা সকলে
আমাদিগকে পাথর মারিবে; কারণ
তাহাদের এই ধারণা হইয়াছে যে,
৭ যোহন ভাববাদী ছিলেন। তাহারা
উত্তর করিল, আমরা জানি না,
৮ কোথা হইতে। যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, তবে আমিও কি ক্ষমতায়
এ সকল করিতেছি, তোমাদিগকে
বলিব না।

### গৃহকর্ত্তা ও কৃষকদের দৃষ্টান্ত।

৯ পরে[১] তিনি লোকদিগকে এই
দৃষ্টান্তকথা কহিতে লাগিলেন;
কোন ব্যক্তি দ্রাক্ষার উদ্যান করিয়া-
ছিলেন, পরে তাহা কৃষকদিগকে
জমা দিয়া দীর্ঘকালের জন্য অন্য
১০ দেশে চলিয়া গেলেন। পরে যথা-
সময়ে কৃষকদের নিকটে এক দাসকে
পাঠাইয়া দিলেন, যেন তাহারা

* যিশ ৫৬; ৭। যির ৭; ১১।
১। মথি ২১; ২৩-২৭। মার্ক ১১; ২৭-৩৩।

১। মথি ২১; ৩৩-৪৬। মার্ক ১২; ১-১২।

দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফলের অংশ তাঁহাকে
দেয়; কিন্তু কৃষকেরা তাহাকে প্রহার
করিয়া রিক্তহস্তে বিদায় করিল।
১১ পরে তিনি আর এক দাসকে
পাঠাইলেন, তাহারা তাহাকেও
প্রহার করিয়া অপমানপূর্ব্বক রিক্ত-
১২ হস্তে বিদায় করিল। পরে তিনি
তৃতীয় এক জনকে পাঠাইলেন,
তাহারা তাহাকেও ক্ষতবিক্ষত করিয়া
১৩ বাহিরে ফেলিয়া দিল। তখন দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্রের কর্ত্তা কহিলেন, আমি কি
করিব? আমার প্রিয় পুত্রকে
পাঠাইব; হয় ত তাহারা তাঁহাকে
১৪ সমাদর করিবে; কিন্তু কৃষকেরা
তাঁহাকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি
করিতে লাগিল, এই ব্যক্তিই
উত্তরাধিকারী; আইস, আমরা
ইহাকে বধ করি, যেন অধিকার
১৫ আমাদেরই হয়। পরে তাহারা
তাঁহাকে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে
ফেলিয়া বধ করিল। এক্ষণে দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্রের কর্ত্তা তাহাদিগকে কি
১৬ করিবেন? তিনি আসিয়া এই
কৃষকদিগকে বিনষ্ট করিবেন, এবং
ক্ষেত্র অন্য লোকদিগকে দিবেন।
এই কথা শুনিয়া তাহারা কহিল,
১৭ এমন না হউক। কিন্তু তিনি তাহা-
দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,
তবে এ কি লেখা রহিয়াছে,
"যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য
করিয়াছে, তাহাই কোণের
প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল"?*
১৮ সেই প্রস্তরের উপরে যে পড়িবে,
সে ভগ্ন হইবে; কিন্তু সেই প্রস্তর
যাহার উপরে পড়িবে, তাহাকে
চূরমার করিয়া ফেলিবে।
১৯ সেই দণ্ডে অধ্যাপকগণ ও প্রধান
যাজকেরা তাঁহার উপরে হস্তক্ষেপ
করিতে চেষ্টা করিল; আর তাহারা
লোকদিগকে ভয় করিল; কেননা
তাহারা বুঝিয়াছিল যে, তিনি তাহা-
দেরই বিষয়ে সেই দৃষ্টান্ত বলিয়া-
ছিলেন।

শাসনকর্ত্তাদের প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে শিক্ষা।

২০ তখন[১] তাহারা তাঁহার উপরে
দৃষ্টি রাখিয়া, এমন কএক জন চর
পাঠাইয়া দিল, যাহারা ছদ্মবেশী
ধার্ম্মিক সাজিবে, যেন তাঁহার কথা
ধরিয়া তাঁহাকে রাজদ্বারে ও দেশা-
ধ্যক্ষের কর্ত্তৃত্বে সমর্পণ করিতে
২১ পারে। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিল, হে গুরু, আমরা জানি,
আপনি যথার্থ কথা কহেন ও যথার্থ
শিক্ষা দেন, কাহারও মুখাপেক্ষা
করেন না, কিন্তু সত্যরূপে ঈশ্বরের
পথের বিষয়ে শিক্ষা দিতেছেন।
২২ কৈসরকে কর দেওয়া আমাদের
২৩ বিধেয় কি না? কিন্তু তিনি
তাহাদের ধূর্ত্ততা বুঝিয়া বলিলেন,
২৪ আমাকে একটী দীনার দেখাও;
ইহাতে কাহার মূর্ত্তি ও নাম আছে?
২৫ তাহারা কহিল, কৈসরের। তখন
তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তবে
যাহা যাহা কৈসরের, কৈসরকে দেও,
আর যাহা যাহা ঈশ্বরের, ঈশ্বরকে
২৬ দেও। ইহাতে তাহারা লোকদের
সাক্ষাতে তাঁহার কথার কোন ছিদ্র

* গীত ১১৮; ২২।

১। মথি ২২; ১৫-৩৩। মার্ক ১২; ১৩-২৭।

ধরিতে পারিল না, বরং তাঁহার
উত্তরে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া চুপ
করিয়া রহিল।

পরকালের বিষয়ে শিক্ষা।

২৭ আর সদ্দূকীদের—যাহারা
প্রতিবাদ করিয়া বলে, পুনরুত্থান
নাই, তাহাদের—কএক জন নিকটে
আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,
২৮ হে গুরু, মোশি আমাদের জন্য
লিখিয়াছেন, কাহারও ভ্রাতা যদি
স্ত্রী রাখিয়া মরিয়া যায়, আর তাহার
সন্তান না থাকে, তবে তাহার ভাই
সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে, ও আপন
ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন করিবে।*
২৯ ভাল, সাতটী ভাই ছিল; প্রথম
জন একটী স্ত্রীকে বিবাহ করিল,
আর সে সন্তান না রাখিয়া মরিয়া
৩০ গেল। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি
৩১ সেই স্ত্রীকে বিবাহ করিল; এই-
রূপে সাত জনই সন্তান না রাখিয়া
৩২ মরিল। শেষে সে স্ত্রীও মরিয়া
৩৩ গেল। অতএব পুনরুত্থানে সে তাহা-
দের মধ্যে কাহার স্ত্রী হইবে?
তাহারা সাত জনই ত তাহাকে
৩৪ বিবাহ করিয়াছিল। যীশু তাহা-
দিগকে কহিলেন, এই জগতের
সন্তানেরা বিবাহ করে এবং বিবা-
৩৫ হিতা হয়। কিন্তু যাহারা সেই
জগতের এবং মৃতগণের মধ্য হইতে
পুনরুত্থানের অধিকারী হইবার
যোগ্য গণিত হইয়াছে, তাহারা
বিবাহ করে না এবং বিবাহিতাও
৩৬ হয় না। তাহারা আর মরিতেও

* দ্বি বি ২৫ ; ৫, ৬।

পারে না, কেননা তাহারা দূতগণের
সমতুল্য, এবং পুনরুত্থানের সন্তান
৩৭ হওয়াতে ঈশ্বরের সন্তান। আবার
মৃতগণ যে উত্থাপিত হয়, ইহা
মোশিও ঝোপের বৃত্তান্তে দেখাইয়া-
ছেন; কেননা তিনি প্রভুকে "অব্রা-
হামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর, ও
৩৮ যাকোবের ঈশ্বর"* বলেন। ঈশ্বর ত
মৃতদের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিত-
দের; কেননা তাঁহার সাক্ষাতে
সকলেই জীবিত।
৩৯ তখন কএক জন অধ্যাপক
কহিল, হে গুরু, আপনি বেশ
৪০ বলিয়াছেন। বাস্তবিক সেই অবধি
তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা
করিতে তাহাদের সাহস হইল না।

যীশুর শত্রুরা নিরুত্তর হয়।

৪১ আর[১] তিনি তাহাদিগকে কহি-
লেন, লোকে কেমন করিয়া খ্রীষ্টকে
৪২ দায়ূদের সন্তান বলে? দায়ূদ ত
আপনি গীতপুস্তকে বলেন,

"প্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন,
তুমি আমার দক্ষিণে বস,
৪৩ যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে
তোমার পাদপীঠ না করি।"†
৪৪ অতএব দায়ূদ তাঁহাকে প্রভু বলেন;
তবে তিনি কি প্রকারে তাঁহার
সন্তান?
৪৫ পরে তিনি সকল লোকের কর্ণ-
গোচরে আপন শিষ্যদিগকে কহি-

* যাত্রা ৩ ; ২, ৬।
১। মথি ২২, ৪১-৪৬। ২৩ ; ১-৭।
মার্ক ১২ ; ৩৫-৪০।
† গীত ১১০ ; ১।

৪৬ লেন, অধ্যাপকগণ হইতে সাবধান,
তাহারা লম্বা লম্বা কাপড় পরিয়া
বেড়াইতে চায়, এবং হাট বাজারে
লোকদের মঙ্গলবাদ, সমাজ-গৃহে
প্রধান প্রধান আসন এবং ভোজে
প্রধান প্রধান স্থান ভাল বাসে ;
৪৭ তাহারা বিধবাদের গৃহ গ্রাস করে ;
এবং কপট ভাবে লম্বা লম্বা প্রার্থনা
করে, তাহারা বিচারে আরও অধিক
দণ্ড পাইবে।

প্রকৃত দানশীলতার বিষয়ে শিক্ষা।

২১ পরে তিনি চক্ষু তুলিয়া দেখি-
লেন, ধনবানেরা ভাণ্ডারে আপন
২ আপন দান রাখিতেছে। আর
তিনি দেখিলেন, একটী দীনহীনা
বিধবা সেই স্থানে দুইটী সিকি পয়সা
৩ রাখিতেছে ; তখন তিনি কহিলেন,
আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি,
এই দরিদ্রা বিধবা সকলের অপেক্ষা
৪ অধিক রাখিল ; কেননা ইহারা
সকলে আপন আপন অতিরিক্ত ধন
হইতে কিছু কিছু দানের মধ্যে
রাখিল, কিন্তু এ নিজ অনাটন
সত্বেও ইহার যাহা কিছু ছিল,
সমুদয় জীবনোপায় রাখিল।

যিরূশালেমের বিনাশ ও আপন পুনরাগমন বিষয়ক শিক্ষা।

৫ আর[১] যখন কেহ কেহ ধর্ম্মধামের
বিষয় বলিতেছিল, উহা কেমন সুন্দর
সুন্দর প্রস্তরে ও নিবেদিত দ্রব্যে
৬ সুশোভিত, তিনি কহিলেন, তোমরা
এই যে সকল দেখিতেছ, এমন সময়
আসিতেছে, যখন ইহার একখানি
পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকিবে
৭ না, সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে। তাঁহারা
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে
গুরু, তবে এ সকল ঘটনা কখন
হইবে ? আর যখন এ সকল সফল
হইবার সময় হইবে, তখন তাহার
৮ চিহ্নই বা কি ? তিনি কহিলেন,
দেখিও, ভ্রান্ত হইও না ; কেননা
অনেকে আমার নাম ধরিয়া
আসিবে, বলিবে, 'আমিই তিনি'
ও সময় সন্নিকট ; তোমরা তাহা-
৯ দের পশ্চাৎ যাইও না। আর যখন
তোমরা যুদ্ধের ও গণ্ডগোলের কথা
শুনিবে, ত্রাসযুক্ত হইও না, কেননা
প্রথমে এই সকল ঘটিবেই ঘটিবে,
কিন্তু তখনই শেষ নয়।
১০ পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, জাতির বিপক্ষে জাতি ও
রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে।
১১ মহৎ মহৎ ভূমিকম্প এবং স্থানে
স্থানে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইবে,
আর আকাশে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর লক্ষণ
১২ ও মহৎ মহৎ চিহ্ন হইবে ; কিন্তু
এই সকল ঘটনার পূর্ব্বে লোকেরা
তোমাদের উপরে হস্তক্ষেপ করিবে,
তোমাদিগকে তাড়না করিবে,
সমাজ-গৃহে ও কারাগারে সমর্পণ
করিবে ; আমার নামের নিমিত্ত
তোমরা রাজাদের ও শাসনকর্ত্তা-
১৩ দের সম্মুখে নীত হইবে। সাক্ষ্যের
জন্য এই সকল তোমাদের প্রতি
১৪ ঘটিবে। অতএব মনে মনে স্থির
করিও যে, কি উত্তর দিতে হইবে,
তাহার নিমিত্ত অগ্রে চিন্তা করিবে

১। মথি ২৪ অধ্য। মার্ক ১৩ অধ্য।

১৫ না। কেননা আমি তোমাদিগকে
এমন মুখ ও বিজ্ঞতা দিব যে,
তোমাদের বিপক্ষেরা কেহ প্রতি-
রোধ করিতে কি উত্তর দিতে
১৬ পারিবে না। আর তোমরা পিতা-
মাতা, ভ্রাতৃগণ, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ
কর্ত্তৃকও সমর্পিত হইবে, এবং
তোমাদের কাহাকেও কাহাকেও
১৭ তাহারা বধ করাইবে। আর
আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা
১৮ সকলের ঘৃণিত হইবে। কিন্তু
তোমাদের মস্তকের একগাছি
১৯ কেশও নষ্ট হইবে না। তোমরা
নিজ নিজ ধৈর্য্যে আপন আপন
প্রাণ লাভ করিবে।

২০ আর যখন তোমরা যিরূশালেমকে
সৈন্যসামন্ত দ্বারা বেষ্টিত দেখিবে,
তখন জানিবে যে, তাহার
২১ ধ্বংস সন্নিকট। তখন যাহারা
যিহূদিয়ায় থাকে, তাহারা পাহাড়
অঞ্চলে পলায়ন করুক, এবং
যাহারা নগরের মধ্যে থাকে,
তাহারা বাহিরে যাউক; আর
যাহারা পল্লীগ্রামে থাকে, তাহারা
২২ নগরে প্রবেশ না করুক। কেননা
তখন প্রতিশোধের সময়, যে সমস্ত
কথা লিখিত আছে, সেই সমস্ত
২৩ পূর্ণ হইবার সময়। হায়, সেই
সময়ে গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী স্ত্রী-
দিগের সন্তাপ! কেননা দেশে
বিষম দুর্গতি এবং এই জাতির
২৪ প্রতি ক্রোধ বর্ত্তিবে। লোকেরা
খড়্গধারে পতিত হইবে; এবং
বন্দি হইয়া সকল জাতির মধ্যে নীত
হইবে; আর জাতিগণের সময়
সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত যিরূশালেম
২৫ জাতিগণের পদ-দলিত হইবে। আর
সূর্য্যে, চন্দ্রে ও নক্ষত্রগণে নানা
চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, এবং পৃথিবীতে
জাতিগণের ক্লেশ হইবে, তাহারা
সমুদ্রের ও তরঙ্গের গর্জ্জনে উদ্বিগ্ন
২৬ হইবে। ভয়ে, এবং ভূমণ্ডলে যাহা
যাহা ঘটিবে তাহার আশঙ্কায়,
মানুষের প্রাণ উড়িয়া যাইবে;
কেননা আকাশ-মণ্ডলের পরাক্রম
২৭ সকল বিচলিত হইবে। আর তৎ-
কালে তাহারা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রম
ও মহাপ্রতাপ সহকারে মেঘযোগে
২৮ আসিতে দেখিবে। কিন্তু এ সকল
ঘটনা আরম্ভ হইলে তোমরা ঊর্দ্ধ-
দৃষ্টি করিও, মাথা তুলিও, কেননা
তোমাদের মুক্তি সন্নিকট।

২৯ আর তিনি তাহাদিগকে একটী
দৃষ্টান্ত কহিলেন, ডুমুর গাছ ও আর
৩০ সকল গাছ দেখ; যখন সেগুলি
পল্লবিত হয়, তখন তাহা দেখিয়া
তোমরা আপনারাই বুঝিতে পার
৩১ যে, এখন গ্রীষ্মকাল সন্নিকট। সেই-
রূপ তোমরাও যখন এই সকল
ঘটিতেছে দেখিবে, তখন জানিবে,
৩২ ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট। আমি
তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, যে
পর্য্যন্ত সমস্ত সিদ্ধ না হইবে, সেই
পর্য্যন্ত এই কালের লোকদের
৩৩ লোপ হইবে না। আকাশের ও
পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার
বাক্যের লোপ কখনও হইবে না।

৩৪ কিন্তু আপনাদের বিষয়ে সাবধান
থাকিও, পাছে ভোগপীড়ায় ও
মত্ততায় এবং জীবিকার চিন্তায়

তোমাদের হৃদয় ভারগ্রস্ত হয়, আর
সেই দিন হঠাৎ ফাঁদের ন্যায় তোমা-
৩৫ দের উপরে আসিয়া পড়ে; কেননা
সেই দিন সমস্ত ভূতল-নিবাসী
সকলের উপরে উপস্থিত হইবে।
৩৬ কিন্তু তোমরা সর্ব্বসময়ে জাগিয়া
থাকিও এবং প্রার্থনা করিও, যেন
এই যে সকল ঘটনা হইবে, তাহা
এড়াইতে, এবং মনুষ্যপুত্রের সম্মুখে
দাঁড়াইতে, শক্তিমান্ হও।
৩৭ আর তিনি প্রতিদিন ধর্ম্মধামে
উপদেশ দিতেন, এবং প্রতিরাত্রে
বাহিরে গিয়া জৈতুন নামক পর্ব্বতে
৩৮ অবস্থিতি করিতেন। আর সমস্ত
লোক তাঁহার কথা শুনিবার জন্য
প্রত্যূষে ধর্ম্মধামে তাঁহার নিকটে
আসিত।

## যীশুর শেষ দুঃখভোগ ও মৃত্যু।

২২ তখন[1] তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্ব;
যাহাকে নিস্তারপর্ব্ব বলে, নিকট-
২ বর্ত্তী হইতেছিল; আর প্রধান
যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা কি
প্রকারে তাঁহাকে বধ করিতে পারে,
তাহারই চেষ্টা করিতেছিল, কেননা
তাহারা লোকদিগকে ভয় করিত।

### ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতা।

৩ আর শয়তান ঈষ্করিয়োতীয় নামক
যিহূদার ভিতরে প্রবেশ করিল, এ
৪ সেই বারো জনের এক জন। তখন
সে গিয়া প্রধান যাজকদের ও
সেনাপতিদের সহিত কথোপকথন
করিল, কিরূপে তাঁহাকে তাহাদের
৫ হস্তে সমর্পণ করিতে পারিবে। তখন
তাহারা আনন্দিত হইল, ও তাহাকে
টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা করিল।
৬ তাহাতে সে সম্মত হইল, এবং
জনতার অগোচরে তাঁহাকে তাহা-
দের হস্তে সমর্পণ করিবার সুযোগ
অন্বেষণ করিতে লাগিল।

### নিস্তারপর্ব্ব পালন ও প্রভুর ভোজ স্থাপন।

৭ পরে তাড়ীশূন্য রুটীর দিন, অর্থাৎ
যে দিন নিস্তারপর্ব্বের মেষশাবক
বলিদান করিতে হইত, সেই দিন
৮ আসিল। তখন তিনি পিতর ও
যোহনকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন,
তোমরা গিয়া আমাদের জন্য নিস্তার-
পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত কর, আমরা
৯ ভোজন করিব। তাঁহারা বলিলেন,
কোথায় প্রস্তুত করিব? আপনার
১০ ইচ্ছা কি? তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, দেখ, তোমরা নগরে
প্রবেশ করিলে এমন এক ব্যক্তি
তোমাদের সম্মুখে পড়িবে, যে ব্যক্তি
এক কলশী জল লইয়া আসিতেছে;
তোমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ, যে
বাটীতে সে প্রবেশ করিবে, তথায়
১১ যাইবে। আর তোমরা বাটীর
কর্ত্তাকে বলিবে, গুরু আপনাকে
বলিতেছেন, যেখানে আমি আমার
শিষ্যগণের সহিত নিস্তরপর্ব্বের
ভোজ ভোজন করিতে পারি, সেই
১২ অতিথিশালা কোথায়? তাহাতে
সে তোমাদিগকে সাজান একটী
উপরের বড় কুঠরী দেখাইয়া দিবে;
১৩ সেই স্থানে প্রস্তুত করিও। তাঁহারা

[1] ১। মথি ২৬ অধ্য। মার্ক ১৪ অধ্য। যোহন ১৮; ১-২৭।

গিয়া, তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন,
সেইরূপ দেখিতে পাইলেন; আর
নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত
করিলেন।
১৪ পরে সময় উপস্থিত হইলে তিনি
ও তাঁহার সঙ্গে প্রেরিতগণ ভোজনে
১৫ বসিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, আমার দুঃখভোগের পূর্ব্বে
তোমাদের সহিত আমি এই নিস্তার-
পর্ব্বের ভোজ ভোজন করিতে
১৬ একান্তই বাঞ্ছা করিয়াছি; কেননা
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে
পর্য্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্যে ইহা পূর্ণ না
হয়, সেই পর্য্যন্ত আমি ইহা আর
১৭ ভোজন করিব না। পরে তিনি পান-
পাত্র গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদপূর্ব্বক
কহিলেন, ইহা লও, এবং আপনা-
১৮ দের মধ্যে বিভাগ কর; কেননা
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে
পর্য্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন
না হয়, এখন অবধি সেই পর্য্যন্ত
আমি দ্রাক্ষাফলের রস আর পান
১৯ করিব না। পরে তিনি রুটী লইয়া
ধন্যবাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন, এবং
তাঁহাদিগকে দিলেন, বলিলেন, ইহা
আমার শরীর, যাহা তোমাদের
নিমিত্ত দেওয়া যায়*, ইহা আমার
২০ স্মরণার্থে করিও। আর সেইরূপে
তিনি ভোজন শেষ হইলে পানপাত্রটী
লইয়া কহিলেন, এই পানপাত্র
আমার রক্তে নূতন নিয়ম, যে রক্ত
তোমাদের নিমিত্ত পাতিত হয়†।
২১ কিন্তু দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ
করিতেছে, তাহার হস্ত আমার সহিত
২২ মেজের উপরে রহিয়াছে। কেননা
যেমন নিরূপিত হইয়াছে, তদনুসারে
মনুষ্যপুত্র যাইতেছেন, কিন্তু ধিক্
সেই ব্যক্তিকে, যাহার দ্বারা তিনি
২৩ সমর্পিত হন। তখন তাঁহারা পরস্পর
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তবে
আমাদের মধ্যে এ কাজ কে
করিবে?
২৪ আর তাঁহাদের মধ্যে এই বিবাদও
উৎপন্ন হইল যে, তাঁহাদের মধ্যে কে
২৫ শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। কিন্তু তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, জাতিগণের
রাজারাই তাহাদের উপরে প্রভুত্ব
করে, এবং তাহাদের শাসনকর্ত্তারাই
'হিতকারী' বলিয়া আখ্যাত হয়।
২৬ কিন্তু তোমরা সেইরূপ হইও না;
বরং তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সে
কনিষ্ঠের ন্যায় হউক; এবং যে
প্রধান, সে পরিচারকের ন্যায় হউক।
২৭ কারণ, কে শ্রেষ্ঠ? যে ভোজনে বসে,
না যে পরিচর্য্যা করে? যে ভোজনে
বসে, সেই কি নয়? কিন্তু আমি
তোমাদের মধ্যে পরিচারকের ন্যায়
২৮ রহিয়াছি। তোমরাই আমার সকল
পরীক্ষার মধ্যে আমার সঙ্গে সঙ্গে
২৯ বরাবর রহিয়াছ; আর আমার
পিতা যেমন আমার জন্য নিরূপণ
করিয়াছেন, আমিও তেমনি তোমা-
দের জন্য এক রাজ্য নিরূপণ করি-
৩০ তেছি, যেন তোমরা আমার রাজ্যে
আমার মেজে ভোজন পান কর;
আর তোমরা সিংহাসনে বসিয়া
ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার
৩১ করিবে। শিমোন, শিমোন, দেখ,

* (বা) যাইতেছে।
† (বা) হইতেছে।

গোমের স্থায় চালিবার জন্য শয়তান
তোমাদিগকে আপনার বলিয়া
৩২ চাহিয়াছে ; কিন্তু আমি তোমার
নিমিত্ত বিনতি করিয়াছি, যেন
তোমার বিশ্বাসের লোপ না হয় ;
আর তুমিও একবার ফিরিলে পর
তোমার ভ্রাতৃগণকে সুস্থির করিও ।
৩৩ তিনি তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু,
আপনার সঙ্গে আমি কারাগারে
যাইতে এবং মরিতেও প্রস্তুত
৩৪ আছি । তিনি কহিলেন, পিতর,
আমি তোমাকে বলিতেছি, যে
পর্য্যন্ত তুমি আমাকে চিন না বলিয়া
তিন বার অস্বীকার না করিবে,
সেই পর্য্যন্ত আজ কুকুড়া ডাকিবে
না ।

৩৫ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, আমি যখন থলী, ঝুলি ও
জুতা ছাড়া তোমাদিগকে পাঠাইয়া-
ছিলাম, তখন তোমাদের কি কিছুর
অভাব হইয়াছিল ? তাঁহারা কহি-
৩৬ লেন, কিছুরই নয় । তখন তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, কিন্তু এখন
যাহার থলী আছে, সে তাহা গ্রহণ
করুক, সেইরূপ ঝুলিও গ্রহণ করুক ;
এবং যাহার নাই, সে আপন চোগা
বিক্রয় করিয়া খড়্গ ক্রয় করুক ।
৩৭ কেননা আমি তোমাদিগকে বলি-
তেছি, এই যে বচন লিখিত আছে,
"আর তিনি অধর্ম্মীদের সহিত গণিত
হইলেন,"* তাহা আমাতে সিদ্ধ
হইতে হইবে ; কারণ আমার সম্বন্ধীয়
যাহা, তাহা সিদ্ধি পাইতেছে ।
৩৮ তখন তাঁহারা কহিলেন, প্রভু,
দেখুন, দুইখান খড়্গ আছে । তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, এই যথেষ্ট ।

গেৎশিমানী বাগানে যীশুর মর্ম্মভেদী দুঃখ ।

৩৯ পরে তিনি বাহির হইয়া আপন
রীতি অনুসারে জৈতুন পর্ব্বতে
গেলেন, এবং শিষ্যগণও তাঁহার
৪০ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । সেই স্থানে
উপস্থিত হইলে পর তিনি তাঁহা-
দিগকে বলিলেন, তোমরা প্রার্থনা
৪১ কর, যেন পরীক্ষায় না পড় । পরে
তিনি তাঁহাদের হইতে কমবেশ
এক ঢেলার পথ অন্তরে গেলেন,
এবং জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিতে
৪২ লাগিলেন, বলিলেন, পিতঃ, যদি
তোমার অভিমত হয়, আমা হইতে
এই পানপাত্র দূর কর ; তথাপি
আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা
৪৩ সিদ্ধ হউক ; তখন স্বর্গ হইতে এক
দূত দেখা দিয়া তাঁহাকে সবল
৪৪ করিলেন । পরে তিনি মর্ম্মভেদী
দুঃখে মগ্ন হইয়া আরও একাগ্র
ভাবে প্রার্থনা করিলেন ; আর
তাঁহার ঘর্ম্ম যেন রক্তের ঘনীভূত
বড় বড় ফোঁটা হইয়া ভূমিতে
৪৫ পড়িতে লাগিল । পরে তিনি
প্রার্থনা করিয়া উঠিলে পর শিষ্যদের
নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা
দুঃখ হেতু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন,
৪৬ আর তাঁহাদিগকে বলিলেন, কেন
ঘুমাইতেছ ? উঠ, প্রার্থনা কর, যেন
পরীক্ষায় না পড় ।

যীশু শত্রুদের হস্তে সমর্পিত হন ।

৪৭ তিনি কথা কহিতেছেন, এমন
সময়ে দেখ, অনেক লোক, এবং

* যিশ ৫৩ ; ১২ ।

যাহার নাম যিহূদা,—সেই বারো
জনের মধ্যে এক জন—সে তাহা-
দের আগে আগে আসিতেছে;
সে যীশুকে চুম্বন করিবার জন্য
৪৮ তাঁহার নিকটে আসিল। কিন্তু
যীশু তাহাকে কহিলেন, যিহূদা,
চুম্বন দ্বারা কি মনুষ্যপুত্রকে সমর্পণ
৪৯ করিতেছ? তখন কি কি ঘটিবে,
তাহা দেখিয়া যাঁহারা তাঁহার কাছে
ছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, প্রভু,
আমরা কি খড়্গ দ্বারা আঘাত
৫০ করিব? আর তাঁহাদের মধ্যে
এক ব্যক্তি মহাযাজকের দাসকে
আঘাত করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ
৫১ কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু যীশু
উত্তর করিলেন, এই পর্য্যন্ত
ক্ষান্ত হও। পরে তিনি তাহার
কর্ণ স্পর্শ করিয়া তাহাকে সুস্থ
৫২ করিলেন। আর তাঁহার বিরুদ্ধে
যে প্রধান যাজকগণ, ধর্ম্মধামের
সেনাপতিগণ ও প্রাচীনবর্গ আসিয়া-
ছিল, যীশু তাহাদিগকে কহিলেন,
লোকে যেমন দস্যুর বিরুদ্ধে যায়,
তেমনি খড়্গ ও লাঠি লইয়া কি
৫৩ তোমরা আসিলে? আমি যখন
প্রতিদিন ধর্ম্মধামে তোমাদের সঙ্গে
ছিলাম, তখন আমার বিরুদ্ধে হস্ত
বিস্তার কর নাই; কিন্তু এই
তোমাদের সময় এবং অন্ধকারের
অধিকার।

পিতর তিন বার যীশুকে অস্বীকার করেন।

৫৪ পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া
লইয়া গেল, এবং মহাযাজকের
বাটীতে আনিল; আর পিতর দূরে
থাকিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।
৫৫ পরে লোকেরা প্রাঙ্গণের মধ্যে
আগুন জ্বালিয়া একত্র বসিলে
পিতর তাহাদের মধ্যে বসিলেন।
৫৬ তিনি সেই আলোর কাছে বসিলে
এক দাসী তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার
দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল, এ
৫৭ ব্যক্তিও উহার সঙ্গে ছিল। কিন্তু
তিনি অস্বীকার করিয়া কহিলেন,
না, নারি! আমি তাহাকে চিনি
৫৮ না। একটু পরে আর এক জন
তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, তুমিও
তাহাদের এক জন। পিতর কহিলেন,
৫৯ ওহে আমি নই। ঘণ্টা খানেক
পরে আর এক জন দৃঢ়রূপে বলিল,
সত্য, এ ব্যক্তিও তাহার সঙ্গে ছিল,
৬০ কেননা এ গালীলীয় লোক। তখন
পিতর কহিলেন, ওহে, তুমি কি
বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারি না।
তিনি কথা বলিতেছিলেন, আর
অমনি কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল।
৬১ আর প্রভু মুখ ফিরাইয়া পিতরের
দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহাতে
প্রভু এই যে বাক্য বলিয়াছিলেন,
'অদ্য কুকুড়া ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি
তিন বার আমাকে অস্বীকার
করিবে,' তাহা পিতরের মনে
৬২ পড়িল। আর তিনি বাহিরে গিয়া
অত্যন্ত রোদন করিলেন।

যাজকদের ও দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে যীশুর বিচার।

৬৩ আর যে লোকেরা যীশুকে
ধরিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ
৬৪ ও প্রহার করিতে লাগিল। আর
তাঁহার চক্ষু ঢাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

ভাববাণী বল্ দেখি, কে তোকে
৬৫ মারিল? আর তাহারা নিন্দা
করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আরও
অনেক কথা কহিতে লাগিল।
৬৬ যখন দিন হইল, তখন লোকদের
প্রাচীনবর্গের সমাজ, প্রধান
যাজকেরা ও অধ্যাপকগণ একত্র
হইল, এবং আপনাদের সভার মধ্যে
তাঁহাকে আনাইল, আর বলিল,
তুমি যদি সেই খ্রীষ্ট হও, তবে
৬৭ আমাদিগকে বল। তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, যদি তোমাদিগকে বলি,
৬৮ তোমরা বিশ্বাস করিবে না; আর
যদি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি,
৬৯ কোন উত্তর দিবে না; কিন্তু এখন
অবধি মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের পরাক্রমের
দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিবেন।
৭০ তখন সকলে বলিল, তবে তুমি কি
ঈশ্বরের পুত্র? তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমরাই বলিতেছ যে,
৭১ আমি সেই। তখন তাহারা বলিল,
আর সাক্ষ্যে আমাদের কি
প্রয়োজন? আমরা আপনারাই ত
ইহার মুখে শুনিলাম।

২৩ পরে তাহারা দল শুদ্ধ সকলে
উঠিয়া তাঁহাকে পীলাতের কাছে
২ লইয়া গেল। আর তাহারা তাঁহার
উপরে দোষারোপ করিয়া বলিতে
লাগিল, আমরা দেখিতে পাইলাম
যে, এ ব্যক্তি আমাদের জাতিকে
বিগড়িয়া দেয়, কৈসরকে রাজস্ব
দিতে বারণ করে, আর বলে যে,
৩ আমিই খ্রীষ্ট রাজা। তখন পীলাত
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি
কি যিহূদীদের রাজা? তিনি
তাঁহাকে উত্তর করিয়া কহিলেন,
৪ তুমিই বলিলে। তখন পীলাত
প্রধান যাজকগণকে ও সমাগত
লোকদিগকে কহিলেন, আমি এই
ব্যক্তির কোন দোষই পাইতেছি না।
৫ কিন্তু তাহারা আরও জোর করিয়া
বলিতে লাগিল, এ ব্যক্তি সমুদয়
যিহূদিয়ায় এবং গালীল অবধি এই
স্থান পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া প্রজাদিগকে
৬ উত্তেজিত করে। ইহা শুনিয়া পীলাত
জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ব্যক্তি কি
৭ গালীলীয়? পরে যখন তিনি
জানিতে পারিলেন, ইনি হেরোদের
অধিকারের লোক, তখন তাঁহাকে
হেরোদের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন,
কেননা সেই সময়ে তিনিও যিরূ-
শালেমে ছিলেন।
৮ যীশুকে দেখিয়া হেরোদ অতিশয়
আনন্দিত হইলেন, কেননা তিনি
তাঁহার বিষয় শুনিয়াছিলেন, এই
জন্য অনেক দিন হইতে তাঁহাকে
দেখিতে বাঞ্ছা করিতেছিলেন, এবং
তাঁহার কৃত কোন চিহ্ন দেখিবার
৯ আশা করিতে লাগিলেন। তিনি
তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা
করিলেন, কিন্তু যীশু তাঁহাকে কোন
১০ উত্তর দিলেন না। আর প্রধান
যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা দাঁড়াইয়া
উগ্রভাবে তাঁহার উপর দোষারোপ
১১ করিতেছিল। আর হেরোদ ও
তাঁহার সেনারা তাঁহাকে তুচ্ছ
করিলেন, ও বিদ্রূপ করিলেন, এবং

১। মথি ২৭ অধ্যা। মার্ক ১৫ অধ্যা। যোহন ১৮ ;
২৯-৩৭। ১৯ অধ্যা।

জমকাল পোষাক পরাইয়া তাঁহাকে
পীলাতের নিকটে ফিরিয়া পাঠাই-
১২ লেন। সেই দিন হেরোদ ও পীলাত
পরস্পর বন্ধু হইয়া উঠিলেন, কেননা
পূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে শত্রুভাব ছিল।
১৩ পরে পীলাত প্রধান যাজকগণ,
অধ্যক্ষগণ ও প্রজাদিগকে একত্র
ডাকিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
১৪ তোমরা এ ব্যক্তিকে আমার নিকটে
এই বলিয়া আনিয়াছ যে, এ
লোককে বিপথে লইয়া যায়; আর
দেখ, আমি তোমাদের সাক্ষাতে
বিচার করিলেও, তোমরা ইহার
উপরে যে সকল দোষ আরোপ
করিতেছ, তাহার মধ্যে এই ব্যক্তির
১৫ কোন দোষই পাইলাম না; আর
হেরোদও পান নাই, কেননা তিনি
ইহাকে আমাদের নিকটে ফিরিয়া
পাঠাইয়াছেন; আর দেখ, এ ব্যক্তি
প্রাণদণ্ডের যোগ্য কিছুই করে নাই।
১৬ অতএব আমি ইহাকে শাস্তি দিয়া
১৭ ছাড়িয়া দিব। (ঐ পর্ব্বসময়ে
তাহাদের জন্য এক জনকে তাঁহার
১৮ ছাড়িয়া দিতেই হইত।) কিন্তু
তাহারা দলশুদ্ধ সকলে চীৎকার
করিয়া বলিল, ইহাকে দূর কর,
আমাদের জন্য বারাব্বাকে ছাড়িয়া
১৯ দেও। নগরের মধ্যে দাঙ্গা ও নর-
হত্যা হওয়া প্রযুক্ত সেই ব্যক্তি
২০ কারাবদ্ধ হইয়াছিল। পরে পীলাত
যীশুকে মুক্ত করিবার বাসনায়
আবার তাহাদের কাছে কথা বলি-
২১ লেন। কিন্তু তাহারা চেঁচাইয়া
বলিতে লাগিল, ক্রুশে দেও, উহাকে
২২ ক্রুশে দেও। পরে তিনি তৃতীয়
বার তাহাদিগকে কহিলেন, কেন?
এ কি অপরাধ করিয়াছে? আমি
ইহার প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন
দোষই পাই নাই, অতএব ইহাকে
২৩ শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দিব। কিন্তু
তাহারা উচ্চ রবে উগ্র ভাবে চাহিতে
থাকিল, যেন তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া
হয়; আর তাহাদের রব প্রবল
২৪ হইল। তখন পীলাত তাহাদের
যাচ্ঞা অনুসারে করিতে আজ্ঞা
২৫ দিলেন; দাঙ্গা ও নরহত্যা প্রযুক্ত
কারাবদ্ধ যে ব্যক্তিকে তাহারা
চাহিল, তিনি তাহাকে মুক্ত করি-
লেন, কিন্তু যীশুকে তাহাদের ইচ্ছার
অধীনে সমর্পণ করিলেন।

যীশুর ক্রুশারোপণ ও মৃত্যু।

২৬ পরে তাহারা তাঁহাকে লইয়া
যাইতেছে, ইতিমধ্যে শিমোন নামে
এক জন কুরীণীয় লোক পল্লী-
গ্রাম হইতে আসিতেছিল, তাহারা
তাহাকে ধরিয়া তাহার স্কন্ধে ক্রুশ
রাখিল, যেন সে যীশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ
২৭ তাহা বহন করে। আর অনেক
লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল;
এবং অনেকগুলি স্ত্রীলোক ছিল,
তাহারা তাঁহার জন্য হাহাকার ও
২৮ বিলাপ করিতেছিল। কিন্তু যীশু
তাহাদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,
ওগো যিরূশালেমের কন্যাগণ,
আমার জন্য কাঁদিও না, বরং
আপনাদের এবং আপন আপন
২৯ সন্তান-সন্ততির জন্য কাঁদ। কেননা
দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে
সময়ে লোকে বলিবে, ধন্য সেই

স্ত্রীলোকেরা, যাহারা বন্ধ্যা, যাহা-
দের উদর কখনও প্রসব করে নাই,
যাহাদের স্তন কখনও দুগ্ধ দেয় নাই।
৩০ সেই সময়ে লোকেরা পর্ব্বতগণকে
বলিতে আরম্ভ করিবে, আমাদের
উপরে পড়; এবং উপপর্ব্বতগণকে
বলিবে, আমাদিগকে ঢাকিয়া
৩১ রাখ।* কারণ লোকেরা সরস
বৃক্ষের প্রতি যদি এমন করে, তবে
শুষ্ক বৃক্ষে কি না ঘটিবে?
৩২ আরও দুই জন লোক, দুই
জন দুষ্কর্ম্মকারী, হত হইবার জন্য
তাঁহার সঙ্গে নীত হইল।
৩৩ পরে মাথার খুলি নামক স্থানে
গিয়া তাহারা তথায় তাঁহাকে এবং
সেই দুই দুষ্কর্ম্মকারীকে ক্রুশে দিল,
এক জনকে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ও
অন্য জনকে বাম পার্শ্বে রাখিল।
৩৪ তখন যীশু কহিলেন, পিতঃ, ইহা-
দিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি
করিতেছে, তাহা জানে না। পরে
তাহারা তাঁহার বস্ত্রগুলি বিভাগ
৩৫ করিয়া গুলিবাঁট করিল। লোকসমূহ
দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। অধ্যক্ষেরাও
তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিতে
লাগিল, ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোক-
কে রক্ষা করিত, যদি ও ঈশ্বরের
সেই খ্রীষ্ট, তাঁহার মনোনীত হয়,
৩৬ আপনাকে রক্ষা করুক; আর
সেনাগণও তাঁহাকে বিদ্রূপ করিল,
নিকটে গিয়া তাঁহার কাছে অম্লরস
৩৭ লইয়া বলিতে লাগিল, তুমি যদি
যিহূদীদের রাজা হও, তবে আপ-
৩৮ নাকে রক্ষা কর। আর তাঁহার
ঊর্দ্ধে এই অধিলিপি ছিল,
"এ ব্যক্তি যিহূদীদের রাজা।"
৩৯ আর যে দুই দুষ্কর্ম্মকারীকে ক্রুশে
টাঙ্গান গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে
এক জন তাঁহাকে নিন্দা করিয়া
বলিতে লাগিল, তুমি নাকি সেই
খ্রীষ্ট? আপনাকে ও আমাদিগকে
৪০ রক্ষা কর। কিন্তু অন্য জন উত্তর
দিয়া তাহাকে অনুযোগ করিয়া
কহিল, তুমি কি ঈশ্বরকেও ভয়
কর না? তুমি ত একই দণ্ড পাই-
৪১ তেছ। আর আমরা ন্যায়সঙ্গত দণ্ড
পাইতেছি; কারণ যাহা যাহা
করিয়াছি, তাহারই সমুচিত ফল
পাইতেছি; কিন্তু ইনি অপকার্য্য
৪২ কিছুই করেন নাই। পরে সে
কহিল, যীশু, আপনি যখন আপন
রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে
৪৩ স্মরণ করিবেন। তিনি তাহাকে
কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য
বলিতেছি, অদ্যই তুমি পরমদেশে
আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে।
৪৪ তখন বেলা অনুমান ষষ্ঠ ঘটিকা,
আর নবম ঘটিকা পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ
৪৫ অন্ধকারময় হইয়া রহিল। সূর্য্যের
আলো রহিল না, আর মন্দিরের
তিরস্করিণী মাঝামাঝি চিরিয়া গেল।
৪৬ আর যীশু উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া
কহিলেন, পিতঃ, তোমার হস্তে
আমার আত্মা সমর্পণ করি; আর
এই বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করি-
৪৭ লেন। যাহা ঘটিল, তাহা দেখিয়া
শতপতি ঈশ্বরের গৌরব করিয়া
কহিলেন, সত্য, এই ব্যক্তি ধার্ম্মিক

* হোশেয় ১০ ; ৮।

৪৮ ছিলেন। আর যে সমস্ত লোক
এই দৃশ্য দেখিবার জন্য সমাগত
হইয়াছিল, তাহারা যাহা যাহা
ঘটিল, তাহা দেখিয়া বক্ষে করাঘাত
করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।
৪৯ আর তাঁহার পরিচিত সকলে, এবং
যে স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সঙ্গে
গালীল হইতে আসিয়াছিলেন,
তাঁহারা দূরে দাঁড়াইয়া এই সমস্ত
দেখিতেছিলেন।

### যীশুর সমাধি।

৫০ আর দেখ, যোষেফ নামে এক
ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মন্ত্রী, এক জন
৫১ সৎ ও ধার্ম্মিক লোক, এই ব্যক্তি উহা-
দের মন্ত্রণাতে ও ক্রিয়াতে সম্মত হন
নাই; তিনি যিহূদীদের অরিমাথিয়া
নগরের লোক; তিনি ঈশ্বরের
রাজ্যের অপেক্ষা করিতেছিলেন।
৫২ এই ব্যক্তি পীলাতের নিকটে গিয়া
৫৩ যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিলেন; পরে
তাহা নামাইয়া সরু চাদরে জড়াই-
লেন, এবং শৈলে খোদিত এমন
এক কবরমধ্যে তাঁহাকে রাখিলেন,
যাহাতে কখনও কাহাকেও রাখা
৫৪ যায় নাই। সেই দিন আয়োজনের
দিন, এবং বিশ্রামবারের আরম্ভ
৫৫ সন্নিকট হইতেছিল। আর যে
স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সহিত গালীল
হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া সেই কবর,
এবং কি প্রকারে তাঁহার দেহ রাখা
৫৬ যায়, তাহা দেখিলেন; পরে ফিরিয়া
গিয়া সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈল প্রস্তুত
করিলেন।

### যীশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ।

২৪ বিশ্রামবারে[১] তাঁহারা বিধিমতে
বিশ্রাম করিলেন। কিন্তু সপ্তাহের
প্রথম দিন অতি প্রত্যূষে তাঁহারা
কবরের নিকটে আসিলেন, যে
সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন,
২ তাহা লইয়া আসিলেন; আর দেখি-
লেন, কবর হইতে প্রস্তরখানা সরান
৩ গিয়াছে, কিন্তু ভিতরে গিয়া প্রভু
যীশুর দেহ দেখিতে পাইলেন না।
৪ তাঁহারা এই বিষয় ভাবিতেছেন, এমন
সময়ে, দেখ, উজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিত দুই
পুরুষ তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াইলেন।
৫ তখন তাঁহারা ভীত হইয়া ভূমির
দিকে মুখ নত করিলে সেই দুই
ব্যক্তি তাঁহাদিগকে কহিলেন, মৃত-
দের মধ্যে জীবিতের অন্বেষণ কেন
৬ করিতেছ? তিনি এখানে নাই,
কিন্তু উঠিয়াছেন। গালীলে থাকিতে
থাকিতেই তিনি তোমাদিগকে যাহা
বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর;
৭ তিনি ত বলিয়াছিলেন, মনুষ্যপুত্রকে
পাপী মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইতে
হইবে, ক্রুশারোপিত হইতে এবং
৮ তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে। তখন
তাঁহার সেই কথাগুলি তাঁহাদের
৯ স্মরণ হইল; আর তাঁহারা কবর
হইতে ফিরিয়া গিয়া সেই এগারো
জনকে ও অন্য সকলকে এই
১০ সমস্ত সংবাদ দিলেন। ইহাঁরা
মগ্দলীনী মরিয়ম, যোহানা ও
যাকোবের মাতা মরিয়ম; আর
ইহাঁদের সঙ্গে অন্য স্ত্রীলোকেরাও
প্রেরিতদিগকে এই সকল কথা

১। মথি ২৮ অধ্য। মার্ক ১৬ অধ্য। যোহন ২০ অধ্য।

১১ বলিলেন। কিন্তু এই সকল কথা
তাঁহাদের কাছে গল্পতুল্য বোধ
হইল ; তাঁহারা তাঁহাদের কথায়
১২ অবিশ্বাস করিলেন। তথাপি পিতর
উঠিয়া কবরের নিকটে দৌড়িয়া
গেলেন, এবং হেঁট হইয়া দৃষ্টিপাত
করিয়া দেখিলেন, কেবল কাপড়
পড়িয়া রহিয়াছে ; আর যাহা
ঘটিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।
১৩ আর দেখ, সেই দিন তাঁহাদের
দুই জন যিরূশালেম হইতে চারি
ক্রোশ দূরবর্ত্তী ইম্মায়ূ নামক গ্রামে
১৪ যাইতেছিলেন, এবং তাঁহারা ঐ
সকল ঘটনার বিষয়ে পরস্পর কথো-
১৫ পকথন করিতেছিলেন। তাঁহারা
কথোপকথন ও পরস্পর জিজ্ঞাসা-
বাদ করিতেছেন, এমন সময়ে যীশু
আপনি নিকটে আসিয়া তাঁহাদের
সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন;
১৬ কিন্তু তাঁহাদের চক্ষু রুদ্ধ হইয়াছিল,
তাই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন
১৭ না। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
তোমরা চলিতে চলিতে পরস্পর
যে সকল কথা বলাবলি করিতেছ,
সে সকল কি? তাঁহারা বিষণ্ণ
১৮ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে
ক্লিয়পা নামে তাঁহাদের এক জন
উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,
আপনি কি একা যিরূশালেমে
প্রবাস করিতেছেন, আর এই কয়েক
দিনের মধ্যে তথায় যে সকল ঘটনা
১৯ হইয়াছে, তাহা জানেন না? তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, কি কি
প্রকার ঘটনা? তাঁহারা তাঁহাকে
বলিলেন, নাসরতীয় যীশু বিষয়ক
ঘটনা, যিনি ঈশ্বরের ও সকল
লোকের সাক্ষাতে কার্য্যে ও বাক্যে
২০ পরাক্রমী ভাববাদী ছিলেন ; আর
কিরূপে প্রধান যাজকেরা ও
আমাদের অধ্যক্ষেরা প্রাণদণ্ডাজ্ঞার
জন্য তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, ও
২১ ক্রুশে দিলেন। কিন্তু আমরা আশা
করিতেছিলাম যে, তিনিই সেই
ব্যক্তি, যিনি ইস্রায়েলকে মুক্ত
করিবেন। আর এ সব ছাড়া আজ
তিন দিন চলিতেছে, এ সকল ঘটি-
২২ য়াছে। আবার আমাদের কয়েকটী
স্ত্রীলোক আমাদিগকে চমৎকৃত
করিলেন ; তাঁহারা প্রত্যূষে তাঁহার
২৩ কবরের কাছে গিয়াছিলেন, আর
তাঁহার দেহ দেখিতে না পাইয়া
আসিয়া কহিলেন, স্বর্গ-দূতদেরও
দর্শন পাইয়াছি, তাঁহারা বলেন,
২৪ তিনি জীবিত আছেন। আর আমা-
দের সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ
কবরের কাছে গিয়া, সেই স্ত্রী-
লোকেরা যেমন বলিয়াছিলেন,
তেমনি দেখিতে পাইলেন, কিন্তু
২৫ তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। তখন
তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে
অবোধেরা, এবং ভাববাদিগণ যে
সমস্ত কথা বলিয়াছেন, সেই সকলে
বিশ্বাস করণে শিথিল-চিত্তেরা,
২৬ খ্রীষ্টের কি আবশ্যক ছিল না যে,
এই সমস্ত দুঃখভোগ করেন ও
আপন প্রতাপে প্রবেশ করেন?
২৭ পরে তিনি মোশি হইতে ও সমুদয়
ভাববাদী হইতে আরম্ভ করিয়া
সমুদয় শাস্ত্রে তাঁহার নিজের বিষয়ে

যে সকল কথা আছে, তাহা তাঁহা-
২৮ দিগকে বুঝাইয়া দিলেন। পরে
তাঁহারা যেখানে যাইতেছিলেন,
সেই গ্রামের নিকটে উপস্থিত
হইলেন; আর তিনি অগ্রে
২৯ যাইবার লক্ষণ দেখাইলেন। কিন্তু
তাঁহারা সাধ্যসাধনা করিয়া কহি-
লেন, আমাদের সঙ্গে অবস্থিতি
করুন, কারণ সন্ধ্যা হইয়া আসিল,
বেলা প্রায় গিয়াছে। তাহাতে
তিনি তাঁহাদের সঙ্গে অবস্থিতি
করিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন।
৩০ পরে যখন তিনি তাঁহাদের সঙ্গে
ভোজনে বসিলেন, তখন রুটী লইয়া
আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং ভাঙ্গিয়া
তাঁহাদিগকে দিতে লাগিলেন।
৩১ অমনি তাঁহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল,
তাঁহারা তাঁহাকে চিনিলেন; আর
তিনি তাঁহাদের হইতে অন্তর্হিত
৩২ হইলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর
কহিলেন, পথের মধ্যে যখন তিনি
আমাদের সহিত কথা বলিতে-
ছিলেন, আমাদের কাছে শাস্ত্রের
অর্থ খুলিয়া দিতেছিলেন, তখন
আমাদের অন্তরে আমাদের চিত্ত কি
৩৩ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল না? আর
তাঁহারা সেই দণ্ডেই উঠিয়া যিরূ-
শালেমে ফিরিয়া গেলেন; এবং
সেই এগারো জনকে ও তাঁহাদের
সঙ্গীদিগকে সমবেত দেখিতে পাই-
৩৪ লেন; তাঁহারা বলিলেন, প্রভু
নিশ্চয়ই উঠিয়াছেন, এবং শিমোনকে
৩৫ দেখা দিয়াছেন। পরে সেই দুই
জন পথের ঘটনার বিষয়, এবং রুটী
ভাঙ্গিবার সময়ে তাঁহারা কি প্রকারে
তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন,
এই সকল বৃত্তান্ত বলিলেন।
৩৬ তাঁহারা পরস্পর এই সকল
কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে
তিনি আপনি তাঁহাদের মধ্যস্থানে
দাঁড়াইলেন, ও তাঁহাদিগকে বলি-
লেন, তোমাদের শান্তি হউক।
৩৭ ইহাতে তাঁহারা মহাভীত ও ত্রাসযুক্ত
হইয়া মনে করিলেন, আত্মা
৩৮ দেখিতেছি। তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, কেন উদ্বিগ্ন হইতেছ?
তোমাদের অন্তরে বিতর্কের উদয়ই
৩৯ বা কেন হইতেছে? আমার হাত
ও আমার পা দেখ, এ আমি স্বয়ং;
আমাকে স্পর্শ কর, আর দেখ;
কারণ আমার যেমন দেখিতেছ,
আত্মার এরূপ অস্থি-মাংস নাই।
৪০ ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হাত
৪১ ও পা দেখাইলেন। তখনও
তাঁহারা আনন্দ প্রযুক্ত অবিশ্বাস
করিতেছিলেন এবং আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিতেছিলেন, তাই তিনি তাঁহা-
দিগকে কহিলেন, তোমাদের কাছে
এখানে কি কিছু খাদ্য আছে?
৪২ তখন তাঁহারা তাঁহাকে একখানি
৪৩ ভাজা মাছ দিলেন। তিনি তাহা
লইয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে ভোজন
করিলেন।
৪৪ পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
তোমাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে
আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়া-
ছিলাম, আমার সেই বাক্য এই,
মোশির ব্যবস্থায় ও ভাববাদিগণের
গ্রন্থে এবং গীতসংহিতায় আমার
বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত আছে, সে

৪৫ সকল অবশ্য পূর্ণ হইবে। তখন তিনি
তাঁহাদের বুদ্ধিদ্বার খুলিয়া দিলেন,
যেন তাঁহারা শাস্ত্র বুঝিতে পারেন ;
৪৬ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
এইরূপ লিখিত আছে যে, খ্রীষ্ট দুঃখ-
ভোগ করিবেন, এবং তৃতীয় দিনে
মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিবেন ;
৪৭ আর তাঁহার নামে পাপমোচনার্থক
মনপরিবর্ত্তনের কথা সর্ব্বজাতির
কাছে প্রচারিত হইবে—যিরূশালেম
৪৮ হইতে আরম্ভ করা হইবে। তোমরাই
৪৯ এ সকলের সাক্ষী। আর দেখ,
আমার পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়া-
ছেন, তাহা আমি তোমাদের নিকটে
প্রেরণ করিতেছি ; কিন্তু যে পর্য্যন্ত
ঊর্দ্ধ হইতে শক্তিপরিহিত না হও,
সেই পর্য্যন্ত তোমরা এই নগরে
অবস্থিতি কর।
৫০ পরে তিনি তাঁহাদিগকে বৈথ-
নিয়ার সম্মুখ পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন ;
এবং হাত তুলিয়া তাঁহাদিগকে
৫১ আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে এইরূপ
হইল, তিনি আশীর্ব্বাদ করিতে
করিতে তাঁহাদের হইতে পৃথক্‌
হইলেন, এবং ঊর্দ্ধে, স্বর্গে নীত
৫২ হইতে লাগিলেন। আর তাঁহারা
তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মহানন্দে
৫৩ যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন ; এবং
নিরন্তর ধর্ম্মধামে থাকিয়া ঈশ্বরের
ধন্যবাদ করিতে থাকিলেন।

---

# যোহন লিখিত সুসমাচার।

### ঈশ্বরের বাক্য—যীশুর মহত্ত্ব ও অবতার।

১ আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং
বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং
বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।
২ তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে
৩ ছিলেন। সকলই তাঁহার দ্বারা
হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার
কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই।
৪ তাঁহার মধ্যে জীবন ছিল, এবং
সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতি
৫ ছিল। আর সেই জ্যোতি অন্ধ-
কারের মধ্যে দীপ্তি দিতেছে, আর
অন্ধকার তাহা গ্রহণ* করিল
না।
৬ এক জন মনুষ্য উপস্থিত হইলেন,
তিনি ঈশ্বর হইতে প্রেরিত হইয়া-
ছিলেন, তাঁহার নাম যোহন।
৭ তিনি সাক্ষ্যের জন্য আসিয়াছিলেন,
যেন সেই জ্যোতির বিষয়ে সাক্ষ্য
দেন, যেন সকলে তাঁহার দ্বারা
৮ বিশ্বাস করে। তিনি সেই জ্যোতি
ছিলেন না, কিন্তু আসিলেন, যেন
সেই জ্যোতির বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।
৯ প্রকৃত জ্যোতি ছিলেন, যিনি সকল

* (বা) প্রতিরোধ। (বা) পরাজয়।

মনুষ্যকে দীপ্তি দেন, তিনি জগতে
১০ আসিতেছিলেন। তিনি জগতে
ছিলেন, এবং জগৎ তাঁহার দ্বারা
হইয়াছিল, আর জগৎ তাঁহাকে
১১ চিনিল না। তিনি নিজ অধিকারে
আসিলেন, আর যাহারা তাঁহার
নিজের, তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ
১২ করিল না। কিন্তু যত লোক
তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই
সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে
বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি
ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা
১৩ দিলেন। তাহারা রক্ত হইতে নয়,
মাংসের ইচ্ছা হইতে নয়, মানুষের
ইচ্ছা হইতেও নয়, কিন্তু ঈশ্বর
হইতে জাত।

১৪ আর সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান
হইলেন*, এবং আমাদের মধ্যে
প্রবাস করিলেন, আর আমরা
তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন
পিতা হইতে আগত একজাতের
মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে
পূর্ণ।

১৫ যোহন তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য
দিলেন, আর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,
ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে
আমি বলিয়াছি, যিনি আমার
পশ্চাৎ আসিতেছেন, তিনি আমার
অগ্রগণ্য হইলেন, কেননা তিনি
আমার পূর্ব্বে ছিলেন।

১৬ কারণ তাঁহার পূর্ণতা হইতে
আমরা সকলে পাইয়াছি, আর
অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ পাইয়াছি;
১৭ কারণ ব্যবস্থা মোশি দ্বারা দত্ত
হইয়াছিল, অনুগ্রহ ও সত্য যীশু
খ্রীষ্ট দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে।

১৮ ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে
নাই; একজাত পুত্র,* যিনি পিতার
ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই [ তাঁহাকে ]
প্রকাশ করিয়াছেন।

### যীশুর বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য।

১৯ আর যোহনের সাক্ষ্য এই,—
যখন যিহূদিগণ কয়েক জন যাজক
ও লেবীয়কে দিয়া যিরূশালেম হইতে
তাঁহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা
করিয়া পাঠাইল, 'আপনি কে?'
২০ তখন তিনি স্বীকার করিলেন,
অস্বীকার করিলেন না; তিনি
স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই
২১ খ্রীষ্ট নই। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিল, তবে কি? আপনি কি
এলিয়? তিনি বলিলেন, আমি
নই। আপনি কি সেই ভাববাদী?
২২ তিনি উত্তর করিলেন, না। তখন
তাহারা তাঁহাকে কহিল, আপনি
কে? যাঁহারা আমাদিগকে পাঠাইয়া-
ছেন, তাঁহাদিগকে যেন উত্তর দিতে
পারি। আপনার বিষয়ে আপনি
২৩ কি বলেন? তিনি কহিলেন, আমি
"প্রান্তরে এক জনের রব, যে ঘোষণা
করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ সরল
কর," যেমন যিশাইয় ভাববাদী
২৪ বলিয়াছিলেন†। তাহারা ফরীশী-
গণের নিকট হইতে প্রেরিত হইয়া-
২৫ ছিল। আর তাহারা তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই
খ্রীষ্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই

* (গ্রীক) মাংস হইলেন।

* (বা) একজাত ঈশ্বর। † যিশা ৪০, ৩।

ভাববাদীও নহেন, তবে বাপ্তাইজ
২৬ করিতেছেন কেন? যোহন উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি
জলে বাপ্তাইজ করিতেছি ; তোমা-
দের মধ্যে এক জন দাঁড়াইয়া
আছেন, যাঁহাকে তোমরা জান না,
২৭ যিনি আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন ;
আমি তাঁহার পাদুকার বন্ধন
২৮ খুলিবারও যোগ্য নহি। যর্দ্দনের
পরপারে, বৈথনিয়াতে, যেখানে
যোহন বাপ্তাইজ করিতেছিলেন,
সেইখানে এই সকল ঘটিল।
২৯ পরদিন তিনি যীশুকে আপনার
নিকটে আসিতে দেখিলেন, আর
কহিলেন, ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ-
শাবক, যিনি জগতের পাপভার
৩০ লইয়া যান। উনি সেই ব্যক্তি,
যাঁহার বিষয়ে আমি বলিয়াছিলাম,
আমার পশ্চাৎ এমন এক ব্যক্তি
আসিতেছেন, যিনি আমার অগ্রগণ্য
হইলেন, কেননা তিনি আমার পূর্ব্বে
৩১ ছিলেন। আর আমি তাঁহাকে
চিনিতাম না, কিন্তু তিনি যেন
ইস্রায়েলের নিকট প্রকাশিত হন,
এই জন্য আমি আসিয়া জলে
৩২ বাপ্তাইজ করিতেছি। আর যোহন
সাক্ষ্য দিলেন, কহিলেন, আমি
আত্মাকে কপোতের ন্যায় স্বর্গ
হইতে নামিতে দেখিয়াছি ; তিনি
তাঁহার উপরে অবস্থিতি করিলেন।
৩৩ আর আমি তাঁহাকে চিনিতাম না,
কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তাইজ
করিতে পাঠাইয়াছেন, তিনিই
আমাকে বলিলেন, যাঁহার উপরে
আত্মাকে নামিয়া অবস্থিতি করিতে
দেখিবে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি
পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করেন।
৩৪ আর আমি দেখিয়াছি, ও সাক্ষ্য
দিয়াছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র।

**যীশুর প্রথম শিষ্যদের আহ্বান।**

৩৫ পরদিন পুনরায় যোহন ও তাঁহার
দুই জন শিষ্য দাঁড়াইয়া ছিলেন ;
৩৬ আর যীশু বেড়াইতেছিলেন, এমন
সময়ে তিনি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত
করিয়া কহিলেন, ঐ দেখ, ঈশ্বরের
৩৭ মেষশাবক। সেই দুই শিষ্য তাঁহার
এই কথা শুনিয়া যীশুর পশ্চাৎ
৩৮ গমন করিলেন। তাহাতে যীশু
ফিরিয়া তাঁহাদিগকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ
আসিতে দেখিয়া বলিলেন, কিসের
অন্বেষণ করিতেছ? তাঁহারা কহি-
লেন, রব্বি—অনুবাদ করিলে ইহার
অর্থ গুরু—আপনি কোথায়
৩৯ থাকেন? তিনি তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, আইস, দেখিবে। অতএব
তাঁহারা গিয়া, তিনি যেখানে থাকেন,
দেখিলেন ; এবং সেই দিন তাঁহার
কাছে থাকিলেন ; তখন বেলা
৪০ অনুমান দশম ঘটিকা। যোহনের কথা
শুনিয়া যে দুই জন যীশুর পশ্চাৎ
গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে
এক জন শিমোন পিতরের ভ্রাতা
৪১ আন্দ্রিয়। তিনি প্রথমে আপন
ভ্রাতা শিমোনের দেখা পান, আর
তাঁহাকে বলেন, আমরা মশীহের
দেখা পাইয়াছি—অনুবাদ করিলে
ইহার অর্থ খ্রীষ্ট [ অভিষিক্ত ]।
৪২ তিনি তাঁহাকে যীশুর নিকটে
আনিলেন। যীশু তাঁহার প্রতি

দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তুমি
যোহনের পুত্র শিমোন, তোমাকে
কৈফা বলা যাইবে,—অনুবাদ
করিলে ইহার অর্থ পিতর [পাথর]।
৪৩ পরদিবস তিনি গালীলে যাইতে
ইচ্ছা করিলেন, ও ফিলিপের দেখা
পাইলেন। আর যীশু তাঁহাকে
কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস।
৪৪ ফিলিপ বৈৎসৈদার লোক ; আন্দ্রিয়
ও পিতর সেই নগরের লোক।
৪৫ ফিলিপ নথনেলের দেখা পাইলেন,
আর তাঁহাকে কহিলেন, মোশি
ব্যবস্থায় ও ভাববাদিগণ যাঁহার কথা
লিখিয়াছেন, আমরা তাঁহার দেখা
পাইয়াছি ; তিনি নাসরতীয় যীশু,
৪৬ যোষেফের পুত্র। নথনেল তাঁহাকে
কহিলেন, নাসরৎ হইতে কি
উত্তম কিছু উৎপন্ন হইতে পারে?
ফিলিপ তাঁহাকে কহিলেন, আইস,
৪৭ দেখ। যীশু নথনেলকে আপনার
নিকটে আসিতে দেখিয়া তাঁহার
বিষয়ে কহিলেন, ঐ দেখ, এক
জন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যাহার
৪৮ অন্তরে ছল নাই। নথনেল তাঁহাকে
কহিলেন, আপনি কিসে আমাকে
চিনিলেন? যীশু উত্তর করিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, ফিলিপ তোমাকে
ডাকিবার পূর্ব্বে যখন তুমি সেই
ডুমুরগাছের তলে ছিলে, তখন
৪৯ তোমাকে দেখিয়াছিলাম। নথনেল
তাঁহাকে উত্তর করিলেন, রব্বি,
আপনিই ঈশ্বরের পুত্র, আপনিই
৫০ ইস্রায়েলের রাজা। যীশু উত্তর
করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি
যে তোমাকে বলিলাম, সেই ডুমুর-
গাছের তলে তোমাকে দেখিয়া-
ছিলাম, সেই জন্য কি বিশ্বাস
করিলে? এ সকল হইতেও মহৎ
৫১ মহৎ বিষয় দেখিবে। আর তিনি
তাঁহাকে কহিলেন, সত্য, সত্য,
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
তোমরা দেখিবে, স্বর্গ খুলিয়া
গিয়াছে, এবং ঈশ্বরের দূতগণ
মনুষ্যপুত্রের উপর দিয়া উঠিতেছেন
ও নামিতেছেন।*

### যীশুর প্রকাশ্য কার্য্যের আরম্ভ।

২ আর তৃতীয় দিবসে গালীলের
কান্না নগরে এক বিবাহ হইল,
এবং যীশুর মাতা সেখানে ছিলেন ;
২ আর সেই বিবাহে যীশুর ও তাঁহার
শিষ্যগণেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।
৩ পরে দ্রাক্ষারসের অকুলান হইলে
যীশুর মাতা তাঁহাকে কহিলেন,
৪ উহাদের দ্রাক্ষারস নাই। যীশু
তাঁহাকে বলিলেন, হে নারি, আমার
সঙ্গে তোমার বিষয় কি? আমার
সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।
৫ তাঁহার মাতা পরিচারকদিগকে
কহিলেন, ইনি তোমাদিগকে যাহা
৬ কিছু বলেন, তাহাই কর। সেখানে
যিহূদীদের শুচীকরণ রীতি অনুসারে
পাথরের ছয়টা জালা বসান ছিল,
তাহার এক একটাতে দুই তিন মণ
৭ করিয়া জল ধরিত। যীশু তাহা-
দিগকে বলিলেন, ঐ সকল জালায়
জল পূর। তাহারা সেগুলি কাণায়
৮ কাণায় পূর্ণ করিল। পরে তিনি
তাহাদিগকে বলিলেন, এখন উহা

* আদিপুস্তক ২৮ ; ১২।

হইতে কিছু তুলিয়া ভোজাধ্যক্ষের
নিকটে লইয়া যাও। তাহারা লইয়া
৯ গেল। ভোজাধ্যক্ষ যখন সেই
জল, যাহা দ্রাক্ষারস হইয়া গিয়াছিল,
আস্বাদন করিলেন, আর তাহা
কোথা হইতে আসিল, তাহা জানি-
তেন না—কিন্তু যে পরিচারকেরা
জল তুলিয়াছিল, তাহারা জানিত—
তখন ভোজাধ্যক্ষ বরকে ডাকিয়া
১০ কহিলেন, সকল লোকেই প্রথমে
উত্তম দ্রাক্ষারস পরিবেষণ করে,
এবং যথেষ্ট পান করা হইলে পর
তাহা অপেক্ষা কিছু মন্দ পরিবেষণ
করে; তুমি উত্তম দ্রাক্ষারস এখন
১১ পর্য্যন্ত রাখিয়াছ। এইরূপে যীশু
গালীলের কান্নাতে এই প্রথম চিহ্ন-
কার্য্য সাধন করিলেন, নিজ মহিমা
প্রকাশ করিলেন; আর তাঁহার
শিষ্যেরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিলেন।
১২ পরে তিনি, তাঁহার মাতা ও
ভ্রাতৃগণ এবং তাঁহার শিষ্যগণ
কফরনাহূমে নামিয়া গেলেন, আর
সেখানে বেশী দিন থাকিলেন না।

### যীশু যিরূশালেমে যান।

১৩ তখন যিহূদীদের নিস্তারপর্ব্ব
সন্নিকট ছিল, আর যীশু যিরূ-
১৪ শালেমে গেলেন। পরে তিনি
ধর্ম্মধামের মধ্যে দেখিলেন, লোকে
গো, মেষ ও কপোত বিক্রয় করি-
তেছে, এবং পোদ্দারেরা বসিয়া
১৫ আছে; তখন তৃণ দ্বারা এক গাছা
কশা প্রস্তুত করিয়া গো, মেষ
সমস্তই ধর্ম্মধাম হইতে বাহির
করিয়া দিলেন, এবং পোদ্দারদের
মুদ্রা ছড়াইয়া ও মেজ উল্টাইয়া
১৬ ফেলিলেন; আর যাহারা কপোত
বিক্রয় করিতেছিল, তাহাদিগকে
কহিলেন, এ স্থান হইতে এ সকল
লইয়া যাও; আমার পিতার গৃহকে
১৭ বাণিজ্যের গৃহ করিও না। তাঁহার
শিষ্যগণের মনে পড়িল যে, লেখা
আছে, "তোমার গৃহনিমিত্তক
উদ্যোগ আমাকে গ্রাস করিবে।"*
১৮ তখন যিহূদীরা উত্তর করিয়া
তাঁহাকে কহিল, তুমি আমাদিগকে
কি চিহ্ন দেখাইতেছ যে এই সকল
১৯ করিতেছ? যীশু উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই
মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আমি তিন
২০ দিনের মধ্যে ইহা উঠাইব। তখন
যিহূদীরা কহিল, এই মন্দির নির্ম্মাণ
করিতে ছেচল্লিশ বৎসর লাগিয়াছে;
তুমি কি তিন দিনের মধ্যে ইহা
২১ উঠাইবে? কিন্তু তিনি আপন দেহ-
রূপ মন্দিরের বিষয় বলিতেছিলেন।
২২ অতএব যখন তিনি মৃতগণের মধ্য
হইতে উঠিলেন, তখন তাঁহার শিষ্য-
দিগের মনে পড়িল যে, তিনি এই
কথা বলিয়াছিলেন; আর তাঁহারা
শাস্ত্রে এবং যীশুর কথিত বাক্যে
বিশ্বাস করিলেন।
২৩ তিনি নিস্তারপর্ব্বের সময়ে যখন
যিরূশালেমে ছিলেন, তখন যে সকল
চিহ্ন-কার্য্য সাধন করিলেন, তাহা
দেখিয়া অনেকে তাঁহার নামে
২৪ বিশ্বাস করিল। কিন্তু যীশু আপনি
তাহাদের উপরে আপনার সম্বন্ধে
বিশ্বাস করিলেন না, কারণ তিনি

---

* গীত ৬৯ ; ৯।

২৫ সকলকে জানিতেন, এবং কেহ যে
মনুষ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, ইহাতে
তাঁহার প্রয়োজন ছিল না; কেননা
মনুষ্যের অন্তরে কি আছে, তাহা
তিনি আপনি জানিতেন।

### নূতন জন্ম ও বিশ্বাস সম্বন্ধে যীশুর শিক্ষা।

৩ ফরীশীদের মধ্যে এক ব্যক্তি
ছিলেন, তাঁহার নাম নীকদীম; তিনি
২ যিহূদীদের এক জন অধ্যক্ষ। তিনি
রাত্রিকালে যীশুর নিকটে আসি-
লেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, রব্বি,
আমরা জানি, আপনি ঈশ্বরের
নিকট হইতে আগত গুরু; কেননা
আপনি এই যে সকল চিহ্ন-কার্য্য
সাধন করিতেছেন, ঈশ্বর সহবর্ত্তী
না থাকিলে এ সকল কেহ করিতে
৩ পারে না। যীশু উত্তর করিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, সত্য, সত্য,
আমি তোমাকে বলিতেছি, নূতন*
জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য
৪ দেখিতে পায় না। নীকদীম তাঁহাকে
কহিলেন, মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে কেমন
করিয়া তাহার জন্ম হইতে পারে?
সে কি দ্বিতীয় বার মাতার গর্ভে
৫ প্রবেশ করিয়া জন্মিতে পারে? যীশু
উত্তর করিলেন, সত্য, সত্য, আমি
তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল
এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে
সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে
৬ পারে না। মাংস হইতে যাহা জাত,
তাহা মাংসই; আর আত্মা হইতে
৭ যাহা জাত, তাহা আত্মাই। আমি

* (বা) উপর হইতে।

যে তোমাকে বলিলাম, তোমাদের
নূতন* জন্ম হওয়া আবশ্যক, ইহাতে
৮ আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না। বায়ু যে
দিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বহে,
এবং তুমি তাহার শব্দ শুনিতে
পাও; কিন্তু কোথা হইতে আইসে,
আর কোথায় চলিয়া যায়, তাহা জান
না; আত্মা হইতে জাত প্রত্যেক
৯ জন সেইরূপ। নীকদীম উত্তর করিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, এ সকল কি
১০ প্রকারে হইতে পারে? যীশু উত্তর
করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েলের গুরু, আর এ সকল
১১ বুঝিতেছ না? সত্য, সত্য, আমি
তোমাকে বলিতেছি, আমরা যাহা
জানি তাহা বলি, এবং যাহা দেখি-
য়াছি তাহার সাক্ষ্য দিই; আর
তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ কর
১২ না। আমি পার্থিব বিষয়ের কথা
কহিলে তোমরা যদি বিশ্বাস না কর,
তবে স্বর্গীয় বিষয়ের কথা কহিলে
কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে?
১৩ আর স্বর্গে কেহ উঠে নাই; কেবল
যিনি স্বর্গ হইতে নামিয়াছেন, সেই
মনুষ্যপুত্র, যিনি স্বর্গে থাকেন†।
১৪ আর মোশি যেমন প্রান্তরে সেই
সর্পকে উচ্চে উঠাইয়াছিলেন, সেই-
রূপে মনুষ্যপুত্রকেও উচ্চীকৃত হইতে
১৫ হইবে, যেন, যে কেহ তাঁহাতে
বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পায়।
১৬ কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম
করিলেন যে, আপনার একজাত

* (বা) উপর হইতে।
† 'যিনি স্বর্গে থাকেন', অনেক অনুলিপিতে এই কথা পাওয়া যায় না।

পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে
কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে
বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন
১৭ পায়। কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার
করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন
নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁহার দ্বারা
১৮ পরিত্রাণ পায়। যে তাঁহাতে বিশ্বাস
করে, তাহার বিচার করা যায় না ;
যে বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার
হইয়া গিয়াছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের
একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে
১৯ নাই। আর সেই বিচার এই যে,
জগতে জ্যোতি আসিয়াছে, এবং
মনুষ্যেরা জ্যোতি হইতে অন্ধকার
অধিক ভাল বাসিল, কেননা তাহা-
২০ দের কর্ম্ম সকল মন্দ ছিল। কারণ যে
কেহ কদাচরণ করে, সে জ্যোতি ঘৃণা
করে, এবং জ্যোতির নিকটে আইসে
না, পাছে তাহার কর্ম্ম সকলের
২১ দোষ ব্যক্ত হয়। কিন্তু যে সত্য
সাধন করে, সে জ্যোতির নিকটে
আইসে, যেন তাহার কর্ম্ম সকল
ঈশ্বরে সাধিত বলিয়া সপ্রকাশ হয়।

**যীশুর বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য।**

২২ তৎপরে যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ
যিহূদিয়া দেশে আসিলেন, আর তিনি
সেখানে তাঁহাদের সহিত থাকি-
লেন, এবং বাপ্তাইজ করিতে লাগি-
২৩ লেন। আর যোহনও শালীমের
নিকটবর্ত্তী ঐনোনে বাপ্তাইজ
করিতেছিলেন, কারণ সেই স্থানে
২৪ অনেক জল ছিল ; আর লোকেরা
আসিয়া বাপ্তাইজিত হইত, কারণ
তখনও যোহন কারাগারে নিক্ষিপ্ত
২৫ হন নাই। তখন এক জন যিহূদীর
সহিত শুচীকরণ বিষয়ে যোহনের
২৬ শিষ্যদের তর্ক হইল। পরে তাহারা
যোহনের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে
কহিল, রব্বি, যিনি যর্দ্দনের ওপারে
আপনার সহিত ছিলেন, যাঁহার
বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়াছেন,
দেখুন, তিনি বাপ্তাইজ করিতেছেন,
এবং সকলে তাঁহার নিকটে
২৭ যাইতেছে। যোহন উত্তর করিয়া
কহিলেন, স্বর্গ হইতে মনুষ্যকে যাহা
দত্ত হইয়াছে, তাহা ছাড়া সে আর
কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না।
২৮ তোমরা আপনারাই আমার সাক্ষী
যে, আমি বলিয়াছি, আমি সেই
খ্রীষ্ট নহি, কিন্তু তাঁহার অগ্রে প্রেরিত
২৯ হইয়াছি। যে ব্যক্তি কন্যাকে
পাইয়াছে, সেই বর ; কিন্তু বরের
মিত্র যে দাঁড়াইয়া তাঁহার কথা শুনে,
সে বরের রবে অতিশয় আনন্দিত
হয় ; অতএব আমার এই আনন্দ
৩০ পূর্ণ হইল। উঁহাকে বৃদ্ধি পাইতে
হইবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পাইতে
হইবে।
৩১ যিনি উপর হইতে আইসেন, তিনি
সর্ব্বপ্রধান ; যে পৃথিবী হইতে, সে
পার্থিব, এবং পৃথিবীরই কথা কহে ;
যিনি স্বর্গ হইতে আইসেন, তিনি
৩২ সর্ব্বপ্রধান। তিনি যাহা দেখিয়াছেন
ও শুনিয়াছেন, তাহারই সাক্ষ্য
দিতেছেন, আর তাঁহার সাক্ষ্য কেহ
৩৩ গ্রহণ করে না। যে তাঁহার সাক্ষ্য
গ্রহণ করিয়াছে, সে ইহাতে মুদ্রাঙ্ক
৩৪ দিয়াছে যে, ঈশ্বর সত্য। কারণ
ঈশ্বর যাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন,

তিনি ঈশ্বরের বাক্য বলেন; কারণ
ঈশ্বর আত্মাকে পরিমাণ-পূর্ব্বক দেন
৩৫ না। পিতা পুত্রকে প্রেম করেন,
এবং সমস্তই তাঁহার হস্তে দিয়াছেন।
৩৬ যে কেহ পুত্রে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত
জীবন পাইয়াছে; কিন্তু যে কেহ
পুত্রকে অমান্য করে, সে জীবন
দেখিতে পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের
ক্রোধ তাহার উপরে অবস্থিতি করে।

### শমরীয়া নারীকে দত্ত যীশুর শিক্ষা ও তাহার ফল।

৪ প্রভু যখন জানিলেন যে,
ফরীশীরা শুনিয়াছে, যীশু যোহন
হইতে অধিক শিষ্য করেন এবং
২ বাপ্তাইজ করেন—কিন্তু যীশু নিজে
বাপ্তাইজ করিতেন না, তাঁহার শিষ্য-
৩ গণই করিতেন—তখন তিনি যিহূ-
দিয়া ত্যাগ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার
৪ গালীলে চলিয়া গেলেন। আর
শমরিয়ার মধ্য দিয়া তাঁহাকে
৫ যাইতে হইল। তাহাতে তিনি
শুখর নামক শমরিয়ার এক নগরের
নিকটে গেলেন; যাকোব আপন
পুত্র যোষেফকে যে ভূমি দান করিয়া-
ছিলেন, সেই নগর তাহার নিকট-
৬ বর্ত্তী। আর সেই স্থানে যাকোবের
কূপ ছিল। তখন যীশু পথশ্রান্ত
হওয়াতে অমনি সেই কূপের পার্শ্বে
বসিলেন। বেলা তখন অনুমান
৭ ষষ্ঠ ঘটিকা। শমরিয়ার একটী
স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিল।
যীশু তাহাকে বলিলেন, আমাকে
৮ পান করিবার জল দেও। কেননা
তাঁহার শিষ্যেরা খাদ্য ক্রয় করিতে
৯ নগরে গিয়াছিলেন। তাহাতে
শমরীয় স্ত্রীলোকটী বলিল, আপনি
যিহূদী হইয়া কেমন করিয়া আমার
কাছে পান করিবার জল চাহিতে-
ছেন? আমি ত শমরীয় স্ত্রীলোক।
—কেননা শমরীয়দের সহিত যিহূদী-
১০ দের ব্যবহার নাই।—যীশু উত্তর
করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি যদি
জানিতে, ঈশ্বরের দান কি, আর কে
তোমাকে বলিতেছেন, 'আমাকে
পান করিবার জল দেও', তবে
তাঁহারই নিকটে তুমি যাচ্ঞা করিতে
এবং তিনি তোমাকে জীবন্ত জল
১১ দিতেন। স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে বলিল,
মহাশয়, জল তুলিবার জন্য আপনার
কাছে কিছুই নাই, কূপটীও গভীর;
তবে সেই জীবন্ত জল কোথা হইতে
১২ পাইলেন? আমাদের পিতৃপুরুষ
যাকোব হইতে কি আপনি মহান্?
তিনিই আমাদিগকে এই কূপ দিয়া-
ছেন, আর ইহার জল তিনি নিজে
ও তাঁহার পুত্রগণ পান করিতেন,
তাঁহার পশুপালও পান করিত।
১৩ যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহি-
লেন, যে কেহ এই জল পান করে,
তাহার আবার পিপাসা হইবে;
১৪ কিন্তু আমি যে জল দিব, তাহা যে
কেহ পান করে, তাহার পিপাসা
আর কখনও হইবে না; বরং আমি
তাহাকে যে জল দিব, তাহা তাহার
অন্তরে এমন জলের উনুই হইবে,
যাহা অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত উথলিয়া
১৫ উঠিবে। স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে বলিল,
মহাশয়, সেই জল আমাকে দিউন,
যেন আমার পিপাসা না পায়,

এবং জল তুলিবার জন্য এতটা
পথ হাঁটিয়া আসিতে না হয়।
১৬ যীশু তাহাকে বলিলেন, যাও,
তোমার স্বামীকে এখানে ডাকিয়া
১৭ লইয়া আইস। স্ত্রীলোকটী উত্তর
করিয়া তাঁহাকে কহিল, আমার
১৮ স্বামী নাই। যীশু তাহাকে বলি-
লেন, তুমি ভালই বলিয়াছ যে,
আমার স্বামী নাই ; কেননা তোমার
পাঁচটী স্বামী হইয়া গিয়াছে, আর
এখন তোমার যে আছে, সে তোমার
স্বামী নয় ; এ কথা সত্য বলিলে।
১৯ স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে বলিল, মহাশয়,
আমি দেখিতেছি যে, আপনি ভাব-
২০ বাদী। আমাদের পিতৃপুরুষেরা
এই পর্ব্বতে ভজনা করিতেন, আর
আপনারা বলিয়া থাকেন, যে স্থানে
ভজনা করা উচিত, সে স্থানটী যিরূ-
২১ শালেমেই আছে। যীশু তাহাকে
বলেন, হে নারি, আমার কথায়
বিশ্বাস কর ; এমন সময় আসিতেছে,
যখন তোমরা না এই পর্ব্বতে, না
যিরূশালেমে পিতার ভজনা করিবে।
২২ তোমরা যাহা জান না, তাহার ভজনা
করিতেছ ; আমরা যাহা জানি,
তাহার ভজনা করিতেছি, কারণ
যিহূদীদের মধ্য হইতেই পরিত্রাণ।
২৩ কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, বরং
এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত ভজনা-
কারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার
ভজনা করিবে ; কারণ বাস্তবিক
পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই
২৪ অন্বেষণ করেন। ঈশ্বর আত্মা ; আর
যাহারা তাঁহার ভজনা করে, তাহা-
দিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা
২৫ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে
বলিল, আমি জানি, মশীহ আসিতে-
ছেন, যাঁহাকে খ্রীষ্ট বলে,—তিনি
যখন আসিবেন, তখন আমাদিগকে
২৬ সকলই জ্ঞাত করিবেন। যীশু
তাহাকে বলিলেন, তোমার সহিত
কথা কহিতেছি যে আমি, আমিই
তিনি।
২৭ এই সময়ে তাঁহার শিষ্যগণ
আসিলেন, এবং আশ্চর্য্য জ্ঞান করি-
লেন যে, তিনি স্ত্রীলোকের সহিত
কথা কহিতেছেন, তথাপি কেহ বলি-
লেন না, আপনি কি চাহেন ?
কিম্বা, কি জন্য উহার সহিত কথা
২৮ কহিতেছেন ? তখন সে স্ত্রীলোকটী
আপন কলশী ফেলিয়া রাখিয়া
নগরে গেল, আর লোকদিগকে
২৯ কহিল, আইস, একটী মানুষকে
দেখ, আমি যাহা কিছু করিয়াছি,
তিনি সকলই আমাকে বলিয়া
দিলেন ; তিনিই কি সেই খ্রীষ্ট
৩০ নহেন ? তাহারা নগর হইতে বাহির
হইয়া তাঁহার নিকটে আসিতে
৩১ লাগিল। ইতিমধ্যে শিষ্যেরা
তাঁহাকে বিনতি করিয়া কহিলেন,
৩২ রব্বি, আহার করুন। কিন্তু তিনি
তাঁহাদিগকে বলিলেন, আহারের
জন্য আমার এমন খাদ্য আছে,
৩৩ যাহা তোমরা জান না। অতএব
শিষ্যেরা পরস্পর বলিতে লাগিলেন,
কেহ কি ইহাঁকে খাদ্য আনিয়া
৩৪ দিয়াছে ? যীশু তাঁহাদিগকে বলি-
লেন, আমার খাদ্য এই, যিনি
আমাকে পাঠাইয়াছেন, যেন তাঁহার
ইচ্ছা পালন করি ও তাঁহার কার্য্য

৩৫ সাধন করি। তোমরা কি বল না,
আর চারি মাস পরে শস্য কাটিবার
সময় হইবে? দেখ, আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, চক্ষু তুলিয়া
ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, শস্য
এখনই কাটিবার মত শ্বেতবর্ণ
৩৬ হইয়াছে। যে কাটে সে বেতন
পায়, এবং অনন্ত জীবনের নিমিত্ত
শস্য সংগ্রহ করে; যেন, যে বুনে
ও যে কাটে, উভয়ে একত্র আনন্দ
৩৭ করে। কেননা এ স্থলে এই কথা
সত্য, এক জন বুনে, আর এক জন
৩৮ কাটে। আমি তোমাদিগকে এমন
শস্য কাটিতে প্রেরণ করিলাম,
যাহার জন্য তোমরা পরিশ্রম কর
নাই; অন্যেরা পরিশ্রম করিয়াছে,
এবং তোমরা তাহাদের শ্রম-ক্ষেত্রে
প্রবেশ করিয়াছ।
৩৯ সেই নগরের শমরীয়েরা অনেকে
সেই স্ত্রীলোকটী যে সাক্ষ্য দিয়াছিল,
আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তিনি
আমাকে সকলই বলিয়া দিলেন,
তাহার এই কথা প্রযুক্ত তাঁহাতে
৪০ বিশ্বাস করিল। অতএব সেই
শমরীয়েরা যখন তাঁহার নিকটে
আসিল, তখন তাঁহাকে বিনতি
করিল, যেন তিনি তাহাদের কাছে
অবস্থিতি করেন; তাহাতে তিনি
দুই দিবস সেখানে অবস্থিতি করি-
৪১ লেন। তখন আরও অনেক লোক
তাঁহার বাক্য প্রযুক্ত বিশ্বাস করিল;
৪২ আর তাহারা সেই স্ত্রীলোককে
কহিল, এখন যে আমরা বিশ্বাস
করিতেছি, সে আর তোমার কথা
প্রযুক্ত নয়, কেননা আমরা
আপনারা শুনিয়াছি ও জানিতে
পারিয়াছি যে, ইনি সত্যই
জগতের ত্রাণকর্ত্তা।
৪৩ সেই দুই দিনের পর তিনি তথা
হইতে গালীলে গমন করিলেন।
৪৪ কারণ যীশু আপনি এই সাক্ষ্য
দিয়াছিলেন যে, ভাববাদী নিজ
৪৫ দেশে সমাদর পান না। অতএব
তিনি যখন গালীলে আসিলেন,
তখন গালীলীয়েরা তাঁহাকে গ্রহণ
করিল, কারণ যিরূশালেমে পর্ব্বের
সময়ে তিনি যাহা যাহা করিয়া-
ছিলেন, সে সমস্ত তাহারা দেখিয়া-
ছিল; কেননা তাহারাও সেই পর্ব্বে
গিয়াছিল।

### যীশু এক জন রোগীকে সুস্থ করেন।

৪৬ পরে তিনি আবার গালীলের
সেই কান্না নগরে গেলেন, যেখানে
জলকে দ্রাক্ষারস করিয়াছিলেন।
আর, এক জন রাজপুরুষ ছিলেন,
তাঁহার পুত্র কফরনাহূমে পীড়িত
৪৭ ছিল। যীশু যিহূদিয়া হইতে গালীলে
আসিয়াছেন, শুনিয়া তিনি তাঁহার
নিকটে গেলেন, এবং বিনতি
করিলেন, যেন তিনি গিয়া তাঁহার
পুত্রকে সুস্থ করেন; কারণ সে
৪৮ মৃতপ্রায় হইয়াছিল। তখন যীশু
তাঁহাকে কহিলেন, চিহ্ন এবং
অদ্ভুত লক্ষণ যদি না দেখ, তোমরা
কোন মতে বিশ্বাস করিবে না।
৪৯ সেই রাজপুরুষ তাঁহাকে কহিলেন,
হে প্রভু, আমার ছেলেটী না মরিতে
৫০ মরিতে আইসুন। যীশু তাঁহাকে

কহিলেন, যাও, তোমার পুত্র
বাঁচিল। যীশু সেই ব্যক্তিকে যে
কথা বলিলেন, তিনি তাহা বিশ্বাস
৫১ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি
যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার
দাসেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া
বলিল, আপনার বালকটী বাঁচিল।
৫২ তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, কোন্ ঘটিকায় তাহার
উপশম আরম্ভ হইয়াছিল? তাহারা
তাঁহাকে বলিল, কল্য সপ্তম ঘটিকার
সময়ে তাহার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে।
৫৩ তাহাতে পিতা বুঝিলেন, যীশু সেই
ঘটিকাতেই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,
তোমার পুত্র বাঁচিল; আর তিনি
আপনি ও তাঁহার সমস্ত পরিবার
৫৪ বিশ্বাস করিলেন। যিহূদিয়া হইতে
গালীলে আসিবার পর যীশু আবার
এই দ্বিতীয় চিহ্ন-কার্য্য করিলেন।

**যীশু আর এক জন রোগীকে সুস্থ করেন, ও উপদেশ দেন।**

৫ ইহার পরে যিহূদীদের একটী পর্ব্ব
উপস্থিত হইল; আর যীশু যিরূ-
২ শালেমে গেলেন। যিরূশালেমে
মেষ-দ্বারের নিকট একটী পুষ্করিণী
আছে, ইব্রীয় ভাষায় সেটীর নাম
বৈথেস্‌দা, তাহার পাঁচটী চাঁদনি
৩ ঘাট। সেই সকল ঘাটে বিস্তর
রোগী, অন্ধ, খঞ্জ, ও শুষ্কাঙ্গ পড়িয়া
৪ থাকিত। [ তাহারা জলসঞ্চলনের
অপেক্ষায় থাকিত। কেননা বিশেষ
বিশেষ সময়ে ঐ পুষ্করিণীতে প্রভুর
এক দূত নামিয়া আসিতেন ও জল
কম্পন করিতেন; সেই জলকম্পের
পরে যে কেহ প্রথমে জলে নামিত,
তাহার যে কোন রোগ হউক, সে
৫ তাহা হইতে মুক্তি পাইত।* ] আর
সেখানে একটী লোক ছিল, সে
৬ আটত্রিশ বৎসরের রোগী। যীশু
তাহাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া
ও দীর্ঘকাল সেই অবস্থায় রহিয়াছে
জানিয়া কহিলেন, তুমি কি সুস্থ
৭ হইতে চাও? রোগী উত্তর করিল,
মহাশয়, আমার এমন কোন লোক
নাই যে, যখন জল কম্পিত হয়,
তখন আমাকে পুষ্করিণীতে নামাইয়া
দেয়; আমি যাইতে যাইতে আর
এক জন আমার আগে নামিয়া
৮ পড়ে। যীশু তাহাকে কহিলেন,
উঠ, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া
৯ চলিয়া বেড়াও। তাহাতে তৎক্ষণাৎ
সেই ব্যক্তি সুস্থ হইল, এবং
আপনার খাট তুলিয়া লইয়া
চলিয়া বেড়াইতে লাগিল।
১০ সেই দিন বিশ্রামবার। অতএব
যাহাকে সুস্থ করা হইয়াছিল,
তাহাকে যিহূদীরা বলিল, আজ
বিশ্রামবার, খাট বহন করা তোমার
১১ পক্ষে বিধেয় নয়। কিন্তু সে
তাহাদিগকে উত্তর করিল, যিনি
আমাকে সুস্থ করিলেন, তিনিই
আমাকে বলিলেন, তোমার খাট
তুলিয়া লইয়া চলিয়া বেড়াও।
১২ তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,
সেই ব্যক্তি কে, যে তোমাকে
বলিয়াছে, খাট তুলিয়া লইয়া
১৩ চলিয়া বেড়াও? কিন্তু যে সুস্থ

---

* অনেক পুরাতন অনুলিপিতে ৪র্থ পদের কথাগুলি পাওয়া যায় না।

হইয়াছিল, সে জানিত না, তিনি
কে, কারণ সেখানে অনেক লোক
থাকাতে যীশু চলিয়া গিয়াছিলেন।
১৪ তার পরে যীশু ধর্ম্মধামে তাহার
দেখা পাইলেন, আর তাহাকে
বলিলেন, দেখ, তুমি সুস্থ হইলে;
আর পাপ করিও না, পাছে তোমার
১৫ আরও অধিক মন্দ ঘটে। সেই
ব্যক্তি চলিয়া গেল, ও যিহূদীদিগকে
বলিল যে, যীশুই তাহাকে সুস্থ
১৬ করিয়াছেন। আর এই কারণ
যিহূদীরা যীশুকে তাড়না করিতে
লাগিল, কেননা তিনি বিশ্রামবারে
১৭ এই সকল করিতেছিলেন। কিন্তু
যীশু তাহাদিগকে এই উত্তর দিলেন,
আমার পিতা এখন পর্য্যন্ত কার্য্য
করিতেছেন, আমিও করিতেছি।
১৮ এই কারণ যিহূদিগণ তাঁহাকে বধ
করিতে আরও চেষ্টা পাইল; কেননা
তিনি কেবল বিশ্রামবার লঙ্ঘন
করিতেন তাহা নয়, কিন্তু আবার
ঈশ্বরকে নিজ পিতা বলিতেন, আপ-
নাকে ঈশ্বরের সমান করিতেন।
১৯ অতএব যীশু উত্তর করিয়া তাহা-
দিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, পুত্র
আপনা হইতে কিছুই করিতে পারেন
না, কেবল পিতাকে যাহা করিতে
দেখেন, তাহাই করেন; কেননা
তিনি যাহা যাহা করেন, পুত্রও সেই
২০ সকল তদ্রূপ করেন। কারণ পিতা
পুত্রকে ভাল বাসেন, এবং আপনি
যাহা যাহা করেন, সকলই তাঁহাকে
দেখান; আর ইহা হইতেও মহৎ
মহৎ কর্ম্ম তাঁহাকে দেখাইবেন, যেন
২১ তোমরা আশ্চর্য্য মনে কর। কেননা
পিতা যেমন মৃতদিগকে উঠান ও
জীবন দান করেন, তদ্রূপ পুত্রও
যাহাদিগকে ইচ্ছা, জীবন দান
২২ করেন। কারণ পিতা কাহারও
বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচার-
২৩ ভার পুত্রকে দিয়াছেন, যেন সকলে
যেমন পিতাকে সমাদর করে, তেমনি
পুত্রকে সমাদর করে। পুত্রকে যে
সমাদর করে না, সে পিতাকে সমাদর
করে না, যিনি তাঁহাকে পাঠাইয়া-
২৪ ছেন। সত্য, সত্য, আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, যে ব্যক্তি আমার
বাক্য শুনে, ও যিনি আমাকে
পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করে,
সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে,
এবং বিচারে আনীত হয় না, কিন্তু
সে মৃত্যু হইতে জীবনে পার হইয়া
২৫ গিয়াছে। সত্য, সত্য, আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, এমন সময়
আসিতেছে, বরং এখন উপস্থিত,
যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব
শুনিবে, এবং যাহারা শুনিবে,
২৬ তাহারা জীবিত হইবে। কেননা
পিতার যেমন আপনাতে জীবন
আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও
আপনাতে জীবন রাখিতে দিয়াছেন।
২৭ আর তিনি তাঁহাকে বিচার করিবার
অধিকার দিয়াছেন, কেননা তিনি
২৮ মনুষ্যপুত্র। ইহাতে আশ্চর্য্য মনে
করিও না; কেননা এমন সময়
আসিতেছে, যখন কবরস্থ সকলে
২৯ তাঁহার রব শুনিবে, এবং যাহারা
সৎকার্য্য করিয়াছে, তাহারা জীবনের
পুনরুত্থানের জন্য, ও যাহারা অসৎ-

কার্য্য করিয়াছে, তাহারা বিচারের
পুনরুত্থানের জন্য বাহির হইয়া
আসিবে ।
৩০ আমি আপনা হইতে কিছুই
করিতে পারি না ; যেমন শুনি
তেমনি বিচার করি ; আর আমার
বিচার ন্যায্য, কেননা আমি আপনার
ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি না,
কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা
৩১ পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি । আমি যদি
আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য
দিই, তবে আমার সাক্ষ্য সত্য নয় ।
৩২ আমার বিষয়ে আর এক জন সাক্ষ্য
দিতেছেন ; এবং আমি জানি,
আমার বিষয়ে তিনি যে সাক্ষ্য
দিতেছেন, সেই সাক্ষ্য সত্য ।
৩৩ তোমরা যোহনের নিকটে লোক
পাঠাইয়াছ, আর তিনি সত্যের
৩৪ পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন । কিন্তু আমি
যে সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তাহা মনুষ্য
হইতে নয় ; তথাপি আমি এ সকল
কহিতেছি, যেন তোমরা পরিত্রাণ
৩৫ পাও । তিনি সেই জ্বলন্ত ও
জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ ছিলেন, এবং
তোমরা তাঁহার আলোতে কিছু
কাল আনন্দ করিতে ইচ্ছুক হইয়া-
৩৬ ছিলে । কিন্তু যোহনের দত্ত সাক্ষ্য
অপেক্ষা আমার গুরুতর সাক্ষ্য
আছে ; কেননা পিতা আমাকে
যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে
দিয়াছেন, যে সকল কার্য্য আমি
করিতেছি, সেই সকল আমার
বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছে যে, পিতা
৩৭ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন । আর
পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়া-
ছেন, তিনিই আমার বিষয়ে
সাক্ষ্য দিয়াছেন ; তাঁহার রব
তোমরা কখনও শুন নাই, তাঁহার
৩৮ আকারও দেখ নাই । আর তাঁহার
বাক্য তোমাদের অন্তরে অবস্থিতি
করে না ; কেননা তিনি যাঁহাকে
প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা
৩৯ বিশ্বাস কর না । তোমরা শাস্ত্র অনু-
সন্ধান করিয়া থাক, কারণ তোমরা
মনে করিয়া থাক যে, তাহাতেই
তোমাদের অনন্ত জীবন রহিয়াছে ;
আর তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য
৪০ দেয় ; আর তোমরা জীবন পাইবার
নিমিত্ত আমার নিকটে আসিতে
৪১ ইচ্ছা কর না । আমি মনুষ্যদের
৪২ হইতে গৌরব গ্রহণ করি না । কিন্তু
আমি তোমাদিগকে জানি, তোমা-
দের অন্তরে ত ঈশ্বরের প্রেম নাই ।
৪৩ আমি আপন পিতার নামে আসি-
য়াছি, আর তোমরা আমাকে গ্রহণ
কর না ; অন্য কেহ যদি আপনার
নামে আইসে, তাহাকে তোমরা
৪৪ গ্রহণ করিবে । তোমরা কিরূপে
বিশ্বাস করিতে পার ? তোমরা ত
পরস্পরের নিকটে গৌরব গ্রহণ
করিতেছ, এবং একমাত্র ঈশ্বরের
নিকট হইতে যে গৌরব আইসে,
৪৫ তাহার চেষ্টা কর না । মনে করিও
না যে, আমি পিতার নিকটে
তোমাদের উপরে দোষারোপ
করিব ; এক জন আছেন, যিনি
তোমাদের উপরে দোষারোপ
করেন ; তিনি মোশি, যাঁহার উপরে
৪৬ তোমরা প্রত্যাশা রাখিয়াছ । কারণ
যদি তোমরা মোশিকে বিশ্বাস

করিতে, তবে আমাকেও বিশ্বাস
করিতে, কেননা আমারই বিষয়ে
৪৭ তিনি লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার
লেখায় যদি বিশ্বাস না কর, তবে
আমার কথায় কিরূপে বিশ্বাস
করিবে?

### যীশুর আর দুইটী অলৌকিক কার্য্য ও তৎসংক্রান্ত উপদেশ।

৬ ইহার পরে[১] যীশু গালীল-
সাগরের, অর্থাৎ তিবিরিয়া-সাগরের,
২ অন্য পারে প্রস্থান করিলেন। আর
বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
যাইতে লাগিল, কেননা তিনি
রোগীদের উপরে যে সকল চিহ্ন-
কার্য্য করিতেন, সে সকল তাহারা
৩ দেখিত। আর যীশু পর্ব্বতে
উঠিলেন, এবং সেখানে আপন
৪ শিষ্যদের সহিত বসিলেন। তখন
নিস্তারপর্ব্ব, যিহূদীদের পর্ব্ব,
৫ সন্নিকট ছিল। আর যীশু চক্ষু
তুলিয়া, বিস্তর লোক তাঁহার নিকটে
আসিতেছে দেখিয়া, ফিলিপকে
বলিলেন, উহাদের আহারার্থে
আমরা কোথায় রুটী কিনিতে
৬ পাইব? এ কথা তিনি তাঁহার
পরীক্ষার নিমিত্ত বলিলেন; কেননা
কি করিবেন, তাহা তিনি আপনি
৭ জানিতেন। ফিলিপ তাঁহাকে উত্তর
করিলেন, উহাদের জন্য দুই শত
সিকির রুটীও এরূপ যথেষ্ট নয় যে,
প্রত্যেক জন কিছু কিছু পাইতে
৮ পারে। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এক
জন, শিমোন পিতরের ভ্রাতা
৯ আন্দ্রিয়, তাঁহাকে কহিলেন, এখানে
একটী বালক আছে, তাহার কাছে
যবের পাঁচখানা রুটী এবং দুইটী
মাছ আছে; কিন্তু এত লোকের
১০ মধ্যে তাহাতে কি হইবে? যীশু
বলিলেন, লোকদিগকে বসাইয়া
দেও। সে স্থানে অনেক ঘাস ছিল।
তাহাতে পুরুষেরা, সংখ্যায় অনুমান
পাঁচ হাজার লোক, বসিয়া গেল।
১১ তখন যীশু সেই রুটী কয়খানি
লইলেন, ও ধন্যবাদ করিলেন, এবং
যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদিগকে
ভাগ করিয়া দিলেন; সেইরূপে মাছ
কয়টী হইতেও, তাহারা যত ইচ্ছা
১২ করিল, দিলেন। আর তাহারা তৃপ্ত
হইলে তিনি আপন শিষ্যদিগকে
কহিলেন, অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া সকল
সংগ্রহ কর, যেন কিছুই নষ্ট না
১৩ হয়। তাহাতে তাঁহারা সংগ্রহ
করিলেন, আর ঐ পাঁচখানা যবের
রুটীর গুঁড়াগাঁড়ায় সেই লোকদের
ভোজনের পর যাহা বাঁচিয়াছিল,
তাহাতে বারো ডালা পূর্ণ করিলেন।
১৪ অতএব সেই লোকেরা তাঁহার কৃত
চিহ্ন-কার্য্য দেখিয়া বলিতে লাগিল,
উনি সত্যই সেই ভাববাদী, যিনি
১৫ জগতে আসিতেছেন। তখন যীশু
বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা
আসিয়া রাজা করিবার জন্য
তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হইয়াছে,
তাই আবার নিজে একাকী পর্ব্বতে
চলিয়া গেলেন।
১৬ সন্ধ্যা হইলে তাঁহার শিষ্যেরা

১। মথি ১৪; ১৩-৩৩। মার্ক ৬; ৩২-৫১।
লূক ৯; ১০-১৭।

১৭ সমুদ্রতীরে নামিয়া গেলেন, এবং
একখানি নৌকায় উঠিয়া সমুদ্র-
পারে কফরনাহূমের দিকে গমন
করিতে লাগিলেন। সে সময়
অন্ধকার হইয়াছিল, এবং যীশু
তখনও তাঁহাদের নিকটে আইসেন
১৮ নাই। আর প্রবল বায়ু প্রবাহিত
হওয়ায় সমুদ্রে ঢেউ উঠিয়াছিল।
১৯ এইরূপে দেড় বা দুই ক্রোশ
বাহিয়া গেলে পর তাঁহারা যীশুকে
দেখিতে পাইলেন, তিনি সমুদ্রের
উপর দিয়া হাঁটিয়া নৌকার নিকটে
আসিতেছেন; ইহাতে তাঁহারা ভয়
২০ পাইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, এ আমি, ভয় করিও না।
২১ তখন তাঁহারা তাঁহাকে নৌকাতে
গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন; আর
তাঁহারা যেখানে যাইতেছিলেন,
নৌকা তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে উপস্থিত
হইল।

২২ পর দিন, যে জনসমূহ সমুদ্রের
পরপারে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা
দেখিয়াছিল যে, সেখানে একখানি
বই আর নৌকা নাই, এবং যীশু
শিষ্যদের সহিত সেই নৌকাতে উঠেন
নাই, কেবল তাঁহার শিষ্যেরা প্রস্থান
২৩ করিয়াছিলেন।—কিন্তু তিবিরিয়া
হইতে কয়েকখানি নৌকা, যেখানে
প্রভু ধন্যবাদ করিলে লোকেরা রুটী
খাইয়াছিল, সেই স্থানের নিকটে
২৪ আসিয়াছিল।—অতএব লোকেরা
যখন দেখিল, যীশু সেখানে নাই,
তাঁহার শিষ্যেরাও নাই, তখন
তাহারা সেই সকল নৌকায় চড়িয়া
যীশুর অন্বেষণে কফরনাহূমে
২৫ আসিল। আর সমুদ্রের পারে
তাঁহাকে পাইয়া কহিল, রব্বি,
আপনি এখানে কখন্ আসিয়াছেন?
২৬ যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিয়া
কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা
চিহ্ন-কার্য্য দেখিয়াছ বলিয়া আমার
অন্বেষণ করিতেছ, তাহা নয়; কিন্তু
সেই রুটী খাইয়াছিলে ও তৃপ্ত
২৭ হইয়াছিলে বলিয়া। নশ্বর ভক্ষ্যের
নিমিত্ত শ্রম করিও না, কিন্তু সেই
ভক্ষ্যের জন্য শ্রম কর, যাহা অনন্ত
জীবন পর্য্যন্ত থাকে, যাহা মনুষ্যপুত্র
তোমাদিগকে দিবেন, কেননা পিতা
—ঈশ্বর—তাঁহাকেই মুদ্রাঙ্কিত
২৮ করিয়াছেন। তখন তাহারা তাঁহাকে
কহিল, আমরা যেন ঈশ্বরের
কার্য্য করিতে পারি, এ জন্য
আমাদিগকে কি করিতে হইবে?
২৯ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে
কহিলেন, ঈশ্বরের কার্য্য এই, যেন
তাঁহাতে তোমরা বিশ্বাস কর,
যাঁহাকে তিনি প্রেরণ করিয়াছেন।
৩০ তাহারা তাঁহাকে কহিল, ভাল,
আপনি এমন কি চিহ্ন-কার্য্য
করিতেছেন, যাহা দেখিয়া আমরা
আপনাকে বিশ্বাস করিব? আপনি
৩১ কি কার্য্য করিতেছেন? আমাদের
পিতৃপুরুষেরা প্রান্তরে মান্না খাইয়া-
ছিলেন, যেমন লেখা আছে, "তিনি
ভোজনের জন্য তাহাদিগকে স্বর্গ
৩২ হইতে খাদ্য দিলেন।"* যীশু
তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য,
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,

* যাত্রা ১৬; ১৩, ১৪। গীত ৭৮; ২৪।

মোশি তোমাদিগকে স্বর্গ হইতে
সেই খাদ্য দেন নাই, কিন্তু আমার
পিতাই তোমাদিগকে স্বর্গ হইতে
৩৩ প্রকৃত খাদ্য দেন। কেননা ঈশ্বরীয়
খাদ্য তাহাই, যাহা স্বর্গ হইতে
নামিয়া আইসে, ও জগৎকে জীবন
৩৪ দান করে। তখন তাহারা তাঁহাকে
কহিল, প্রভু, চিরকাল সেই খাদ্য
৩৫ আমাদিগকে দিউন। যীশু তাহা-
দিগকে বলিলেন, আমিই সেই
জীবন-খাদ্য। যে ব্যক্তি আমার
কাছে আইসে, সে ক্ষুধার্ত্ত হইবে
না, এবং যে আমাতে বিশ্বাস করে,
সে তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না, কখনও না।
৩৬ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি
যে, তোমরা আমাকে দেখিয়াছ,
৩৭ আর বিশ্বাস কর না। পিতা যে
সমস্ত আমাকে দেন, সে সমস্ত
আমারই কাছে আসিবে; এবং যে
আমার কাছে আসিবে, তাহাকে
আমি কোন মতে বাহিরে ফেলিয়া
৩৮ দিব না। কেননা আমার ইচ্ছা
সাধন করিবার জন্য আমি স্বর্গ
হইতে নামিয়া আসি নাই; কিন্তু
যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন,
তাঁহারই ইচ্ছা সাধন করিবার জন্য।
৩৯ আর যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন,
তাঁহার ইচ্ছা এই, তিনি আমাকে
যে সমস্ত দিয়াছেন, তাহার কিছুই
যেন না হারাই, কিন্তু শেষ দিনে
৪০ যেন তাহা উঠাই। কারণ আমার
পিতার ইচ্ছা এই, যে কেহ পুত্রকে
দর্শন করে ও তাঁহাতে বিশ্বাস করে,
সে যেন অনন্ত জীবন পায়; আর
আমিই তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব।

৪১ অতএব যিহূদীরা তাঁহার বিষয়ে
বচসা করিতে লাগিল, কেননা
তিনি বলিয়াছিলেন, আমিই সেই
খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া
৪২ আসিয়াছে। তাহারা বলিল, এ
কি যোষেফের পুত্র সেই যীশু
নয়, যাহার পিতা মাতাকে আমরা
জানি? এখন এ কেমন করিয়া
বলে, আমি স্বর্গ হইতে নামিয়া
৪৩ আসিয়াছি? যীশু উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
৪৪ পরস্পর বচসা করিও না। পিতা,
যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি
আকর্ষণ না করিলে কেহ আমার
কাছে আসিতে পারে না, আর
আমি তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব।
৪৫ ভাববাদিগণের গ্রন্থে লেখা
আছে, "তাহারা সকলে ঈশ্বরের
কাছে শিক্ষা পাইবে।"* যে কেহ
পিতার নিকটে শুনিয়া শিক্ষা
পাইয়াছে, সেই আমার কাছে
৪৬ আইসে। কেহ যে পিতাকে
দেখিয়াছে, তাহা নয়; যিনি ঈশ্বর
হইতে আসিয়াছেন, কেবল তিনিই
৪৭ পিতাকে দেখিয়াছেন। সত্য, সত্য,
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে
বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন
৪৮ পাইয়াছে। আমিই জীবন-খাদ্য।
৪৯ তোমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রান্তরে
মান্না খাইয়াছিল, আর তাহারা
৫০ মরিয়া গিয়াছে। এ সেই খাদ্য, যাহা
স্বর্গ হইতে নামিয়া আইসে, যেন
লোকে তাহা খায়, ও না মরে।
৫১ আমিই সেই জীবন্ত খাদ্য, যাহা

* যিশ ৫৪, ১৩।

স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে।
কেহ যদি এই খাদ্য খায়, তবে সে
অনন্তকাল জীবিত থাকিবে. আর
আমি যে খাদ্য দিব, সে আমার
মাংস, জগতের জীবনের জন্য।
৫২ অতএব যিহূদীরা পরস্পর বাগ্‌-
যুদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিল, এ
ব্যক্তি কেমন করিয়া আমাদিগকে
ভোজনের জন্য আপনার মাংস
৫৩ দিতে পারে? যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, তোমরা যদি
মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন ও তাঁহার
রক্ত পান না কর, তোমাদিগেতে
৫৪ জীবন নাই। যে আমার মাংস
ভোজন ও আমার রক্ত পান করে,
সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে, এবং
আমি তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব।
৫৫ কারণ আমার মাংস প্রকৃত ভক্ষ্য,
এবং আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়।
৫৬ যে আমার মাংস ভোজন ও আমার
রক্ত পান করে, সে আমাতে থাকে,
এবং আমি তাহাতে থাকি।
৫৭ যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে
প্রেরণ করিয়াছেন, এবং পিতা
হেতু আমি জীবিত আছি, সেইরূপ
যে কেহ আমাকে ভোজন করে,
সেও আমা হেতু জীবিত থাকিবে।
৫৮ এ সেই খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া
আসিয়াছে; পিতৃপুরুষেরা যেমন
খাইয়াছিল, এবং মরিয়াছিল, সেই-
রূপ নয়; এই খাদ্য যে ভোজন
করে, সে অনন্তকাল জীবিত
থাকিবে।
৫৯ এই সকল কথা তিনি কফর-
নাহূমে উপদেশ দিবার সময়ে
৬০ সমাজ-গৃহে কহিলেন। তাঁহার
শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এ কথা
শুনিয়া বলিল, এ কঠিন কথা, কে
৬১ ইহা শুনিতে পারে? কিন্তু তাঁহার
শিষ্যেরা এই বিষয়ে বচসা করিতেছে,
যীশু তাহা অন্তরে জ্ঞাত হইয়া
তাহাদিগকে বলিলেন, এই কথায়
৬২ কি তোমাদের বিঘ্ন জন্মে? তবে
মনুষ্যপুত্র পূর্ব্বে যেখানে ছিলেন,
সেখানে তোমরা তাঁহাকে উঠিতে
৬৩ দেখিলে কি বলিবে? আত্মাই
জীবনদায়ক, মাংস কিছু উপকারী
নয়; আমি তোমাদিগকে যে সকল
কথা বলিয়াছি, তাহা আত্মা ও
৬৪ জীবন; কিন্তু তোমাদের মধ্যে
কেহ কেহ আছে, যাহারা বিশ্বাস
করে না। কেননা যীশু প্রথম
হইতে জানিতেন, কে কে বিশ্বাস
করে না, এবং কেই বা তাঁহাকে
৬৫ শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে। তিনি
আরও কহিলেন, এই জন্য আমি
তোমাদিগকে বলিয়াছি, যদি পিতা
হইতে ক্ষমতা দত্ত না হয়, তবে
কেহই আমার নিকটে আসিতে
পারে না।
৬৬ ইহাতে তাঁহার অনেক শিষ্য
পিছাইয়া পড়িল, তাঁহার সঙ্গে আর
৬৭ যাতায়াত করিল না। অতএব যীশু
সেই বারো জনকে কহিলেন,
তোমরাও কি চলিয়া যাইতে ইচ্ছা
৬৮ করিতেছ? শিমোন পিতর তাঁহাকে
উত্তর করিলেন, প্রভু, কাহার কাছে
যাইব? আপনার নিকটে অনন্ত
৬৯ জীবনের কথা আছে; আর আমরা

বিশ্বাস করিয়াছি এবং জ্ঞাত
হইয়াছি যে, আপনিই ঈশ্বরের সেই
৭০ পবিত্র ব্যক্তি। যীশু তাঁহাদিগকে
উত্তর করিলেন, তোমরা এই যে
বারো জন, আমি কি তোমাদিগকে
মনোনীত করি নাই? আর
তোমাদের মধ্যেও এক জন
৭১ দিয়াবল আছে। এই কথা তিনি
ঈষ্করিয়োতীয় শিমোনের পুত্র
যিহূদার বিষয়ে কহিলেন, কারণ
সেই ব্যক্তি তাঁহাকে সমর্পণ করিবে,
সে বারো জনের মধ্যে এক জন।

**যিরূশালেমে দত্ত যীশুর উপদেশ।**

৭ এই সকলের পরে যীশু গালীলে
ভ্রমণ করিলেন, কেননা যিহূদিগণ
তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টা করায়
তিনি যিহূদিয়াতে ভ্রমণ করিতে
২ ইচ্ছা করিলেন না। এক্ষণে যিহূদী-
দের কুটীরবাস পর্ব্ব সন্নিকট হইল।
৩ অতএব তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে
কহিল, এখান হইতে প্রস্থান কর,
যিহূদিয়াতে চলিয়া যাও; যেন তুমি
যাহা যাহা করিতেছ, তোমার সেই
সকল কার্য্য তোমার শিষ্যেরাও
৪ দেখিতে পায়। কারণ এমন কেহ
নাই যে, গোপনে কর্ম্ম করে, আর
আপনি সপ্রকাশ হইতে চেষ্টা করে।
তুমি যখন এই সকল কর্ম্ম করিতেছ,
তখন আপনাকে জগতের কাছে
৫ প্রকাশ কর।—কারণ তাঁহার
ভ্রাতারাও তাঁহাতে বিশ্বাস করিত
৬ না।—তখন যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, আমার সময় এখনও
আইসে নাই, কিন্তু তোমাদের সময়
৭ সর্ব্বদাই উপস্থিত। জগৎ তোমা-
দিগকে ঘৃণা করিতে পারে না, কিন্তু
আমাকে ঘৃণা করে, কারণ আমি
তাহার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিই যে,
৮ তাহার কর্ম্ম মন্দ। তোমরাই পর্ব্বে
যাও; আমি এখনও এই পর্ব্বে
যাইতেছি না, কেননা আমার সময়
৯ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাহা-
দিগকে এই কথা বলিয়া তিনি
১০ গালীলে রহিলেন। কিন্তু তাঁহার
ভ্রাতৃগণ পর্ব্বে গেলে পর তিনিও
গেলেন, প্রকাশ্যরূপে নয়, কিন্তু এক
১১ প্রকার গোপনে। তাহাতে যিহূদি-
গণ পর্ব্বে তাঁহার অন্বেষণ করিল,
আর কহিল, সেই ব্যক্তি কোথায়?
১২ আর সমাগত লোকেরা তাঁহার
বিষয়ে ফুস্ ফুস্ করিয়া অনেক
কথা কহিতে লাগিল। কেহ কেহ
বলিল, তিনি ভাল লোক; আর
কেহ কেহ বলিল, তাহা নয়, বরং
সে লোকসমূহকে ভুলাইতেছে।
১৩ কিন্তু যিহূদিগণের ভয়ে কেহ
তাঁহার বিষয়ে প্রকাশ্যরূপে কিছু
বলিল না।

১৪ পর্ব্বের মধ্য সময়ে যীশু ধর্ম্মধামে
গেলেন, এবং উপদেশ দিতে
১৫ লাগিলেন। তাহাতে যিহূদীরা
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, এ
ব্যক্তি শিক্ষা না করিয়া কি প্রকারে
১৬ শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া উঠিল? যীশু
তাহাদিগকে উত্তর করিয়া
কহিলেন, আমার উপদেশ আমার
নহে, কিন্তু যিনি আমাকে
১৭ পাঠাইয়াছেন, তাঁহার। যদি কেহ
তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে ইচ্ছা

করে, সে এই উপদেশের বিষয়ে
জানিতে পারিবে, ইহা ঈশ্বর হইতে
হইয়াছে, না আমি আপনা হইতে
১৮ বলি। যে আপনা হইতে বলে, সে
আপনারই গৌরব চেষ্টা করে; কিন্তু
যিনি আপন প্রেরণকর্ত্তার গৌরব
চেষ্টা করেন, তিনি সত্যবাদী, আর
১৯ তাঁহাতে কোন অধর্ম্ম নাই। মোশি
তোমাদিগকে কি ব্যবস্থা দেন নাই?
তথাপি তোমাদের মধ্যে কেহই সেই
ব্যবস্থা পালন করে না। কেন
আমাকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ?
২০ লোকসমূহ উত্তর করিল, তোমাকে
ভূতে পাইয়াছে, কে তোমাকে বধ
২১ করিতে চেষ্টা করিতেছে? যীশু
উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
আমি একটী কার্য্য করিয়াছি, আর
সে জন্য তোমরা সকলে আশ্চর্য্য
২২ বোধ করিতেছ। মোশি তোমা-
দিগকে ত্বক্ছেদবিধি দিয়াছেন—
তাহা যে মোশি হইতে হইয়াছে,
এমন নয়, পিতৃপুরুষদের হইতে
হইয়াছে—এবং তোমরা বিশ্রাম-
বারে মনুষ্যের ত্বক্ছেদ করিয়া
২৩ থাক। মোশির ব্যবস্থা লঙ্ঘন যেন
না হয়, তজ্জন্য যদি বিশ্রামবারে
মানুষে ত্বক্ছেদ প্রাপ্ত হয়, তবে
আমি বিশ্রামবারে একটী মানুষকে
সর্ব্বাঙ্গীণ সুস্থ করিয়াছি বলিয়া
আমার উপরে কি ক্রোধ করিতেছ?
২৪ দৃশ্য মতে বিচার করিও না, কিন্তু
ন্যায্য বিচার কর।
২৫ তখন যিরূশালেম-নিবাসীদের
মধ্যে কয়েক জন কহিল, এ কি
সেই নহে, যাহাকে তাঁহারা বধ
২৬ করিতে চেষ্টা করেন? আর দেখ,
এ প্রকাশ্যরূপে কথা কহিতেছে,
আর তাঁহারা ইহাকে কিছুই বলেন
না; অধ্যক্ষগণ কি বাস্তবিক জানেন
২৭ যে, এ সেই খ্রীষ্ট? যাহা হউক, এ
কোথা হইতে আসিল, তাহা আমরা
জানি; খ্রীষ্ট যখন আইসেন, তখন
তিনি কোথা হইতে আসিলেন,
২৮ তাহা কেহ জানে না। তখন যীশু
ধর্ম্মধামে উপদেশ দিতে দিতে উচ্চৈঃ-
স্বরে কহিলেন, তোমরা ত আমাকে
জান, এবং আমি কোথা হইতে
আসিয়াছি, তাহাও জান। আর
আমি আপনা হইতে আসি নাই;
কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন,
২৯ তিনি সত্যময়; তোমরা তাঁহাকে
জান না; আমিই তাঁহাকে জানি,
কেননা আমি তাঁহার নিকট হইতে
আসিয়াছি, আর তিনিই আমাকে
৩০ প্রেরণ করিয়াছেন। এই জন্য
লোকেরা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা
করিল, তথাপি কেহ তাঁহার উপরে
হস্তক্ষেপ করিল না, কারণ তখনও
তাঁহার সময় উপস্থিত হয় নাই।
৩১ কিন্তু লোকদের মধ্যে অনেকে
তাঁহাতে বিশ্বাস করিল, আর কহিল,
খ্রীষ্ট যখন আসিবেন, তখন ইহাঁর
কৃত কার্য্য অপেক্ষা তিনি কি অধিক
চিহ্ন-কার্য্য করিবেন?
৩২ ফরীশীরা তাঁহার বিষয়ে লোক-
দিগকে এই সকল কথা ফুস্ ফুস্
করিয়া বলিতে শুনিল; আর প্রধান
যাজকেরা ও ফরীশীরা তাঁহাকে
ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত কয়েক
জন পদাতিককে পাঠাইয়া দিল।

৩৩ তাহাতে যীশু কহিলেন, আমি এখন
অল্প কাল তোমাদের সঙ্গে আছি,
তার পর, যিনি আমাকে পাঠাইয়া-
ছেন, তাঁহার নিকটে যাইতেছি।
৩৪ তোমরা আমার অন্বেষণ করিবে,
কিন্তু আমাকে পাইবে না; আর
আমি যেখানে আছি, সেখানে
৩৫ তোমরা আসিতে পার না। তখন
যিহূদীরা পরস্পর বলিতে লাগিল,
এ কোথায় যাইবে যে, আমরা
ইহাকে পাইতে পারিব না? এ কি
গ্রীকদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন লোকদের
নিকটে যাইবে, ও গ্রীকদিগকে
৩৬ উপদেশ দিবে? এ যে বলিল,
'আমার অন্বেষণ করিবে, কিন্তু
আমাকে পাইবে না, এবং আমি
যেখানে আছি, সেখানে তোমরা
আসিতে পার না', এ কি
কথা?
৩৭ শেষ দিন, পর্ব্বের প্রধান দিন,
যীশু দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,
কেহ যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তবে আমার
৩৮ কাছে আসিয়া পান করুক। যে
আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রে যেমন
বলে, তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত
৩৯ জলের নদী বহিবে। যাহারা তাঁহাতে
বিশ্বাস করিত, তাহারা যে আত্মাকে
পাইবে, তিনি সেই আত্মার বিষয়ে
এই কথা কহিলেন; কারণ তখনও
আত্মা দত্ত হন নাই, কেননা তখনও
৪০ যীশু মহিমাপ্রাপ্ত হন নাই। সেই
সকল কথা শুনিয়া লোকসমূহের
মধ্যে কেহ কেহ বলিল, ইনি সত্যই
৪১ সেই ভাববাদী। আর কেহ কেহ
বলিল, ইনি সেই খ্রীষ্ট। কিন্তু কেহ
কেহ বলিল, কেমন? খ্রীষ্ট কি
৪২ গালীল হইতে আসিবেন? শাস্ত্রে
কি বলে নাই, খ্রীষ্ট দায়ূদের বংশ
হইতে, এবং দায়ূদ যেখানে ছিলেন,
সেই বৈৎলেহম গ্রাম হইতে
৪৩ আসিবেন? এই প্রকারে তাঁহাকে
লইয়া লোকসমূহের মধ্যে মতভেদ
৪৪ হইল। আর তাহাদের কতকগুলি
লোক তাঁহাকে ধরিতে বাঞ্ছা
করিতেছিল, তথাপি কেহ তাঁহার
উপরে হস্তক্ষেপ করিল না।
৪৫ তখন পদাতিকেরা প্রধান যাজক-
দের ও ফরীশীদের নিকটে আসিল।
ইহারা তাহাদিগকে বলিল, তাহাকে
৪৬ আন নাই কেন? পদাতিকেরা
উত্তর করিল, এ ব্যক্তি যেরূপ কথা
বলেন, কোন মানুষে কখনও এরূপ
৪৭ কথা কহে নাই। ফরীশীরা তাহা-
দিগকে উত্তর করিল, তোমরাও কি
৪৮ ভ্রান্ত হইলে? অধ্যক্ষদের মধ্যে
কিম্বা ফরীশীদের মধ্যে কি কেহ
৪৯ উহাতে বিশ্বাস করিয়াছেন? কিন্তু
এই যে লোকসমূহ ব্যবস্থা জানে না,
৫০ ইহারা শাপগ্রস্ত। তখন নীকদীম—
তাহাদের মধ্যে এক জন, যিনি
পূর্ব্বে তাঁহার কাছে আসিয়াছিলেন
—তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
৫১ অগ্রে মানুষের নিজের কথা না
শুনিয়া, ও সে কি করে, না জানিয়া,
আমাদের ব্যবস্থা কি কাহারও
৫২ বিচার করে? তাহারা উত্তর করিয়া
তাঁহাকে কহিল, তুমিও কি
গালীলের লোক? অনুসন্ধান করিয়া
দেখ, গালীল হইতে কোন ভাব-
বাদীর উদয় হয় না।

৮ [পরে তাহারা প্রত্যেকে
আপন আপন গৃহে গেল, কিন্তু
২ যীশু জৈতুন পর্ব্বতে গেলেন। আর
প্রত্যূষে তিনি পুনর্ব্বার ধর্ম্মধামে
আসিলেন; এবং সমুদয় লোক
তাঁহার নিকটে আসিল; আর
তিনি বসিয়া তাহাদিগকে উপদেশ
৩ দিতে লাগিলেন। তখন অধ্যাপক ও
ফরীশীগণ ব্যভিচারে ধৃতা একটী
স্ত্রীলোককে তাঁহার নিকটে আনিল,
ও মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে
৪ কহিল, হে গুরু, এই স্ত্রীলোকটা
ব্যভিচারে, সেই ক্রিয়াতেই, ধরা
৫ পড়িয়াছে। ব্যবস্থায় মোশি এ
প্রকার লোককে পাথর মারিবার
আজ্ঞা আমাদিগকে দিয়াছেন; তবে
৬ আপনি কি বলেন? তাহারা তাঁহার
পরীক্ষাভাবেই এই কথা কহিল,
যেন তাঁহার নামে দোষারোপ করি-
বার সূত্র পাইতে পারে। কিন্তু যীশু
হেঁট হইয়া অঙ্গুলি দ্বারা ভূমিতে
৭ লিখিতে লাগিলেন। পরে তাহারা
যখন পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিতে লাগিল তিনি মাথা তুলিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের
মধ্যে যে নিষ্পাপ, সেই প্রথমে
৮ ইহাকে পাথর মারুক। পরে তিনি
পুনর্ব্বার হেঁট হইয়া অঙ্গুলি দিয়া
৯ ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। তখন
তাহারা ইহা শুনিয়া, এবং আপন
আপন সংবেদ দ্বারা দোষীকৃত
হইয়া, একে একে বাহিরে গেল,
প্রাচীন লোক অবধি আরম্ভ করিয়া
শেষ জন পর্য্যন্ত গেল; তাহাতে
কেবল যীশু অবশিষ্ট থাকিলেন,
আর সেই স্ত্রীলোকটী মধ্যস্থানে
১০ দাঁড়াইয়াছিল। তখন যীশু মাথা
তুলিয়া, স্ত্রীলোকটী ছাড়া আর
কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া,
তাহাকে কহিলেন, হে নারি, যাহারা
তোমার নামে অভিযোগ করিয়া-
ছিল, তাহারা কোথায়? কেহ কি
১১ তোমাকে দোষী করে নাই? সে
কহিল, না, প্রভু, কেহ করে নাই।
তখন যীশু তাহাকে বলিলেন,
আমিও তোমাকে দোষী করি না;
যাও, এখন অবধি আর পাপ
করিও না।]

১২ যীশু আবার লোকদের কাছে
কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন,
আমি জগতের জ্যোতি; যে আমার
পশ্চাৎ আইসে, সে কোন মতে
অন্ধকারে চলিবে না, কিন্তু জীবনের
১৩ দীপ্তি পাইবে। তাহাতে ফরীশীরা
তাঁহাকে কহিল, তুমি আপনার
বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিতেছ;
১৪ তোমার সাক্ষ্য সত্য নহে। যীশু
উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
যদিও আমি আপনার বিষয়ে
আপনি সাক্ষ্য দিই, তথাপি আমার
সাক্ষ্য সত্য; কারণ আমি কোথা
হইতে আসিয়াছি, কোথায়ই বা
যাইতেছি, তাহা জানি; কিন্তু
আমি কোথা হইতে আসি, কোথায়ই
বা যাইতেছি, তাহা তোমরা জান
১৫ না। তোমরা মাংস অনুসারে
বিচার করিতেছ; আমি কাহারও
১৬ বিচার করি না। আর যদিও
আমি বিচার করি, আমার বিচার
সত্য, কেননা আমি একা নহি,

কিন্তু আমি আছি, এবং পিতা
আছেন, যিনি আমাকে পাঠাইয়া-
১৭ ছেন। আর তোমাদের ব্যবস্থাতেও
লিখিত আছে, দুই জনের
১৮ সাক্ষ্য সত্য*। আমি আপনি
আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিই, আর
পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন,
তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।
১৯ তখন তাহারা তাঁহাকে বলিল,
তোমার পিতা কোথায়? যীশু
উত্তর করিলেন, তোমরা আমাকেও
জান না, আমার পিতাকেও জান
না; যদি আমাকে জানিতে, আমার
২০ পিতাকেও জানিতে। এই সকল
কথা তিনি ধর্ম্মধামে উপদেশ দিবার
সময়ে ভাণ্ডার-গৃহে কহিলেন; এবং
কেহ তাঁহাকে ধরিল না, কারণ
তখনও তাঁহার সময় উপস্থিত হয়
নাই।
২১ পরে তিনি আবার তাহাদিগকে
কহিলেন, আমি যাইতেছি, আর
তোমরা আমার অন্বেষণ করিবে, ও
তোমাদের পাপে মরিবে; আমি
যেখানে যাইতেছি, সেখানে তোমরা
২২ আসিতে পার না। তখন যিহূদীরা
বলিল, এ কি আত্মঘাতী হইবে, তাই
বলিতেছে, আমি যেখানে যাইতেছি,
সেখানে তোমরা আসিতে পার না।
২৩ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
অধঃস্থানের, আমি ঊর্দ্ধস্থানের;
তোমরা এ জগতের, আমি এ জগতের
২৪ নহি। এই জন্য তোমাদিগকে বলি-
লাম যে, তোমরা তোমাদের পাপ-
সমূহে মরিবে; কেননা যদি বিশ্বাস
না কর যে, আমিই তিনি, তবে
২৫ তোমাদের পাপসমূহে মরিবে। তখন
তাহারা কহিল, তুমি কে? যীশু
তাহাদিগকে বলিলেন, তাহাই
ত প্রথম হইতে তোমাদিগকে
২৬ বলিতেছি*। তোমাদের বিষয়ে বলি-
বার ও বিচার করিবার অনেক কথা
আমার আছে; যাহা হউক, যিনি
আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি সত্য,
এবং আমি তাঁহার নিকটে যাহা
যাহা শুনিয়াছি, তাহাই জগৎকে
২৭ বলিতেছি।—তিনি যে তাহাদিগকে
পিতার বিষয় বলিতেছিলেন, ইহা
২৮ তাহারা বুঝিল না।—তখন যীশু
কহিলেন, যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রকে
উচ্চে উঠাইবে, তখন জানিবে যে,
আমিই তিনি, আর আমি আপনা
হইতে কিছুই করি না, কিন্তু পিতা
আমাকে যেমন শিক্ষা দিয়াছেন,
তদনুসারে এই সকল কথা কহি।
২৯ আর যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন,
তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন;
তিনি আমাকে একা ছাড়িয়া দেন
নাই, কেননা আমি সর্ব্বদা তাঁহার
সন্তোষজনক কার্য্য করি।
৩০ তিনি এই সকল কথা কহিলে
অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল।
৩১ অতএব যে যিহূদীরা তাঁহাকে
বিশ্বাস করিল, তাহাদিগকে যীশু
কহিলেন, তোমরা যদি আমার
বাক্যে স্থির থাক, তাহা হইলে
৩২ সত্যই তোমরা আমার শিষ্য; আর
তোমরা সেই সত্য জানিবে, এবং

* দ্বি ১৭, ৬। ১৯, ১৫।

* (বা) কেনই বা আমি তোমাদের কাছে একেবারেই কথা বলি?

সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন
৩৩ করিবে। তাহারা তাঁহাকে উত্তর
করিল, আমরা অব্রাহামের বংশ,
কখনও কাহারও দাস হই নাই ;
আপনি কেমন করিয়া বলিতেছেন
যে, তোমাদিগকে স্বাধীন করা
৩৪ যাইবে ? যীশু তাহাদিগকে উত্তর
করিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, যে কেহ
পাপাচরণ করে, সে পাপের দাস।
৩৫ আর দাস বাটীতে চিরকাল থাকে
৩৬ না ; পুত্র চিরকাল থাকেন। অতএব
পুত্র যদি তোমাদিগকে স্বাধীন
করেন, তবে তোমরা প্রকৃতরূপে
৩৭ স্বাধীন হইবে। আমি জানি, তোমরা
অব্রাহামের বংশ ; কিন্তু আমাকে
বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ, কারণ
আমার বাক্য তোমাদের অন্তরে
৩৮ স্থান পায় না। আমার পিতার
কাছে আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি,
তাহাই বলিতেছি ; আর তোমাদের
পিতার কাছে তোমরা যাহা যাহা
৩৯ শুনিয়াছ, তাহাই করিতেছ। তাহারা
উত্তর করিয়া তাঁহাকে বলিল, আমা-
দের পিতা অব্রাহাম। যীশু তাহা-
দিগকে বলিলেন, তোমরা যদি
অব্রাহামের সন্তান হইতে, তবে
৪০ অব্রাহামের কর্ম্ম করিতে। কিন্তু
ঈশ্বরের কাছে সত্য শুনিয়া তোমা-
দিগকে জানাইয়াছি যে আমি,
আমাকেই বধ করিতে চেষ্টা করি-
তেছ ; অব্রাহাম এরূপ করেন নাই।
৪১ তোমাদের পিতার কার্য্য তোমরা
করিতেছ। তাহারা তাঁহাকে কহিল,
আমরা ব্যভিচারজাত নহি ; আমা-
দের একমাত্র পিতা আছেন, তিনি
৪২ ঈশ্বর। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন,
ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হইতেন,
তবে তোমরা আমাকে প্রেম করিতে,
কেননা আমি ঈশ্বর হইতে বাহির
হইয়া আসিয়াছি ; আমি ত আপনা
হইতে আসি নাই, কিন্তু তিনিই
আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।
৪৩ তোমরা কেন আমার কথা বুঝ না ?
কারণ এই যে, আমার বাক্য শুনিতে
৪৪ পার না। তোমরা আপনাদের
পিতা দিয়াবলের, এবং তোমাদের
পিতার অভিলাষ সকল পালন
করাই তোমাদের ইচ্ছা ; সে আদি
হইতেই নরঘাতক, সত্যে থাকে নাই,
কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই। সে
যখন মিথ্যা বলে, তখন আপনা
হইতেই বলে, কেননা সে মিথ্যাবাদী
৪৫ ও তাহার পিতা। কিন্তু আমি সত্য
বলি, তাই তোমরা আমাকে বিশ্বাস
৪৬ কর না। তোমাদের মধ্যে কে
আমাকে পাপী বলিয়া প্রমাণ করিতে
পারে ? যদি আমি সত্য বলি, তবে
তোমরা কেন আমাকে বিশ্বাস কর
৪৭ না ? যে কেহ ঈশ্বরের, সে ঈশ্বরের
কথা সকল শুনে ; এই জন্যই
তোমরা শুন না, কারণ তোমরা
৪৮ ঈশ্বরের নহ। যিহূদীরা উত্তর করিয়া
তাঁহাকে কহিল, আমরা কি ভালই
বলি না যে, তুমি একজন শমরীয়
৪৯ ও ভূতগ্রস্ত ? যীশু উত্তর করিলেন,
আমি ভূতগ্রস্ত নহি, কিন্তু আপন
পিতাকে সমাদর করি, আর তোমরা
৫০ আমাকে অনাদর কর। কিন্তু আমি
আপনার গৌরব অন্বেষণ করি না ;

এক জন আছেন, যিনি অন্বেষণ
৫১ করেন ও বিচার করেন। সত্য,
সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
কেহ যদি আমার বাক্য পালন
করে, সে কখনও মৃত্যু দেখিবে না।
৫২ যিহূদীরা তাঁহাকে বলিল, এখন
জানিলাম, তুমি ভূতগ্রস্ত; অব্রাহাম
ও ভাববাদিগণ মরিয়া গিয়াছেন;
আর তুমি বলিতেছ, কেহ যদি
আমার বাক্য পালন করে, সে
কখনও মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না।
৫৩ তুমি কি আমাদের পিতৃপুরুষ
অব্রাহাম অপেক্ষা বড়? তিনি ত
মরিয়াছেন, এবং ভাববাদিগণও
মরিয়াছেন; তুমি আপনার বিষয়ে
৫৪ কি বল? যীশু উত্তর করিলেন,
আমি যদি আপনাকে গৌরবান্বিত
করি; তবে আমার গৌরব কিছুই
নয়; আমার পিতাই আমাকে
গৌরবান্বিত করিতেছেন, যাঁহার
বিষয় তোমরা বলিয়া থাক যে, তিনি
৫৫ তোমাদের ঈশ্বর; আর তোমরা
তাঁহাকে জান নাই; কিন্তু আমি
তাঁহাকে জানি; আর আমি যদি
বলি যে, তাঁহাকে জানি না, তবে
তোমাদেরই ন্যায় মিথ্যাবাদী হইব;
কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি, এবং
৫৬ তাঁহার বাক্য পালন করি। তোমা-
দের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম আমার
দিন দেখিবার আশায় উল্লাসিত
হইয়াছিলেন, এবং তিনি তাহা
দেখিলেন ও আনন্দ করিলেন।
৫৭ তখন যিহূদীরা তাঁহাকে কহিল,
তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বৎসর
হয় নাই, তুমি কি অব্রাহামকে
৫৮ দেখিয়াছ? যীশু তাহাদিগকে কহি-
লেন, সত্য, সত্য, আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, অব্রাহামের
জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি আছি।
৫৯ তখন তাহারা তাঁহার উপর ছুড়িয়া
মারিবার জন্য পাথর তুলিয়া লইল,
যীশু কিন্তু অন্তর্হিত হইলেন, ও ধর্ম্ম-
ধাম হইতে বাহিরে গেলেন।

**যীশু এক জন জন্মান্ধকে চক্ষু দেন।**
**উত্তম মেষপালকের দৃষ্টান্ত।**

৯ আর তিনি যাইতে যাইতে একটী
লোককে দেখিতে পাইলেন, সে
২ জন্মাবধি অন্ধ। তাঁহার শিষ্যেরা
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রব্বি,
কে পাপ করিয়াছিল, এ ব্যক্তি,
না ইহার পিতামাতা, যাহাতে এ
৩ অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছে? যীশু উত্তর
করিলেন, পাপ এ করিয়াছে, কিম্বা
ইহার পিতামাতা করিয়াছে, তাহা
নয়; কিন্তু এই ব্যক্তিতে ঈশ্বরের
কার্য্য যেন প্রকাশিত হয়, তাই
৪ এমন হইয়াছে। যতক্ষণ দিনমান
ততক্ষণ, যিনি আমাকে পাঠাইয়া-
ছেন, তাঁহার কার্য্য আমাদিগকে
করিতে হইবে; রাত্রি আসিতেছে,
তখন কেহ কার্য্য করিতে পারে না।
৫ আমি যখন জগতে আছি, তখন
৬ জগতের জ্যোতি রহিয়াছি। এই
কথা বলিয়া তিনি ভূমিতে থুথু
ফেলিয়া সেই থুথু দিয়া কাদা করি-
লেন; পরে ঐ ব্যক্তির চক্ষুতে সেই
কাদা লেপন করিলেন ও তাহাকে
৭ কহিলেন, শীলোহ সরোবরে যাও,
ধুইয়া ফেল; অনুবাদ করিলে

এই নামের অর্থ 'প্রেরিত'। তখন
সে গিয়া ধুইয়া ফেলিল, এবং
দেখিতে দেখিতে আসিল।
৮ তখন প্রতিবাসীরা, এবং
যাহারা পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছিল
যে, সে ভিক্ষা করিত, তাহারা
বলিতে লাগিল, এ কি সেই নয়, যে
৯ বসিয়া ভিক্ষা চাহিত? কেহ কেহ
বলিল, সেই বটে; আর কেহ কেহ
বলিল, না, কিন্তু তাহারই মত; সে
১০ বলিল, আমি সেই। তখন তাহারা
তাহাকে বলিল, তবে কি প্রকারে
১১ তোমার চক্ষু খুলিয়া গেল? সে
উত্তর করিল, যীশু নামে সেই ব্যক্তি
কাদা করিয়া আমার চক্ষুতে লেপন
করিলেন, আর আমাকে বলিলেন,
শীলোহে যাও, ধুইয়া ফেল;
তাহাতে আমি গিয়া ধুইয়া ফেলিলে
১২ দৃষ্টি পাইলাম। তাহারা তাহাকে
কহিল, সে ব্যক্তি কোথায়? সে
বলিল, তাহা জানি না।
১৩ পূর্ব্বে যে অন্ধ ছিল, তাহাকে
তাহারা ফরীশীদের নিকটে লইয়া
১৪ গেল। যে দিন যীশু কাদা করিয়া
তাহার চক্ষু খুলিয়া দেন, সেই দিন
১৫ বিশ্রামবার। এই জন্য আবার
ফরীশীরাও তাহাকে জিজ্ঞাসা
করিতে লাগিল, কিরূপে দৃষ্টি
পাইলে? সে তাহাদিগকে কহিল,
তিনি আমার চক্ষের উপরে কাদা
দিলেন, পরে আমি ধুইয়া ফেলিলাম,
১৬ আর দেখিতে পাইতেছি। তখন
কয়েক জন ফরীশী বলিল, সে ব্যক্তি
ঈশ্বর হইতে আইসে নাই, কেননা
সে বিশ্রামবার পালন করে না।
আর কেহ কেহ বলিল, যে ব্যক্তি
পাপী, সে কি প্রকারে এমন সকল
চিহ্ন-কার্য্য করিতে পারে? এই-
রূপে তাহাদের মধ্যে মতভেদ হইল।
১৭ পরে তাহারা পুনরায় সেই অন্ধকে
কহিল, তুমি তাহার বিষয়ে কি
বল? কারণ সে তোমারই চক্ষু
১৮ খুলিয়া দিয়াছে। সে কহিল, তিনি
ভাববাদী। যিহূদীরা তাহার বিষয়ে
বিশ্বাস করিল না যে, সে অন্ধ ছিল
আর দৃষ্টি পাইয়াছে, এই জন্য
তাহারা ঐ দৃষ্টিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পিতা-
মাতাকে ডাকাইয়া তাহাদিগকে
১৯ জিজ্ঞাসা করিল, এ কি তোমাদের
পুত্র, যাহার বিষয়ে তোমরা বলিয়া
থাক, এ অন্ধই জন্মিয়াছিল? তবে
এখন কি প্রকারে দেখিতে
২০ পাইতেছে? তাহার পিতামাতা
উত্তর করিয়া কহিল, আমরা জানি,
এ আমাদের পুত্র, এবং অন্ধই
২১ জন্মিয়াছিল, কিন্তু এখন কি প্রকারে
দেখিতে পাইতেছে, তাহা জানি না,
এবং কেই বা ইহার চক্ষু খুলিয়া
দিয়াছে, তাহাও আমরা জানি না;
ইহাকেই জিজ্ঞাসা করুন, এ বয়ঃ-
প্রাপ্ত, আপনার কথা আপনি
২২ বলিবে। তাহার পিতামাতা যিহূদী-
দিগকে ভয় করিত, সেই জন্য ইহা
কহিল; কেননা যিহূদীরা পূর্ব্বেই
স্থির করিয়াছিল, কেহ যদি তাঁহাকে
খ্রীষ্ট বলিয়া স্বীকার করে, তাহা
২৩ হইলে সে সমাজচ্যুত হইবে; এই
কারণ তাহার পিতামাতা কহিল, এ
বয়ঃপ্রাপ্ত, ইহাকেই জিজ্ঞাসা করুন।
২৪ অতএব যে অন্ধ ছিল, তাহারা

দ্বিতীয় বার তাহাকে ডাকিয়া কহিল,
ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার কর;
আমরা জানি যে, সেই ব্যক্তি
২৫ পাপী। সে উত্তর করিল, তিনি
পাপী কি না, তাহা জানি না;
একটী বিষয় জানি, আমি অন্ধ
ছিলাম, এখন দেখিতে পাইতেছি।
২৬ তাহারা তাহাকে বলিল,সে তোমার
প্রতি কি করিয়াছিল? কি প্রকারে
২৭ তোমার চক্ষু খুলিয়া দিল? সে
উত্তর করিল, এক বার আপনা-
দিগকে বলিয়াছি, আপনারা শুনেন
নাই; তবে আবার শুনিতে চাহেন
কেন? আপনারাও কি তাঁহার
২৮ শিষ্য হইতে চাহেন? তখন তাহারা
তাহাকে গালি দিয়া বলিল, তুই
সেই ব্যক্তির শিষ্য; আমরা মোশির
২৯ শিষ্য। আমরা জানি, ঈশ্বর মোশির
সঙ্গে কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু এ
কোথা হইতে আসিল, তাহা জানি
৩০ না। সেই ব্যক্তি উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে কহিল, ইহার মধ্যে
ত আশ্চর্য্য এই যে, তিনি কোথা
হইতে আসিলেন, তাহা আপনারা
জানেন না, তথাপি তিনি আমার
৩১ চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। আমরা
জানি, ঈশ্বর পাপীদের কথা শুনেন।
না, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বর-
ভক্ত হয়, আর তাঁহার ইচ্ছা পালন
করে, তিনি তাহারই কথা শুনেন
৩২ কখনও শুনা যায় নাই যে, কেহ
জন্মান্ধের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে।
৩৩ তিনি যদি ঈশ্বর হইতে না আসিতেন,
তবে কিছুই করিতে পারিতেন না।
৩৪ তাহারা উত্তর করিয়া তাহাকে
কহিল, তুই একেবারে পাপেই
জন্মিয়াছিস্, আর তুই আমাদিগকে
শিক্ষা দিতেছিস্? পরে তাহারা
তাহাকে বাহির করিয়া দিল।
৩৫ যীশু শুনিলেন যে, তাহারা
তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছে;
আর তিনি তাহার দেখা পাইয়া
বলিলেন, তুমি কি ঈশ্বরের পুত্রে*
৩৬ বিশ্বাস করিতেছ? সে উত্তর
করিয়া কহিল, প্রভু, তিনি কে?
আমি যেন তাঁহাতে বিশ্বাস করি।
৩৭ যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমি
তাঁহাকে দেখিয়াছ; আর তিনিই
তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।
৩৮ সে কহিল, বিশ্বাস করিতেছি, প্রভু;
আর সে তাঁহাকে প্রণাম করিল।
৩৯ তখন যীশু বলিলেন, বিচারের
জন্য আমি এ জগতে আসিয়াছি,
যেন যাহারা দেখে না, তাহারা
দেখিতে পায়, এবং যাহারা দেখে,
৪০ তাহারা যেন অন্ধ হয়। ফরীশীদের
মধ্যে যাহারা তাঁহার সঙ্গে ছিল,
তাহারা এই সকল কথা শুনিল,
আর তাঁহাকে কহিল, আমরাও
৪১ কি অন্ধ না কি? যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, যদি অন্ধ হইতে, তোমা-
দের পাপ থাকিত না; কিন্তু এখন
তোমরা বলিয়া থাক, আমরা দেখি-
তেছি; তোমাদের পাপ রহিয়াছে।

১০ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, যে কেহ দ্বার দিয়া
মেষদের খোঁয়াড়ে প্রবেশ না করে,
কিন্তু আর কোন দিক্ দিয়া উঠে,

* (বা) মনুষ্যপুত্রে।

২ সে চোর ও দস্যু। কিন্তু যে দ্বার
দিয়া প্রবেশ করে, সে মেষদের
৩ পালক। তাহাকেই দ্বারী দ্বার
খুলিয়া দেয়, এবং মেষেরা তাহার
রব শুনে ; আর সে নাম ধরিয়া
তাহার নিজের মেষদিগকে ডাকে,
৪ ও বাহিরে লইয়া যায়। যখন সে
নিজের সকলগুলিকে বাহির করে,
তখন তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন
করে ; আর মেষেরা তাহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ চলে, কারণ তাহারা তাহার
৫ রব জানে। কিন্তু তাহারা কোন
মতে অপর লোকের পশ্চাৎ যাইবে
না, বরং তাহার নিকট হইতে
পলায়ন করিবে ; কারণ অপর
লোকদের রব তাহারা জানে না।
৬ এই দৃষ্টান্তটী যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে
যে কি বলিলেন, তাহা তাহারা
বুঝিল না।
৭ অতএব যীশু পুনর্ব্বার তাহা-
দিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, আমিই
৮ মেষদিগের দ্বার। যাহারা আমার
পূর্ব্বে আসিয়াছিল, তাহারা সকলে
চোর ও দস্যু, কিন্তু মেষেরা তাহাদের
৯ রব শুনে নাই। আমিই দ্বার, আমা
দিয়া যদি কেহ প্রবেশ করে, সে
পরিত্রাণ পাইবে, এবং ভিতরে
আসিবে ও বাহিরে যাইবে ও চরাণী
১০ পাইবে। চোর আইসে, কেবল যেন
চুরি, বধ ও বিনাশ করিতে পারে ;
আমি আসিয়াছি, যেন তাহারা
১১ জীবন পায় ও উপচয় পায়। আমিই
উত্তম মেষপালক ; উত্তম মেষপালক
মেষদের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ
১২ করে। যে বেতনজীবী, মেষপালক
নয়, মেষ সকল যাহার নিজের নয়,
সে কেন্দুয়া আসিতে দেখিলে মেষ-
গুলি ফেলিয়া পলায়ন করে ;
তাহাতে কেন্দুয়া তাহাদিগকে ধরিয়া
লইয়া যায়, ও ছিন্নভিন্ন করিয়া
১৩ ফেলে ; সে পলায়ন করে, কারণ
সে বেতনজীবী, মেষদিগের জন্য চিন্তা
১৪ করে না। আমিই উত্তম মেষপালক ;
আমার নিজের সকলকে আমি
জানি, এবং আমার নিজের সকলে
১৫ আমাকে জানে, যেমন পিতা
আমাকে জানেন, ও আমি পিতাকে
জানি ; এবং মেষদিগের জন্য আমি
১৬ আপন প্রাণ সমর্পণ করি। আমার
আরও মেষ আছে, সে সকল এ
খোঁয়াড়ের নয় ; তাহাদিগকেও
আমার আনিতে হইবে, এবং তাহারা
আমার রব শুনিবে, তাহাতে এক
১৭ পাল, ও এক পালক হইবে। পিতা
আমাকে এই জন্য প্রেম করেন,
কারণ আমি আপন প্রাণ সমর্পণ
করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ করি।
১৮ কেহ আমা হইতে তাহা হরণ করে
না, বরং আমি আপনা হইতেই তাহা
সমর্পণ করি। তাহা সমর্পণ করিতে
আমার ক্ষমতা আছে ; এবং পুনরায়
তাহা গ্রহণ করিতেও আমার ক্ষমতা
আছে ; এই আদেশ আমি আপন
পিতা হইতে পাইয়াছি।
১৯ এই সকল বাক্য হেতু যিহূদীদের
মধ্যে পুনরায় মতভেদ হইল।
২০ তাহাদের মধ্যে অনেকে কহিল, এ
ভূতগ্রস্ত ও পাগল, ইহার কথা কেন

২১ শুনিতেছ? অন্যেরা বলিল, এ
সকল ত ভূতগ্রস্ত লোকের কথা
নয়; ভূত কি অন্ধদের চক্ষু খুলিয়া
দিতে পারে?

## নিজ ক্ষমতার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা।

২২ সেই সময়ে যিরূশালেমে মন্দির-
প্রতিষ্ঠার পর্ব্ব উপস্থিত হইল; তখন
২৩ শীতকাল; আর যীশু ধর্ম্মধামে
শলোমনের বারাণ্ডায় বেড়াইতে-
২৪ ছিলেন। তাহাতে যিহূদীরা তাঁহাকে
ঘেরিয়া বলিতে লাগিল, আর কত
কাল আমাদের প্রাণ দোলায়মান
রাখিতেছ? তুমি যদি খ্রীষ্ট হও,
২৫ স্পষ্ট করিয়া আমাদিগকে বল। যীশু
উত্তর করিলেন, আমি তোমাদিগকে
বলিয়াছি, আর তোমরা বিশ্বাস কর
না; আমি যে সকল কার্য্য আমার
পিতার নামে করিতেছি, সেই সমস্ত
২৬ আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু
তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ
তোমরা আমার মেষদের মধ্যে নহ।
২৭ আমার মেষেরা আমার রব শুনে,
আর আমি তাহাদিগকে জানি, এবং
তাহারা আমার পশ্চাদগমন করে;
২৮ আর আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন
দিই, তাহারা কখনই বিনষ্ট হইবে
না, এবং কেহই আমার হস্ত হইতে
তাহাদিগকে কাড়িয়া লইবে না।
২৯ আমার পিতা, যিনি তাহাদের
আমাকে দিয়াছেন, তিনি সর্ব্বা-
পেক্ষা মহান্*; এবং কেহই পিতার
হস্ত হইতে কিছুই কাড়িয়া লইতে
৩০ পারে না। আমি ও পিতা, আমরা
৩১ এক। যিহূদীরা আবার তাঁহাকে
৩২ মারিবার জন্য পাথর তুলিল। যীশু
তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, পিতা
হইতে তোমাদিগকে অনেক উত্তম
কার্য্য দেখাইয়াছি, তাহার কোন্
কার্য্য প্রযুক্ত আমাকে পাথর মার?
৩৩ যিহূদীরা তাঁহাকে এই উত্তর দিল,
উত্তম কার্য্যের জন্য তোমাকে পাথর
মারি না, কিন্তু ঈশ্বর-নিন্দার জন্য,
কারণ তুমি মানুষ হইয়া আপনাকে
ঈশ্বর করিয়া তুলিতেছ, এই জন্য।
৩৪ যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন,
তোমাদের ব্যবস্থায় কি লিখিত নাই,
"আমি বলিলাম, তোমরা ঈশ্বর"?*
৩৫ যাহাদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য
উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি যদি
তাহাদিগকে ঈশ্বর বলিলেন—আর
শাস্ত্রের খণ্ডন ত হইতে পারে না—
৩৬ তবে যাঁহাকে পিতা পবিত্র করিলেন
ও জগতে প্রেরণ করিলেন, তোমরা
কি তাঁহাকে বল যে, তুমি ঈশ্বর-
নিন্দা করিতেছ, কেননা আমি
বলিলাম যে, আমি ঈশ্বরের পুত্র?
৩৭ আমার পিতার কার্য্য যদি না
করি, তবে আমাকে বিশ্বাস করিও
৩৮ না। কিন্তু যদি করি, আমাকে
বিশ্বাস না করিলেও, সেই কার্য্যে
বিশ্বাস কর; যেন তোমরা জানিতে
পার ও বুঝিতে পার যে, পিতা
আমাতে আছেন, এবং আমি
৩৯ পিতাতে আছি। তাহারা আবার
তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু

* (বা) আমার পিতা যাহা আমাকে দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ।

* গীত ৮২; ৬।

তিনি তাহাদের হাত এড়াইয়া
বাহির হইয়া গেলেন ।
৪০ পরে তিনি আবার যর্দ্দনের
পরপারে, যেখানে যোহন প্রথমে
বাপ্তাইজ করিতেন, সেই স্থানে
গেলেন ; আর তথায় রহিলেন ।
৪১ তাহাতে অনেকে তাঁহার কাছে
আসিল, এবং বলিল, যোহন কোন
চিহ্ন-কার্য্য করেন নাই, কিন্তু এই
ব্যক্তির বিষয়ে যোহন যে সকল
কথা বলিয়াছিলেন, সে সকলই
৪২ সত্য । আর সেখানে অনেকে
তাঁহাতে বিশ্বাস করিল ।

**যীশু মৃত লাসারকে জীবন দেন ।**

১১ বৈথনিয়ায় এক ব্যক্তি পীড়িত
ছিলেন, তাঁহার নাম লাসার ;
তিনি মরিয়ম ও তাঁহার ভগিনী
২ মার্থার গ্রামের লোক । ইনি সেই
মরিয়ম, যিনি প্রভুকে সুগন্ধি তৈল
মাখাইয়া দেন, এবং আপন কেশ
দিয়া তাঁহার চরণ মুছাইয়া দেন ;
তাঁহারই ভ্রাতা লাসার পীড়িত
৩ ছিলেন । অতএব ভগিনীরা তাঁহাকে
বলিয়া পাঠাইলেন, প্রভু, দেখুন,
আপনি যাহাকে ভাল বাসেন
তাহার পীড়া হইয়াছে । যীশু
৪ শুনিয়া কহিলেন, এ পীড়া মৃত্যুর
জন্য হয় নাই, কিন্তু ঈশ্বরের
গৌরবের নিমিত্ত, যেন ঈশ্বরের
পুত্র ইহা দ্বারা গৌরবান্বিত হন ।
৫ যীশু মার্থাকে ও তাঁহার ভগিনীকে
এবং লাসারকে প্রেম করিতেন ।
৬ যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার
পীড়া হইয়াছে, তখন যে স্থানে
ছিলেন, সেই স্থানে আর
৭ দুই দিবস রহিলেন । ইহার
পরে তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন,
আইস, আমরা আবার যিহূদিয়াতে
৮ যাই । শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন,
রব্বি, এই ত যিহূদীরা আপনাকে
পাথর মারিবার চেষ্টা করিতেছিল,
তবু আপনি আবার সেখানে
৯ যাইতেছেন ? যীশু উত্তর করিলেন,
দিনে কি বারো ঘণ্টা নাই ? যদি
কেহ দিনে চলে, সে উছোট খায়
না, কেননা সে এই জগতের দীপ্তি
১০ দেখে । কিন্তু যদি কেহ রাত্রিতে
চলে, সে উছোট খায়, কেননা
দীপ্তি তাহার মধ্যে নাই ।
১১ তিনি এই কথা কহিলেন ; আর
ইহার পরে তাঁহাদিগকে বলিলেন,
আমাদের বন্ধু লাসার নিদ্রা গিয়াছে,
কিন্তু আমি নিদ্রা হইতে তাহাকে
১২ জাগাইতে যাইতেছি । তখন শিষ্যেরা
তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, সে যদি
নিদ্রা গিয়া থাকে, তবে রক্ষা
১৩ পাইবে । যীশু তাঁহার মৃত্যুর বিষয়
বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মনে
করিলেন যে, তিনি নিদ্রাঘটিত
১৪ বিশ্রামের কথা বলিতেছেন । অতএব
যীশু তখন স্পষ্টরূপে তাঁহাদিগকে
১৫ কহিলেন, লাসার মরিয়াছে ; আর
তোমাদের নিমিত্ত আনন্দ করিতেছি
যে, আমি সেখানে ছিলাম না, যেন
তোমরা বিশ্বাস কর ; তথাপি চল,
১৬ আমরা তাহার কাছে যাই । তখন
থোমা, যাঁহাকে দিদুমঃ [ যমজ ]
বলে, তিনি সহ-শিষ্যদিগকে কহি-

লেন, চল, আমরাও যাই, যেন
ইহাঁর সঙ্গে মরি।
১৭ যীশু আসিয়া শুনিতে পাইলেন,
লাসার তখন চারি দিন কবরে
১৮ আছেন। বৈথনিয়া যিরূশালেমের
সন্নিকট, কমবেশ এক ক্রোশ দূর ;
১৯ আর যিহূদীদের অনেকে মার্থা ও
মরিয়মের নিকটে আসিয়াছিল,
যেন তাঁহাদের ভ্রাতার বিষয়ে
তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারে।
২০ যখন মার্থা শুনিলেন, যীশু
আসিতেছেন, তিনি গিয়া তাঁহার
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু
মরিয়ম গৃহে বসিয়া রহিলেন।
২১ মার্থা যীশুকে কহিলেন, প্রভু,
আপনি যদি এখানে থাকিতেন,
২২ আমার ভাই মরিত না। আর
এখনও আমি জানি, আপনি
ঈশ্বরের কাছে যে কিছু যাচ্ঞা
করিবেন, তাহা ঈশ্বর আপনাকে
২৩ দিবেন। যীশু তাঁহাকে কহিলেন,
তোমার ভাই আবার উঠিবে।
২৪ মার্থা তাঁহাকে কহিলেন, আমি
জানি, শেষ দিনে পুনরুত্থানে সে
২৫ উঠিবে। যীশু তাঁহাকে কহিলেন,
আমিই পুনরুত্থান ও জীবন ; যে
আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও
২৬ জীবিত থাকিবে ; আর যে কেহ
জীবিত আছে, এবং আমাতে বিশ্বাস
করে, সে কখনও মরিবে না ; ইহা
২৭ কি বিশ্বাস কর ? তিনি কহিলেন,
হাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করিয়াছি
যে, জগতে যাঁহার আগমন হইবে,
আপনি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র।
২৮ ইহা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন,
আর আপন ভগিনী মরিয়মকে
গোপনে ডাকিয়া কহিলেন, গুরু
উপস্থিত, তোমাকে ডাকিতেছেন।
২৯ তিনি ইহা শুনিয়া শীঘ্র উঠিয়া
৩০ তাঁহার নিকটে গেলেন। যীশু
তখনও গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন
নাই ; যেখানে মার্থা তাঁহার সহিত
সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই
৩১ ছিলেন। তখন যে যিহূদীরা মরি-
য়মের সঙ্গে গৃহমধ্যে ছিল ও তাঁহাকে
সান্ত্বনা করিতেছিল, তাহারা
তাঁহাকে শীঘ্র উঠিয়া বাহিরে যাইতে
দেখিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
চলিল, মনে করিল, তিনি কবরের
নিকটে রোদন করিতে যাইতেছেন।
৩২ যীশু যেখানে ছিলেন, মরিয়ম
যখন সেখানে আসিলেন, তখন
তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে
পড়িয়া বলিলেন, প্রভু, আপনি
যদি এখানে থাকিতেন, আমার
৩৩ ভাই মরিত না। যীশু যখন
দেখিলেন, তিনি রোদন করিতেছেন,
ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যে যিহূদীরা
আসিয়াছিল, তাহারাও রোদন
করিতেছে, তখন আত্মাতে উত্তেজিত
হইয়া উঠিলেন ও উদ্বিগ্ন হইলেন,
আর কহিলেন, তাহাকে কোথায়
৩৪ রাখিয়াছ ? তাঁহারা কহিলেন,
৩৫ প্রভু, আসিয়া দেখুন। যীশু
৩৬ কাঁদিলেন। তাহাতে যিহূদীরা
কহিল, দেখ, ইনি তাঁহাকে কেমন
৩৭ ভাল বাসিতেন। কিন্তু তাহাদের
কেহ কেহ বলিল, এই যে ব্যক্তি
অন্ধের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন, ইনি
কি উহার মৃত্যুও নিবারণ করিতে

৩৮ পারিতেন না? তাহাতে যীশু
পুনর্ব্বার অন্তরে উত্তেজিত হইয়া
কবরের নিকটে আসিলেন। সেই
কবর একটা গহ্বর, এবং তাহার
উপরে একখান পাথর ছিল।
৩৯ যীশু বলিলেন, তোমরা পাথরখান
সরাইয়া ফেল। মৃত ব্যক্তির ভগিনী
মার্থা তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, এখন
উহাতে দুর্গন্ধ হইয়াছে, কেননা আজ
৪০ চারি দিন। যীশু তাঁহাকে কহিলেন,
আমি কি তোমাকে বলি নাই যে,
যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের
মহিমা দেখিতে পাইবে? তখন
তাহারা পাথরখান সরাইয়া ফেলিল।
৪১ পরে যীশু উপরের দিকে চক্ষু
তুলিয়া কহিলেন, পিতঃ, তোমার
ধন্যবাদ করি যে, তুমি আমার কথা
৪২ শুনিয়াছ। আর আমি জানিতাম,
তুমি সর্ব্বদা আমার কথা শুনিয়া
থাক; কিন্তু এই যে সকল লোক
চারি দিকে দাঁড়াইয়া আছে, ইহাদের
নিমিত্তে এই কথা কহিলাম, যেন
ইহারা বিশ্বাস করে যে, তুমিই
৪৩ আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। ইহা
বলিয়া তিনি উচ্চরবে ডাকিয়া
বলিলেন, লাসার, বাহিরে আইস।
৪৪ তাহাতে সেই মৃত ব্যক্তি বাহিরে
আসিলেন; তাঁহার চরণ ও হস্ত
কবর-বস্ত্রে বদ্ধ ছিল, এবং মুখ
গামছায় বাঁধা ছিল। যীশু তাহা-
দিগকে কহিলেন, ইহাকে খুলিয়া
দেও, ও যাইতে দেও।
৪৫ তখন যিহূদীদের অনেকে, যাহারা
মরিয়মের নিকট আসিয়াছিল, এবং
যীশু যাহা করিলেন, দেখিয়াছিল,
তাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিল।
৪৬ কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ ফরীশীদের
নিকটে গেল, এবং যীশু যাহা যাহা
করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বলিল।
৪৭ অতএব প্রধান যাজকগণ ও ফরীশীরা
সভা করিয়া বলিতে লাগিল আমরা
কি করি? এ ব্যক্তি ত অনেক
৪৮ চিহ্ন-কার্য্য করিতেছে। আমরা
যদি ইহাকে এইরূপ চলিতে দিই,
তবে সকলে ইহাতে বিশ্বাস করিবে;
আর রোমীয়েরা আসিয়া আমাদের
স্থান ও জাতি উভয়ই কাড়িয়া
৪৯ লইবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে
এক জন, কায়াফা, সেই বৎসরের
মহাযাজক, তাহাদিগকে কহিলেন,
৫০ তোমরা কিছুই বুঝ না, আর
বিবেচনাও কর না যে, তোমাদের
পক্ষে এটী ভাল, যেন প্রজাগণের
জন্য এক ব্যক্তি মরে, আর সমস্ত
৫১ জাতি বিনষ্ট না হয়। এই কথা
যে তিনি আপনা হইতে বলিলেন,
তাহা নয়, কিন্তু সেই বৎসরের
মহাযাজক হওয়াতে তিনি এই
ভাববাণী বলিলেন যে সেই জাতির
৫২ জন্য যীশু মরিবেন। আর কেবল
সেই জাতির জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের
যে সকল সন্তান ছিন্ন ভিন্ন হইয়া-
ছিল, সেই সকলকে যেন একত্র
করিয়া এক করেন, এই জন্য।
৫৩ অতএব সেই দিন অবধি তাহারা
তাঁহাকে বধ করিবার মন্ত্রণা করিতে
৫৪ লাগিল। তাহাতে যীশু আর
প্রকাশ্যরূপে যিহূদীদের মধ্যে যাতা-
য়াত করিলেন না, কিন্তু তথা হইতে
প্রান্তরের নিকটবর্ত্তী জনপদে

ইফ্রয়িম নামক নগরে গেলেন, আর
সেখানে শিষ্যদের সহিত অবস্থিতি
করিলেন।

### যীশু নিস্তারপর্ব্বে যিরূশালেমে যান ও উপদেশ দেন।

৫৫ তখন যিহূদীদের নিস্তারপর্ব্ব
সন্নিকট ছিল, এবং অনেক লোক
আপনাদিগকে শুচি করিবার জন্য
নিস্তারপর্ব্বের পূর্ব্বে জনপদ হইতে
৫৬ যিরূশালেমে গেল। তাহারা যীশুর
অন্বেষণ করিতে লাগিল, এবং
ধর্ম্মধামে দাঁড়াইয়া পরস্পর কহিল,
তোমাদের কেমন বোধ হয়? তিনি
৫৭ কি পর্ব্বে আসিবেন না? আর
প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা
আজ্ঞা করিয়াছিল যে, তিনি
কোথায় আছেন, তাহা যদি কেহ
জানে, তবে দেখাইয়া দিউক; যেন
তাহারা তাঁহাকে ধরিতে পারে।

১২ পরে নিস্তারপর্ব্বের ছয় দিন
পূর্ব্বে যীশু বৈথনিয়াতে আসিলেন;
সেখানে সেই লাসার ছিলেন,
যাঁহাকে যীশু মৃতগণের মধ্য হইতে
২ উঠাইয়াছিলেন। তাহাতে সেই
স্থানে তাঁহার নিমিত্ত ভোজ প্রস্তুত
করা হইল, ও মার্থা পরিচর্য্যা
করিলেন, এবং যাহারা তাঁহার
সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল, লাসার
তাহাদের মধ্যে এক জন ছিলেন।
৩ তখন মরিয়ম অর্দ্ধ সের বহুমূল্য
জটামাংসীর আতর আনিয়া যীশুর
চরণে মাখাইয়া দিলেন, এবং
আপন কেশ দ্বারা তাঁহার চরণ
মুছাইয়া দিলেন; তাহাতে আতরের
৪ সুগন্ধে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু
ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা, তাঁহার শিষ্য-
দের মধ্যে এক জন, যে তাঁহাকে
শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে, সে কহিল,
৫ এই আতর তিন শত সিকিতে
বিক্রয় করিয়া কেন দরিদ্রদিগকে
৬ দেওয়া গেল না? সে যে দরিদ্র
লোকদের জন্য চিন্তা করিত বলিয়া
এই কথা কহিল, তাহা নয়; কিন্তু
কারণ এই, সে চোর, আর তাহার
নিকটে টাকার থলী থাকাতে
তাহার মধ্যে যাহা রাখা যাইত,
৭ তাহা হরণ করিত। তখন যীশু
কহিলেন, আমার সমাধি-দিনের
জন্য ইহাকে উহা রাখিতে দেও।
৮ কেননা তোমাদের কাছে দরিদ্রেরা
সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু আমাকে
সর্ব্বদা পাইতেছ না।
৯ যিহূদীদের সাধারণ লোকেরা
জানিতে পারিল যে, তিনি সেই
স্থানে আছেন; আর তাহারা
কেবল যীশুর নিমিত্ত আসিল,
তাহা নয়, কিন্তু যে লাসারকে তিনি
মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছিলেন,
১০ তাঁহাকেও দেখিতে আসিল। কিন্তু
প্রধান যাজকেরা মন্ত্রণা করিল,
যেন লাসারকেও বধ করিতে
১১ পারে; কেননা তাঁহারই নিমিত্ত
যিহূদীদের মধ্যে অনেকে গিয়া
যীশুতে বিশ্বাস করিতে লাগিল।
১২ পরদিন পর্ব্বে আগত বিস্তর
লোক, যীশু যিরূশালেমে আসিতে-
১৩ ছেন শুনিতে পাইয়া, খর্জ্জুর-পত্র
লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

বাহির হইল, আর উচ্চৈঃস্বরে
বলিতে লাগিল,
হোশান্না ; ধন্য তিনি, যিনি
প্রভুর নামে আসিতেছেন,
যিনি ইস্রায়েলের রাজা ।*
১৪ তখন যীশু একটী গর্দ্দভশাবক
পাইয়া তাহার উপরে বসিলেন,
যেমন লেখা আছে,†
১৫ "অয়ি সিয়োন-কন্যে, ভয় করিও
না, দেখ, তোমার রাজা আসি-
তেছেন, গর্দ্দভ-শাবকে চড়িয়া
আসিতেছেন।"
১৬ তাঁহার শিষ্যেরা প্রথমে এই সমস্ত
বুঝিলেন না, কিন্তু যীশু যখন মহিমা-
ন্বিত হইলেন, তখন তাঁহাদের
স্মরণ হইল যে, তাঁহার বিষয়ে এই
সকল লিখিত ছিল, আর লোকেরা
তাঁহার প্রতি এই সকল করিয়াছে।
১৭ তিনি যখন লাসারকে কবর হইতে
আসিতে ডাকেন, এবং মৃতগণের
মধ্য হইতে উঠান, তখন যে লোক-
সমূহ তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহারা
১৮ সাক্ষ্য দিতে লাগিল। আর এই
কারণ লোকসমূহ গিয়া তাঁহার
সহিত সাক্ষাৎ করিল, কেননা
তাহারা শুনিয়াছিল যে, তিনি সেই
১৯ চিহ্ন-কার্য্য করিয়াছেন। তখন
ফরীশীরা পরস্পর বলিতে লাগিল,
তোমরা দেখিতেছ, তোমাদের সমস্ত
চেষ্টা বিফল ; দেখ, জগৎসংসার
উহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছে।
২০ যাহারা ভজনা করিবার জন্য
পর্ব্বে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে
২১ কয়েক জন গ্রীক ছিল ; ইহারা
গালীলের বৈৎসৈদা নিবাসী
ফিলিপের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে
বিনতি করিল, মহাশয়, আমরা
২২ যীশুকে দেখিতে ইচ্ছা করি। ফিলিপ
আসিয়া আন্দ্রিয়কে বলিলেন,
আন্দ্রিয় ও ফিলিপ আসিয়া যীশুকে
২৩ বলিলেন। তখন যীশু তাঁহাদিগকে
উত্তর করিয়া বলিলেন, সময় উপস্থিত,
যেন মনুষ্যপুত্র মহিমান্বিত হন।
২৪ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলি-
তেছি, গোমের বীজ যদি মৃত্তিকায়
পড়িয়া না মরে, তবে তাহা
একটীমাত্র থাকে ; কিন্তু যদি মরে,
২৫ তবে অনেক ফল উৎপন্ন করে। যে
আপন প্রাণ ভাল বাসে, সে তাহা
হারায় ; আর যে এই জগতে আপন
প্রাণ অপ্রিয় জ্ঞান করে, সে অনন্ত
জীবনের নিমিত্ত তাহা রক্ষা করিবে।
২৬ কেহ যদি আমার পরিচর্য্যা করে,
তবে সে আমার পশ্চাদ্গামী হউক ;
তাহাতে আমি যেখানে থাকি,
আমার পরিচারকও সেইখানে
থাকিবে ; কেহ যদি আমার পরি-
চর্য্যা করে, তবে পিতা তাহার সম্মান
২৭ করিবেন। এখন আমার প্রাণ
উদ্বিগ্ন হইয়াছে ; ইহাতে কি বলিব ?
পিতঃ, এই সময় হইতে আমাকে
রক্ষা কর ?* কিন্তু ইহারই নিমিত্ত
আমি এই সময় পর্য্যন্ত আসিয়াছি।
২৮ পিতঃ, তোমার নাম মহিমান্বিত
কর। তখন স্বর্গ† হইতে এই বাণী
হইল, 'আমি তাহা মহিমান্বিত
করিয়াছি, আবার মহিমান্বিত
২৯ করিব।' যে লোকসমূহ দাঁড়াইয়া

* গীত ১১৮ ; ২৫, ২৬। † সখ ৯ ; ৯।

* (বা) কর। † (বা) আকাশ।

শুনিয়াছিল, তাহারা বলিল, মেঘ-
গর্জ্জন হইল ; আর কেহ কেহ
বলিল, কোন স্বর্গ-দূত ইহাঁর সহিত
৩০ কথা কহিলেন। যীশু উত্তর করিয়া
কহিলেন, ঐ বাণী আমার জন্য হয়
৩১ নাই, কিন্তু তোমাদেরই জন্য। এখন
এ জগতের বিচার উপস্থিত, এখন
এ জগতের অধিপতি বাহিরে নিক্ষিপ্ত
৩২ হইবে। আর আমি ভূতল হইতে
উচ্চীকৃত হইলে সকলকে আমার
৩৩ নিকটে আকর্ষণ করিব। তিনি যে
কিরূপ মরণে মরিবেন, তাহা এই
৩৪ বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করিলেন। তখন
লোকসমূহ তাঁহাকে উত্তর করিল,
আমরা ব্যবস্থা হইতে শুনিয়াছি যে,
খ্রীষ্ট চিরকাল থাকেন; তবে আপনি
কি প্রকারে বলিতেছেন যে, মনুষ্য-
পুত্রকে উচ্চীকৃত হইতে হইবে ?
৩৫ সেই মনুষ্যপুত্র কে ? তখন যীশু
তাহাদিগকে কহিলেন, আর অল্প
কালমাত্র জ্যোতি তোমাদের মধ্যে
আছে। যাবৎ তোমাদের কাছে
জ্যোতি আছে, যাতায়াত কর, যেন
অন্ধকার তোমাদের উপরে আসিয়া
না পড়ে ; আর যে ব্যক্তি অন্ধকারে
যাতায়াত করে, সে কোথায় যায়,
৩৬ তাহা জানে না। যাবৎ তোমা-
দের কাছে জ্যোতি আছে, সেই
জ্যোতিতে বিশ্বাস কর, যেন তোমরা
জ্যোতির সন্তান হইতে পার।

### যীশুতে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের বিষয়।

যীশু এই সকল কথা বলিলেন,
আর প্রস্থান করিয়া তাহাদের
৩৭ হইতে লুকাইলেন। কিন্তু যদিও
তিনি তাহাদের সাক্ষাতে এত চিহ্ন-
কার্য্য করিয়াছিলেন, তথাপি তাহারা
৩৮ তাঁহাতে বিশ্বাস করিল না ; যেন
যিশাইয় ভাববাদীর বাক্য পূর্ণ হয়,
তিনি ত বলিয়াছিলেন,

"হে প্রভু, আমরা যাহা শুনিয়াছি,
তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে ?
আর প্রভুর বাহু কাহার কাছে
প্রকাশিত হইয়াছে ?"

৩৯ এই জন্য তাহারা বিশ্বাস করিতে
পারে নাই, কারণ যিশাইয় আবার
বলিয়াছেন,

৪০ "তিনি তাহাদের চক্ষু অন্ধ করিয়া-
ছেন,
তাহাদের হৃদয় কঠিন করিয়াছেন,
পাছে তাহারা চক্ষে দেখে, হৃদয়ে
বুঝে, এবং ফিরিয়া আইসে,
আর আমি তাহাদিগকে সুস্থ
করি।"*

৪১ যিশাইয় এই সমস্ত বলিয়াছিলেন,
কেননা তিনি তাঁহার মহিমা দেখিয়া-
ছিলেন, আর তাঁহারই বিষয় বলিয়া-
৪২ ছিলেন। তথাপি অধ্যক্ষদের মধ্যেও
অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল ;
কিন্তু ফরীশীদের ভয়ে স্বীকার করিল
৪৩ না, পাছে সমাজচ্যুত হয় ; কেননা
ঈশ্বরের কাছে গৌরব অপেক্ষা
তাহারা বরং মনুষ্যদের কাছে গৌরব
অধিক ভাল বাসিত।

৪৪ যীশু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, যে
আমাতে বিশ্বাস করে, সে আমাতে
নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়া-
৪৫ ছেন, তাঁহাতেই বিশ্বাস করে ; এবং

* যিশ ৫৩, ১। ৬ ; ৯, ১০।

যে আমাকে দর্শন করে, সে তাঁহা-
কেই দর্শন করে, যিনি আমাকে
৪৬ পাঠাইয়াছেন। আমি জ্যোতিঃ-
স্বরূপ হইয়া এই জগতে আসিয়াছি,
যেন, যে কেহ আমাতে বিশ্বাস
করে, সে অন্ধকারে না থাকে।
৪৭ আর যদি কেহ আমার কথা শুনিয়া
পালন না করে, আমি তাহার বিচার
করি না, কারণ আমি জগতের
বিচার করিতে নয়, কিন্তু জগতের
৪৮ পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছি। যে
আমাকে অগ্রাহ্য করে, এবং আমার
কথা গ্রহণ না করে, তাহার বিচার-
কর্ত্তা আছে ; আমি যে বাক্য বলি-
য়াছি, তাহাই শেষ দিনে তাহার
৪৯ বিচার করিবে। কারণ আমি
আপনা হইতে বলি নাই ; কিন্তু কি
কহিব ও কি বলিব, তাহা আমার
পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন,
তিনিই আমাকে আজ্ঞা করিয়া-
৫০ ছেন। আর আমি জানি যে,
তাঁহার আজ্ঞা অনন্ত জীবন। অত-
এব আমি যাহা যাহা বলি, তাহা
পিতা আমাকে যেমন কহিয়াছেন,
তেমনি বলি।

## মৃত্যুর পূর্ব্বে শিষ্যদের প্রতি যীশুর প্রবোধ-বাক্য।

যীশু শিষ্যদের পা ধোয়ান।

১৩ নিস্তারপর্ব্বের পূর্ব্বে যীশু, এই
জগৎ হইতে পিতার কাছে আপনার
প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত
জানিয়া, জগতে অবস্থিত আপনার
নিজস্ব যে লোকদিগকে প্রেম করি-
তেন, তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত প্রেম
২ করিলেন ; আর রাত্রিভোজের
সময়ে—দিয়াবল তাঁহাকে সমর্পণ
করিবার সঙ্কল্প শিমোনের পুত্র
ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদার হৃদয়ে স্থাপন
৩ করিলে পর—তিনি জানিলেন, যে,
পিতা সমস্তই তাঁহার হস্তে প্রদান
করিয়াছেন ও তিনি ঈশ্বরের নিকট
হইতে আসিয়াছেন, আর ঈশ্বরের
৪ নিকটে যাইতেছেন ; জানিয়া তিনি
ভোজ হইতে উঠিলেন, এবং
উপরের বস্ত্র খুলিয়া রাখিলেন,
আর একখানি গামছা লইয়া
৫ কটি বন্ধন করিলেন। পরে
তিনি পাত্রে জল ঢালিলেন ও
শিষ্যদের পা ধুইয়া দিতে লাগিলেন,
এবং যে গামছা দ্বারা কটি বন্ধন
করিয়াছিলেন তাহা দিয়া মুছাইয়া
৬ দিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি
শিমোন পিতরের নিকটে আসি-
লেন। পিতর তাঁহাকে বলিলেন,
প্রভু, আপনি কি আমার পা ধুইয়া
৭ দিবেন ? যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, আমি যাহা করিতেছি,
তাহা তুমি এক্ষণে জান না, কিন্তু
৮ ইহার পরে বুঝিবে। পিতর তাঁহাকে
বলিলেন, আপনি কখনও আমার
পা ধুইয়া দিবেন না। যীশু উত্তর
করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, যদি
তোমাকে ধৌত না করি, তবে
আমার সহিত তোমার কোন অংশ
৯ নাই। শিমোন পিতর বলিলেন,
প্রভু, কেবল পা নয়, আমার হাত
১০ ও মাথাও ধুইয়া দিউন। যীশু
তাঁহাকে বলিলেন, যে স্নান করি-
য়াছে, পা ধোয়া ভিন্ন আর কিছুতে

তাহার প্রয়োজন নাই, সে ত
সর্ব্বাঙ্গে শুচি; আর তোমরা শুচি,
১১ কিন্তু সকলে নহ। কেননা যে ব্যক্তি
তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, তাহাকে
তিনি জানিতেন; এই জন্য বলি-
লেন, তোমরা সকলে শুচি নহ।
১২ যখন তিনি তাঁহাদের পা ধুইয়া
দিলেন, আর আপনার উপরের
বস্ত্র পরিয়া পুনর্ব্বার বসিলেন,
তখন তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি
তোমাদের প্রতি কি করিলাম,
১৩ জান? তোমরা আমাকে গুরু ও
প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক;
আর তাহা ভালই বল, কেননা
১৪ আমি সেই। ভাল, আমি প্রভু
ও গুরু হইয়া যখন তোমাদের পা
ধুইয়া দিলাম, তখন তোমাদেরও
পরস্পরের পা ধোয়ান উচিত?
১৫ কেননা আমি তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত
দেখাইলাম, যেন তোমাদের প্রতি
আমি যেমন করিয়াছি, তোমরাও
১৬ তদ্রূপ কর। সত্য, সত্য, আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, দাস নিজ
প্রভু হইতে বড় নয়, ও প্রেরিত
নিজ প্রেরণকর্ত্তা হইতে বড় নয়।
১৭ এ সকল যখন তোমরা জান, ধন্য
তোমরা, যদি এ সকল পালন কর।
১৮ তোমাদের সকলের বিষয়ে আমি
বলিতেছি না; আমি কাহাকে
কাহাকে মনোনীত করিয়াছি, তাহা
আমি জানি; কিন্তু শাস্ত্রের এই বচন
পূর্ণ হওয়া চাই, "যে আমার রুটী
খায়, সে আমার বিরুদ্ধে পাদমূল
১৯ উঠাইয়াছে।"* এখন হইতে,
ঘটিবার পূর্ব্বে, আমি তোমাদিগকে
বলিয়া রাখিতেছি, যেন, ঘটিলে পর
তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমিই
২০ তিনি। সত্য, সত্য, আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, আমি যে কোন
ব্যক্তিকে পাঠাই, তাহাকে যে গ্রহণ
করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে,
এবং আমাকে যে গ্রহণ করে,
সে তাঁহাকে গ্রহণ করে, যিনি
আমাকে পাঠাইয়াছেন।

বিশ্বাসঘাতককে নির্দ্দেশকরণ।

২১ এই কথা বলিয়া যীশু আত্মাতে
উদ্বিগ্ন হইলেন, আর সাক্ষ্য দিয়া
কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, তোমাদের মধ্যে
এক জন আমাকে সমর্পণ করিবে।
২২ শিষ্যেরা এক জন অন্যের দিকে
চাহিতে লাগিলেন, স্থির করিতে
পারিলেন না, তিনি কাহার বিষয়
২৩ বলিলেন। তখন যীশুর শিষ্যদের
এক জন, যাঁহাকে যীশু প্রেম
করিতেন, তিনি তাঁহার কোলে
২৪ হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। তখন
শিমোন পিতর তাঁহাকে ইঙ্গিত
করিলেন ও কহিলেন, বল, উনি
যাহার বিষয় বলিতেছেন, সে কে?
২৫ তাহাতে তিনি সেইরূপ বসিয়া
থাকাতে যীশুর বক্ষঃস্থলের দিকে
পশ্চাতে হেলিয়া বলিলেন, প্রভু,
২৬ সে কে? যীশু উত্তর করিলেন,
যাহার জন্য আমি রুটীখণ্ড ডুবাইব
ও যাহাকে দিব, সেই। পরে তিনি
রুটীখণ্ড ডুবাইয়া লইয়া ইষ্করি-
য়োতীয় শিমোনের পুত্র যিহূদাকে

* গীত ৪১, ৯।

২৭ দিলেন। আর সেই রুটীখণ্ডের
পরেই শয়তান তাহার মধ্যে প্রবেশ
করিল। তখন যীশু তাহাকে
কহিলেন, যাহা করিতেছ, শীঘ্র
২৮ কর। কিন্তু তিনি কি ভাবে
তাহাকে এ কথা কহিলেন, যাঁহারা
ভোজনে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের
মধ্যে কেহ তাহা বুঝিলেন না;
২৯ যিহূদার কাছে টাকার থলী
থাকাতে কেহ কেহ মনে করিলেন,
যীশু তাহাকে বলিলেন, পর্ব্বের
নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্যক কিনিয়া
আন, কিম্বা সে যেন দরিদ্রদিগকে
৩০ কিছু দেয়। রুটীখণ্ড গ্রহণ করিয়া
সে তৎক্ষণাৎ বাহিরে গেল; তখন
রাত্রিকাল।

যীশুর 'নূতন আজ্ঞা'।

৩১ সে বাহিরে গেলে পর যীশু
কহিলেন, এখন মনুষ্যপুত্র মহিমা-
ন্বিত হইলেন, এবং ঈশ্বর তাঁহাতে
৩২ মহিমান্বিত হইলেন। ঈশ্বর যখন
তাঁহাতে মহিমান্বিত হইলেন, তখন
ঈশ্বরও তাঁহাকে আপনাতে মহিমা-
ন্বিত করিবেন, আর শীঘ্রই তাঁহাকে
৩৩ মহিমান্বিত করিবেন। বৎসেরা,
এখনও অল্পকাল আমি তোমাদের
সঙ্গে আছি; তোমরা আমার
অন্বেষণ করিবে, আর আমি যেমন
যিহূদীদিগকে বলিয়াছিলাম, 'আমি
যেখানে যাইতেছি, সেখানে তোমরা
যাইতে পার না,' তদ্রূপ এখন তোমা-
৩৪ দিগকেও বলিতেছি। এক নূতন
আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি,
তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি
যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি,
তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম
৩৫ কর। তোমরা যদি আপনাদের
মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে
তাহাতেই সকলে জানিবে যে,
তোমরা আমার শিষ্য।
৩৬ শিমোন পিতর তাঁহাকে কহি-
লেন, প্রভু, আপনি কোথায় যাইতে-
ছেন? যীশু উত্তর করিলেন, আমি
যেখানে যাইতেছি, সেখানে তুমি
এখন আমার পশ্চাৎ যাইতে পার
না; কিন্তু পরে যাইতে পারিবে।
৩৭ পিতর তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, কি
জন্য এখন আপনার পশ্চাৎ যাইতে
পারি না? আপনার নিমিত্ত আমি
৩৮ আমার প্রাণ দিব। যীশু উত্তর
করিলেন, আমার নিমিত্ত তুমি কি
তোমার প্রাণ দিবে? সত্য, সত্য,
আমি তোমাকে বলিতেছি, যাবৎ
তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার
না কর, তাবৎ কুকুড়া ডাকিবে না।

যীশুই পথ।

১৪ তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক;
ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমাতেও
২ বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাটীতে
অনেক বাসস্থান আছে, যদি না
থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম;
কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান
৩ প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর
আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য
স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার
আসিব, এবং আমার নিকটে তোমা-
দিগকে লইয়া যাইব; যেন, আমি
যেখানে থাকি, তোমরাও সেই খানে

৪ থাক। আর আমি যেখানে যাইতেছি,
৫ তোমরা তাহার পথ জান। থোমা
তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, আপনি
কোথায় যাইতেছেন, তাহা আমরা
৬ জানি না, পথ কিসে জানিব? যীশু
তাঁহাকে বলিলেন, আমিই পথ ও
সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না
আসিলে কেহ পিতার নিকটে
৭ আইসে না। যদি তোমরা আমাকে
জানিতে, তবে আমার পিতাকেও
জানিতে; এখন অবধি তাঁহাকে
৮ জানিতেছ এবং দেখিয়াছ। ফিলিপ
তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, পিতাকে
আমাদের দেখাউন, তাহাই আমা-
৯ দের যথেষ্ট। যীশু তাঁহাকে বলি-
লেন, ফিলিপ, এত দিন আমি
তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তথাপি
তুমি আমাকে কি জান না? যে
আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে
দেখিয়াছে; তুমি কেমন করিয়া
বলিতেছ, পিতাকে আমাদের দেখা-
১০ উন? তুমি কি বিশ্বাস কর না যে,
আমি পিতাতে আছি এবং পিতা
আমাতে আছেন? আমি তোমা-
দিগকে যে সকল কথা বলি, তাহা
আপনা হইতে বলি না; কিন্তু পিতা
আমাতে থাকিয়া আপনার কার্য্য
১১ সকল সাধন করেন। আমার কথায়
বিশ্বাস কর যে, আমি পিতাতে
আছি এবং পিতা আমাতে আছেন;
আর না হয়, সেই সকল কার্য্য
১২ প্রযুক্তই বিশ্বাস কর। সত্য, সত্য,
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে
আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে
সকল কার্য্য করিতেছি, সেও করিবে,
এমন কি, এ সকল হইতেও বড়
বড় কার্য্য করিবে; কেননা আমি
১৩ পিতার নিকটে যাইতেছি; আর
তোমরা আমার নামে যাহা কিছু
যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন
করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত
১৪ হন। যদি আমার নামে আমার
কাছে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি
তাহা করিব।

সত্যের আত্মা শিষ্যদের সহায়।

১৫ তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর,
তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন
১৬ করিবে। আর আমি পিতার
নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি
আর এক সহায়* তোমাদিগকে
দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমা-
১৭ দের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যের
আত্মা; জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে
পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে
না, তাঁহাকে জানেও না; তোমরা
তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের
নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমা-
১৮ দের অন্তরে থাকিবেন। আমি
তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব
না, আমি তোমাদের নিকটে আসি-
১৯ তেছি। আর অল্প কাল গেলে
জগৎ আর আমাকে দেখিতে
পাইবে না, কিন্তু তোমরা দেখিতে
পাইবে; কারণ আমি জীবিত আছি,
এই জন্য তোমরাও জীবিত থাকিবে।
২০ সেই দিন তোমরা জানিবে যে,
আমি আমার পিতাতে আছি, ও
তোমরা আমাতে আছ, এবং আমি

* (বা) পক্ষসমর্থনকারী, উকীল। (গ্রীক) পারাক্লীতস।

২১ তোমাদিগেতে আছি। যে ব্যক্তি
আমার আজ্ঞা সকল প্রাপ্ত হইয়া
সে সকল পালন করে, সেই
আমাকে প্রেম করে; আর যে
আমাকে প্রেম করে, আমার পিতা
তাহাকে প্রেম করিবেন; এবং
আমিও তাহাকে প্রেম করিব, আর
আপনাকে তাহার কাছে প্রকাশ
২২ করিব। তখন যিহূদা—ঈষ্করিয়োতীয়
নয়—তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, কি
হইয়াছে যে, আপনি আমাদেরই
কাছে আপনাকে প্রকাশ করিবেন,
২৩ আর জগতের কাছে নয়? যীশু
উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,
কেহ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে
সে আমার বাক্য পালন করিবে;
আর আমার পিতা তাহাকে প্রেম
করিবেন, এবং আমরা তাহার
নিকটে আসিব ও তাহার সহিত
২৪ বাস করিব। যে আমাকে প্রেম
করে না, সে আমার বাক্য সকল
পালন করে না। আর তোমরা
যে বাক্য শুনিতে পাইতেছ, তাহা
আমার নয়, কিন্তু পিতার, যিনি
আমাকে পাঠাইয়াছেন।
২৫ তোমাদের নিকটে থাকিতে
থাকিতেই আমি এই সকল কথা
২৬ কহিলাম। কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র
আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে
পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে
তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং
আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা
বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয়া
২৭ দিবেন। শান্তি আমি তোমাদের
কাছে রাখিয়া যাইতেছি, আমারই
শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি;
জগৎ যেরূপ দান করে, আমি
সেরূপ দান করি না। তোমাদের
হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক, ভীতও
২৮ না হউক। তোমরা শুনিয়াছ
যে, আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি,
আমি যাইতেছি, আবার তোমাদের
কাছে আসিতেছি। যদি তোমরা
আমাকে প্রেম করিতে, তবে
আনন্দ করিতে যে, আমি পিতার
নিকটে যাইতেছি; কারণ পিতা
২৯ আমা অপেক্ষা মহান্। আর
এখন, ঘটিবার পূর্ব্বে, আমি তোমা-
দিগকে বলিলাম, যেন ঘটিলে পর
৩০ তোমরা বিশ্বাস কর। আমি তোমা-
দের সহিত আর অধিক কথা বলিব
না; কারণ জগতের অধিপতি
আসিতেছে, আর আমাতে তাহার
৩১ কিছুই নাই; কিন্তু জগৎ যেন
জানিতে পায় যে, আমি পিতাকে
প্রেম করি, এবং পিতা আমাকে
যেরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন, আমি সেই-
রূপ করি। উঠ, আমরা এ স্থান
হইতে প্রস্থান করি।

যীশু দ্রাক্ষালতা, শিষ্যেরা শাখা।

১৫ আমি প্রকৃত দ্রাক্ষালতা, এবং
২ আমার পিতা কৃষক। আমাতে স্থিত
যে কোন শাখায় ফল না ধরে,
তাহা তিনি কাটিয়া ফেলিয়া দেন;
এবং যে কোন শাখায় ফল ধরে,
তাহা পরিষ্কার করেন, যেন তাহাতে
৩ আরও অধিক ফল ধরে। আমি
তোমাদিগকে যে বাক্য বলিয়াছি,
তৎপ্রযুক্ত তোমরা এখন পরিষ্কৃত

৪ আছ। আমাতে থাক, আর আমি
তোমাদিগেতে থাকি ; শাখা যেমন
আপনা হইতে ফল ধরিতে পারে
না, দ্রাক্ষালতায় না থাকিলে পারে
না, তদ্রূপ আমাতে না থাকিলে
৫ তোমরাও পার না। আমি দ্রাক্ষা-
লতা, তোমরা শাখা ; যে আমাতে
থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি,
সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান্
হয় ; কেননা আমা ভিন্ন তোমরা
৬ কিছুই করিতে পার না। কেহ
যদি আমাতে না থাকে, তাহা
হইলে শাখার ন্যায় তাহাকে বাহিরে
ফেলিয়া দেওয়া যায় ও সে শুকাইয়া
যায় ; এবং লোকে সেগুলি কুড়াইয়া
আগুনে ফেলিয়া দেয়, আর সে
সকল পুড়িয়া যায়।
৭ তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং
আমার বাক্য যদি তোমাদিগেতে
থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা
হয়, যাচ্ঞা করিও, তোমাদের জন্য
৮ তাহা করা যাইবে। ইহাতেই
আমার পিতা মহিমান্বিত হন যে,
তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান্ হও ;
আর তোমরা আমার শিষ্য হইবে।
৯ পিতা যেমন আমাকে প্রেম করিয়া-
ছেন, আমিও তেমনি তোমাদিগকে
প্রেম করিয়াছি ; তোমরা আমার
১০ প্রেমে অবস্থিতি কর। তোমরা যদি
আমার আজ্ঞা সকল পালন কর,
তবে আমার প্রেমে অবস্থিতি করিবে,
যেমন আমিও আমার পিতার
আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছি, এবং
তাঁহার প্রেমে অবস্থিতি করিতেছি।
১১ এই সকল কথা তোমাদিগকে
বলিয়াছি, যেন আমার আনন্দ
তোমাদিগেতে থাকে, এবং তোমা-
১২ দের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়। আমার
আজ্ঞা এই, তোমরা পরস্পর প্রেম
কর, যেমন আমি তোমাদিগকে
১৩ প্রেম করিয়াছি। কেহ যে আপন
বন্ধুদের নিমিত্ত নিজ প্রাণ সমর্পণ
করে, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রেম
১৪ কাহারও নাই। আমি তোমা-
দিগকে যাহা কিছু আজ্ঞা দিতেছি,
তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা
১৫ আমার বন্ধু। আমি তোমাদিগকে
আর দাস বলি না, কেননা প্রভু
কি করেন, দাস তাহা জানে না ;
কিন্তু তোমাদিগকে আমি বন্ধু
বলিয়াছি, কারণ আমার পিতার
নিকটে যাহা যাহা শুনিয়াছি,
সকলই তোমাদিগকে জ্ঞাত করি-
১৬ য়াছি। তোমরা যে আমাকে
মনোনীত করিয়াছ, এমন নয়, কিন্তু
আমিই তোমাদিগকে মনোনীত
করিয়াছি ; আর আমি তোমা-
দিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, যেন
তোমরা গিয়া ফলবান্ হও, এবং
তোমাদের ফল যেন থাকে ; যেন
তোমরা আমার নামে পিতার
নিকটে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে,
তাহা তিনি তোমাদিগকে দেন।

জগৎ ও সত্যের আত্মা।

১৭ এই সকল তোমাদিগকে আজ্ঞা
করিতেছি, যেন তোমরা পরস্পর
১৮ প্রেম কর। জগৎ যদি তোমাদিগকে
দ্বেষ করে, তোমরা ত জান, সে
তোমাদের অগ্রে আমাকে দ্বেষ

১৯ করিয়াছে। তোমরা যদি জগতের
হইতে, তবে জগৎ আপনার নিজস্ব
ভাল বাসিত; কিন্তু তোমরা ত
জগতের নহ, বরং আমি তোমা-
দিগকে জগতের মধ্য হইতে মনো-
নীত করিয়াছি, এই জন্য জগৎ
২০ তোমাদিগকে দ্বেষ করে। আমি
তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি,
আমার সেই বাক্য স্মরণে রাখিও,
'দাস আপন প্রভু হইতে বড় নয়;'
লোকে যখন আমাকে তাড়না
করিয়াছে, তখন তোমাদিগকেও
তাড়না করিবে; তাহারা যদি
আমার বাক্য পালন করিত,
তোমাদের বাক্যও পালন করিত।
২১ কিন্তু তাহারা আমার নামের জন্য
তোমাদের প্রতি এই সমস্ত করিবে,
কারণ আমাকে যিনি পাঠাইয়া-
ছেন, তাঁহাকে তাহারা জানে না।
২২ আমি যদি না আসিতাম, ও
তাহাদের কাছে কথা না বলিতাম,
তবে তাহাদের পাপ হইত না;
কিন্তু এখন তাহাদের পাপ ঢাকিবার
২৩ উপায় নাই। যে আমাকে দ্বেষ
করে, সে আমার পিতাকেও দ্বেষ
২৪ করে। যেরূপ কার্য্য আর কেহ
কখনও করে নাই, সেইরূপ কার্য্য
যদি আমি তাহাদের মধ্যে না
করিতাম, তবে তাহাদের পাপ
হইত না; কিন্তু এখন তাহারা
আমাকে ও আমার পিতাকে,
উভয়কেই দেখিয়াছে, এবং দ্বেষ
২৫ করিয়াছে। কিন্তু এরূপ হইল,
যেন তাহাদের ব্যবস্থায় লিখিত
এই বাক্য পূর্ণ হয়, "তাহারা
অকারণে আমাকে দ্বেষ করি-
২৬ য়াছে"*। যাঁহাকে আমি পিতার
নিকট হইতে তোমাদের কাছে
পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা,
যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির
হইয়া আইসেন—যখন সেই সহায়
আসিবেন—তিনিই আমার বিষয়ে
২৭ সাক্ষ্য দিবেন। আর তোমরাও
সাক্ষী, কারণ তোমরা প্রথম হইতে
আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।

১৬ এই সকল কথা তোমাদিগকে
কহিলাম, যেন তোমরা বিঘ্ন না
২ পাও। লোকে তোমাদিগকে সমাজ
হইতে বাহির করিয়া দিবে; এমন
কি, সময় আসিতেছে, যখন যে
কেহ তোমাদিগকে বধ করে, সে
মনে করিবে, আমি ঈশ্বরের
উদ্দেশে উপাসনা-বলি উৎসর্গ
৩ করিলাম। তাহারা এই সকল
করিবে, কারণ তাহারা না পিতাকে,
না আমাকে জানিতে পারিয়াছে।
৪ কিন্তু, আমি তোমাদিগকে এ সকল
কহিলাম, যেন এই সকলের সময়
যখন উপস্থিত হইবে, তখন তোমরা
স্মরণ করিতে পার যে, আমি
তোমাদিগকে এই সকল বলিয়াছি।
প্রথম হইতে এই সমস্ত তোমা-
দিগকে বলি নাই, কারণ আমি
৫ তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম। কিন্তু
যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন,
তাঁহার নিকটে এখন যাইতেছি,
আর তোমাদের মধ্যে কেহ
আমাকে জিজ্ঞাসা করে না,

* গীত ৩৫, ১৯। ৬৯; ৪।

৬ কোথায় যাইতেছেন ? কিন্তু তোমা-
দিগকে এই সমস্ত কহিলাম, সেই
জন্য তোমাদের হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ
৭ হইয়াছে। তথাপি আমি তোমা-
দিগকে সত্য বলিতেছি, আমার
যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল,
কারণ আমি না গেলে, সেই সহায়
তোমাদের নিকটে আসিবেন না ;
কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমা-
দের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া
৮ দিব। আর তিনি আসিয়া পাপের
সম্বন্ধে, ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে ও
বিচারের সম্বন্ধে, জগৎকে দোষী
৯ করিবেন। পাপের সম্বন্ধে, কেননা
তাহারা আমাতে বিশ্বাস করে না ;
১০ ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে, কেননা আমি
পিতার নিকটে যাইতেছি, ও
তোমরা আর আমাকে দেখিতে
১১ পাইতেছ না ; বিচারের সম্বন্ধে,
কেননা এ জগতের অধিপতি
বিচারিত হইয়াছে।
১২ তোমাদিগকে বলিবার আমার
আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু
তোমরা এখন সে সকল সহ্য
১৩ করিতে পার না। পরন্তু তিনি,
সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন,
তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে
সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন ; কারণ
তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন
না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই
বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও
১৪ তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি
আমাকে মহিমান্বিত করিবেন ;
কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া
১৫ তোমাদিগকে জানাইবেন। পিতার
যাহা যাহা আছে, সকলই আমার ;
এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার,
তিনি তাহাই লইয়া থাকেন, ও
১৬ তোমাদিগকে জানাইবেন। অল্প
কাল পরে তোমরা আমাকে আর
দেখিতে পাইতেছ না ; এবং আবার
অল্প কাল পরে আমাকে দেখিতে
১৭ পাইবে। ইহাতে শিষ্যদের মধ্যে
কয়েক জন পরস্পর বলাবলি
করিতে লাগিলেন, উনি আমা-
দিগকে এ কি বলিতেছেন, 'অল্প
কাল পরে তোমরা আমাকে
দেখিতে পাইতেছ না, এবং আবার
অল্প কাল পরে আমাকে দেখিতে
পাইবে,' আর, 'কারণ আমি
১৮ পিতার নিকটে যাইতেছি'। অতএব
তাঁহারা কহিলেন, ইনি এ কি
বলিতেছেন, 'অল্প কাল' ? ইনি
কি বলেন, আমরা বুঝিতে পারি
১৯ না। যীশু জানিলেন যে, তাঁহারা
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি-
তেছেন ; তাই তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, আমি যে বলিয়াছি, অল্প
কাল পরে তোমরা আমাকে
দেখিতে পাইতেছ না, এবং আবার
অল্প কাল পরে আমাকে দেখিতে
পাইবে, এই বিষয় কি পরস্পর
২০ জিজ্ঞাসা করিতেছ ? সত্য, সত্য,
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
তোমরা ক্রন্দন ও বিলাপ করিবে,
কিন্তু জগৎ আনন্দ করিবে ; তোমরা
দুঃখার্ত্ত হইবে, কিন্তু তোমাদের
দুঃখ আনন্দে পরিণত হইবে।
২১ প্রসবকালে নারী দুঃখ পায়, কারণ
তাহার সময় উপস্থিত, কিন্তু সন্তান

প্রসব করিলে পর, জগতে একটী
মনুষ্য জন্মিল, এই আনন্দে তাহার
২২ ক্লেশ আর মনে থাকে না। ভাল,
তোমরাও এখন দুঃখ পাইতেছ,
কিন্তু আমি তোমাদিগকে আবার
দেখিব তাহাতে তোমাদের হৃদয়
আনন্দিত হইবে, এবং তোমাদের
সেই আনন্দ কেহ তোমাদের হইতে
২৩ হরণ করে না। আর সেই দিনে
তোমরা আমাকে কোন কথা
জিজ্ঞাসা* করিবে না। সত্য, সত্য,
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
পিতার নিকটে যদি তোমরা কিছু
যাচ্ঞা কর, তিনি আমার নামে
২৪ তোমাদিগকে তাহা দিবেন। এ
পর্য্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছু
যাচ্ঞা কর নাই; যাচ্ঞা কর,
তাহাতে পাইবে, যেন তোমাদের
আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।
২৫ আমি উপমা দ্বারা এই সকল
বিষয় তোমাদিগকে বলিলাম; এমন
সময় আসিতেছে, যখন তোমা-
দিগকে আর উপমা দ্বারা বলিব না,
কিন্তু স্পষ্টরূপে পিতার বিষয়
২৬ জানাইব। সেই দিন তোমরা আমার
নামেই যাচ্ঞা করিবে, আর আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি না যে,
আমিই তোমাদের নিমিত্ত পিতাকে
২৭ নিবেদন করিব; কারণ পিতা
আপনি তোমাদিগকে ভাল বাসেন,
কেননা তোমরা আমাকে ভাল
বাসিয়াছ, এবং বিশ্বাস করিয়াছ যে,
আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে বাহির
২৮ হইয়া আসিয়াছি। আমি পিতা
হইতে বাহির হইয়াছি, এবং জগতে
আসিয়াছি; আবার জগৎ পরিত্যাগ
করিতেছি, এবং পিতার নিকটে
২৯ যাইতেছি। তাঁহার শিষ্যেরা বলি-
লেন, দেখুন, এখন আপনি স্পষ্ট-
রূপে বলিতেছেন, কোন উপমা কথা
৩০ বলিতেছেন না। এখন আমরা
জানি, আপনি সকলই জানেন,
কেহ যে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে,
ইহা আপনার আবশ্যক করে না;
ইহাতে আমরা বিশ্বাস করিতেছি
যে, আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে
৩১ বাহির হইয়া আসিয়াছেন। যীশু
তাঁহাদিগকে উত্তর করিলেন, এখন
৩২ বিশ্বাস করিতেছ? দেখ, এমন সময়
আসিতেছে, বরং আসিয়াছে, যখন
তোমরা ছিন্নভিন্ন হইয়া প্রত্যেকে
আপন আপন স্থানে যাইবে,
এবং আমাকে একাকী পরিত্যাগ
করিবে; তথাপি আমি একাকী
নহি, কারণ পিতা আমার সঙ্গে
৩৩ আছেন। এই সমস্ত তোমাদিগকে
বলিলাম, যেন তোমরা আমাতে
শান্তি প্রাপ্ত হও। জগতে তোমরা
ক্লেশ পাইতেছ; কিন্তু সাহস কর,
আমিই জগৎকে জয় করিয়াছি।

### শিষ্যদের জন্য যীশুর প্রার্থনা।

১৭ যীশু এই সকল কথা কহিলেন;
আর স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিয়া
বলিলেন, পিতঃ, সময় উপস্থিত
হইল; তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত
কর, যেন পুত্র তোমাকে মহিমান্বিত
২ করেন; যেমন তুমি তাঁহাকে মর্ত্ত্য-
মাত্রের উপরে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছ, যেন,

* (বা) আমার কাছে কোন নিবেদন।

তুমি যে সমস্ত তাঁহাকে দিয়াছ,
তিনি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন
৩ দেন। আর ইহাই অনন্ত জীবন
যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র
সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে
পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে,
৪ জানিতে পায়। তুমি আমাকে যে
কার্য্য করিতে দিয়াছ, তাহা সমাপ্ত
করিয়া আমি পৃথিবীতে তোমাকে
৫ মহিমান্বিত করিয়াছি। আর এক্ষণে,
হে পিতঃ, জগৎ হইবার পূর্ব্বে
তোমার কাছে আমার যে মহিমা
ছিল, তুমি সেই মহিমায় তোমার
নিজের কাছে আমাকে মহিমান্বিত
কর।

৬ জগতের মধ্য হইতে তুমি
আমাকে যে লোকদের দিয়াছ,
আমি তাহাদের কাছে তোমার
নাম প্রকাশ করিয়াছি। তাহারা
তোমারই ছিল, এবং তাহাদের
তুমি আমাকে দিয়াছ, আর তাহারা
তোমার বাক্য পালন করিয়াছে।
৭ এখন তাহারা জানিতে পাইয়াছে
যে, তুমি আমাকে যাহা কিছু
দিয়াছ, সে সকলই তোমার নিকট
৮ হইতে; কেননা তুমি আমাকে যে
সকল বাক্য দিয়াছ, তাহা আমি
তাহাদিগকে দিয়াছি; আর তাহারা
গ্রহণও করিয়াছে, এবং সত্যই
জানিয়াছে যে, আমি তোমার নিকট
হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি,
এবং বিশ্বাস করিয়াছে যে, তুমি
৯ আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। আমি
তাহাদেরই নিমিত্ত নিবেদন করি-
তেছি; জগতের নিমিত্ত নিবেদন
করিতেছি না, কিন্তু যে সকল
আমাকে দিয়াছ, তাহাদের নিমিত্ত;
১০ কেননা তাহারা তোমারই। আর
আমার সকলই তোমার, ও তোমার
সকলই আমার; আর আমি তাহা-
১১ দিগেতে মহিমান্বিত হইয়াছি। আমি
আর জগতে নাই, কিন্তু ইহারা
জগতে রহিয়াছে, এবং আমি
তোমার নিকটে আসিতেছি। পবিত্র
পিতঃ, তোমার নামে তাহাদিগকে
রক্ষা কর—যে নাম তুমি আমাকে
দিয়াছ—যেন তাহারা এক হয়,
১২ যেমন আমরা এক। তাহাদের
সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমি তাহা-
দিগকে তোমার নামে রক্ষা করিয়া
আসিয়াছি—যে নাম তুমি আমাকে
দিয়াছ—আমি তাহাদিগকে সাব-
ধানে রাখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে
কেহ বিনষ্ট হয় নাই, কেবল সেই
বিনাশ-সন্তান হইয়াছে, যেন
১৩ শাস্ত্রের বচন পূর্ণ হয়। কিন্তু এখন
আমি তোমার নিকটে আসিতেছি,
আর জগতে এই সকল কথা কহি-
তেছি, যেন তাহারা আমার আনন্দ
আপনাদিগেতে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত
১৪ হয়। আমি তাহাদিগকে তোমার
বাক্য দিয়াছি; আর জগৎ তাহা-
দিগকে দ্বেষ করিয়াছে, কারণ
তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও
১৫ জগতের নই। আমি নিবেদন
করিতেছি না যে, তুমি তাহাদিগকে
জগৎ হইতে লইয়া যাও, কিন্তু
তাহাদিগকে সেই পাপাত্মা হইতে*
১৬ রক্ষা কর। তাহারা জগতের নয়,

* (বা) তাহাদিগকে মন্দ হইতে।

যেমন আমিও জগতের নই।
১৭ তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র কর;
১৮ তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ। তুমি
যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ
করিয়াছ, তদ্রূপ আমিও তাহা-
দিগকে জগতে প্রেরণ করিয়াছি।
১৯ আর তাহাদের নিমিত্ত আমি
আপনাকে পবিত্র করি, যেন
তাহারাও সত্যই পবিত্রীকৃত হয়।
২০ আর আমি কেবল ইহাদেরই
নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি, তাহা
নয়, কিন্তু ইহাদের বাক্য দ্বারা
যাহারা আমাতে বিশ্বাস করে,
২১ তাহাদের নিমিত্তও করিতেছি; যেন
তাহারা সকলে এক হয়; পিতঃ,
যেমন তুমি আমাতে ও আমি
তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন
আমাদিগেতে থাকে; যেন জগৎ
বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে
২২ প্রেরণ করিয়াছ। আর তুমি
আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, তাহা
আমি তাহাদিগকে দিয়াছি; যেন
তাহারা এক হয়, যেমন আমরা
২৩ এক; আমি তাহাদিগেতে ও তুমি
আমাতে, যেন তাহারা সিদ্ধ হইয়া
এক হয়; যেন জগৎ জানিতে পায়
যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ,
এবং আমাকে যেমন প্রেম করিয়াছ,
তেমনি তাহাদিগকেও প্রেম
২৪ করিয়াছ। পিতঃ, আমার ইচ্ছা
এই, আমি যেখানে থাকি, তুমি
আমায় যাহাদিগকে দিয়াছ,
তাহারাও যেন সেখানে আমার
সঙ্গে থাকে, যেন তাহারা আমার
সেই মহিমা দেখিতে পায়, যাহা
তুমি আমাকে দিয়াছ, কেননা জগৎ
পত্তনের পূর্ব্বে তুমি আমাকে প্রেম
২৫ করিয়াছিলে। ধর্ম্মময় পিতঃ, জগৎ
তোমাকে জানে নাই, কিন্তু আমি
তোমাকে জানি, এবং ইহারা
জানিয়াছে যে, তুমিই আমাকে
২৬ প্রেরণ করিয়াছ। আর আমি
ইহাদিগকে তোমার নাম জানাই-
য়াছি, ও জানাইব; যেন তুমি যে
প্রেমে আমাকে প্রেম করিয়াছ,
তাহা তাহাদিগেতে থাকে, এবং
আমি তাহাদিগেতে থাকি।

## যীশুর শেষ দুঃখভোগ, মৃত্যু ও সমাধি।

### মহাযাজকের সম্মুখে যীশুর বিচার।

১৮ এই সমস্ত বলিয়া যীশু আপন
শিষ্যগণের সহিত বাহির হইয়া
কিদ্রোণ স্রোত পার হইলেন;
সেখানে এক উদ্যান ছিল, তাহার
মধ্যে তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ
২ প্রবেশ করিলেন। আর যিহূদা,
যে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল,
সে সেই স্থান জ্ঞাত ছিল, কারণ
যীশু অনেক বার আপন শিষ্যগণের
সঙ্গে সেই স্থানে একত্র হইতেন।
৩ অতএব[১] যিহূদা সৈন্যদলকে, এবং
প্রধান যাজকদের ও ফরীশীদের
নিকট হইতে পদাতিকদিগকে প্রাপ্ত
হইয়া মশাল, দীপ ও অস্ত্রশস্ত্রের
৪ সহিত সেখানে আসিল। তখন
যীশু, আপনার প্রতি যাহা যাহা
ঘটিতেছে, সমস্তই জানিয়া বাহির

১। মথি ২৬, ৪৭-৭৫। মার্ক ১৪, ৪৩-৭২। লূক ২২; ৪৭-৭১।

হইয়া আসিলেন, আর তাহাদিগকে
কহিলেন, কাহার অন্বেষণ
৫ করিতেছ? তাহারা তাঁহাকে
উত্তর করিল, নাসরতীয় যীশুর।
তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
আমিই তিনি। আর যিহূদা যে
তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছিল, সে
তাহাদের সহিত দাঁড়াইয়াছিল।
৬ তিনি যখন তাহাদিগকে বলিলেন,
আমিই তিনি, তাহারা পিছাইয়া
৭ গেল, ও ভূমিতে পড়িল। পরে
তিনি তাহাদিগকে আবার জিজ্ঞাসা
করিলেন, কাহার অন্বেষণ করিতেছ?
তাহারা বলিল, নাসরতীয় যীশুর।
৮ যীশু উত্তর করিলেন, আমি ত
তোমাদিগকে বলিলাম যে, আমিই
তিনি; অতএব তোমরা যদি আমার
অন্বেষণ কর, তবে ইহাদিগকে
৯ যাইতে দেও—যেন তিনি এই যে
কথা বলিয়াছিলেন,* তাহা পূর্ণ হয়,
'তুমি আমাকে যে সকল লোক
দিয়াছ, আমি তাহাদের কাহাকেও
১০ হারাই নাই।' তখন শিমোন
পিতরের নিকটে খড়্গ থাকাতে তিনি
তাহা খুলিয়া মহাযাজকের দাসকে
আঘাত করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ
কাটিয়া ফেলিলেন। সেই দাসের
১১ নাম মল্ক। তখন যীশু পিতরকে
কহিলেন, খড়্গ কোষে রাখ;
আমার পিতা আমাকে যে পানপাত্র
দিয়াছেন তাহাতে আমি কি পান
করিব না?
১২ তখন সৈন্যদল, এবং সহস্রপতি
ও যিহূদিগণের পদাতিকেরা যীশুকে
ধরিল, ও তাঁহাকে বন্ধন করিল,
১৩ এবং প্রথমে হাননের কাছে লইয়া
গেল; কারণ যে কায়াফা সেই
বৎসর মহাযাজক ছিলেন, ঐ হানন
১৪ তাঁহার শ্বশুর। এ সেই কায়াফা,
যিনি যিহূদিগণকে এই পরামর্শ
দিয়াছিলেন, প্রজালোকদের জন্য
এক জনের মরণ ভাল।
১৫ আর শিমোন পিতর এবং আর
এক জন শিষ্য যীশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ
চলিলেন। সেই শিষ্য মহাযাজকের
পরিচিত ছিলেন, এবং যীশুর সহিত
মহাযাজকের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি-
১৬ লেন। কিন্তু পিতর বাহিরে দ্বার-
দেশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতএব
মহাযাজকের পরিচিত সেই অন্য শিষ্য
বাহিরে আসিয়া দ্বার-রক্ষিকাকে
বলিয়া পিতরকে ভিতরে লইয়া
১৭ গেলেন। তখন সেই দ্বার-রক্ষিকা
দাসী পিতরকে কহিল, তুমিও কি
সেই ব্যক্তির শিষ্যদের এক জন?
১৮ তিনি কহিলেন, আমি নই। আর
দাসেরা ও পদাতিকেরা কয়লার
আগুন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কারণ
তখন শীত পড়িয়াছিল, আর তাহারা
আগুন পোহাইতে ছিল; এবং
পিতরও তাহাদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া
আগুন পোহাইতেছিলেন।
১৯ ইতিমধ্যে মহাযাজক যীশুকে
তাঁহার শিষ্যগণের ও শিক্ষার বিষয়ে
২০ জিজ্ঞাসা করিলেন। যীশু তাঁহাকে
উত্তর করিলেন, আমি স্পষ্টরূপে
জগতের কাছে কথা কহিয়াছি;
আমি সর্ব্বদা সমাজ-গৃহে ও ধর্ম্মধামে
শিক্ষা দিয়াছি, যেখানে যিহূদীরা

* যোহন ১৭; ১২।

সকলে একত্র হয় ; গোপনে কিছু
২১ কহি নাই। আমাকে কেন জিজ্ঞাসা
কর ? যাহারা শুনিয়াছে, তাহা-
দিগকে জিজ্ঞাসা কর, আমি কি
বলিয়াছি ; দেখ, আমি কি কি
২২ বলিয়াছি, ইহারা জানে। তিনি
এই কথা কহিলে পদাতিকদের এক
জন, যে নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, সে
যীশুকে চড় মারিয়া কহিল, মহা-
২৩ যাজককে এমন উত্তর দিলি ? যীশু
তাহাকে উত্তর দিলেন, যদি মন্দ
বলিয়া থাকি, সেই মন্দের সাক্ষ্য
দেও ; কিন্তু যদি ভাল বলিয়া
থাকি, কি জন্য আমাকে মার ?
২৪ পরে হানন বন্ধন অবস্থায় তাঁহাকে
কায়াফা মহাযাজকের নিকটে প্রেরণ
করিলেন।

২৫ শিমোন পিতর দাঁড়াইয়া আগুন
পোহাইতেছিলেন। তখন লোকেরা
তাঁহাকে কহিল, তুমিও কি উহার
শিষ্যদের এক জন ? তিনি অস্বীকার
করিলেন, বলিলেন, আমি নই।
২৬ মহাযাজকের এক দাস, পিতর
যাহার কাণ কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন,
তাহার এক জন কুটুম্ব কহিল, আমি
কি উদ্যানে উহার সঙ্গে তোমাকে
২৭ দেখি নাই ? তখন পিতর আবার
অস্বীকার করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ
কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল।

দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে যীশুর বিচার।

২৮ পরে[১] লোকেরা যীশুকে
কায়াফার নিকট হইতে রাজবাটীতে
লইয়া গেল ; তখন প্রত্যূষকাল ;
আর তাহারা যেন অশুচি না হয়,
কিন্তু নিস্তারপর্ব্বের ভোজ ভোজন
করিতে পারে, এই জন্য আপনারা
রাজবাটীতে প্রবেশ করিল না।
২৯ অতএব পীলাত বাহিরে তাহাদের
কাছে গেলেন ও বলিলেন, তোমরা
এ ব্যক্তির উপরে কি দোষারোপ
৩০ করিতেছ ? তাহারা উত্তর করিয়া
তাঁহাকে কহিল, এ যদি দুষ্কর্ম্মকারী
না হইত, আমরা আপনার হস্তে
৩১ ইহাকে সমর্পণ করিতাম না। তখন
পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন,
তোমরাই উহাকে লইয়া যাও, এবং
আপনাদের ব্যবস্থামতে উহার
বিচার কর। যিহূদিগণ তাঁহাকে
কহিল, কোন ব্যক্তিকে বধ করিতে
৩২ আমাদের অধিকার নাই—যেন
যীশুর সেই বাক্য পূর্ণ হয়, যাহা
বলিয়া তিনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন,
তাঁহার কি প্রকার মৃত্যু হইবে।*
৩৩ তখন পীলাত আবার রাজবাটীতে
প্রবেশ করিলেন, এবং যীশুকে
ডাকিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমিই
৩৪ কি যিহূদীদের রাজা ? যীশু উত্তর
করিলেন, তুমি কি ইহা আপনা
হইতে বলিতেছ ? না অন্যেরা
আমার বিষয়ে তোমাকে ইহা বলিয়া
৩৫ দিয়াছে ? পীলাত উত্তর করিলেন,
আমি কি যিহূদী ? তোমারই
স্বজাতীয়েরা ও প্রধান যাজকেরা
আমার নিকটে তোমাকে সমর্পণ
করিয়াছে ; তুমি কি করিয়াছ ?
৩৬ যীশু উত্তর করিলেন, আমার রাজ্য
এ জগতের নয় ; যদি আমার রাজ্য

১। মথি ২৭ অঃ। মার্ক ১৫ অঃ। লূক ২৩ অঃ।

* যোহন ১২ ; ৩২, ৩৩।

এ জগতের হইত, তবে আমার
অনুচরেরা প্রাণপণ করিত, যেন
আমি যিহূদীদের হস্তে সমর্পিত না
হই; কিন্তু আমার রাজ্য ত এখান-
৩৭ কার নয়। তখন পীলাত তাঁহাকে
বলিলেন, তবে তুমি কি রাজা?
যীশু উত্তর করিলেন, তুমিই বলি-
তেছ যে আমি রাজা। আমি এই
জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও এই
জন্য জগতে আসিয়াছি, যেন সত্যের
পক্ষে সাক্ষ্য দিই। যে কেহ সত্যের,
৩৮ সে আমার রব শুনে। পীলাত
তাঁহাকে বলিলেন, সত্য কি?

ইহা বলিয়া তিনি আবার বাহিরে
যিহূদীদের কাছে গেলেন, এবং
তাহাদিগকে বলিলেন, আমি ত
ইহার কোনই দোষ পাইতেছি না।
৩৯ কিন্তু তোমাদের এমন এক রীতি
আছে যে, আমি নিস্তারপর্ব্বের
সময়ে তোমাদের জন্য এক ব্যক্তিকে
ছাড়িয়া দিই; ভাল, তোমরা কি
ইচ্ছা কর যে, আমি তোমাদের জন্য
যিহূদীদের রাজাকে ছাড়িয়া দিব?
৪০ তাহারা আবার চেঁচাইয়া কহিল,
ইহাকে নয়, কিন্তু বারাব্বাকে।
সেই বারাব্বা দস্যু ছিল।

১৯ তখন পীলাত যীশুকে লইয়া
২ কোড়া প্রহার করাইলেন। আর
সেনারা কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া
তাঁহার মস্তকে দিল, এবং তাঁহাকে
৩ বেগুনিয়া কাপড় পরাইল; আর
তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিতে
লাগিল, যিহূদি-রাজ, নমস্কার;
এবং তাঁহাকে চড় মারিতে লাগিল।
৪ তখন পীলাত আবার বাহিরে
গেলেন ও লোকদিগকে কহিলেন,
দেখ, আমি ইহাকে তোমাদের কাছে
বাহিরে আনিলাম, যেন তোমরা
জানিতে পার যে, আমি ইহার
৫ কোনই দোষ পাইতেছি না। যীশু
সেই কাঁটার মুকুট ও বেগুনিয়া
কাপড় পরিয়াই বাহিরে আসি-
লেন; আর পীলাত লোকদিগকে
৬ কহিলেন, দেখ, সেই মানুষ। তখন
যীশুকে দেখিয়াই প্রধান যাজকেরা
ও পদাতিকেরা চেঁচাইয়া বলিল,
উহাকে ক্রুশে দেও, উহাকে ক্রুশে
দেও। পীলাত তাহাদিগকে কহি-
লেন, তোমরা আপনারা ইহাকে
লইয়া ক্রুশে দেও; কেননা আমি
ইহার কোন দোষ পাইতেছি না।
৭ যিহূদীরা তাঁহাকে উত্তর করিল,
আমাদের এক ব্যবস্থা আছে, সেই
ব্যবস্থা অনুসারে তাহার প্রাণদণ্ড
হওয়া উচিত, কারণ সে আপনাকে
ঈশ্বরের পুত্র করিয়া তুলিয়াছে।
৮ পীলাত যখন এই কথা শুনিলেন,
৯ তিনি আরও ভীত হইলেন; এবং
আবার রাজবাটীতে প্রবেশ করি-
লেন ও যীশুকে বলিলেন, তুমি
কোথা হইতে আসিয়াছ? কিন্তু
যীশু তাঁহাকে কোন উত্তর দিলেন
১০ না। অতএব পীলাত তাঁহাকে
বলিলেন, আমার সঙ্গে কথা কহি-
তেছ না? তুমি কি জান না যে,
তোমাকে ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতা
আমার আছে, এবং তোমাকে ক্রুশে
দিবারও ক্ষমতা আমার আছে?
১১ যীশু উত্তর করিলেন, যদি ঊর্দ্ধ

হইতে তোমাকে দত্ত না হইত, তবে
আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন
ক্ষমতা থাকিত না ; এই জন্য যে
ব্যক্তি তোমার হস্তে আমাকে সমর্পণ
করিয়াছে, তাহারই পাপ অধিক ।
১২ এই হেতু পীলাত তাঁহাকে ছাড়িয়া
দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যিহূদীরা
চেঁচাইয়া বলিল, আপনি যদি
উহাকে ছাড়িয়া দেন, তবে আপনি
কৈসরের মিত্র নহেন ; যে কেহ
আপনাকে রাজা করিয়া তুলে,
সে কৈসরের বিপক্ষে কথা
কহে ।
১৩ এই কথা শুনিয়া পীলাত যীশুকে
বাহিরে আনিলেন, এবং শিলাস্তরণ
নামক স্থানে বিচারাসনে বসিলেন ;
সেই স্থানের ইব্রীয় নাম গব্বথা ।
১৪ সেই দিন নিস্তার-পর্ব্বের আয়োজন
দিন ; বেলা অনুমান ছয় ঘটিকা ।
পীলাত যিহূদিগণকে বলিলেন, দেখ,
১৫ তোমাদের রাজা । তাহাতে তাহারা
চেঁচাইয়া কহিল, দূর কর, দূর কর,
উহাকে ক্রুশে দেও । পীলাত তাহা-
দিগকে কহিলেন, তোমাদের
রাজাকে কি ক্রুশে দিব ? প্রধান
যাজকেরা উত্তর করিল, কৈসর
ছাড়া আমাদের অন্য রাজা নাই ।
১৬ তখন তিনি যীশুকে তাহাদের হস্তে
সমর্পণ করিলেন, যেন তাঁহাকে
ক্রুশে দেওয়া হয় ।

যীশুর ক্রুশারোপণ ও মৃত্যু ।

১৭ তখন তাহারা যীশুকে লইল ;
এবং তিনি আপনি ক্রুশ বহন
করিতে করিতে বাহির হইয়া মাথার
খুলির স্থান নামক স্থানে গেলেন ।
ইব্রীয় ভাষায় সেই স্থানকে গল্-
১৮ গথা বলে । তথায় তাহারা তাঁহাকে
ক্রুশে দিল, এবং তাঁহার সহিত
আর দুই জনকে দিল, দুই পার্শ্বে
দুই জনকে, ও মধ্যস্থানে যীশুকে ।
১৯ আর পীলাত একখান দোষপত্র
লিখিয়া ক্রুশের উপরিভাগে লাগা-
ইয়া দিলেন । তাহাতে এই কথা
লিখিত ছিল,

'নাসরতীয় যীশু, যিহূদীদের
রাজা ।'

২০ তখন যিহূদীরা অনেকে সেই দোষ-
পত্র পাঠ করিল, কারণ যেখানে
যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হইয়াছিল,
সেই স্থান নগরের সন্নিকট, এবং
উহা ইব্রীয়, রোমীয় ও গ্রীক ভাষায়
২১ লিখিত ছিল । অতএব যিহূদীদের
প্রধান যাজকেরা পীলাতকে কহিল,
'যিহূদীদের রাজা,' এমন কথা লিখি-
বেন না, কিন্তু লিখুন যে, 'এ ব্যক্তি
বলিল, আমি যিহূদীদের রাজা' ।
২২ পীলাত উত্তর করিলেন, যাহা
লিখিয়াছি, তাহা লিখিয়াছি ।
২৩ যীশুকে ক্রুশে দিবার পরে
সেনারা তাঁহার বস্ত্র সকল লইয়া
চারি অংশ করিয়া প্রত্যেক সেনাকে
এক এক অংশ দিল, এবং আঙ্-
রাখাটীও লইল ; ঐ আঙ্রাখায়
সেলাই ছিল না, উপর হইতে
২৪ সমস্তই বোনা । অতএব তাহারা
পরস্পর বলিল, ইহা চিরিব না,
আইস, আমরা গুলিবাঁট করিয়া
দেখি, ইহা কাহার হইবে ; যেন
শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হয়,

"তাহারা আপনাদের মধ্যে আমার
বস্ত্র সকল বিভাগ করিল,
আর আমার পরিচ্ছদের জন্য
গুলিবাঁট করিল।"*
বাস্তবিক সেনারা তাহাই করিল।
২৫ আর যীশুর ক্রুশের নিকটে তাঁহার
মাতা, ও তাঁহার মাতার ভগিনী,
ক্লোপার [ স্ত্রী ] মরিয়ম, এবং
মগ্দলিনী মরিয়ম, ইহাঁরা দাঁড়াইয়া-
২৬ ছিলেন। যীশু মাতাকে দেখিয়া,
এবং যাঁহাকে প্রেম করিতেন, সেই
শিষ্য নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন
দেখিয়া, মাতাকে কহিলেন, হে
২৭ নারি, ঐ দেখ, তোমার পুত্র। পরে
তিনি সেই শিষ্যকে কহিলেন, ঐ
দেখ, তোমার মাতা। তাহাতে
সেই দণ্ড অবধি ঐ শিষ্য তাঁহাকে
আপন গৃহে লইয়া গেলেন।
২৮ ইহার পরে যীশু, সমস্তই এখন
সমাপ্ত হইল, জানিয়া শাস্ত্রের বচন
যেন সিদ্ধ হয়, এই জন্য কহিলেন,
২৯ 'আমার পিপাসা পাইয়াছে'।† সেই
স্থানে সিরকায় পূর্ণ একটী পাত্র
ছিল; তাহাতে লোকেরা সিরকায়
পূর্ণ একটী স্পঞ্জ এসোব নলে
লাগাইয়া তাঁহার মুখের নিকটে
৩০ ধরিল। সিরকা গ্রহণ করিবার
পর যীশু কহিলেন, 'সমাপ্ত হইল';
পরে মস্তক নত করিয়া আত্মা
সমর্পণ করিলেন।
৩১ সেই দিন আয়োজন দিন, অতএব
বিশ্রামবারে সেই দেহগুলি যেন
ক্রুশের উপরে না থাকে—কেননা
ঐ বিশ্রামবার মহাদিন ছিল—এই
নিমিত্ত যিহূদিগণ পীলাতের নিকটে
নিবেদন করিল, যেন তাহাদের পা
ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে অন্য স্থানে
৩২ লইয়া যাওয়া হয়। অতএব সেনারা
আসিয়া ঐ প্রথম ব্যক্তির, এবং
তাহার সহিত ক্রুশে বিদ্ধ অন্য
৩৩ ব্যক্তির পা ভাঙ্গিল; কিন্তু তাহারা
যখন যীশুর নিকটে আসিয়া দেখিল
যে, তিনি মরিয়া গিয়াছেন, তখন
৩৪ তাঁহার পা ভাঙ্গিল না। কিন্তু এক
জন সেনা বড়শা দিয়া তাঁহার
কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিল; তাহাতে
অমনি রক্ত ও জল বাহির হইল।
৩৫ যে ব্যক্তি দেখিয়াছে, সেই সাক্ষ্য
দিয়াছে, এবং তাহার সাক্ষ্য যথার্থ;
আর সে জানে যে, সে সত্য
কহিতেছে, যেন তোমরাও বিশ্বাস
৩৬ কর। কারণ এই সকল ঘটিল,
যেন এই শাস্ত্রীয় বচন পূর্ণ হয়,
"তাঁহার একখানি অস্থিও ভগ্ন
৩৭ হইবে না।"* আবার শাস্ত্রের
আর একটী বচন এই, "তাহারা
যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, তাঁহার
প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে।"†

যীশুর সমাধি।

৩৮ ইহার পরে অরিমাথিয়ার
যোষেফ—যিনি যীশুর শিষ্য ছিলেন,
কিন্তু যিহূদীদের ভয়ে গুপ্ত ভাবেই
ছিলেন—তিনি পীলাতকে নিবেদন
করিলেন, যেন তিনি যীশুর দেহ
লইয়া যাইতে পারেন; পীলাত
অনুমতি দিলেন, তাহাতে তিনি

১৮। † গীত ৬৯; ২১।

* যাত্রা ১২; ৪৬। গীত ৩৪; ২০।
† সখ ১২; ১০। প্রকা ১; ৭।

আসিয়া তাঁহার দেহ লইয়া
৩৯ গেলেন। আর যিনি প্রথমে
রাত্রিকালে তাঁহার কাছে আসিয়া-
ছিলেন, সেই নীকদীমও আসিলেন,
গন্ধরসে মিশ্রিত অনুমান পঞ্চাশ
সের অগুরু লইয়া আসিলেন।
৪০ তখন তাঁহারা যীশুর দেহ লইয়া
যিহূদীদের কবর দিবার রীতি
অনুযায়ী ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত
মসীনার কাপড় দিয়া বাঁধিলেন।
৪১ আর যে স্থানে তাঁহাকে ক্রুশে
দেওয়া হয়, সেই স্থানে এক উদ্যান
ছিল, সেই উদ্যানের মধ্যে এমন
এক নূতন কবর ছিল, যাহার মধ্যে
কাহাকেও কখনও রাখা হয়
৪২ নাই। অতএব ঐ দিন যিহূদীদের
আয়োজন-দিন বলিয়া, তাঁহারা
সেই কবর মধ্যে যীশুকে রাখিলেন,
কেননা সেই কবর নিকটেই ছিল।

### যীশুর পুনরুত্থান ও শিষ্যদিগকে বার বার দর্শন দান।[1]

যীশু মগ্দলীনী মরিয়মকে দর্শন দেন।

২০ সপ্তাহের প্রথম দিন প্রত্যূষে
অন্ধকার থাকিতে থাকিতে মগ্দ-
লীনী মরিয়ম কবরের নিকটে যান,
আর দেখেন, কবর হইতে পাথর-
২ খান সরান হইয়াছে। তখন তিনি
দৌড়িয়া শিমোন পিতরের নিকটে,
এবং যীশু যাঁহাকে ভাল বাসিতেন,
সেই অন্য শিষ্যের নিকটে আসিলেন,
আর তাঁহাদিগকে বলিলেন, লোকে
প্রভুকে কবর হইতে তুলিয়া লইয়া
গিয়াছে; তাঁহাকে কোথায় রাখি-
৩ য়াছে, আমরা জানি না। অতএব
পিতর ও সেই অন্য শিষ্য বাহির
হইয়া কবরের নিকটে যাইতে
৪ লাগিলেন। তাঁহারা দুই জন এক-
সঙ্গে দৌড়িলেন, আর সেই অন্য
শিষ্য পিতরকে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রে
কবরের নিকটে উপস্থিত হইলেন;
৫ এবং হেঁট হইয়া ভিতরে চাহিয়া
দেখিলেন, কাপড়গুলি পড়িয়া
রহিয়াছে, তথাপি ভিতরে প্রবেশ
৬ করিলেন না। শিমোন পিতরও
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন,
আর তিনি কবরে প্রবেশ করিলেন;
এবং দেখিলেন, কাপড়গুলি পড়িয়া
৭ রহিয়াছে, আর যে রুমালখানি
তাঁহার মস্তকের উপরে ছিল, তাহা
সেই কাপড়ের সহিত নাই, স্বতন্ত্র
এক স্থানে গুটাইয়া রাখা হইয়াছে।
৮ পরে সেই অন্য শিষ্য, যিনি কবরের
নিকটে প্রথমে আসিয়াছিলেন,
তিনিও ভিতরে প্রবেশ করিলেন,
এবং দেখিলেন ও বিশ্বাস করি-
৯ লেন। কারণ এ পর্য্যন্ত তাঁহারা
শাস্ত্রের এই কথা বুঝেন নাই যে,
মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে
১০ উঠিতে হইবে। পরে ঐ দুই
শিষ্য আবার স্বস্থানে চলিয়া
গেলেন।
১১ কিন্তু মরিয়ম রোদন করিতে
করিতে বাহিরে কবরের কাছে
দাঁড়াইয়া রহিলেন; এবং রোদন
করিতে করিতে হেঁট হইয়া কবরের
১২ ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেন; আর
দেখিলেন, শুক্ল বস্ত্র পরিহিত দুই
জন স্বর্গ-দূত যীশুর দেহ যে স্থানে

১। মথি ২৮ অঃ। মার্ক ১৬ অঃ। লূক ২৪ অঃ।

রাখা হইয়াছিল, এক জন তাহার
শিয়রে, অন্য জন পায়ের দিকে
১৩ বসিয়া আছেন। তাঁহারা তাঁহাকে
বলিলেন, নারি, রোদন করিতেছ
কেন? তিনি তাঁহাদিগকে বলি-
লেন, লোকে আমার প্রভুকে
লইয়া গিয়াছে; কোথায় রাখিয়াছে,
১৪ জানি না। ইহা বলিয়া তিনি
পশ্চাৎ দিকে ফিরিলেন, আর
দেখিলেন, যীশু দাঁড়াইয়া আছেন,
কিন্তু চিনিতে পারিলেন না যে,
১৫ তিনি যীশু। যীশু তাঁহাকে
বলিলেন, নারি, রোদন করিতেছ
কেন? কাহার অন্বেষণ করিতেছ?
তিনি তাঁহাকে বাগানের মালি মনে
করিয়া কহিলেন, মহাশয়, আপনি
যদি তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাকেন,
আমায় বলুন, কোথায় রাখিয়াছেন;
আমিই তাঁহাকে লইয়া যাইব।
১৬ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, মরিয়ম।
তিনি ফিরিয়া ইব্রীয় ভাষায় তাঁহাকে
কহিলেন, রব্বূণি! ইহার অর্থ, হে
১৭ গুরু। যীশু তাঁহাকে কহিলেন,
আমাকে স্পর্শ করিও না, কেননা
এখনও আমি ঊর্দ্ধে পিতার নিকটে
যাই নাই; কিন্তু তুমি আমার
ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে
বল, যিনি আমার পিতা ও তোমা-
দের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও
তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে
১৮ আমি ঊর্দ্ধে যাই। তখন মগ্দলীনী
মরিয়ম শিষ্যগণের নিকটে গিয়া এই
সংবাদ দিলেন, আমি প্রভুকে
দেখিয়াছি, আর তিনি আমাকে এই
এই কথা বলিয়াছেন।

যীশু শিষ্যসমূহকে দুই বার দর্শন দেন।

১৯ সেই দিন, সপ্তাহের প্রথম দিন,
সন্ধ্যা হইলে, শিষ্যগণ যেখানে
ছিলেন, সেই স্থানের দ্বার সকল
যিহূদিগণের ভয়ে রুদ্ধ ছিল; এমন
সময়ে যীশু আসিয়া মধ্যস্থানে
দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহাদিগকে
কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক;
২০ ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে
আপনার দুই হস্ত ও কুক্ষিদেশ
দেখাইলেন। অতএব প্রভুকে
দেখিতে পাইয়া শিষ্যেরা আনন্দিত
২১ হইলেন। তখন যীশু আবার
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের
শান্তি হউক; পিতা যেমন আমাকে
প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও
২২ তোমাদিগকে পাঠাই। ইহা বলিয়া
তিনি তাঁহাদের উপরে ফুঁ দিলেন,
আর তাঁহাদিগকে কহিলেন, পবিত্র
২৩ আত্মা গ্রহণ কর; তোমরা যাহাদের
পাপ মোচন করিবে, তাহাদের
মোচিত হইল; যাহাদের পাপ
রাখিবে, তাহাদের রাখা হইল।
২৪ যীশু যখন আসিয়াছিলেন, তখন
থোমা, সেই বারো জনের এক জন,
যাঁহাকে দিদুমঃ বলে, তিনি তাঁহাদের
২৫ সঙ্গে ছিলেন না। অতএব অন্য
শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, আমরা
প্রভুকে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি
তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি যদি
তাঁহার দুই হাতে প্রেকের চিহ্ন না
দেখি, ও সেই প্রেকের স্থানে
আমার অঙ্গুলি না দিই, এবং তাঁহার
কুক্ষিদেশ মধ্যে আমার হাত না দিই,
তবে কোন মতে বিশ্বাস করিব না।

২৬ আট দিন পরে তাঁহার শিষ্যগণ
পুনরায় গৃহ-মধ্যে ছিলেন, এবং
থোমা তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। দ্বার
সকল রুদ্ধ ছিল, এমন সময়ে যীশু
আসিলেন, মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন,
আর কহিলেন, তোমাদের শান্তি
২৭ হউক। পরে তিনি থোমাকে কহি-
লেন, এ দিকে তোমার অঙ্গুলি
বাড়াইয়া দেও, আমার হাত দুখানি
দেখ, আর তোমার হাত বাড়াইয়া
দেও, আমার কুক্ষিদেশ মধ্যে দেও ;
এবং অবিশ্বাসী হইও না, বিশ্বাসী
২৮ হও। থোমা উত্তর করিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, প্রভু আমার, ঈশ্বর
২৯ আমার ! যীশু তাঁহাকে বলিলেন,
তুমি আমাকে দেখিয়াছ বলিয়া
বিশ্বাস করিয়াছ ? ধন্য তাহারা,
যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিল।
৩০ যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও
অনেক চিহ্ন-কার্য্য করিয়াছিলেন ;
সে সকল এই পুস্তকে লেখা হয়
৩১ নাই। কিন্তু এই সকল লেখা হই-
য়াছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে,
যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর
বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে
জীবন প্রাপ্ত হও।

*যীশু সমুদ্র-তীরে কয়েক জন শিষ্যকে দর্শন দেন।*

২১ তৎপরে যীশু তিবিরিয়া-সমুদ্রের
তীরে আবার শিষ্যদের নিকটে
আপনাকে প্রকাশ করিলেন ; আর
তিনি এইরূপে আপনাকে প্রকাশ
২ করিলেন। শিমোন পিতর, থোমা,
যাঁহাকে দিদুমঃ বলে, গালীলের
কান্নানিবাসী নথনেল, সিবদিয়ের
দুই পুত্র, এবং তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে
আর দুই জন, ইহাঁরা একত্র ছিলেন।
৩ শিমোন পিতর তাঁহাদিগকে বলি-
লেন, আমি মাছ ধরিতে যাই।
তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, আমরাও
তোমার সঙ্গে যাই। তাঁহারা বাহির
হইয়া গিয়া নৌকায় উঠিলেন, আর
সেই রাত্রিতে কিছু ধরিতে পারিলেন
৪ না। পরে প্রভাত হইয়া আসি-
তেছে, এমন সময় যীশু তীরে
দাঁড়াইলেন, তথাপি শিষ্যেরা চিনিতে
৫ পারিলেন না যে, তিনি যীশু। যীশু
তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎসেরা,
তোমাদের নিকটে কিছু খাবার
আছে ? তাঁহারা উত্তর করিলেন,
৬ না। তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, নৌকার দক্ষিণ পার্শ্বে জাল
ফেল, পাইবে। অতএব তাঁহারা
জাল ফেলিলেন, এবং এত মাছ
পড়িল যে, তাঁহারা আর তাহা
টানিয়া তুলিতে পারিলেন না।
৭ অতএব, যীশু যাঁহাকে প্রেম করি-
তেন, সেই শিষ্য পিতরকে বলিলেন,
উনি প্রভু। তাহাতে 'উনি প্রভু'
এই কথা শুনিয়া শিমোন পিতর
দেহে কাপড় জড়াইলেন, কেননা
তিনি উলঙ্গ ছিলেন, এবং সমুদ্রে
৮ ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু অন্য
শিষ্যেরা মাছে পূর্ণ জাল টানিতে
টানিতে ছোট নৌকাতে করিয়া
আসিলেন ; কেননা তাঁহারা স্থল
হইতে দূরে ছিলেন না, অনুমান দুই
৯ শত হস্ত অন্তর ছিলেন। স্থলে
উঠিয়া তাঁহারা দেখেন, কয়লার
আগুন রহিয়াছে, ও তাহার উপরে

১০ মাছ আর রুটী রহিয়াছে। যীশু
তাঁহাদিগকে বলিলেন, যে মাছ
এখন ধরিলে, তাহার কিছু আন।
১১ শিমোন পিতর উঠিয়া জাল স্থলে
টানিয়া তুলিলেন, তাহা এক শত
তিপ্পান্নটা বড় মাছে পূর্ণ ছিল, আর
এত মাছেও জাল ছিঁড়িল না।
১২ যীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, আইস,
আহার কর। তখন শিষ্যদের
কাহারও এমন সাহস হইল না যে,
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি
কে?' তাঁহারা জানিতেন যে, তিনি
১৩ প্রভু। যীশু আসিয়া ঐ রুটী লইয়া
তাঁহাদিগকে দিলেন, আর সেইরূপে
১৪ মাছও দিলেন। মৃতগণের মধ্য
হইতে উঠিলে পর যীশু এখন
এই তৃতীয় বার আপন শিষ্যদিগকে
দর্শন দিলেন।

যীশু পিতরকে আদেশ দেন।

১৫ তাঁহারা আহার করিলে পর যীশু
শিমোন পিতরকে কহিলেন, হে
যোহনের পুত্র শিমোন, ইহাদের
অপেক্ষা তুমি কি আমাকে অধিক
প্রেম কর? তিনি কহিলেন, হাঁ,
প্রভু; আপনি জানেন, আমি
আপনাকে ভাল বাসি। তিনি
তাঁহাকে কহিলেন, আমার মেষ-
১৬ শাবকগণকে চরাও। পরে তিনি
দ্বিতীয় বার তাঁহাকে কহিলেন, হে
যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি
আমাকে প্রেম কর? তিনি কহি-
লেন, হাঁ, প্রভু; আপনি জানেন,
আমি আপনাকে ভাল বাসি। তিনি
তাঁহাকে কহিলেন, আমার মেষ-
১৭ গণকে পালন কর। তিনি তৃতীয়
বার তাঁহাকে কহিলেন, হে যোহনের
পুত্র শিমোন, তুমি কি আমাকে
ভাল বাস? পিতর দুঃখিত হইলেন
যে, তিনি তৃতীয় বার তাঁহাকে
বলিলেন, 'তুমি কি আমাকে ভাল
বাস?' আর তিনি তাঁহাকে কহি-
লেন, প্রভু, আপনি সকলই জানেন;
আপনি জ্ঞাত আছেন যে, আমি
আপনাকে ভাল বাসি। যীশু
তাঁহাকে কহিলেন, আমার মেষ-
১৮ গণকে চরাও। সত্য, সত্য, আমি
তোমাকে কহিতেছি, যখন তুমি
যুবা ছিলে, তখন আপনি আপনার
কটি বন্ধন করিতে এবং যেখানে
ইচ্ছা, বেড়াইতে; কিন্তু যখন বৃদ্ধ
হইবে, তখন তোমার হস্ত বিস্তার
করিবে, এবং আর এক জন তোমার
কটি বন্ধন করিয়া দিবে, ও যেখানে
যাইতে তোমার ইচ্ছা নাই, সেইখানে
১৯ তোমাকে লইয়া যাইবে। এই কথা
বলিয়া যীশু নির্দ্দেশ করিলেন যে,
পিতর কি প্রকার মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের
গৌরব করিবেন। এই কথা বলি-
বার পর তিনি তাঁহাকে বলিলেন,
২০ আমার পশ্চাৎ আইস। পিতর মুখ
ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই শিষ্য পশ্চাৎ
আসিতেছেন, যাঁহাকে যীশু প্রেম
করিতেন এবং যিনি রাত্রিভোজের
সময়ে তাঁহার বক্ষঃস্থলের দিকে
হেলিয়া পড়িয়া বলিয়াছিলেন,
প্রভু, কে আপনাকে শত্রুহস্তে
২১ সমর্পণ করিবে? তাঁহাকে দেখিয়া
পিতর যীশুকে বলিলেন, প্রভু,
২২ ইহার কি হইবে? যীশু তাঁহাকে
বলিলেন, আমি যদি ইচ্ছা করি,

এ আমার আগমন পর্য্যন্ত
থাকে, তাহাতে তোমার কি?
তুমি আমার পশ্চাৎ আইস।
২৩ অতএব ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই কথা
রটিয়া গেল যে, সেই শিষ্য মরিবেন
না; কিন্তু যীশু তাঁহাকে বলেন
নাই যে, তিনি মরিবেন না; কেবল
বলিয়াছিলেন, আমি যদি ইচ্ছা
করি, এ আমার আগমন পর্য্যন্ত
থাকে, তাহাতে তোমার কি?
২৪ সেই শিষ্যই এই সকল বিষয়ে
সাক্ষ্য দিতেছেন, এবং এই সকল
লিখিয়াছেন; আর আমরা জানি,
২৫ তাঁহার সাক্ষ্য সত্য। যীশু আরও
অনেক কর্ম্ম করিয়াছিলেন; সে
সকল যদি এক এক করিয়া লেখা
যায়, তবে আমার বোধ হয়,
লিখিতে লিখিতে এত গ্রন্থ হইয়া
উঠে যে, জগতেও তাহা ধরে
না।

# প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণ।

**আভাষ। প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ।**

১ হে থিয়ফিল, প্রথম প্রবন্ধটী
আমি সেই সকল বিষয় লইয়া
রচনা করিয়াছি, যাহা যীশু সেই
দিন পর্য্যন্ত সাধন করিতে ও শিক্ষা
২ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যে
দিনে তিনি আপনার মনোনীত
প্রেরিতদিগকে পবিত্র আত্মা দ্বারা
আজ্ঞা দিয়া ঊর্দ্ধে নীত হইলেন।
৩ আপন দুঃখভোগের পরে তিনি
অনেক প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদের
নিকটে আপনাকে জীবিত দেখাই-
লেন, ফলতঃ চল্লিশ দিন যাবৎ
তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন, এবং
ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় নানা কথা
৪ বলিলেন। আর তিনি তাঁহাদের
সঙ্গে সমবেত হইয়া এই আজ্ঞা
দিলেন, তোমরা যিরূশালেম হইতে
প্রস্থান করিও না, কিন্তু পিতার
অঙ্গীকৃত যে দানের কথা আমার
কাছে শুনিয়াছ, তাহার অপেক্ষায়
৫ থাক। কেননা যোহন জলে
বাপ্তাইজ করিতেন বটে, কিন্তু
তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত
হইবে, বেশী দিন পরে নয়।
৬ অতএব তাঁহারা একত্র হইয়া
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু,
আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলের
হাতে রাজ্য ফিরাইয়া আনিবেন?
৭ তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, যে
সকল সময় কি কাল পিতা নিজ
কর্ত্তৃত্বের অধীন রাখিয়াছেন, তাহা
তোমাদের জানিবার বিষয় নয়।
৮ কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে
আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত
হইবে; আর তোমরা যিরূশালেমে,

সমুদয় যিহূদীয়া ও শমরিয়া দেশে,
এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার
৯ সাক্ষী হইবে। এই কথা বলিবার
পর তিনি তাঁহাদের দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে
নীত হইলেন, এবং একখানি মেঘ
তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে তাঁহাকে
১০ গ্রহণ করিল। তিনি যাইতেছেন,
আর তাঁহারা আকাশের দিকে
একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, এমন
সময়ে, দেখ, শুক্লবস্ত্র-পরিহিত দুই
পুরুষ তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াই-
১১ লেন ; আর তাঁহারা কহিলেন, হে
গালীলীয় লোকেরা, তোমরা
আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়া-
ইয়া রহিয়াছ কেন ? এই যে যীশু
তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে ঊর্দ্ধে
নীত হইলেন, উহাঁকে যেরূপে স্বর্গে
গমন করিতে দেখিলে, সেইরূপে
উনি আগমন করিবেন।
১২ তখন তাঁহারা জৈতুন নামক
পর্ব্বত হইতে যিরূশালেমে ফিরিয়া
গেলেন। সেই পর্ব্বত যিরূ-
শালেমের নিকটবর্ত্তী, বিশ্রামবারের
১৩ পথ। নগরে প্রবেশ করিলে
পর তাঁহারা যেখানে অবস্থিতি
করিতেছিলেন, সেই উপরের
কুঠরীতে গেলেন ;—পিতর, যোহন,
যাকোব ও আন্দ্রিয়, ফিলিপ
ও থোমা, বর্থলময় ও মথি, আল্-
ফেয়ের পুত্র যাকোব ও উদ্-
যোগী শিমোন এবং যাকোবের
১৪ [ ভ্রাতা ] যিহূদা ; ইহাঁরা সকলে
স্ত্রীলোকদের, এবং যীশুর মাতা
মরিয়মের ও তাঁহার ভ্রাতাদের সঙ্গে
একচিত্তে প্রার্থনায় নিবিষ্ট রহিলেন।

**যিহূদার পদে এক জন প্রেরিতের নিয়োগ।**

১৫ সেই সময়ে এক দিন—যখন
অনুমান এক শত কুড়ি জন এক
স্থানে সমবেত ছিলেন,—তখন
পিতর ভ্রাতৃগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া
১৬ বলিলেন, 'হে ভ্রাতৃগণ, যাহারা
যীশুকে ধরিয়াছিল, তাহাদের পথ-
দর্শক হইয়াছিল যে যিহূদা, তাহার
বিষয়ে পবিত্র আত্মা দায়ূদের মুখ
দ্বারা অগ্রে যাহা বলিয়াছিলেন,
সেই শাস্ত্রীয় বচন পূর্ণ হওয়া
১৭ আবশ্যক ছিল। কেননা সে ব্যক্তি
আমাদের মধ্যে গণিত, এবং এই
পরিচর্য্যার অধিকার প্রাপ্ত ছিল।
১৮ —সে অধর্ম্মের বেতন দ্বারা এক-
খান ক্ষেত্র লাভ করিল ; এবং
অধোমুখে ভূমিতে পতিত হইলে
তাহার উদর ফাটিয়া যাওয়াতে
নাড়ী ভুঁড়ী সকল বাহির হইয়া
১৯ পড়িল ; আর যিরূশালেম-নিবাসী
সকল লোকে তাহা জানিতে
পারিয়াছিল, এই জন্য তাহাদের
ভাষায় ঐ ক্ষেত্র হকলদামা, অর্থাৎ
রক্তক্ষেত্র, নামে আখ্যাত।
২০ বস্তুতঃ গীতপুস্তকে লেখা আছে,
"তাহার নিবাস শূন্য হউক,
তাহাতে বাস করে, এমন কেহ
না থাকুক ;"
এবং
"অন্য ব্যক্তি তাহার অধ্যক্ষ-পদ
প্রাপ্ত হউক।"*
২১ অতএব যোহনের বাপ্তিস্ম অবধি
আরম্ভ করিয়া, যে দিন প্রভু যীশু

* গীত ৬৯ ; ২৫। ১০৯ ; ৮।

আমাদের নিকট হইতে ঊর্দ্ধে
নীত হন, সেই দিন পর্য্যন্ত, যত
দিন তিনি আমাদের কাছে ভিতরে
আসিতেন ও বাহিরে যাইতেন,
তত দিন সর্ব্বদা যাঁহারা আমাদের
২২ সহচর ছিলেন, তাঁহাদের এক ব্যক্তি
যে আমাদের সহিত তাঁহার পুন-
রুত্থানের সাক্ষী হন, ইহা আবশ্যক।'
২৩ তখন তাঁহারা এই দুই জনকে দাঁড়
করাইলেন, যোষেফ—যাঁহাকে
বার্শব্বা বলিয়া ডাকে, যাঁহার
২৪ উপাধি যুষ্ট,—এবং মত্তথিয় ; আর
তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভু,
তুমি সকলের অন্তঃকরণ জান,
যিহূদা নিজ স্থানে যাইবার জন্য এই
যে পরিচর্য্যা ও প্রেরিতত্ব ছাড়িয়া
২৫ গিয়াছে, তাহার স্থান গ্রহণ করিবার
জন্য তুমি এই দুইয়ের মধ্যে যাহাকে
মনোনীত করিয়াছ, তাহাকে দেখা-
২৬ ইয়া দেও। পরে তাঁহারা উভয়ের
জন্য গুলিবাঁট করিলেন, আর মত্ত-
থিয়ের নামে গুলি উঠিল ; তাহাতে
তিনি এগারো জন প্রেরিতের সহিত
গণিত হইলেন।

### পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণ।

২ পরে পঞ্চাশত্তমীর দিন উপ-
স্থিত হইলে তাঁহারা সকলে এক
২ স্থানে সমবেত ছিলেন। আর হঠাৎ
আকাশ হইতে প্রচণ্ড বায়ুর বেগের
শব্দবৎ একটা শব্দ আসিল, এবং
যে গৃহে তাঁহারা বসিয়াছিলেন, সেই
৩ গৃহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। আর
অংশ অংশ হইয়া পড়িতেছে, এমন
অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাঁহাদের
দৃষ্টিগোচর হইল ; এবং তাঁহাদের
প্রত্যেক জনের উপরে বসিল।
৪ তাহাতে তাঁহারা সকলে পবিত্র
আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং
আত্মা তাঁহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা
দান করিলেন, তদনুসারে অন্য অন্য
ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন।
৫ ঐ সময়ে যিহূদীরা, আকাশের
নিম্নস্থিত সমস্ত জাতি হইতে আগত
ভক্ত লোকেরা, যিরূশালেমে বাস
৬ করিতেছিল। আর সেই ধ্বনি
হইলে অনেক লোক সমাগত হইল,
এবং তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল,
কারণ প্রত্যেক জন আপন আপন
ভাষায় তাঁহাদিগকে কথা কহিতে
৭ শুনিতেছিল। তখন সকলে অতিশয়
আশ্চর্য্যান্বিত ও চমৎকৃত হইয়া
বলিতে লাগিল, দেখ, এই যে
লোকেরা কথা কহিতেছে, ইহারা
৮ সকলে কি গালীলীয় নহে ? তবে
আমরা কেমন করিয়া প্রত্যেক জন
নিজ নিজ জন্মদেশীয় ভাষায় কথা
৯ শুনিতেছি ? পার্থীয়, মাদীয় ও
এলমীয় লোক, এবং মিসপতামিয়া,
যিহূদিয়া ও কাপ্পাদকিয়া, পন্ত ও
১০ আশিয়া, ফরুগিয়া ও পাম্ফুলিয়া,
মিসর, এবং লুবিয়া দেশস্থ কুরীণীর
নিকটবর্ত্তী অঞ্চলনিবাসী, এবং
প্রবাসকারী রোমীয়—কি যিহূদী
১১ কি যিহূদী-ধর্ম্মাবলম্বী লোক—এবং
ক্রীতীয় ও আরবীয় লোক যে
আমরা, আমাদের নিজ নিজ ভাষায়
উঁহাদিগকে ঈশ্বরের মহৎ মহৎ
কর্ম্মের কথা বলিতে শুনিতেছি।

১২ এইরূপে তাহারা সকলে চমৎকৃত
হইল ও হতবুদ্ধি হইয়া পরস্পর
বলিতে লাগিল, ইহার ভাব কি ?
১৩ অন্য লোকেরা পরিহাস করিয়া
বলিল, উহারা মিষ্ট দ্রাক্ষারসে মত্ত
১৪ হইয়াছে। কিন্তু পিতর এগারো
জনের সহিত দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে
তাহাদের কাছে বক্তৃতা করিয়া
কহিলেন,—

পিতরের বক্তৃতা।

হে যিহূদী লোকেরা, হে যিরূ-
শালেম নিবাসী সকলে, তোমরা
ইহা জ্ঞাত হও, এবং আমার কথায়
১৫ কর্ণপাত কর। কেননা তোমরা যে
অনুমান করিতেছ, ইহারা মত্ত,
তাহা নয়, কারণ এখন বেলা তিন
১৬ ঘটিকামাত্র। কিন্তু এটী সেই
ঘটনা, যাহার কথা যোয়েল ভাব-
বাদী দ্বারা উক্ত হইয়াছে,
১৭ "শেষ কালে এইরূপ হইবে,
ইহা ঈশ্বর বলিতেছেন,
আমি মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে আপন
আত্মা সেচন করিব ;
তাহাতে তোমাদের পুত্রগণ ও
তোমাদের কন্যাগণ ভাববাণী
বলিবে,
আর তোমাদের যুবকেরা দর্শন
পাইবে,
আর তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন
দেখিবে।
১৮ আবার আমার দাসদের উপরে
এবং আমার দাসীদের উপরে
সেই সময়ে আমি আমার আত্মা
সেচন করিব,
আর তাহারা ভাববাণী বলিবে।
১৯ আমি উপরে আকাশে নানা
অদ্ভুত লক্ষণ
এবং নীচে পৃথিবীতে নানা চিহ্ন
রক্ত, অগ্নি ও ধূম-বাষ্প দেখাইব।
২০ প্রভুর সেই মহৎ ও প্রসিদ্ধ
দিনের আগমনের পূর্ব্বে
সূর্য্য অন্ধকার হইয়া যাইবে,
চন্দ্র রক্ত হইয়া যাইবে ;
২১ আর এইরূপ হইবে, যে কেহ
প্রভুর নামে ডাকিবে, সেই
পরিত্রাণ পাইবে।"*
২২ হে ইস্রায়েলীয়েরা, এই সকল
কথা শুন। নাসরতীয় যীশু পরা-
ক্রম-কার্য্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন
সমূহ দ্বারা তোমাদের নিকটে ঈশ্বর-
কর্ত্তৃক প্রমাণিত মনুষ্য ; তাঁহারই
দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে
ঐ সকল কার্য্য করিয়াছেন, যেমন
২৩ তোমরা নিজেই জান ; সেই ব্যক্তি
ঈশ্বরের নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্ব্ব-
জ্ঞান অনুসারে সমর্পিত হইলে
তোমরা তাঁহাকে অধর্ম্মীদের হস্ত
দ্বারা ক্রুশে দিয়া বধ করিয়াছিলে।
২৪ ঈশ্বর মৃত্যু-যন্ত্রণা মুক্ত করিয়া
তাঁহাকে উঠাইয়াছেন ; কেননা
তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে মৃত্যুর
২৫ সাধ্য ছিল না। কারণ দায়ূদ
তাঁহার বিষয়ে বলেন,
"আমি প্রভুকে নিয়তই আমার
সম্মুখে দেখিতাম ;
কারণ তিনি আমার দক্ষিণে
আছেন, যেন আমি বিচলিত
না হই।

* যোয়েল ২ ; ২৮-৩২।

২৬ এই জন্য আমার চিত্ত আনন্দিত
ও আমার জিহ্বা উল্লাসিত
হইল ;
আবার আমার মাংসও প্রত্যাশায়
প্রবাস করিবে ;
২৭ কারণ তুমি আমার প্রাণ
পাতালে পরিত্যাগ করিবে
না,
আর নিজ সাধুকে ক্ষয় দেখিতে
দিবে না।
২৮ তুমি আমাকে জীবনের পথ
জ্ঞাত করিয়াছ,
তোমার শ্রীমুখ দ্বারা আমাকে
আনন্দে পূর্ণ করিবে।"*
২৯ ভ্রাতৃগণ, সেই পিতৃকুলপতি
দায়ূদের বিষয়ে আমি তোমাদিগকে
মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তিনি
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং কবর-
প্রাপ্তও হইয়াছেন, আর তাঁহার
কবর আজ পর্য্যন্ত আমাদের
৩০ নিকটে রহিয়াছে। ভাল, তিনি
ভাববাদী ছিলেন, এবং জানিতেন,
ঈশ্বর দিব্যপূর্ব্বক তাঁহার কাছে
এই শপথ করিয়াছিলেন যে,
তাঁহার ঔরসজাত এক জনকে
তাঁহার সিংহাসনে বসাইবেন ;
৩১ অতএব পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া তিনি
খ্রীষ্টেরই পুনরুত্থান বিষয়ে এই কথা
কহিলেন যে, তাঁহাকে পাতালে
পরিত্যাগও করা হয় নাই, তাঁহার
৩২ মাংস ক্ষয়ও দেখে নাই। এই
যীশুকেই ঈশ্বর উঠাইয়াছেন,
আমরা সকলেই এই বিষয়ের

* গীত ১৬ ; ৮-১১।

৩৩ সাক্ষী। অতএব তিনি ঈশ্বরের
দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উচ্চীকৃত হওয়াতে,
এবং পিতার নিকট হইতে অঙ্গীকৃত
পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হওয়াতে, এই
যাহা তোমরা দেখিতেছ ও শুনি-
তেছ, তাহা তিনি সেচন করিলেন।
৩৪ কেননা দায়ূদ স্বর্গারোহণ করেন
নাই, কিন্তু আপনি এই কথা
বলেন,
"প্রভু আমার প্রভুকে কহি-
লেন, তুমি আমার দক্ষিণে
বস,
৩৫ যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে
তোমার পাদপীঠ না করি।"*
৩৬ অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত কুল
নিশ্চয় জ্ঞাত হউক যে, যাঁহাকে
তোমরা ক্রুশে দিয়াছিলে, সেই
যীশুকেই ঈশ্বর প্রভু ও খ্রীষ্ট উভয়ই
করিয়াছেন।

তিন সহস্র লোক মণ্ডলীভুক্ত হয়।

৩৭ এই কথা শুনিয়া তাহাদের হৃদয়ে
যেন শেল-বিদ্ধ হইল, এবং তাহারা
পিতরকে ও অন্য প্রেরিতদিগকে
বলিতে লাগিল, ভ্রাতৃগণ, আমরা
৩৮ কি করিব? তখন পিতর তাহা-
দিগকে কহিলেন, মন ফিরাও, এবং
তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের
পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের
নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা
হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত
৩৯ হইবে। কারণ এই প্রতিজ্ঞা
তোমাদের জন্য ও তোমাদের

* গীত ১১০ ; ১।

সন্তানগণের জন্য এবং দূরবর্ত্তী
সকলের জন্য যত লোককে
আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডাকিয়া
৪০ আনিবেন। আর আর অনেক
কথায় তিনি সাক্ষ্য দিলেন, ও তাহা-
দিগকে উপদেশ দিয়া কহিলেন,
এই কালের কুটিল লোকদের
হইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর।
৪১ তখন যাহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য
করিল, তাহারা বাপ্তাইজিত হইল;
তাহাতে সেই দিন কমবেশ তিন
হাজার লোক তাঁহাদের সহিত
৪২ সংযুক্ত হইল। আর তাহারা
প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়,
রুটী ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট
থাকিল।

৪৩ তখন সকলের ভয় উপস্থিত
হইল, এবং প্রেরিতগণ কর্ত্তৃক
অনেক অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-কার্য্য
৪৪ সাধিত হইত। আর যাহারা
বিশ্বাস করিল, তাহারা সকলে
একসঙ্গে সমস্তই সাধারণে রাখিত;
৪৫ আর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়
করিয়া, যাহার যেমন প্রয়োজন,
তদনুসারে সকলকে অংশ করিয়া
৪৬ দিত। আর তাহারা প্রতিদিন এক-
চিত্তে ধর্ম্মধামে নিবিষ্ট থাকিয়া এবং
বাটীতে রুটী ভাঙ্গিয়া উল্লাসে ও
হৃদয়ের সরলতায় খাদ্য গ্রহণ
৪৭ করিত; তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা
করিত, এবং সমস্ত লোকের প্রীতির
পাত্র হইল। আর যাহারা পরিত্রাণ
পাইতেছিল, প্রভু দিন দিন তাহা-
দিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত
করিতেন।

**এক জন জন্মখঞ্জকে সুস্থ করণ।
পিতর ও যোহনের সাক্ষ্য
ও কারাবাস।**

৩ এক দিন প্রার্থনার নির্দ্দিষ্ট সময়ে,
নবম ঘটিকায়, পিতর ও যোহন
২ ধর্ম্মধামে যাইতেছিলেন; এমন
সময়ে লোকেরা এক ব্যক্তিকে
বহন করিয়া আনিতেছিল, সে
মাতার গর্ভ হইতে খঞ্জ; তাহাকে
প্রতিদিন ধর্ম্মধামের সুন্দর নামক
দ্বারে রাখিয়া দেওয়া হইত, যেন,
ধর্ম্মধামে যাহারা প্রবেশ করে,
তাহাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতে
৩ পারে। সে পিতরকে ও যোহনকে
ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিতে উদ্যত
দেখিয়া ভিক্ষা পাইবার জন্য বিনতি
৪ করিতে লাগিল। তাহাতে পিতর
যোহনের সহিত তাহার প্রতি এক-
দৃষ্টে চাহিয়া কহিলেন, আমাদের
৫ প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তাহাতে সে
তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিল,
তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু
পাইবার অপেক্ষা করিতেছিল।
৬ কিন্তু পিতর বলিলেন, রৌপ্য কি
স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে,
তাহা তোমাকে দান করি; নাস-
রতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে হাঁটিয়া
৭ বেড়াও। পরে তিনি তাঁহার দক্ষিণ
হস্ত ধরিয়া তাহাকে তুলিলেন;
তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার চরণ ও
৮ গুল্ফ সবল হইল; আর সে লম্ফ
দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ও হাঁটিয়া
বেড়াইতে লাগিল, এবং বেড়াইতে
বেড়াইতে, লম্ফ দিতে দিতে,
ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে করিতে

তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মধামে প্রবেশ
৯ করিল। সমস্ত লোক তাহাকে
বেড়াইতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা
১০ করিতে দেখিল; আর তাহারা
তাহাকে চিনিতে পারিল যে, এ
সেই ব্যক্তি, যে ধর্ম্মধামের সুন্দর
দ্বারে বসিয়া ভিক্ষা করিত; আর
তাহার প্রতি যাহা ঘটিয়াছিল,
তাহাতে অতিশয় চমৎকৃত ও
বিস্ময়াপন্ন হইল।
১১ আর সে পিতরকে ও যোহনকে
ধরিয়া থাকাতে লোক সকল
অতিশয় চমৎকৃত হইয়া তাঁহাদের
নিকটে শলোমনের নামে আখ্যাত
১২ বারাণ্ডায় দৌড়িয়া আসিল। তাহা
দেখিয়া পিতর লোকসমূহকে কহি-
লেন, হে ইস্রায়েলীয় লোকেরা,
এই ব্যক্তির বিষয়ে কেন আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিতেছ? অথবা আমরাই
যে নিজ শক্তি বা ভক্তিগুণে ইহাকে
চলিবার শক্তি দিয়াছি, ইহা মনে
করিয়া কেনই বা আমাদের প্রতি
১৩ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছ? অব্রা-
হামের, ইস্‌হাকের ও যাকোবের
ঈশ্বর, আমাদের পিতৃপুরুষদের
ঈশ্বর, আপনার দাস সেই যীশুকে
গৌরবান্বিত করিয়াছেন, যাঁহাকে
তোমরা শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া-
ছিলে, এবং পীলাত যখন তাঁহাকে
ছাড়িয়া দিতে স্থির করিয়াছিলেন,
তখন তাঁহার সাক্ষাতে তোমরা
১৪ অস্বীকার করিয়াছিলে। তোমরা
সেই পবিত্র ও ধর্ম্মময় ব্যক্তিকে
অস্বীকার করিয়াছিলে, এবং
চাহিয়াছিলে যেন তোমাদের জন্য
এক জন নরঘাতককে দেওয়া হয়,
১৫ কিন্তু তোমরা জীবনের আদিকর্ত্তাকে
বধ করিয়াছিলে; তাঁহাকে ঈশ্বর
মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন,
১৬ আমরা ইহার সাক্ষী। আর
তাঁহার নামে বিশ্বাস হেতু, এই
যে ব্যক্তিকে তোমরা দেখিতেছ
ও জান, তাঁহারই নাম ইহাকে
বলবান্ করিয়াছে; তাঁহারই দত্ত
বিশ্বাস তোমাদের সকলের সাক্ষাতে
ইহাকে এই সম্পূর্ণ সুস্থতা দিয়াছে।
১৭ এখন, হে ভ্রাতৃগণ, আমি জানি,
তোমরা অজ্ঞানতা বশতঃ সেই
কার্য্য করিয়াছ, যেমন তোমাদের
১৮ অধ্যক্ষেরাও করিয়াছিলেন। কিন্তু
ঈশ্বর তাঁহার খ্রীষ্টের দুঃখভোগের
বিষয়ে যে সকল কথা সমস্ত ভাব-
বাদীর মুখ দ্বারা পূর্ব্বে জ্ঞাত
করিয়াছিলেন, সে সকল এই-
১৯ রূপে পূর্ণ করিয়াছেন। অতএব
তোমরা মন ফিরাও, ও ফির, যেন
তোমাদের পাপ মুছিয়া ফেলা হয়,
যেন এইরূপে প্রভুর সম্মুখ হইতে
তাপশান্তির সময় উপস্থিত হয়,
২০ এবং তোমাদের নিমিত্ত পূর্ব্ব-
নিরূপিত খ্রীষ্টকে, যীশুকে, তিনি
২১ যেন প্রেরণ করেন। যাঁহাকে স্বর্গ
নিশ্চয়ই গ্রহণ করিয়া রাখিবে, যে
পর্য্যন্ত না সমস্ত বিষয়ের পুনঃ-
স্থাপনের কাল উপস্থিত হয়, যে
কালের বিষয় ঈশ্বর নিজ পবিত্র
ভাববাদিগণের মুখ দ্বারা বলিয়া-
ছেন, যাঁহারা পুরাকাল হইতে
২২ হইয়া গিয়াছেন। মোশি ত বলিয়া-
ছিলেন, "প্রভু ঈশ্বর তোমাদের

জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য
হইতে আমার সদৃশ এক ভাব-
বাদীকে উৎপন্ন করিবেন, তিনি
তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিবেন,
সেই সমস্ত বিষয়ে তোমরা তাঁহার
২৩ কথা শুনিবে; আর এইরূপ হইবে,
যে কোন প্রাণী সেই ভাববাদীর
কথা না শুনিবে, সে প্রজা লোক-
দের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।"*
২৪ আর শমূয়েল ও তাঁহার পরবর্ত্তী
যত ভাববাদী কথা বলিয়াছেন,
তাঁহারাও সকলে এই কালের কথা
২৫ বলিয়াছেন। তোমরা ভাববাদি-
গণের সন্তান, আর সেই নিয়মেরও
সন্তান, যাহা ঈশ্বর তোমাদের
পিতৃপুরুষদের সহিত স্থাপন করিয়া-
ছিলেন, তিনি ত অব্রাহামকে
বলিয়াছিলেন, "আর তোমার বংশে
পৃথিবীস্থ সমস্ত পিতৃকুল আশীর্বাদ
২৬ পাইবে।"† ঈশ্বর আপন দাসকে
উৎপন্ন করিয়া প্রথমে তোমাদেরই
নিকটে তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন,
যেন তিনি তোমাদের অধর্ম্ম সকল
হইতে তোমাদের প্রত্যেক জনকে
ফিরাইয়া তদ্দারা তোমাদিগকে
আশীর্ব্বাদ করেন।

৪ তাঁহারা লোকদের নিকটে কথা
কহিতেছেন, এমন সময়ে যাজকেরা
ও ধর্ম্মধামের সেনাপতি এবং
সদ্দূকীরা হঠাৎ তাঁহাদের নিকটে
২ আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা
অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল, কারণ
তাঁহারা লোকদিগকে উপদেশ
দিতেন, এবং যীশুতেই মৃতগণের
মধ্য হইতে পুনরুত্থান প্রচার করি-
৩ তেন। আর তাহারা তাঁহাদিগকে
ধরিয়া পর দিবস পর্য্যন্ত বদ্ধ করিয়া
রাখিল, কেননা তখন সন্ধ্যা হইয়া-
৪ ছিল। তথাপি যে সকল লোক
বাক্য শুনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে
অনেকে বিশ্বাস করিল; তাহাতে
পুরুষদের সংখ্যা কমবেশ পাঁচ
হাজার হইল।
৫ পরদিবসে লোকদের অধ্যক্ষেরা,
প্রাচীনবর্গ ও অধ্যাপকগণ যিরূ-
৬ শালেমে একত্র হইলেন, এবং হানন
মহাযাজক, কায়াফা, যোহন,
আলেক্সান্দর, আর মহাযাজকের
আত্মীয় স্বজন সকলে উপস্থিত
৭ ছিলেন। তাঁহারা উহাঁদিগকে মধ্য-
স্থানে দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, কি ক্ষমতায় অথবা কি
নামে তোমরা এই কর্ম্ম করিয়াছ?
৮ তখন পিতর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ
হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে
লোকদের অধ্যক্ষগণ ও প্রাচীনবর্গ,
৯ এক জন দুর্ব্বল মনুষ্যের উপকার
সাধন বিষয়ে যদি অদ্য আমাদিগকে
জিজ্ঞাসা করা হয়, কি প্রকারে এ
১০ সুস্থ হইয়াছে, তবে আপনারা সকলে
ও সমস্ত ইস্রায়েল লোক ইহা জ্ঞাত
হউন, নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে,
যাঁহাকে আপনারা ক্রুশে দিয়া-
ছিলেন, যাঁহাকে ঈশ্বর মৃতগণের
মধ্য হইতে উঠাইলেন, তাঁহারই গুণে
এই ব্যক্তি আপনাদের সম্মুখে সুস্থ
১১ শরীরে দাঁড়াইয়া আছে। তিনিই

* দ্বি বি ১৮; ১৫, ১৮, ১৯।
† আদি ১২; ৩। ২২; ১৮।

সেই প্রস্তর, যাহা গাঁথকেরা যে
আপনারা, আপনাদের দ্বারা
অবজ্ঞাত হইয়াছিল, যাহা কোণের
১২ প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল* । আর
অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই ;
কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের
মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম
নাই, যে নামে আমাদিগকে
পরিত্রাণ পাইতে হইবে ।
১৩ তখন পিতরের ও যোহনের সাহস
দেখিয়া, এবং ইহাঁরা যে অশিক্ষিত
সামান্য লোক, ইহা বুঝিয়া, তাঁহারা
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং
চিনিতে পারিলেন যে, ইহাঁরা যীশুর
১৪ সঙ্গে ছিলেন : আর ঐ আরোগ্য-
প্রাপ্ত ব্যক্তি উহাঁদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া
আছে দেখিয়া কিছুই বিরুদ্ধে
১৫ বলিতে পারিলেন না । পরে উহাঁ-
দিগকে সভা হইতে বাহিরে যাইতে
আজ্ঞা দিয়া তাঁহারা পরস্পর এই
পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এই
১৬ লোকদের প্রতি কি করি ? কেননা
উহাদের কর্ত্তৃক যে একটা প্রসিদ্ধ
চিহ্ন-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা
যিরূশালেম-নিবাসী সকলের নিকটে
প্রকাশ আছে, এবং আমরা তাহা
১৭ অস্বীকার করিতে পারি না । কিন্তু
কথাটা যেন লোকদের মধ্যে
আরও রটিয়া না যায়, এই নিমিত্ত
ইহাদিগকে ভয় দেখান যাউক, যেন
কোন লোককেই আর এই নামে
১৮ কিছু না বলে । পরে তাঁহারা
উহাঁদিগকে ডাকিয়া এই আজ্ঞা
দিলেন, তোমরা যীশুর নামে একে-
বারেই কোন কথা বলিও না, কোন
১৯ উপদেশও দিও না । কিন্তু পিতর
ও যোহন উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে
কহিলেন, ঈশ্বরের কথা অপেক্ষা
আপনাদের কথা শুনা ঈশ্বরের
সাক্ষাতে বিহিত কি না, আপনারা
২০ বিচার করুন ; কারণ আমরা যাহা
দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা না
২১ বলিয়া থাকিতে পারি না । পরে
তাঁহারা উহাঁদিগকে আরও ভয়
দেখাইয়া ছাড়িয়া দিলেন ; লোক-
ভয়ে উহাঁদিগকে দণ্ড দিবার পথ
পাইলেন না, কারণ যাহা করা
হইয়াছিল, সে জন্য সকল লোক
২২ ঈশ্বরের গৌরব করিতেছিল । কেননা
সেই আরোগ্য-দানরূপ চিহ্ন-কার্য্য
যে ব্যক্তিতে সাধিত হইয়াছিল,
তাহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসরের
অধিক হইয়াছিল ।
২৩ তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া
হইলে পর তাঁহারা আপন সঙ্গীদের
নিকটে গেলেন, এবং প্রধান যাজক-
গণ ও প্রাচীনবর্গ তাঁহাদিগকে যাহা
যাহা বলিয়াছিলেন, সে সকলই
২৪ জানাইলেন । তাহা শুনিয়া সকলে
একচিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশে উচ্চৈঃ-
স্বরে বলিতে লাগিল, হে স্বামিন্,
তুমি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং
এই সকলের মধ্যে যাহা কিছু
২৫ আছে, সমস্তের নির্ম্মাণকর্ত্তা ; তুমি
তোমার দাস আমাদের পিতা
দায়ূদের মুখ দিয়া, পবিত্র আত্মা
দ্বারা, এই কথা বলিয়াছিলে, যথা,
"জাতিগণ কেন কলহ করিল ?

* গীত ১১৮ ; ২২ ।

লোকবৃন্দ কেন অনর্থক বিষয়
ধ্যান করিল?
২৬ পৃথিবীর রাজগণ দণ্ডায়মান হইল,
শাসনকর্ত্তৃগণ একত্র হইল—
প্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁহার
অভিষিক্তের বিরুদ্ধে।”
২৭ কেননা সত্যই তোমার পবিত্র দাস
যীশু, যাঁহাকে তুমি অভিষিক্ত
করিয়াছ, তাঁহার বিরুদ্ধে হেরোদ
ও পন্তীয় পীলাত জাতিগণের ও
ইস্রায়েল-লোকদের সঙ্গে এই
২৮ নগরে একত্র হইয়াছিল, যেন
তোমার হস্ত ও তোমার মন্ত্রণা দ্বারা
পূর্ব্বাবধি যে সকল বিষয় নিরূপিত
হইয়াছিল, তাহা সম্পন্ন করে।
২৯ আর এখন, হে প্রভু, উহাদের ভয়-
প্রদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং
তোমার এই দাসদিগকে সম্পূর্ণ
সাহসের সহিত তোমার বাক্য বলি-
৩০ বার ক্ষমতা দেও, আরোগ্য-দানার্থে
তোমার হস্ত বিস্তার কর; আর
তোমার পবিত্র দাস যীশুর নামে
যেন চিহ্ন-কার্য্য ও অদ্ভুত লক্ষণ
৩১ সাধিত হয়। তাঁহারা প্রার্থনা
করিলে, যে স্থানে তাঁহারা সমবেত
হইয়াছিলেন, সেই স্থান কাঁপিয়া
উঠিল; এবং তাঁহারা সকলেই
পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন ও
সাহসপূর্ব্বক ঈশ্বরের বাক্য বলিতে
থাকিলেন।

**শিষ্যদের প্রেম। প্রেরিতদের ক্ষমতা ও সাহস।**

৩২ আর যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাস
করিয়াছিল, তাহারা একচিত্ত ও
একপ্রাণ ছিল; তাহাদের এক
জনও আপন সম্পত্তির মধ্যে কিছুই
নিজের বলিত না; কিন্তু তাহাদের
সকল বিষয় সাধারণে থাকিত।
৩৩ আর প্রেরিতেরা মহাপরাক্রমে
প্রভু যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য
দিতেন, এবং তাহাদের সকলের
৩৪ উপরে মহা অনুগ্রহ ছিল। এমন
কি, তাহাদের মধ্যে কেহই দীনহীন
ছিল না; কারণ যাহারা ভূমির
অথবা বাটীর অধিকারী ছিল,
তাহারা তাহা বিক্রয় করিয়া,
বিক্রীত সম্পত্তির মূল্য আনিয়া
৩৫ প্রেরিতদের চরণে রাখিত; পরে
যাহার যেমন প্রয়োজন, তাহাকে
তেমনি দেওয়া হইত।
৩৬ আর যোষেফ, যাঁহাকে প্রেরিতেরা
বার্ণবা নাম দিয়াছিলেন—অনুবাদ
করিলে, এই নামের অর্থ প্রবোধের
সন্তান—যিনি লেবীয় এবং জাতিতে
৩৭ কুপ্রীয়, তাঁহার এক খণ্ড ভূমি
থাকাতে তিনি তাহা বিক্রয় করিয়া
তাহার মূল্য আনিয়া প্রেরিতদের
চরণে রাখিলেন।

৫ কিন্তু অননিয় নামে এক ব্যক্তি,
এবং তাহার সহিত তাহার স্ত্রী
সাফীরা, একটী সম্পত্তি বিক্রয়
২ করিল, এবং স্ত্রীর জ্ঞাতসারে তাহার
মূল্যের কিছু রাখিয়া দিল, আর
কতক আনিয়া প্রেরিতদের চরণে
৩ রাখিল। তখন পিতর কহিলেন,
অননিয়, শয়তান কেন তোমার
হৃদয় এমন পূর্ণ করিয়াছে যে,
তুমি পবিত্র আত্মার কাছে

মিথ্যা বলিলে, এবং ভূমির মূল্য
হইতে কতকটা রাখিয়া দিলে?
৪ সেই ভূমি থাকিতে কি তোমারই
ছিল না? এবং বিক্রীত হইলে পর
কি উহা তোমার নিজ অধিকারে
ছিল না? তবে এমন বিষয় তোমার
হৃদয়ে কেন ধারণ করিলে? তুমি
মনুষ্যদের কাছে মিথ্যা কথা কহিলে,
এমন নয়, ঈশ্বরেরই কাছে কহিলে।
৫ এই সকল কথা শুনিবামাত্র অননিয়
পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল; আর
যাহারা শুনিল, সকলেই অতিশয়
৬ ভয়গ্রস্ত হইল। পরে যুবকেরা
উঠিয়া তাহাকে বস্ত্রে জড়াইল ও
বাহিরে লইয়া গিয়া কবর দিল।
৭ আর প্রায় তিন ঘণ্টা পরে
তাহার স্ত্রীও উপস্থিত হইল, কিন্তু
কি ঘটিয়াছে, তাহা সে জানিত না।
৮ তখন পিতর তাহাকে উত্তর করি-
লেন, আমাকে বল দেখি, তোমরা
সেই ভূমি কি এত টাকাতে বিক্রয়
করিয়াছিলে? সে বলিল, হাঁ,
৯ এত টাকাতেই বটে। তাহাতে
পিতর তাহাকে কহিলেন, তোমরা
প্রভুর আত্মাকে পরীক্ষা করিবার
জন্য কেন একপরামর্শ হইলে?
দেখ, যাহারা তোমার স্বামীর কবর
দিয়াছে, তাহারা দ্বারে পদার্পণ
করিতেছে, এবং তোমাকে বাহিরে
১০ লইয়া যাইবে। সে তৎক্ষণাৎ
তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রাণত্যাগ
করিল; আর ঐ যুবকেরা ভিতরে
আসিয়া তাহাকে মৃত দেখিল, এবং
বাহিরে লইয়া গিয়া তাহার স্বামীর
১১ পার্শ্বে কবর দিল। তখন সমস্ত
মণ্ডলী, এবং যত লোক এই কথা
শুনিল, সকলেই অতিশয় ভয়গ্রস্ত
হইল।
১২ আর প্রেরিতদের হস্ত দ্বারা
লোকদের মধ্যে অনেক চিহ্ন-কার্য্য
ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হইত; এবং
তাঁহারা সকলে একচিত্তে শলো-
মনের বারাণ্ডাতে উপস্থিত হইতেন।
১৩ কিন্তু অন্য লোকদের মধ্যে তাঁহা-
দের সঙ্গে যোগ দিতে কাহারও
সাহস হইত না, তথাপি লোকেরা
১৪ তাঁহাদিগকে সমাদর করিত। আর
উত্তর উত্তর অনেক পুরুষ ও
স্ত্রীলোক বিশ্বাসী হইয়া প্রভুতে
১৫ সংযুক্ত হইতে লাগিল। এমন কি,
লোকেরা রোগীদিগকে বাহিরে
পথে পথে আনিয়া শয্যায় ও
খট্টাতে করিয়া রাখিত, যেন পিতর
আসিবার সময়ে অন্ততঃ তাঁহার
ছায়া কাহারও কাহারও উপরে
১৬ পড়ে। আর যিরূশালেমের চারি-
দিকের নগরসমূহ হইতেও অনেক
লোক রোগীদিগকে এবং অশুচি
আত্মা দ্বারা ক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে
লইয়া সমাগত হইত, আর তাহারা
সকলেই সুস্থ হইত।
১৭ পরে মহাযাজক এবং তাঁহার
সঙ্গীরা সকলে অর্থাৎ সদ্দূকি-
সম্প্রদায় উঠিলেন, তাঁহারা ঈর্ষাতে
১৮ পরিপূর্ণ হইলেন, এবং প্রেরিত-
দিগকে ধরিয়া সাধারণ কারাগারে
১৯ বদ্ধ করিলেন। কিন্তু রাত্রিকালে
প্রভুর এক দূত কারাগারের দ্বার
সকল খুলিয়া দিলেন, ও তাঁহা-
দিগকে বাহিরে আনিয়া কহিলেন,

২০ তোমরা যাও, ধর্ম্মধামে দাঁড়াইয়া
লোকদিগকে এই জীবনের সমস্ত
২১ কথা বল। ইহা শুনিয়া তাঁহারা
প্রভাত কালে ধর্ম্মধামে প্রবেশ
করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন।
ইতিমধ্যে মহাযাজক ও তাঁহার
সঙ্গীরা আসিয়া মহাসভাকে এবং
ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত প্রাচীন-
দলকে ডাকিয়া একত্র করিলেন, এবং
উহাঁদিগকে আনাইবার নিমিত্তে
কারাগারে লোক পাঠাইলেন।
২২ কিন্তু যে পদাতিকেরা গেল,
তাহারা কারাগারে তাঁহাদিগকে
২৩ পাইল না; তখন ফিরিয়া আসিয়া
এই সংবাদ দিল, আমরা দেখিলাম,
কারাগার সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ, দ্বারে
দ্বারে রক্ষকেরা দাঁড়াইয়া আছে,
কিন্তু দ্বার খুলিলে ভিতরে
২৪ কাহাকেও পাইলাম না। এই কথা
শুনিয়া ধর্ম্মধামের সেনাপতি এবং
প্রধান যাজকেরা ভাবিয়া আকুল
হইলেন যে, ইহার পরিণাম কি
২৫ হইবে। ইতিমধ্যে কোন ব্যক্তি
আসিয়া তাঁহাদিগকে এই সংবাদ
দিল, দেখুন, আপনারা যে লোক-
দিগকে কারাগারে রাখিয়াছিলেন,
তাহারা ধর্ম্মধামে দাঁড়াইয়া আছে,
ও লোকদিগকে উপদেশ দিতেছে।
২৬ তখন সেনাপতি পদাতিকদিগকে
সঙ্গে করিয়া তথায় গিয়া তাঁহা-
দিগকে আনিলেন, কিন্তু বলের
সহিত নয়, কেননা তাঁহারা লোক-
দিগকে ভয় করিলেন, পাছে লোকে
২৭ তাঁহাদিগকে পাথর মারে। পরে
তাঁহারা তাঁহাদিগকে আনিয়া মহা-
সভার মধ্যে দাঁড় করাইলেন, আর
মহাযাজক তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা
২৮ করিলেন, বলিলেন, আমরা তোমা-
দিগকে এই নামে উপদেশ দিতে
দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়াছিলাম;
তথাপি দেখ, তোমরা আপনাদের
উপদেশে যিরূশালেম পরিপূর্ণ
করিয়াছ, এবং সেই ব্যক্তির রক্ত
আমাদের উপরে বর্ত্তাইতে মনস্থ
২৯ করিতেছ। কিন্তু পিতর ও অন্য
প্রেরিতগণ উত্তর করিলেন, মনুষ্য-
দের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের আজ্ঞা
৩০ পালন করিতে হইবে। আমাদের
পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সেই যীশুকে
উত্থাপন করিয়াছেন, যাঁহাকে
আপনারা গাছে টাঙ্গাইয়া বধ
৩১ করিয়াছিলেন; আর তাঁহাকেই
ঈশ্বর অধিপতি ও ত্রাণকর্ত্তা করিয়া
আপন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা* উন্নত
করিয়াছেন, যেন ইস্রায়েলকে মন-
পরিবর্ত্তন ও পাপমোচন দান
৩২ করেন। এই সকল বিষয়ের আমরা
সাক্ষী, এবং যে আত্মা ঈশ্বর আপন
আজ্ঞাবহদিগকে দিয়াছেন, সেই
পবিত্র আত্মাও সাক্ষী।
৩৩ এই কথা শুনিয়া তাঁহারা মর্ম্মাহত
হইলেন, ও উহাঁদিগকে বধ করিবার
৩৪ মনস্থ করিলেন। কিন্তু মহাসভায়
গমলীয়েল নামে এক জন ফরীশী,
যিনি সকল লোকের নিকটে মান্য
ব্যবস্থা-গুরু ছিলেন, তিনি উঠিয়া
ঐ লোকদিগকে কিছু ক্ষণের নিমিত্ত
বাহির করিবার আজ্ঞা দিলেন।
৩৫ পরে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন,

* (বা) দক্ষিণ পার্শ্বে।

হে ইস্রায়েল-লোকেরা, সেই লোক-
দের বিষয়ে তোমরা কি করিতে
উদ্যত হইয়াছ, তদ্বিষয়ে সাবধান
৩৬ হও। কেননা ইতিপূর্ব্বে থূদা
উঠিয়া আপনাকে মহাপুরুষ করিয়া
বলিয়াছিল, এবং কমবেশ চারি
শত জন তাহার সঙ্গে যোগ
দিয়াছিল ; সে হত হইল, এবং যত
লোক তাহার অনুগত হইয়াছিল,
সকলে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল,
৩৭ কেহই রহিল না। সেই ব্যক্তির
পরে নাম লিখিয়া দিবার সময়ে
গালীলীয় যিহূদা উঠিয়া কতকগুলি
লোককে আপনার পশ্চাৎ টানিয়া
লইয়াছিল ; সেও বিনষ্ট হইল, এবং
যত লোক তাহার অনুগত হইয়া-
ছিল, সকলে ছড়াইয়া পড়িল।
৩৮ এক্ষণে আমি তোমাদিগকে বলি-
তেছি, তোমরা এই লোকদের হইতে
ক্ষান্ত হও, তাহাদিগকে থাকিতে
দেও ; কেননা এই মন্ত্রণা কিম্বা এই
ব্যাপার যদি মনুষ্য হইতে হইয়া
৩৯ থাকে, তবে লোপ পাইবে ; কিন্তু
যদি ঈশ্বর হইতে হইয়া থাকে, তবে
তাহাদিগকে লোপ করা তোমাদের
সাধ্য নয়, কি জানি, দেখা যাইবে
যে, তোমরা ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ
৪০ করিতেছ। তখন তাঁহারা তাঁহার
কথায় সম্মত হইলেন, আর প্রেরিত-
দিগকে কাছে ডাকিয়া প্রহার করি-
লেন, এবং যীশুর নামে কোন কথা
কহিতে নিষেধ করিয়া ছাড়িয়া
৪১ দিলেন। তখন তাঁহারা মহাসভার
সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন, আনন্দ
করিতে করিতে গেলেন, কারণ
তাঁহারা সেই নামের জন্য অপমানিত
হইবার যোগ্যপাত্র গণিত হইয়া-
৪২ ছিলেন। আর তাঁহারা প্রতিদিন
ধর্ম্মধামে ও বাটীতে উপদেশ দিতেন,
এবং যীশুই যে খ্রীষ্ট, এই সুসমাচার
প্রচার করিতেন, ক্ষান্ত হইতেন না।

**সাত জন পরিচারকের নির্ব্বাচন।**

৬ আর এই সময়ে, যখন শিষ্যগণের
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন
গ্রীক ভাষাবাদী যিহূদীরা ইব্রীয়দের
বিপক্ষে বচসা করিতে লাগিল,
কেননা দৈনিক পরিচর্য্যায় তাহাদের
বিধবারা উপেক্ষিত হইতেছিল।
২ তখন সেই বারো জন [ প্রেরিত- ]
শিষ্যসমূহকে কাছে ডাকিয়া কহি-
লেন, আমরা যে ঈশ্বরের বাক্য
ত্যাগ করিয়া ভোজনের পরিচর্য্যা
৩ করি, ইহা উপযুক্ত নহে। কিন্তু, হে
ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপনাদের মধ্য
হইতে সুখ্যাতিপন্ন এবং আত্মায় ও
বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ সাত জনকে
দেখিয়া লও ; তাঁহাদিগকে আমরা
৪ এই কার্য্যের ভার দিব। কিন্তু
আমরা প্রার্থনায় ও বাক্যের পরি-
৫ চর্য্যায় নিবিষ্ট থাকিব। এই কথায়
সমস্ত লোক সন্তুষ্ট হইল, আর
তাহারা এই কয় জনকে মনোনীত
করিল, স্তিফান—ইনি বিশ্বাসে ও
পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন—
এবং ফিলিপ, প্রখর, নীকানর,
তীমোন, পার্মিনা, ও নিকলায়, ইনি
আন্তিয়খিয়াস্থ যিহূদী-ধর্ম্মাবলম্বী ;
৬ তাহারা ইহাঁদিগকে প্রেরিতগণের
সম্মুখে উপস্থিত করিল, এবং তাঁহারা

প্রার্থনা করিয়া ইহাঁদের উপরে
হস্তার্পণ করিলেন।
৭ আর ঈশ্বরের বাক্য ব্যাপিয়া
গেল, এবং যিরূশালেমে শিষ্যদের
সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে
লাগিল; আর যাজকদের মধ্যে
বিস্তর লোক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী
হইল।

### স্তিফানের বিবরণ।

৮ আর স্তিফান অনুগ্রহে ও শক্তিতে
পরিপূর্ণ হইয়া লোকদের মধ্যে মহা
মহা অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-কার্য্য
৯ সাধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু
যাহাকে লিবর্ত্তীনদের সমাজ-গৃহ
বলে, তাহার কয়েক জন, এবং
কোন কোন কুরীণীয় ও আলেক্-
সান্দ্রীয় লোক, এবং কিলিকিয়া ও
এশিয়ার কতকগুলি লোক উঠিয়া
স্তিফানের সহিত বাদানুবাদ করিতে
১০ লাগিল। কিন্তু তিনি যে বিজ্ঞতার
ও যে আত্মার বলে কথা কহিতে-
ছিলেন, তাহার প্রতিরোধ করিতে
১১ তাহাদের সাধ্য হইল না। তখন
তাহারা কয়েক জনকে গড়িয়া লইল,
আর ইহারা এই কথা কহিল, আমরা
ইহাকে মোশির ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে
১২ নিন্দাবাদ করিতে শুনিয়াছি। আর
তাহারা লোক সাধারণকে এবং
প্রাচীনবর্গ ও অধ্যাপকগণকে উত্তে-
জিত করিয়া তুলিল, এবং স্তিফানকে
আক্রমণ করিয়া ধরিল, ও মহা-
১৩ সভাতে লইয়া গেল; এবং মিথ্যা
সাক্ষী দাঁড় করাইয়া দিল, যাহারা
কহিল, এই ব্যক্তি পবিত্র স্থানের
ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা কহিতে
১৪ ক্ষান্ত হয় না; কেননা আমরা
ইহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, সেই
নাসরতীয় যীশু এই স্থান ভাঙ্গিয়া
ফেলিবে, এবং মোশি আমাদের
কাছে যে সকল নিয়ম-প্রণালী
সমর্পণ করিয়াছেন, সে সকল
১৫ পরিবর্ত্তন করিবে। তখন যাহারা
সভায় বসিয়াছিল, তাহারা সকলে
তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া
দেখিল, তাঁহার মুখ স্বর্গদূতের
মুখের তুল্য।

৭ পরে মহাযাজক বলিলেন, এই
সকল কথা কি সত্য? তিনি
কহিলেন,
২ হে ভ্রাতারা ও পিতারা, শুনুন।
আমাদের পিতা অব্রাহাম হারণে
বসতি করিবার পূর্ব্বে যে সময়ে
মিসপতামিয়ায় ছিলেন, তৎকালে
প্রতাপের ঈশ্বর তাঁহাকে দর্শন
দিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেন,
৩ "তুমি স্বদেশ হইতে ও আপন জ্ঞাতি
কুটুম্বদের মধ্য হইতে বাহির হও,
এবং আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই,
৪ সেই দেশে চল।"* তখন তিনি
কল্দীয়দের দেশ হইতে বাহির হইয়া
গিয়া হারণে বসতি করিলেন; আর
তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে পর
[ঈশ্বর] তাঁহাকে তথা হইতে এই
দেশে আনিলেন, যে দেশে আপনারা
৫ এখন বাস করিতেছেন, কিন্তু এই
দেশের মধ্যে তাঁহাকে অধিকার
দিলেন না, এক পাদ পরিমিত ভূমিও

* আদি ১২; ১, ৭।

না ; আর অঙ্গীকার করিলেন, তিনি
তাঁহাকে ও তাঁহার পরে তাঁহার
বংশকে অধিকারার্থে তাহা দিবেন,
যদিও তখন তাঁহার সন্তান হয় নাই।
৬ আর ঈশ্বর এইরূপ বলিলেন যে,
"তাঁহার বংশ পরদেশে প্রবাসী
থাকিবে, এবং লোকে তাহাদিগকে
দাসত্ব করাইবে ও তাহাদের প্রতি
চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত দৌরাত্ম্য
৭ করিবে ; আর তাহারা যে জাতির
দাস হইবে, আমিই তাহার বিচার
করিব," ঈশ্বর আরও কহিলেন,
"তৎপরে তাহারা বাহির হইয়া
আসিবে, এবং এই স্থানে আমার
৮ আরাধনা করিবে।"* আর তিনি
তাঁহাকে ত্বক্ছেদের নিয়ম দিলেন ;
আর এইরূপে অব্রাহাম ইস্হাককে
জন্ম দিলেন, এবং অষ্টম দিবসে
তাঁহার ত্বক্ছেদ করিলেন ; পরে
ইস্হাক যাকোবের, এবং যাকোব
সেই বারো জন পিতৃকুলপতির জন্ম
৯ দিলেন। আর পিতৃকুলপতিরা
যোষেফের প্রতি ঈর্ষা করিয়া
তাঁহাকে বিক্রয় করিলে তিনি
১০ মিসরে নীত হন। কিন্তু ঈশ্বর
তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, এবং
তাঁহার সমস্ত ক্লেশ হইতে তাঁহাকে
উদ্ধার করিলেন, আর মিসর-রাজ
ফরৌণের সাক্ষাতে অনুগ্রহ ও
বিজ্ঞতা প্রদান করিলেন ; তাহাতে
ফরৌণ তাঁহাকে মিসরের ও আপন
সমস্ত গৃহের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত
১১ করিলেন। পরে সমস্ত মিসরে ও
কনানে দুর্ভিক্ষ হইল, বড়ই ক্লেশ
ঘটিল, আর আমাদের পিতৃপুরুষদের
১২ ভক্ষ্যের অভাব হইল। কিন্তু
মিসরে শস্য আছে শুনিয়া যাকোব
আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে প্রথম
১৩ বার প্রেরণ করিলেন। পরে
দ্বিতীয় বারে যোষেফ আপন
ভ্রাতাদের পরিচিত হইলেন, এবং
যোষেফের জাতি ফরৌণের কাছে
১৪ ব্যক্ত হইল। পরে যোষেফ আপন
পিতা যাকোবকে এবং আপনার
সমস্ত জ্ঞাতিকে, পঁচাত্তর প্রাণীকে,
আপনার নিকটে ডাকিয়া পাঠাই-
১৫ লেন। তাহাতে যাকোব মিসরে
গেলেন, পরে তাঁহার ও আমাদের
১৬ পিতৃপুরুষদের মৃত্যু হইল। আর
তাঁহারা শিখিমে নীত হইলেন, এবং
যে কবর অব্রাহাম রৌপ্যমূল্য দিয়া
শিখিমে হমোর-সন্তানদের নিকটে
ক্রয় করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সমাহিত
হইলেন।
১৭ পরে, ঈশ্বর অব্রাহামের নিকটে
যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই
প্রতিজ্ঞা ফলিবার সময় সন্নিকট
হইলে, লোকেরা মিসরে বৃদ্ধি
পাইয়া বহুসংখ্যক হইয়া উঠিল।
১৮ অবশেষে মিসরের উপরে এমন আর
এক জন রাজা উৎপন্ন হইলেন, যিনি
১৯ যোষেফকে জানিতেন না। তিনি
আমাদের জাতির সহিত চাতুর্য্য
ব্যবহার করিলেন, আমাদের পিতৃ-
পুরুষদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিলেন,
উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহাদের শিশু
সকলকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া
হয়, যেন তাহারা জীবিত না থাকে।

* আদি ১৩, ১৫। ১৫, ১৩, ১৪।

২০ সেই সময়ে মোশির জন্ম হয়।
তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সুন্দর ছিলেন,
এবং তিন মাস পর্য্যন্ত পিতার
২১ বাটীতে পালিত হইলেন। পরে
তাঁহাকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া
হইলে ফরৌণের কন্যা তুলিয়া লন,
ও আপনার পুত্র করিবার উদ্দেশ্যে
২২ প্রতিপালন করেন। আর মোশি
মিস্রীয়দের সমস্ত বিদ্যায় শিক্ষিত
হইলেন, এবং তিনি বাক্যে ও
২৩ কার্য্যে পরাক্রমী ছিলেন। পরে
তাঁহার প্রায় সম্পূর্ণ চল্লিশ বৎসর
বয়ঃক্রম হইলে নিজ ভ্রাতৃগণের,
ইস্রায়েল-সন্তানগণের, তত্ত্বাবধান
করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে উঠিল।
২৪ তখন এক জনের প্রতি অন্যায় করা
হইতেছে দেখিয়া তিনি তাহার পক্ষ
হইলেন, সেই মিস্রীয় ব্যক্তিকে
আঘাত করিয়া উপদ্রুতের পক্ষে
২৫ অন্যায়ের প্রতিকার করিলেন। তিনি
মনে করিতেছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃ-
গণ বুঝিয়াছে যে, তাঁহার হস্ত
দ্বারা ঈশ্বর তাহাদিগকে পরিত্রাণ
দিতেছেন; কিন্তু তাহারা বুঝিল না।
২৬ আর পর দিবস তাহারা যখন মারা-
মারি করিতেছিল, তখন তিনি তাহা-
দের কাছে দেখা দিয়া মিলন
করাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন,
কহিলেন, ওহে, তোমরা পরস্পর
ভ্রাতা, এক জন অন্যের প্রতি অন্যায়
২৭ করিতেছ কেন? কিন্তু প্রতিবাসীর
প্রতি অন্যায় করিতেছিল যে ব্যক্তি,
সে তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া
দিয়া কহিল, তোমাকে অধ্যক্ষ
ও বিচারকর্ত্তা করিয়া আমাদের
উপরে কে নিযুক্ত করিয়াছে?*
২৮ কাল যেমন সেই মিস্রীয়কে বধ
করিলে, তেমনি কি আমাকেও বধ
২৯ করিতে চাহিতেছ? এই কথায়
মোশি পলায়ন করিলেন, আর
মিদিয়ন দেশে প্রবাসী হইলেন;
সেখানে তাঁহার দুই পুত্রের জন্ম
৩০ হয়। পরে চল্লিশ বৎসর পূর্ণ
হইলে সীনয় পর্ব্বতের প্রান্তরে এক
দূত একটা ঝোপে অগ্নিশিখায়
৩১ তাঁহাকে দর্শন দিলেন।† মোশি
দেখিয়া সেই দৃশ্যে আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিলেন, আর ভাল করিয়া দেখি-
বার নিমিত্ত নিকটে যাইতেছেন,
এমন সময়ে প্রভুর এই বাণী হইল,
৩২ “আমি তোমার পিতৃপুরুষদের
ঈশ্বর, অব্রাহামের, ইস্‌হাকের ও
যাকোবের ঈশ্বর।” তখন মোশি
ত্রাসযুক্ত হওয়াতে ভাল করিয়া
৩৩ দেখিতে সাহস করিলেন না। পরে
প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, “তোমার
পা হইতে জুতা খুলিয়া ফেল;
কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া
৩৪ আছ, উহা পবিত্র ভূমি। আমি
মিসরে স্থিত আমার প্রজাদের দুঃখ
বিলক্ষণ দেখিয়াছি, তাহাদের আর্ত্ত-
স্বর শুনিয়াছি, আর তাহাদিগকে
উদ্ধার করিতে নামিয়া আসিয়াছি,
এখন আইস, আমি তোমাকে মিসরে
৩৫ প্রেরণ করি।” এই যে মোশিকে
তাহারা অস্বীকার করিয়াছিল,
বলিয়াছিল, ‘তোমাকে অধ্যক্ষ ও
বিচারকর্ত্তা করিয়া কে নিযুক্ত
করিয়াছে?’ তাঁহাকেই ঈশ্বর, যে

* যাত্রা ২; ১১-১৪। † যাত্রা ৩; ১-১০।

দূত ঝোপে তাঁহাকে দর্শন দিয়া-
ছিলেন, সেই দূতের হস্তসহ অধ্যক্ষ
ও মুক্তিদাতা করিয়া প্রেরণ
৩৬ করিলেন। তিনিই মিসরে, লোহিত
সমুদ্রে ও প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর কাল
নানাবিধ অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-কার্য্য
সাধন করিয়া তাহাদিগকে বাহির
৩৭ করিয়া আনিলেন। ইনি সেই
মোশি, যিনি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে
এই কথা বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর
তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃ-
গণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ এক
জন ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন।"*
৩৮ তিনিই প্রান্তরে মণ্ডলীতে ছিলেন;
যে দূত সীনয় পর্ব্বতে তাঁহার কাছে
কথা বলিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার
এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের সহিত
ছিলেন। তিনি আমাদিগকে দিবার
নিমিত্ত জীবনময় বচন-কলাপ
৩৯ পাইয়াছিলেন। আমাদের পিতৃ-
পুরুষেরা তাঁহার আজ্ঞাবহ হইতে
চাহিলেন না, বরং তাঁহাকে ঠেলিয়া
ফেলিলেন, আর মনে মনে পুনরায়
৪০ মিসরের দিকে ফিরিলেন. হারোণকে
কহিলেন,† "আমাদের নিমিত্ত
দেবতা নির্ম্মাণ কর, তাঁহারাই
আমাদের অগ্রে অগ্রে যাইবেন,
কেননা এই যে মোশি মিসর দেশ
হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া
আনিলেন, তাঁহার কি হইল, আমরা
৪১ জানি না।" আর সেই সময়ে
তাঁহারা একটা গোবৎস নির্ম্মাণ
করিলেন, এবং সেই মূর্ত্তির উদ্দেশে
বলি উৎসর্গ করিলেন, ও আপনাদের
হস্তকৃত বস্তুতে আমোদ করিতে
৪২ লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বর বিমুখ
হইলেন, তাঁহাদিগকে আকাশের
বাহিনী পূজা করিবার জন্য সমর্পণ
করিলেন; যেমন ভাববাদীগণের
গ্রন্থে লেখা আছে,*

"হে ইস্রায়েল-কুল, প্রান্তরে চল্লিশ
বৎসর কাল
তোমরা কি আমার উদ্দেশে
পশুবলি ও উপহার উৎসর্গ
করিয়াছিলে?
৪৩ তোমরা বরং মোলকের তাম্বু ও
রিফন্ দেবতার তারা তুলিয়া
বহন করিয়াছিলে,
সেই মূর্ত্তিদ্বয়, যাহা তোমরা পূজা
করিবার জন্য গড়িয়াছিলে;
আর আমি তোমাদিগকে
বাবিলের ওদিকে নির্ব্বাসিত
করিব।"

৪৪ যেমন তিনি আদেশ করিয়া-
ছিলেন, তদনুযায়ী সাক্ষ্যের তাম্বু
প্রান্তরে আমাদের পিতৃপুরুষদের
কাছে ছিল। তিনি মোশিকে
বলিয়াছিলেন, তুমি যেরূপ আদর্শ
দেখিলে, সেই অনুসারে উহা নির্ম্মাণ
৪৫ কর। আর আমাদের পিতৃ-
পুরুষেরা তাঁহাদের সময়ে উহা প্রাপ্ত
হইয়া যিহোশূয়ের সহিত আনিলেন,
যখন সেই জাতিগণের অধিকারে
প্রবেশ করিলেন, যাহাদিগকে ঈশ্বর
আমাদের পিতৃপুরুষদের সম্মুখ
হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সেই তাম্বু
৪৬ দায়ূদের সময় পর্য্যন্ত রহিল। ইনি
ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই-

* দ্বি বি ১৮; ১৫। † যাত্রা ৩২, ১-৬।

* আমোষ ৫; ২৫-২৭।

লেন, এবং যাকোবের ঈশ্বরের নিমিত্ত
এক আবাস প্রস্তুত করিবার অনুমতি
৪৭ যাচ্ঞা করিলেন ; কিন্তু শলোমন
তাঁহার জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করি-
৪৮ লেন। তথাপি যিনি পরাৎপর, তিনি
হস্তনির্ম্মিত গৃহে বাস করেন না ;
যেমন ভাববাদী বলেন,*
৪৯ "স্বর্গ আমার সিংহাসন, পৃথিবী
আমার পাদপীঠ ;
প্রভু কহেন, তোমরা আমার জন্য
কিরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিবে ?
৫০ অথবা আমার বিশ্রাম-স্থান
কোথায় ?
আমারই হস্ত কি এই সকল
নির্ম্মাণ করে নাই ?"
৫১ হে শক্তগ্রীবেরা এবং হৃদয়ে ও
কর্ণে অচ্ছিন্নত্বকেরা, তোমরা সর্ব্বদা
পবিত্র আত্মার প্রতিরোধ করিয়া
থাক ; তোমাদের পিতৃপুরুষেরা
৫২ যেমন, তোমরাও তেমনি। তোমা-
দের পিতৃপুরুষেরা কোন্ ভাববাদীকে
তাড়না না করিয়াছে ? তাহারা
তাঁহাদিগকেই বধ করিয়াছিল,
যাঁহারা পূর্ব্বে সেই ধর্ম্মময়ের আগমন
জ্ঞাপন করিতেন, যাঁহাকে সম্প্রতি
তোমরা শত্রুহস্তে সমর্পণ ও বধ
৫৩ করিয়াছ ; তোমরাই দূতগণের দ্বারা
আদিষ্ট ব্যবস্থা পাইয়াছিলে, কিন্তু
পালন কর নাই।
৫৪ এই কথা শুনিয়া তাহারা মর্ম্মাহত
হইল, তাঁহার প্রতি দন্তঘর্ষণ করিতে
৫৫ লাগিল। কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মায়
পরিপূর্ণ হইয়া স্বর্গের প্রতি একদৃষ্টে
চাহিয়া দেখিলেন যে, ঈশ্বরের
প্রতাপ রহিয়াছে, এবং যীশু ঈশ্বরের
৫৬ দক্ষিণে দাঁড়াইয়া আছেন, আর তিনি
বলিলেন, দেখ, আমি দেখিতেছি,
স্বর্গ খোলা রহিয়াছে, এবং মনুষ্য-
পুত্র ঈশ্বরের দক্ষিণে দাঁড়াইয়া
৫৭ আছেন। কিন্তু তাহারা উচ্চৈঃস্বরে
চেঁচাইয়া উঠিল, আপন আপন কর্ণ
রুদ্ধ করিল, এবং একযোগে তাঁহার
৫৮ উপরে গিয়া পড়িল ; আর তাঁহাকে
নগর হইতে বাহির করিয়া পাথর
মারিতে লাগিল ; এবং সাক্ষীগণ
আপন আপন বস্ত্র খুলিয়া শৌল
নামে এক যুবকের পায়ের কাছে
৫৯ রাখিল। এদিকে তাহারা স্তিফানকে
পাথর মারিতেছিল, আর তিনি
ডাকিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভু
যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর।
৬০ পরে তিনি হাঁটু পাতিয়া উচ্চৈঃস্বরে
কহিলেন, প্রভু, ইহাদের বিপক্ষে
এই পাপ ধরিও না। ইহা বলিয়া
তিনি নিদ্রাগত হইলেন। আর শৌল
তাঁহার হত্যার অনুমোদন করিতে-
ছিলেন।

### ফিলিপের প্রচার-কার্য্য।

৮ সেই দিন যিরূশালেমস্থ মণ্ডলীর
প্রতি বড়ই তাড়না উপস্থিত হইল,
তাহাতে প্রেরিতবর্গ ছাড়া অন্য
সকলে যিহূদিয়ার ও শমরিয়ার
জনপদে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল।
২ আর কয়েক জন ভক্ত লোক
স্তিফানের কবর দিলেন, ও তাঁহার
নিমিত্ত মহাবিলাপ করিলেন।
৩ কিন্তু শৌল মণ্ডলীর উচ্ছেদ সাধন
করিতে লাগিলেন, ঘরে ঘরে প্রবেশ

* যিশাইয় ৬৬, ১, ২।

করিয়া পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে
টানিয়া আনিয়া কারাগারে সমর্পণ
করিতে লাগিলেন।
৪ তখন যাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল,
তাহারা চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া
সুসমাচারের বাক্য প্রচার করিল।
৫ আর ফিলিপ শমরিয়ার নগরে গিয়া
লোকদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার
৬ করিতে লাগিলেন। আর লোক-
সমূহ ফিলিপের কথা শুনিয়া ও
তাঁহার কৃত চিহ্ন-কার্য্য সকল দেখিয়া
একচিত্তে তাঁহার কথায় অবধান
৭ করিল। কারণ অশুচি আত্মাবিষ্ট
অনেক লোক হইতে সেই সকল
আত্মা উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া বাহির
হইয়া আসিল, এবং অনেক পক্ষা-
৮ ঘাতী ও খঞ্জ সুস্থ হইল ; তাহাতে
ঐ নগরে বড়ই আনন্দ হইল।
৯ কিন্তু শিমোন নামে এক ব্যক্তি
ছিল, সে পূর্ব্বাবধি সেই নগরে যাদু-
ক্রিয়া করিত ও শমরীয় জাতিকে
চমৎকৃত করিত, আপনাকে এক
১০ জন মহাপুরুষ বলিত; তাহার কথায়
ছোট বড় সকলে অবধান করিত,
বলিত, এ ব্যক্তি ঈশ্বরের সেই
শক্তি, যাহা মহতী নামে আখ্যাত।
১১ তাহারা যে তাহার কথায় অবধান
করিত, তাহার কারণ এই যে, বহু-
কাল অবধি সে আপন যাদুক্রিয়া
দ্বারা তাহাদিগকে চমৎকৃত করিয়া
১২ আসিতেছিল। কিন্তু ফিলিপ ঈশ্বরের
রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নাম বিষয়ক
সুসমাচার প্রচার করিলে তাহারা
যখন তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল,
তখন পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরাও
১৩ বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল। আর
শিমোন আপনিও বিশ্বাস করিল,
এবং বাপ্তাইজিত হইয়া ফিলিপের
সঙ্গে সঙ্গেই থাকিল ; আর অনেক
চিহ্ন-কার্য্য ও মহাপরাক্রমের কার্য্য
সাধিত হইতেছে দেখিয়া চমৎকৃত
হইল।
১৪ যিরূশালেমে প্রেরিতগণ যখন
শুনিতে পাইলেন যে শমরীয়েরা
ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করিয়াছে, তখন
তাঁহারা পিতর ও যোহনকে তাহা-
দের নিকটে প্রেরণ করিলেন।
১৫ তাঁহারা আসিয়া তাহাদের নিমিত্ত
প্রার্থনা করিলেন, যেন তাহারা
১৬ পবিত্র আত্মা পায় ; কেননা এ
পর্য্যন্ত তাহাদের কাহারও উপরে
পবিত্র আত্মা পতিত হন নাই ;
কেবল তাহারা প্রভু যীশুর নামে
১৭ বাপ্তাইজিত হইয়াছিল। তখন
তাঁহারা তাহাদের উপরে হস্তার্পণ
করিলেন, আর তাহারা পবিত্র আত্মা
১৮ পাইল। আর শিমোন যখন দেখিল,
প্রেরিতদের হস্তার্পণ দ্বারা পবিত্র
আত্মা দত্ত হইতেছেন, তখন সে
তাঁহাদের নিকটে টাকা আনিয়া
১৯ কহিল, আমাকেও এই ক্ষমতা
দিউন, যেন আমি যাহার উপরে
হস্তার্পণ করিব, সে পবিত্র আত্মা
২০ পায়। কিন্তু পিতর তাহাকে বলি-
লেন, তোমার রৌপ্য তোমার সঙ্গে
বিনষ্ট হউক, কেননা ঈশ্বরের দান
তুমি টাকা দিয়া ক্রয় করিতে মনস্থ
২১ করিয়াছ। এই বিষয়ে তোমার
অংশ কি অধিকার কিছুই নাই ;
কারণ তোমার হৃদয় ঈশ্বরের

২২ সাক্ষাতে সরল নয়। অতএব তোমার
এই দুষ্টতা হইতে মন ফিরাও; এবং
প্রভুর কাছে বিনতি কর, কি জানি,
তোমার হৃদয়ের কল্পনার ক্ষমা
২৩ হইলেও হইতে পারে; কেননা
আমি দেখিতেছি, তুমি কটুভাবরূপ
পিত্তে ও অধর্ম্মরূপ বন্ধনে পড়িয়া
২৪ রহিয়াছ। তখন শিমোন উত্তর
করিয়া কহিল, আপনারাই আমার
জন্য প্রভুর কাছে বিনতি করুন,
যেন আপনারা যাহা যাহা বলিলেন,
তাহার কিছুই আমার প্রতি না
ঘটে।
২৫ পরে তাঁহারা সাক্ষ্য দিয়া ও
প্রভুর বাক্য বলিয়া যিরূশালেমে
ফিরিয়া যাইতে যাইতে শমরীয়দের
অনেক গ্রামে সুসমাচার প্রচার
করিলেন।
২৬ পরে প্রভুর এক দূত ফিলিপকে
এই কথা কহিলেন, উঠ, দক্ষিণ দিকে,
যে পথ যিরূশালেম হইতে ঘসার
দিকে নামিয়া গিয়াছে, সেই পথে
২৭ যাও; সেই স্থান প্রান্তর। তাহাতে
তিনি উঠিয়া গমন করিলেন।
আর দেখ, ইথিয়পিয়া দেশের এক
ব্যক্তি, ইথিয়পীয়দের কান্দাকি রাণীর
অধীন উচ্চপদস্থ এক জন নপুংসক,
যিনি রাণীর সমস্ত ধনকোষের অধ্যক্ষ
ছিলেন, তিনি ভজনা করিবার জন্য
২৮ যিরূশালেমে আসিয়াছিলেন; পরে
ফিরিয়া যাইতেছিলেন, এবং আপন
রথে বসিয়া যিশাইয় ভাববাদীর
২৯ গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। তখন
আত্মা ফিলিপকে কহিলেন, নিকটে
৩০ যাও, ঐ রথের সঙ্গ ধর। তাহাতে
ফিলিপ দৌড়িয়া নিকটে গিয়া
শুনিলেন, তিনি যিশাইয় ভাববাদীর
গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন; ফিলিপ
কহিলেন, আপনি যাহা পাঠ
করিতেছেন, তাহা কি বুঝিতে
৩১ পারিতেছেন? তিনি কহিলেন, কেহ
আমাকে বুঝাইয়া না দিলে কেমন
করিয়া বুঝিতে পারিব? পরে তিনি
ফিলিপকে আপনার কাছে উঠিয়া
৩২ বসিতে নিবেদন করিলেন। শাস্ত্রের
যে কথা তিনি পড়িতেছিলেন, তাহা
এই,

"তিনি হত হইবার জন্য মেষের
ন্যায় নীত হইলেন,
এবং লোমচ্ছেদকের সম্মুখে মেষ-
শাবক যেমন নীরব থাকে,
সেইরূপ তিনি মুখ খুলেন না।
৩৩ তাঁহার হীনাবস্থায় তাঁহার
সম্বন্ধীয় বিচার অপনীত হইল,
তাঁহার সমকালীন লোকদের
বর্ণনা কে করিতে পারে?
যেহেতুক তাঁহার জীবন পৃথিবী
হইতে অপনীত হইল।"*

৩৪ নপুংসক উত্তর করিয়া ফিলিপকে
বলিলেন, নিবেদন করি, ভাববাদী
কাহার বিষয়ে এই কথা কহেন?
নিজের বিষয়ে, না অন্য কাহারও
৩৫ বিষয়ে? তখন ফিলিপ মুখ খুলিয়া
শাস্ত্রের সেই বচন হইতে আরম্ভ
করিয়া তাঁহার কাছে যীশু-বিষয়ক
৩৬ সুসমাচার প্রচার করিলেন। পরে
পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা কোন
এক জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত
হইলেন; তখন নপুংসক কহিলেন,

* যিশাইয় ৫৩; ৭, ৮।

এই দেখুন, জল আছে ; আমার
বাপ্তাইজিত হইবার বাধা কি ?*
৩৭ পরে তিনি রথ থামাইতে আজ্ঞা
করিলেন, আর ফিলিপ ও নপুংসক
উভয়ে জলমধ্যে নামিলেন এবং
ফিলিপ তাঁহাকে বাপ্তাইজ করি-
৩৮ লেন। আর যখন তাঁহারা জলের
মধ্য হইতে উঠিলেন, তখন প্রভুর
আত্মা ফিলিপকে হরণ করিয়া লইয়া
গেলেন, এবং নপুংসক আর তাঁহাকে
দেখিতে পাইলেন না, ফলে তিনি
আনন্দ করিতে করিতে আপন পথে
৩৯ চলিয়া গেলেন। কিন্তু ফিলিপকে
অস্দোদে দেখিতে পাওয়া গেল ;
আর তিনি নগরে নগরে ভ্রমণ
করিয়া সুসমাচার প্রচার করিতে
করিতে শেষে কৈসরিয়াতে উপস্থিত
হইলেন।

### শৌলের মনপরিবর্ত্তন ও যীশু-প্রচার।

৯ শৌল তখনও প্রভুর শিষ্যদের
বিরুদ্ধে ভয়প্রদর্শন ও হত্যার নিশ্বাস
২ টানিতেছিলেন; তিনি[১] মহাযাজকের
নিকটে গিয়া, দম্মেশকস্থ সমাজ
সকলের প্রতি পত্র যাচ্ঞা করিলেন,
যেন সেই পথাবলম্বী পুরুষ ও স্ত্রী যে
সমস্ত লোককে পান, তাহাদিগকে
বাঁধিয়া যিরূশালেমে আনিতে
৩ পারেন। পরে তিনি যাইতে যাইতে
দম্মেশকের নিকট উপস্থিত হইলেন,
তখন হঠাৎ আকাশ হইতে আলোক
তাঁহার চারিদিকে চমকিয়া উঠিল।
৪ তাহাতে তিনি ভূমিতে পড়িয়া শুনি-
লেন, তাঁহার প্রতি এই বাণী হই-
তেছে, শৌল, শৌল, কেন আমাকে
৫ তাড়না করিতেছ ? তিনি কহি-
লেন, প্রভু, আপনি কে ? প্রভু
কহিলেন, আমি যীশু, যাঁহাকে
৬ তুমি তাড়না করিতেছ ; কিন্তু
উঠ, নগরে প্রবেশ কর, তোমাকে
কি করিতে হইবে, তাহা বলা
৭ যাইবে। আর তাঁহার সহপথিকেরা
অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল,
তাহারা ঐ বাণী শুনিল বটে, কিন্তু
৮ কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পরে
শৌল ভূমি হইতে উঠিলেন, কিন্তু
চক্ষু মেলিলে পর কিছুই দেখিতে
পাইলেন না ; আর তাহারা তাঁহার
হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে দম্মেশকে লইয়া
৯ গেল। আর তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত
দৃষ্টিহীন থাকিলেন, এবং কিছুই
ভোজন কি পান করিলেন না।
১০ দম্মেশকে অননিয় নামে এক জন
১১ শিষ্য ছিলেন। প্রভু তাঁহাকে দর্শন-
যোগে কহিলেন, অননিয়। তিনি
বলিলেন, প্রভু, দেখুন, এই আমি।
তখন প্রভু তাঁহাকে কহিলেন,
তুমি উঠিয়া সরল নামক পথে গিয়া
যিহূদার বাটীতে তার্ষ নগরীয় শৌল
নামক ব্যক্তির অন্বেষণ কর; কেননা
১২ দেখ, সে প্রার্থনা করিতেছে ; আর
সে দেখিয়াছে. অননিয় নামে এক
ব্যক্তি আসিয়া তাহার উপরে

---

* কোন কোন প্রাচীন অনুলিপিতে এখানে এই কথাগুলি পাওয়া যায়,—'ফিলিপ কহিলেন, সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত যদি বিশ্বাস করেন, তবে হইতে পারেন। তাহাতে তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, যীশু খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা আমি বিশ্বাস করিতেছি।'

১। প্রেরিত ২২ ; ৩-১৬। ২৬, ১২-১৮।

হস্তার্পণ করিতেছে, যেন সে দৃষ্টি
১৩ পায়। অননিয় উত্তর করিলেন,
প্রভু, আমি অনেকের কাছে এই
ব্যক্তির বিষয় শুনিয়াছি, সে যিরূ-
শালেমে তোমার পবিত্রগণের প্রতি
১৪ কত উপদ্রব করিয়াছে; এই স্থানেও,
যত লোক তোমার নামে ডাকে,
সেই সকলকে বন্ধন করিবার ক্ষমতা
সে প্রধান যাজকদের নিকটে পাই-
১৫ য়াছে। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে কহি-
লেন, তুমি যাও, কেননা জাতিগণের
ও রাজগণের এবং ইস্রায়েল-
সন্তানগণের নিকটে আমার নাম
বহনার্থে সে আমার মনোনীত পাত্র;
১৬ কারণ আমি তাহাকে দেখাইয়া
দিব, আমার নামের জন্য তাহাকে
কত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে।
১৭ তখন অননিয় চলিয়া গিয়া সেই
বাটীতে প্রবেশ করিলেন, এবং
তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিয়া
কহিলেন, ভ্রাতঃ শৌল, প্রভু, সেই
যীশু, যিনি তোমার আসিবার পথে
তোমাকে দর্শন দিলেন, তিনি
আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন
তুমি দৃষ্টি পাও এবং পবিত্র আত্মায়
১৮ পরিপূর্ণ হও। আর অমনি তাঁহার
চক্ষু হইতে যেন আঁইস পড়িয়া
গেল, তিনি দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেন,
এবং উঠিয়া বাপ্তাইজিত হইলেন;
১৯ পরে আহার করিয়া বল প্রাপ্ত
হইলেন।
আর তিনি কয়েক দিন দম্মেশকস্থ
২০ শিষ্যগণের সঙ্গে থাকিলেন; এবং
অমনি সমাজ-গৃহে সমাজ-গৃহে
যীশুকে এই বলিয়া প্রচার করিতে
লাগিলেন যে, তিনিই ঈশ্বরের
২১ পুত্র। আর যাহারা তাঁহার কথা
শুনিল, তাহারা সকলে চমৎকৃত
হইল, বলিতে লাগিল, এ কি সেই
ব্যক্তি নয়, যে, এই নামে যাহারা
ডাকে, তাহাদিগকে যিরূশালেমে
উৎপাটন করিত, এবং এখানে এই
জন্যই আসিয়াছিল, যেন তাহা-
দিগকে বন্ধন করিয়া প্রধান যাজক-
২২ দের নিকটে লইয়া যায়? কিন্তু
শৌল উত্তর উত্তর শক্তিমান্ হইয়া
উঠিলেন, এবং দম্মেশক-নিবাসী
যিহূদীদিগকে নিরুত্তর করিতে
লাগিলেন, প্রমাণ দিতে লাগিলেন
যে, ইনিই সেই খ্রীষ্ট।
২৩ আর, অনেক দিন গত হইলে
যিহূদীরা তাঁহাকে বধ করিবার
২৪ মন্ত্রণা করিল; কিন্তু শৌল তাহা-
দের চক্রান্ত জানিতে পাইলেন।
আর তাহারা যেন তাঁহাকে বধ
করিতে পারে, এই জন্য নগর-দ্বার
সকলও দিবারাত্র চৌকি দিতে
২৫ লাগিল। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ
তাঁহাকে রাত্রে লইয়া একটী ঝুড়িতে
করিয়া প্রাচীর দিয়া নামাইয়া
দিল।
২৬ পরে তিনি যিরূশালেমে উপস্থিত
হইয়া শিষ্যবর্গের সহিত যোগ দিতে
চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সকলে
তাঁহাকে ভয় করিল, তিনি যে শিষ্য,
২৭ ইহা বিশ্বাস করিল না। তখন
বার্ণবা তাঁহার হাত ধরিয়া প্রেরিত-
দের নিকটে লইয়া গেলেন, এবং
পথের মধ্যে তিনি কিরূপে প্রভুকে
দেখিতে পাইয়াছেন, ও প্রভু যে

তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছেন,
এবং কিরূপে তিনি দম্মেশকে যীশুর
নামে সাহসপূর্ব্বক প্রচার করিয়া-
ছেন, এ সকল তাঁহাদের কাছে
২৮ বর্ণনা করিলেন। আর শৌল যিরূ-
শালেমে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে
থাকিতেন, ভিতরে আসিতেন ও
২৯ বাহিরে যাইতেন, প্রভুর নামে
সাহসপূর্ব্বক প্রচার করিতেন, আর
তিনি গ্রীক ভাষাবাদী যিহূদীদের
সহিত কথোপকথন ও তর্ক করি-
তেন ; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে বধ
করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।
৩০ ভ্রাতৃগণ ইহা জানিতে পাইয়া
তাঁহাকে কৈসরিয়াতে লইয়া
গেলেন, এবং সেখান হইতে তার্ষ
নগরে পাঠাইয়া দিলেন।

**পিতরের দুইটী অলৌকিক কার্য্য।**

৩১ তখন যিহূদিয়া, গালীল ও শম-
রিয়ার সর্ব্বত্র মণ্ডলী শান্তিভোগ
করিতে ও গ্রথিত হইতে লাগিল,
এবং প্রভুর ভয়ে ও পবিত্র আত্মার
আশ্বাসে চলিতে চলিতে বহুসংখ্যক
হইয়া উঠিল।
৩২ আর পিতর সকল স্থানে ভ্রমণ
করিতে করিতে লুদ্দা-নিবাসী পবিত্র-
৩৩ গণের নিকটেও গেলেন। সেই
স্থানে তিনি ঐনিয় নামে এক ব্যক্তির
দেখা পান, সে আট বৎসর শয্যাগত
ছিল, তাহার পক্ষাঘাত হইয়াছিল।
৩৪ পিতর তাহাকে কহিলেন, ঐনিয়,
যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে সুস্থ করিলেন,
উঠ, তোমার শয্যা পাত। তাহাতে
৩৫ সে তৎক্ষণাৎ উঠিল। তখন লুদ্দা
ও শারোণ-নিবাসী সমস্ত লোক
তাহাকে দেখিতে পাইল, এবং
তাহারা প্রভুর প্রতি ফিরিল।
৩৬ আর যাফোতে এক শিষ্যা ছিলেন,
তাঁহার নাম টাবিথা, অনুবাদ করিলে
এই নামের অর্থ দর্কা [ হরিণী ] ;
তিনি নানা সৎক্রিয়া ও দানকার্য্যে
৩৭ ব্যাপৃতা ছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই
সময়ে তিনি পীড়িত হইয়া মারা
পড়েন। তাহাতে লোকেরা তাঁহাকে
ধৌত করিয়া উপরের কুঠরীতে শয়ন
৩৮ করাইয়া রাখিল। আর লুদ্দা
যাফোর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, পিতর
লুদ্দায় আছেন শুনিয়া, শিষ্যগণ
তাঁহার কাছে দুই জন লোক
পাঠাইয়া বিনতি করিল, আপনি
আমাদের এখান পর্য্যন্ত আসিতে
৩৯ বিলম্ব করিবেন না। তখন পিতর
উঠিয়া তাহাদের সহিত চলিলেন।
তিনি তথায় উপস্থিত হইলে তাহারা
তাঁহাকে সেই উপরের কুঠরীতে
লইয়া গেল, আর বিধবারা সকলে
তাঁহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া রোদন
করিতে থাকিল, এবং দর্কা তাহাদের
সঙ্গে থাকিবার সময়ে যে সকল
আঙ্‌রাখা ও বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া-
ছিলেন, সেই সকল দেখাইতে
৪০ লাগিল। কিন্তু পিতর সকলকে
বাহির করিয়া দিয়া হাঁটু পাতিয়া
প্রার্থনা করিলেন ; পরে সেই দেহের
দিকে ফিরিয়া কহিলেন, টাবিথা,
উঠ। তাহাতে তিনি চক্ষু মেলিলেন,
এবং পিতরকে দেখিয়া উঠিয়া
৪১ বসিলেন। তখন পিতর হাত দিয়া
তাঁহাকে উঠাইলেন, এবং পবিত্র-

গণকে ও বিধবাদিগকে ডাকিয়া
৪২ তাঁহাকে জীবিত দেখাইলেন। এই
কথা যাফোর সর্ব্বত্র প্রকাশ হইল,
এবং অনেক লোক প্রভুর উপরে
৪৩ বিশ্বাস করিল। আর পিতর অনেক
দিন যাফোতে, শিমোন নামক এক
জন চর্ম্মকারের বাটীতে অবস্থিতি
করিলেন।

### খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে পরজাতীয়দের প্রবেশ।

১০ কৈসরিয়াতে কর্ণীলিয় নামে
এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ইতালীয়
নামক সৈন্যদলের এক জন শত-
২ পতি। তিনি ভক্ত ছিলেন, এবং
সমস্ত পরিবারের সহিত ঈশ্বরকে
ভয় করিতেন, তিনি লোকদিগকে
বিস্তর দান করিতেন, এবং সর্ব্বদা
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেন।
৩ এক দিন বেলা অনুমান নবম
ঘটিকার সময়ে তিনি দর্শনযোগে
স্পষ্ট দেখিলেন যে, ঈশ্বরের এক
দূত তাঁহার নিকটে ভিতরে আসিয়া
৪ বলিতেছেন, কর্ণীলিয়। তখন তিনি
তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ভীত
হইয়া কহিলেন, প্রভু, কি চান?
দূত তাঁহাকে বলিলেন, তোমার
প্রার্থনা ও তোমার দান সকল
স্মরণীয়রূপে ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের সম্মুখে
৫ উপস্থিত হইয়াছে। আর এখন তুমি
যাফোতে লোক পাঠাইয়া শিমোন,
যাহাকে পিতর বলে, তাহাকে
৬ ডাকাইয়া আন; সে শিমোন নামে
এক জন চর্ম্মকারের বাটীতে অব-
স্থিতি করিতেছে, তাহার গৃহ সমুদ্রের
৭ ধারে। কর্ণীলিয়ের সহিত যে দূত
কথা কহিলেন, তিনি চলিয়া গেলে
পর কর্ণীলিয় বাড়ীর চাকরদের মধ্যে
দুই জনকে, এবং যাহারা সর্ব্বদা
তাঁহার সেবা করিত, তাহাদের
এক জন ভক্ত সেনাকে ডাকি-
৮ লেন, আর তাহাদিগকে সকল
কথা বলিয়া যাফোতে পাঠাইয়া
দিলেন।
৯ পরদিন তাহারা পথে যাইতে
যাইতে যখন নগরের নিকটে উপ-
স্থিত হইল, তখন পিতর অনুমান ছয়
ঘটিকার সময়ে প্রার্থনা করিবার
নিমিত্ত ছাদের উপরে উঠিলেন।
১০ তিনি ক্ষুধিত হইলেন, তাঁহার আহার
করিবার ইচ্ছা হইল; কিন্তু লোকেরা
খাদ্য প্রস্তুত করিতেছে, এমন সময়ে
তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন,
১১ আর দেখিলেন, আকাশ খুলিয়া
গিয়াছে, এবং একখানা বড় চাদরের
মত কোন পাত্র নামিয়া আসিতেছে,
তাহা চারি কোণে ধরিয়া পৃথিবীতে
১২ নামাইয়া দেওয়া হইতেছে; আর
তাহার মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার
চতুষ্পদ ও সরীসৃপ এবং আকাশের
১৩ পক্ষী আছে। পরে তাঁহার প্রতি
এই বাণী হইল, উঠ, পিতর, বধ
১৪ করিয়া ভোজন কর। কিন্তু পিতর
কহিলেন, প্রভু, এমন না হউক;
আমি কখনও কোন অপবিত্র কিম্বা
অশুচি দ্রব্য ভোজন করি নাই।
১৫ তখন দ্বিতীয় বার তাঁহার প্রতি এই
বাণী হইল, ঈশ্বর যাহা শুচি করিয়া-
ছেন, তুমি তাহা অপবিত্র বলিও
১৬ না। এইরূপ তিন বার হইল, পরে

তৎক্ষণাৎ ঐ পাত্র আকাশে তুলিয়া
লওয়া হইল।
১৭ পিতর সেই যে দর্শন পাইয়া-
ছিলেন, তাহার কি অর্থ হইতে
পারে, এ বিষয়ে মনে মনে চিন্তা
করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে দেখ,
কর্ণীলিয়ের প্রেরিত লোকেরা
শিমোনের বাটীর অনুসন্ধান করিয়া
ফটক দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল,
১৮ আর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,
শিমোন যাঁহাকে পিতর বলে, তিনি
কি এখানে অবস্থিতি করেন?
১৯ পিতর সেই দর্শনের বিষয় ভাবিতে-
ছেন, এমন সময়ে আত্মা কহিলেন,
দেখ, তিনটী লোক তোমার অন্বেষণ
২০ করিতেছে। কিন্তু তুমি উঠিয়া নীচে
যাও, তাহাদের সহিত গমন কর,
কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না, কারণ
আমিই তাহাদিগকে প্রেরণ করি-
২১ য়াছি। তখন পিতর সেই লোকদের
নিকটে নামিয়া গিয়া কহিলেন, দেখ,
তোমরা যাহার অন্বেষণ করিতেছ,
আমি সেই ব্যক্তি; তোমরা কি
২২ নিমিত্ত আসিয়াছ? তাহারা কহিল,
শতপতি কর্ণীলিয়, এক জন ধার্ম্মিক
লোক, যিনি ঈশ্বরকে ভয় করেন,
এবং সমস্ত যিহূদী জাতির মধ্যে
যাঁহার সুখ্যাতি আছে, তিনি পবিত্র
দূতের দ্বারা এমন আদেশ
পাইয়াছেন, যেন আপনাকে ডাকা-
ইয়া নিজ গৃহে আনিয়া আপনার
২৩ মুখে কথা শুনেন। তখন পিতর
তাহাদিগকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া
তাহাদের আতিথ্য করিলেন।
পরদিন উঠিয়া তিনি তাহাদের
সঙ্গে চলিলেন, আর যাফো-নিবাসী
ভ্রাতৃগণের মধ্যে কয়েক জনও
২৪ তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। পর-
দিন তাঁহারা কৈসরিয়াতে প্রবেশ
করিলেন; তখন কর্ণীলিয় আপন
জ্ঞাতিদিগকে ও আত্মীয় বন্ধুগণকে
ডাকিয়া একত্র করিয়া তাঁহাদের
২৫ অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরে
পিতর যখন প্রবেশ করিলেন, তখন
কর্ণীলিয় তাঁহার সহিত দেখা করিয়া
তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রণাম করি-
২৬ লেন। কিন্তু পিতর তাঁহাকে উঠাই-
লেন, বলিলেন, উঠুন; আমি
২৭ আপনিও মনুষ্য। পরে তিনি তাঁহার
সহিত আলাপ করিতে করিতে
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অনেক
২৮ লোক সমাগত হইয়াছে। তখন তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, আপনারা
জানেন, অন্য জাতীয় কোন লোকের
সঙ্গে যোগ দেওয়া কিম্বা তাহার
কাছে আসা যিহূদী লোকের পক্ষে
কেমন অবিধেয়; কিন্তু আমাকে
ঈশ্বর দেখাইয়া দিয়াছেন যে, কোন
মনুষ্যকে অপবিত্র কিম্বা অশুচি বলা
২৯ অনুচিত। এই নিমিত্ত আমাকে
ডাকিয়া পাঠান হইলে আমি কোন
আপত্তি না করিয়া আসিয়াছি;
এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি
কারণ আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া-
৩০ ছেন? তখন কর্ণীলিয় কহিলেন,
অদ্য চারি দিন হইল, আমি এত
বেলা পর্য্যন্ত নিজ গৃহ মধ্যে নবম
ঘটিকার প্রার্থনা করিতেছিলাম,
এমন সময়ে, দেখুন, তেজোময় বস্ত্র
পরিহিত এক পুরুষ আমার

৩১ সম্মুখে দাঁড়াইলেন; তিনি কহিলেন,
'কর্ণীলিয়, তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য
হইয়াছে, এবং তোমার দান সকল
ঈশ্বরের সাক্ষাতে স্মরণ করা হই-
৩২ য়াছে। অতএব যাফোতে লোক
পাঠাইয়া শিমোন, যাহাকে পিতর
বলে, তাহাকে ডাকাইয়া আন; সে
সমুদ্রের ধারে শিমোন চর্ম্মকারের
৩৩ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছে।' এই
নিমিত্ত আমি অবিলম্বে আপনার
নিকটে লোক পাঠাইয়া দিলাম;
আপনি আসিয়াছেন, ভালই
করিয়াছেন। অতএব এখন আমরা
সকলে ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত
আছি; প্রভু আপনাকে যে সকল
আদেশ করিয়াছেন, তাহা শুনিব।

পিতরের বক্তৃতা ও তাহার ফল।

৩৪ তখন পিতর মুখ খুলিয়া কহি-
লেন, আমি সত্যই বুঝিলাম, ঈশ্বর
৩৫ মুখাপেক্ষা করেন না;* কিন্তু
প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেহ
তাঁহাকে ভয় করে ও ধর্ম্মাচরণ
৩৬ করে, সে তাঁহার গ্রাহ্য হয়। তিনি
ইস্রায়েলসন্তানগণের নিকটে একটী
বাক্য প্রেরণ করিয়াছেন; যীশু
খ্রীষ্ট দ্বারা সন্ধির সুসমাচার প্রচার
করিয়াছেন; ইনিই সকলের প্রভু।
৩৭ আপনারা সেই কথা জানেন, যাহা
যোহনকর্ত্তৃক প্রচারিত বাপ্তিস্মের
পর গালীল হইতে আরম্ভ হইয়া
সমুদয় যিহূদিয়াতে ব্যাপিয়া গেল;
৩৮ ফলতঃ নাসরতীয় যীশুর কথা,
কিরূপে ঈশ্বর তাঁহাকে পবিত্র
আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষেক
করিয়াছিলেন; তিনি হিতকার্য্য
করিয়া বেড়াইতেন, এবং দিয়াবল
কর্ত্তৃক প্রপীড়িত সকল লোককে
সুস্থ করিতেন; কারণ ঈশ্বর তাঁহার
৩৯ সহবর্ত্তী ছিলেন। আর তিনি যিহূদী-
দের জনপদে ও যিরূশালেমে যাহা
যাহা করিয়াছেন, আমরা সেই
সকলের সাক্ষী; আবার লোকে
তাঁহাকে গাছে টাঙ্গাইয়া বধ করিল।
৪০ তাঁহাকে ঈশ্বর তৃতীয় দিবসে উঠাই-
লেন, এবং প্রত্যক্ষ হইতে দিলেন;
৪১ সমস্ত লোকের প্রত্যক্ষ, এমন নয়,
কিন্তু পূর্ব্বে ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিযুক্ত
সাক্ষীদের, অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষ
হইতে দিলেন, আর আমরা মৃতদের
মধ্য হইতে তাঁহার পুনরুত্থান হইলে
পর তাঁহার সহিত ভোজন পান
৪২ করিয়াছি। আর তিনি আদেশ
করিলেন, যেন আমরা লোকদের
কাছে প্রচার করি ও সাক্ষ্য দিই
যে, তাঁহাকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃত-
দিগের বিচারকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া-
৪৩ ছেন। তাঁহার পক্ষে ভাববাদীরা
সকলে এই সাক্ষ্য দেন, যে কেহ
তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার
নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়।
৪৪ পিতর এই কথা কহিতেছেন,
এমন সময়ে যত লোক বাক্য
শুনিতেছিল, সকলের উপরে পবিত্র
৪৫ আত্মা পতিত হইলেন। তখন
পিতরের সহিত আগত বিশ্বাসী
ছিন্নত্বক্‌ লোক সকল চমৎকৃত হই-
লেন, কারণ পরজাতীয়দের উপরেও
পবিত্র আত্মারূপ দানের সেচন

* দ্বি বি ১০; ১৭।

৪৬ হইল ; কেননা তাঁহারা উহাঁদিগকে
নানা ভাষায় কথা কহিতে ও ঈশ্বরের
মহিমা কীর্ত্তন করিতে শুনিলেন।
৪৭ তখন পিতর উত্তর করিলেন, এই
যে লোকেরা আমাদেরই ন্যায়
পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেহ
কি জল নিবারণ করিয়া ইহাঁদের
বাপ্তাইজিত হইবার বাধা দিতে
৪৮ পারে ? পরে তিনি যীশু খ্রীষ্টের
নামে তাঁহাদিগকে বাপ্তাইজ
করিবার আজ্ঞা দিলেন। তখন
তাঁহারা কয়েক দিন অবস্থিতি
করিতে তাঁহাকে বিনতি করিলেন।

১১ পরে প্রেরিতেরা এবং যিহূদিয়াস্থ
ভ্রাতৃগণ শুনিতে পাইলেন যে, পর-
জাতীয় লোকেরাও ঈশ্বরের বাক্য
২ গ্রহণ করিয়াছে। আর যখন পিতর
যিরূশালেমে আসিলেন, তখন
ছিন্নত্বক্‌ লোকেরা তাঁহার সহিত
৩ বিবাদ করিয়া কহিলেন, তুমি
অচ্ছিন্নত্বক্‌ লোকদের গৃহে প্রবেশ
করিয়াছ, ও তাহাদের সহিত আহার
৪ করিয়াছ। কিন্তু পিতর আরম্ভ
করিয়া তাঁহাদিগকে আনুপূর্ব্বিক
বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিলেন, কহিলেন,
৫ ‘আমি যাফো নগরে প্রার্থনা করিতে-
ছিলাম, এমন সময়ে অভিভূত হইয়া
এক দর্শন পাইলাম, দেখিলাম,
একখানা বড় চাদরের মত কোন
পাত্র নামিয়া আসিতেছে, তাহা
চারি কোণে ধরিয়া আকাশ হইতে
নামাইয়া দেওয়া হইতেছে, এবং
তাহা আমার নিকট পর্য্যন্ত আসিল।
৬ আমি তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া
চিন্তা করিতে লাগিলাম, আর
দেখিলাম, তাহার মধ্যে পৃথিবীর
চতুষ্পদ জন্তু, আর বন্য পশু, সরীসৃপ
ও আকাশের পক্ষী সকল আছে ;
৭ আর আমি এক বাণীও শুনিলাম,
যাহা আমাকে বলিল, উঠ, পিতর,
৮ মার, খাও। কিন্তু আমি কহিলাম,
প্রভু, এমন না হউক ; কেননা
অপবিত্র বা অশুচি কোন দ্রব্য
কখনও আমার মুখের ভিতর প্রবেশ
৯ করে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় বার
আকাশ হইতে বাণী উত্তর করিল,
ঈশ্বর যাহা শুচি করিয়াছেন, তুমি
১০ তাহা অপবিত্র বলিও না। এইরূপ
তিনবার হইল ; পরে সে সমস্ত
আবার আকাশে টানিয়া লওয়া
১১ হইল। আর দেখ, অবিলম্বে তিন
জন পুরুষ, যে বাটীতে আমরা
ছিলাম, তথায় আসিয়া দাঁড়াইল ;
তাহারা কৈসরিয়া হইতে আমার
১২ নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল। আর
আত্মা আমাকে সন্দেহ না করিয়া
তাহাদের সহিত যাইতে বলিলেন।
আর এই ছয় জন ভ্রাতাও আমার
সহিত গমন করিলেন। পরে আমরা
সেই ব্যক্তির বাটীতে প্রবেশ করি-
১৩ লাম। তিনি আমাদিগকে বলি-
লেন যে, তিনি এক দূতের দর্শন
পাইয়াছিলেন, সেই দূত তাঁহার
গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া কহিলেন,
যাফোতে লোক পাঠাইয়া শিমোন,
যাহাকে পিতর বলে, তাহাকে
১৪ ডাকাইয়া আন ; সে তোমাকে
এমন কথা বলিবে, যাহা দ্বারা
তুমি ও তোমার সমস্ত পরিবার

১৫ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবে। পরে আমি
কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, যেমন
প্রথমে আমাদের উপরে হইয়াছিল,
তেমনি তাঁহাদের উপরেও পবিত্র
১৬ আত্মা পতিত হইলেন। তাহাতে
প্রভুর কথা আমার স্মরণ হইল,
যেমন তিনি বলিয়াছিলেন, 'যোহন
জলে বাপ্তাইজ করিতেন, কিন্তু
তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত
১৭ হইবে।'* অতএব, তাঁহারা প্রভু
যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইলে পর,
যেমন আমাদিগকে, তেমনি যখন
তাঁহাদিগকেও ঈশ্বর সমান বর দান
করিলেন, তখন আমি কে যে
ঈশ্বরকে নিবারণ করিতে পারি?
১৮ এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহারা চুপ
করিয়া রহিলেন, এবং ঈশ্বরের
গৌরব করিলেন, কহিলেন, তবে
ত ঈশ্বর পরজাতীয় লোকদিগকেও
জীবনার্থক মনপরিবর্ত্তন দান
করিয়াছেন।
১৯ ইতিমধ্যে স্তিফানের উপলক্ষে যে
ক্লেশ ঘটিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত যাহারা
ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহারা
ফৈনীকিয়া, কুপ্র ও আন্তিয়খিয়া
পর্য্যন্ত চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া
কেবল যিহূদীদেরই নিকটে বাক্য
২০ প্রচার করিতে লাগিল। কিন্তু
তাহাদের মধ্যে কয়েক জন কুপ্রীয়
ও কুরীণীয় লোক ছিল; ইহারা
আন্তিয়খিয়াতে আসিয়া গ্রীকদের†
নিকটেও কথা কহিল, প্রভু যীশুর
বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করিল।
২১ আর প্রভুর হস্ত তাহাদের সহবর্ত্তী
ছিল, এবং বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাস
২২ করিয়া প্রভুর প্রতি ফিরিল। পরে
তাহাদের বিষয় যিরূশালেমস্থ
মণ্ডলীর কর্ণগোচর হইল; তাহাতে
ইহাঁরা আন্তিয়খিয়া পর্য্যন্ত বার্ণবাকে
২৩ প্রেরণ করিলেন। তিনি উপস্থিত
হইয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখিয়া
আনন্দ করিলেন; এবং সকলকে
আশ্বাস দিতে লাগিলেন, যেন
তাহারা হৃদয়ের একাগ্রতায় প্রভুতে
২৪ স্থির থাকে; কারণ তিনি সৎলোক
এবং পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে
পরিপূর্ণ ছিলেন। আর বিস্তর
লোক প্রভুতে সংযুক্ত হইল।
২৫ পরে তিনি শৌলের অন্বেষণ
করিতে তার্ষে গমন করিলেন, এবং
তাঁহাকে পাইয়া আন্তিয়খিয়াতে
২৬ আনিলেন। আর তাঁহারা সম্পূর্ণ
এক বৎসর কাল মণ্ডলীতে একত্র
হইতেন, এবং অনেক লোককে
উপদেশ দিতেন; আর প্রথমে
আন্তিয়খিয়াতেই শিষ্যেরা 'খ্রীষ্টীয়ান'
নামে আখ্যাত হইল।
২৭ সেই সময়ে কয়েক জন ভাববাদী
যিরূশালেম হইতে আন্তিয়খিয়াতে
২৮ আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আগাব
নামে এক ব্যক্তি উঠিয়া আত্মার
আবেশে জানাইলেন যে, সমুদয়
পৃথিবীতে মহাদুর্ভিক্ষ হইবে; তাহা
ক্লৌদিয়ের অধিকার সময়ে ঘটিল।
২৯ তাহাতে শিষ্যেরা প্রতিজন স্ব স্ব
সঙ্গতি অনুসারে যিহূদিয়া-নিবাসী
ভ্রাতৃগণের পরিচর্য্যার জন্য তাঁহাদের
কাছে সাহায্য পাঠাইতে স্থির

* প্রেরিত ১; ৫। ২; ১-৪।
† (বা) গ্রীক ভাষাবাদী যিহূদীদের।

৩০ করিলেন ; এবং সেই মত কার্য্যও
করিলেন, বার্ণবার ও শৌলের হস্ত
দ্বারা প্রাচীনবর্গের নিকটে অর্থ
পাঠাইয়া দিলেন।

### যাকোবের বধ ও পিতরের উদ্ধার।

১২ তৎকালে হেরোদ রাজা মণ্ডলীর
কয়েক জনের প্রতি উপদ্রব করিবার
২ জন্য হস্তক্ষেপ করিলেন। তিনি
যোহনের ভ্রাতা যাকোবকে খড়্গ
৩ দ্বারা বধ করিলেন। ইহাতে
যিহূদীরা সন্তুষ্ট হইল দেখিয়া তিনি
আবার পিতরকেও ধরিলেন। তখন
তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্বের সময় ছিল।
৪ তিনি তাঁহাকে ধরিয়া কারাগারে
রাখিলেন, এবং তাঁহাকে পাহারা
দিবার জন্য চারি জনে দল, এমন
চারি দল সেনার নিকটে সমর্পণ
করিলেন ; মনে করিলেন, নিস্তার-
পর্ব্বের পরে তাঁহাকে লোকদের
কাছে আনিয়া উপস্থিত করিবেন।
৫ এইরূপে পিতর কারাবদ্ধ থাকিলেন,
কিন্তু মণ্ডলী কর্ত্তৃক তাঁহার বিষয়ে
ঈশ্বরের নিকটে একাগ্র ভাবে
প্রার্থনা হইতেছিল।
৬ পরে হেরোদ যে দিন তাঁহাকে
বাহিরে আনাইবেন, তাহার পূর্ব্ব-
রাত্রিতে পিতর দুই জন সেনার
মধ্যস্থানে দুই শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া
নিদ্রাগত ছিলেন, এবং দ্বারদেশে
প্রহরীরা কারাগার রক্ষা করিতে-
৭ ছিল। আর দেখ, প্রভুর এক দূত
তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন,
এবং কারাকক্ষে আলোক প্রকাশ
পাইল। তিনি পিতরের কুক্ষিদেশে
আঘাত করিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া
কহিলেন, শীঘ্র উঠ। তখন তাঁহার
দুই হস্ত হইতে শৃঙ্খল পড়িয়া গেল।
৮ পরে সেই দূত তাঁহাকে কহিলেন,
কোমর বাঁধ, ও তোমার জুতা পর।
তিনি তাহা করিলেন। পরে দূত
তাঁহাকে কহিলেন, গায়ে কাপড়
দিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।
৯ তাহাতে তিনি বাহির হইয়া তাঁহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন ;
কিন্তু দূতের দ্বারা যাহা করা হইল,
তাহা যে বাস্তবিক, ইহা তিনি
বুঝিতে পারিলেন না, বরং মনে
করিলেন, তিনি দর্শন দেখিতেছেন।
১০ পরে তাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয়
প্রহরিদল পশ্চাৎ ফেলিয়া, যেখান
দিয়া নগরে যাওয়া যায়, সেই লৌহ-
দ্বারের কাছে উপস্থিত হইলেন ;
সেই দ্বারের কবাট তাঁহাদের সম্মুখে
আপনি খুলিয়া গেল ; তাহাতে
তাঁহারা বাহির হইয়া একটা রাস্তার
শেষ পর্য্যন্ত গমন করিলেন, আর
অমনি দূত তাঁহার নিকট হইতে
১১ প্রস্থান করিলেন। তখন পিতর
সচেতন হইয়া কহিলেন, এখন আমি
নিশ্চয় জানিলাম, প্রভু নিজ দূতকে
প্রেরণ করিলেন, ও হেরোদের
হস্ত হইতে এবং যিহূদী লোকদের
সমস্ত আকাঙ্ক্ষা হইতে আমাকে
১২ উদ্ধার করিলেন। এই বিষয়
আলোচনা করিয়া তিনি মরিয়মের
বাটীর দিকে চলিয়া গেলেন, ইনি
সেই যোহনের মাতা, যাঁহাকে মার্ক
বলে ; সেখানে অনেকে একত্র
হইয়াছিল ও প্রার্থনা করিতেছিল।

১৩ পরে তিনি বাহিরের দ্বারে আঘাত
করিলে রোদা নাম্নী একটী দাসী
১৪ শুনিতে আসিল ; এবং পিতরের স্বর
চিনিয়া আনন্দ বশতঃ দ্বার খুলিল
না, কিন্তু ভিতরে দৌড়িয়া গিয়া
সংবাদ দিল, পিতর দ্বারের সম্মুখে
১৫ দাঁড়াইয়া আছেন। তাহারা তাহাকে
কহিল, তুমি পাগল ; কিন্তু সে দৃঢ়-
রূপে বলিতে লাগিল, না, তাহাই
বটে। তখন তাহারা কহিল, উনি
১৬ তাঁহার দূত। কিন্তু পিতর আঘাত
করিতে থাকিলেন ; তখন তাহারা
দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল,
১৭ ও চমৎকৃত হইল। তাহাতে তিনি
হস্ত দ্বারা নীরব হইবার জন্য ইঙ্গিত
করিয়া, প্রভু কিরূপে তাঁহাকে
কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া
আনিয়াছেন, তাহা তাহাদের কাছে
বর্ণনা করিলেন, আর কহিলেন,
তোমরা যাকোবকে ও ভ্রাতৃগণকে
এই সমাচার দিও ; পরে তিনি বাহির
হইয়া অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন।
১৮ দিন হইলে পর, পিতর কি হইল,
বলিয়া সেনাগণের মধ্যে খুব একটা
১৯ হুলস্থুল পড়িয়া গেল। পরে হেরোদ
তাঁহার সন্ধান করিয়া না পাওয়াতে
রক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া
তাহাদের প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা
দিলেন, এবং যিহূদিয়া হইতে প্রস্থান
করিয়া কৈসরিয়াতে গিয়া অবস্থিতি
করিলেন।
২০ আর তিনি সোরীয় ও সীদোনীয়-
দের উপরে বড়ই কুপিত হইয়া-
ছিলেন, কিন্তু তাহারা একমত হইয়া
তাঁহার কাছে আসিল, এবং রাজার
শয়নাগারের অধ্যক্ষ ব্লাস্তকে সপক্ষ
করিয়া সন্ধি যাচ্ঞা করিল, কারণ
রাজার দেশ হইতে তাহাদের দেশে
২১ খাদ্য সামগ্রী আসিত। তখন এক
নিরূপিত দিবসে হেরোদ রাজবস্ত্র
পরিধানপূর্ব্বক সিংহাসনে বসিয়া
তাহাদের কাছে বক্তৃতা করেন।
২২ তখন লোকসমূহ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে
লাগিল, এ দেবতার রব, মানুষের
২৩ নয়। আর প্রভুর এক দূত তখনই
তাঁহাকে আঘাত করিলেন, কেননা
তিনি ঈশ্বরকে গৌরব প্রদান করি-
লেন না ; আর তিনি কীটভক্ষিত
হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।
২৪ কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বৃদ্ধি পাইতে
ও ব্যাপ্ত হইতে থাকিল।
২৫ আর বার্ণবা ও শৌল আপনাদের
পরিচর্য্যা-কার্য্য সম্পন্ন করিবার পর
যিরূশালেম হইতে প্রত্যাগমন
করিলেন ; যোহন যাঁহাকে মার্কও
বলে, তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন।

## সুসমাচার প্রচারার্থে পৌলের প্রথম যাত্রা।

১৩ তখন আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে
বার্ণবা, শিমোন, যাঁহাকে নীগের
বলে, কুরীণীয় লুকিয়, হেরোদ
রাজার সহপালিত মনহেম, এবং
শৌল নামে কয়েক জন ভাববাদী
২ ও শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা প্রভুর
সেবা ও উপবাস করিতেছিলেন,
এমন সময়ে পবিত্র আত্মা কহিলেন,
আমি বার্ণবা ও শৌলকে যে কার্য্যে
আহ্বান করিয়াছি, সেই কার্য্যের
নিমিত্ত আমার জন্য এখন তাহা-

৩ দিগকে পৃথক্ করিয়া দেও। তখন
তাঁহারা উপবাস ও প্রার্থনা এবং
তাঁহাদের উপরে হস্তার্পণ করিয়া
তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।
৪ এইরূপে তাঁহারা পবিত্র আত্মা-
কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সিলূকিয়াতে
গেলেন, এবং তথা হইতে জাহাজ
খুলিয়া কুপ্রে গমন করিলেন।
৫ তাঁহারা সালামীতে উপস্থিত হইয়া
যিহূদীদের সমাজ-গৃহে সমাজ-গৃহে
ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করিতে
লাগিলেন; এবং যোহনও ভৃত্য-
৬ রূপে তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। আর
তাঁহারা সমস্ত দ্বীপের মধ্য দিয়া
গমন করিয়া পাফঃ নগরে উপস্থিত
হইলে এক জন যিহূদী মায়াবী ও
ভাক্ত ভাববাদীকে দেখিতে পাই-
৭ লেন, তাহার নাম বর্-যীশু; সে
দেশাধ্যক্ষ সের্গিয় পৌলের সঙ্গে
ছিল; তিনি এক জন বুদ্ধিমান্
লোক। তিনি বার্ণবা ও শৌলকে
কাছে ডাকিয়া ঈশ্বরের বাক্য
৮ শুনিতে চাহিলেন। কিন্তু ইলুমা,
সেই মায়াবী—কেননা অনুবাদ
করিলে ইহাই তাহার নামের
অর্থ—সেই দেশাধ্যক্ষকে বিশ্বাস
হইতে ফিরাইবার চেষ্টায় তাঁহাদের
৯ প্রতিরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু
শৌল, যাঁহাকে পৌলও বলে, পবিত্র
আত্মায় পরিপূর্ণ হইয়া তাহার প্রতি
১০ একদৃষ্টে চাহিয়া কহিলেন, হে
সর্ব্বপ্রকার ছলে ও সর্ব্বপ্রকার
দুষ্টামিতে পরিপূর্ণ, দিয়াবল-সন্তান,
সর্ব্বপ্রকার ধার্ম্মিকতার শত্রু, তুমি
প্রভুর সরল পথ বিপরীত করিতে
১১ কি ক্ষান্ত হইবে না? এখন দেখ,
প্রভুর হস্ত তোমার উপরে রহিয়াছে,
তুমি অন্ধ হইবে, কিছু কাল সূর্য্য
দেখিতে পাইবে না। আর অমনি
কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার তাহাকে
আচ্ছন্ন করিল, তাহাতে সে হাত
ধরিয়া চালাইবার লোকের অন্বেষণে
এদিক্ ওদিক্ চলিতে লাগিল।
১২ তখন সেই ঘটনা দেখিয়া দেশাধ্যক্ষ
প্রভুর উপদেশে চমৎকৃত হইয়া
বিশ্বাস করিলেন।

পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়ায় সুসমাচার-প্রচার।

১৩ পরে পৌল ও তাঁহার সঙ্গিগণ
পাফঃ হইতে জাহাজ খুলিয়া পাম্ফু-
লিয়ার পর্গা নগরে উপস্থিত হই-
লেন। তখন যোহন তাঁহাদিগকে
ছাড়িয়া যিরূশালেমে ফিরিয়া
১৪ গেলেন। কিন্তু তাঁহারা পর্গা হইতে
অগ্রসর হইয়া পিষিদিয়ার আন্তিয়-
খিয়ায় উপস্থিত হইলেন; এবং
বিশ্রামবারে সমাজ-গৃহে প্রবেশ
১৫ করিয়া বসিলেন। ব্যবস্থা ও ভাব-
বাদি-গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত হইলে
সমাজাধ্যক্ষেরা তাঁহাদিগকে বলিয়া
পাঠাইলেন, ভ্রাতৃগণ, লোকদের
কাছে আপনাদের কোন উপদেশ
১৬ কথা যদি থাকে, বলুন। তখন পৌল
দাঁড়াইয়া হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া
কহিতে লাগিলেন,—
হে ইস্রায়েল-লোকেরা, হে
১৭ ঈশ্বরভীতগণ, শ্রবণ কর। এই
ইস্রায়েল-জাতির ঈশ্বর আমা-
দের পিতৃপুরুষদিগকে মনোনীত
করিয়া লইয়াছিলেন, এবং এই

জাতি যখন মিসরদেশে প্রবাস
করিতেছিল, তখন তাহাদিগকে
উন্নত করিলেন, ও উচ্চ বাহু
সহকারে তথা হইতে বাহির করিয়া
১৮ আনিলেন। আর তিনি প্রান্তরে
কমবেশ চল্লিশ বৎসর কাল
তাহাদের ব্যবহার সহ্য* করিলেন।
১৯ পরে তিনি কনান দেশে সাত
জাতিকে উৎপাটন করিয়া অধি-
কারার্থে সেই সকল জাতির দেশ
তাহাদিগকে দিলেন। এইরূপে
কমবেশ চারি শত পঞ্চাশ বৎসর
২০ অতীত হইল। তাহার পরে তিনি
শমূয়েল ভাববাদীর সময় পর্য্যন্ত
২১ বিচারকর্ত্তৃগণ দিলেন। তৎপরে
তাহারা এক জন রাজা চাহিল,
তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগকে চল্লিশ
বৎসরের জন্য বিন্যামীন বংশজাত
কীশের পুত্র শৌলকে দিলেন।
২২ পরে তিনি তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া
তাহাদের রাজা হইবার জন্য দায়ূদকে
উৎপন্ন করিলেন, যাঁহার পক্ষে তিনি
সাক্ষ্য দিয়া বলিলেন, 'আমি
যিশয়ের পুত্র দায়ূদকে পাইয়াছি,
সে আমার মনের মত লোক, সে
আমার সমস্ত ইচ্ছা পালন
২৩ করিবে'।† তাঁহারই বংশ হইতে
ঈশ্বর প্রতিজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের
নিমিত্ত এক ত্রাণকর্ত্তাকে, যীশুকে,
২৪ উপস্থিত করিলেন; তাঁহার আগ-
মনের অগ্রে যোহন সমস্ত ইস্রায়েল-
জাতির কাছে মনপরিবর্ত্তনের
২৫ বাপ্তিস্ম প্রচার করিয়াছিলেন। আর
যোহন আপন নিরূপিত পথের শেষ
পর্য্যন্ত দৌড়িতে দৌড়িতে এই কথা
কহিতেন, তোমরা আমাকে কোন্
ব্যক্তি বলিয়া মনে কর? আমি
তিনি নহি; কিন্তু দেখ, আমার
পশ্চাৎ এমন এক ব্যক্তি আসিতে-
ছেন, যাঁহার পদের পাদুকার বন্ধন
খুলিতেও আমি যোগ্য নহি।*
২৬ হে ভ্রাতৃগণ, অব্রাহাম-বংশের
সন্তানগণ, ও তোমরা যত লোক
ঈশ্বরকে ভয় কর, আমাদেরই
নিকট এই পরিত্রাণের বাক্য প্রেরিত
২৭ হইয়াছে। কেননা যিরূশালেম-
নিবাসীরা এবং তাহাদের অধ্যক্ষেরা
তাঁহাকে না জানাতে, এবং ভাব-
বাদিগণের যে সকল বাণী প্রতি
বিশ্রামবারে পঠিত হয়, সে সকলও
না জানাতে, তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা করিয়া
২৮ সে সকল পূর্ণ করিল। আর প্রাণ-
দণ্ডের যোগ্য কোনই দোষ না
পাইলেও তাহারা পীলাতের নিকটে
যাচ্ঞা করিল, যেন তাঁহাকে বধ
২৯ করা হয়। আর তাঁহার বিষয়ে যে
সকল কথা লিখিত ছিল, তাহা সিদ্ধ
করিলে পর তাঁহাকে গাছ হইতে
নামাইয়া কবরে সমাহিত করিল।
৩০ কিন্তু ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতে
৩১ তাঁহাকে উঠাইলেন। আর যাঁহারা
তাঁহার সহিত গালীল হইতে যিরূ-
শালেমে আসিয়াছিলেন, তাঁহা-
দিগকে তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত
দেখা দিলেন; তাঁহারাই এক্ষণে
প্রজালোকদের কাছে তাঁহার

(বা) শিশুপালকের মত তাহাদিগকে বহন। দ্বি বি ১; ৩১ দেখ।

† ১ শমূ ১৩; ১৪। গীত ৮৯, ২০।

* যোহন ১, ২০-২৭।

৩২ সাক্ষী। আর পিতৃগণের কাছে কৃত
প্রতিজ্ঞার বিষয়ে আমরা তোমা-
দিগকে এই সুসমাচার জানাই-
৩৩ তেছি যে, ঈশ্বর যীশুকে উঠাইয়া
আমাদের সন্তানগণের পক্ষে সেই
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন, যেমন
দ্বিতীয় গীতেও লেখা আছে, "তুমি
আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে
৩৪ জন্ম দিয়াছি।" আর তিনি যে
তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে
উঠাইয়াছেন, এবং তাঁহাকে যে আর
ক্ষয়ে ফিরিয়া যাইতে হইবে না, এ
বিষয়ে ঈশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন,
"আমি তোমাদিগকে দায়ূদের পবিত্র
অটল অঙ্গীকার সকল প্রদান
৩৫ করিব।"* কেননা তিনি অন্য
গীতেও বলেন, "তুমি নিজ সাধুকে
৩৬ ক্ষয় দেখিতে দিবে না।"† বস্তুতঃ
দায়ূদ আপন সমকালীন লোকদের
মধ্যে ঈশ্বরের মন্ত্রণা অনুযায়ী কার্য্য
করিবার পর নিদ্রাগত হইলেন, এবং
নিজ পিতৃলোকদের নিকটে সংগৃহীত
৩৭ হইলেন, ও ক্ষয় দেখিলেন। কিন্তু
ঈশ্বর যাঁহাকে উঠাইয়াছেন, তিনি
৩৮ ক্ষয় দেখেন নাই। অতএব, হে
ভ্রাতৃগণ, তোমরা জানিও, এই
ব্যক্তি দ্বারা পাপের মোচন তোমা-
৩৯ দিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে ; আর
মোশির ব্যবস্থাতে তোমরা যে সকল
বিষয়ে ধার্ম্মিক গণিত হইতে পারিতে
না, যে কেহ বিশ্বাস করে, সে সেই
সকল বিষয়ে এই ব্যক্তিতেই ধার্ম্মিক
৪০ গণিত হয়। অতএব দেখিও, ভাব-
বাদিগণের গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে,
তাহা যেন তোমাদের প্রতি না ঘটে,
৪১ "হে অবজ্ঞাকারিগণ, দৃষ্টিপাত কর,
আর চমকিয়া উঠ এবং অন্তর্হিত
হও ; যেহেতুক তোমাদের সময়ে
আমি এক কর্ম্ম করিব, সেই কর্ম্মের
কথা যদি কেহ তোমাদের কাছে
বর্ণনা করে, তোমরা কোন মতে
বিশ্বাস করিবে না।"*
৪২ তাঁহাদের বাহিরে যাইবার সময়ে
লোকেরা বিনতি করিল, যেন পর
বিশ্রামবারে সেই সকল কথা তাহা-
৪৩ দের কাছে বলা হয়। আর সমাজ
ভঙ্গ হইলে অনেক যিহূদী ও যিহূদি-
ধর্ম্মাবলম্বী ভক্ত লোক পৌল ও
বার্ণবার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল ;
তাঁহারা তাহাদের সহিত কথা কহি-
লেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্থির থাকিতে
তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিলেন।
৪৪ পরবর্ত্তী বিশ্রামবারে নগরের
প্রায় সমস্ত লোক ঈশ্বরের বাক্য
৪৫ শুনিতে সমাগত হইল। কিন্তু
যিহূদীরা লোকসমারোহ দেখিয়া
ঈর্ষাতে পরিপূর্ণ হইল, এবং নিন্দা
করিতে করিতে পৌলের কথার
৪৬ প্রতিবাদ করিতে লাগিল। আর
পৌল ও বার্ণবা সাহস পূর্ব্বক কথা
কহিলেন, বলিলেন, প্রথমে তোমা-
দেরই নিকটে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার
করা যায়, ইহা আবশ্যক ছিল ;
তোমরা যখন তাহা ঠেলিয়া ফেলি-
তেছ, এবং আপনাদিগকে অনন্ত
জীবনের অযোগ্য বিবেচনা করি-
তেছ, তখন দেখ, আমরা পরজাতি-
৪৭ গণের দিকে ফিরিতেছি। কেননা

* যিশ ৫৫, ৩। † গীত ১৬, ১০।

* হবক্কূক ১, ৫।

প্রভু আমাদিগকে এইরূপ আজ্ঞা
দিয়াছেন,
"আমি তোমাকে জাতিগণের
দীপ্তিস্বরূপ করিয়াছি,
যেন তুমি পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত
পরিত্রাণস্বরূপ হও।"*
৪৮ ইহা শুনিয়া পরজাতীয়েরা আহ্লা-
দিত হইল, ও প্রভুর বাক্যের গৌরব
করিতে লাগিল; এবং যত লোক
অনন্ত জীবনের জন্য নিরূপিত হইয়া-
৪৯ ছিল, তাহারা বিশ্বাস করিল। আর
প্রভুর বাক্য সেই দেশের সর্ব্বত্র
৫০ ব্যাপিয়া গেল। কিন্তু যিহূদীরা
ভক্ত ভদ্র মহিলাদিগকে ও নগরের
প্রধানবর্গকে উত্তেজিত করিয়া
তুলিল, পৌলের ও বার্ণবার প্রতি
তাড়না ঘটাইল, এবং আপনাদের
সীমা হইতে তাঁহাদিগকে বাহির
৫১ করিয়া দিল। তখন তাঁহারা তাহাদের
বিরুদ্ধে পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া
৫২ ইকনিয়ে গেলেন। আর শিষ্যগণ
আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ
হইতে থাকিল।

নানা স্থানে সুসমাচার প্রচার।

১৪ পরে ইকনিয়ে তাঁহারা একসঙ্গে
যিহূদীদের সমাজ-গৃহে প্রবেশ
করিলেন, এবং এমন ভাবে কথা
কহিলেন যে, যিহূদী ও গ্রীকদের
২ বিস্তর লোক বিশ্বাস করিল। কিন্তু
যে যিহূদীরা অবাধ্য হইল, তাহারা
ভ্রাতৃগণের বিপক্ষে পরজাতীয়দের
মনকে উত্তেজিত ও হিংসার্থী করিল।
৩ এইরূপে তাঁহারা সেই স্থানে অনেক
দিন অবস্থিতি করিলেন, প্রভুর
উপরে সাহস বাঁধিয়া কথা কহিতেন;
আর তিনিও আপন অনুগ্রহের
বাক্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেন, তাঁহা-
দের হস্ত দ্বারা নানা চিহ্ন-কার্য্য ও
অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হইতে দিতেন।
৪ আর নগরের লোকসমূহ দুই দলে
বিভক্ত হইল, এক দল যিহূদীদের পক্ষ,
অন্য দল প্রেরিতদের পক্ষ হইল।
৫ আর পরজাতীয়েরা ও যিহূদীরা,
তাহাদের অধ্যক্ষদের সহিত, তাঁহা-
দিগকে অপমান করিতে ও পাথর
মারিতে সচেষ্ট হইলে তাঁহারা তাহা
৬ বুঝিয়া লুকায়নিয়ার লুস্ত্রা ও দর্বী
নগরে এবং চারিদিকের অঞ্চলে
৭ পলায়ন করিলেন; আর তথায়
সুসমাচার প্রচার করিতে লাগিলেন।
৮ লুস্ত্রায় এক ব্যক্তি বসিয়া থাকিত,
তাহার পায়ে বল ছিল না, সে
মাতৃগর্ভ হইতে খঞ্জ, কখনও চলে
৯ নাই। সেই ব্যক্তি পৌলের কথা
শুনিতেছিল; তিনি তাহার প্রতি
একদৃষ্টে চাহিয়া, সুস্থ হইবার জন্য
তাহার বিশ্বাস আছে দেখিয়া, উচ্চ
১০ রবে বলিলেন, তোমার পায়ে ভর
দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও; তাহাতে
সে লাফ দিয়া উঠিল ও হাঁটিতে
১১ লাগিল। আর পৌল যাহা করিলেন,
তাহা দেখিয়া লোকেরা লুকায়নীয়
ভাষায় উচ্চ রবে বলিতে লাগিল,
দেবতারা মনুষ্য-রূপ ধারণ করিয়া
আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন।
১২ আর তাহারা বার্ণবাকে দ্যুপিতর
বলিল, এবং পৌল প্রধান বক্তা,
এই জন্য তাঁহাকে মর্কুরিয় বলিল।

* যিশাইয় ৪৯, ৬।

১৩ আর নগরের সম্মুখে দ্যুপিতরের যে
মন্দির ছিল, তাহার যাজক কতক-
গুলি বৃষ ও মালা দ্বারদেশে আনিয়া
লোকদের সহিত বলিদান করিতে
১৪ চাহিল। কিন্তু প্রেরিতেরা, বার্ণবা
ও পৌল, তাহা শুনিয়া আপন
আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া, দৌড়িয়া
বাহির হইয়া লোকদের মধ্যে গিয়া
উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,
১৫ মহাশয়েরা, এ সকল কেন করিতে-
ছেন? আমরাও আপনাদের ন্যায়
সুখদুঃখভোগী মনুষ্য; আমরা
আপনাদিগকে এই সুসমাচার
জানাইতেছি যে, এই সকল অসার
বস্তু হইতে সেই জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতি
ফিরিয়া আসিতে হইবে, যিনি
আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং সেই
সকলের মধ্যবর্ত্তী সমস্তই নির্ম্মাণ
১৬ করিয়াছেন। তিনি অতীত পুরুষ-
পরম্পরায় সমস্ত জাতিকে আপন
আপন পথে গমন করিতে দিয়াছেন;
১৭ তথাপি তিনি আপনাকে সাক্ষ্যবিহীন
রাখেন নাই, কেননা, তিনি মঙ্গল
করিতেছেন, আকাশ হইতে আপনা-
দিগকে বৃষ্টি এবং ফলোৎপাদক
ঋতুগণ দিয়া ভক্ষ্যে ও আনন্দে
আপনাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত করিয়া
১৮ আসিতেছেন। এই সকল কথা
বলিয়া তাঁহারা কষ্টে স্বষ্টে তাঁহাদের
উদ্দেশে বলিদান করণ হইতে
লোকসমূহকে নিবৃত্ত করিলেন।

১৯ কিন্তু আন্তিয়খিয়া ও ইকনিয়
হইতে কয়েক জন যিহূদী আসিল;
আর তাহারা লোকসমূহকে প্রবৃত্তি
দিয়া পৌলকে পাথর মারিল, এবং
নগরের বাহিরে টানিয়া লইয়া
গেল, মনে করিল, তিনি মরিয়া
২০ গিয়াছেন। কিন্তু শিষ্যগণ তাঁহার
চারি পার্শ্বে দাঁড়াইলে তিনি উঠিয়া
নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পর-
দিন তিনি বার্ণবার সহিত দর্বীতে
২১ চলিয়া গেলেন। আর সেই নগরে
সুসমাচার প্রচার করিয়া এবং
অনেক লোককে শিষ্য করিয়া
তাঁহারা লুস্ত্রায়, ইকনিয়ে ও আন্তিয়-
২২ খিয়ায় ফিরিয়া গেলেন; যাইতে
যাইতে তাঁহারা শিষ্যদের মন সুস্থির
করিলেন, এবং তাহাদিগকে আশ্বাস
দিতে লাগিলেন, যেন তাহারা
বিশ্বাসে স্থির থাকে আর কহিলেন,
অনেক ক্লেশের মধ্য দিয়া আমা-
দিগকে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ
২৩ করিতে হইবে। আর তাঁহারা
তাহাদের জন্য প্রত্যেক মণ্ডলীতে
প্রাচীনবর্গ নিযুক্ত করিয়া, এবং
উপবাস পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া, যে
প্রভুতে তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল,
তাঁহার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ
২৪ করিলেন। পরে তাঁহারা পিষিদিয়ার
মধ্য দিয়া গমন করিয়া পাম্ফুলিয়ায়
২৫ উপস্থিত হইলেন। আর তাঁহারা
পর্গাতে বাক্য প্রচার করিয়া
২৬ অত্তালিয়াতে চলিয়া গেলেন; এবং
তথা হইতে জাহাজে আন্তিয়খিয়ায়
যাত্রা করিলেন, যে কার্য্য তাঁহারা
সাধন করিয়া আসিয়াছেন, এই স্থান
হইতেই তাঁহারা তজ্জন্য ঈশ্বরের
অনুগ্রহে সমর্পিত হইয়াছিলেন।
২৭ তাঁহারা যখন উপস্থিত হইলেন, ও
মণ্ডলীকে একত্র করিলেন, তখন

ঈশ্বর তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া
যে কত কার্য্য করিয়াছিলেন ও
তিনি যে পরজাতীয়দের নিমিত্তে
বিশ্বাসদ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন,
২৮ সেই সকল বর্ণনা করিলেন। পরে
তাঁহারা শিষ্যদের সঙ্গে অনেক দিন
থাকিলেন।

### খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে যিহূদী ও পরজাতীয়দের সমতার মীমাংসা।

১৫ পরে যিহূদিয়া হইতে কয়েক
জন লোক আসিয়া ভ্রাতৃগণকে
শিক্ষা দিতে লাগিল যে, তোমরা
যদি মোশির বিধান অনুসারে ছিন্ন-
ত্বক্ না হও, তবে পরিত্রাণ পাইতে
২ পারিবে না। আর তাহাদের সহিত
পৌলের ও বার্ণবার অনেক বাগ্‌যুদ্ধ
ও বাদানুবাদ হইলে পর ভ্রাতৃগণ
স্থির করিলেন, সেই তর্কের
মীমাংসার জন্য পৌল ও বার্ণবা, এবং
তাঁহাদের আরও কয়েক জন, যিরূ-
শালেমে প্রেরিতগণের ও প্রাচীন-
৩ বর্গের নিকটে যাইবেন। অতএব
মণ্ডলী তাঁহাদিগকে আগবাড়ান
দিয়া পাঠাইয়া দিলে তাঁহারা
ফৈনীকিয়া ও শমরিয়া দেশ দিয়া
গমন করিতে করিতে পরজাতীয়দের
ফিরিয়া আসিবার বিষয় বর্ণনা
করিলেন, এবং সমস্ত ভ্রাতৃগণের
৪ পরমানন্দ জন্মাইলেন। পরে তাঁহারা
যিরূশালেমে উপস্থিত হইয়া মণ্ডলী,
প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ কর্ত্তৃক
গৃহীত হইলেন, এবং ঈশ্বর তাঁহাদের
সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া যে সকল কার্য্য
করিয়াছিলেন, সে সমস্তই বর্ণনা
৫ করিলেন। কিন্তু ফরীশী দলের
কয়েক জন বিশ্বাসী উঠিয়া বলিতে
লাগিল, সেই লোকদের ত্বক্‌ছেদ
করা এবং মোশির ব্যবস্থা পালনের
আজ্ঞা দেওয়া আবশ্যক।

৬ পরে এই বিষয় আলোচনা
করিবার জন্য প্রেরিতগণ ও প্রাচীন-
৭ বর্গ সমবেত হইলেন। আর অনেক
বাদানুবাদ হইলে পিতর উঠিয়া
তাঁহাদিগকে বলিলেন—

'হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা জান,
ইহার অনেক দিন পূর্ব্বে ঈশ্বর
তোমাদের মধ্যে আমাকে মনোনীত
করিয়াছিলেন, যেন আমার মুখে
পরজাতীয়েরা সুসমাচারের বাক্য
৮ শুনিয়া বিশ্বাস করে। আর ঈশ্বর,
যিনি অন্তঃকরণ জানেন, তিনি
তাহাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন,
আমাদিগকে যেমন, তেমনি তাহা-
দিগকেও পবিত্র আত্মা দান করিয়া-
৯ ছেন; এবং আমাদের ও তাহাদের
মধ্যে ইতর বিশেষ রাখেন নাই,
বিশ্বাস দ্বারাই তাহাদের চিত্ত শুচি
১০ করিয়াছেন। অতএব এখন তোমরা
কেন ঈশ্বরের পরীক্ষা করিতেছ,
শিষ্যগণের ঘাড়ে সেই যোঁয়ালি
দিতেছ, যাহার ভার না আমাদের
পিতৃপুরুষেরা, না আমরা বহন
১১ করিতে সমর্থ হইয়াছি? কিন্তু
আমরা বিশ্বাস করি, উহারা যেমন,
আমরাও তেমনি প্রভু যীশুর
অনুগ্রহ দ্বারাই পরিত্রাণ পাইব।'

১২ তখন সমস্ত লোক নীরব হইয়া
রহিল; আর বার্ণবার ও পৌলের

দ্বারা পরজাতিগণের মধ্যে ঈশ্বর
কি কি চিহ্ন-কার্য্য ও অদ্ভুত লক্ষণ
সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে
তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিল।
১৩ তাঁহাদের কথা সাঙ্গ হইলে পর
যাকোব উত্তর করিয়া বলিলেন,
'হে ভ্রাতৃগণ, আমার কথা শুন।
১৪ ঈশ্বর আপন নামের জন্য পরজাতি-
গণের মধ্য হইতে এক দল প্রজা
গ্রহণার্থে কিরূপে প্রথমে তাহাদের
তত্ত্ব লইয়াছিলেন, তাহা শিমোন
১৫ বর্ণনা করিয়াছেন। আর ভাব-
বাদিগণের বাক্য তাহার সহিত
মিলে, যেমন লিখিত আছে,*
১৬ "ইহার পরে আমি ফিরিয়া আসিব,
দায়ূদের পতিত কুটির পুনরায়
গাঁথিব,
তাহার ধ্বংসস্থান সকল পুনরায়
গাঁথিব,
আর তাহা পুনরায় স্থাপন করিব ;
১৭ যেন অবশিষ্ট লোক সকল প্রভুর
অন্বেষণ করে,
আর যে জাতিগণের উপরে
আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে,
তাহারা সকলেও করে,
১৮ প্রভু এই কথা কহেন ; তিনি
পুরাকাল অবধি এই সকল
বিষয় জ্ঞাত করেন।"
১৯ অতএব আমার বিচার এই, পর-
জাতিগণের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের
প্রতি ফিরে, তাহাদিগকে আমরা
২০ কষ্ট দিব না, কেবল তাহাদিগকে
লিখিয়া পাঠাইব, যেন তাহারা
প্রতিমা সংক্রান্ত অশুচিতা, ব্যভি-
চার, গলা টিপিয়া মারা প্রাণীর
মাংস, এবং রক্ত, এই সকল হইতে
২১ পৃথক্ থাকে। কেননা প্রতি নগরে
অতি পূর্ব্বকালাবধি মোশির এমন
লোক আছে, যাহারা তাঁহাকে
প্রচার করে, প্রতি বিশ্রামবারে
সমাজ-গৃহে সমাজ-গৃহে তাঁহার
গ্রন্থ পাঠ হইতেছে।'
২২ তখন প্রেরিতগণ প্রাচীনবর্গ সমস্ত
মণ্ডলীর সহযোগে, আপনাদের মধ্য
হইতে মনোনীত কোন কোন
লোককে, অর্থাৎ বার্শব্বা নামে
আখ্যাত যিহূদা, এবং সীল,
ভ্রাতৃগণের মধ্যে অগ্রগণ্য এই দুই
জনকে পৌল ও বার্ণবার সহিত
আন্তিয়খিয়ায় পাঠাইতে বিহিত
২৩ বুঝিলেন ; এবং তাঁহাদের হস্তে
এইরূপ লিখিয়া পাঠাইলেন—
'আন্তিয়খিয়া, সুরিয়া ও কিলি-
কিয়ানিবাসী পরজাতীয় ভ্রাতৃগণের
নিকটে প্রেরিতগণের ও প্রাচীন-
গণের, ভ্রাতৃগণের, মঙ্গলবাদ।
২৪ আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে,
আমরা যাহাদিগকে কোন আজ্ঞা
দিই নাই, এমন কয়েক ব্যক্তি
আমাদের মধ্য হইতে গিয়া কথা
দ্বারা তোমাদের প্রাণ অস্থির করিয়া
তোমাদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলি-
২৫ য়াছে। এই জন্য আমরা একমত
হইয়া কয়েক জনকে মনোনীত
২৬ করিয়া, আমাদের প্রিয় যে বার্ণবা
ও পৌল আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
নামের নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়াছেন,
তাঁহাদের সঙ্গে উঁহাদিগকে তোমা-
দের নিকটে পাঠাইতে বিহিত

* আমোষ ৯ ; ১১, ১২।

২৭ বুঝিলাম। অতএব যিহূদা ও সীলকে
প্রেরণ করিলাম, ইঁহারাও বাচনিক
তোমাদিগকে সেই সকল বিষয়
২৮ জ্ঞাত করিবেন। কারণ পবিত্র
আত্মার এবং আমাদের ইহা বিহিত
বোধ হইল, যেন এই কয়েকটী
প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া তোমাদের
উপরে আর কোন ভার না দিই,
২৯ ফলে প্রতিমার প্রসাদ এবং রক্ত ও
গলা টিপিয়া মারা প্রাণীর মাংস ও
ব্যভিচার হইতে পৃথক্ থাকা তোমা-
দের উচিত; এই সকল হইতে
আপনাদিগকে সযত্নে রক্ষা করিলে
তোমাদের কুশল হইবে। তোমাদের
মঙ্গল হউক।'
৩০ তখন তাঁহারা বিদায় হইয়া
আন্তিয়খিয়ায় আসিলেন, এবং
লোকসমূহকে একত্র করিয়া পত্র-
৩১ খানি দিলেন। তাহা পাঠ করিয়া
তাহারা সেই আশ্বাসের কথায়
৩২ আনন্দিত হইল। আর যিহূদা ও
সীল, আপনারাও ভাববাদী ছিলেন
বলিয়া, অনেক কথা দ্বারা ভ্রাতৃ-
গণকে আশ্বাস দিলেন ও সুস্থির
৩৩ করিলেন। কিছু কাল যাপন
করিয়া শেষে, যাঁহারা তাঁহাদিগকে
৩৪ পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাছে
ফিরিয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহারা
ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে শান্তিতে
৩৫ বিদায় পাইলেন। কিন্তু পৌল ও
বার্ণবা আন্তিয়খিয়াতে অবস্থিতি
করিলেন, তাঁহারা অন্য অন্য
অনেক লোকের সহিত প্রভুর বাক্য
লইয়া শিক্ষা দিতেন ও সুসমাচার
প্রচার করিতেন।

### সুসমাচার প্রচারার্থে পৌলের দ্বিতীয় যাত্রা।

৩৬ কতক দিন পরে পৌল বার্ণবাকে
কহিলেন, চল, আমরা যে সকল
নগরে প্রভুর বাক্য প্রচার করিয়া-
ছিলাম, সেই সকল নগরে এখন
ফিরিয়া গিয়া ভ্রাতৃগণের তত্ত্বাবধান
করি, দেখি, তাহারা কেমন আছে।
৩৭ আর বার্ণবা চাহিলেন, যোহন,
যাঁহাকে মার্ক বলে, তাঁহাকেও সঙ্গে
৩৮ লইয়া যাইবেন; কিন্তু পৌল মনে
করিলেন, যে ব্যক্তি পাম্ফুলিয়াতে
তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিল,
তাঁহাদের সহিত কার্য্যে গমন করে
নাই, এমন লোককে সঙ্গে করিয়া
৩৯ লওয়া উচিত নয়। ইহাতে এমন
বিতণ্ডা হইল যে, তাঁহারা পরস্পর
পৃথক্ হইলেন; বার্ণবা মার্ককে
সঙ্গে করিয়া জাহাজে কুপ্রে গমন
৪০ করিলেন; কিন্তু পৌল সীলকে
মনোনীত করিয়া, ভ্রাতৃগণের দ্বারা
প্রভুর অনুগ্রহে সমর্পিত হইয়া
৪১ প্রস্থান করিলেন। আর তিনি
সুরিয়া ও কিলিকিয়া দিয়া গমন
করিতে করিতে মণ্ডলীগণকে সুস্থির
করিলেন।

১৬ পরে তিনি দর্বীতে ও লুস্ত্রায়
উপস্থিত হইলেন। আর দেখ,
সেখানে তীমথিয় নামে এক শিষ্য
ছিলেন; তিনি এক বিশ্বাসিনী
যিহূদী মহিলার পুত্র, কিন্তু তাঁহার
২ পিতা গ্রীক; লুস্ত্রা ও ইকনীয়
নিবাসী ভ্রাতৃগণ তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য
৩ দিত। পৌলের ইচ্ছা হইল, যেন

সে ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে গমন করেন ;
আর তিনি ঐ সকল স্থানের যিহূদী-
দের নিমিত্ত তাঁহাকে লইয়া তাঁহার
ত্বক্‌ছেদ করিলেন ; কেননা তাঁহার
পিতা যে গ্রীক, ইহা সকলে জানিত।
৪ আর তাঁহারা নগরে নগরে ভ্রমণ
করিতে করিতে যিরূশালেমস্থ
প্রেরিতগণের ও প্রাচীনবর্গের নিরূ-
পিত নিয়মাবলী পালন করিতে
ভ্রাতৃগণের হস্তে অর্পণ করিলেন।
৫ এইরূপে মণ্ডলীগণ বিশ্বাসে দৃঢ়ীকৃত
হইতে থাকিল, এবং দিন দিন
সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইল।
৬ তাঁহারা ফরুগিয়া ও গালাতিয়া
দেশ দিয়া গমন করিলেন, কেননা
এশিয়া দেশে বাক্য প্রচার করিতে
পবিত্র আত্মাকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া-
৭ ছিলেন ; আর মুশিয়া দেশের
নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা
বিথুনিয়ায় যাইতে চেষ্টা করিলেন,
কিন্তু যীশুর আত্মা তাঁহাদিগকে
৮ যাইতে দিলেন না। তখন তাঁহারা
মুশিয়া দেশ ছাড়িয়া ত্রোয়াতে
৯ চলিয়া গেলেন। আর রাত্রিকালে
পৌল এক দর্শন পাইলেন ; এক
মাকিদনীয় পুরুষ দাঁড়াইয়া বিনতি-
পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতেছে, পার
হইয়া মাকিদনিয়াতে আসিয়া
১০ আমাদের উপকার করুন। তিনি
সেই দর্শন পাইলে আমরা অবিলম্বে
মাকিদনিয়া দেশে যাইতে চেষ্টা
করিলাম, কারণ বুঝিলাম, তথাকার
লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার
করিতে ঈশ্বর আমাদিগকে
ডাকিয়াছেন।

**ইউরোপ মহাখণ্ডে সুসমাচার-প্রচারের আরম্ভ।**

১১ আমরা ত্রোয়া হইতে জলযাত্রা
করিয়া সোজা পথে সামথ্রাকীতে,
এবং তাহার পরদিন নিয়াপলিতে
১২ উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে
ফিলিপীতে গেলাম ; উহা মাকি-
দনিয়ার ঐ বিভাগের প্রথম নগর,
রোমীয় উপনিবেশ। সেই নগরে
আমরা কয়েক দিন অবস্থিতি
১৩ করিলাম। আর বিশ্রামবারে নগর-
দ্বারের বাহিরের নদীতীরে গেলাম,
মনে করিলাম, সেখানে প্রার্থনাস্থান
আছে ; আর আমরা বসিয়া সমাগত
স্ত্রীলোকদের কাছে কথা কহিতে
১৪ লাগিলাম। আর থুয়াতীরা নগরের
লুদিয়া নাম্নী একটী ঈশ্বর-ভক্ত
স্ত্রীলোক, যিনি বেগুনিয়া কাপড়
বিক্রয় করিতেন, আমাদের কথা
শুনিতেছিলেন ; আর প্রভু তাঁহার
হৃদয় খুলিয়া দিলেন, যেন তিনি
পৌলের কথায় মনোযোগ করেন।
১৫ তিনি ও তাঁহার পরিবার বাপ্তাইজিত
হইলে পর তিনি বিনতি করিয়া
কহিলেন, আপনারা যদি আমাকে
প্রভুতে বিশ্বাসিনী বলিয়া বিবেচনা
করিয়া থাকেন, তবে আমার গৃহে
আসিয়া অবস্থিতি করুন। আর
তিনি আমাদিগকে সাধ্যসাধনা
করিয়া লইয়া গেলেন।

**ফিলিপী নগরে সুসমাচার-প্রচার।**

১৬ এক দিন আমরা সেই প্রার্থনা-
স্থানে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে
দৈবজ্ঞ আত্মাবিষ্টা এক দাসী আমা-

দের সম্মুখে পড়িল; সে ভাগ্য-
কথন দ্বারা তাহার কর্ত্তাদের বিস্তর
১৭ লাভ জন্মাইত। সে পৌলের এবং
আমাদের পশ্চাৎ চলিতে চলিতে
চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, এই
ব্যক্তিরা পরাৎপর ঈশ্বরের দাস,
ইহাঁরা তোমাদিগকে পরিত্রাণের পথ
১৮ জানাইতেছেন। সে অনেক দিন
পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে থাকিল।
কিন্তু পৌল বিরক্ত হইয়া মুখ
ফিরাইয়া সেই আত্মাকে কহিলেন,
আমি যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাকে
আজ্ঞা দিতেছি, ইহা হইতে বাহির
হইয়া যাও; তাহাতে সেই দণ্ডেই
সে বাহির হইয়া গেল।
১৯ কিন্তু তাহার কর্ত্তারা, লাভের
প্রত্যাশা বাহির হইয়া গেল দেখিয়া,
পৌলকে ও সীলকে ধরিয়া বাজারে
অধ্যক্ষদের সম্মুখে টানিয়া লইয়া
২০ গেল; এবং শাসনকর্ত্তাদের নিকটে
তাঁহাদিগকে আনিয়া বলিল, এই
ব্যক্তিরা আমাদের নগর অতিশয়
অস্থির করিয়া তুলিতেছে; ইহারা
২১ যিহূদী; আর আমরা রোমীয়,
আমাদের যেরূপ রীতিনীতি গ্রহণ
কি পালন করিতে নাই, ইহারা
২২ তাহাই প্রচার করিতেছে। তাহাতে
লোকসমূহ তাঁহাদের বিরুদ্ধে উঠিল,
এবং শাসনকর্ত্তারা তাঁহাদের বস্ত্র
খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন, ও বেত্রা-
২৩ ঘাত করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং
তাঁহাদিগকে বিস্তর প্রহার করাইলে
পর কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন,
এবং সাবধানে রক্ষা করিতে কারা-
২৪ রক্ষককে আজ্ঞা দিলেন। এই
প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সে
তাঁহাদিগকে ভিতর-কারাগারে বদ্ধ
করিল, এবং তাহাদের পায়ে হাড়ি-
২৫ কাঠ দিয়া রাখিল। কিন্তু মধ্যরাত্রে
পৌল ও সীল প্রার্থনা করিতে
করিতে ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তোত্র গান
করিতেছিলেন, এবং বন্দিগণ তাঁহা-
দের গান কাণ পাতিয়া শুনিতে-
২৬ ছিল। তখন হঠাৎ মহাভূমিকম্প
হইল, এমন কি, কারাগারের ভিত্তি-
মূল কাঁপিয়া উঠিল; আর অমনি
সমস্ত দ্বার খুলিয়া গেল, ও সকলের
২৭ বন্ধন মুক্ত হইল। তাহাতে কারা-
রক্ষক নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া,
ও কারাগারের দ্বার সকল খুলিয়া
গিয়াছে দেখিয়া, খড়্গ নিষ্কোষ
করিয়া আপনার প্রাণ নষ্ট করিতে
উদ্যত হইল, মনে করিল, বন্দিগণ
২৮ পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু পৌল
উচ্চ রবে ডাকিয়া কহিলেন, ওহে,
আপনার হিংসা করিও না, কেননা
আমরা সকলেই এই স্থানে আছি।
২৯ তখন সে আলো আনিতে বলিয়া
ভিতরে দৌড়িয়া গেল, এবং ত্রাসে
কাঁপিতে কাঁপিতে পৌলের ও
৩০ সীলের সম্মুখে পড়িল; আর তাঁহা-
দিগকে বাহিরে আনিয়া বলিল,
মহাশয়েরা, পরিত্রাণ পাইবার জন্য
আমাকে কি করিতে হইবে?
৩১ তাঁহারা কহিলেন, তুমি ও তোমার
পরিবার প্রভু যীশুতে বিশ্বাস কর,
৩২ তাহাতে পরিত্রাণ পাইবে। পরে
তাঁহারা তাহাকে এবং তাহার
বাটীতে উপস্থিত সকল লোককে
৩৩ ঈশ্বরের বাক্য বলিলেন। আর

রাত্রির সেই দণ্ডেই সে তাঁহাদিগকে
লইয়া তাঁহাদের প্রহারের ক্ষত সকল
ধৌত করিল ; এবং সে আপনি
ও তাহার সকল লোক অবিলম্বে
৩৪ বাপ্তাইজিত হইল। পরে সে তাঁহা-
দিগকে উপরে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া
তাঁহাদের সম্মুখে আহারীয় দ্রব্য
রাখিল ; এবং সমস্ত পরিবারের
সহিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করাতে
অতিশয় আহ্লাদিত হইল।
৩৫ দিবস হইলে শাসনকর্ত্তারা বেত্র-
ধরদের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন,
সেই লোকদিগকে ছাড়িয়া দেও।
৩৬ তাহাতে কারারক্ষক পৌলকে এই
সংবাদ দিল যে, শাসনকর্ত্তারা
আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বলিয়া
পাঠাইয়াছেন, অতএব আপনারা
এখন বাহির হইয়া শান্তিতে প্রস্থান
৩৭ করুন। কিন্তু পৌল তাহাদিগকে
কহিলেন, তাঁহারা আমাদিগকে
বিচারে দোষী না করিয়া সর্ব্ব-
সাধারণের সাক্ষাতে প্রহার করাইয়া
কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন,
আমরা ত রোমীয় লোক, এক্ষণে
কি গোপনে আমাদিগকে বাহির
করিয়া দিতেছেন ? তাহা হইবে না ;
তাঁহারা নিজে আসিয়া আমাদিগকে
৩৮ বাহিরে লইয়া যাউন। তখন বেত্র-
ধরেরা শাসনকর্ত্তাদিগকে এই কথার
সংবাদ দিল। তাহাতে তাঁহারা যে
রোমীয়, এ কথা শুনিয়া শাসনকর্ত্তারা
৩৯ ভীত হইলেন, এবং আসিয়া তাঁহা-
দিগকে বিনতি করিলেন, আর
বাহিরে লইয়া গিয়া নগর হইতে
প্রস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন।
৪০ তখন তাঁহারা কারাগার হইতে
বাহির হইয়া লুদিয়ার বাটীতে
প্রবেশ করিলেন ; আর ভ্রাতৃগণের
সঙ্গে দেখা হইলে তাঁহাদিগকে
আশ্বাস দিলেন ; পরে প্রস্থান
করিলেন।

থিষলনীকীতে সুসমাচার-প্রচার।

১৭ পরে তাঁহারা আম্ফিপলি ও
অপল্লোনিয়া দিয়া গমন করিয়া
২ থিষলনীকীতে আসিলেন। সেই
স্থানে যিহূদীদের এক সমাজ-গৃহ
ছিল ; আর পৌল আপন রীতি
অনুসারে তাহাদের কাছে গেলেন,
এবং তিন বিশ্রামবারে তাহাদের
সহিত শাস্ত্রের কথা লইয়া
৩ প্রসঙ্গ করিলেন, অর্থ বুঝাইয়া
দিলেন, এবং দেখাইলেন যে,
খ্রীষ্টের মৃত্যুভোগ ও মৃতগণের মধ্য
হইতে পুনরুত্থান করা আবশ্যক
ছিল, এবং এই যে যীশুকে আমি
তোমাদের কাছে প্রচার করিতেছি,
৪ তিনিই সেই খ্রীষ্ট। তাহাতে
তাহাদের মধ্যে কয়েক জন প্রত্যয়
করিল, এবং পৌলের ও সীলের
সহিত যোগ দিল ; আর ভক্ত গ্রীক-
দিগের মধ্যে বিস্তর লোক ও
অনেকগুলি প্রধান মহিলা
তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন।
৫ কিন্তু যিহূদীরা ঈর্ষাপরবশ হইয়া,
বাজারের কয়েক জন দুষ্ট লোককে
সঙ্গে লইয়া, জনতা করিয়া নগরে
গোলযোগ বাধাইয়া দিল, এবং
যাসোনের বাটী আক্রমণ করিয়া
লোকদের কাছে আনিবার জন্য

৬ তাঁহাদের অন্বেষণ করিল। কিন্তু
তাঁহাদিগকে না পাওয়াতে তাহারা
যাসোন এবং কয়েক ভ্রাতাকে
নগরাধ্যক্ষদের সম্মুখে টানিয়া লইয়া
গেল, ও চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল,
এই যে লোকেরা জগৎ-সংসারকে
লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে, ইহারা
৭ এ স্থানেও উপস্থিত হইল; যাসোন
ইহাদের আতিথ্য করিয়াছে; আর
ইহারা সকলে কৈসরের বিধি-
কলাপের বিরুদ্ধাচরণ করে ও বলে,
যীশু নামে আর এক জন রাজা
৮ আছেন। এই সকল কথা শুনাইয়া
তাহারা জনতাকে ও নগরাধ্যক্ষ-
৯ দিগকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। তখন
তাঁহারা যাসোনের ও আর সকলের
জামিন লইয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া
দিলেন।
১০ পরে ভ্রাতৃগণ অবিলম্বে পৌলকে
ও সীলকে রাত্রিযোগে বিরয়াতে
পাঠাইয়া দিলেন। তথায় উপস্থিত
হইয়া তাঁহারা যিহূদীদের সমাজ-
১১ গৃহে গমন করিলেন। থিষলনীকীর
যিহূদীদের অপেক্ষা ইহারা ভদ্র
ছিল; কেননা ইহারা সম্পূর্ণ
আগ্রহপূর্ব্বক বাক্য গ্রহণ করিল,
আর এ সকল বাস্তবিকই এইরূপ
কি না, তাহা জানিবার জন্য প্রতি-
দিন শাস্ত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল।
১২ অতএব তাহাদের মধ্যে অনেকে,
এবং গ্রীকদিগের মধ্যেও অনেক
সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষ, বিশ্বাস
১৩ করিলেন। কিন্তু থিষলনীকীর
যিহূদীরা যখন জানিতে পাইল যে
বিরয়াতেও পৌলকর্ত্তৃক ঈশ্বরের
বাক্য প্রচারিত হইয়াছে, তখন
তাহারা সেখানেও আসিয়া লোক-
সমূহকে অস্থির ও উদ্বিগ্ন করিয়া
১৪ তুলিতে লাগিল। তখন ভ্রাতৃগণ
অবিলম্বে পৌলকে সমুদ্র পর্য্যন্ত
যাইবার জন্য প্রেরণ করিলেন;
আর সীল ও তীমথিয় সেখানে
১৫ রহিলেন। আর যাহারা পৌলকে
সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল,
তাহারা তাঁহাকে আথীনী পর্য্যন্ত
লইয়া গেল; পরে, তোমরা সীলকে
ও তীমথিয়কে অতি সত্বর আমার
কাছে আসিতে বলিবে, এই আজ্ঞা
পাইয়া প্রস্থান করিল।

আথীনীতে সুসমাচার-প্রচার।

১৬ পৌল যখন তাঁহাদের অপেক্ষায়
আথীনীতে ছিলেন, তখন সেই নগর
প্রতিমাতে পরিপূর্ণ দেখিয়া তাঁহার
অন্তরে তাঁহার আত্মা উত্তপ্ত হইয়া
১৭ উঠিল। অতএব তিনি সমাজ-গৃহে
যিহূদী ও ভক্ত লোকদের কাছে,
এবং বাজারে প্রতিদিন যাহাদের
সঙ্গে দেখা হইত, তাহাদের কাছে
১৮ কথা প্রসঙ্গ করিতেন। আবার
ইপিকুরেয় ও স্তোয়িকীয় কয়েক
জন দার্শনিক তাঁহার সহিত তর্ক-
বিতর্ক করিতে লাগিল। আর
কেহ কেহ কহিল, এ বাচালটা কি
বলিতে চায়? আর কেহ কেহ
বলিল, উহাকে বিজাতীয় দেবতাদের
প্রচারক বলিয়া বোধ হয়; কারণ
তিনি যীশু ও পুনরুত্থান বিষয়ক
১৯ সুসমাচার প্রচার করিতেন। পরে
তাহারা তাঁহার হাত ধরিয়া আরেয়-

পাগে লইয়া গিয়া কহিল, এই যে
নূতন শিক্ষা আপনি প্রচার করিতে-
ছেন, ইহা কি প্রকার, আমরা কি
২০ জানিতে পারি ? কারণ আপনি
কতকগুলি অদ্ভুত কথা আমাদের
কাণে তুলিতেছেন ; অতএব আমরা
জানিতে বাসনা করি, এ সকল
২১ কথার অর্থ কি । ( আথীনীয় সকল
লোক ও তথাকার প্রবাসী বিদেশীরা
কেবল নূতন কোন কথা বলা বা
শুনা ছাড়া আর কিছুতে কালক্ষেপ
২২ করিত না । ) তখন পৌল আরেয়-
পাগের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কহি-
লেন,

হে আথীনীয় লোকেরা, দেখি-
তেছি, তোমরা সর্ব্ববিষয়ে বড়ই
২৩ দেবতাভক্ত । কেননা বেড়াইবার
সময়ে তোমাদের উপাস্য বস্তু
সকল দেখিতে দেখিতে একটী বেদি
দেখিলাম, যাহার উপরে লিখিত
আছে,

'অপরিচিত দেবের উদ্দেশে ।'

অতএব তোমরা যে অপরিচিতের
ভজনা করিতেছ, তাঁহাকে আমি
তোমাদের নিকটে প্রচার করি ।
২৪ ঈশ্বর, যিনি জগৎ ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত
বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনিই
স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, সুতরাং
হস্তনির্ম্মিত মন্দিরে বাস করেন না ;
২৫ কোন কিছুর অভাব প্রযুক্ত মনুষ্য-
দের হস্ত দ্বারা সেবিতও হন না,
তিনিই সকলকে জীবন ও শ্বাস ও
২৬ সমস্তই দিতেছেন । আর তিনি এক
ব্যক্তি হইতে মনুষ্যদের সকল
জাতিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, যেন
তাহারা সমস্ত ভূতলে বাস করে ;
তিনি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কাল ও
নিবাসের সীমা স্থির করিয়াছেন ;
২৭ যেন তাহারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে,
যদি কোন মতে হাঁতড়িয়া হাঁতড়িয়া
তাঁহার উদ্দেশ পায় ; অথচ তিনি
আমাদের কাহারও হইতে দূরে
২৮ নহেন । কেননা তাঁহাতেই আমা-
দের জীবন, গতি ও সত্তা ; যেমন
তোমাদের কয়েক জন কবিও
বলিয়াছেন,

'কারণ আমরাও তাঁহার বংশ' ।

২৯ অতএব আমরা যখন ঈশ্বরের বংশ,
তখন ঈশ্বরের স্বরূপকে মনুষ্যের
শিল্প ও কল্পনা অনুসারে ক্ষোদিত
স্বর্ণের কি রৌপ্যের কি প্রস্তরের
সদৃশ জ্ঞান করা আমাদের কর্ত্তব্য
৩০ নহে । ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার কাল
উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন
সর্ব্বস্থানের সকল মনুষ্যকে মন-
পরিবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন ;
৩১ কেননা তিনি একটী দিন স্থির
করিয়াছেন, যে দিনে আপনার
নিরূপিত ব্যক্তি দ্বারা ন্যায়ে জগৎ-
সংসারের বিচার করিবেন ; এই
বিষয়ে সকলের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ
দিয়াছেন, ফলতঃ মৃতগণের মধ্য
হইতে তাঁহাকে উঠাইয়াছেন ।

৩২ তখন মৃতগণের পুনরুত্থানের
কথা শুনিয়া কেহ কেহ উপহাস
করিতে লাগিল ; কিন্তু আর কেহ
কেহ বলিল, আপনার কাছে এ
৩৩ বিষয় আর একবার শুনিব । এই-
রূপে পৌল তাহাদের মধ্য হইতে
৩৪ প্রস্থান করিলেন । কিন্তু কোন

কোন ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গ ধরিল ও
বিশ্বাস করিল ; তাহাদের মধ্যে
আরেয়পাগীয় দিয়নুষিয়, এবং
দামারী নাম্নী একটী স্ত্রীলোক, ও
তাঁহাদের সহিত আর কয়েক জন
ছিলেন।

করিন্থে সুসমাচার-প্রচার।

১৮ তৎপরে পৌল আথীনী হইতে
প্রস্থান করিয়া করিন্থে আসি-
২ লেন। আর তিনি আক্কিলা নামে
এক যিহূদীর দেখা পাইলেন ; ইনি
জাতিতে পন্তীয়, অল্প দিন পূর্ব্বে
আপন স্ত্রী প্রিস্কিল্লার সহিত ইতা-
লিয়া হইতে আসিয়াছিলেন, কেননা
ক্লৌদিয় সমুদয় যিহূদীকে রোম
হইতে চলিয়া যাইতে আজ্ঞা
করিয়াছিলেন। পৌল তাঁহাদের
৩ কাছে গেলেন। আর তিনি সম-
ব্যবসায়ী হওয়াতে তাঁহাদের সঙ্গে
অবস্থিতি করিলেন, ও তাঁহারা কর্ম্ম
করিতে লাগিলেন, কেননা তাঁহারা
তাম্বু নির্ম্মাণ ব্যবসায়ী ছিলেন।
৪ প্রতি বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে
কথা প্রসঙ্গ করিতেন, এবং যিহূদী
ও গ্রীকদিগকে বিশ্বাস করিতে
প্রবৃত্তি দিতেন।
৫ যখন সীল ও তীমথিয় মাকি-
দনিয়া হইতে আসিলেন, তখন
পৌল বাক্যে নিবিষ্ট ছিলেন, যীশুই
যে খ্রীষ্ট, ইহার প্রমাণ যিহূদীদিগকে
৬ দিতেছিলেন। কিন্তু তাহারা প্রতি-
রোধ ও নিন্দা করাতে তিনি বস্ত্র
ঝাড়িয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
তোমাদের রক্ত তোমাদেরই মস্তকে
বর্ত্তুক, আমি শুচি ; এখন অবধি
আমি পরজাতীয়দের নিকটে
৭ চলিলাম। পরে তিনি তথা হইতে
প্রস্থান করিয়া তিতিয় যুষ্ট নামে
এক জন ঈশ্বর-ভক্তের বাটীতে
প্রবেশ করিলেন, ইহার বাটী
৮ সমাজ-গৃহের পার্শ্বে ছিল। আর
সমাজাধ্যক্ষ ক্রীষ্প সমস্ত পরিবারের
সহিত প্রভুতে বিশ্বাস করিলেন ;
এবং করিন্থীয়দের মধ্যে অনেক
লোক শুনিয়া বিশ্বাস করিল, ও
৯ বাপ্তাইজিত হইল। আর প্রভু
রাত্রিকালে দর্শনযোগে পৌলকে
কহিলেন, ভয় করিও না, বরং কথা
১০ বল, নীরব থাকিও না ; কারণ
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি,
তোমার হিংসা করণার্থে কেহই
তোমাকে আক্রমণ করিবে না ;
কেননা এই নগরে আমার অনেক
১১ প্রজা আছে। তাহাতে তিনি দেড়
বৎসর অবস্থিতি করিয়া তাহাদের
মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিলেন।
১২ আর গাল্লিয়ো যখন আখায়ার
দেশাধ্যক্ষ, তখন যিহূদীরা একযোগে
পৌলের বিপক্ষে উঠিল, ও তাঁহাকে
বিচারাসনের সম্মুখে লইয়া গিয়া
১৩ কহিল, এই ব্যক্তি ব্যবস্থার বিপরীতে
ঈশ্বরের ভজনা করিতে লোকদিগকে
১৪ কুপ্রবৃত্তি দেয়। কিন্তু যখন পৌল
মুখ খুলিতে উদ্যত হইলেন, তখন
গাল্লিয়ো যিহূদীদিগকে কহিলেন,
কোন প্রকার অপরাধ কিম্বা দুষ্কার্য্য
যদি হইত, তবে, হে যিহূদীরা,
তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করা
আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইত ;

১৫ কিন্তু বাক্য বা নাম বা তোমাদের
ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন যদি হয়, তবে
তোমরা আপনারাই তাহা বুঝিবে,
আমি সেই প্রকার বিষয়ের বিচার-
১৬ কর্ত্তা হইতে চাহি না। পরে তিনি
তাহাদিগকে বিচারাসন হইতে
১৭ তাড়াইয়া দিলেন। তাহাতে সকলে
সমাজাধ্যক্ষ সোস্থিনিকে ধরিয়া
বিচারাসনের সম্মুখে প্রহার করিতে
লাগিল ; আর গাল্লিয়ো সে সকল
বিষয়ে কিছু মনোযোগ করিলেন
না।

১৮ পৌল আরও অনেক দিন
অবস্থিতি করিবার পর ভ্রাতৃগণের
নিকটে বিদায় লইয়া সমুদ্র-পথে
সুরিয়া দেশে প্রস্থান করিলেন,
এবং তাঁহার সঙ্গে প্রিস্কিল্লা ও
আক্কিলাও গেলেন; তিনি
কিংক্রিয়াতে মস্তক মুণ্ডন করিয়া-
ছিলেন, কেননা তাঁহার এক মানত
১৯ ছিল। পরে তাঁহারা ইফিষে পঁহু-
ছিলেন, আর তিনি ঐ দুই জনকে
সে স্থানে রাখিলেন ; কিন্তু আপনি
সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিয়া যিহূদী-
দের কাছে কথা প্রসঙ্গ করিলেন।
২০ আর তাহারা আপনাদের নিকটে
আর কিছু দিন থাকিতে তাঁহাকে
বিনতি করিলেও তিনি সম্মত
২১ হইলেন না ; কিন্তু তাহাদের কাছে
বিদায় লইলেন, বলিলেন, ঈশ্বরের
ইচ্ছা হইলে আমি আবার তোমা-
দের কাছে ফিরিয়া আসিব। পরে
তিনি জলপথে ইফিষ হইতে প্রস্থান
২২ করিলেন। আর কৈসরিয়ায় উপ-
স্থিত হইয়া [যিরূশালেমে] গেলেন,
এবং মণ্ডলীকে মঙ্গলবাদ করিয়া
তথা হইতে আন্তিয়খিয়ায় চলিয়া
গেলেন।

## সুসমাচার প্রচারার্থে পৌলের তৃতীয় যাত্রা।

২৩ সেখানে কিছুকাল অতিবাহিত
করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, এবং
ক্রমে গালাতিয়া দেশ ও ফরুগিয়া
ভ্রমণ করিতে করিতে শিষ্য সকলকে
সুস্থির করিলেন।

### আপল্লোর বিবরণ।

২৪ আপল্লো নামক এক জন যিহূদী
ইফিষে আসিলেন ; তিনি জাতিতে
আলেক্সান্দ্রীয়, একজন সুবক্তা,
এবং শাস্ত্রে ক্ষমতাপন্ন ছিলেন।
২৫ তিনি প্রভুর পথের বিষয়ে শিক্ষা
পাইয়াছিলেন, এবং আত্মাতে উত্তপ্ত
হওয়াতে যীশুর বিষয়ে সূক্ষ্মরূপে
কথা বলিতেন ও শিক্ষা দিতেন,
কিন্তু কেবল যোহনের বাপ্তিস্ম জ্ঞাত
২৬ ছিলেন। তিনি সমাজ-গৃহে সাহস-
পূর্ব্বক কথা কহিতে আরম্ভ করি-
লেন। আর প্রিস্কিল্লা ও আক্কিলা
তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তাঁহাকে
আপনাদের নিকটে আনিলেন, এবং
ঈশ্বরের পথ আরও সূক্ষ্মরূপে
২৭ বুঝাইয়া দিলেন। পরে তিনি
আখায়াতে যাইবার মানস করিলে
ভ্রাতৃগণ উৎসাহ দিলেন, আর
তাঁহাকে গ্রহণ করিতে শিষ্যদিগকে
পত্র লিখিলেন ; তাহাতে তিনি
তথায় উপস্থিত হইয়া, যাহারা
অনুগ্রহ দ্বারা বিশ্বাস করিয়াছিল,

তাহাদের বিস্তর উপকার করিলেন।
২৮ কারণ যীশুই যে খ্রীষ্ট, ইহা শাস্ত্রীয়
বচন দ্বারা প্রমাণ করিয়া তিনি
ক্ষমতার সহিত লোকসাধারণের
সাক্ষাতে যিহূদিগণকে একেবারে
নিরুত্তর করিলেন।

ইফিষে পৌলের প্রচার।

১৯ আপল্লো যে সময়ে করিন্থে
ছিলেন, সে সময়ে পৌল উত্তর
অঞ্চল দিয়া গমন করিয়া ইফিষে
২ আসিলেন। তথায় কয়েক জন
শিষ্যের দেখা পাইলেন; আর তাহা-
দিগকে বলিলেন, বিশ্বাসী হইয়া
তোমরা কি পবিত্র আত্মা পাইয়া-
ছিলে? তাহারা তাঁহাকে কহিল,
পবিত্র আত্মা যে আছেন,* তাহাও
৩ আমরা শুনি নাই। তিনি কহিলেন,
তবে কিসে বাপ্তাইজিত হইয়া-
ছিলে? তাহারা কহিল, যোহনের
৪ বাপ্তিস্মে। পৌল কহিলেন, যোহন
মনপরিবর্ত্তনের বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজ
করিতেন, লোকদিগকে বলিতেন,
যিনি তাঁহার পরে আসিবেন,
তাঁহাতে অর্থাৎ যীশুতে তাহাদিগকে
৫ বিশ্বাস করিতে হইবে। এ কথা
শুনিয়া তাহারা প্রভু যীশুর নামে
৬ বাপ্তাইজিত হইল। আর পৌল
তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিলে
পবিত্র আত্মা তাহাদের উপরে
আসিলেন, তাহাতে তাহারা নানা
ভাষায় কথা কহিতে এবং ভাববাণী
৭ বলিতে লাগিল। তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ
বারো জন পুরুষ ছিল।

* (বা) যে দত্ত হইয়াছেন।

৮ পরে তিনি সমাজ-গৃহে প্রবেশ
করিয়া তিন মাস সাহস পূর্ব্বক কথা
কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে
কথা প্রসঙ্গ করিতে ও প্রবৃত্তি দিতে
৯ লাগিলেন। কিন্তু যখন কয়েক
জন কঠিন ও অবাধ্য হইয়া লোক-
সমূহের সাক্ষাতে সেই পথের নিন্দা
করিতে লাগিল, তখন তিনি
তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া
গিয়া শিষ্যগণকে পৃথক্ করিলেন ও
প্রতিদিন তূরান্নের বিদ্যালয়ে কথা
১০ প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। এইরূপে
দুই বৎসর কাল চলিল; তাহাতে
এশিয়া-নিবাসী যিহূদী ও গ্রীক
সকলেই প্রভুর বাক্য শুনিতে
১১ পাইল। আর ঈশ্বর পৌলের হস্ত
দ্বারা অসামান্য পরাক্রম-কার্য্য
১২ সাধন করিতেন; এমন কি, তাঁহার
গাত্র হইতে রুমাল কিম্বা গামছা
পীড়িত লোকদের নিকটে আনিলে
ব্যাধি তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইত,
এবং দুষ্ট আত্মারা বাহির হইয়া
যাইত।
১৩ আর কয়েক জন পর্য্যটনকারী
যিহূদী ওঝাও দুষ্ট আত্মাবিষ্ট লোক-
দের কাছে প্রভু যীশুর নাম জপ
করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে লাগিল,
পৌল যাঁহাকে প্রচার করেন,
সেই যীশুর দিব্য দিয়া তোমাদিগকে
১৪ বলিতেছি। আর স্কিবা নামে এক জন
যিহূদী প্রধান যাজকের সাত পুত্র
ছিল, তাহারা এই প্রকার করিত।
১৫ তাহাতে দুষ্ট আত্মা উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে কহিল, যীশুকে আমি
জানি, পৌলকেও চিনি, কিন্তু

১৬ তোমরা কে ? তখন যে ব্যক্তি দুষ্ট
আত্মাবিষ্ট, সে তাহাদের উপরে লাফ
দিয়া পড়িল, দুই জনকে পরাভব
করিয়া তাহাদের উপরে এমন বল
প্রকাশ করিল যে, তাহারা উলঙ্গ
ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া সেই গৃহ হইতে
১৭ পলায়ন করিল। আর ইহা ইফিষ-
নিবাসী যিহূদী ও গ্রীক সকলেই
জানিতে পাইল, তাহাতে সকলে
ভয়গ্রস্ত হইল, এবং প্রভু
যীশুর নাম মহিমান্বিত হইতে
১৮ লাগিল। আর যাহারা বিশ্বাস
করিয়াছিল, তাহাদের অনেকে
আসিয়া আপন আপন ক্রিয়া স্বীকার
১৯ ও প্রকাশ করিতে লাগিল। আর
যাহারা যাদুক্রিয়া করিত, তাহাদের
মধ্যে অনেকে আপন আপন পুস্তক
আনিয়া একত্র করিয়া সকলের
সাক্ষাতে পোড়াইয়া ফেলিল ; সে
সকলের মূল্য গণনা করিলে দেখা
২০ গেল, পঞ্চাশ সহস্র রৌপ্যমুদ্রা। এই-
রূপে সপরাক্রমে প্রভুর বাক্য বৃদ্ধি
পাইতে ও প্রবল হইতে লাগিল।
২১ এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইলে
পর পৌল আত্মায় সঙ্কল্প করিলেন
যে, তিনি মাকিদনিয়া ও আখায়া
যাইবার পর যিরূশালেমে যাইবেন,
তিনি কহিলেন, তথায় যাইবার পর
আমাকে রোম নগরও দেখিতে
২২ হইবে। আর যাঁহারা তাঁহার
পরিচর্য্যা করিতেন, তাঁহাদের দুই
জনকে, তীমথিয় ও ইরাস্তকে,
মাকিদনিয়াতে প্রেরণ করিয়া তিনি
আপনি কিছু কাল এশিয়ায়
রহিলেন।

২৩ আর সেই সময়ে এই পথের
বিষয় বিষম হুলস্থূল পড়িয়া গেল।
২৪ কারণ দীমীত্রিয় নামে এক জন স্বর্ণ-
কার দীয়ানার রৌপ্যময় মন্দির
নির্ম্মাণ করিত, এবং শিল্পকরদিগকে
২৫ যথেষ্ট কাজ যোগাইয়া দিত। সেই
ব্যক্তি তাহাদিগকে এবং সেই
ব্যবসায়ের কারিকরদিগকে ডাকিয়া
কহিল, মহাশয়েরা, আপনারা
জানেন, এই কাজের দ্বারা আমাদের
২৬ ধনাগম হয়। আর আপনারা
দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন, কেবল
এই ইফিষে নয়, প্রায় সমস্ত
এশিয়ায় এই পৌল বিস্তর লোককে
প্রবৃত্তি দিয়া ফিরাইয়াছে, এই বলি-
য়াছে, যে, যাহারা হস্তনির্ম্মিত,
২৭ তাহারা ঈশ্বর নয়। ইহাতে এই
আশঙ্কা হইতেছে, কেবল আমাদের
এই ব্যবসায়ের দুর্নাম হইবে, তাহা
নয় ; কিন্তু মহাদেবী দীয়ানার মন্দির
নগণ্য হইয়া পড়িবে, আবার
যাঁহাকে সমস্ত এশিয়া, এমন কি,
জগৎসংসার পূজা করে, তিনিও
২৮ মহিমাচ্যুত হইবেন। এই কথা
শুনিয়া তাহারা ক্রোধে পরিপূর্ণ
হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,
ইফিষীয়দের দীয়ানাই মহাদেবী।
২৯ তাহাতে নগর গণ্ডগোলে পরিপূর্ণ
হইল ; পরে লোকেরা একযোগে
রঙ্গভূমিতে বেগে দৌড়িল, আর
মাকিদনিয়ার গায় ও আরিষ্টার্খ
নামে পৌলের দুই জন সহযাত্রীকে
৩০ ধরিয়া লইয়া গেল। তখন পৌল
লোকদের কাছে যাইবার মানস
করিলে শিষ্যগণ তাঁহাকে যাইতে

৩১ দিল না। আর এশিয়ার অধ্যক্ষদের
মধ্যে কয়েক জন তাঁহার বন্ধু ছিলেন
বলিয়া তাঁহার কাছে লোক পাঠাইয়া
এই নিবেদন করিলেন, যেন তিনি
রঙ্গভূমিতে আপনার বিপদ ঘটাইতে
৩২ না যান। তখন নানা লোকে নানা
কথা বলিয়া চেঁচাইতেছিল, কেননা
সভা গোলযোগে পরিপূর্ণ হইয়াছিল,
এবং কি জন্য সমাগত হইয়াছিল,
তাহা অধিকাংশ লোক জানিত না।
৩৩ তখন যিহূদীরা আলেক্‌সান্দারকে
সম্মুখে উপস্থিত করায় লোকেরা
জনতার মধ্য হইতে তাহাকে বাহির
করিল; তাহাতে আলেক্‌সান্দার
হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া লোক-
সমূহের কাছে পক্ষসমর্থন করিতে
৩৪ উদ্যত হইল। কিন্তু যখন
তাহারা জানিতে পারিল যে, সে
যিহূদী, তখন সকলে একস্বরে
অনুমান দুই ঘণ্টা কাল এই বলিয়া
চেঁচাইতে থাকিল, ‘ইফিষীয়দের
৩৫ দীয়ানাই মহাদেবী’। শেষে নগরের
সম্পাদক জনতাকে ক্ষান্ত করিয়া
কহিলেন, হে ইফিষীয় লোক সকল,
বল দেখি, ইফিষীয়দের নগরী যে
মহাদেবী দীয়ানার, এবং আকাশ
হইতে পতিতা প্রতিমার গৃহমার্জ্জিকা,
ইহা মনুষ্যদের মধ্যে কে না জানে?
৩৬ অতএব এ কথা অখণ্ডনীয় হওয়াতে
তোমাদের ক্ষান্ত থাকা, এবং
অবিবেচনার কোন কার্য্য না করা
৩৭ উচিত। কারণ এই যে লোকদিগকে
তোমরা এ স্থানে আনিয়াছ, ইহারা
ত মন্দির-অপহারকও নয়, আমা-
৩৮ দের দেবীর নিন্দকও নয়। অতএব
যদি কাহারও বিরুদ্ধে দীমীত্রিয়ের
ও তাহার সঙ্গী শিল্পকরদের কোন
কথা থাকে, তবে আদালত খোলা
আছে, দেশাধ্যক্ষগণও আছেন,
তাহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভি-
৩৯ যোগ করুক। কিন্তু তোমাদের অন্য
কোন দাবী দাওয়া যদি থাকে,
তবে নিয়মিত সভায় তাহার নিষ্পত্তি
৪০ হইবে। বস্তুতঃ অদ্যকার ঘটনা
প্রযুক্ত উপপ্লবদোষে দোষী বলিয়া
আমাদের নামে অভিযোগ হইবার
আশঙ্কাও আছে, যেহেতুক ইহার
কোন কারণ নাই, এই জনসমাগমের
বিষয়ে উত্তর দিবার উপায়মাত্র
৪১ আমাদের নাই। ইহা বলিয়া
তিনি সভাকে বিদায় করিলেন।

পৌলের প্রথমে গ্রীসদেশে, পরে যিরূশালেমে যাত্রা।

২০ সেই কোলাহল নিবৃত্ত হইলে
পর পৌল শিষ্যগণকে ডাকিয়া
পাঠাইলেন, এবং আশ্বাস দিলেন,
ও মঙ্গলবাদপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ
করিয়া মাকিদনিয়াতে যাইবার
২ নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। পরে
সেই অঞ্চল দিয়া গমন করিতে
করিতে অনেক কথা দ্বারা শিষ্য-
দিগকে আশ্বাস দিয়া গ্রীস দেশে
৩ উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে
তিন মাস যাপন করিয়া যখন
তিনি জলপথে সুরিয়া দেশে যাইতে
উদ্যত হইলেন, তখন যিহূদীরা
তাঁহার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করাতে,
তিনি মাকিদনিয়া দিয়া ফিরিয়া
৪ যাইতে স্থির করিলেন। আর
বিরয়া নগরীয় পুর্হের পুত্র সোপাত্র,

থিষলনীকীয় আরিষ্টার্খ ও সিকুন্দ,
দর্ব্বী নগরীয় গায়, তীমথিয়, এবং
এশিয়ার তুখিক ও ত্রফিম, ইঁহারা
৫ তাঁহার সঙ্গে গেলেন। ইঁহারা
অগ্রসর হইয়া ত্রোয়াতে আমাদের
৬ অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরে
তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্বদিন গত হইলে
আমরা ফিলিপী হইতে জলপথে
প্রস্থান করিয়া পাঁচ দিনে ত্রোয়াতে
তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলাম;
সেখানে সাত দিন অবস্থিতি
করিলাম।
৭ আর সপ্তাহের প্রথম দিনে আমরা
রুটী ভাঙ্গিবার জন্য একত্র হইলে
পৌল পরদিন প্রস্থান করিতে উদ্যত
ছিলেন বলিয়া শিষ্যদের কাছে কথা
প্রসঙ্গ করিয়া মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত
৮ বক্তৃতা করিলেন। আমরা যে
উপরিস্থ কুঠরীতে সভাস্থ হইয়া-
ছিলাম, সেখানে অনেক প্রদীপ
৯ ছিল। আর উতুখ নামে এক জন
যুবক বাতায়নে বসিয়াছিল, সে ঘোর
নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল; এবং
পৌল আরও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত
কথা প্রসঙ্গ করিলে সে নিদ্রায় মগ্ন
হওয়াতে তেতালা হইতে নীচে
পড়িয়া গেল, তাহাতে লোকেরা
১০ তাহাকে মরা তুলিয়া লইল। তখন
পৌল নামিয়া গিয়া তাহার গায়ের
উপরে পড়িলেন, ও তাহাকে
আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তোমরা
কোলাহল করিও না; কেননা
১১ ইহার মধ্যে প্রাণ আছে। পরে তিনি
উপরে গিয়া রুটী ভাঙ্গিয়া ভোজন
করিয়া অনেক ক্ষণ, এমন কি, রাত্রি
প্রভাত পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিলেন,
১২ এইরূপে প্রস্থান করিলেন। আর
তাহারা সেই বালককে জীবিত
আনিয়া অসামান্য আশ্বাস প্রাপ্ত
হইল।
১৩ আর আমরা অগ্রে গিয়া জাহাজে
উঠিয়া, আঃসে যাত্রা করিলাম,
সেখান হইতে পৌলকে তুলিয়া
লইব মনস্থ করিলাম; কারণ তিনি
স্থলপথে যাইবেন বলিয়া ইহা স্থির
১৪ করিয়াছিলেন। পরে তিনি আঃসে
আমাদের সঙ্গ ধরিলে আমরা
তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া মিতুলীনীতে
১৫ আসিলাম। তথা হইতে জাহাজ
খুলিয়া পরদিন খীয়ের সম্মুখে
উপস্থিত হইলাম; দ্বিতীয় দিনে
সামঃ দ্বীপে লাগাইলাম, পরদিন
১৬ মিলীতে আসিলাম। কারণ পৌল
ইফিষ ফেলিয়া যাইতে স্থির করিয়া-
ছিলেন, যাহাতে এশিয়াতে তাঁহার
কালবিলম্ব না হয়; তিনি ত্বরা
করিতেছিলেন, যেন সাধ্য হইলে
পঞ্চাশত্তমীর দিন যিরূশালেমে
উপস্থিত থাকিতে পারেন।
১৭ মিলীত হইতে তিনি ইফিষে লোক
পাঠাইয়া মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে
১৮ ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহারা
তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে
তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,—
তোমরা জান, এশিয়া দেশে
আসিয়া, আমি প্রথম দিন অবধি
তোমাদের সঙ্গে কিরূপে সমস্ত কাল
১৯ যাপন করিয়াছি, সম্পূর্ণ নম্র মনে ও
অশ্রুপাতের সহিত এবং যিহূদীদের
ষড়যন্ত্র হইতে উৎপন্ন নানা পরীক্ষার

মধ্যে থাকিয়া প্রভুর দাস্যকর্ম্ম
২০ করিয়াছি; কোন হিতকথা গোপন
না করিয়া তোমাদিগকে সকলই
জানাইতে, এবং সাধারণ্যে ও ঘরে
ঘরে শিক্ষা দিতে, সঙ্কুচিত হই নাই;
২১ ঈশ্বরের প্রতি মনপরিবর্ত্তন এবং
আমাদের প্রভু যীশুর প্রতি বিশ্বাস
বিষয়ে যিহূদী ও গ্রীকদের নিকটে
২২ সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছি। আর
এখন দেখ, আমি আত্মাতে বদ্ধ
হইয়া যিরূশালেমে গমন করিতেছি;
সে স্থানে আমার প্রতি কি কি
২৩ ঘটিবে, তাহা জানি না। এই মাত্র
জানি, পবিত্র আত্মা প্রতি নগরে
আমার কাছে এই বলিয়া সাক্ষ্য
দিতেছেন যে, বন্ধন ও ক্লেশ আমার
২৪ অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু আমি
নিজ প্রাণকেও কিছুর মধ্যে গণ্য
করি না, আমার পক্ষে মহামূল্য
গণ্য করি না, যেন নিরূপিত পথের
শেষ পর্য্যন্ত দৌড়িতে পারি,
এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমা-
চারের পক্ষে সাক্ষ্য দিবার যে পরি-
চর্য্যাপদ প্রভু যীশু হইতে পাইয়াছি,
২৫ তাহা সমাপ্ত করিতে পারি। আর
এখন দেখ, আমি জানি যে, যাহা-
দের মধ্যে আমি সেই রাজ্য প্রচার
করিয়া বেড়াইয়াছি, সেই তোমরা
সকলে আমার মুখ আর দেখিতে
২৬ পাইবে না; এই কারণ অদ্য তোমা-
দিগকে এই সাক্ষ্য দিতেছি যে,
সকলের রক্তের দায় হইতে আমি
২৭ শুচি; কারণ আমি তোমাদিগকে
ঈশ্বরের সমস্ত মন্ত্রণা জ্ঞাত করিতে
২৮ সঙ্কুচিত হই নাই। তোমরা আপনা-
দের বিষয়ে সাবধান, এবং পবিত্র
আত্মা তোমাদিগকে অধ্যক্ষ করিয়া
যাহার মধ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন,
সেই সমস্ত পালের বিষয়ে সাবধান
হও, ঈশ্বরের* সেই মণ্ডলীকে পালন
কর, যাহাকে তিনি নিজ রক্ত দ্বারা
২৯ ক্রয় করিয়াছেন। আমি জানি,
আমি গেলে পর দুরন্ত কেন্দুয়ারা
তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে,
পালের প্রতি মমতা করিবে না;
৩০ এবং তোমাদের মধ্য হইতেও কোন
কোন লোক উঠিয়া শিষ্যদিগকে
আপনাদের পশ্চাৎ টানিয়া লইবার
৩১ জন্য বিপরীত কথা কহিবে। অতএব
জাগিয়া থাক; স্মরণ কর, আমি
তিন বৎসর কাল রাত দিন প্রত্যেক
জনকে অশ্রুপাতের সহিত চেতনা
৩২ দিতে ক্ষান্ত হই নাই। আর এখন
প্রভুর† নিকটে, ও তাঁহার অনু-
গ্রহের বাক্যের নিকটে তোমা-
দিগকে সমর্পণ করিলাম, তিনি‡
তোমাদিগকে গাঁথিয়া তুলিতে ও
পবিত্রীকৃত সকলের মধ্যে দায়া-
৩৩ ধিকার দিতে সমর্থ। আমি কাহারও
রৌপ্যের কি স্বর্ণের কি বস্ত্রের প্রতি
৩৪ লোভ করি নাই। তোমরা
আপনারা জান, আমার নিজের
এবং আমার সঙ্গীদের অভাব দূর
করণার্থে এই দুই হস্ত কার্য্য
৩৫ করিয়াছে। সকল বিষয়ে আমি
তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি
যে, এই প্রকারে পরিশ্রম করিয়া
দুর্ব্বলদিগের সাহায্য করিতে হইবে,

* (বা) প্রভুর।
† (বা) ঈশ্বরের। ‡ (বা) তাহা।

এবং প্রভু যীশুর বাক্য স্মরণ করা
উচিত, কেননা তিনি আপনি
বলিয়াছেন, গ্রহণ করা অপেক্ষা
বরং দান করা ধন্য হইবার বিষয়।
৩৬ এই কথা কহিয়া তিনি হাঁটু
পাতিয়া সকলের সহিত প্রার্থনা
৩৭ করিলেন। তাহাতে সকলে বিস্তর
রোদন করিলেন, এবং পৌলের
গলা ধরিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিতে
৩৮ লাগিলেন ; সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার উক্ত
এই কথার জন্য অধিক দুঃখ
করিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার মুখ
আর দেখিতে পাইবেন না। পরে
জাহাজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে রাখিয়া
আসিতে গেলেন।

২১ তাঁহাদের নিকট হইতে কষ্টে
বিদায় লইয়া, জাহাজ খুলিয়া দিয়া,
আমরা সোজা পথে কো দ্বীপে
আসিলাম, পরদিন রোদঃ দ্বীপে,
এবং তথা হইতে পাতারায় উপস্থিত
২ হইলাম। আর এমন একখানি
জাহাজ পাইলাম, যাহা পার হইয়া
ফৈনীকিয়ায় যাইবে, আমরা তাহাতে
৩ উঠিয়া যাত্রা করিলাম। পরে কুপ্র
দ্বীপ দেখা দিলে তাহা বামদিকে
ফেলিয়া আমরা সুরিয়া দেশে গিয়া
সোরে নামিলাম ; কেননা সেখানে
জাহাজের মাল ফেলিতে হইল।
৪ আর তথাকার শিষ্যগণের সন্ধান
করিয়া আমরা সাত দিন তথায়
অবস্থিতি করিলাম ; ইঁহারা আত্মার
দ্বারা পৌলকে বলিলেন, যেন তিনি
৫ যিরূশালেমে না যান। সেই কয়েক
দিন যাপন করিলে পর আমরা
বাহির হইয়া প্রস্থান করিলাম, তখন
তাঁহারা সকলে স্ত্রীপুত্র লইয়া নগরের
বাহির পর্য্যন্ত আমাদিগকে রাখিয়া
যাইতে আসিলেন ; তথায় সমুদ্র-
তীরে হাঁটু পাতিয়া আমরা প্রার্থনা-
পূর্ব্বক পরস্পর বিদায় গ্রহণ
৬ করিলাম ; পরে আমরা জাহাজে
উঠিলাম, ও তাঁহারা স্বস্থানে ফিরিয়া
গেলেন।
৭ পরে সোর ছাড়িয়া আমরা জল-
যাত্রা শেষ করিয়া তলিমায়িতে
উপস্থিত হইলাম, এবং ভ্রাতৃগণকে
মঙ্গলবাদ করিয়া এক দিন তাঁহাদের
৮ সঙ্গে রহিলাম। পরদিন আমরা
প্রস্থান করিয়া কৈসরিয়াতে আসি-
লাম, এবং সুসমাচার-প্রচারক
ফিলিপ, যিনি সেই সাত জনের এক
জন, তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিয়া
তাঁহার সঙ্গে অবস্থিতি করিলাম।
৯ সেই ব্যক্তির চারিটী কুমারী কন্যা
ছিলেন, তাঁহারা ভাববাণী বলিতেন।
১০ সেই স্থানে আমরা অনেক দিন
অবস্থিতি করিলে যিহূদিয়া হইতে
আগাব নামে এক জন ভাববাদী
১১ উপস্থিত হইলেন। আর তিনি
আমাদের নিকটে আসিয়া পৌলের
কটিবন্ধন লইয়া আপনার হাত পা
বাঁধিয়া কহিলেন, পবিত্র আত্মা এই
কথা কহিতেছেন, যে ব্যক্তির এই
কটিবন্ধন, তাহাকে যিহূদীরা যিরূ-
শালেমে এইরূপে বাঁধিবে, এবং
পরজাতীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবে।
১২ ইহা শুনিয়া তথাকার ভ্রাতৃগণ ও
আমরা পৌলকে বিনতি করিলাম,
যেন তিনি যিরূশালেমে না যান।

১৩ তখন পৌল উত্তর করিলেন, তোমরা
এ কি করিতেছ? ক্রন্দন করিয়া
আমার হৃদয় চূর্ণ করিতেছ? কারণ
আমি প্রভু যীশুর নামের নিমিত্ত
যিরূশালেমে কেবল বদ্ধ হইতে,
তাহা নয়, বরং মরিতেও প্রস্তুত
১৪ আছি। এইরূপে তিনি আমাদের
কথা শুনিতে অসম্মত হইলে আমরা
ক্ষান্ত হইয়া বলিলাম, প্রভুরই ইচ্ছা
সিদ্ধ হউক।

### যিরূশালেমে পৌল শৃঙ্খলে বদ্ধ হন।

১৫ এই সকল দিনের শেষে আমরা
জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া যিরূ-
১৬ শালেমে যাত্রা করিলাম। আর
কৈসরিয়া হইতে কয়েক জন শিষ্য
আমাদের সঙ্গে চলিলেন; তাঁহারা
কুপ্র দ্বীপের ম্নাসোন নামক এক
জনকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন; ইনি
এক জন আদিম শিষ্য; ইঁহারই
বাটীতে আমাদের অতিথি হইবার
কথা।
১৭ যিরূশালেমে উপস্থিত হইলে পর
ভ্রাতৃগণ সানন্দে আমাদিগকে গ্রহণ
১৮ করিলেন। পরদিন পৌল আমাদের
সহিত যাকোবের বাটীতে প্রবেশ
করিলেন; তথায় প্রাচীনবর্গ সকলে
১৯ উপস্থিত হইলেন। পরে তিনি
তাঁহাদিগকে মঙ্গলবাদ করিয়া, ঈশ্বর
তাঁহার পরিচর্য্যা দ্বারা পরজাতি-
গণের মধ্যে যে সকল কার্য্য সাধন
করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত এক
একটী করিয়া তাঁহাদিগকে জানাই-
২০ লেন। আর তাহা শুনিয়া তাঁহারা
ঈশ্বরের গৌরব করিলেন, এবং
তাঁহাকে বলিলেন, ভ্রাতঃ, তুমি
দেখিতেছ, যিহূদীদের মধ্যে কত
সহস্র লোক বিশ্বাসী হইয়াছে, আর
তাহারা সকলে ব্যবস্থার পক্ষে
২১ উদ্‌যোগী। আর তোমার বিষয়ে
তাহারা এই সংবাদ পাইয়াছে যে,
তুমি পরজাতীয়দের মধ্যে প্রবাসী
সমস্ত যিহূদীকে মোশির পথ
পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা দিয়া বলিয়া
থাক, যেন তাহারা শিশুদের ত্বক্‌ছেদ
না করে ও যথারীতি না চলে।
২২ অতএব এখন কি করা যায়?
তাহারা ত শুনিতে পাইবেই যে,
২৩ তুমি আসিয়াছ। অতএব আমরা
তোমাকে যাহা বলি, তাহাই কর।
আমাদের এমন চারি জন পুরুষ
আছে, যাহারা মানত করিয়াছে;
২৪ তুমি তাহাদিগকে লইয়া তাহাদের
সহিত আপনাকেও শুচি কর, এবং
তাহাদের মস্তক মুণ্ডনের জন্য ব্যয়
কর।* তাহা করিলে সকলে
জানিবে, তোমার বিষয়ে যে সকল
সংবাদ উহারা পাইয়াছে, সে কিছু
নয়, বরং তুমি নিজেও ব্যবস্থা-পালন
২৫ করিয়া যথানিয়মে চলিতেছ। কিন্তু
যে পরজাতীয়েরা বিশ্বাসী হইয়াছে,
তাহাদের বিষয়ে আমরা বিচার
করিয়া লিখিয়াছি যে, প্রতিমার
প্রসাদ, রক্ত, গলা টিপিয়া মারা
প্রাণীর মাংস এবং ব্যভিচার, এই
সকল হইতে যেন তাহারা
আপনাদিগকে রক্ষা করে।
২৬ তখন পৌল সেই কয়েক জনকে
লইয়া পরদিন তাহাদের সহিত শুচি

* গণনাপুস্তক ৬; ১-২১।

হইয়া ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিলেন,
এবং তাহাদের প্রত্যেকের নিমিত্ত
নৈবেদ্য উৎসর্গ করা পর্য্যন্ত শুচী-
করণ কার্য্যে কত দিন লাগিবে,
তাহা জানাইলেন।
২৭ আর সেই সাত দিন প্রায় সমাপ্ত
হইলে এসিয়া দেশের যিহূদীরা
ধর্ম্মধামের মধ্যে তাঁহার দেখা
পাইয়া সমস্ত জনতাকে উত্তেজিত
করিয়া তুলিল, এবং তাঁহাকে
ধরিয়া চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল,
২৮ 'হে ইস্রায়েল-লোক সকল, সাহায্য
কর; এ সেই ব্যক্তি, যে সর্ব্বত্র
সকলকে আমাদের জাতির ও
ব্যবস্থার এবং এই স্থানের বিরুদ্ধে
শিক্ষা দেয়; আবার এ গ্রীক-
দিগকেও ধর্ম্মধামের মধ্যে আনি-
য়াছে, ও এই পবিত্র স্থান অপবিত্র
২৯ করিয়াছে।' কারণ তাহারা পূর্ব্বে
নগরের মধ্যে ইফিষীয় ত্রফিমকে
পৌলের সঙ্গে দেখিয়াছিল, মনে
করিয়াছিল, পৌল তাহাকে ধর্ম্ম-
ধামের মধ্যে আনিয়া থাকিবেন।
৩০ তখন সমুদয় নগর উত্তেজিত হইয়া
উঠিল, লোকেরা দৌড়িয়া আসিল,
এবং পৌলকে ধরিয়া ধর্ম্মধামের
বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল, আর
অমনি দ্বার সকল রুদ্ধ করা হইল।
৩১ এইরূপে তাহারা তাঁহাকে বধ
করিতে চেষ্টা করিলে সৈন্যদলের
সহস্রপতির কাছে এই সংবাদ
আসিল যে, সমুদয় যিরূশালেমে
৩২ গণ্ডগোল উপস্থিত। অমনি তিনি
সেনাদিগকে ও শতপতিদিগকে
সঙ্গে লইয়া তাহাদের নিকটে
দৌড়িয়া আসিলেন; তাহাতে
লোকেরা সহস্রপতিকে ও সেনা-
দিগকে দেখিতে পাইয়া পৌলকে
৩৩ প্রহার করিতে নিবৃত্ত হইল। তখন
সহস্রপতি নিকটে আসিয়া তাঁহাকে
ধরিলেন, ও দুই শৃঙ্খলে বাঁধিতে
আজ্ঞা দিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করি-
লেন, এ কে, আর এ কি করিয়াছে?
৩৪ তাহাতে জনতার মধ্যে চেঁচাইয়া
কেহ কেহ এক প্রকার, কেহ কেহ
অন্য প্রকার কথা কহিল; আর
তিনি কোলাহল প্রযুক্ত কিছুই
নিশ্চয় করিতে না পারাতে তাঁহাকে
দুর্গে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন।
৩৫ তখন সোপানের উপরে উপস্থিত
হইলে জনতার চণ্ডতা প্রযুক্ত সেনারা
পৌলকে বহন করিতে লাগিল;
৩৬ কেননা লোকের ভিড় পশ্চাৎ পশ্চাৎ
আসিতেছিল, আর উচ্চৈঃস্বরে
বলিতেছিল, উহাকে দূর কর।
৩৭ তাহারা পৌলকে দুর্গের ভিতরে
লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে পৌল
সহস্রপতিকে কহিলেন, আপনার
কাছে কি কিছু বলিতে পারি?
তিনি কহিলেন, তুমি কি গ্রীক জান?
৩৮ তবে তুমি কি সেই মিস্রীয় নহ, যে
ইহার পূর্ব্বে উপপ্লব করিয়াছিল, ও
গুপ্তহন্তাদের মধ্যে চারি সহস্র জনকে
সঙ্গে করিয়া প্রান্তরে গিয়াছিল?
৩৯ তখন পৌল কহিলেন, আমি যিহূদী,
কিলিকিয়াস্থ তার্ষের লোক, সামান্য
নগরের পৌর নহি; আপনাকে
বিনতি করি, লোকদের নিকটে
আমাকে কথা বলিতে অনুমতি
৪০ দিউন। আর তিনি অনুমতি দিলে

পৌল সোপানের উপরে দাঁড়াইয়া
লোকদের নিকটে হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত
করিলেন; তখন সকলে নিস্তব্ধ
হইলে তিনি তাহাদিগকে ইব্রীয়
ভাষায় বলিতে লাগিলেন,

পৌলের বক্তৃতা।

২২ ভ্রাতারা ও পিতারা, আমি
এক্ষণে আপনাদের কাছে আত্ম-
পক্ষ সমর্থন করিতেছি, শ্রবণ করুন।
২ তখন তিনি ইব্রীয় ভাষায় তাহা-
দের কাছে কথা কহিতেছেন শুনিয়া
তাহারা আরও শান্ত হইল। পরে
তিনি কহিলেন,
৩ আমি যিহূদী, কিলিকিয়ার তার্ষ
নগরে আমার জন্ম; কিন্তু এই নগরে
গমলীয়েলের চরণে মানুষ হইয়াছি,
পৈতৃক ব্যবস্থার সূক্ষ্ম নিয়মানুসারে
শিক্ষিত হইয়াছি; আর আপনারা
সকলে অদ্যাপি যেমন আছেন,
তেমনি আমিও ঈশ্বরের পক্ষে
৪ উদ্যোগী ছিলাম। আমি প্রাণনাশ
পর্য্যন্ত এই পথের প্রতি উপদ্রব
করিতাম, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে
বাঁধিয়া কারাগারে সমর্পণ করিতাম।
৫ এ বিষয়ে মহাযাজক ও সমস্ত
প্রাচীনবর্গও আমার সাক্ষী; তাঁহা-
দের নিকট হইতে আমি ভ্রাতৃগণের
সমীপে পত্র লইয়া, দম্মেশকে যাত্রা
করিয়াছিলাম; যাহারা তথায় ছিল,
তাহাদিগকেও বাঁধিয়া যিরূশালেমে
আনিবার জন্য গিয়াছিলাম, যেন
৬ তাহাদের দণ্ড হয়। আর যাইতে
যাইতে দম্মেশকের নিকটে উপস্থিত
হইলে বেলা দুই প্রহরের সময়ে
হঠাৎ আকাশ হইতে মহা আলো
আমার চারিদিকে চমকিয়া উঠিল।
৭ তাহাতে আমি ভূমিতে পড়িয়া
গেলাম, ও শুনিলাম, এক বাণী
আমাকে বলিতেছে, শৌল, শৌল,
কেন আমাকে তাড়না করিতেছ?
৮ আমি উত্তর করিলাম, প্রভু, আপনি
কে? তিনি আমাকে কহিলেন,
আমি নাসরতীয় যীশু, যাঁহাকে তুমি
৯ তাড়না করিতেছ। আর যাহারা
আমার সঙ্গে ছিল, তাহারা সেই
আলো দেখিতে পাইল বটে, কিন্তু
যিনি আমার সহিত কথা কহিতে-
ছিলেন, তাঁহার বাণী শুনিতে পাইল
১০ না। পরে আমি বলিলাম, প্রভু,
আমি কি করিব? প্রভু আমাকে
কহিলেন, উঠিয়া দম্মেশকে যাও,
তোমাকে যাহা যাহা করিতে হইবে
বলিয়া নিরূপিত আছে, সে সমস্ত
সেখানেই তোমাকে বলা যাইবে।
১১ পরে আমি সেই আলোর তেজে
দৃষ্টিহীন হওয়াতে আমার সঙ্গীরা
হাত ধরিয়া আমাকে লইয়া চলিল,
আর আমি দম্মেশকে উপস্থিত
১২ হইলাম। পরে অননিয় নামে এক
ব্যক্তি, যিনি ব্যবস্থা অনুসারে ভক্ত,
এবং তত্রনিবাসী সমুদয় যিহূদীর
১৩ কাছে সুখ্যাতিপন্ন ছিলেন, তিনি
আমার নিকটে আসিয়া পার্শ্বে
দাঁড়াইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ শৌল,
দৃষ্টিপ্রাপ্ত হও; তাহাতে আমি সেই
দণ্ডেই তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি-
১৪ লাম। পরে তিনি কহিলেন, আমা-
দের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাকে
নিযুক্ত করিয়াছেন, যেন তুমি তাঁহার

ইচ্ছা জ্ঞাত হও, এবং সেই ধর্ম্মময়কে
দেখিতে ও তাঁহার মুখের বাণী
১৫ শুনিতে পাও ; কারণ তুমি যাহা
যাহা দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ, সেই
বিষয়ে সকল মনুষ্যের নিকটে তাঁহার
১৬ সাক্ষী হইবে। আর এখন কেন
বিলম্ব করিতেছ ? উঠ, তাঁহার নামে
ডাকিয়া বাপ্তাইজিত হও, ও তোমার
১৭ পাপ ধুইয়া ফেল। তাহার পরে
আমি যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিয়া
এক দিন ধর্ম্মধামে প্রার্থনা করিতে-
ছিলাম, এমন সময়ে অভিভূত হইয়া
১৮ তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি আমাকে
কহিলেন, ত্বরা কর, শীঘ্র যিরূশালেম
হইতে বাহির হও, কেননা এই
লোকেরা আমার বিষয়ে তোমার
১৯ সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবে না। আমি
কহিলাম, প্রভু, তাহারা ত জানে
যে, যাহারা তোমাতে বিশ্বাস করিত,
আমি প্রতি সমাজ-গৃহে তাহাদিগকে
কারাবদ্ধ করিতাম ও প্রহার করি-
২০ তাম ; আর যখন তোমার সাক্ষী
স্তিফানের রক্তপাত হয়, তখন আমি
আপনি নিকটে দাঁড়াইয়া সম্মতি
দিতেছিলাম, ও যাহারা তাঁহাকে
বধ করিতেছিল, তাহাদের বস্ত্র রক্ষা
২১ করিতেছিলাম। তিনি আমাকে
কহিলেন, প্রস্থান কর, কেননা
আমি তোমাকে দূরে পরজাতিগণের
কাছে প্রেরণ করিব।

যিহূদীরা যিরূশালেমে পৌলকে বধ করিতে
চেষ্টা করে।

২২ লোকেরা এই পর্য্যন্ত তাঁহার
কথা শুনিল, পরে উচ্চৈঃস্বরে কহিল,
উহাকে পৃথিবী হইতে দূর করিয়া
দেও, উহার বাঁচিয়া থাকা ত উচিত
২৩ হয় নাই। পরে তাহারা চেঁচাইয়া
বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া আকাশে ধূলি
২৪ উড়াইতে লাগিল ; তাহাতে সহস্র-
পতি পৌলকে দুর্গের ভিতরে লইয়া
যাইবার আজ্ঞা দিলেন, এবং বলি-
লেন, কোড়া প্রহার দ্বারা ইহার
পরীক্ষা করিতে হইবে, যেন তিনি
জানিতে পারেন, লোকে কি দোষ
দিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ
২৫ চেঁচাইতেছে। পরে যখন তাহারা
কশা দিয়া তাঁহাকে বাঁধিল, তখন,
যে শতপতি নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন,
পৌল তাঁহাকে কহিলেন, যে ব্যক্তি
রোমীয়, এবং বিচারে দোষীকৃত হয়
নাই, তাহাকে কোড়া প্রহার করা
২৬ কি আপনাদের পক্ষে বিধেয় ? ইহা
শুনিয়া সেই শতপতি সহস্রপতির
নিকটে গিয়া তাঁহাকে কহিলেন,
আপনি কি করিতে উদ্যত
হইয়াছেন ? এ ব্যক্তি যে রোমীয়।
২৭ তাহাতে সহস্রপতি নিকটে গিয়া
তাঁহাকে কহিলেন, বল দেখি, তুমি
কি রোমীয় ? তিনি কহিলেন, হাঁ।
২৮ সহস্রপতি উত্তর করিলেন, এই
পৌরাধিকার আমি বহু অর্থ দিয়া
ক্রয় করিয়াছি। পৌল কহিলেন,
কিন্তু আমি জন্মের দ্বারাই রোমীয়।
২৯ অতএব যাহারা তাঁহার পরীক্ষা
করিতে উদ্যত ছিল, তাহারা তখনই
তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল ;
আর তিনি যে রোমীয়, তাহা জানিয়া,
ও তাঁহাকে বাঁধিয়াছিলেন বলিয়া,
সহস্রপতিও ভীত হইলেন।

৩০ কিন্তু পরদিন, যিহূদীরা তাঁহার
উপর কি জন্য দোষারোপ করিতেছে,
তাহা নিশ্চয় করিবার মানসে সহস্র-
পতি তাঁহাকে মুক্ত করিলেন, ও
প্রধান যাজকগণ ও সমস্ত মহা-
সভাকে একত্র হইতে আজ্ঞা দিলেন,
এবং পৌলকে নামাইয়া তাঁহাদের
নিকটে উপস্থিত করিলেন।

২৩ আর পৌল মহাসভার দিকে
একদৃষ্টে চাহিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃ-
গণ, অদ্য পর্য্যন্ত আমি সর্ব্ববিষয়ে সৎ-
সংবেদে ঈশ্বরের প্রজারূপে আচরণ
২ করিয়া আসিতেছি। তখন অননিয়
মহাযাজক, যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া-
ছিল, তাহাদিগকে আজ্ঞা দিলেন,
যেন তাঁহার মুখে আঘাত করে।
৩ তখন পৌল তাঁহাকে কহিলেন, হে
শুক্লীকৃত ভিত্তি, ঈশ্বর তোমাকে
আঘাত করিবেন; তুমি ব্যবস্থা
অনুসারে আমার বিচার করিতে
বসিয়াছ, আর ব্যবস্থার বিপরীতে
আমাকে আঘাত করিতে আজ্ঞা
৪ দিতেছ? তাহাতে যাহারা নিকটে
দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা কহিল, তুমি
কি ঈশ্বরের মহাযাজককে কটুবাক্য
৫ কহিতেছ? পৌল কহিলেন, হে
ভ্রাতৃগণ, আমি জানিতাম না যে,
উনি মহাযাজক; কেননা লিখিত
আছে, "তুমি স্বজাতীয় লোকদের
অধ্যক্ষকে দুর্ব্বাক্য বলিও না।"[1]
৬ কিন্তু পৌল যখন বুঝিতে পারিলেন
যে, তাহাদের একাংশ সদ্দূকী ও
একাংশ ফরীশী, তখন মহাসভার
মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে
ভ্রাতৃগণ, আমি ফরীশী এবং ফরীশী-
দের সন্তান; মৃতদের প্রত্যাশা ও
পুনরুত্থান সম্বন্ধে আমার বিচার
৭ হইতেছে। তিনি এই কথা বলিতে
না বলিতে ফরীশী ও সদ্দূকীদের
মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন হইল, সভার
৮ মধ্যে দুই দল হইয়া উঠিল। কারণ
সদ্দূকীরা বলে, পুনরুত্থান নাই,
স্বর্গদূত বা আত্মা নাই; কিন্তু
ফরীশীরা উভয়ই স্বীকার করে।
৯ তখন মহাকোলাহল হইল, এবং
ফরীশী পক্ষীয় অধ্যাপকদের মধ্যে
কয়েক জন লোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া
বাগ্‌যুদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিল,
আমরা এই ব্যক্তির কোন দোষ
দেখিতে পাই না; কোন আত্মা
কিম্বা কোন দূত যদি ইহার সহিত
কথা কহিয়াই থাকেন, তবে কি?
১০ এইরূপে ভারী বিরোধ হইলে, পাছে
তাহারা পৌলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া
ছিঁড়িয়া ফেলে, এই ভয়ে সহস্রপতি
আজ্ঞা দিলেন, সৈন্যদল নামিয়া
গিয়া তাহাদের মধ্য হইতে পৌলকে
১১ কাড়িয়া দুর্গে লইয়া যাউক। পর
রাত্রিতে প্রভু পৌলের নিকটে
দাঁড়াইয়া কহিলেন, সাহস কর,
কেননা আমার বিষয়ে যেমন যিরূ-
শালেমে সাক্ষ্য দিয়াছ, তদ্রূপ
রোমেও দিতে হইবে।
১২ দিন হইলে যিহূদীরা ষড়যন্ত্র
করিয়া আপনাদিগকে এক অভি-
শাপে আবদ্ধ করিল, বলিল, আমরা
যে পর্য্যন্ত পৌলকে বধ না করিব,
সে পর্য্যন্ত ভোজন কি পান করিব

[1] যাত্রাপুস্তক ২২; ২৮।

১৩ না। চল্লিশ জনের অধিক লোক
একসঙ্গে শপথ করিয়া এই
১৪ প্রকারে চক্রান্ত করিল। তাহারা
প্রধান যাজকদের ও প্রাচীনবর্গের
নিকটে গিয়া কহিল, আমরা এক
মহা অভিশাপে আপনাদিগকে
আবদ্ধ করিয়াছি, যে পর্য্যন্ত পৌলকে
বধ না করিব, সে পর্য্যন্ত কিছুরই
১৫ স্বাদ গ্রহণ করিব না। অতএব
আপনারা এখন মহাসভার সহিত
সহস্রপতির কাছে এই আবেদন
করুন, যেন তিনি আপনাদের কাছে
তাহাকে নামাইয়া আনিয়া দেন,
বলুন যে, আপনারা আরও সূক্ষ্ম-
রূপে তাহার বিষয়ে বিচার করিতে
উদ্যত হইয়াছেন; আর সে নিকটে
উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা
তাহাকে বধ করিতে প্রস্তুত
১৬ রহিলাম। কিন্তু পৌলের ভাগিনেয়
তাহাদের এই ঘাঁটি বসাইবার কথা
শুনিতে পাইয়া চলিয়া গিয়া দুর্গমধ্যে
প্রবেশ করিয়া পৌলকে জানাইল।
১৭ তাহাতে পৌল একজন শতপতিকে
কাছে ডাকিয়া কহিলেন, সহস্র-
পতির নিকটে এই যুবককে লইয়া
যাউন; কারণ তাঁহার কাছে ইহার
১৮ কিছু বলিবার আছে। তাহাতে
তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া সহস্র-
পতির নিকটে গিয়া কহিলেন, বন্দি
পৌল আমাকে কাছে ডাকিয়া
আপনার নিকটে এই যুবককে
আনিতে নিবেদন করিল, কেননা
আপনার কাছে ইহার কিছু বলি-
১৯ বার আছে। তখন সহস্রপতি
তাহার হস্ত ধরিয়া এক পার্শ্বে
লইয়া গিয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করি-
লেন, আমার কাছে তোমার কি
২০ বলিবার আছে? সে কহিল, যিহূ-
দীরা আপনার কাছে এই নিবেদন
করিবার মন্ত্রণা করিয়াছে, যেন
আপনি কল্য আরও সূক্ষ্মরূপে
পৌলের বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার
নিমিত্ত তাঁহাকে মহাসভার কাছে
২১ লইয়া যান। অতএব আপনি
তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিবেন না।
কেননা তাহাদের মধ্যে চল্লিশ
জনের অধিক লোক তাঁহার জন্য
ঘাঁটি বসাইয়াছে; তাহারা এক
অভিশাপে আপনাদিগকে বদ্ধ
করিয়াছে, যে পর্য্যন্ত তাঁহাকে
বধ না করিবে, সে পর্য্যন্ত ভোজন
কি পান করিবে না, আর এখনই
প্রস্তুত আছে, আপনার অনুমতির
২২ অপেক্ষা করিতেছে। তখন সহস্র-
পতি ঐ যুবককে এই আজ্ঞা দিয়া
বিদায় করিলেন, তুমি যে এই সকল
আমাকে জ্ঞাত করিয়াছ, তাহা
২৩ কাহাকেও বলিও না। পরে তিনি
দুই জন শতপতিকে কাছে ডাকিয়া
বলিয়া দিলেন, কৈসরিয়া পর্য্যন্ত
যাইবার নিমিত্ত রাত্রি তিন ঘটিকার
সময়ে দুই শত সেনা ও সত্তর জন
অশ্বারোহী এবং দুই শত বড়শাধারী
২৪ লোক প্রস্তুত রাখিও। আর তিনি
বাহন যোগাইতে আজ্ঞা করিলেন,
যেন তাহারা পৌলকে তাহার
উপরে চড়াইয়া নিরাপদে দেশাধ্যক্ষ
ফীলিক্সের নিকটে পঁহুছাইয়া দেয়।
২৫ পরে তিনি এই মর্ম্মে একখানি পত্র
লিখিলেন,

২৬ মহামহিম দেশাধ্যক্ষ ফীলিক্সের
সমীপে ক্লৌদিয় লুষিয়ের মঙ্গলবাদ।
২৭ যিহূদীরা এই ব্যক্তিকে ধরিয়া বধ
করিতে উদ্যত হইলে আমি সেনাগণ-
সহ উপস্থিত হইয়া ইহাকে রক্ষা
করিলাম, কেননা জানিতে পাইলাম
২৮ যে, এই ব্যক্তি রোমীয়। পরে
তাহারা কি কারণ ইহার উপরে
দোষারোপ করিতেছে, তাহা
জানিবার মানসে তাহাদের মহা-
সভাতে ইহাকে নামাইয়া লইয়া
২৯ গেলাম। তাহাতে আমি বুঝিলাম,
তাহাদের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় কোন
কোন বিবাদ প্রযুক্ত ইহার উপরে
দোষারোপ হইয়াছে, কিন্তু প্রাণ-
দণ্ডের বা শৃঙ্খলের যোগ্য কোন
দোষ প্রযুক্ত ইহার নামে অভিযোগ
৩০ হয় নাই। আর এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে
চক্রান্ত হইবে, এই সমাচার পাইয়া
আমি অবিলম্বেই আপনার নিকটে
ইহাকে পাঠাইয়া দিলাম। ইহার
উপরে যাহারা দোষারোপ
করিয়াছে, তাহাদিগকেও আদেশ
করিলাম, তাহারা আপনার কাছে
ইহার বিরুদ্ধে যাহা বলিবার
থাকে, বলুক।
৩১ পরে সেনারা প্রাপ্ত আদেশ
অনুসারে পৌলকে লইয়া রাত্রি-
৩২ কালে আন্তিপাত্রিতে গেল। পর-
দিন অশ্বারোহীদিগকে তাঁহার সঙ্গে
যাইবার জন্য রাখিয়া তাহারা দুর্গে
৩৩ ফিরিয়া আসিল। উহারা কৈস-
রিয়াতে পঁহুছিয়া দেশাধ্যক্ষের হস্তে
পত্রখানি সমর্পণ করিয়া পৌলকেও
তাঁহার কাছে উপস্থিত করিল।
৩৪ তিনি পত্র পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, এ কোন্ প্রদেশের
লোক? তখন, তিনি কিলিকিয়া
প্রদেশের লোক, ইহা জানিতে
পাইয়া দেশাধ্যক্ষ কহিলেন, যাহারা
তোমার উপরে দোষারোপ করি-
য়াছে, তাহারা যখন আসিবে, তখন
তোমার কথা শুনিব। পরে তিনি
হেরোদের রাজবাটীতে তাঁহাকে
রাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

## দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে পৌলের বিচার।

২৪ পাঁচ দিন পরে অননিয় মহা-
যাজক কয়েক জন প্রাচীন এবং
তর্তুল্ল নামে এক জন উকীলকে
সঙ্গে করিয়া তথায় গেলেন,
এবং তাঁহারা পৌলের বিরুদ্ধে
দেশাধ্যক্ষের নিকটে আবেদন
২ করিলেন; পৌলের ডাক হইলে পর
তর্তুল্ল তাঁহার নামে এই বলিয়া
দোষারোপ করিতে লাগিল,
হে মহামহিম ফীলিক্স, আপনার
দ্বারা আমরা মহাশান্তি ভোগ
করিতে পাইতেছি, এবং আপনার
পরিণামদর্শিতাগুণে এই জাতির
নানাবিধ অমঙ্গল নিবারিত হই-
৩ তেছে, ইহা আমরা সর্ব্বতোভাবে
সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতা সহকারে
৪ স্বীকার করিতেছি। কিন্তু কথার
বাহুল্যে যেন আপনাকে কষ্ট না
দিই, এই জন্য বিনতি করি, আপনি
নিজ দয়াগুণে আমাদের স্বল্প কথা
৫ শ্রবণ করুন। কারণ আমরা দেখিতে
পাইলাম, এই ব্যক্তি মহামারীস্বরূপ,

জগতের সমস্ত যিহূদীর মধ্যে কলহ-
জনক, এবং নাসরতীয় দলের
৬ অগ্রণী, আর এ ধর্ম্মধামও অশুচি
৭ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমরা
ইহাকে ধরিয়াছি। এই যে সকল
বিষয়ে ইহার উপরে দোষারোপ
৮ করিতেছি, আপনি নিজে ইহাকে
জিজ্ঞাসাবাদ করিলে সে সমস্ত
৯ জানিতে পারিবেন। যিহূদিগণও সায়
দিয়া বলিল, এই সকল কথা ঠিক।
১০ পরে দেশাধ্যক্ষ পৌলকে কথা
বলিবার জন্য ইঙ্গিত করিলে তিনি
এই উত্তর করিলেন,
আপনি অনেক বৎসর অবধি এই
জাতির বিচার করিয়া আসিতেছেন,
ইহা জানাতে আমি স্বচ্ছন্দে আত্ম-
১১ পক্ষ সমর্থন করিতেছি। আপনি
জানিতে পারিবেন, অদ্য বারো
দিনের অধিক হয় নাই, আমি
ভজনা করণার্থে যিরূশালেমে গিয়া-
১২ ছিলাম। আর ইহারা ধর্ম্মধামে
আমাকে কাহারও সহিত বাদবিতণ্ডা
করিতে, কিম্বা জনতাকে উত্তেজিত
করিতে দেখে নাই, সমাজ-গৃহেও
১৩ নয়, নগরেও নয়। আর এক্ষণে
ইহারা আমার উপরে যে সকল
দোষারোপ করিতেছে, আপনার
কাছে সে সমস্ত সপ্রমাণ করিতে
১৪ পারে না। কিন্তু আপনার নিকটে
আমি ইহা স্বীকার করি, ইহারা
যাহাকে দল বলে, সেই পথ অনু-
সারে আমি পৈতৃক ঈশ্বরের
আরাধনা করিয়া থাকি ; যাহা যাহা
ব্যবস্থার অনুযায়ী এবং যাহা যাহা
ভাববাদি-গ্রন্থে লিখিত আছে, সে
১৫ সমস্ত বিশ্বাস করি। আর ইহারাও
যেমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, সেই-
রূপ আমি ঈশ্বরে এই প্রত্যাশা
করিতেছি যে, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক
উভয় প্রকার লোকের পুনরুত্থান
১৬ হইবে। আর এ বিষয়ে আমিও
ঈশ্বরের ও মনুষ্যের প্রতি বিঘ্নহীন
সংবেদ রক্ষা করিতে নিরন্তর যত্ন
১৭ করিয়া থাকি। অনেক বৎসর পরে
আমি স্বজাতির কাছে দান লইবার
এবং নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবার জন্য
১৮ আসিয়াছিলাম ; এই উপলক্ষে
লোকেরা আমাকে ধর্ম্মধামে শুচী-
কৃত অবস্থায় দেখিয়াছিল, জনতাও
হয় নাই, গণ্ডগোলও হয় নাই ;
কিন্তু এশিয়া দেশের কতকগুলি
১৯ যিহূদী উপস্থিত ছিল, তাহাদেরই
উচিত ছিল, যেন আপনার কাছে
আমার বিরুদ্ধে যদি তাহাদের কোন
কথা থাকে, তবে উপস্থিত হয়,
২০ এবং দোষারোপ করে। নতুবা এই
উপস্থিত লোকেরাই বলুক, আমি
মহাসভার সম্মুখে দাঁড়াইলে ইহারা
আমার কি অপরাধ পাইয়াছে ?
২১ না, কেবল এই এক কথা, যাহা
তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে
বলিয়াছিলাম 'মৃতদের পুনরুত্থান
বিষয়ে অদ্য আপনাদের সম্মুখে
আমার বিচার হইতেছে'।
২২ তখন ফীলিক্স, সেই পথের
কথা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত
হওয়াতে, বিচার স্থগিত রাখিলেন,
কহিলেন, লুষিয় সহস্রপতি যখন
আসিবেন, তখন আমি তোমাদের
২৩ বিচার নিষ্পত্তি করিব। পরে তিনি

শতপতিকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি
ইহাকে আবদ্ধ রাখ, কিন্তু স্বচ্ছন্দে
রাখিও, ইহার কোন আত্মীয়কে
ইহার সেবা করণার্থে আসিতে বারণ
করিও না।
২৪ কয়েক দিন পরে ফীলিক্স দ্রুষিল্লা
নাম্নী আপন যিহূদী ভার্য্যার সহিত
আসিয়া পৌলকে ডাকিয়া পাঠাই-
লেন ও তাঁহার মুখে খ্রীষ্ট যীশুর
প্রতি বিশ্বাসের বিষয় শ্রবণ করি-
২৫ লেন। পৌল ন্যায়পরতার, ইন্দ্রিয়-
দমনের এবং আগামী বিচারের
বিষয় বর্ণনা করিলে ফীলিক্স ভীত
হইয়া উত্তর করিলেন, এখনকার মত
যাও, উপযুক্ত সময় পাইলে আমি
২৬ তোমাকে ডাকাইব। তিনি আশাও
করিয়াছিলেন যে, পৌল তাঁহাকে
টাকা দিবেন, এই জন্য পুনঃ পুনঃ
তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার সহিত
২৭ আলাপ করিতেন। কিন্তু দুই
বৎসর অতীত হইলে পর্কিয় ফীষ্ট
ফীলিক্সের পদ প্রাপ্ত হইলেন, আর
ফীলিক্স যিহূদীদের প্রীতির পাত্র
হইবার ইচ্ছা করিয়া পৌলকে বন্দি
রাখিয়া গেলেন।

২৫ ফীষ্ট সেই প্রদেশে উপস্থিত হই-
বার তিন দিন পরে কৈসরিয়া হইতে
২ যিরূশালেমে গেলেন। তাহাতে
প্রধান যাজকগণ এবং যিহূদীদের
প্রধান প্রধান লোক তাঁহার নিকটে
পৌলের বিরুদ্ধে আবেদন করি-
৩ লেন; আর বিনতিপূর্ব্বক তাঁহার
বিরুদ্ধে এই অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিতে
লাগিলেন, যেন পৌলকে যিরূ-
শালেমে ডাকিয়া পাঠান। তাঁহারা
পথিমধ্যে তাঁহাকে বধ করিবার
জন্য ঘাঁটি বসাইতে চাহিয়া-
৪ ছিলেন। কিন্তু ফীষ্ট উত্তর করিলেন,
পৌল কৈসরিয়াতে আবদ্ধ আছে;
আমিও সেখানে অবিলম্বে প্রস্থান
৫ করিব। অতএব তোমাদের মধ্যে
যাহারা ক্ষমতাপন্ন, তাহারা আমার
সহিত সেখানে গিয়া, সেই ব্যক্তির
কোন দোষ যদি থাকে, তবে তাহার
উপরে দোষারোপ করুক।
৬ আর তাঁহাদের নিকটে আট দশ
দিনের অনধিক কাল অবস্থিতি
করিয়া তিনি কৈসরিয়াতে নামিয়া
গেলেন; এবং পরদিন বিচারাসনে
বসিয়া পৌলকে আনিতে আজ্ঞা
৭ করিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে
যিরূশালেম হইতে আগত যিহূদীরা
তাঁহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া তাঁহার
বিপক্ষে অনেক ভারী ভারী দোষের
কথা উত্থাপন করিতে লাগিল, কিন্তু
তাহার প্রমাণ দর্শাইতে পারিল
৮ না। এদিকে পৌল আপনার পক্ষ
সমর্থন করিয়া বলিলেন, যিহূদীদের
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, ধর্ম্মধামের বিরুদ্ধে,
কিম্বা কৈসরের বিরুদ্ধে আমি কোন
৯ অপরাধ করি নাই। কিন্তু ফীষ্ট
যিহূদীদের প্রীতি-পাত্র হইবার ইচ্ছা
করাতে পৌলকে উত্তর করিয়া
কহিলেন, তুমি কি যিরূশালেমে
গিয়া সেখানে আমার সাক্ষাতে
এই সকল বিষয়ে বিচারিত হইতে
১০ সম্মত? পৌল বলিলেন, আমি
কৈসরের বিচারাসনের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া আছি, এখানে আমার

বিচার হওয়া উচিত। আমি
যিহূদীদের প্রতি কিছু অন্যায় করি
নাই, ইহা আপনিও বিলক্ষণ জানেন।
১১ তবে যদি আমি অপরাধী হই, এবং
মৃত্যুর যোগ্য কিছু করিয়া থাকি,
তাহা হইলে মরিতে অস্বীকার করি
না ; কিন্তু ইহারা আমার উপরে
যে সকল দোষারোপ করিতেছে,
এ সকল যদি কিছুই না হয় তবে
ইহাদের হস্তে আমাকে সমর্পণ
করিতে কাহারও অধিকার নাই ;
আমি কৈসরের নিকটে আপীল
১২ করি। তখন ফীষ্ট মন্ত্রিসভার সহিত
পরামর্শ করিয়া উত্তর করিলেন,
তুমি কৈসরের নিকটে আপীল
করিলে ; কৈসরের কাছেই যাইবে।

### আগ্রিপ্প রাজার সম্মুখে পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থন।

১৩ পরে কয়েক দিন গত হইলে
আগ্রিপ্প রাজা এবং বর্ণীকী
কৈসরিয়ায় উপস্থিত হইলেন, এবং
১৪ ফীষ্টকে মঙ্গলবাদ করিলেন। তাঁহারা
অনেক দিন সেখানে অবস্থিতি
করিলে ফীষ্ট রাজার কাছে
পৌলের কথা উপস্থিত করিয়া
কহিলেন, ফীলিক্স একটা লোককে
১৫ বন্দি রাখিয়া গিয়াছেন ; যখন
আমি যিরূশালেমে ছিলাম, তখন
যিহূদীদের প্রধান যাজকগণ ও
প্রাচীনবর্গ সেই ব্যক্তির বিষয়
আবেদন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে
১৬ দণ্ডাজ্ঞা যাচ্ঞা করিয়াছিল। আমি
তাহাদিগকে এই উত্তর দিয়াছিলাম,
যাহার নামে দোষারোপ হয়, সে
যাবৎ দোষারোপকারীদের সহিত
সম্মুখাসম্মুখি না হয়, এবং
আরোপিত দোষ সম্বন্ধে আত্মপক্ষ
সমর্থনের অবসর না পায়, তাবৎ
কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করা রোমীয়-
১৭ দের প্রথা নয়। পরে তাহারা
একসঙ্গে এ স্থানে আসিলে আমি
কাল বিলম্ব না করিয়া পরদিন
বিচারাসনে বসিয়া সেই ব্যক্তিকে
১৮ আনিতে আজ্ঞা করিলাম। পরে
দোষারোপকারীরা দাঁড়াইয়া, আমি
যে প্রকার দোষ অনুমান করিয়া-
ছিলাম, সেই প্রকার কোন দোষ
তাহার বিষয়ে উত্থাপন করিল না ;
১৯ কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে আপনাদের
নিজ ধর্ম্ম বিষয়ে, এবং যীশু নামে
কোন মৃত ব্যক্তি, যাহাকে পৌল
জীবিত বলিত, তাহার বিষয়ে
কয়েকটী তর্ক উপস্থিত করিল।
২০ তখন এ সকল বিষয় কিরূপে অনু-
সন্ধান করিতে হইবে, আমি স্থির
করিতে না পারিয়া বলিলাম, তুমি
কি যিরূশালেমে গিয়া সেখানে এই
বিষয়ে বিচারিত হইতে সম্মত ?
২১ তখন পৌল আপীল করিয়া সম্রাটের
বিচারের জন্য রক্ষিত থাকিতে
প্রার্থনা করায়, আমি যে পর্য্যন্ত
তাহাকে কৈসরের নিকটে পাঠাইয়া
দিতে না পারি, সে পর্য্যন্ত
আবদ্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিলাম।
২২ তখন আগ্রিপ্প ফীষ্টকে কহিলেন,
আমিও সেই ব্যক্তির নিকটে কথা
শুনিতে চাহিয়াছিলাম। ফীষ্ট
কহিলেন, কল্য শুনিতে পাইবেন :
২৩ অতএব পরদিন আগ্রিপ্প ও

বর্ণীকী মহা আড়ম্বরের সহিত
আসিলেন, এবং সহস্রপতিগণের ও
নগরের প্রধান লোকদের সহিত
সভাস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন, আর
ফীষ্টের আজ্ঞায় পৌল আনীত
২৪ হইলেন। তখন ফীষ্ট কহিলেন,
হে রাজন্ আগ্রিপ্প, এবং আমাদের
সহিত সভাস্থ মহাশয়েরা, আপনারা
ইহাকে দেখিতেছেন, ইহার বিষয়ে
যিহূদীদের দল সমেত সকল লোক
যিরূশালেমে এবং এই স্থানে আমার
নিকটে আবেদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে
বলিয়াছিল, উহার আর বাঁচিয়া
২৫ থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমি
দেখিতে পাইলাম, এ প্রাণদণ্ডের
যোগ্য কোন কর্ম্ম করে নাই, তথাপি
এ ব্যক্তি আপনি সম্রাটের নিকট
আপীল করাতে ইহাকে পাঠাইতে
২৬ স্থির করিয়াছি। আমার প্রভুর
কাছে ইহার বিষয়ে লিখিতে পারি,
আমার এমন নিশ্চিত কিছুই নাই;
সেই জন্য আপনাদের কাছে,
বিশেষতঃ হে রাজন্ আগ্রিপ্প,
আপনার কাছে ইহাকে উপস্থিত
করিলাম; যেন জিজ্ঞাসাবাদ করা
হইলে পর লিখিবার কিছু সূত্র
২৭ পাই। কেননা বন্দি পাঠাইবার
সময়ে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের
কথা নির্দ্দেশ না করা আমার
অসঙ্গত বোধ হয়।

২৬ পরে আগ্রিপ্প পৌলকে কহি-
লেন, তোমার পক্ষে যাহা বলিবার
আছে, তোমাকে বলিতে অনুমতি
দেওয়া যাইতেছে। তখন পৌল
হস্ত বিস্তার করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন
করিতে লাগিলেন—
২ হে রাজন্ আগ্রিপ্প, যিহূদীরা
আমার উপরে যে সকল দোষারোপ
করে, সে সম্বন্ধে অদ্য আপনার
সাক্ষাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে
পাইতেছি, এজন্য আমি আমাকে
৩ ধন্য মনে করি; বিশেষ কারণ এই,
যিহূদীদের সমস্ত রীতিনীতি ও তর্ক
সম্বন্ধে আপনি অভিজ্ঞ। অতএব
নিবেদন করি, সহিষ্ণুতাপূর্ব্বক
৪ আমার কথা শ্রবণ করুন। বাল্য-
কাল অবধি আমার আচার ব্যবহার,
যাহা আদি হইতে স্বজাতীয়দের
মধ্যে এবং যিরূশালেমে হইয়া
আসিয়াছে, তাহা যিহূদীরা সকলেই
৫ জানে; তাহারা প্রথমাবধি আমাকে
জ্ঞাত হওয়াতে ইচ্ছা করিলে এ
সাক্ষ্য দিতে পারে যে, আমাদের
ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মাচারী
সম্প্রদায় অনুসারে আমি ফরীশী
৬ মতে জীবন যাপন করিতাম। আর
আমাদের পিতৃপুরুষদের নিকটে
ঈশ্বর কর্ত্তৃক যাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে,
তাহার প্রত্যাশা প্রযুক্ত আমি এখন
বিচারিত হইবার জন্য দাঁড়াইয়াছি।
৭ আমাদের দ্বাদশ বংশ দিবারাত্র
একাগ্রমনে আরাধনা করিতে
করিতে সেই অঙ্গীকারের ফল
পাইবার প্রত্যাশা করিতেছে; আর
হে রাজন্, সেই প্রত্যাশার বিষয়েই
যিহূদিগণ কর্ত্তৃক আমার উপরে
৮ দোষারোপ হইতেছে। ঈশ্বর যদি
মৃতগণকে উঠান, তবে তাহা
আপনাদের বিচারে কেন বিশ্বাসের

৯ অযোগ্য বোধ হয় ? আমিই ত
মনে করিতাম যে, নাসরতীয় যীশুর
নামের বিরুদ্ধে অনেক কার্য্য করা
১০ আমার কর্ত্তব্য। আর আমি যিরূ-
শালেমে তাহাই করিতাম ; প্রধান
যাজকদের নিকটে ক্ষমতা প্রাপ্ত
হইয়া পবিত্রগণের মধ্যে অনেককে
আমি কারাগারে বদ্ধ করিতাম, ও
তাঁহাদের প্রাণদণ্ডের সময়ে সম্মতি
১১ প্রকাশ করিতাম, আর সমস্ত সমাজ-
গৃহে বার বার তাঁহাদিগকে শাস্তি
দিয়া বলপূর্ব্বক ধর্ম্মনিন্দা করাইতে
চেষ্টা করিতাম, এবং তাঁহাদের
বিরুদ্ধে অতিমাত্র উন্মত্ত হইয়া
বিদেশীয় নগর পর্য্যন্তও তাঁহাদিগকে
১২ তাড়না করিতাম। এই উপলক্ষে
প্রধান যাজকদের নিকটে ক্ষমতা
ও আজ্ঞাপত্র লইয়া আমি দম্মেশকে
১৩ যাইতেছিলাম, এমন সময়ে, হে
রাজন্, মধ্যাহ্নকালে পথিমধ্যে
দেখিলাম, আকাশ হইতে সূর্য্যতেজ
অপেক্ষাও তেজোময় জ্যোতি
আমার ও আমার সহযাত্রীদের
১৪ চারিদিকে দেদীপ্যমান। তখন
আমরা সকলে ভূমিতে পতিত হইলে
আমি এক বাণী শুনিলাম, উহা
ইব্রীয় ভাষায় আমাকে বলিল,
'শৌল, শৌল, কেন আমাকে তাড়না
করিতেছ ? কণ্টকের মুখে পদাঘাত
১৫ করা তোমার দুষ্কর।' তখন আমি
বলিলাম, 'প্রভু, আপনি কে ?'
প্রভু কহিলেন, 'আমি যীশু,
যাঁহাকে তুমি তাড়না করিতেছ ?
১৬ কিন্তু উঠ, তোমার পায়ে ভর
দিয়া দাঁড়াও, তুমি যে যে বিষয়ে
আমাকে দেখিয়াছ, ও যে যে
বিষয়ে আমি তোমাকে দর্শন
দিব, সেই সকল বিষয়ে যেন
তোমাকে সেবক ও সাক্ষী নিযুক্ত
করি, এই অভিপ্রায়ে তোমাকে
১৭ দর্শন দিলাম। আমি যাহাদের
নিকটে তোমাকে প্রেরণ করিতেছি,
সেই প্রজালোকদের ও পরজাতীয়
লোকদের হইতে তোমাকে উদ্ধার
১৮ করিব, যেন তুমি তাহাদের চক্ষু
খুলিয়া দেও, যেন তাহারা অন্ধকার
হইতে জ্যোতির প্রতি, এবং
শয়তানের কর্ত্তৃত্ব হইতে ঈশ্বরের
প্রতি ফিরিয়া আইসে, যেন আমাতে
বিশ্বাস করণ দ্বারা পাপের মোচন
ও পবিত্রীকৃত লোকদের মধ্যে
১৯ অধিকার প্রাপ্ত হয়।' এ জন্য,
হে রাজন্ আগ্রিপ্প, আমি সেই
স্বর্গীয় দর্শনের অবাধ্য হইলাম না ;
২০ কিন্তু প্রথমে দম্মেশকের লোকদের
কাছে, পরে যিরূশালেমে ও
যিহূদিয়ার সমস্ত জনপদে, এবং
পরজাতিদের কাছে প্রচার করিতে
লাগিলাম যে, তাহারা যেন মন
ফিরায়, ও ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া
আইসে, মনপরিবর্ত্তনের উপযোগী
২১ কার্য্য করে। এই কারণ যিহূদীরা
ধর্ম্মধামে আমাকে ধরিয়া বধ
২২ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু
ঈশ্বর হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া
আমি অদ্য পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া আছি,
ক্ষুদ্র ও মহান্ সকলের কাছে সাক্ষ্য
দিতেছি, ভাববাদিগণ এবং মোশিও
যাহা ঘটিবে বলিয়া গিয়াছেন, ইহা
ছাড়া আর কিছুই বলিতেছি না।

২৩ আর তাহা এই, খ্রীষ্টকে দুঃখভোগ
করিতে হইবে, আর তিনিই প্রথম,
মৃতগণের পুনরুত্থান দ্বারা, প্রজা-
লোক ও পরজাতীয় লোক উভয়ের
কাছে দীপ্তি প্রচার করিবেন।
২৪ এইরূপে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন
করিতেছেন, এমন সময়ে ফীষ্ট উচ্চ
রবে কহিলেন, পৌল, তুমি পাগল;
বহু বিদ্যাভ্যাস তোমাকে পাগল
২৫ করিয়া তুলিতেছে। পৌল কহিলেন,
হে মহামহিম ফীষ্ট, আমি পাগল
নহি, কিন্তু সত্যের ও সুবোধের
২৬ উক্তি প্রচার করিতেছি। বাস্তবিক
রাজা এ সকল বিষয় জানেন, আর
তাঁহারই সাক্ষাতে আমি সাহস-
পূর্ব্বক কথা কহিতেছি; কারণ
আমার ধারণা এই যে, ইহার
কিছুই রাজার অগোচর নহে;
যেহেতুক ইহা কোণের মধ্যে করা
২৭ যায় নাই। হে রাজন্ আগ্রিপ্প,
আপনি কি ভাববাদিগণকে বিশ্বাস
করেন? আমি জানি, আপনি
২৮ বিশ্বাস করেন। তখন আগ্রিপ্প
পৌলকে কহিলেন, তুমি অল্পেই
আমাকে খ্রীষ্টীয়ান করিতে চেষ্টা
২৯ পাইতেছ। পৌল কহিলেন, ঈশ্বরের
কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি,
অল্পে হউক কি অধিকে হউক,
কেবল আপনি নন, কিন্তু অন্য
যত লোক অদ্য আমার কথা
শুনিতেছেন, সকলেই যেন এই বন্ধন
ছাড়া আমি যেমন, তেমনি হন।
৩০ তখন রাজা, দেশাধ্যক্ষ ও বর্ণীকী
এবং তাঁহাদের সঙ্গে উপবিষ্ট
৩১ লোকেরা উঠিলেন; আর অন্য
স্থানে গিয়া পরস্পর আলাপ করিয়া
বলিলেন, এই ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের
কিম্বা বন্ধনের যোগ্য কিছুই করে
৩২ না। আর আগ্রিপ্প ফীষ্টকে কহিলেন,
এই ব্যক্তি যদি কৈসরের নিকটে
আপীল না করিত, তবে মুক্তি
পাইতে পারিত।

## পৌলের রোমে গমন ও সুসমাচার প্রচার।

২৭ যখন স্থির হইল যে, আমরা
জাহাজে ইতালিয়ায় যাত্রা করিব,
তখন পৌল ও অন্য কয়েক জন
বন্দি আগস্তীয় সৈন্যদলের যুলিয়
নামে এক জন শতপতির হস্তে
২ সমর্পিত হইলেন। পরে আমরা
এমন একখান আদ্রামুত্তীয় জাহাজে
উঠিয়া যাত্রা করিলাম, যে জাহাজ
এশিয়ার উপকূলের নানা স্থানে
যাইবে। মাকিদনিয়ার থিষলনীকী-
নিবাসী আরিষ্টার্খ আমাদের সঙ্গে
৩ ছিলেন। পরদিন আমরা সীদোনে
লাগাইলাম; আর যুলিয় পৌলের
প্রতি সৌজন্য ব্যবহার করিয়া
তাঁহাকে বন্ধুবান্ধবের নিকটে গিয়া
প্রাণ জুড়াইবার অনুমতি দিলেন।
৪ পরে তথা হইতে জাহাজ খুলিয়া
সম্মুখ বাতাস হওয়াতে আমরা কুপ্র
দ্বীপের আড়ালে আড়ালে চলিলাম।
৫ পরে কিলিকিয়ার ও পাম্ফুলিয়ার
সম্মুখস্থ সমুদ্র পার হইয়া লুকিয়া
দেশস্থ মুরায় উপস্থিত হইলাম।
৬ সেই স্থানে শতপতি ইতালিয়াতে
যাইতে উদ্যত একখান আলেক্-
সান্দ্রীয় জাহাজ দেখিতে পাইয়া

আমাদিগকে সেই জাহাজে তুলিয়া
৭ দিলেন। পরে বহু দিবস ধীরে
ধীরে চলিয়া কষ্টে ক্নীদের সম্মুখে
উপস্থিত হইল, বাতাসে আর
অগ্রসর হইতে না পারাতে, আমরা
সল্‌মোনীর মুখ দিয়া ক্রীতী
৮ দ্বীপের আড়ালে চলিলাম। পরে
কষ্টে উপকূলের নিকট দিয়া যাইতে
যাইতে 'সুন্দর পোতাশ্রয়' নামক
স্থানে উপস্থিত হইলাম। লাসেয়া
নগর সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী।
৯ এইরূপে অনেক দিন অতিবাহিত
হওয়াতে, এবং উপবাস-পর্ব্ব অতীত
হইয়াছিল বলিয়া জলযাত্রা সঙ্কট-
জনক হওয়াতে, পৌল তাহাদিগকে
১০ পরামর্শ দিয়া কহিলেন, মহাশয়েরা,
আমি দেখিতেছি যে, এই যাত্রায়
অনিষ্ট ও অনেক ক্ষতি হইবে, তাহা
কেবল মালের ও জাহাজের, এমন
নয়, আমাদের প্রাণেরও হইবে।
১১ কিন্তু শতপতি পৌলের কথা অপেক্ষা
প্রধান নাবিকের ও জাহাজের
কর্ত্তার কথায় অধিক কর্ণপাত
১২ করিলেন। আর ঐ পোতাশ্রয়ে
শীতকাল যাপনের সুবিধা না
হওয়াতে অধিকাংশ লোক সেখান
হইতে যাত্রা করিবার পরামর্শ
করিল, যেন কোন প্রকারে
ফৈনীকায় পঁহুছিয়া সেখানে শীত-
কাল যাপন করিতে পারে। সেই
স্থান ক্রীতীর এক পোতাশ্রয়, তাহা
উত্তরপূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব অভিমুখীন।
১৩ পরে যখন দক্ষিণ বায়ু মন্দ মন্দ
বহিতে লাগিল, তখন তাহারা,
অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল মনে করিয়া,
জাহাজ খুলিয়া ক্রীতীর কূলের
অতি নিকট দিয়া চলিতে লাগিল।
১৪ কিন্তু অল্প কাল পরে কূল হইতে
উরাকুলো নামে অতি প্রচণ্ড এক
বায়ু আঘাত করিতে লাগিল।
১৫ তখন জাহাজ ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া
বায়ুর প্রতিরোধ করিতে না পারাতে
আমরা তাহা ভাসিয়া যাইতে
১৬ দিলাম। পরে কৌদা নামে একটী
ক্ষুদ্র দ্বীপের আড়ালে আড়ালে
চলিয়া কষ্টে নৌকাখানি
আপনাদের বশ করিতে পারিলাম।
১৭ তখন মাল্লারা তাহা তুলিয়া লইয়া,
নানা উপায়ে জাহাজের পার্শ্বে
বাঁধিয়া দৃঢ় করিল; আর পাছে
সুর্ত্তি নামক চড়াতে গিয়া পড়ে,
এই ভয়ে সাজ নামাইয়া অমনি
১৮ চলিল। ঝড়ের অতিশয় উৎপাত
প্রযুক্ত পরদিন তাহারা মাল জলে
১৯ ফেলিয়া দিতে লাগিল। তৃতীয়
দিবসে তাহারা স্বহস্তে জাহাজের
২০ সরঞ্জাম ফেলিয়া দিল। আর
অনেক দিন পর্য্যন্ত সূর্য্য কি তারা
প্রকাশ না পাওয়াতে, এবং ভারী
ঝড়ে উৎপাত করাতে, আমাদের
রক্ষা পাইবার সমস্ত আশা ক্রমে
দূরীভূত হইল।
২১ তখন সকলে অনেক দিন
অনাহারে থাকিলে পর পৌল
তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিলেন,
হে মহাশয়েরা, আমার কথা গ্রাহ্য
করিয়া ক্রীতী হইতে জাহাজ না
ছাড়া, এই অনিষ্ট ও ক্ষতি হইতে
না দেওয়া, আপনাদের উচিত ছিল।
২২ কিন্তু এক্ষণে আমার পরামর্শ এই,

আপনারা সাহস করুন, কেননা
আপনাদের কাহারও প্রাণের হানি
হইবে না, কেবল জাহাজের
২৩ হইবে। কারণ আমি যে ঈশ্বরের
লোক এবং যাঁহার সেবা করি,
তাঁহার এক দূত গত রাত্রিতে
আমার নিকটে দাঁড়াইয়া কহিলেন,
২৪ পৌল, ভয় করিও না, কৈসরের
সম্মুখে তোমাকে দাঁড়াইতে হইবে।
আর দেখ, যাহারা তোমার
সঙ্গে যাইতেছে, ঈশ্বর তাহাদের
সকলকেই তোমায় দান করিয়াছেন।
২৫ অতএব মহাশয়েরা সাহস করুন,
কেননা ঈশ্বরে আমার এমন বিশ্বাস
আছে যে, আমার নিকটে যেরূপ
উক্ত হইয়াছে, সেইরূপই ঘটিবে।
২৬ কিন্তু কোন দ্বীপে গিয়া আমাদিগকে
পড়িতে হইবে।
২৭ এইরূপে আমরা আদ্রিয়া সমুদ্রে
ইতস্ততঃ চালিত হইতে হইতে যখন
চতুর্দ্দশ রাত্রি উপস্থিত হইল, তখন
প্রায় মধ্যরাত্রে মাল্লারা অনুমান
করিতে লাগিল যে, তাহারা কোন
২৮ দেশের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। আর
তাহারা জল মাপিয়া বিশ বাঁউ জল
পাইল; একটু পরে পুনর্ব্বার জল
২৯ মাপিয়া পনর বাঁউ পাইল। তখন
পাছে আমরা শৈলময় স্থানে গিয়া
পড়ি, এই আশঙ্কায় তাহারা
জাহাজের পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে
চারিটী লঙ্গর ফেলিয়া দিবসের
৩০ আকাঙ্ক্ষায় থাকিল। আর মাল্লারা
জাহাজ হইতে পলায়ন করিবার
চেষ্টা করিতেছিল, এবং গলহীর
কিঞ্চিৎ অগ্রে লঙ্গর ফেলিবার ছল
করিয়া নৌকাখানি সমুদ্রে নামাইয়া
৩১ দিয়াছিল, এই জন্য পৌল শত-
পতিকে ও সেনাদিগকে কহিলেন,
উহারা জাহাজে না থাকিলে
আপনারা রক্ষা পাইতে পারিবেন
৩২ না। তখন সেনারা নৌকা-
খানির রজ্জু কাটিয়া তাহা জলে
৩৩ পড়িতে দিল পরে দিন হইয়া
আসিতেছে, এমন সময়ে পৌল
সকল লোককে কিছু আহার
করিতে বিনতি করিয়া কহিলেন,
অদ্য চৌদ্দ দিন হইল, আপনারা
অপেক্ষা করিয়া আছেন, কিছু খাদ্য
গ্রহণ না করিয়া অনাহারে কাল-
৩৪ ক্ষেপ করিতেছেন। অতএব বিনতি
করি, আহার করুন, কেননা তাহা
আপনাদের রক্ষার জন্য উপকারী
হইবে; কারণ আপনাদের কাহারও
মস্তকের এক গাছি কেশও নষ্ট
৩৫ হইবে না। ইহা বলিয়া পৌল
রুটী লইয়া সকলের সাক্ষাতে ঈশ্বরের
ধন্যবাদ করিলেন, পরে তাহা
ভাঙ্গিয়া ভোজন করিতে আরম্ভ
৩৬ করিলেন। তখন সকলে সাহস
প্রাপ্ত হইল, এবং আপনারাও
৩৭ আহার করিল। সেই জাহাজে
আমরা সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত ছেয়াত্তর
৩৮ প্রাণী ছিলাম। সকলে খাদ্যে তৃপ্ত
হইলে পর তাহারা সমস্ত গম
সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া জাহাজের
ভার লাঘব করিল।
৩৯ দিন হইলে তাহারা সেই স্থল
চিনিতে পারিল না। কিন্তু এমন
এক খাড়ী দেখিতে পাইল, যাহার
বালুকাময় তীর ছিল; আর পরামর্শ

করিল, যদি পারে, তবে সেই তীরের
উপরে যেন জাহাজ তুলিয়া দেয়।
৪০ তাহারা লঙ্গর সকল কাটিয়া সমুদ্রে
ত্যাগ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে
হাইলের বন্ধন খুলিয়া দিল ; পরে
বাতাসের সম্মুখে অগ্রভাগের পাইল
তুলিয়া সেই বালুকাময় তীরের
৪১ অভিমুখে চলিতে লাগিল। কিন্তু
ছুই দিকে সমুদ্রাহত কোন স্থানে
গিয়া পড়াতে চড়ার উপরে জাহাজ
আটকাইল, তাহাতে গলহী বাধিয়া
গিয়া অচল হইয়া রহিল, কিন্তু
পশ্চাদ্ভাগ প্রবল তরঙ্গের আঘাতে
৪২ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। তখন
সেনারা বন্দিদিগকে বধ করিবার
পরামর্শ করিল, পাছে কেহ সাঁতার
৪৩ দিয়া পলায়ন করে। কিন্তু শতপতি
পৌলকে রক্ষা করিবার বাসনায়
তাহাদিগকে সেই সঙ্কল্প হইতে ক্ষান্ত
করিলেন, আর এই আজ্ঞা দিলেন,
যাহারা সাঁতার জানে, তাহারা অগ্রে
৪৪ ঝাঁপ দিয়া ডাঙ্গায় উঠুক ; আর
অবশিষ্ট সকলে তক্তা কিম্বা
জাহাজের যাহা পায়, তাহা ধরিয়া
ডাঙ্গায় উঠুক। এইরূপে সকলে
ডাঙ্গায় উঠিয়া রক্ষা পাইল।

২৮ আমরা রক্ষা পাইলে পর
জানিতে পারিলাম যে, সেই দ্বীপের
২ নাম মিলিতা। আর তথাকার
বর্ব্বরেরা আমাদের প্রতি অসাধারণ
সৌজন্য প্রকাশ করিল, বস্তুতঃ
উপস্থিত বৃষ্টি ও শীত প্রযুক্ত
আগুন জ্বালিয়া আমাদের সকলকে
৩ অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু পৌল এক
বোঝা কাষ্ঠ কুড়াইয়া ঐ আগুনের
উপরে ফেলিয়া দিলে আগুনের
উত্তাপে একটা কালসর্প বাহির
হইয়া তাঁহার হাতে লাগিয়া রহিল।
৪ তখন ঐ বর্ব্বরেরা তাঁহার হাতে
সেই জন্তুটা ঝুলিতেছে দেখিয়া
পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,
এই ব্যক্তি নিশ্চয় খুনী, সমুদ্র হইতে
রক্ষা পাইলেও ধর্ম্ম ইহাকে বাঁচিতে
৫ দিলেন না। কিন্তু তিনি হাত ঝাড়িয়া
জন্তুটাকে আগুনের মধ্যে ফেলিয়া
দিলেন, ও তাঁহার কিছুই হানি
৬ হইল না। তখন তাহারা অপেক্ষা
করিতে লাগিল যে, তিনি ফুলিয়া
পড়িবেন, কিম্বা হঠাৎ মরিয়া ভূমিতে
পড়িয়া যাইবেন ; কিন্তু অনেকক্ষণ
পর্য্যন্ত অপেক্ষায় থাকিলে পর,
তাঁহার প্রতি কোন বিষম ব্যাপার
ঘটিতেছে না দেখিয়া, তাহারা অন্য
বিচার করিয়া বলিতে লাগিল, উনি
দেবতা।
৭ ঐ স্থানের নিকটে সেই দ্বীপের
পুব্লিয় নামক প্রধানের ভূসম্পত্তি
ছিল ; তিনি আমাদিগকে সাদরে
গ্রহণ করিয়া সৌজন্য সহকারে তিন
দিন পর্য্যন্ত আমাদের আতিথ্য
৮ করিলেন। তৎকালে পুব্লিয়ের পিতা
জ্বর ও আমাশয় রোগে পীড়িত
হইয়া শয্যাগত ছিলেন। আর পৌল
ভিতরে তাঁহার নিকটে গিয়া প্রার্থনা-
পূর্ব্বক তাঁহার উপরে হস্তার্পণ
৯ করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিলেন। এই
ঘটনা হইলে পর অন্য যত রোগী
ঐ দ্বীপে ছিল, তাহারা আসিয়া
১০ সুস্থ হইল। আর তাহারা বিস্তর

সমাদরে আমাদিগকে সমাদর
করিল, এবং আমাদের প্রস্থান
সময়ে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয়
সামগ্রী জাহাজে আনিয়া দিল।
১১ তিন মাস গত হইলে পর আমরা
আলেক্‌সান্দ্রীয় এক জাহাজে উঠিয়া
যাত্রা করিলাম ; সেই জাহাজ ঐ
দ্বীপে শীতকাল যাপন করিয়াছিল,
১২ তাহার চিহ্ন যমজ-দেব। পরে
সুরাকূষে লাগাইয়া আমরা সেখানে
১৩ তিন দিবস থাকিলাম। আর তথা
হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রীগিয়ে
উপস্থিত হইলাম ; এক দিনের পর
দক্ষিণ বাতাস উঠিল, আর দ্বিতীয়
দিন পূতিয়লীতে উপস্থিত হইলাম।
১৪ সেই স্থানে কয়েক জন ভ্রাতার দেখা
পাইলাম, আর তাঁহারা অনুনয়
বিনয় করিলে সাত দিন তাঁহাদের
সঙ্গে অবস্থিতি করিলাম ; এইরূপে
১৫ আমরা রোমে উপস্থিত হই। আর
তথা হইতে ভ্রাতৃগণও আমাদের
সংবাদ পাইয়া অপ্পিয়ের হাট ও
তিন সরাই পর্য্যন্ত আমাদের সহিত
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন ;
তাঁহাদিগকে দেখিয়া পৌল ঈশ্বরের
ধন্যবাদ করিয়া সাহস প্রাপ্ত
হইলেন।
১৬ রোমে আমাদের উপস্থিত
হইবার পরে পৌল আপন প্রহরী
সৈনিকের সহিত স্বতন্ত্র বাস করিবার
অনুমতি পাইলেন।
১৭ আর তিন দিনের পর তিনি
যিহূদীদের প্রধান প্রধান লোককে
ডাকাইয়া একত্র করিলেন ; এবং
তাঁহারা সমাগত হইলে তিনি
তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ,
আমি যদিও স্বজাতীয়দের কিম্বা
পৈতৃক রীতিনীতির বিরুদ্ধে কিছুই
করি নাই, তথাপি যিরূশালেম
হইতে প্রেরিত বন্দিরূপে রোমীয়-
দের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিলাম।
১৮ আর তাহারা, আমার বিচার করিয়া
প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন দোষ না
পাওয়াতে, আমাকে মুক্তি দিতে
১৯ চাহিয়াছিল ; কিন্তু যিহূদীরা প্রতি-
বাদ করায় আমি কৈসরের কাছে
আপীল করিতে বাধ্য হইলাম ;
স্বজাতীয়দের উপরে দোষারোপ
করিবার কোন কথা যে আমার
২০ ছিল, তাহা নয়। সেই কারণ
আমি আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ
ও কথোপকথন করিবার জন্য
আপনাদিগকে আহ্বান করিলাম ;
কারণ ইস্রায়েলের প্রত্যাশা হেতুই
আমি এই শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছি।
২১ তাহারা তাঁহাকে কহিল, আমরা
আপনার বিষয়ে যিহূদিয়া হইতে
কোন পত্র পাই নাই ; অথবা ভ্রাতৃ-
গণের মধ্যেও কেহ এখানে আসিয়া
আপনার বিষয়ে মন্দ সংবাদ দেন
নাই, বা মন্দ কথাও বলেন নাই।
২২ কিন্তু আপনার মত কি, তাহা
আমরা আপনার মুখে শুনিতে
বাসনা করি ; কারণ এই দলের
বিষয়ে আমরা জানি যে, সর্ব্বত্র
লোকে ইহার বিরুদ্ধে কথা বলিয়া
থাকে।
২৩ পরে তাঁহারা একটী দিন নিরূপণ
করিয়া সেই দিন অনেকে তাঁহার
বাসায় তাঁহার কাছে আসিলেন ;

তাঁহাদের কাছে তিনি প্রাতঃকাল
অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়া
ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য
দিলেন, এবং মোশির ব্যবস্থা ও
ভাববাদিগণের গ্রন্থ লইয়া যীশুর
বিষয়ে তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা
২৪ করিলেন। তাহাতে কেহ কেহ
তাঁহার কথায় প্রত্যয় করিলেন,
আর কেহ কেহ অবিশ্বাস করিলেন।
২৫ এইরূপে তাঁহাদের মধ্যে মতের
একতা না হওয়ায় তাঁহারা বিদায়
হইতে লাগিলেন; যাইবার পূর্ব্বে
পৌল এই একটী কথা বলিয়া
দিলেন, পবিত্র আত্মা যিশাইয় ভাব-
বাদীর দ্বারা আপনাদের পিতৃপুরুষ-
দিগকে এই কথা ভালই বলিয়া-
২৬ ছিলেন, যথা,
"এই লোকদের নিকটে গিয়া বল,
তোমরা শ্রবণে শুনিবে, কিন্তু
কোন মতে বুঝিবে না,
এবং চক্ষে দেখিবে, কিন্তু কোন
মতে জানিবে না;
২৭ কেননা এই লোকদের চিত্ত
অসাড় হইয়াছে,
শুনিতে তাহাদের কর্ণ ভারী
হইয়াছে,
ও তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে,
পাছে তাহারা চক্ষে দেখে, এবং
কর্ণে শুনে,
হৃদয়ে বুঝে, এবং ফিরিয়া আইসে,
আর আমি তাহাদিগকে সুস্থ
করি।"*
২৮ অতএব আপনারা জ্ঞাত হউন, পর-
জাতীয়দের কাছে ঈশ্বরের এই
পরিত্রাণ প্রেরিত হইল; আর
তাহারা শুনিবে।
২৯ আর পৌল সম্পূর্ণ দুই বৎসর
পর্য্যন্ত নিজের ভাড়াটিয়া ঘরে
থাকিলেন, এবং যত লোক তাঁহার
নিকটে আসিত, সকলকেই গ্রহণ
করিয়া সম্পূর্ণ সাহসপূর্ব্বক ঈশ্বরের
৩০ রাজ্যের কথা প্রচার করিতেন, এবং
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে উপদেশ
দিতেন, কেহ তাঁহাকে বাধা দিত না।

* যিশাইয় ৬, ৯, ১০।

# রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

**মঙ্গলাচরণ ও আভাষ।**

১ পৌল, যীশু খ্রীষ্টের দাস, আহূত
প্রেরিত, ঈশ্বরের সুসমাচারের জন্য
পৃথক্কৃত—
যে সুসমাচার ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রে
আপন ভাববাদিগণের দ্বারা পূর্ব্বে
৩ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; তাহা
তাঁহার পুত্র বিষয়ক, যিনি মাংসের
৪ সম্বন্ধে দায়ূদের বংশজাত, যিনি
পবিত্রতার আত্মার সম্বন্ধে মৃতগণের
পুনরুত্থান দ্বারা সপরাক্রমে ঈশ্বরের

৫ পুত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; তিনি যীশু খ্রীষ্ট,
আমাদের প্রভু, যাঁহার দ্বারা আমরা
তাঁহার নামের পক্ষে সকল জাতির
মধ্যে বিশ্বাসের আজ্ঞাবহতার
উদ্দেশে অনুগ্রহ ও প্রেরিতত্ব প্রাপ্ত
৬ হইয়াছি; তাহাদের মধ্যে তোমরাও
আছ, যীশু খ্রীষ্টের আহূত লোক—
৭ রোমে ঈশ্বরের প্রিয় আহূত পবিত্র
যত লোক আছেন, সেই সর্ব্বজন
সমীপেষু।

আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু
খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
৮ প্রথমতঃ আমি যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা
তোমাদের সকলের জন্য আমার
ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি যে,
তোমাদের বিশ্বাস সমস্ত জগতে
৯ পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। কারণ ঈশ্বর,
যাঁহার আরাধনা আমি আপন
আত্মাতে তাঁহার পুত্রের সুসমাচারে
করিয়া থাকি, তিনি আমার সাক্ষী
যে, আমি নিরন্তর তোমাদের নাম
১০ উল্লেখ করিয়া থাকি, আমার
প্রার্থনাকালে আমি সর্ব্বদা যাচ্ঞা
করিয়া থাকি, যেন এত কালের পরে
সম্প্রতি কোন প্রকারে ঈশ্বরের
ইচ্ছায় তোমাদের নিকটে যাইবার
বিষয়ে সফলকাম হইতে পারি।
১১ কেননা আমি তোমাদিগকে
দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, যেন
তোমাদিগকে এমন কোন আত্মিক
বর প্রদান করি, যাহাতে তোমরা
১২ স্থিরীকৃত হও; অর্থাৎ যাহাতে
তোমাদের ও আমার, উভয় পক্ষের,
আন্তরিক বিশ্বাস দ্বারা তোমা-
দিগেতে আমি আপনিও সঙ্গে সঙ্গে
আশ্বাস পাই।
১৩ আর হে ভ্রাতৃগণ, আমার ইচ্ছা
নয় যে, তোমরা এ বিষয় অজ্ঞাত
থাক, আমি বার বার তোমাদের
কাছে আসিবার মনস্থ করিয়াছি—
আর এ পর্য্যন্ত নিবারিত হইয়া
আসিয়াছি—যেন পরজাতীয় অন্য
সকল লোকের মধ্যে যেমন, তেমনি
তোমাদের মধ্যেও কোন ফল প্রাপ্ত
১৪ হই। গ্রীক ও বর্ব্বর, বিজ্ঞ ও অজ্ঞ,
১৫ সকলের কাছে আমি ঋণী। তদনু-
সারে আমার যতটা সাধ্য, আমি
রোম-নিবাসী তোমাদের কাছেও
সুসমাচার প্রচার করিতে উৎসুক।
১৬ কেননা আমি সুসমাচার সম্বন্ধে
লজ্জিত নহি; কারণ উহা প্রত্যেক
বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের
শক্তি; প্রথমতঃ যিহূদীর পক্ষে, আর
১৭ গ্রীকেরও পক্ষে। কারণ ঈশ্বর-দেয়
এক ধার্ম্মিকতা সুসমাচারে প্রকা-
শিত হইতেছে, তাহা বিশ্বাসমূলক
ও বিশ্বাসজনক, যেমন লেখা আছে,
"কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস হেতু
বাঁচিবে"।*

## যীশু খ্রীষ্ট দ্বারাই ধার্ম্মিকতা লাভ হয়।

প্রতিমাপূজকদের পাপাবস্থা।

১৮ কারণ ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ হইতে
সেই মনুষ্যদের সমস্ত ভক্তিহীনতা ও
অধার্ম্মিকতার উপরে প্রকাশিত
হইতেছে, যাহারা অধার্ম্মিকতায়
১৯ সত্যের প্রতিরোধ করে। কেননা

* হবক্কূক ২; ৪।

ঈশ্বরের বিষয়ে যাহা জানা যাইতে
পারে, তাহা তাহাদের মধ্যে
সপ্রকাশ আছে, কারণ ঈশ্বর তাহা
তাহাদের কাছে প্রকাশ করিয়া-
২০ ছেন। ফলতঃ তাঁহার অদৃশ্য গুণ,
অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও
ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিকাল অবধি
তাঁহার বিবিধ কার্য্যে বোধগম্য
হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, এ জন্য তাহা-
২১ দের উত্তর দিবার পথ নাই ; কারণ
ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াও তাহারা
তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার
গৌরব করে নাই, ধন্যবাদও করে
নাই ; কিন্তু আপনাদের তর্কবিতর্কে
অসার হইয়া পড়িয়াছে, এবং
তাহাদের অবোধ হৃদয় অন্ধকার
২২ হইয়া গিয়াছে। আপনাদিগকে
বিজ্ঞ বলিয়া তাহারা মূর্খ হইয়াছে,
২৩ এবং ক্ষয়ণীয় মনুষ্যের ও পক্ষীর ও
চতুষ্পদের ও সরীসৃপের মূর্ত্তি-
বিশিষ্ট প্রতিকৃতির সহিত অক্ষয়
ঈশ্বরের গৌরব পরিবর্ত্তন করিয়াছে।
২৪ এই কারণ ঈশ্বর তাহাদিগকে
আপন আপন হৃদয়ের নানা
অভিলাষে এমন অশুচিতায় সমর্পণ
করিলেন যে, তাহাদের দেহ তাহা-
২৫ দিগেতে অনাদৃত হইতেছে ; কারণ
তাহারা মিথ্যার সহিত ঈশ্বরের
সত্য পরিবর্ত্তন করিয়াছে, এবং
সৃষ্ট বস্তুর পূজা ও আরাধনা
করিয়াছে, সেই সৃষ্টিকর্ত্তার নয়,
যিনি যুগে যুগে ধন্য। আমেন।
২৬ এই জন্য ঈশ্বর তাহাদিগকে
জঘন্য রিপুর বশে সমর্পণ করিয়া-
ছেন ; এমন কি, তাহাদের
স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক ব্যবহারের
পরিবর্ত্তে স্বভাবের বিপরীত ব্যবহার
২৭ করিয়াছে। আর পুরুষেরাও তদ্রূপ
স্বাভাবিক স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিয়া
পরস্পর কামানলে প্রজ্বলিত
হইয়াছে, পুরুষ পুরুষে কুৎসিত
ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছে, এবং
আপনাদিগেতে নিজ নিজ বিপথ-
গমনের সমুচিত প্রতিফল পাইয়াছে।
২৮ আর যেমন তাহারা ঈশ্বরকে
আপনাদের জ্ঞানে ধারণ করিতে
সম্মত হয় নাই, তেমনি ঈশ্বর
তাহাদিগকে অনুচিত ক্রিয়া করিতে
ভ্রষ্ট মতিতে সমর্পণ করিলেন।
২৯ তাহারা সর্ব্বপ্রকার অধার্ম্মিকতা,
দুষ্টতা, লোভ ও হিংসাতে পরি-
পূরিত, মাৎসর্য্য, বধ, বিবাদ, ছল
৩০ ও দুর্বৃত্তিতে পূর্ণ ; কর্ণেজপ, পরী-
বাদক, ঈশ্বর-ঘৃণিত*, দুর্বিনীত,
উদ্ধত, আত্মশ্লাঘী, মন্দ বিষয়ের
উৎপাদক, পিতামাতার অনাজ্ঞাবহ,
৩১ নির্ব্বোধ, নিয়ম-ভঙ্গকারী, স্নেহ-
৩২ রহিত, নির্দ্দয়। তাহারা ঈশ্বরের
এই বিচার জ্ঞাত ছিল যে, যাহারা
এইরূপ আচরণ করে, তাহারা
মৃত্যুর যোগ্য, তথাপি তাহারা
তদ্রূপ আচরণ করে, কেবল তাহা
নয়, কিন্তু তদাচারী সকলের অনু-
মোদন করে।

*যিহূদী প্রভৃতি মনুষ্যমাত্রের পাপাবস্থা।*

২ অতএব, হে মনুষ্য, তুমি যে বিচার
করিতেছ, তুমি যে কেহ হও, তোমার
উত্তর দিবার পথ নাই ; কারণ যে

* (বা) ঈশ্বর-ঘৃণাকারী।

বিষয়ে তুমি পরের বিচার করিয়া
থাক, সেই বিষয়ে আপনাকেই
দোষী করিয়া থাক; কেননা তুমি
যে বিচার করিতেছ, তুমি সেই মত
২ আচরণ করিয়া থাক। আর আমরা
জানি, যাহারা এইরূপ আচরণ
করে, তাহাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের
৩ বিচার সত্যের অনুযায়ী। আর
হে মনুষ্য, যাহারা এইরূপ আচরণ
করে, তুমি যখন তাহাদের বিচার
করিয়া থাক, আবার আপনিও
তদ্রূপ করিয়া থাক, তখন তুমি কি
এই মীমাংসা করিতেছ যে, তুমি
৪ ঈশ্বরের বিচার এড়াইবে? অথবা
তাঁহার মধুর ভাব ও ধৈর্য্য ও চির-
সহিষ্ণুতারূপ ধন কি হেয়জ্ঞান
করিতেছ? ঈশ্বরের মধুর ভাব
যে তোমাকে মনপরিবর্ত্তনের দিকে
লইয়া যায়, ইহা কি জান না?
৫ কিন্তু তোমার কঠিন ভাব এবং
অপরিবর্ত্তনশীল চিত্ত অনুসারে তুমি
আপনার জন্য এমন ক্রোধ সঞ্চয়
করিতেছ, যাহা ক্রোধের ও
ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশের দিনে
৬ আসিবে; তিনি ত প্রত্যেক মনুষ্যকে
তাহার কার্য্যানুযায়ী ফল দিবেন,*
৭ সৎক্রিয়ায় ধৈর্য্য সহযোগে যাহারা
প্রতাপ, সমাদর ও অক্ষয়তার
অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে অনন্ত
৮ জীবন দিবেন; কিন্তু যাহারা প্রতি-
যোগী, এবং সত্যের অবাধ্য ও
অধার্ম্মিকতার বাধ্য, তাহাদের
প্রতি ক্রোধ ও রোষ, ক্লেশ ও সঙ্কট
৯ বর্ত্তিবে; প্রথমে যিহূদীর, পরে
গ্রীকেরও উপরে, কদাচারী মনুষ্য-
মাত্রের প্রাণের উপরে বর্ত্তিবে।
১০ কিন্তু সদাচারী প্রত্যেক মনুষ্যের
প্রতি, প্রথমে যিহূদীর, পরে
গ্রীকেরও প্রতি প্রতাপ, সমাদর ও
১১ শান্তি বর্ত্তিবে। কেননা ঈশ্বরের
১২ কাছে মুখাপেক্ষা নাই। কারণ
ব্যবস্থাবিহীন অবস্থায় যত লোক
পাপ করিয়াছে, ব্যবস্থাবিহীন
অবস্থায় তাহাদের বিনাশও ঘটিবে;
আর ব্যবস্থার অধীনে থাকিয়া যত
লোক পাপ করিয়াছে, ব্যবস্থা
দ্বারাই তাহাদের বিচার করা
১৩ যাইবে। কারণ যাহারা ব্যবস্থা
শুনে, তাহারা যে ঈশ্বরের কাছে
ধার্ম্মিক, এমন নয়, কিন্তু যাহারা
ব্যবস্থা পালন করে, তাহারাই
১৪ ধার্ম্মিক গণিত হইবে—কেননা যে
পরজাতিরা কোন ব্যবস্থা পায় নাই,
তাহারা যখন স্বভাবতঃ ব্যবস্থানুযায়ী
আচরণ করে, তখন কোন ব্যবস্থা
না পাইলেও আপনাদের ব্যবস্থা
১৫ আপনারাই হয়; যেহেতুক তাহারা
ব্যবস্থার কার্য্য আপন আপন হৃদয়ে
লিখিত বলিয়া দেখায়, তাহাদের
সংবেদও সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য দেয়, এবং
তাহাদের নানা বিতর্ক পরস্পর হয়
তাহাদিগকে দোষী করে, না হয়
১৬ তাহাদের পক্ষ সমর্থন করে—যে
দিন ঈশ্বর আমার সুসমাচার অনু-
সারে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা মনুষ্যদের গুপ্ত
বিষয় সকলের বিচার করিবেন।
১৭ তুমি হয় ত যিহূদী নামে আখ্যাত,
ব্যবস্থার উপরে নির্ভর করিতেছ,
ঈশ্বরের শ্লাঘা করিতেছ, ব্যবস্থা

* গীত ৬২; ১২। হিত ২৪; ১২।

হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার
১৮ ইচ্ছা জ্ঞাত আছ, এবং যাহা যাহা
ভিন্ন, সেই সকলের পরীক্ষা* করিয়া
১৯ থাক, নিশ্চয় বুঝিয়াছ যে, তুমিই
অন্ধদের পথ-দর্শক, অন্ধকারবাসী-
২০ দের দীপ্তি, অবোধদের গুরু, শিশু-
দের শিক্ষক, ব্যবস্থায় জ্ঞানের ও
২১ সত্যের অবয়ব পাইয়াছ। ভাল,
তুমি যে পরকে শিক্ষা দিতেছ, তুমি
কি আপনাকে শিক্ষা দেও না? তুমি
যে চুরি করিতে নাই বলিয়া প্রচার
করিতেছ, তুমি কি চুরি করিতেছ?
২২ তুমি যে ব্যভিচার করিতে নাই
বলিতেছ, তুমি কি ব্যভিচার
করিতেছ? তুমি যে প্রতিমা ঘৃণা
করিতেছ, তুমি কি দেবালয় লুট
২৩ করিতেছ? তুমি যে ব্যবস্থার শ্লাঘা
করিতেছ, তুমি কি ব্যবস্থালঙ্ঘন দ্বারা
২৪ ঈশ্বরের অনাদর করিতেছ? কেননা
যেমন লিখিত আছে,† সেইরূপ
'তোমাদের হইতে জাতিগণের মধ্যে
ঈশ্বরের নাম নিন্দিত হইতেছে'।
২৫ বাস্তবিক ত্বক্‌ছেদে লাভ আছে
বটে, যদি তুমি ব্যবস্থা পালন কর;
কিন্তু যদি ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর, তবে
তোমার ত্বক্‌ছেদ অত্বক্‌ছেদ হইয়া
২৬ পড়িল। অতএব অচ্ছিন্নত্বক্ লোক
যদি ব্যবস্থার বিধি সকল পালন
করে, তবে তাহার অত্বক্‌ছেদ কি
ত্বক্‌ছেদ বলিয়া গণিত হইবে না?
২৭ আর স্বাভাবিক অচ্ছিন্নত্বক্ লোক
যদি ব্যবস্থা পালন করে, তবে অক্ষর
ও ত্বক্‌ছেদ সত্ত্বেও ব্যবস্থা লঙ্ঘন
করিতেছ যে তুমি, সে কি তোমার
২৮ বিচার করিবে না? কেননা বাহিরে
যে যিহূদী সে যিহূদী নয়, এবং
বাহিরে মাংসে কৃত যে ত্বক্‌ছেদ তাহা
২৯ ত্বক্‌ছেদ নয়। কিন্তু আন্তরিক যে
যিহূদী সেই যিহূদী, এবং হৃদয়ের
যে ত্বক্‌ছেদ, যাহা অক্ষরে নয়,
আত্মায়, তাহাই ত্বক্‌ছেদ, তাহার
প্রশংসা মনুষ্য হইতে হয় না, কিন্তু
ঈশ্বর হইতে হয়।

৩ তবে যিহূদীর বেশি কি আছে?
ত্বক্‌ছেদেরই বা লাভ কি? তাহা
২ সর্ব্বপ্রকারে প্রচুর। প্রথমতঃ এই
যে, ঈশ্বরের বচনকলাপ তাহাদের
৩ নিকটে গচ্ছিত হইয়াছিল। ভাল,
কেহ কেহ যদি অবিশ্বাসী হইয়া
থাকে, তাহাতেই বা কি? তাহাদের
অবিশ্বাস কি ঈশ্বরের বিশ্বাস্যতা
৪ নিষ্ফল করিবে? তাহা দূরে থাকুক,
বরং ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া স্বীকার
করা যাউক, মনুষ্যমাত্র মিথ্যাবাদী
হয়, হউক; যেমন লেখা আছে,
"তুমি যেন তোমার বাক্যে ধর্ম্ম-
ময় প্রতিপন্ন হও,
এবং তোমার বিচারকালে বিজয়ী
হও।"*
৫ কিন্তু আমাদের অধার্ম্মিকতা যদি
ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা সাব্যস্ত করে,
তবে কি বলিব? ঈশ্বর যিনি ক্রোধে
প্রতিফল দেন, তিনি কি অন্যায়ী?
—আমি মানুষের মত কহিতেছি—
৬ তাহা দূরে থাকুক, কেননা তাহা

* (বা) এবং যাহা যাহা শ্রেয়ঃ, সেই সকলের অনুমোদন।
† যিশাইয় ৫২, ৫।

* গীত ৫১; ৪।

হইলে ঈশ্বর কেমন করিয়া জগতের
৭ বিচার করিবেন? কিন্তু আমার
মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার
গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে
আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর
৮ বিচারিত হইতেছি কেন? আর
কেনই বা বলিব না—যেমন আমা-
দের নিন্দা আছে, এবং যেমন কেহ
কেহ বলে যে, আমরা বলিয়া থাকি
—'আইস, মন্দ কর্ম্ম করি, যেন
উত্তম ফল ফলে'? তাহাদের
দণ্ডাজ্ঞা ন্যায্য।
৯ তবে দাঁড়াইল কি? আমাদের
অবস্থা কি অন্য লোকদের হইতে
শ্রেষ্ঠ*? তাহা দূরে থাকুক;
কারণ আমরা ইতিপূর্ব্বে যিহূদী ও
গ্রীক উভয়ের বিরুদ্ধে দোষ দিয়াছি
১০ যে, সকলেই পাপের অধীন। যেমন
লিখিত আছে,†

"ধার্ম্মিক কেহই নাই, এক জনও
নাই,
১১ বুঝে, এমন কেহই নাই, ঈশ্বরের
অন্বেষণ করে, এমন কেহই
নাই।
১২ সকলেই বিপথে গিয়াছে, তাহারা
একসঙ্গে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে;
সৎকর্ম্ম করে এমন কেহই নাই,
এক জনও নাই।
১৩ তাহাদের কণ্ঠ অনাবৃত কবর-
স্বরূপ;
তাহারা জিহ্বাতে ছলনা করিয়াছে;
তাহাদের ওষ্ঠাধরের নিম্নে কাল-
সর্পের বিষ থাকে;
১৪ তাহাদের মুখ অভিশাপ ও
কটুকাটব্যে পূর্ণ;
১৫ তাহাদের চরণ রক্তপাতের জন্য
ত্বরান্বিত।
১৬ তাহাদের পথে পথে ধ্বংস ও
বিনাশ,
১৭ এবং শান্তির পথ তাহারা জানে
নাই;
১৮ ঈশ্বর-ভয় তাহাদের চক্ষুর
অগোচর।"

১৯ আর আমরা জানি, ব্যবস্থা যাহা
কিছু বলে, তাহা ব্যবস্থার অধীন
লোকদিগকে বলে; যেন প্রত্যেক
মুখ বদ্ধ এবং সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের
২০ বিচারের অধীন হয়। যেহেতুক
ব্যবস্থার কার্য্য দ্বারা কোন প্রাণী
তাঁহার সাক্ষাতে ধার্ম্মিক গণিত
হইবে না, কেননা ব্যবস্থা দ্বারা
পাপের জ্ঞান জন্মে।

যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই ধার্ম্মিকতা-লাভ হয়।

২১ কিন্তু এখন ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই
ঈশ্বর-দেয় ধার্ম্মিকতা প্রকাশিত
হইয়াছে, আর ব্যবস্থা ও ভাববাদি-
গণ কর্ত্তৃক তাহার পক্ষে সাক্ষ্য
২২ দেওয়া হইতেছে। ঈশ্বর-দেয় সেই
ধার্ম্মিকতা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা
যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদের
সকলের প্রতি বর্ত্তে—কারণ প্রভেদ
২৩ নাই; কেননা সকলেই পাপ
করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব-
২৪ বিহীন হইয়াছে—উহারা বিনামূল্যে
তাঁহারই অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট যীশুতে
প্রাপ্য মুক্তি দ্বারা, ধার্ম্মিক গণিত
২৫ হয়। তাঁহাকেই ঈশ্বর তাঁহার

* (বা) মন্দ। † গীত ৫, ৯। ১০; ৭। ১৪, ১-৩। ৩৬; ১। ১৪০; ৩। যিশ ৫৯; ৭, ৮।

রক্তে বিশ্বাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত
বলিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন ; যেন
তিনি আপন ধার্ম্মিকতা দেখান—
কেননা ঈশ্বরের সহিষ্ণুতায় পূর্ব্ব-
কালে কৃত পাপ সকলের প্রতি
২৬ উপেক্ষা করা হইয়াছিল—যেন
এক্ষণে যথাকালে আপন ধার্ম্মিকতা
দেখান, যেন তিনি নিজে ধার্ম্মিক
থাকেন, এবং যে কেহ যীশুতে
বিশ্বাস করে, তাহাকেও ধার্ম্মিক
গণনা করেন।
২৭ অতএব শ্লাঘা কোথায় রহিল ?
তাহা দূরীকৃত হইল। কিরূপ ব্যবস্থা
দ্বারা ? কার্য্যের ব্যবস্থা দ্বারা ? না ;
কিন্তু বিশ্বাসের ব্যবস্থা দ্বারা।
২৮ কেননা আমাদের মীমাংসা এই
যে, ব্যবস্থার কার্য্য ব্যতিরেকে
বিশ্বাস দ্বারাই মনুষ্য ধার্ম্মিক গণিত
২৯ হয়। ঈশ্বর কি কেবল যিহূদীদের
ঈশ্বর, পরজাতীয়দেরও কি নহেন ?
৩০ হাঁ, পরজাতীয়দেরও ঈশ্বর, কেননা
বাস্তবিক ঈশ্বর এক, আর তিনি
ছিন্নত্বক্ লোকদিগকে বিশ্বাসহেতু,
এবং অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদিগকে
বিশ্বাস দ্বারা ধার্ম্মিক গণনা
৩১ করিবেন। তবে আমরা কি বিশ্বাস
দ্বারা ব্যবস্থা নিষ্ফল করিতেছি ?
তাহা দূরে থাকুক ; বরং ব্যবস্থা
সংস্থাপন করিতেছি।

৪ তবে কি বলিব ? মাংসের সম্বন্ধে
আমাদের আদিপিতা যে অব্রাহাম,
২ তিনি কি প্রাপ্ত হইয়াছেন ? কারণ
অব্রাহাম যদি কার্য্য হেতু ধার্ম্মিক
গণিত হইয়া থাকেন, তবে শ্লাঘার
বিষয় তাঁহার আছে ; কিন্তু ঈশ্বরের
৩ কাছে নাই ; কেননা শাস্ত্রে কি
বলে ? "অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস
করিলেন, এবং তাহা তাঁহার পক্ষে
ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত হইল।"*
৪ যে কার্য্য করে, তাহার বেতন ত
তাহার পক্ষে অনুগ্রহের বিষয় বলিয়া
নয়, প্রাপ্য বলিয়া গণিত হয়।
৫ কিন্তু যে ব্যক্তি কার্য্য করে না—
তাঁহারই উপরে বিশ্বাস করে, যিনি
ভক্তিহীনকে ধার্ম্মিক গণনা করেন—
তাহার বিশ্বাসই ধার্ম্মিকতা বলিয়া
৬ গণিত হয়। এই প্রকারে দায়ূদও
সেই ব্যক্তিকে ধন্য বলিয়া উল্লেখ
করেন, যাহার পক্ষে ঈশ্বর কার্য্য
ব্যতিরেকে ধার্ম্মিকতা গণনা করেন,
৭ যথা,

"ধন্য তাহারা, যাহাদের অধর্ম্ম
ক্ষমা হইয়াছে, যাহাদের
পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে ;
৮ ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহার পক্ষে প্রভু
পাপ গণনা করেন না"।†

৯ ভাল, এই 'ধন্য' শব্দ কি ছিন্নত্বক্
লোকেই বর্ত্তে, না অচ্ছিন্নত্বক্
লোকেও বর্ত্তে ? কারণ আমরা
বলি, অব্রাহামের পক্ষে তাঁহার
বিশ্বাস ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত
১০ হইয়াছিল। কোন্ অবস্থায় গণিত
হইয়াছিল ? ছিন্নত্বক্ অবস্থায়,
না অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায় ? ছিন্নত্বক্
অবস্থায় নয়, কিন্তু অচ্ছিন্নত্বক্
১১ অবস্থায়। আর তিনি ত্বকছেদ-
চিহ্ন পাইয়াছিলেন ; ইহা সেই

* আদি ১৫, ৬।
† গীত ৩২, ১, ২।

বিশ্বাসের ধার্ম্মিকতার মুদ্রাঙ্ক ছিল,
যে বিশ্বাস অচ্ছিন্নত্বক্ থাকিতে
তাঁহার ছিল ; উদ্দেশ্য এই, যেন
অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায় যাহারা বিশ্বাস
করে, তিনি তাহাদের সকলের
পিতা হন, যেন তাহাদের পক্ষে সেই
১২ ধার্ম্মিকতা গণিত হয় ; আর যেন
ছিন্নত্বক্ লোকদেরও পিতা হন ;
অর্থাৎ যাহারা ছিন্নত্বক্ কেবল
তাহাদের নয়, কিন্তু অচ্ছিন্নত্বক্
অবস্থায় আমাদের পিতা অব্রাহামের
যে বিশ্বাস ছিল, যাহারা তাঁহার
পদচিহ্ন দিয়া গমন করে, তিনি
১৩ তাহাদেরও পিতা। কারণ ব্যবস্থা
দ্বারা নয়, কিন্তু বিশ্বাসের ধার্ম্মিকতা
দ্বারা অব্রাহামের বা তাঁহার বংশের
প্রতি জগতের দায়াধিকারী হইবার
১৪ প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল। কেননা
যাহারা ব্যবস্থাবলম্বী, তাহারা যদি
দায়াধিকারী হয়, তবে বিশ্বাসকে
নিরর্থক করা হইল, এবং সেই
প্রতিজ্ঞাকে নিষ্ফল করা হইল।
১৫ ব্যবস্থা ত ক্রোধ সাধন করে; কিন্তু
যেখানে ব্যবস্থা নাই, সেখানে
১৬ ব্যবস্থালঙ্ঘনও নাই। এই জন্য উহা
বিশ্বাস দ্বারা হয়, যেন অনুগ্রহ
অনুসারে হয় ; অভিপ্রায় এই, যেন
সেই প্রতিজ্ঞা সমস্ত বংশের পক্ষে
কেবল ব্যবস্থাবলম্বী বংশের পক্ষে
নয়, কিন্তু অব্রাহামের বিশ্বাসাবলম্বী
বংশেরও পক্ষে অটল থাকে ; তিনি
১৭ আমাদের সকলের পিতা, ( যেমন
লিখিত আছে, "আমি তোমাকে বহু
জাতির পিতা করিলাম,"* ) সেই

* আদি ১৭ ; ৫ ।

ঈশ্বরের সাক্ষাতেই পিতা, যাঁহাকে
তিনি বিশ্বাস করিলেন, যিনি
মৃতগণকে জীবন দেন, এবং যাহা
১৮ নাই, তাহা আছে বলেন ; অব্রাহাম
প্রত্যাশা না থাকিলেও প্রত্যাশা-
যুক্ত হইয়া বিশ্বাস করিলেন, যেন
'এইরূপ তোমার বংশ হইবে,'*
এই বচন অনুসারে তিনি বহুজাতির
১৯ পিতা হন। আর বিশ্বাসে দুর্ব্বল
না হইয়া, তাঁহার বয়স প্রায় শত
বৎসর হইলেও, তিনি আপনার
মৃতকল্প শরীর, এবং সারার গর্ভের
মৃতকল্পতাও টের পাইলেন বটে,
২০ তথাপি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি
লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ
করিলেন না ; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান্
হইলেন, ঈশ্বরের গৌরব করিলেন,
২১ এবং নিশ্চয় জানিলেন, ঈশ্বর যাহা
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সফল
২২ করিতে সমর্থও আছেন। আর এই
কারণ তাঁহার পক্ষে উহা ধার্ম্মিকতা
২৩ বলিয়া গণিত হইল। তাঁহার
পক্ষে গণিত হইল, ইহা যে কেবল
তাঁহার জন্য লিখিত হইয়াছে, এমন
নয়, কিন্তু আমাদেরও জন্য ;
২৪ আমাদের পক্ষেও তাহা গণিত
হইবে, কেননা যিনি আমাদের
প্রভু যীশুকে মৃতগণের মধ্য হইতে
উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা তাঁহার
২৫ উপরে বিশ্বাস করিতেছি। সেই
যীশু আমাদের অপরাধের নিমিত্ত
সমর্পিত হইলেন, এবং আমাদের
ধার্ম্মিকগণনার নিমিত্ত উত্থাপিত
হইলেন।

* আদি ১৫ ; ৫ ।

৫ অতএব বিশ্বাসহেতু ধার্ম্মিক গণিত
হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট
দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে সন্ধি
২ লাভ করিয়াছি ;* আর তাঁহারই
দ্বারা আমরা বিশ্বাসে এই অনু-
গ্রহের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছি,
যাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি, এবং
ঈশ্বরের প্রতাপের প্রত্যাশায় শ্লাঘা
৩ করিতেছি।† কেবল তাহা নয়,
কিন্তু নানাবিধ ক্লেশেও শ্লাঘা করি-
তেছি,† কারণ আমরা জানি, ক্লেশ
৪ ধৈর্য্যকে, ধৈর্য্য পরীক্ষাসিদ্ধতাকে
এবং পরীক্ষাসিদ্ধতা প্রত্যাশাকে
৫ উৎপন্ন করে ; আর প্রত্যাশা লজ্জা-
জনক হয় না, যেহেতুক আমাদিগকে
দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম
আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়াছে।
৬ কেননা যখন আমরা শক্তিহীন
ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে
ভক্তিহীনদের নিমিত্ত মরিলেন।
৭ বস্তুতঃ ধার্ম্মিকের নিমিত্ত প্রায় কেহ
প্রাণ দিবে না, সজ্জনের নিমিত্ত হয়
ত কেহ সাহস করিয়া প্রাণ দিলেও
৮ দিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আমা-
দের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম
প্রদর্শন করিতেছেন ; কারণ আমরা
যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট
আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন।
৯ সুতরাং সম্প্রতি তাঁহার রক্তে যখন
ধার্ম্মিক গণিত হইয়াছি, তখন আমরা
কত অধিক নিশ্চয় তাঁহা দ্বারা
ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ
১০ পাইব। কেননা যখন আমরা শত্রু
ছিলাম, তখন যদি ঈশ্বরের সহিত
তাঁহার পুত্রের মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত
হইলাম, তবে সম্মিলিত হইয়া কত
অধিক নিশ্চয় তাঁহার জীবনে পরি-
১১ ত্রাণ পাইব। কেবল তাহা নয়,
কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট
দ্বারা ঈশ্বরের শ্লাঘাও করিয়া থাকি,
যাঁহার দ্বারা এখন আমরা সেই
সম্মিলন লাভ করিয়াছি।

আদমের পাপের ফল, ও যীশুর ধার্ম্মিকতার ফল।

১২ অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা
পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে
প্রবেশ করিল ; আর এই প্রকারে
মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত
হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল ;
১৩ —কারণ ব্যবস্থার পূর্ব্বেও জগতে
পাপ ছিল ; কিন্তু ব্যবস্থা না থাকিলে
১৪ পাপ গণিত হয় না। তথাপি যাহারা
আদমের আজ্ঞালঙ্ঘনের সাদৃশ্যে
পাপ করে নাই, আদম অবধি মোশি
পর্য্যন্ত তাহাদের উপরেও মৃত্যু
রাজত্ব করিয়াছিল। আর আদম
১৫ সেই ভাবী ব্যক্তির প্রতিরূপ। কিন্তু
অপরাধ যেরূপ, অনুগ্রহ-দানটী
সেরূপ নয়। কেননা সেই একের
অপরাধে যখন অনেকে মরিল,
তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ, এবং
আর এক ব্যক্তির—যীশু খ্রীষ্টের—
অনুগ্রহে দত্ত দান, অনেকের প্রতি
আরও অধিক উপচিয়া পড়িল।
১৬ আর, এক ব্যক্তি পাপ করাতে
যেমন ফল হইল, এই দান তেমন
নয় ; কেননা বিচার এক ব্যক্তি
হইতে দণ্ডাজ্ঞা পর্য্যন্ত, কিন্তু অনুগ্রহ-

* (বা) এস, আমরা……শান্তি ভোগ করি।
† (বা) এস, আমরা শ্লাঘা করি।

দান অনেক অপরাধ হইতে ধার্ম্মিক-
১৭ গণনা পর্য্যন্ত। কারণ সেই একের
অপরাধে যখন সেই একের দ্বারা
মৃত্যু রাজত্ব করিল, তখন সেই আর
এক ব্যক্তি দ্বারা, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা,
যাহারা অনুগ্রহের ও ধার্ম্মিকতা-
দানের উপচয় পায়, তাহারা কত
অধিক নিশ্চয় জীবনে রাজত্ব
১৮ করিবে। অতএব যেমন এক
অপরাধ দ্বারা সকল মনুষ্যের কাছে
দণ্ডাজ্ঞা পর্য্যন্ত ফল উপস্থিত হইল,
তেমনি ধার্ম্মিকতার একটী কার্য্য
দ্বারা সকল মনুষ্যের কাছে জীবন-
দায়ক ধার্ম্মিক-গণনা পর্য্যন্ত ফল
১৯ উপস্থিত হইল। কারণ যেমন সেই
এক মনুষ্যের অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা
অনেককে পাপী বলিয়া ধরা হইল,
তেমনি সেই আর এক ব্যক্তির
আজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে ধার্ম্মিক
২০ বলিয়া ধরা হইবে। আর ব্যবস্থা
তৎপরে পার্শ্বে উপস্থিত হইল, যেন
অপরাধের বাহুল্য হয়; কিন্তু
যেখানে পাপের বাহুল্য হইল,
সেখানে অনুগ্রহ আরও উপচিয়া
২১ পড়িল; যেন পাপ যেমন মৃত্যুতে
রাজত্ব করিয়াছিল, তেমনি আবার
অনুগ্রহ ধার্ম্মিকতা দ্বারা, অনন্ত
জীবনের নিমিত্ত, আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, রাজত্ব করে।

বিশ্বাসের ফল ধর্ম্মাচরণ।

৬ তবে কি বলিব? অনুগ্রহের
বাহুল্য যেন হয় এই নিমিত্ত কি
২ পাপে থাকিব? তাহা দূরে থাকুক।
আমরা ত পাপের সম্বন্ধে মরিয়াছি,
আমরা কি প্রকারে আবার পাপে
৩ জীবন যাপন করিব? অথবা
তোমরা কি জান না যে, আমরা
যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশে
বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে
তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত
৪ হইয়াছি? অতএব আমরা তাঁহার
মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার
সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি; যেন,
খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা
মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত
হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের
৫ নূতনতায় চলি। কেননা যখন
আমরা তাঁহার মৃত্যুর সাদৃশ্যে
তাঁহার সহিত একীভূত হইয়াছি,
তখন অবশ্য পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও
৬ হইব। আমরা ত ইহা জানি যে,
আমাদের পুরাতন মনুষ্য তাঁহার
সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছে, যেন
পাপদেহ শক্তিহীন হয়, যাহাতে
আমরা পাপের দাস আর না থাকি।
৭ কেননা যে মরিয়াছে, সে পাপ হইতে
৮ ধার্ম্মিক গণিত হইয়াছে। আর,
আমরা যখন খ্রীষ্টের সহিত মরিয়াছি,
তখন বিশ্বাস করি যে, তাঁহার
৯ সহিত জীবনপ্রাপ্তও হইব। কারণ
আমরা জানি, মৃতগণের মধ্য হইতে
উঠিয়াছেন বলিয়া খ্রীষ্ট আর কখনও
মরেন না, তাঁহার উপরে মৃত্যুর আর
১০ কর্ত্তৃত্ব নাই। ফলতঃ তাঁহার যে
মৃত্যু হইয়াছে, তদ্দ্বারা তিনি পাপের
সম্বন্ধে একবারই মরিলেন; এবং
তাঁহার যে জীবন আছে, তদ্দ্বারা
তিনি ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত আছেন।
১১ তদ্রূপ তোমরাও আপনাদিগকে

পাপের সম্বন্ধে মৃত, কিন্তু খ্রীষ্ট
যীশুতে ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত
বলিয়া গণনা কর ।
১২ অতএব পাপ তোমাদের মর্ত্ত্য
দেহে রাজত্ব না করুক—করিলে
তোমরা তাহার অভিলাষ-সমূহের
১৩ আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িবে ; আর
আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধার্ম্মি-
কতার অস্ত্ররূপে পাপের কাছে
সমর্পণ করিও না, কিন্তু আপনা-
দিগকে মৃতদের মধ্য হইতে জীবিত
জানিয়া ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর,
এবং আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
ধার্ম্মিকতার অস্ত্ররূপে ঈশ্বরের কাছে
১৪ সমর্পণ কর । কেননা পাপ তোমা-
দের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে না ;
কারণ তোমরা ব্যবস্থার অধীন নহ,
কিন্তু অনুগ্রহের অধীন ।
১৫ তবে দাঁড়াইল কি ? আমরা
ব্যবস্থার অধীন নই, অনুগ্রহের
অধীন, এই জন্য কি পাপ করিব ?
১৬ তাহা দূরে থাকুক । তোমরা কি
জান না যে, আজ্ঞা পালনার্থে
যাহার নিকটে দাসরূপে আপনা-
দিগকে সমর্পণ কর, যাহার আজ্ঞা
মান, তোমরা তাহারই দাস ; হয়
মৃত্যুজনক পাপের দাস, নয়
ধার্ম্মিকতাজনক আজ্ঞাপালনের
১৭ দাস ? কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক
যে, তোমরা পাপের দাস ছিলে বটে,
পরন্তু শিক্ষার যে আদর্শে সমর্পিত
হইয়াছ, অন্তঃকরণের সহিত সেই
১৮ আদর্শের আজ্ঞাবহ হইয়াছ ; এবং
পাপ হইতে স্বাধীনীকৃত হইয়া
তোমরা ধার্ম্মিকতার দাস হইয়াছ ।
১৯ তোমাদের মাংসের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত
আমি মানুষের মত কহিতেছি ।
কারণ, তোমরা যেমন পূর্ব্বে অধর্ম্মের
নিমিত্তে আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
অশুচিতার ও অধর্ম্মের কাছে দাস-
রূপে সমর্পণ করিয়াছিলে, তেমনি
এখন পবিত্রতার নিমিত্তে আপন
আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধার্ম্মিকতার
২০ কাছে দাসরূপে সমর্পণ কর । কেননা
যখন তোমরা পাপের দাস ছিলে,
তখন ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে স্বাধীন
২১ ছিলে । ভাল, এক্ষণে যে সমস্ত
বিষয়ে তোমাদের লজ্জা বোধ হয়,
তৎকালে সেই সকলে তোমাদের
কি ফল হইত ? বাস্তবিক সে
২২ সকলের পারণাম মৃত্যু । কিন্তু এখন
পাপ হইতে স্বাধীনীকৃত হইয়া,
এবং ঈশ্বরের দাস হইয়া তোমরা
পবিত্রতার জন্য ফল পাইতেছ,
এবং তাহার পরিণাম অনন্ত জীবন ।
২৩ কেননা পাপের বেতন মৃত্যু ; কিন্তু
ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন ।

**যীশু সম্পূর্ণ ত্রাণকর্ত্তা ।**

যীশু দ্বারা ব্যবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়া যায় ।

৭ অথবা হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা কি
জান না—কারণ যাহারা ব্যবস্থা
জানে, আমি তাহাদিগকেই বলি
তেছি,—মনুষ্য যত কাল জীবিত
থাকে, তত কাল পর্য্যন্ত ব্যবস্থা
২ তাহার উপরে কর্ত্তৃত্ব করে ? কারণ
যত দিন স্বামী জীবিত থাকে, তত
দিন সধবা স্ত্রী ব্যবস্থা দ্বারা তাহার
কাছে আবদ্ধ থাকে ; কিন্তু স্বামী

মরিলে সে স্বামীর ব্যবস্থা হইতে
৩ মুক্ত হয়। সুতরাং যদি সে স্বামী
জীবিত থাকিতে অন্য পুরুষের হয়,
তবে ব্যভিচারিণী বলিয়া আখ্যাত
হইবে; কিন্তু স্বামী মরিলে সে
ঐ ব্যবস্থা হইতে স্বাধীন হয়, অন্য
স্বামীর হইলেও ব্যভিচারিণী হইবে
৪ না। অতএব, হে আমার ভ্রাতৃগণ,
খ্রীষ্টের দেহ দ্বারা ব্যবস্থার সম্বন্ধে
তোমাদেরও মৃত্যু হইয়াছে, যেন
তোমরা অন্যের হও, যিনি মৃতদের
মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন,
তাঁহারই হও; যেন আমরা ঈশ্বরের
৫ উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করি। কেননা
যখন আমরা মাংসের বশে ছিলাম,
তখন ব্যবস্থা হেতু পাপ-বাসনা
সকল মৃত্যুর নিমিত্ত ফল উৎপন্ন
করিবার জন্য আমাদের অঙ্গমধ্যে
৬ কার্য্য সাধন করিত। কিন্তু এক্ষণে
আমরা ব্যবস্থা হইতে মুক্ত হইয়াছি;
কেননা যাহাতে আবদ্ধ ছিলাম,
তাহার সম্বন্ধে মরিয়াছি, যেন
আমরা অক্ষরের প্রাচীনতায় নয়,
কিন্তু আত্মার নূতনতায় দাস্যকর্ম্ম
করি।

ব্যবস্থা দ্বারা পাপ হইতে মুক্তি
হইতে পারে না।

৭ তবে কি বলিব? ব্যবস্থা কি
পাপ? তাহা দূরে থাকুক; বরং
পাপ কি, তাহা আমি জানিতাম
না, কেবল ব্যবস্থা দ্বারা জানিয়াছি;
কেননা "লোভ করিও না," এই
কথা যদি ব্যবস্থা না বলিত, তবে
লোভ কি, তাহা জানিতাম না;
৮ কিন্তু পাপ সুযোগ পাইয়া সেই
আজ্ঞা দ্বারা আমার অন্তরে সর্ব্ব-
প্রকার লোভ সম্পন্ন করিল; কেননা
ব্যবস্থা ব্যতিরেকে পাপ মৃত থাকে।
৯ আর আমি এক সময়ে ব্যবস্থা
ব্যতিরেকে জীবিত ছিলাম, কিন্তু
আজ্ঞা আসিলে পাপ জীবিত হইয়া
১০ উঠিল, আর আমি মরিলাম; এবং
জীবনজনক যে আজ্ঞা, তাহা আমার
মৃত্যুজনক বলিয়া দেখা গেল।
১১ ফলতঃ পাপ সুযোগ পাইয়া আজ্ঞা
দ্বারা আমাকে প্রবঞ্চনা করিল, ও
তদ্দ্বারা আমাকে বধ করিল।
১২ অতএব ব্যবস্থা পবিত্র, এবং আজ্ঞা
পবিত্র, ন্যায্য ও উত্তম।
১৩ তবে যাহা উত্তম, তাহাই কি
আমার মৃত্যুস্বরূপ হইল? তাহা
দূরে থাকুক। বরং পাপই এইরূপ
হইল, যেন উত্তম বস্তু দ্বারা আমার
মৃত্যু সাধনে তাহা পাপ বলিয়া
প্রকাশ পায়, যেন আজ্ঞা দ্বারা পাপ
১৪ অতিশয় পাপিষ্ঠ হইয়া উঠে। কারণ
আমরা জানি, ব্যবস্থা আত্মিক, কিন্তু
আমি মাংসময়, পাপের অধীনে
১৫ বিক্রীত। কারণ আমি যাহা সাধন
করি, তাহা জানি না; কেননা আমি
যাহা ইচ্ছা করি, তাহাই যে কাজে
করি, এমন নয়, বরং যাহা ঘৃণা করি,
১৬ তাহাই করি। কিন্তু আমি যাহা
ইচ্ছা করি না, তাহাই যখন করি,
তখন ব্যবস্থা যে উত্তম, ইহা স্বীকার
১৭ করি। এইরূপ হওয়াতে সেই
কার্য্য আর আমি সাধন করি না,
আমাতে বাসকারী পাপ তাহা করে।
১৮ যেহেতুক আমি জানি যে আমাতে,

অর্থাৎ আমার মাংসে, উত্তম কিছুই
বাস করে না ; আমার ইচ্ছা উপ-
স্থিত বটে, কিন্তু উত্তম ক্রিয়া সাধন
১৯ উপস্থিত নয়। কেননা আমি যাহা
ইচ্ছা করি, সেই উত্তম ক্রিয়া করি
না ; কিন্তু মন্দ, যাহা ইচ্ছা করি না,
২০ কাজে তাহাই করি। পরন্তু যাহা
আমি ইচ্ছা করি না, তাহা যদি করি,
তবে তাহা আর আমি সম্পন্ন করি
না, কিন্তু আমাতে বাসকারী পাপ
২১ তাহা করে। অতএব আমি এই
ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি যে, সৎ-
কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেও মন্দ
২২ আমার কাছে উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ
আন্তরিক মানুষের ভাব অনুসারে
আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আমোদ
২৩ করি। কিন্তু আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে
অন্য প্রকার এক ব্যবস্থা দেখিতে
পাইতেছি ; তাহা আমার মনের
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং
পাপের যে ব্যবস্থা আমার অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গে আছে, আমাকে তাহার
২৪ বন্দি দাস করে। দুর্ভাগ্য মনুষ্য
আমি ! এই মৃত্যুর দেহ হইতে কে
২৫ আমাকে নিস্তার করিবে? আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমি ঈশ্বরের
ধন্যবাদ করি। অতএব আমি আপনি
মন দিয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থার দাসত্ব
করি, কিন্তু মাংস দিয়া পাপ-ব্যবস্থার
দাসত্ব করি।

যীশুর দ্বারা সম্পূর্ণ পরিত্রাণ হয়।

৮ অতএব এখন, যাহারা খ্রীষ্ট
যীশুতে আছে, তাহাদের প্রতি
২ কোন দণ্ডাজ্ঞা নাই। কেননা খ্রীষ্ট
যীশুতে জীবনের আত্মার যে ব্যবস্থা,
তাহা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর
ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে।
৩ কারণ ব্যবস্থা মাংস দ্বারা দুর্ব্বল
হওয়াতে যাহা করিতে পারে নাই,
ঈশ্বর তাহা করিয়াছেন, নিজ পুত্রকে
পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে এবং
পাপার্থক বলিরূপে পাঠাইয়া দিয়া
মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন,
৪ যেন আমরা যাহারা মাংসের বশে
নয়, কিন্তু আত্মার বশে চলিতেছি,
ব্যবস্থার ধর্ম্মবিধি সেই আমাদিগেতে
৫ সিদ্ধ হয়। কেননা যাহারা মাংসের
বশে আছে, তাহারা মাংসিক বিষয়
ভাবে ; কিন্তু যাহারা আত্মার বশে
আছে, তাহারা আত্মিক বিষয়
৬ ভাবে। কারণ মাংসের ভাব মৃত্যু,
কিন্তু আত্মার ভাব জীবন ও শান্তি।
৭ কেননা মাংসের ভাব ঈশ্বরের
প্রতি শত্রুতা, কারণ তাহা ঈশ্বরের
ব্যবস্থার বশীভূত হয় না, বাস্তবিক
৮ হইতে পারেও না। আর যাহারা
মাংসের অধীনে থাকে, তাহারা
ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না।
৯ কিন্তু তোমরা মাংসের অধীনে নও,
আত্মার অধীনে রহিয়াছ, যদি
বাস্তবিক ঈশ্বরের আত্মা তোমা-
দিগেতে বাস করেন। কিন্তু খ্রীষ্টের
আত্মা যাহার নাই, সে খ্রীষ্টের নয়।
১০ আর যদি খ্রীষ্ট তোমাদিগেতে
থাকেন, তবে দেহ পাপ প্রযুক্ত
মৃত বটে, কিন্তু আত্মা ধার্ম্মিকতা
১১ প্রযুক্ত জীবন। আর যিনি মৃত-
গণের মধ্য হইতে যীশুকে উঠাই-
লেন, তাঁহার আত্মা যদি তোমা-

দিগেতে বাস করেন, তবে যিনি
মৃতগণের মধ্য হইতে খ্রীষ্ট যীশুকে
উঠাইলেন, তিনি তোমাদের অন্তরে
বাসকারী আপন আত্মা দ্বারা
তোমাদের মর্ত্ত্য দেহকেও জীবিত
করিবেন।
১২ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা
ঋণী, কিন্তু মাংসের কাছে নয় যে,
মাংসের বশে জীবন যাপন করিব।
১৩ কারণ যদি মাংসের বশে জীবন
যাপন কর, তবে তোমরা নিশ্চয়
মরিবে, কিন্তু যদি আত্মাতে দেহের
ক্রিয়া সকল মৃত্যুসাৎ কর,
১৪ তবে জীবিত থাকিবে। কেননা
যত লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা
চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের
১৫ পুত্র। বস্তুতঃ তোমরা দাসত্বের
আত্মা পাও নাই যে, আবার ভয়
করিবে ; কিন্তু দত্তকপুত্রতার আত্মা
পাইয়াছ, যে আত্মাতে আমরা
আব্বা, পিতা, বলিয়া ডাকিয়া উঠি।
১৬ আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার
সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা
১৭ ঈশ্বরের সন্তান। আর যখন সন্তান,
তখন দায়াদ, ঈশ্বরের দায়াদ ও
খ্রীষ্টের সহদায়াদ—যদি বাস্তবিক
আমরা তাঁহার সহিত দুঃখ-
ভোগ করি, যেন তাঁহার সহিত
প্রতাপান্বিতও হই।
১৮ কারণ আমার মীমাংসা এই,
আমাদের প্রতি যে প্রতাপ প্রকাশিত
হইবে, তাহার সঙ্গে এই বর্ত্তমান
কালের দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য
১৯ নয়। কেননা সৃষ্টির ঐকান্তিকী
প্রতীক্ষা ঈশ্বরের পুত্রগণের প্রকাশ-
২০ প্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছে। কারণ
সৃষ্টি অসারতার বশীকৃত হইল, স্ব-
ইচ্ছায় যে হইল, তাহা নয়, কিন্তু
২১ বশীকর্ত্তার নিমিত্ত ; এই প্রত্যাশায়
হইল যে, সৃষ্টি নিজেও ক্ষয়ের দাসত্ব
হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তান-
গণের প্রতাপের স্বাধীনতা পাইবে।
২২ কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি
এখন পর্য্যন্ত একসঙ্গে আর্ত্তস্বর
করিতেছে, ও একসঙ্গে ব্যথা
২৩ খাইতেছে। কেবল তাহা নয় ;
কিন্তু আত্মারূপ অগ্রিমাংশ পাইয়াছি
যে আমরা, আমরা আপনারাও
দত্তকপুত্রতার—আপন আপন
দেহের মুক্তির—অপেক্ষা করিতে
করিতে অন্তরে আর্ত্তস্বর করিতেছি।
২৪ কেননা প্রত্যাশায় আমরা পরিত্রাণ
প্রাপ্ত হইয়াছি ; কিন্তু দৃষ্টিগোচর
যে প্রত্যাশা, তাহা প্রত্যাশাই নয়।
কেননা যে যাহা দেখে, সে তাহার
২৫ প্রত্যাশা কেন করিবে? কিন্তু আমরা
যাহা দেখিতে না পাই, তাহার
প্রত্যাশা যদি করি, তবে ধৈর্য্য
সহকারে তাহার অপেক্ষায় থাকি।
২৬ আর সেইরূপে আত্মাও আমা-
দের দুর্ব্বলতায় সাহায্য করেন ;
কেননা উচিত মতে কি প্রার্থনা
করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না,
কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্ত্ত-
স্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ
২৭ করেন। আর যিনি হৃদয় সকলের
অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন,
আত্মার ভাব কি, কারণ ইনি পবিত্র-
গণের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনু-
সারেই অনুরোধ করেন।

২৮ আর আমরা জানি, যাহারা
ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাহারা তাঁহার
সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাহাদের
পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে
২৯ কার্য্য করিতেছে। কারণ তিনি
যাহাদিগকে পূর্ব্বে জানিলেন, তাহা-
দিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির
অনুরূপ হইবার জন্য পূর্ব্বে নিরূপণও
করিলেন; যেন ইনি অনেক ভ্রাতার
৩০ মধ্যে প্রথমজাত হন। আর
তিনি যাহাদিগকে পূর্ব্বে নিরূপণ
করিলেন, তাহাদিগকে আহ্বানও
করিলেন; আর যাহাদিগকে
আহ্বান করিলেন, তাহাদিগকে
ধার্ম্মিক গণিতও করিলেন; আর
যাহাদিগকে ধার্ম্মিক গণিত করি-
লেন, তাহাদিগকে প্রতাপান্বিতও
করিলেন।
৩১ এই সকল ধরিয়া আমরা কি
বলিব? ঈশ্বর যখন আমাদের
সপক্ষ, তখন আমাদের বিপক্ষ কে?
৩২ যিনি নিজ পুত্রের প্রতি মমতা
করিলেন না, কিন্তু আমাদের
সকলের নিমিত্ত তাঁহাকে সমর্পণ
করিলেন, তিনি কি তাঁহার সহিত
সমস্তই আমাদিগকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক
৩৩ দান করিবেন না? ঈশ্বরের মনো-
নীতদের বিপক্ষে কে অভিযোগ
করিবে? ঈশ্বর ত তাহাদিগকে
ধার্ম্মিক করেন; কে দোষী করিবে?
৩৪ খ্রীষ্ট যীশু ত মরিলেন, বরং উত্থাপিতও
হইলেন; আর তিনিই ঈশ্বরের
দক্ষিণে আছেন, আবার আমাদের
৩৫ পক্ষে অনুরোধ করিতেছেন। খ্রীষ্টের
প্রেম হইতে কে আমাদিগকে পৃথক
করিবে? কি ক্লেশ? কি সঙ্কট?
কি তাড়না? কি দুর্ভিক্ষ? কি
উলঙ্গতা? কি প্রাণ-সংশয়? কি
৩৬ খড়্গ? যেমন লেখা আছে,

"তোমার জন্য আমরা সমস্ত দিন
নিহত হইতেছি;
আমরা বধ্য মেষের ন্যায় গণিত
হইলাম।"*

৩৭ কিন্তু যিনি আমাদিগকে প্রেম
করিয়াছেন, তাঁহারই দ্বারা আমরা
এই সকল বিষয়ে বিজয়ী অপেক্ষাও
৩৮ অধিক বিজয়ী হই। কেননা আমি
নিশ্চয় জানি, কি মৃত্যু, কি জীবন,
কি দূতগণ, কি আধিপত্য সকল,
কি উপস্থিত বিষয় সকল, কি ভাবী
বিষয় সকল, কি পরাক্রম সকল,
৩৯ কি ঊর্দ্ধ স্থান, কি গভীর স্থান,
কি অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, কিছুই
আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত
ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে
পৃথক্ করিতে পারিবে না।

## যিহূদীরা যীশু খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করিয়াছে।

ইস্রায়েলের পতনে ঈশ্বরের দোষ নাই।

৯ আমি খ্রীষ্টে সত্য কহিতেছি, মিথ্যা
কহিতেছি না, আমার সংবেদও
পবিত্র আত্মাতে আমার পক্ষে সাক্ষ্য
২ দিতেছে যে, আমার হৃদয়ে ভারী
দুঃখ ও নিরন্তর যাতনা হইতেছে।
৩ কেননা আমার ভ্রাতৃগণের জন্য,
যাহারা মাংসের সম্বন্ধে আমার
স্বজাতীয় তাহাদের জন্য, আমিই যেন
খ্রীষ্ট হইতে পৃথক্ থাকিয়া শাপাস্পদ

* গীত ৪৪, ২২।

হই, এমন কামনা করিতে পারিতাম।
৪ কারণ তাহারা ইস্রায়েলীয়; দত্তক-
পুত্রতা, প্রতাপ, ধর্ম্মনিয়ম সকল,
ব্যবস্থাদান, আরাধনা ও প্রতিজ্ঞা-
৫ সমূহ তাহাদেরই, পিতৃপুরুষেরা
তাহাদের, এবং মাংসের সম্বন্ধে
তাহাদেরই মধ্য হইতে খ্রীষ্ট উৎপন্ন
হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর,
যুগে যুগে ধন্য, আমেন।
৬ কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য যে বিফল
হইয়া পড়িয়াছে, এমন নহে; কারণ
যাহারা ইস্রায়েল হইতে উৎপন্ন,
তাহারা সকলেই যে ইস্রায়েল, তাহা
৭ নয়; আর অব্রাহামের বংশ বলিয়া
তাহারা যে সকলেই সন্তান, তাহাও
নয়, কিন্তু "ইস্‌হাকেই তোমার
৮ বংশ আখ্যাত হইবে।"* ইহার
অর্থ এই, যাহারা মাংসের সন্তান,
তাহারা যে ঈশ্বরের সন্তান, এমন
নয়, কিন্তু প্রতিজ্ঞার সন্তানগণই
৯ বংশ বলিয়া গণিত হয়। কেননা
"এই ঋতুতেই আমি আসিব, তখন
সারার এক পুত্র হইবে,"† ইহা
১০ প্রতিজ্ঞারই বাক্য। কেবল তাহা
নয়, কিন্তু আবার রিবিকা এক ব্যক্তি
হইতে, আমাদের পিতৃপুরুষ ইস্‌হাক
১১ হইতে, গর্ভবতী হইলে পর, যখন
সন্তানেরা ভূমিষ্ঠ হয় নাই, এবং ভাল
মন্দ কিছুই করে নাই, তখন—
ঈশ্বরের নির্ব্বাচনানুরূপ সঙ্কল্প যেন
স্থির থাকে, কর্ম্ম হেতু নয়, কিন্তু
আহ্বানকারীর ইচ্ছা হেতু—
১২ তাঁহাকে বলা গিয়াছিল, "জ্যেষ্ঠ

* আদি ২১, ১২। † আদি ১৮, ১০।

১৩ কনিষ্ঠের দাস হইবে"* যেমন লিখিত
আছে, "আমি যাকোবকে প্রেম
করিয়াছি, কিন্তু এষৌকে অপ্রেম
করিয়াছি।"†
১৪ তবে আমরা কি বলিব? ঈশ্বরে
কি অন্যায় আছে? তাহা দূরে
১৫ থাকুক। কারণ তিনি মোশিকে
বলেন, "আমি যাহাকে দয়া করি,
তাহাকে দয়া করিব; ও যাহার
প্রতি করুণা করি, তাহার প্রতি
১৬ করুণা করিব।"‡ অতএব যে ইচ্ছা
করে, বা যে দৌড়ে, তাহা হইতে
এটী হয় না, কিন্তু দয়াকারী ঈশ্বর
১৭ হইতে হয়। কেননা শাস্ত্র ফরৌণকে
বলে, "আমি এই জন্যই তোমাকে
উঠাইয়াছি, যেন তোমাতে আমার
পরাক্রম দেখাই, আর যেন সমস্ত
পৃথিবীতে আমার নাম কীর্ত্তিত
১৮ হয়।"§ অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা,
তাহাকে দয়া করেন; এবং যাহাকে
ইচ্ছা, তাহাকে কঠিন করেন।
১৯ ইহাতে তুমি আমাকে বলিবে,
তবে তিনি আবার দোষ ধরেন কেন?
কারণ তাঁহার ইচ্ছার প্রতিরোধ কে
২০ করে? হে মনুষ্য, বরং, তুমি কে যে
ঈশ্বরের প্রতিবাদ করিতেছ? নির্ম্মিত
বস্তু কি নির্ম্মাতাকে বলিতে পারে,
আমাকে এরূপ কেন গড়িলে?
২১ কিম্বা কাদার উপরে কুম্ভকারের কি
এমন অধিকার নাই যে, একই
মৃৎপিণ্ড হইতে একটী সমাদরের
পাত্র, আর একটা অনাদরের পাত্র

* আদি ২৫; ২৩। † মাল ১; ২, ৩।
‡ যাত্রা ৩৩; ১৯। § যাত্রা ৯; ১৬।

২২ গড়িতে পারে ?* আর ইহাতেই বা
কি ?—যদি ঈশ্বর আপন ক্রোধ
দেখাইবার ও আপন পরাক্রম
জানাইবার ইচ্ছা করিয়া, বিনাশার্থে
পরিপক্ক ক্রোধপাত্রদের প্রতি বিপুল
সহিষ্ণুতায় ধৈর্য্য করিয়া থাকেন,
২৩ এবং [ এই জন্য করিয়া থাকেন, ]
যেন সেই দয়াপাত্রদের উপরে আপন
প্রতাপ-ধন জ্ঞাত করেন, যাহা-
দিগকে প্রতাপের নিমিত্ত পূর্ব্বে
২৪ প্রস্তুত করিয়াছেন, আর যাহাদিগকে
আহ্বান করিয়াছেন, কেবল যিহূদী-
দের মধ্য হইতে নয়, পরজাতিদেরও
মধ্য হইতে আমাদিগকেই করিয়া-
২৫ ছেন। যেমন তিনি হোশেয়-গ্রন্থেও
বলেন,

“যাহারা আমার প্রজা নয়, তাহা-
দিগকে আমি নিজ প্রজা বলিব,
এবং যে প্রিয়তমা ছিল না,
তাহাকে প্রিয়তমা বলিব।
২৬ আর যে স্থানে তাহাদিগকে বলা
গিয়াছিল, ‘তোমরা আমার
প্রজা নও,’
সেই স্থানে তাহাদিগকে বলা
যাইবে ‘জীবন্ত ঈশ্বরের
পুত্র’।”†

২৭ আর যিশাইয় ইস্রায়েলের বিষয়ে
এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলেন,
“ইস্রায়েল-সন্তানগণের সংখ্যা যদি
সমুদ্রের বালুকার ন্যায়ও হয়,
অবশিষ্টাংশই পরিত্রাণ পাইবে;
২৮ যেহেতুক প্রভু পৃথিবীতে আপন
বাক্য সাধন করিবেন, তাহা সম্পূর্ণ
২৯ ও সংক্ষিপ্ত করিবেন।”* আর যেমন
যিশাইয় পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,
“বাহিনীগণের প্রভু যদি আমাদের
জন্য একটী বীজ অবশিষ্ট না
রাখিতেন, তবে আমরা সদোমের
তুল্য হইতাম, ও ঘমোরার তুল্য
হইতাম।”†

ইস্রায়েলের পতনের ফল কি ?

৩০ তবে আমরা কি বলিব ? পর-
জাতীয়েরা, যাহারা ধার্ম্মিকতার
অনুধাবন করিত না, তাহারা
ধার্ম্মিকতা পাইয়াছে, বিশ্বাসমূলক
৩১ ধার্ম্মিকতা পাইয়াছে; কিন্তু ইস্রায়েল
ধার্ম্মিকতার ব্যবস্থার অনুধাবন
করিয়াও সেই ব্যবস্থা পর্য্যন্ত পঁহুছে
৩২ নাই। কারণ কি ? বিশ্বাস দ্বারা
নয়, কিন্তু যেন কর্ম্ম দ্বারা তাহারা
৩৩ অনুধাবন করিত। তাহারা সেই
ব্যাঘাতজনক প্রস্তরে ব্যাঘাত
পাইল; যেমন লেখা আছে,

“দেখ, আমি সিয়োনে ব্যাঘাত-
জনক প্রস্তর ও বিঘ্নজনক
পাষাণ স্থাপন করিতেছি;
আর যে তাঁহার উপরে বিশ্বাস
করে, সে লজ্জিত হইবে
না।”‡

১০ ভ্রাতৃগণ, আমার হৃদয়ের
সুবাসনা এবং তাহাদের জন্য ঈশ্বরের
কাছে বিনতি এই, যেন তাহাদের
২ পরিত্রাণ হয়। কেননা আমি
তাহাদের পক্ষে এই সাক্ষ্য দিতেছি

* যিশ ৪৫, ৯। যির ১৮, ৬।
† হোশেয় ২, ২৩। ১, ১০।

* যিশ ১০, ২২, ২৩ † যিশ ১, ৯।
‡ যিশ ৮, ১৪। ২৮, ১৬।

যে, ঈশ্বরের বিষয়ে তাহাদের উদ্যোগ
আছে, কিন্তু তাহা জ্ঞানানুযায়ী
৩ নয়। ফলতঃ ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা
না জানায়, এবং নিজ ধার্ম্মিকতা
স্থাপন করিবার চেষ্টা করায়, তাহারা
ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতার বশীভূত হয়
৪ নাই; কেননা ধার্ম্মিকতার নিমিত্ত,
প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে, খ্রীষ্টই
৫ ব্যবস্থার পরিণাম। কারণ মোশি
লিখেন,* যে ব্যক্তি ব্যবস্থামূলক
ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান করে, সে
৬ তদ্দারা জীবিত থাকিবে। কিন্তু
বিশ্বাসমূলক ধার্ম্মিকতা এইরূপ বলে,
মনে মনে বলিও না, 'কে স্বর্গে
আরোহণ করিবে?'—অর্থাৎ খ্রীষ্টকে
৭ নামাইয়া আনিবার জন্য—; অথবা
'কে অগাধলোকে নামিবে?'—
অর্থাৎ মৃতদের মধ্য হইতে খ্রীষ্টকে
৮ ঊর্দ্ধে আনিবার জন্য। কিন্তু কি
বলে? 'সেই বার্ত্তা তোমার নিকট-
বর্ত্তী, তোমার মুখে ও তোমার
হৃদয়ে রহিয়াছে,'† অর্থাৎ বিশ্বাসেরই
সেই বার্ত্তা, যাহা আমরা প্রচার
৯ করি। কারণ তুমি যদি 'মুখে'
যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর,
এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর
তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে
উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ
১০ পাইবে। কারণ লোকে হৃদয়ে
বিশ্বাস করে, ধার্ম্মিকতার জন্য, এবং
মুখে স্বীকার করে, পরিত্রাণের জন্য।
১১ কেননা শাস্ত্র বলে, "যে কেহ তাঁহার
উপরে বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত
১২ হইবে না।"* কারণ যিহূদী ও
গ্রীকে কিছুই প্রভেদ নাই; কেননা
সকলেরই একমাত্র প্রভু; যত লোক
তাঁহাকে ডাকে, সেই সকলের পক্ষে
১৩ তিনি ধনবান্। কারণ, "যে কেহ
প্রভুর নামে ডাকে, সে পরিত্রাণ
১৪ পাইবে।"† তবে তাহারা যাঁহাতে
বিশ্বাস করে নাই, কেমন করিয়া
তাঁহাকে ডাকিবে? আর যাঁহার
কথা শুনে নাই, কেমন করিয়া
তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে? আর
প্রচারক না থাকিলে কেমন করিয়া
১৫ শুনিবে? আর প্রেরিত না হইলে
কেমন করিয়া প্রচার করিবে? যেমন
লিখিত আছে, "যাহারা মঙ্গলের
সুসমাচার প্রচার করে, তাহাদের
চরণ কেমন শোভা পায়।"‡
১৬ কিন্তু সকলে সুসমাচারের আজ্ঞা-
বহ হয় নাই। কারণ যিশাইয় কহেন,
"হে প্রভু, আমরা যাহা শুনাইয়াছি,
তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে?"§
১৭ অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং
১৮ শ্রবণ খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা হয়। কিন্তু
আমি বলি, তাহারা কি শুনিতে
পায় নাই? পাইয়াছে বই কি!

> "তাহাদের স্বর ব্যাপ্ত হইল সমস্ত
> পৃথিবীতে,
> তাহাদের বাক্য জগতের সীমা
> পর্য্যন্ত।"‖

১৯ কিন্তু আমি বলি, ইস্রায়েল কি
জানিতে পায় নাই? প্রথমে মোশি
কহেন,

* লেবীয় ১৮, ৫। † দ্বি. ৩০, ১২-১৪।

* যিশ ২৮, ১৬। † যোয়েল ২, ৩২। ‡ যিশ ৫২, ৭। § যিশ ৫৩, ১ ‖ গীত ১৯, ৪।

"আমি ন-জাতি দ্বারা তোমাদের
অন্তর্জ্বালা জন্মাইব ;
মূঢ় জাতি দ্বারা তোমাদিগকে
ক্রুদ্ধ করিব ।"*
২০ আর যিশাইয় অতিশয় সাহসপূর্ব্বক
বলেন,
"যাহারা আমার অন্বেষণ করে
নাই, তাহারা আমাকে
পাইয়াছে,
যাহারা আমার কাছে জিজ্ঞাসা
করে নাই, তাহাদিগকে দর্শন
দিয়াছি ।"
২১ কিন্তু ইস্রায়েলের বিষয়ে তিনি
কহেন, "আমি সমস্ত দিন অবাধ্য ও
প্রতিকূলবাদী প্রজাবৃন্দের প্রতি হস্ত
বিস্তার করিয়াছিলাম ।"†

পতিত ইস্রায়েল শেষে পরিত্রাণ পাইবে ।

১১ তবে আমি বলি, ঈশ্বর কি আপন
প্রজাবৃন্দকে ঠেলিয়া ফেলিয়া
দিয়াছেন ? তাহা দূরে থাকুক ;
আমিও ত এক জন ইস্রায়েলীয়,
অব্রাহামের বংশজাত, বিন্যামীনের
২ গোত্রজ । ঈশ্বর আপনার যে প্রজা-
বৃন্দকে পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলেন, তাহা-
দিগকে ঠেলিয়া ফেলেন নাই । অথবা
তোমরা কি জান না, এলিয়ের
ইতিহাসে শাস্ত্র কি বলে ? তিনি
ইস্রায়েলের বিপক্ষে ঈশ্বরের নিকটে
৩ এইরূপে অনুরোধ করেন, "প্রভু,
তাহারা তোমার ভাববাদিগণকে বধ
করিয়াছে, তোমার যজ্ঞবেদি সকল
উৎপাটন করিয়াছে, আর আমি
একাই অবশিষ্ট রহিলাম, আর

* দ্বিঃ ৩২ ; ২১ । † যিশ ৬৫ ; ১, ২ ।

তাহারা আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা
৪ করিতেছে ।" কিন্তু ঈশ্বরীয় বাণী
তাঁহার প্রতি কি বলে ? "বালের
সম্মুখে যাহারা হাঁটু পাতে নাই,
এমন সাত সহস্র লোককে আমি
আপনার নিমিত্ত অবশিষ্ট রাখি-
৫ য়াছি ।"* তদ্রূপ এই বর্ত্তমান কালেও
অনুগ্রহের নির্ব্বাচন অনুসারে
৬ অবশিষ্ট এক অংশ রহিয়াছে । তাহা
যখন অনুগ্রহে হইয়া থাকে, তখন
আর কার্য্যহেতু হয় নাই ; নতুবা
অনুগ্রহ আর অনুগ্রহই রহিল না ।
৭ তবে কি ? ইস্রায়েল যাহার
অন্বেষণ করে, তাহা পায় নাই,
কিন্তু নির্ব্বাচিতেরা তাহা পাইয়াছে ;
৮ অন্য সকলে কঠিনীভূত হইয়াছে,
যেমন লিখিত আছে, "ঈশ্বর তাহা-
দিগকে জড়তার আত্মা দিয়াছেন ;
এমন চক্ষু দিয়াছেন, যাহা দেখিতে
পায় না ; এমন কর্ণ দিয়াছেন,
যাহা শুনিতে পায় না, অদ্য
৯ পর্য্যন্ত ;"†—আর দায়ূদ বলেন,
"তাহাদের মেজ তাহাদের জন্য
ফাঁদ ও পাশস্বরূপ হউক,
তাহা বিঘ্ন ও প্রতিফলস্বরূপ
হউক ।
১০ তাহাদের চক্ষু অন্ধ হউক, যেন
তাহারা দেখিতে না পায় ;
তুমি তাহাদের পৃষ্ঠ সর্ব্বদা কুব্জ
করিয়া রাখ ।"‡
১১ তবে আমি বলি, তাহারা কি
পতনের নিমিত্ত উছোট খাইয়াছে ?

* ১ রাজা ১৯ ; ১০, ১৮ ।
† যিশ ২৯, ১০ । দ্বিঃ ২৯ ; ৪ ।
‡ গীত ৬৯ ; ২২, ২৩ ।

তাহা দূরে থাকুক; বরং তাহাদের
পতনে পরজাতীয়দের কাছে পরিত্রাণ
উপস্থিত, যেন তাহাদের অন্তর্জ্বালা
১২ জন্মে। ভাল, তাহাদের পতনে
যখন জগতের ধনাগম হইল, এবং
তাহাদের ক্ষতিতে যখন পরজাতীয়-
দের ধনাগম হইল, তখন তাহাদের
পূর্ণতায় আরও কত অধিক না
হইবে?
১৩ কিন্তু, হে পরজাতীয়েরা, তোমা-
দিগকে বলিতেছি; পরজাতীয়দের
জন্য প্রেরিত বলিয়া আমি নিজ
পরিচর্য্যা-পদের গৌরব করিতেছি;
১৪ যদি কোন প্রকারে আমার স্বজাতীয়-
দের অন্তর্জ্বালা জন্মাইয়া তাহাদের
মধ্যে কতকগুলিন লোকের পরিত্রাণ
১৫ করিতে পারি। কারণ তাহাদের
দূরীকরণে যখন জগতের সম্মিলন
হইল, তখন তাহাদিগকে গ্রহণ
করণে মৃতদের মধ্য হইতে জীবন-
১৬ লাভ বই আর কি হইবে? আর
অগ্রিমাংশ যদি পবিত্র হয়, তবে
সূজীর তালও পবিত্র; এবং মূল
যদি পবিত্র হয়, তবে শাখা সকলও
১৭ পবিত্র। আর কতকগুলি শাখা যদি
ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল, এবং তুমি
বন্য জিতবৃক্ষের চারা হইলেও যদি
তাহাদের মধ্যে তোমাকে কলমরূপে
লাগান গেল, আর তুমি জিতবৃক্ষের
১৮ রসের মূলের অংশী হইলে, তবে
সেই শাখা সকলের বিরুদ্ধে শ্লাঘা
করিও না; কিন্তু যদি শ্লাঘা কর,
তুমি মূলকে ধারণ করিতেছ না,
কিন্তু মূলই তোমাকে ধারণ
১৯ করিতেছে। ইহাতে তুমি বলিবে,
আমাকে কলমরূপে লাগাইবার
জন্যই কতকগুলি শাখা ভাঙ্গিয়া
২০ ফেলা হইয়াছে। বেশ কথা,
অবিশ্বাস হেতুই উহাদিগকে ভাঙ্গিয়া
ফেলা হইয়াছে, এবং বিশ্বাস
হেতুই তুমি দাঁড়াইয়া আছ।
২১ উচ্চ উচ্চ বিষয় ভাবিও না,
বরং ভয় কর; কেননা ঈশ্বর
যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলির প্রতি
মমতা করেন নাই, তখন তোমার
২২ প্রতিও মমতা করিবেন না। অতএব
ঈশ্বরের মধুর ভাব ও কঠোর ভাব
দেখ; যাহারা পতিত হইল, তাহা-
দের প্রতি কঠোর ভাব, এবং
তোমার প্রতি ঈশ্বরের মধুর ভাব,
যদি তুমি সেই মধুর ভাবের শরণা-
পন্ন থাক; নতুবা তুমিও ছিন্ন
২৩ হইবে। আবার উহারা যদি
আপনাদের অবিশ্বাসে না থাকে,
তবে উহাদিগকেও লাগান যাইবে,
কারণ ঈশ্বর উহাদিগকে আবার
২৪ লাগাইতে সমর্থ আছেন। বস্তুতঃ
যেটা স্বভাবতঃ বন্য জিতবৃক্ষ,
তোমাকে তাহা হইতে কাটিয়া
লইয়া যখন স্বভাবের বিপরীতে
উত্তম জিতবৃক্ষে লাগান গিয়াছে,
তখন প্রকৃত শাখা যে উহারা উহা-
দিগকে নিজ জিতবৃক্ষে লাগান
যাইবে, ইহা কত অধিক নিশ্চয়।
২৫ কারণ, ভ্রাতৃগণ, তোমরা যেন
আপনাদের জ্ঞানে বুদ্ধিমান্ না
হও, এজন্য আমি ইচ্ছা করি না
যে, তোমরা এই নিগূঢ়তত্ত্ব অজ্ঞাত
থাক যে, কতক পরিমাণে
ইস্রায়েলের কঠিনতা ঘটিয়াছে, যে

পর্য্যন্ত পরজাতীয়দের পূর্ণ সংখ্যা
২৬ প্রবেশ না করে ; আর এই প্রকারে
সমস্ত ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাইবে ;
যেমন লিখিত আছে,
"সিয়োন হইতে মুক্তিদাতা
আসিবেন ;
তিনি যাকোব হইতে ভক্তিহীনতা
দূর করিবেন ;
২৭ আর ইহাই তাহাদের পক্ষে
আমার নিয়ম,
যখন আমি তাহাদের পাপ সকল
হরণ করিব ।"*
২৮ উহারা সুসমাচারের সম্বন্ধে তোমা-
দের নিমিত্ত শত্রু, কিন্তু নির্ব্বাচনের
সম্বন্ধে পিতৃপুরুষগণের নিমিত্ত
২৯ প্রিয়পাত্র । কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ-
দান সকল ও তাঁহার আহ্বান
৩০ অনুশোচনা-রহিত । ফলতঃ তোমরা
যেমন পূর্ব্বে ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে,
কিন্তু এখন উহাদের অবাধ্যতা
৩১ প্রযুক্ত দয়া পাইয়াছ, তেমনি
ইহারাও এখন অবাধ্য হইয়াছে,
যেন তোমাদের দয়াপ্রাপ্তিতে
৩২ তাহারাও এখন দয়া পায় । কেননা
ঈশ্বর সকলকেই অবাধ্যতার কাছে
রুদ্ধ করিয়াছেন, যেন তিনি
সকলেরই প্রতি দয়া করিতে
পারেন ।
৩৩ আহা ! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা ও
প্রজ্ঞা ও জ্ঞান কেমন অগাধ !
তাঁহার বিচার সকল কেমন
বোধাতীত ! তাঁহার পথ সকল
৩৪ কেমন অননুসন্ধেয় ! কেননা
প্রভুর মন কে জানিয়াছে ?

* যিশ ৫৯ ; ২০ । যির ৩১ ; ৩৩, ৩৪ ।

"তাঁহার মন্ত্রীই বা কে
হইয়াছে ?"*
৩৫ অথবা কে অগ্রে তাঁহাকে কিছু
দান করিয়াছে যে, এজন্য
তাহার প্রত্যুপকার করিতে
হইবে ?
৩৬ যেহেতুক সকলই তাঁহা হইতে ও
তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত । যুগে
যুগে তাঁহারই গৌরব হউক । আমেন ।

### ধর্ম্মাচরণ বিষয়ক নানা বিধি ।

১২ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের
নানা করুণার অনুরোধে আমি
তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি,
তোমরা আপন আপন দেহকে
জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক
বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমা-
২ দের চিত্ত-সঙ্গত আরাধনা । আর
এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু
মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত
হও ; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া
জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি,
যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ ।

#### খ্রীষ্টের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের উপযুক্ত ব্যবহার ।

৩ বস্তুতঃ আমাকে যে অনুগ্রহ দত্ত
হইয়াছে, তাহার গুণে আমি
তোমাদের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক জনকে
বলিতেছি, আপনার বিষয়ে যেমন
বোধ করা উপযুক্ত, কেহ তদপেক্ষা
বড় বোধ না করুক ; কিন্তু ঈশ্বর
যাহাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস
বিতরণ করিয়াছেন, তদনুসারে সে
সুবোধ হইবারই চেষ্টায় আপনার

* যিশ ৪০ ; ১৩ ।

৪ বিষয়ে বোধ করুক। কেননা
যেমন আমাদের এক দেহে অনেক
অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের একরূপ
৫ কার্য্য নয়, তেমনি এই অনেকে যে
আমরা, আমরা খ্রীষ্টে এক দেহ এবং
৬ প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আর
আমাদিগকে যে অনুগ্রহ দত্ত
হইয়াছে, তদনুসারে যখন আমরা
বিশেষ বিশেষ বর প্রাপ্ত হইয়াছি,
তখন সেই বর যদি ভাববাণী হয়,
তবে আইস, বিশ্বাসের পরিমাণ
৭ অনুসারে ভাববাণী বলি; অথবা
তাহা যদি পরিচর্য্যা হয়, তবে সেই
পরিচর্য্যায় নিবিষ্ট হই; অথবা যে
৮ শিক্ষা দেয়, সে শিক্ষাদানে, কিম্বা
যে উপদেশ দেয়, সে উপদেশ দানে
নিবিষ্ট হউক; যে দান করে, সে
সরল ভাবে, যে শাসন করে, সে
উদ্যোগ সহকারে, যে দয়া করে, সে
হৃষ্টচিত্তে করুক।
৯ প্রেম নিষ্কপট হউক। যাহা
মন্দ তাহা নিতান্তই ঘৃণা কর; যাহা
১০ ভাল তাহাতে আসক্ত হও। ভ্রাতৃ-
প্রেমে পরস্পর স্নেহশীল হও;
সমাদরে এক জন অন্যকে শ্রেষ্ঠ
১১ জ্ঞান কর। যত্নে শিথিল হইও না,
আত্মায় উত্তপ্ত হও, প্রভুর দাসত্ব
১২ কর, প্রত্যাশায় আনন্দ কর, ক্লেশে
ধৈর্য্যশীল হও, প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাক,
১৩ পবিত্রগণের অভাবের সহভাগী
হও, অতিথি-সেবায় রত হও।
১৪ যাহারা তাড়না করে, তাহাদিগকে
আশীর্ব্বাদ কর, আশীর্ব্বাদ কর,
১৫ শাপ দিও না। যাহারা আনন্দ
করে, তাহাদের সহিত আনন্দ কর;
যাহারা রোদন করে, তাহাদের
১৬ সহিত রোদন কর। তোমরা
পরস্পরের প্রতি একমনা হও, উচ্চ
উচ্চ বিষয় ভাবিও না, কিন্তু অবনত
বিষয় সকলের সহিত আকর্ষিত
হও।* আপনাদের জ্ঞানে বুদ্ধিমান্
১৭ হইও না। মন্দের পরিশোধে
কাহারও মন্দ করিও না; সকল
মনুষ্যের দৃষ্টিতে যাহা উত্তম, ভাবিয়া
১৮ চিন্তিয়া তাহাই কর। যদি সাধ্য
হয়, তোমাদের যত দূর হাত থাকে,
মনুষ্যমাত্রের সহিত শান্তিতে থাক।
১৯ হে প্রিয়েরা, তোমরা আপনারা
প্রতিশোধ লইও না, বরং ক্রোধের
জন্য স্থান ছাড়িয়া দেও, কারণ
লেখা আছে, "প্রতিশোধ লওয়া
আমারই কর্ম্ম, আমিই প্রতিফল
২০ দিব, ইহা প্রভু বলেন।"† বরং
"তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়,
তাহাকে ভোজন করাও;
যদি সে পিপাসিত হয়, তাহাকে
পান করাও;
কেননা তাহা করিলে তুমি তাহার
মস্তকে জ্বলন্ত অঙ্গারের রাশি
করিয়া রাখিবে।"‡
২১ তুমি মন্দের দ্বারা পরাজিত হইও
না, কিন্তু উত্তমের দ্বারা মন্দকে
পরাজয় কর।

### রাজা ও মানব-সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য।

১৩ প্রত্যেক প্রাণী প্রাধান্যপ্রাপ্ত
কর্ত্তৃপক্ষদের বশীভূত হউক; কেননা
ঈশ্বরের নিরূপণ ব্যতিরেকে কর্ত্তৃত্ব

* (বা) লোকদের বিনত সহচর হও।
† দ্বিঃ ৩২; ৩৫। ‡ হিত ২৫, ২১, ২২।

হয় না ; এবং যে সকল কর্ত্তৃপক্ষ
আছেন, তাঁহারা ঈশ্বর-নিযুক্ত ।
২ অতএব যে কেহ কর্ত্তৃত্বের প্রতি-
রোধী হয়, সে ঈশ্বরের নিয়োগের
প্রতিরোধ করে ; আর যাহারা
প্রতিরোধ করে, তাহারা আপনা-
দের উপরে বিচারাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে ।
৩ কেননা শাসনকর্ত্তারা সৎকার্য্যের
প্রতি নয়, কিন্তু মন্দ কার্য্যের প্রতি
ভয়াবহ । আর তুমি কি কর্ত্তৃপক্ষের
কাছে নির্ভয় হইতে চাহ ? সদাচরণ
কর, করিলে তাঁহার নিকট
৪ হইতে প্রশংসা পাইবে । কেননা
সদাচরণের* নিমিত্ত তিনি তোমার
পক্ষে ঈশ্বরেরই পরিচারক । কিন্তু
যদি মন্দ আচরণ কর, তবে ভীত
হও, কেননা তিনি বৃথা খড়্গ ধারণ
করেন না ; কারণ তিনি ঈশ্বরের
পরিচারক, যে মন্দ আচরণ করে,
ক্রোধ সাধনের জন্য তাহার প্রতি-
৫ শোধদাতা । অতএব কেবল ক্রোধের
ভয়ে নয়, কিন্তু সংবেদেরও নিমিত্ত
৬ বশীভূত হওয়া আবশ্যক । কারণ
এই জন্য তোমরা রাজকরও দিয়া
থাক ; কেননা তাঁহারা ঈশ্বরের
সেবাকারী, সেই কার্য্যে নিবিষ্ট
৭ রহিয়াছেন । যাহার যাহা প্রাপ্য,
তাহাকে তাহা দেও । যাঁহাকে
কর দিতে হয়, কর দেও ; যাঁহাকে
শুল্ক দিতে হয়, শুল্ক দেও ; যাঁহাকে
ভয় করিতে হয়, ভয় কর ; যাঁহাকে
সমাদর করিতে হয়, সমাদর কর ।
৮ তোমরা কাহারও কিছুই ধারিও
না, কেবল পরস্পর প্রেম ধারিও ;

* (বা) মঙ্গলের ।

কেননা পরকে যে প্রেম করে, সে
ব্যবস্থা পূর্ণরূপে পালন করিয়াছে ।
৯ কারণ "ব্যভিচার করিও না, নর-
হত্যা করিও না, চুরি করিও না,
লোভ করিও না," এবং আর যে
কোন আজ্ঞা থাকুক, সে সকল এই
বচনে সঙ্কলিত হইয়াছে, "প্রতি-
বাসীকে আপনার মত প্রেম
১০ করিও ।"* প্রেম প্রতিবাসীর
অনিষ্ট সাধন করে না, অতএব
প্রেমই ব্যবস্থার পূর্ণসাধন ।
১১ আর এরূপ কর, কারণ তোমরা
এই কাল জ্ঞাত আছ ; ফলতঃ এখন
তোমাদের নিদ্রা হইতে জাগিবার
সময় হইল ; কেননা যখন আমরা
বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তখন অপেক্ষা
এখন পরিত্রাণ আমাদের আরও
১২ সন্নিকট । রাত্রি প্রায় গেল, দিবস
আগতপ্রায় ; অতএব আইস, আমরা
অন্ধকারের ক্রিয়া সকল ত্যাগ
করি, এবং দীপ্তির রণসজ্জা পরিধান
১৩ করি । আইস, রঙ্গরসে ও মত্ততায়
নয়, লম্পটতায় ও স্বেচ্ছাচারিতায়
নয়, বিবাদে ও ঈর্ষায় নয়, কিন্তু
দিবসের উপযুক্ত শিষ্ট ভাবে চলি ।
১৪ কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে
পরিধান কর, অভিলাষ পূর্ণ
করিবার জন্য নিজ মাংসের নিমিত্ত
চিন্তা করিও না ।

### দুর্ব্বল বিশ্বাসী ভ্রাতাদের প্রতি কর্ত্তব্য ।

১৪ বিশ্বাসে যে দুর্ব্বল, তাহাকে
গ্রহণ কর, কিন্তু তর্কবিতর্ক সম্বন্ধীয়
২ বিষয়ের বিচারার্থে নয় । এক

* যাত্রা ২০ ১৩-১৭ । লেবীয় ১৯ ; ১৮

ব্যক্তির বিশ্বাস আছে যে, সর্ব্ব-
প্রকার দ্রব্যই খাইতে পারে, কিন্তু
৩ যে দুর্ব্বল, সে শাক খায়। যে
যাহা ভোজন করে, সে এমন
ব্যক্তিকে তুচ্ছ না করুক, যে তাহা
ভোজন করে না ; এবং যে যাহা
ভোজন না করে, সে এমন ব্যক্তির
বিচার না করুক, যে তাহা ভোজন
করে ; কারণ ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ
৪ করিয়াছেন। তুমি কে, যে
অপরের ভৃত্যের বিচার কর ? নিজ
প্রভুরই নিকটে হয় সে স্থির থাকে,
নয় পতিত হয়। বরং তাহাকে স্থির
রাখা যাইবে, কেননা প্রভু তাহাকে
৫ স্থির রাখিতে পারেন। এক জন
এক দিন হইতে অন্য দিন অধিক
মান্য করে ; আর এক জন সকল
দিনকেই সমানরূপে মান্য করে ;
প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন মনে
৬ স্থিরনিশ্চয় হউক। দিন যে মানে,
সে প্রভুর উদ্দেশেই মানে ; আর যে
ভোজন করে, সে প্রভুর উদ্দেশেই
ভোজন করে, কেননা সে ঈশ্বরের
ধন্যবাদ করে ; এবং যে ভোজন
করে না, সেও প্রভুর উদ্দেশেই
ভোজন করে না, এবং ঈশ্বরের
৭ ধন্যবাদ করে। কারণ আমাদের
মধ্যে কেহ আপনার উদ্দেশে জীবিত
থাকে না, এবং কেহ আপনার
৮ উদ্দেশে মরে না। কেননা যদি
আমরা জীবিত থাকি, তবে প্রভুরই
উদ্দেশে জীবিত থাকি ; এবং যদি
মরি, তবে প্রভুরই উদ্দেশে মরি।
অতএব আমরা জীবিত থাকি বা
৯ মরি, আমরা প্রভুরই। কারণ এই
উদ্দেশে খ্রীষ্ট মরিলেন ও জীবিত
হইলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত
১০ উভয়েরই প্রভু হন। কিন্তু তুমি
কেন তোমার ভ্রাতার বিচার কর ?
কেনই বা তুমি তোমার ভ্রাতাকে
তুচ্ছ কর ? আমরা সকলেই
ত ঈশ্বরের বিচারাসনের সম্মুখে
১১ দাঁড়াইব। কেননা লিখিত আছে,
"প্রভু কহিতেছেন, আমার
জীবনের দিব্য, আমার কাছে
প্রত্যেক জানু পাতিত হইবে,
এবং প্রত্যেক জিহ্বা ঈশ্বরের
গৌরব স্বীকার করিবে।"*
১২ সুতরাং আমাদের প্রত্যেক জনকে
ঈশ্বরের কাছে আপন আপন নিকাশ
দিতে হইবে।
১৩ অতএব, আইস, আমরা পরস্পর
কেহ কাহারও বিচার আর না করি,
বরং তোমরা এই বিচার কর যে,
ভ্রাতার ব্যাঘাতজনক কি বিঘ্নজনক
১৪ কিছু রাখা অকর্ত্তব্য। আমি জানি,
এবং প্রভু যীশুতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি,
কোন বস্তুই স্বভাবতঃ অপবিত্র নয় ;
কিন্তু যে যাহা অপবিত্র জ্ঞান করে,
তাহারই পক্ষে তাহা অপবিত্র।
১৫ বস্তুতঃ তোমার ভ্রাতা যদি খাদ্য
সামগ্রী প্রযুক্ত দুঃখিত হয়, তবে
তুমি আর প্রেমের নিয়মে চলিতেছ
না। যাহার নিমিত্ত খ্রীষ্ট মরিলেন,
তোমার খাদ্য সামগ্রী দ্বারা তাহাকে
১৬ নষ্ট করিও না। অতএব তোমাদের
যাহা ভাল, তাহা নিন্দার বিষয় না
১৭ হউক। কারণ ঈশ্বরের রাজ্য
ভোজন পান নয়, কিন্তু ধার্ম্মিকতা,

* যিশ ৪৫ ; ২৩।

শান্তি এবং পবিত্র আত্মাতে আনন্দ।
১৮ কেননা যে এ বিষয়ে খ্রীষ্টের দাসত্ব
করে, সে ঈশ্বরের প্রীতিপাত্র, এবং
মনুষ্যদের কাছেও পরীক্ষাসিদ্ধ।
১৯ অতএব যে যে বিষয় শান্তিজনক,
ও যে যে বিষয়ের দ্বারা পরস্পরকে
গাঁথিয়া তুলিতে পারি, আমরা সেই
২০ সকলের অনুধাবন করি। খাদ্যের
নিমিত্ত ঈশ্বরের কর্ম্ম ভাঙ্গিয়া
ফেলিও না। সকল বস্তুই শুচি
বটে, কিন্তু যে ব্যক্তির যাহা ভোজন
করিলে ব্যাঘাত জন্মে, তাহার পক্ষে
২১ তাহা মন্দ। মাংস ভক্ষণ বা
দ্রাক্ষারস পান, অথবা যে কিছুতে
তোমার ভ্রাতা ব্যাঘাত কি বিঘ্ন
পায়, কি দুর্ব্বল হয়, এমন কিছুই
২২ না করা ভাল। তোমার যে বিশ্বাস
আছে, তাহা আপনার কাছেই
ঈশ্বরের সম্মুখে রাখ। ধন্য সেই
ব্যক্তি, যে, যাহা গ্রাহ্য করে, তাহাতে
২৩ আপনার বিচার না করে। কিন্তু
যাহার সন্দেহ আছে, সে যদি
ভোজন করে, তবে সে দোষী সাব্যস্ত
হইল, কারণ তাহার ভোজন বিশ্বাস-
মূলক নয়; আর যাহা কিছু বিশ্বাস-
মূলক নয়, তাহাই পাপ।

১৫ কিন্তু বলবান্ যে আমরা,
আমাদের উচিত, যেন দুর্ব্বলদিগের
দুর্ব্বলতা বহন করি, আর আপনা-
২ দিগকে তুষ্ট না করি। আমাদের
প্রত্যেক জন যাহা উত্তম, তাহার
জন্য, গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত,
৩ প্রতিবাসীকে তুষ্ট করুক। কারণ
খ্রীষ্টও আপনাকে তুষ্ট করিলেন না,
বরং যেমন লিখিত আছে, "যাহারা
তোমাকে তিরস্কার করে, তাহাদের
তিরস্কার আমার উপরে পড়িল।"*
৪ কারণ পূর্ব্বকালে যাহা যাহা লিখিত
হইয়াছিল, সে সকল আমাদের
শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছিল,
যেন শাস্ত্রমূলক ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা
দ্বারা আমরা প্রত্যাশা প্রাপ্ত হই।
৫ ধৈর্য্যের ও সান্ত্বনার ঈশ্বর এমন
বর দিউন, যাহাতে তোমরা খ্রীষ্ট
যীশুর অনুরূপে পরস্পর একমনা
৬ হও, যেন তোমরা একচিত্তে এক
মুখে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
ঈশ্বরের ও পিতার গৌরব কর।

### যিহুদী ও পরজাতীয়দের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের প্রেম।

৭ অতএব যেমন খ্রীষ্ট তোমাদিগকে
গ্রহণ করিলেন, তেমনি ঈশ্বরের
গৌরবের জন্য তোমরা এক জন
৮ অন্যকে গ্রহণ কর। কেননা আমি
বলি যে, ঈশ্বরের সত্যের জন্যই
খ্রীষ্ট ত্বক্‌ছেদ সম্বন্ধীয় পরিচারক
হইয়াছেন, যেন তিনি পিতৃপুরুষ-
দিগকে দত্ত প্রতিজ্ঞা সকল স্থির
৯ করেন, এবং পরজাতীয়েরা যেন
ঈশ্বরের দয়ার জন্যই তাঁহার গৌরব
করে; যেমন লিখিত আছে,
"এই জন্য আমি জাতিগণের মধ্যে
তোমার গৌরব স্বীকার
করিব,
তোমার নামের উদ্দেশে স্তোত্র
গান করিব।"†
১০ আবার তিনি বলেন,

* গীত ৬৯ . ৯। † গীত ১৮ . ৪৯।

"জাতিগণ! তাঁহার প্রজাদের
সহিত হর্ষনাদ কর।"*
১১ আবার,
"সমস্ত জাতি, প্রভুর প্রশংসা কর,
সমস্ত লোকবৃন্দ তাঁহার প্রশংসা
করুক।"†
১২ আবার যিশাইয় বলেন, "যিশয়ের
মূল থাকিবে, আর জাতিগণের
উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে এক জন
দাঁড়াইবেন, তাঁহারই উপরে জাতি-
১৩ গণ প্রত্যাশা রাখিবে।"‡ প্রত্যাশার
ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশ্বাস দ্বারা
সমস্ত আনন্দে ও শান্তিতে পরিপূর্ণ
করুন, যেন তোমরা পবিত্র আত্মার
পরাক্রমে প্রত্যাশায় উপচিয়া পড়।

## উপসংহার।

১৪ আর, হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমি
আপনিও তোমাদের বিষয়ে নিশ্চয়
বুঝিতেছি যে, তোমরা আপনারা
মঙ্গলভাবে পূর্ণ, সমুদয় জ্ঞানে পরি-
পূর্ণ, পরস্পরকে চেতনাপ্রদানেও
১৫ সমর্থ। তথাপি তোমাদিগকে স্মরণ
করাইয়া দিতেছি বলিয়া কয়েকটী
বিষয় অপেক্ষাকৃত সাহসপূর্ব্বক
লিখিলাম, কারণ ঈশ্বরকর্ত্তৃক
আমাকে এই অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে,
১৬ যেন আমি পরজাতীয়দের নিকটে
খ্রীষ্ট যীশুর সেবক হইয়া, ঈশ্বরের
সুসমাচারের যাজকত্ব করি, যেন
পরজাতীয়েরা পবিত্র আত্মাতে
পবিত্রীকৃত উপহাররূপে গ্রাহ্য হয়।
১৭ অতএব খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরসম্বন্ধীয়
বিষয়ে আমার শ্লাঘা করিবার
১৮ অধিকার আছে। কেননা আমি সে
বিষয়ে এমন একটী কথাও বলিতে
সাহস করিব না, যাহা পরজাতীয়-
দিগকে আজ্ঞাবহ করণার্থে খ্রীষ্ট
আমা দ্বারা সাধন করেন নাই;
১৯ তিনি বাক্যে ও কার্য্যে, নানা চিহ্ন
ও অদ্ভুত লক্ষণের পরাক্রমে, পবিত্র
আত্মার পরাক্রমে এইরূপ সাধন
করিয়াছেন যে, যিরূশালেম হইতে
ইল্লুরিকা পর্য্যন্ত চারিদিকে আমি
খ্রীষ্টের সুসমাচার সম্পূর্ণরূপে প্রচার
২০ করিয়াছি। আর আমার লক্ষ্য
এই, খ্রীষ্টের নাম যে স্থানে কখনও
উচ্চারিত হয় নাই, এমন স্থানে
যেন সুসমাচার প্রচার করি, পরের
স্থাপিত ভিত্তিমূলের উপরে যেন না
২১ গাঁথি; কিন্তু যেমন লিখিত আছে,
"তাঁহার সংবাদ যাহাদিগকে
দেওয়া যায় নাই, তাহারা
দেখিতে পাইবে;
এবং যাহারা শুনে নাই, তাহারা
বুঝিবে।"*
২২ এই কারণ বশতঃ আমি তোমা-
দের নিকটে যাইতে অনেক বার
২৩ নিবারিত হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু
এখন এই সকল অঞ্চলে আমার
আর স্থান নাই, এবং অনেক বৎসর
ধরিয়া আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছি
যে, স্পেন দেশে যাইবার সময়ে
২৪ তোমাদের ওখানে যাইব; কারণ
আশা করি যে, যাইবার সময়ে
তোমাদিগকে দেখিব, এবং প্রথমে
তোমাদের সহবাসে কতক পরিমাণে

---

* দ্বিঃ ৩২, ৪৩।
† গীত ১১৭; ১।
‡ যিশ ১১, ১০।

* যিশ ৫২; ১৫।

তৃপ্ত হইলে তোমরা আমাকে
২৫ সেখানে আগাইয়া দিবে। কিন্তু
এক্ষণে পবিত্রদিগের পরিচর্য্যা
করিতে যিরূশালেমে যাইতেছি।
২৬ কারণ যিরূশালেমস্থ পবিত্রদিগের
মধ্যে যাহারা দীনহীন, তাহাদের
জন্য মাকিদনিয়া ও আখায়া
দেশীয়েরা প্রীত হইয়া সহভাগিতা-
সূচক কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছে।
২৭ বাস্তবিক তাহারা প্রীত হইয়াই তাহা
করিয়াছে, আর তাহারা উহাদের
কাছে ঋণীও আছে ; কেননা যখন
পরজাতীয়েরা আত্মিক বিষয়ে তাহা-
দের সহভাগী হইয়াছে, তখন
উহারাও সাংসারিক বিষয়ে তাহা-
দের সেবা করিবার জন্য ঋণী।
২৮ অতএব সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার
এবং মুদ্রাঙ্ক দিয়া সেই ফল তাহা-
দিগকে দিবার পর, আমি তোমাদের
নিকট দিয়া স্পেন দেশে গমন করিব।
২৯ আর আমি জানি, যখন তোমাদের
নিকটে আসিব, তখন খ্রীষ্টের
আশীর্ব্বাদের পূর্ণতায় আসিব।
৩০ ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের উপরোধে এবং আত্মার
প্রেমের উপরোধে আমি তোমা-
দিগকে বিনতি করি, তোমরা
ঈশ্বরের কাছে আমার নিমিত্ত
প্রার্থনা দ্বারা আমার সহিত প্রাণ-
৩১ পণ কর, যেন আমি যিহূদিয়াস্থ
অবাধ্য লোকদের হইতে রক্ষা পাই,
এবং যিরূশালেমের নিমিত্ত আমার
যে পরিচর্য্যা, তাহা যেন পবিত্র-
৩২ দিগের নিকটে গ্রাহ্য হয় ; ঈশ্বরের
ইচ্ছায় আমি যেন তোমাদের নিকটে
আনন্দে উপস্থিত হইয়া তোমাদের
সঙ্গে প্রাণ জুড়াইতে পারি।
৩৩ শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সকলের
সঙ্গে থাকুন। আমেন।

১৬ আমাদের ভগিনী, কিংক্রিয়াস্থ
মণ্ডলীর পরিচারিকা, ফৈবীর জন্য
আমি তোমাদের কাছে সুপারিস
২ করিতেছি, যেন তোমরা তাঁহাকে
প্রভুতে, পবিত্রগণের যথাযোগ্য
ভাবে, গ্রহণ কর, এবং যে কোন
বিষয়ে তোমাদের হইতে উপকারের
তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে,
তাহা কর ; কেননা তিনিও
অনেকের এবং আমার নিজেরও
উপকারিণী হইয়াছেন।

ভ্রাতা ভগিনীদের প্রতি মঙ্গলবাদ।

৩ খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহকারী
প্রিষ্কা ও আকিলাকে মঙ্গলবাদ
৪ কর ; তাঁহারা আমার প্রাণের
নিমিত্তে আপনাদের গ্রীবা পাতিয়া
দিয়াছিলেন ; কেবল আমিই যে
তাঁহাদের ধন্যবাদ করি, এমন নয়,
কিন্তু পরজাতীয়দের সমুদয় মণ্ডলীও
৫ করে ; আর তাঁহাদের গৃহস্থিত
মণ্ডলীকেও মঙ্গলবাদ কর। আমার
প্রিয় ইপেনিত, যিনি খ্রীষ্টের উদ্দেশে
এশিয়া দেশের অগ্রিমাংশ, তাঁহাকে
৬ মঙ্গলবাদ কর। মরিয়ম, যিনি
তোমাদের নিমিত্ত বহু পরিশ্রম
করিয়াছেন, তাঁহাকে মঙ্গলবাদ
৭ কর। আমার স্বজাতীয় ও আমার
সহবন্দি আন্দ্রনীক ও যূনিয়কে
মঙ্গলবাদ কর ; তাঁহারা প্রেরিতদের

মধ্যে সুপরিচিত ও আমার পূর্ব্বে
৮ খ্রীষ্টের আশ্রিত হন। প্রভুতে
আমার প্রিয় যে আম্প্লিয়াত,
৯ তাঁহাকে মঙ্গলবাদ কর। খ্রীষ্টে
আমাদের সহকারী উর্ব্বাণকে এবং
আমার প্রিয় স্তাখুকে মঙ্গলবাদ
১০ কর। খ্রীষ্টে পরীক্ষাসিদ্ধ আপিল্লিকে
মঙ্গলবাদ কর। আরিষ্টবুলের পরি-
১১ জনগণকে মঙ্গলবাদ কর। আমার
স্বজাতীয় হেরোদিয়োনকে মঙ্গল-
বাদ কর। নার্কিসের পরিজনবর্গের
মধ্যে যাঁহারা প্রভুতে আছেন,
তাঁহাদিগকে মঙ্গলবাদ কর।
১২ ত্রুফেণা ও ত্রুফোষা, যাঁহারা প্রভুতে
পরিশ্রম করেন, তাঁহাদিগকে মঙ্গল-
বাদ কর। প্রিয়া পর্ষী, যিনি
প্রভুতে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন,
১৩ তাঁহাকে মঙ্গলবাদ কর। প্রভুতে
মনোনীত রূফকে, আর তাঁহার
মাতাকে—যিনি আমারও মাতা
১৪ —মঙ্গলবাদ কর। অসুঙ্ক্রিত,
ফ্লিগোন, হর্ম্মিপাত্রোবা, হর্ম্মা, এবং
তাঁহাদের সঙ্গের ভ্রাতৃগণকে মঙ্গল-
১৫ বাদ কর। ফিললগ ও যুলিয়া,
নীরিয় ও তাঁহার ভগিনী এবং
ওলুম্প, ও তাঁহাদের সঙ্গের সমস্ত
পবিত্র লোককে মঙ্গলবাদ কর।
১৬ তোমরা পবিত্র চুম্বনে পরস্পর
মঙ্গলবাদ কর। খ্রীষ্টের সমস্ত
মণ্ডলী তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ
করিতেছে।
১৭ ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে
বিনতি করিতেছি, তোমরা যে শিক্ষা
পাইয়াছ, তাহার বিপরীতে যাহারা
দলাদলি ও বিঘ্ন জন্মায়, তাহাদিগকে
চিনিয়া রাখ ও তাহাদের হইতে
১৮ দূরে থাক। কেননা এই প্রকার
লোকেরা আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের
দাসত্ব করে না, কিন্তু আপন আপন
উদরের দাসত্ব করে, এবং মধুর
বাক্য ও স্তুতিবাদ দ্বারা সরল
১৯ লোকদের মন ভুলায়। কেননা
তোমাদের আজ্ঞাবহতার কথা সকল
লোকের নিকটে ব্যাপিয়াছে। অত-
এব তোমাদের জন্য আমি আনন্দ
করিতেছি; কিন্তু আমার ইচ্ছা
এই যে, তোমরা উত্তম বিষয়ে বিজ্ঞ
২০ ও মন্দ বিষয়ে অমায়িক হও। আর
শান্তির ঈশ্বর ত্বরায় শয়তানকে
তোমাদের পদতলে দলিত করিবেন।
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনু-
গ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক।
২১ আমার সহকারী তীমথিয় এবং
আমার স্বজাতীয় লুকিয়, যাসোন ও
সোষিপাত্র তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ
২২ করিতেছেন। এই পত্রলেখক আমি
তর্ত্তিয় প্রভুতে তোমাদিগকে মঙ্গল-
২৩ বাদ করিতেছি। আমার এবং সমস্ত
মণ্ডলীর আতিথ্যকারী গায়ঃ তোমা-
দিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন।
২৪ এই নগরের ধনাধ্যক্ষ ইরাস্ত এবং
ভ্রাতা কার্ত্ত তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ
করিতেছেন।
২৫ যিনি তোমাদিগকে সুস্থির
করিতে সমর্থ—আমার সুসমাচার
অনুসারে ও যীশু খ্রীষ্ট-বিষয়ক
প্রচার অনুসারে, সেই নিগূঢ়তত্ত্বের
প্রকাশ অনুসারে, যাহা অনাদি
২৬ কাল অবধি অকথিত ছিল, কিন্তু
সম্প্রতি ব্যক্ত হইয়াছে, এবং ভাব-

বাদিগণের লিখিত গ্রন্থ দ্বারা,
সনাতন ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে,
বিশ্বাসের আজ্ঞাবহতার নিমিত্তে,
সর্ব্বজাতির নিকটে জ্ঞাত করা
২৭ গিয়াছে, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা সেই
একমাত্র প্রজ্ঞাবান্ ঈশ্বরের গৌরব
যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে হউক।
আমেন।

# করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র

### আভাষ।

১ পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে যীশু
খ্রীষ্টের আহূত প্রেরিত, এবং ভ্রাতা
২ সোস্থিনি—করিন্থে স্থিত ঈশ্বরের
মণ্ডলীর সমীপে, খ্রীষ্ট যীশুতে
পবিত্রীকৃত ও আহূত পবিত্রগণের
সমীপে, এবং যাহারা সর্ব্বস্থানে
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে
ডাকে, তাহাদের সর্ব্বজন সমীপে;
তিনি তাহাদের এবং আমাদের
৩ প্রভু। আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং
প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও
শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
৪ ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ খ্রীষ্ট যীশুতে
তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে, তাহার
জন্য আমি তোমাদের বিষয়ে নিয়ত
৫ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি; কেননা
তাঁহাতেই তোমরা সর্ব্ববিষয়ে,
সর্ব্ববিধ বাক্যে ও সর্ব্ববিধ জ্ঞানে
৬ ধনবান্ হইয়াছ, এইরূপে খ্রীষ্টের
সাক্ষ্য তোমাদের মধ্যে স্থিরীকৃত
৭ হইয়াছে। এজন্য তোমরা কোন
বরে পিছাইয়া পড় নাই; আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশের অপেক্ষা
৮ করিতেছ; আর তিনি তোমাদিগকে
শেষ পর্য্যন্ত স্থির রাখিবেন,
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিনে
৯ অনিন্দনীয় রাখিবেন। ঈশ্বর বিশ্বাস্য,
যাঁহার দ্বারা তোমরা তাঁহার পুত্র
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সহ-
ভাগিতার নিমিত্ত আহূত হইয়াছ।

### ভ্রাতৃগণের অনৈক্যের নিমিত্ত অনুযোগ।

১০ কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমা-
দিগকে বিনয় করিয়া বলি, তোমরা
সকলে একই কথা বল, তোমাদের
মধ্যে দলাদলি না হউক, কিন্তু এক
মনে ও এক বিচারে পরিপক্ক হও।
১১ কেননা, হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমি
ক্লোয়ীর পরিজনের দ্বারা তোমাদের
বিষয়ে সংবাদ পাইয়াছি যে,
তোমাদের মধ্যে বিবাদ আছে।
১২ আমি এই কথা বলিতেছি যে,
তোমরা প্রতিজন বলিয়া থাক, আমি
পৌলের, আর আমি আপল্লোর,
আর আমি কৈফার, আর আমি

১৩ খ্রীষ্টের। খ্রীষ্ট কি বিভক্ত হইয়াছেন?
পৌল কি তোমাদের নিমিত্ত ক্রুশে
হত হইয়াছে? অথবা পৌলের
নামে কি তোমরা বাপ্তাইজিত
১৪ হইয়াছ? ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি
যে, আমি তোমাদের মধ্যে ক্রীষ্প
ও গায়ঃ ব্যতীত আর কাহাকেও
১৫ বাপ্তাইজ করি নাই, যেন কেহ না
বলে যে, তোমরা আমার নামে
১৬ বাপ্তাইজিত হইয়াছ। আর স্তিফানের
পরিজনকেও বাপ্তাইজ করিয়াছি,
আর কাহাকেও যে বাপ্তাইজ করি-
১৭ য়াছি, তাহা জানি না। কারণ খ্রীষ্ট
আমাকে বাপ্তাইজ করিবার নিমিত্ত
প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু সুসমাচার
প্রচার করিবার নিমিত্ত; তাহাও
বিজ্ঞানের বাক্যে নয়, যেন খ্রীষ্টের
ক্রুশ বিফল না হয়।

### খ্রীষ্টের ক্রুশ-সম্বন্ধীয় সুসমাচারের উৎকৃষ্টতা।

১৮ কারণ সেই ক্রুশের কথা, যাহারা
বিনাশ পাইতেছে, তাহাদের কাছে
মূর্খতা, কিন্তু পরিত্রাণ পাইতেছি যে
আমরা, আমাদের কাছে তাহা
১৯ ঈশ্বরের পরাক্রমস্বরূপ। কারণ
লিখিত আছে,

"আমি জ্ঞানবান্‌দের জ্ঞান নষ্ট
করিব,
বিবেচক লোকদের বিবেচনা
ব্যর্থ করিব।"*

২০ জ্ঞানবান্ কোথায়? অধ্যাপক
কোথায়? এই যুগের বাদানুবাদ-
কারী কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের
জ্ঞানকে মূর্খতায় পরিণত করেন
২১ নাই? কারণ, ঈশ্বরের জ্ঞানক্রমে
যখন জগৎ নিজ জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে
জানিতে পায় নাই, তখন প্রচারের
মূর্খতা দ্বারা বিশ্বাসকারীদের
পরিত্রাণ করিতে ঈশ্বরের সুবাসনা
২২ হইল। কেননা যিহূদীরা চিহ্ন চায়,
এবং গ্রীকেরা জ্ঞানের অন্বেষণ
২৩ করে; কিন্তু আমরা ক্রুশে হত
খ্রীষ্টকে প্রচার করি; তিনি যিহূদী-
দের কাছে বিঘ্ন ও পরজাতিদের
২৪ কাছে মূর্খতাস্বরূপ, কিন্তু যিহূদী ও
গ্রীক, আহূত সকলের কাছে খ্রীষ্ট
ঈশ্বরেরই পরাক্রম ও ঈশ্বরেরই
২৫ জ্ঞানস্বরূপ। কেননা ঈশ্বরের যে
মূর্খতা, তাহা মনুষ্যদের অপেক্ষা
অধিক জ্ঞানযুক্ত, এবং ঈশ্বরের যে
দুর্ব্বলতা, তাহা মনুষ্যদের অপেক্ষা
অধিক সবল।

২৬ কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের
আহ্বান দেখ, যেহেতুক মাংস
অনুসারে জ্ঞানবান্ অনেক নাই,
পরাক্রমী অনেক নাই, উচ্চ পদস্থ
২৭ অনেক নাই; কিন্তু ঈশ্বর জগতীস্থ
মূর্খ বিষয় সকল মনোনীত করিলেন,
যেন জ্ঞানবান্‌দিগকে লজ্জা দেন;
এবং ঈশ্বর জগতের দুর্ব্বল বিষয়
সকল মনোনীত করিলেন, যেন
শক্তিমন্ত বিষয় সকলকে লজ্জা
২৮ দেন; এবং জগতের যাহা যাহা
নীচ ও যাহা যাহা তুচ্ছ, যাহা যাহা
কিছু নয়, সেই সকল ঈশ্বর মনো-
নীত করিলেন, যেন, যাহা যাহা
আছে, সে সকল অকিঞ্চন করেন;
২৯ যেন কোন মর্ত্ত্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে

* যিশ ২৯; ১৪।

৩০ শ্লাঘা না করে। কিন্তু তাঁহা হইতে
তোমরা সেই খ্রীষ্ট যীশুতে আছ,
যিনি হইয়াছেন আমাদের জন্য
ঈশ্বর হইতে জ্ঞান—ধার্ম্মিকতা ও
৩১ পবিত্রতা এবং মুক্তি—যেমন লেখা
আছে, "যে ব্যক্তি শ্লাঘা করে, সে
প্রভুতেই শ্লাঘা করুক" ।*

২ আর, হে ভ্রাতৃগণ, আমি যখন
তোমাদের নিকটে গিয়াছিলাম,
তখন গিয়া বাক্যের কি জ্ঞানের
উৎকৃষ্টতা অনুসারে তোমাদিগকে
যে ঈশ্বরের সাক্ষ্য জ্ঞাত করিতে-
২ ছিলাম, তাহা নয়। কেননা আমি
মনে স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের
মধ্যে আর কিছুই জানিব না, কেবল
যীশু খ্রীষ্টকে, এবং তাঁহাকে ক্রুশে
৩ হত বলিয়াই, জানিব। আর আমি
তোমাদের কাছে দুর্ব্বলতা, ভয় ও
৪ মহাকম্পযুক্ত ছিলাম, আর আমার
বাক্য ও আমার প্রচার জ্ঞানের
প্ররোচক বাক্যযুক্ত ছিল না, বরং
আত্মার ও পরাক্রমের প্রদর্শনযুক্ত
৫ ছিল, যেন তোমাদের বিশ্বাস মনুষ্য-
দের জ্ঞানযুক্ত না হইয়া ঈশ্বরের
পরাক্রমযুক্ত হয়।

### ঈশ্বরীয় জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা।

৬ তথাপি আমরা সিদ্ধদের মধ্যে
জ্ঞানের কথা কহিতেছি, কিন্তু সেই
জ্ঞান এই যুগের নয়, এবং এই
যুগের শাসনকর্ত্তাদেরও নয়, ইহারা
ত অকিঞ্চন হইয়া পড়িতেছেন।
৭ কিন্তু আমরা নিগূঢ়তত্ত্বরূপে ঈশ্বরের
সেই জ্ঞানের কথা কহিতেছি, সেই
গুপ্ত জ্ঞান, যাহা ঈশ্বর আমাদের
প্রতাপের জন্য যুগপর্য্যায়ের পূর্ব্বে
৮ নিরূপণ করিয়াছিলেন। এই যুগের
শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে কেহ তাহা
জানেন নাই; কেননা যদি জানি-
তেন, তবে প্রতাপের প্রভুকে ক্রুশে
৯ দিতেন না। কিন্তু, যেমন লেখা
আছে,

"চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা
শুনে নাই,
এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা
উঠে নাই,
যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে
প্রেম করে, তাহাদের জন্য
প্রস্তুত করিয়াছেন।"**

১০ কারণ আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁহার
আত্মা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়া-
ছেন, কেননা আত্মা সকলই অনু-
সন্ধান করেন, ঈশ্বরের গভীর বিষয়
১১ সকলও অনুসন্ধান করেন। কারণ
মনুষ্যের বিষয়গুলি মনুষ্যদের মধ্যে
কে জানে? কেবল মনুষ্যের অন্তরস্থ
আত্মা জানে; তেমনি ঈশ্বরের বিষয়-
গুলি কেহ জানে না, কেবল ঈশ্বরের
১২ আত্মা জানেন। কিন্তু আমরা
জগতের আত্মাকে পাই নাই, বরং
ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে
পাইয়াছি, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্ব্বক
আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়া-
১৩ ছেন, তাহা জানিতে পারি। আমরা
সেই সকল বিষয়েরই কথা, মানুষিক
শিক্ষানুরূপ জ্ঞানের বাক্য দ্বারা
নয়, কিন্তু আত্মার শিক্ষানুরূপ

---

* যির ৯ ; ২৩, ২৪।

** যিশ ৬৪, ৪।

বাক্য দ্বারা কহিতেছি; আত্মিক
বিষয় আত্মিক বিষয়ের সহিত যোগ
১৪ করিতেছি। কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য
ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ
করে না, কেননা তাহার কাছে সে
সকল মূর্খতা; আর সে সকল সে
জানিতে পারে না, কারণ তাহা
১৫ আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়। কিন্তু
যে আত্মিক, সে সমস্ত বিষয়ের
বিচার করে; আর তাহার বিচার
১৬ কাহারও দ্বারা হয় না। কেননা
"কে প্রভুর মন জানিয়াছে যে,
তাঁহাকে উপদেশ দিতে পারে?"
কিন্তু খ্রীষ্টের মন আমাদের আছে।

**প্রচারকেরা ঈশ্বরের সহকার্য্যকারী, ঈশ্বরের ধনের অধ্যক্ষ।**

৩ আর, হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমা-
দিগকে আত্মিক লোকদের ন্যায়
সম্ভাষণ করিতে পারি নাই, কিন্তু
মাংসময় লোকদের ন্যায়, খ্রীষ্ট
সম্বন্ধীয় শিশুদের ন্যায় সম্ভাষণ
২ করিয়াছি। আমি তোমাদিগকে দুগ্ধ
পান করাইয়াছিলাম, অন্ন দিই নাই,
কেননা তখন তোমাদের শক্তি
হয় নাই, এমন কি, এখনও
৩ তোমাদের শক্তি হয় নাই; কারণ
এখনও তোমরা মাংসিক রহিয়াছ;
বাস্তবিক যখন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা
ও বিবাদ রহিয়াছে, তখন তোমরা
কি মাংসিক নও, এবং মানুষের
রীতিক্রমে কি চলিতেছ না?
৪ কেননা যখন তোমাদের এক জন
বলে, আমি পৌলের, আর এক
জন, আমি আপল্লোর, তখন তোমরা
৫ কি মনুষ্যমাত্র নও? ভাল, আপল্লো
কি? আর পৌল কি? তাহারা
ত পরিচারকমাত্র, যাহাদের দ্বারা
তোমরা বিশ্বাসী হইয়াছ; আর এক
এক জনকে প্রভু যেমন দিয়াছেন।
৬ আমি রোপণ করিলাম, আপল্লো
জল সেচন করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর
৭ বৃদ্ধি দিতে থাকিলেন। অতএব
রোপক কিছু নয়, সেচকও কিছু
৮ নয়, বৃদ্ধিদাতা ঈশ্বরই সার। আর
রোপক ও সেচক উভয়েই এক,
এবং যাহার যেরূপ নিজের শ্রম,
সে তদ্রূপ নিজের বেতন পাইবে।
৯ কারণ আমরা ঈশ্বরেরই সহকার্য্য-
কারী; তোমরা ঈশ্বরেরই ক্ষেত্র,
ঈশ্বরেরই গাঁথনি।
১০ ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ আমাকে
দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আমি
জ্ঞানবান্ গাঁথকের ন্যায় ভিত্তিমূল
স্থাপন করিয়াছি; আর তাহার
উপরে অন্যে গাঁথিতেছে; কিন্তু
প্রত্যেক জন দেখুক, কিরূপে সে
১১ তাহার উপরে গাঁথে। কেননা
কেবল যাহা স্থাপিত হইয়াছে,
তাহা ব্যতীত অন্য ভিত্তিমূল কেহ
স্থাপন করিতে পারে না, তিনি যীশু
১২ খ্রীষ্ট। কিন্তু এই ভিত্তিমূলের
উপরে স্বর্ণ, রৌপ্য, বহুমূল্য প্রস্তর,
কাষ্ঠ, খড়, নাড়া দিয়া যদি কেহ
গাঁথে, তবে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্ম
১৩ সপ্রকাশ হইবে। কারণ সেই দিন
তাহা ব্যক্ত করিবে, কেননা সেই
দিনের প্রকাশ অগ্নিতেই হয়; আর
প্রত্যেকের কর্ম্ম যে কি প্রকার,
সেই অগ্নিই তাহার পরীক্ষা করিবে;

১৪ যে যাহা গাঁথিয়াছে, তাহার সেই
কর্ম্ম যদি থাকে, তবে সে বেতন
১৫ পাইবে। যাহার কর্ম্ম পুড়িয়া যায়,
সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কিন্তু সে
আপনি পরিত্রাণ পাইবে। তথাপি
এরূপে পাইবে, যেন অগ্নির মধ্য
দিয়া উত্তীর্ণ হইবে।
১৬ তোমরা কি জান না যে, তোমরা
ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা
তোমাদের অন্তরে বাস করেন?
১৭ যদি কেহ ঈশ্বরের মন্দির নষ্ট করে,
তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন,
কেননা ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র, আর
সেই মন্দির তোমরাই।
১৮ কেহ আপনাকে বঞ্চনা না করুক।
তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি
আপনাকে এই যুগে জ্ঞানবান্
বলিয়া মনে করে, তবে সে জ্ঞান-
বান্ হইবার জন্য মূর্খ হউক।
১৯ যেহেতুক এই জগতের যে জ্ঞান,
তাহা ঈশ্বরের নিকটে মূর্খতা। কারণ
লেখা আছে, "তিনি জ্ঞানবান্-
দিগকে তাহাদের ধূর্ত্ততায় ধরেন।"
২০ পুনশ্চ, "প্রভু জ্ঞানবান্দের তর্ক-
বিতর্ক জানেন যে, সে সকল
২১ অসার।"* অতএব কেহ মনুষ্যদের
শ্লাঘা না করুক। কেননা সকলই
২২ তোমাদের ;—পৌল, কি আপল্লো,
কি কৈফা, কি জগৎ, কি জীবন,
কি মরণ, কি উপস্থিত বিষয়, কি
ভবিষ্যৎ বিষয়, সকলই তোমাদের ;
২৩ আর তোমরা খ্রীষ্টের, ও খ্রীষ্ট
ঈশ্বরের।

৪ লোকে আমাদিগকে এরূপ মনে
করুক যে, আমরা খ্রীষ্টের সেবক
ও ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্বরূপ ধনের
২ অধ্যক্ষ। আর এ স্থলে ধনাধ্যক্ষের
এই গুণ চাই, যেন তাহাকে বিশ্বস্ত
৩ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তোমা-
দের দ্বারা কিম্বা মানুষিক বিচার-
দিনের সভা দ্বারা যে আমার বিচার
হয়, ইহা আমার মতে অতি ক্ষুদ্র
বিষয় ; এমন কি, আমি আমার
৪ নিজেরও বিচার করি না। কারণ
আমি আমার নিজের বিরুদ্ধে কিছু
জানি না, তথাপি ইহাতে আমি
নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি
না ; কিন্তু যিনি আমার বিচার
৫ করেন, তিনি প্রভু। অতএব তোমরা
সময়ের পূর্ব্বে, যে পর্য্যন্ত প্রভু
না আইসেন, সেই পর্য্যন্ত কোন
বিচার করিও না ; তিনিই অন্ধ-
কারের গুপ্ত বিষয় সকল দীপ্তিতে
আনিবেন, এবং হৃদয়সমূহের মন্ত্রণা
সকল প্রকাশ করিবেন ; আর তৎ-
কালে প্রত্যেক জন ঈশ্বর হইতে
আপন আপন প্রশংসা পাইবে।
৬ হে ভ্রাতৃগণ, আমি আপনার ও
আপল্লোর উদাহরণ দিয়া তোমাদের
নিমিত্তে এই সকল কথা কহিলাম ;
যেন আমাদের দ্বারা তোমরা এই
শিক্ষা পাও যে, যাহা লিখিত
আছে, তাহা অতিক্রম করিতে নাই,
তোমরা কেহ যেন এক জনের পক্ষে
অন্য জনের বিপক্ষে গর্ব্ব না কর।
৭ কেননা কে তোমাকে বিশিষ্ট করে?
আর যাহা না পাইয়াছ, এমনই
বা তোমার কি আছে ? আর যখন

* ইয়োব ৫ ; ১৩। গীত ৯৪ ; ১১।

পাইয়াছ ; তখন যেন পাও নাই,
এরূপ শ্লাঘা কেন করিতেছ?
৮ তোমরা এখন পূর্ণ হইয়াছ! এখন
ধনবান্ হইয়াছ! আমাদের ছাড়া
রাজত্ব পাইয়াছ! আর রাজত্ব
পাইলে ভালই হইত, তোমাদের
সহিত আমরাও রাজত্ব পাইতাম।
৯ কারণ আমার বোধ হয়, প্রেরিতগণ
যে আমরা, ঈশ্বর আমাদিগকে বধ্য
লোকদের ন্যায় শেষের বলিয়া
দেখাইয়াছেন ; কেননা আমরা
জগতের ও দূতগণের ও মনুষ্যদের
১০ কৌতুকাস্পদ হইয়াছি। আমরা
খ্রীষ্টের নিমিত্ত মূর্খ, কিন্তু তোমরা
খ্রীষ্টে বুদ্ধিমান্ ; আমরা দুর্ব্বল,
কিন্তু তোমরা বলবান্ ; তোমরা
গৌরবান্বিত, কিন্তু আমরা অনাদৃত।
১১ এখনকার এই দণ্ড পর্য্যন্ত আমরা
ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও বস্ত্রহীন রহি-
য়াছি, আর মুষ্ট্যাঘাতে আহত হই-
তেছি, ও অস্থির-বাস রহিয়াছি ;
১২ এবং স্বহস্তে কার্য্য করিয়া পরিশ্রম
করিতেছি ; নিন্দিত হইতে হইতে
আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তাড়িত হইতে
১৩ হইতে সহ্য করিতেছি, অপবাদিত
হইতে হইতে বিনয় করিতেছি ;
অদ্য পর্য্যন্ত আমরা যেন জগতের
আবর্জ্জনা, সকল বস্তুর জঞ্জাল
হইয়া রহিয়াছি।
১৪ আমি তোমাদিগকে লজ্জা দিবার
জন্য নয়, কিন্তু আমার প্রিয় বৎস
বলিয়া তোমাদিগকে চেতনা দিবার
১৫ জন্য এই সকল লিখিতেছি। কেননা
যদিও খ্রীষ্টে তোমাদের দশ সহস্র
*পরিপালক থাকে, তথাচ পিতা*
অনেক নয় ; কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে
সুসমাচার দ্বারা আমিই তোমা-
১৬ দিগকে জন্ম দিয়াছি। অতএব
তোমাদিগকে বিনয় করি, তোমরা
১৭ আমার অনুকারী হও। এই অভি-
প্রায়ে আমি তীমথিয়কে তোমাদের
নিকটে পাঠাইয়াছি ; তিনি প্রভুতে
আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত বৎস ; তিনি
তোমাদিগকে খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয়
আমার পন্থা সকল স্মরণ করাইবেন,
যাহা আমি সর্ব্বত্র সর্ব্ব মণ্ডলীতে
শিক্ষা দিয়া থাকি।
১৮ আমি তোমাদের নিকটে আসিব
না বলিয়া কেহ কেহ গর্ব্বিত হইয়া
১৯ উঠিয়াছে। কিন্তু প্রভু যদি ইচ্ছা
করেন, তবে আমি অবিলম্বে
তোমাদের নিকটে আসিব, এবং
যাহারা গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে,
তাহাদের কথা নয়, কিন্তু পরাক্রম
২০ জানিব। কেননা ঈশ্বরের রাজ্য
২১ কথায় নয়, কিন্তু পরাক্রমে। তোমা-
দের ইচ্ছা কি? আমি কি বেত
লইয়া তোমাদের কাছে যাইব? না
প্রেমে ও মৃদুতার আত্মায় যাইব?

**মণ্ডলী-শাসনের কথা।**

৫ বাস্তবিক শুনা যাইতেছে যে
তোমাদের মধ্যে ব্যভিচার আছে,
আর এমন ব্যভিচার, যাহা পর-
জাতীয়দের মধ্যেও নাই, এমন কি,
তোমাদের মধ্যে এক জন আপন
২ পিতার ভার্য্যাকে রাখিয়াছে। আর
তোমরা গর্ব্ব করিতেছ! বরং বিলাপ
কর নাই কেন, যেন এমন কর্ম্ম যে
*ব্যক্তি করিয়াছে, তাহাকে তোমাদের*

মধ্য হইতে বাহির করিয়া দেওয়া
৩ হয়? আমি, দেহে অনুপস্থিত হইলেও
আত্মাতে উপস্থিত হইয়া, যে ব্যক্তি
এই প্রকারে সেই কার্য্য করিয়াছে,
উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় তাহার বিচার
৪ করিয়াছি ; আমাদের প্রভু যীশুর
নামে তোমরা এবং আমার আত্মা
৫ সমাগত হইলে, আমাদের প্রভু
যীশুর পরাক্রম সহকারে তাদৃশ
ব্যক্তিকে মাংসের বিনাশার্থে
শয়তানের হস্তে সমর্পণ করিতে
হইবে, যেন প্রভু যীশুর দিনে আত্মা
পরিত্রাণ পায়।
৬ তোমাদের শ্লাঘা করা ভাল নয়।
তোমরা কি জান না যে, অল্প
তাড়ী সূজীর সমস্ত তাল তাড়ীময়
৭ করিয়া ফেলে। পুরাতন তাড়ী
বাহির করিয়া দেও ; যেন তোমরা
নূতন তাল হইতে পার—তোমরা
ত তাড়ীশূন্য। কারণ আমাদের
নিস্তারপর্ব্বীয় মেষশাবক বলীকৃত
৮ হইয়াছেন, তিনি খ্রীষ্ট।* অতএব
আইস, আমরা পুরাতন তাড়ী দিয়া
নয়, হিংসা ও দুষ্টতার তাড়ী দিয়া
নয়, কিন্তু সরলতা ও সত্যশীলতার
তাড়ীশূন্য রুটী দিয়া পর্ব্বটী পালন
করি।
৯ আমি আমার পত্রে তোমাদিগকে
লিখিয়াছিলাম যে, ব্যভিচারীদের
১০ সংসর্গে থাকিতে নাই ; এই জগতের
ব্যভিচারী কি লোভী কি পরধন-
গ্রাহী কি প্রতিমাপূজকদের সংসর্গ
একেবারে ছাড়িতে হইবে, তাহা
নয়, কেননা তাহা হইলে সুতরাং
জগতের বাহিরে যাওয়া তোমাদের
১১ আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু এখন
তোমাদিগকে লিখিতেছি যে, ভ্রাতা
নামে আখ্যাত কোন ব্যক্তি যদি
ব্যভিচারী কি লোভী কি প্রতিমা-
পূজক কি কটুভাষী কি মাতাল কি
পরধনগ্রাহী হয়, তবে তাহার
সংসর্গে থাকিতে নাই, এমন ব্যক্তির
সহিত আহার করিতেও নাই।
১২ বস্তুতঃ বাহিরের লোকদের বিচারে
আমার কাজ কি? ভিতরের লোক-
দের বিচার কি তোমরা কর না?
১৩ কিন্তু বাহিরের লোকদের বিচার
ঈশ্বর করিবেন। তোমরা আপনাদের
মধ্য হইতে সেই দুষ্টকে বাহির
করিয়া দেও।*

বিবাদ ও ব্যভিচার বিষয়ক কথা।

৬ তোমাদের মধ্যে কি কাহারও
সাহস হয় যে, আর এক জনের
বিরুদ্ধে কোন কথা থাকিলে তাহার
বিচার পবিত্রগণের কাছে লইয়া না
গিয়া অধার্ম্মিকদের কাছে লইয়া
২ যায়? অথবা তোমরা কি জান না যে,
পবিত্রগণ জগতের বিচার করিবেন?
আর জগতের বিচার যদি তোমাদের
দ্বারা হয়, তবে তোমরা কি
যৎসামান্য বিষয়ের বিচার করিবার
৩ অযোগ্য? তোমরা কি জান না
যে, আমরা দূতগণের বিচার
করিব? ইহজীবন সংক্রান্ত বিষয়
৪ ত সামান্য কথা। অতএব তোমাদের

* যাত্রা ১২ ; ৩-২০।

* দ্বি বি ১৩ ; ৫। ১৭ ; ৭। ২২ ; ২৪।

দ্বারা যদি ইহজীবন সংক্রান্ত বিষয়ের
বিচার হয়, তবে মণ্ডলীতে যাহারা
কিছুরই মধ্যে গণ্য নয়, তাহা-
দিগকেই কি বিচারে বসাইয়া থাক?
৫ আমি তোমাদের লজ্জার নিমিত্ত এই
কথা কহিতেছি। এ কেমন? তোমা-
দের মধ্যে কি এমন জ্ঞানবান্ এক
জনও নাই যে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়
বিবাদ হইলে তাহার নিষ্পত্তি করিয়া
৬ দিতে পারে? কিন্তু ভ্রাতার সহিত
ভ্রাতা বিচার-স্থানে বিবাদ করে,
তাহা আবার অবিশ্বাসীদের কাছে।
৭ তোমরা যে পরস্পরের বিরুদ্ধে
বিচার চাও, ইহাতে তোমাদের
বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। বরং অন্যায়
সহ্য কর না কেন? বরং বঞ্চিত হও
৮ না কেন? কিন্তু তোমরাই অন্যায়
করিতেছ, বঞ্চনা করিতেছ, আর
তাহা ভ্রাতৃগণের প্রতিই করিতেছ।
৯ অথবা তোমরা কি জ্ঞান না যে,
অধার্ম্মিকেরা ঈশ্বরের রাজ্যে অধি-
কার পাইবে না? ভ্রান্ত হইও না;
১০ যাহারা ব্যভিচারী কি প্রতিমাপূজক
কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ আচারী
কি পুঙ্গামী কি চোর কি লোভী
কি মাতাল কি কটুভাষী কি পর-
ধনগ্রাহী, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে
১১ অধিকার পাইবে না। আর তোমরা
কেহ কেহ সেই প্রকার লোক
ছিলে; কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের
আত্মায় আপনাদিগকে ধৌত
করিয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ,
ধার্ম্মিক গণিত হইয়াছ।
১২ সকলই আমার পক্ষে বিধেয়,
কিন্তু সকলই যে হিতজনক, তাহা
নয়; সকলই আমার পক্ষে বিধেয়,
কিন্তু আমি কিছুরই কর্ত্তৃত্বাধীন
১৩ হইব না। খাদ্য উদরের নিমিত্ত,
এবং উদর খাদ্যের নিমিত্ত, কিন্তু
ঈশ্বর উভয়ের লোপ করিবেন।
দেহ ব্যভিচারের নিমিত্ত নয়, কিন্তু
প্রভুর নিমিত্ত, এবং প্রভু দেহের
১৪ নিমিত্ত। আর ঈশ্বর আপন পরা-
ক্রমের দ্বারা প্রভুকে উঠাইয়াছেন,
১৫ আমাদিগকেও উঠাইবেন। তোমরা
কি জ্ঞান না যে, তোমাদের দেহ
খ্রীষ্টের অঙ্গ? তবে আমি কি খ্রীষ্টের
অঙ্গ লইয়া গিয়া বেশ্যার অঙ্গ করিব?
১৬ তাহা দূরে থাকুক। অথবা তোমরা
কি জ্ঞান না, যে ব্যক্তি বেশ্যাতে
সংযুক্ত হয়, সে তাহার সহিত এক-
দেহ হয়? কারণ তিনি বলেন,
“সে দুই জন একাঙ্গ হইবে।”*
১৭ কিন্তু যে ব্যক্তি প্রভুতে সংযুক্ত হয়,
সে তাঁহার সহিত একাত্মা হয়।
১৮ তোমরা ব্যভিচার হইতে পলায়ন
কর। মনুষ্য অন্য যে কোন পাপ
করে, তাহা তাহার দেহের বহি-
র্ভূত; কিন্তু যে ব্যভিচার করে,
সে নিজ দেহের বিরুদ্ধে পাপ করে।
১৯ অথবা তোমরা কি জ্ঞান যে, তোমা-
দের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির,
যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন,
যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত
২০ হইয়াছ? আর তোমরা নিজের
নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত
হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে
ঈশ্বরের গৌরব কর।

* আদি ২, ২৪।

## বিবাহ বিষয়ক কথা ।

৭ আবার তোমরা যে সকল কথা
লিখিয়াছ, তাহার বিষয় ;—
স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা মনুষ্যের
২ ভাল ; কিন্তু ব্যভিচার নিবারণের
জন্য প্রত্যেক পুরুষের নিজের
নিজের ভার্য্যা থাকুক, এবং প্রত্যেক
স্ত্রীর নিজের নিজের স্বামী থাকুক ।
৩ স্বামী স্ত্রীকে তাহার প্রাপ্য দিউক ;
আর তদ্রূপ স্ত্রীও স্বামীকে দিউক ।
৪ নিজ দেহের উপর স্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব নাই,
কিন্তু স্বামীর আছে ; আর তদ্রূপ
নিজ দেহের উপরে স্বামীর কর্ত্তৃত্ব
৫ নাই, কিন্তু স্ত্রীর আছে । তোমরা
এক জন অন্যকে বঞ্চিত করিও না ;
কেবল প্রার্থনার নিমিত্তে অবকাশ
পাইবার জন্য উভয়ে একপরামর্শ
হইয়া কিছু কাল পৃথক্ থাকিতে
পার ; পরে পুনর্ব্বার একত্র হইবে,
যেন শয়তান তোমাদের অসংযমতা
প্রযুক্ত তোমাদিগকে পরীক্ষায় না
৬ ফেলে । কিন্তু আমি আজ্ঞার মত
নয়, কেবল অনুমতির মত এ কথা
৭ কহিতেছি । আর আমার ইচ্ছা
এই যে, সকল মনুষ্যই আমার মত
হয় ; কিন্তু প্রত্যেক জন ঈশ্বর
হইতে আপন আপন অনুগ্রহ-দান
পাইয়াছে, এক জন এক প্রকার,
অন্য জন অন্য প্রকার ।

৮ পরন্তু অবিবাহিত লোকদের ও
বিধবাদের কাছে আমার কথা এই,
তাহারা যদি আমার মত থাকিতে
পারে, তবে তাহাদের পক্ষে তাহাই
৯ ভাল ; কিন্তু তাহারা যদি ইন্দ্রিয়
দমন করিতে না পারে, তবে বিবাহ
করুক ; কেননা আগুনে জ্বলা
অপেক্ষা বরং বিবাহ করা ভাল ।
১০ আর বিবাহিত লোকদিগকে এই
আজ্ঞা দিতেছি—আমি দিতেছি
তাহা নয়, কিন্তু প্রভুই দিতেছেন—
স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া না
১১ যাউক—যদি চলিয়া যায়, তবে সে
অবিবাহিতা থাকুক, কিম্বা স্বামীর
সহিত সম্মিলিতা হউক—আর
স্বামীও স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করুক ।
১২ কিন্তু আর সকলকে আমি বলি,
প্রভু নয় ; যদি কোন ভ্রাতার
অবিশ্বাসিনী স্ত্রী থাকে, আর সেই
নারী তাহার সহিত বাস করিতে
সম্মতা হয়, তবে সে তাহাকে পরি-
১৩ ত্যাগ না করুক ; আবার যে স্ত্রীর
অবিশ্বাসী স্বামী আছে, আর সেই
ব্যক্তি তাহার সহিত বাস করিতে
সম্মত হয়, তবে সে স্বামীকে পরি-
১৪ ত্যাগ না করুক । কেননা অবিশ্বাসী
স্বামী সেই স্ত্রীতে পবিত্রীকৃত
হইয়াছে, এবং অবিশ্বাসিনী স্ত্রী সেই
ভ্রাতাতে পবিত্রীকৃতা হইয়াছে ;
তাহা না হইলে তোমাদের সন্তানগণ
অশুচি হইত, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা
১৫ পবিত্র । তথাপি অবিশ্বাসী যদি
চলিয়া যায়, চলিয়া যাউক ; এমন
স্থলে সেই ভ্রাতা কি সেই ভগিনী
দাসত্বে বদ্ধ নহে, কিন্তু ঈশ্বর আমা-
দিগকে শান্তিতেই আহ্বান করিয়া-
১৬ ছেন । কারণ, হে নারি, তুমি কি
করিয়া জান যে, তুমি তোমার
স্বামীকে পরিত্রাণ করিবে কি না ?
অথবা হে স্বামি, তুমি কি করিয়া
জান যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে

১৭ পরিত্রাণ করিবে কি না? কেবল
প্রভু যাহাকে যেমন অংশ দিয়াছেন,
ঈশ্বর যাহাকে যেমন আহ্বান
করিয়াছেন, সে তেমনি চলুক।
আর এই প্রকার নিয়ম আমি সমস্ত
১৮ মণ্ডলীতে করিয়া থাকি। কেহ কি
ছিন্নত্বক্ হইয়া আহূত হইয়াছে? সে
ত্বক্‌ছেদ লোপ না করুক। কেহ কি
অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায় আহূত হই-
১৯ য়াছে? সে ছিন্নত্বক্ না হউক। ত্বক্-
ছেদ কিছু নয়, অত্বক্‌ছেদও কিছু
নয়, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনই
২০ সার। যে ব্যক্তি যে আহ্বানে আহূত
হইয়াছে, সে তাহাতেই থাকুক।
২১ তুমি কি দাস হইয়াই আহূত
হইয়াছ? ভাবিত হইও না; কিন্তু
যদি স্বাধীন হইতে পার, বরং তাহা
২২ অবলম্বন কর।* কেননা প্রভুতে
আহূত যে দাস, সে প্রভুর স্বাধীনী-
কৃত লোক; তদ্রূপ আহূত যে
স্বাধীন লোক, সে খ্রীষ্টের দাস।
২৩ তোমরা মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ,
২৪ মনুষ্যদের দাস হইও না। হে
ভ্রাতৃগণ, প্রত্যেক জন যে অবস্থায়
আহূত হইয়াছে, সেই অবস্থায়
ঈশ্বরের কাছে থাকুক।
২৫ আর কুমারীদের বিষয়ে আমি
প্রভুর কোন আজ্ঞা পাই নাই,
কিন্তু বিশ্বস্ত হইবার জন্য প্রভুর
দয়াপ্রাপ্ত লোকের ন্যায় আমার
২৬ মত প্রকাশ করিতেছি। ফলে
আমার বোধ হয়, উপস্থিত সঙ্কট
প্রযুক্ত ইহাই ভাল, অর্থাৎ অমনি
২৭ থাকা মনুষ্যের পক্ষে ভাল। তুমি
কি স্ত্রীর সঙ্গে সম্বদ্ধ? মুক্ত হইতে
চেষ্টা করিও না। তুমি কি স্ত্রী
হইতে মুক্ত? স্ত্রীর চেষ্টা করিও
২৮ না। কিন্তু বিবাহ করিলেও তোমার
পাপ হয় না; আর কুমারী যদি
বিবাহ করে, তবে তাহারও পাপ
হয় না। তথাপি এইরূপ লোকদের
দৈহিক ক্লেশ ঘটিবে; আর তোমা-
দের প্রতি আমার মমতা হইতেছে।
২৯ কিন্তু আমি এই কথা বলিতেছি,
ভ্রাতৃগণ, সময় সঙ্কুচিত, এখন হইতে
যাহাদের স্ত্রী আছে, তাহারা এমন
চলুক, যেন তাহাদের স্ত্রী নাই;
৩০ এবং যাহারা রোদন করিতেছে,
তাহারা যেন রোদন করিতেছে না;
যাহারা আনন্দ করিতেছে, তাহারা
যেন আনন্দ করিতেছে না; যাহারা
ক্রয় করিতেছে, তাহারা যেন কিছুই
৩১ রাখে নাই; আর যাহারা সংসার
ভোগ করিতেছে, যেন পূর্ণমাত্রায়
করিতেছে না, যেহেতুক এই
সংসারের অভিনয় অতীত হইতেছে।
৩২ কিন্তু আমার বাসনা এই যে,
তোমরা চিন্তা-রহিত হও। যে
অবিবাহিত, সে প্রভুর বিষয় চিন্তা
করে, কিরূপে প্রভুকে সন্তুষ্ট করিবে।
৩৩ কিন্তু যে বিবাহিত, সে সংসারের
বিষয় চিন্তা করে, কিরূপে স্ত্রীকে
সন্তুষ্ট করিবে; তাই তাহার বিভিন্নতা
৩৪ ঘটে। আর অবিবাহিতা স্ত্রী ও কুমারী
প্রভুর বিষয় চিন্তা করে, যেন দেহে
ও আত্মাতে পবিত্রা হয়; কিন্তু
বিবাহিতা স্ত্রী সংসারের বিষয় চিন্তা
করে, কিরূপে স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবে।

* (বা) যদিও স্বাধীন হইতে পার; তথাপি বরং তাহা [অর্থাৎ দাসত্ব] অবলম্বন করিয়া থাক।

৩৫ এই কথা আমি তোমাদের নিজের
হিতের জন্য বলিতেছি ; তোমাদের
গলায় রজ্জু দিবার জন্য নয়, কিন্তু
তোমরা যেন শিষ্টাচরণ কর, এবং
একাগ্রমনে প্রভুতে আসক্ত থাক ।
৩৬ কিন্তু যদি কাহারও বোধ হয়
যে, সে তাহার কুমারী কন্যার
প্রতি অশিষ্টাচরণ করিতেছে, যদি
সৌকুমার্য্য অতীত হইয়া থাকে, আর
এই প্রকার হওয়া আবশ্যক হয়,
তবে সে যাহা ইচ্ছা করে, তাহা
করুক ; ইহাতে তাহার পাপ নাই,
৩৭ বিবাহ হউক । কিন্তু যে ব্যক্তি হৃদয়ে
স্থির, যাহার কোন প্রয়োজন নাই,
এবং আপনি আপন ইচ্ছা সম্বন্ধে
কর্ত্তা, সে যদি আপন কন্যাকে কুমারী
রাখিতে হৃদয়ে স্থির করিয়া থাকে,
৩৮ তবে ভাল করে । অতএব যে
আপন কুমারী কন্যার বিবাহ দেয়,
সে ভাল করে ; এবং যে না দেয়,
সে আরও ভাল করে ।
৩৯ যত দিন স্বামী জীবিত থাকে,
তত দিন স্ত্রী আবদ্ধা থাকে, কিন্তু
স্বামী নিদ্রাগত হইলে পর সে
স্বাধীনা হয়, যাহাকে ইচ্ছা করে,
তাহার সহিত বিবাহিতা হইতে
পারে, কিন্তু কেবল প্রভুতেই ।
৪০ তথাপি আমার মতানুসারে সে
অমনি থাকিলে আরও ধন্যা । আর
আমার বোধ হয়, আমিও ঈশ্বরের
আত্মাকে পাইয়াছি ।

**প্রতিমার প্রসাদ বিষয়ক কথা ।**

৮ আর প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট
বলির বিষয় ;—আমরা জানি যে,
আমাদের সকলের জ্ঞান আছে ।
জ্ঞান গর্ব্বিত করে, কিন্তু প্রেমই
২ গাঁথিয়া তুলে । যদি কেহ মনে
করে, সে কিছু জানে, তবে যেরূপ
জানিতে হয়, তদ্রূপ এখনও জানে
৩ না ; কিন্তু যদি কেহ ঈশ্বরকে প্রেম
করে, সেই তাঁহার জানা লোক ।
৪ ভাল, প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট বলি
ভোজন বিষয়ে আমরা জানি, প্রতিমা
জগতে কিছুই নয়, এবং ঈশ্বর এক
৫ ছাড়া দ্বিতীয় নাই । কেননা কি স্বর্গে
কি পৃথিবীতে যাহাদিগকে দেবতা
বলা যায়, এমন কতকগুলি যদিও
আছে—বাস্তবিক অনেক দেবতা ও
৬ অনেক প্রভু আছে—তথাপি আমা-
দের জ্ঞানে একমাত্র ঈশ্বর সেই
পিতা, যাঁহা হইতে সকলই হইয়াছে,
ও আমরা যাঁহারই জন্য ; এবং
একমাত্র প্রভু সেই যীশু খ্রীষ্ট, যাঁহার
দ্বারা সকলই হইয়াছে, এবং আমরা
যাঁহারই দ্বারা আছি ।
৭ তবে কিনা সকলের এ জ্ঞান
নাই ; কিন্তু কতক লোক অদ্যাপি
প্রতিমার সংস্রবে থাকায় প্রতিমার
কাছে উৎসৃষ্ট বলি জ্ঞানেই বলি
ভোজন করে ; এবং তাহাদের সংবেদ
৮ দুর্ব্বল বলিয়া কলুষিত হয় । কিন্তু
খাদ্য দ্রব্য আমাদিগকে ঈশ্বরের
কাছে গ্রাহ্য করায় না ; ভোজন না
করিলে আমাদের ক্ষতি হয় না,
ভোজন করিলেও আমাদের বৃদ্ধি হয়
৯ না । কিন্তু সাবধান, তোমাদের এই
ক্ষমতা যেন কোন ক্রমে দুর্ব্বলদের
১০ ব্যাঘাতজনক না হয় । কারণ, তোমার
ত জ্ঞান আছে, তোমাকে যদি কেহ

দেবালয়ে ভোজনে বসিতে দেখে,
তবে সে দুর্ব্বল লোক বলিয়া তাহার
সংবেদ কি প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট
বলি ভোজন করিতে সাহস পাইবে
১১ না?* বস্তুতঃ তোমার জ্ঞান দ্বারা
সেই ভ্রাতা যাহার নিমিত্ত খ্রীষ্ট
মরিয়াছেন, সেই দুর্ব্বল ব্যক্তি নষ্ট
১২ হয়। এইরূপে ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে
পাপ করিলে, ও তাহাদের দুর্ব্বল
সংবেদে আঘাত করিলে, তোমরা
১৩ খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে পাপ কর। অতএব
খাদ্য দ্রব্য যদি আমার ভ্রাতার বিঘ্ন
জন্মায়, তবে আমি কখনও মাংস
ভোজন করিব না, পাছে আমার
ভ্রাতার বিঘ্ন জন্মাই।

## পৌলের প্রেরিতত্ব বিষয়ক কথা।

৯ আমি কি স্বাধীন নই? আমি
কি প্রেরিত নই? আমাদের প্রভু
যীশুকে আমি কি দেখি নাই?
তোমরাই কি প্রভুতে আমার কৃত
২ কর্ম্ম নও? আমি যদ্যপি অন্য
লোকদের জন্য প্রেরিত না হই,
তথাপি তোমাদের জন্য বটে, কেননা
প্রভুতে তোমরাই আমার প্রেরিত-
৩ পদের মুদ্রাঙ্ক। যাহারা আমার
পরীক্ষা করে, তাহাদের কাছে
৪ আমার উত্তর এই। ভোজন পান
করিবার অধিকার কি আমাদের
৫ নাই? অন্য সকল প্রেরিত ও
প্রভুর ভ্রাতৃগণ ও কৈফা, ইহাঁদের
ন্যায় কোন ধর্ম্মভগিনীকে বিবাহ
করিয়া সঙ্গে লইয়াই নানা স্থানে
যাইবার অধিকার কি আমাদের
৬ নাই? কিম্বা পরিশ্রম ত্যাগ
করিবার অধিকার কি কেবল
৭ আমার ও বার্ণবার নাই? কে কখন
আপনি ধন ব্যয় করিয়া যুদ্ধে যায়?
কে দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করে, আর
তাহার ফল না খায়? অথবা কে
পাল চরায়, আর পালের দুগ্ধ না
৮ খায়? আমি কি মানুষের মত এ
সকল কথা কহিতেছি? অথবা
ব্যবস্থায়ও কি ইহা বলে না?
৯ কারণ মোশির ব্যবস্থায় লেখা
আছে, "শস্যমর্দ্দনকারী বলদের
মুখে জাল্‌তি বাঁধিও না।"* ঈশ্বর
কি বলদেরই বিষয় চিন্তা করেন?
১০ কিম্বা সর্ব্বথা আমাদের নিমিত্ত ইহা
কহেন? বস্তুতঃ আমাদেরই নিমিত্ত
ইহা লিখিত হইয়াছে, কারণ যে
চাষ করে, প্রত্যাশাতেই চাষ করা
তাহার উচিত; এবং যে শস্য মাড়ে,
ভাগ পাইবার প্রত্যাশাতেই শস্য
১১ মাড়া তাহার উচিত। আমরা যখন
তোমাদের কাছে আত্মিক বীজ বপন
করিয়াছি, তখন যদি তোমাদের
মাংসিক ফল গ্রহণ করি, তবে তাহা
১২ কি মহৎ বিষয়? যদি তোমাদের
উপরে কর্তৃত্ব করিবার অন্য লোক-
দের অধিকার থাকে, তবে আমাদের
কি আরও অধিকার নাই? তথাচ
আমরা এই কর্তৃত্ব ব্যবহার করি
নাই, বরং সকলই সহ্য করিতেছি,
যেন খ্রীষ্টের সুসমাচারের কোন
১৩ বাধা না জন্মাই। তোমরা কি
জান না যে, পবিত্র বিষয়ের কার্য্য
যাহারা করে, তাহারা পবিত্র স্থানের

* (যথাক্ষর) গাঁথিয়া তোলা হইবে না?

* দ্বি বি ২৫, ৪। ১ তীম ৫, ১৮।

বস্তু খায়, এবং যজ্ঞবেদির সেবা
যাহারা করে, তাহারা যজ্ঞবেদির
১৪ সহিত অংশী হয়? সেইরূপে প্রভু
সুসমাচার প্রচারকদের জন্য এই
বিধান করিয়াছেন যে, তাহাদের
উপজীবিকা সুসমাচার হইতে
১৫ হইবে। কিন্তু আমি ইহার কিছুই
ব্যবহার করি নাই, আর আমার
সম্বন্ধে যে এরূপ করা হইবে, সে
জন্য আমি এ সকল লিখিতেছি না;
কেননা কেহ যে আমার শ্লাঘা
নিষ্ফল করিবে, তাহা অপেক্ষা বরং
১৬ আমার মরণ ভাল। কারণ আমি
যদিও সুসমাচার প্রচার করি, তবু
আমার শ্লাঘা করিবার কিছুই
নাই; কেননা অবশ্য বহনীয় ভার
আমার উপরে অর্পিত; ধিক্
আমাকে, যদি আমি সুসমাচার
১৭ প্রচার না করি। বস্তুতঃ আমি
যদি স্ব-ইচ্ছায় ইহা করি, তবে
আমার পুরস্কার আছে; কিন্তু যদি
স্ব-ইচ্ছায় না করি, তবু ধনাধ্যক্ষের
কার্য্য আমার হস্তে সমর্পিত
১৮ রহিয়াছে। তবে আমার পুরস্কার
কি? তাহা এই যে, সুসমাচার
প্রচার করিতে করিতে আমি সেই
সুসমাচারকে ব্যয়-রহিত করি, যেন
সুসমাচার সম্বন্ধে যে কর্তৃত্ব আমার
আছে, তাহার পূর্ণ ব্যবহার না করি।
১৯ কারণ সকলের অনধীন হইলেও
আমি সকলের দাসত্ব স্বীকার
করিলাম, যেন অধিক লোককে
২০ লাভ করিতে পারি। আমি যিহূদী-
দিগকে লাভ করিবার জন্য যিহূদী-
দের কাছে যিহূদীর ন্যায় হইলাম;
আপনি ব্যবস্থার অধীন না হইলেও
আমি ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে
লাভ করিবার জন্য ব্যবস্থাধীন-
দিগের কাছে ব্যবস্থাধীনের ন্যায়
২১ হইলাম। আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থা-
বিহীন নই, বরং খ্রীষ্টের ব্যবস্থার
অনুগত রহিয়াছি, তথাপি ব্যবস্থা-
বিহীন লোকদিগকে লাভ করিবার
জন্য ব্যবস্থাবিহীনদের কাছে ব্যবস্থা-
২২ বিহীনের ন্যায় হইলাম। দুর্ব্বল-
দিগকে লাভ করিবার জন্য আমি
দুর্ব্বলদের কাছে দুর্ব্বল হইলাম;
সর্ব্বথা কতকগুলি লোককে পরি-
ত্রাণ করিবার জন্য আমি সর্ব্বজনের
২৩ কাছে সর্ব্ববিধ হইলাম। আমি
সকলই সুসমাচারের জন্য করি, যেন
তাহার সহভাগী হই।
২৪ তোমরা কি জান না যে, দৌড়ের
স্থলে যাহারা দৌড়ে, তাহারা
সকলে দৌড়ে, কিন্তু কেবল এক
জন পুরস্কার পায়? তোমরা এরূপে
২৫ দৌড়, যেন পুরস্কার পাও। আর
যে কেহ মল্লযুদ্ধ করে, সে সর্ব্ব-
বিষয়ে ইন্দ্রিয়দমন করে। তাহারা
ক্ষয়ণীয় মুকুট পাইবার জন্য তাহা
করে, কিন্তু আমরা অক্ষয় মুকুট
২৬ পাইবার জন্য করি। অতএব আমি
এরূপে দৌড়িতেছি যে বিনালক্ষ্যে
নয়; এরূপে মুষ্টিযুদ্ধ করিতেছি যে
২৭ শূন্যে আঘাত করিতেছি না। বরং
আমার নিজ দেহকে প্রহার করিয়া
দাসত্বে রাখিতেছি, পাছে অন্য
লোকদের কাছে প্রচার করিবার
পর আমি আপনি কোন ক্রমে
অগ্রাহ্য হইয়া পড়ি।

**মন্দ হইতে পৃথক্ থাকিবার কথা।**

১০ কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, আমার
ইচ্ছা নয় যে, তোমরা অজ্ঞাত থাক
যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে
সেই মেঘের নীচে ছিলেন, ও
সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন
২ করিয়াছিলেন; এবং সকলে মোশির
উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে বাপ্তাইজিত
৩ হইয়াছিলেন, এবং সকলে একই
আত্মিক ভক্ষ্য ভোজন করিয়া-
৪ ছিলেন; আর, সকলে একই
আত্মিক পেয় পান করিয়াছিলেন;
কারণ, তাঁহারা এমন এক আত্মিক
শৈল হইতে পান করিতেন, যাহা
তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল;
৫ আর সেই শৈল খ্রীষ্ট। কিন্তু তাঁহা-
দের মধ্যে অধিকাংশ লোকের
প্রতি ঈশ্বর প্রীত হন নাই; ফলতঃ
তাঁহারা প্রান্তরে নিপাতিত হইলেন।
৬ এই সকল বিষয় আমাদের দৃষ্টান্ত-
স্বরূপে ঘটিয়াছিল, যেন তাঁহারা
যেমন অভিলাষ করিয়াছিলেন,
আমরা তেমনি মন্দ বিষয়ের
৭ অভিলাষ না করি। আবার যেমন
তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক
হইয়াছিল, তোমরা তেমনি প্রতিমা-
পূজক হইও না; যথা লিখিত
আছে, "লোকেরা ভোজন পান
করিতে বসিল, পরে ক্রীড়া করিতে
৮ উঠিল।"* আর যেমন তাঁহাদের
মধ্যে কতক লোক ব্যভিচার করিয়া-
ছিল, এবং এক দিনে তেইশ হাজার
লোক মারা পড়িল, আমরা যেন
৯ তেমনি ব্যভিচার না করি। আর
যেমন তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক
পরীক্ষা করিয়াছিল, এবং সর্পের
দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল, আমরা যেন
তেমনি প্রভুর পরীক্ষা না করি।
১০ আর যেমন তাঁহাদের মধ্যে কতক
লোক বচসা করিয়াছিল, এবং
সংহারকের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল,*
তোমরা তেমনি বচসা করিও না।
১১ এই সকল তাহাদের প্রতি দৃষ্টান্ত-
স্বরূপে ঘটিয়াছিল, এবং আমাদেরই
চেতনার জন্য লিখিত হইল;
আমাদের, যাহাদের উপরে যুগ-
কলাপের অন্ত আসিয়া পড়িয়াছে।
১২ অতএব যে মনে করে, আমি
দাঁড়াইয়া আছি, সে সাবধান হউক,
১৩ পাছে পড়িয়া যায়। মনুষ্য যাহা
সহ্য করিতে পারে,† তাহা ছাড়া
অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটে
নাই; আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তিনি
তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির
অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দিবেন
না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার
পথও করিয়া দিবেন, যেন তোমরা
সহ্য করিতে পার।
১৪ অতএব, হে আমার প্রিয়েরা,
প্রতিমাপূজা হইতে পলায়ন কর।
১৫ আমি তোমাদিগকে বুদ্ধিমান্
জানিয়া বলিতেছি; আমি যাহা
১৬ বলি, তোমরাই বিচার কর। আমরা
ধন্যবাদের যে পানপাত্র লইয়া ধন্য-
বাদ করি, তাহা কি খ্রীষ্টের রক্তের

* যাত্রা ৩২ ; ৬।

* গণনা ২৫ ; ১, ৯। ২১ ; ৫, ৬। ১৪ ; ২, ৩৬।
† (বা) মনুষ্যের প্রতি যাহা ঘটিয়া থাকে।

সহভাগিতা নয় ? আমরা যে রুটী
ভাঙ্গি, তাহা কি খ্রীষ্টের শরীরের
১৭ সহভাগিতা নয় ? কারণ অনেকে
যে আমরা, আমরা এক রুটী, এক
শরীর ; কেননা আমরা সকলে সেই
১৮ এক রুটীর অংশী। মাংসের সম্বন্ধে
যাহারা ইস্রায়েল, তাহাদিগকে
দেখ ; যাহারা বলি ভোজন করে,
তাহারা কি যজ্ঞবেদির সহভাগী
১৯ নয় ? তবে আমি কি বলিতেছি ?
প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট বলি কি
কিছুরই মধ্যে গণ্য ? অথবা
প্রতিমা কি কিছুরই মধ্যে গণ্য ?
২০ বরং পরজাতিগণ যাহা যাহা বলি-
দান করে, তাহা ভূতদের উদ্দেশে
বলিদান করে, ঈশ্বরের উদ্দেশে
নয় ; আর আমার এমন ইচ্ছা নয়
যে, তোমরা ভূতদের সহভাগী হও।
২১ প্রভুর পানপাত্র ও ভূতদের পান-
পাত্র, তোমরা এই উভয় পাত্রে
পান করিতে পার না ; প্রভুর মেজ
ও ভূতদের মেজ, তোমরা এই উভয়
মেজের অংশী হইতে পার না।
২২ অথবা আমরা কি প্রভুর অন্তর্জ্বালা
জন্মাইতেছি ? তাঁহা হইতে কি
আমরা বলবান্ ?
২৩ সকলই বিধেয়, কিন্তু সকলই যে
হিতজনক, তাহা নয় ; সকলই
বিধেয়, কিন্তু সকলই যে গাঁথিয়া
২৪ তুলে, তাহা নয়। কেহই স্বার্থ
চেষ্টা না করুক, বরং প্রত্যেক জন
২৫ পরের মঙ্গল চেষ্টা করুক। যে
কোন দ্রব্য বাজারে বিক্রয় হয়,
সংবেদের জন্য কিছু জিজ্ঞাসা না
করিয়া তাহা ভোজন করিও ;
২৬ যেহেতুক "পৃথিবী ও তাহার সমস্ত
২৭ বস্তু প্রভুরই।"* অবিশ্বাসীদের
মধ্যে কেহ যদি তোমাদিগকে
নিমন্ত্রণ করে, আর তোমরা যাইতে
ইচ্ছা কর, তবে সংবেদের জন্য
কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া, যে
কোন সামগ্রী তোমাদের সম্মুখে
রাখা হয়, তাহাই ভোজন করিও।
২৮ কিন্তু যদি কেহ তোমাদিগকে
বলে, এ প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট
বলি, তবে যে জানাইল, তাহার
জন্য, এবং সংবেদের জন্য তাহা
২৯ ভোজন করিও না। যে সংবেদের
কথা আমি বলিলাম, তাহা তোমার
নয়, কিন্তু সেই অন্য ব্যক্তির।
কারণ আমার স্বাধীনতা কেন
পরের সংবেদের দ্বারা বিচারিত
৩০ হইবে ? যদি আমি ধন্যবাদের
সহিত ভোজন করি, তবে যাহার
নিমিত্তে আমি ধন্যবাদ করি, তাহার
৩১ জন্য কেন নিন্দিত হই ? অতএব
তোমরা ভোজন, কি পান, কি যাহা
কিছু কর, সকলই ঈশ্বরের
৩২ গৌরবার্থে কর। কি যিহূদী, কি
গ্রীক, কি ঈশ্বরের মণ্ডলী, কাহারও
৩৩ বিঘ্ন জন্মাইও না ; যেমন আমিও
সকল বিষয়ে সকলের প্রীতিকর
হই, আপনার হিত চেষ্টা করি না,
কিন্তু অনেকের হিত চেষ্টা করি,
যেন তাহারা পরিত্রাণ পায়।
৩৪ যেমন আমিও খ্রীষ্টের অনুকারী,
তোমরা তেমনি আমার অনুকারী
হও।

* গীত ২৪ ; ১।

**ঈশ্বরের আরাধনা বিষয়ক কথা।**

১১ আমি তোমাদের প্রশংসা করি-
তেছি যে, তোমরা সকল বিষয়ে
২ আমাকে স্মরণ করিয়া থাক, এবং
তোমাদের কাছে শিক্ষামালা যেরূপ
সমর্পণ করিয়াছি, সেইরূপই তাহা
৩ ধরিয়া আছ। কিন্তু আমার ইচ্ছা
এই, যেন তোমরা জান যে, প্রত্যেক
পুরুষের মস্তকস্বরূপ খ্রীষ্ট, এবং স্ত্রীর
মস্তকস্বরূপ পুরুষ, আর খ্রীষ্টের
৪ মস্তকস্বরূপ ঈশ্বর। যে কোন পুরুষ
মস্তক আবৃত রাখিয়া প্রার্থনা করে,
কিম্বা ভাববাণী বলে, সে আপন
৫ মস্তকের অপমান করে। কিন্তু যে
কোন স্ত্রী অনাবৃত মস্তকে প্রার্থনা
করে, কিম্বা ভাববাণী বলে, সে
আপন মস্তকের অপমান করে;
কারণ সে নির্ব্বিশেষে মুণ্ডিতার
৬ সমান হইয়া পড়ে। ভাল, স্ত্রী যদি
মস্তক আবৃত না রাখে, সে চুলও
কাটিয়া ফেলুক; কিন্তু চুল কাটিয়া
ফেলা কি মস্তক মুণ্ডন করা যদি
স্ত্রীর লজ্জার বিষয় হয়, তবে মস্তক
৭ আবৃত রাখুক। বাস্তবিক মস্তক
আবরণ করা পুরুষের উচিত নয়,
কেননা সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ও
গৌরব; কিন্তু স্ত্রী পুরুষের গৌরব।
৮ কারণ পুরুষ স্ত্রীলোক হইতে নয়,
৯ বরং স্ত্রীলোক পুরুষ হইতে। আর
স্ত্রীর নিমিত্ত পুরুষের সৃষ্টি হয় নাই,
১০ কিন্তু পুরুষের নিমিত্ত স্ত্রীর।* এই
কারণ স্ত্রীর মস্তকে কর্ত্তৃত্বের চিহ্ন
রাখা কর্ত্তব্য—দূতগণের জন্য।
১১ তথাপি প্রভুতে স্ত্রীও পুরুষ ছাড়া
নয়, আবার পুরুষও স্ত্রী ছাড়া নয়।
১২ কারণ যেমন পুরুষ হইতে স্ত্রী,
তেমনি আবার স্ত্রী দিয়া পুরুষ
হইয়াছে; কিন্তু সকলই ঈশ্বর হইতে।
১৩ তোমরা আপনাদের মধ্যে বিচার
কর, অনাবৃত মস্তকে ঈশ্বরের কাছে
প্রার্থনা করা কি স্ত্রীর উপযুক্ত?
১৪ স্বয়ং প্রকৃতিও কি তোমাদিগকে
শিক্ষা দেয় না যে, পুরুষ যদি লম্বা
চুল রাখে, তবে তাহা তাহার অপ-
১৫ মানের বিষয়; কিন্তু স্ত্রীলোক যদি
লম্বা চুল রাখে, তবে তাহা তাহার
গৌরবের বিষয়; কারণ সেই চুল
আবরণের পরিবর্ত্তে তাহাকে দেওয়া
১৬ হইয়াছে। কিন্তু কেহ যদি বিবাদী
হওয়া বিহিত বোধ করে, তবে এই
প্রকার ব্যবহার আমাদের নাই,
এবং ঈশ্বরের মণ্ডলীগণেরও নাই।

**প্রভুর ভোজের বিষয়।**

১৭ কিন্তু এই আদেশ দিবার উপলক্ষে
আমি তোমাদের প্রশংসা করি না,
কারণ তোমরা যে সমবেত হইয়া
থাক, তাহাতে ভাল না হইয়া বরং
১৮ মন্দই হয়। কারণ প্রথমতঃ, শুনিতে
পাইতেছি, যখন তোমরা মণ্ডলীতে
সমবেত হও, তখন তোমাদের মধ্যে
দলাদলি হইয়া থাকে, এবং ইহা
১৯ কতকটা বিশ্বাস করিতেছি। আর
বাস্তবিক তোমাদের মধ্যে দলভেদ
হওয়া আবশ্যক, যেন তোমাদের
মধ্যে যাহারা পরীক্ষাসিদ্ধ তাহারা
২০ প্রকাশিত হয়। যাহা হউক, তোমরা
যখন এক স্থানে সমবেত হও,
তখন প্রভুর ভোজ ভোজন করা

* আদি ২, ১৮।

হয় না, কেননা ভোজনকালে
২১ প্রত্যেক জন অপরের অগ্রে
তাহার নিজের ভোজ গ্রহণ করে,
তাহাতে এক জন ক্ষুধিত থাকে,
আর এক জন বা মত্ত হয়। এ
২২ কেমন? ভোজন পান করিবার
জন্য কি তোমাদের বাড়ী নাই?
অথবা তোমরা কি ঈশ্বরের মণ্ডলী-
কে অবজ্ঞা করিতেছ, এবং যাহা-
দের কিছু নাই, তাহাদিগকে লজ্জা
দিতেছ? আমি তোমাদিগকে কি
বলিব? কি তোমাদের প্রশংসা
করিব? এ বিষয়ে প্রশংসা করি না।
২৩ কারণ আমি প্রভু হইতে এই
শিক্ষা পাইয়াছি এবং তোমাদিগকে
সমর্পণও করিয়াছি যে, প্রভু যীশু
যে রাত্রিতে সমর্পিত হন, সেই
রাত্রিতে তিনি রুটী লইলেন,
২৪ এবং ধন্যবাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন, ও
কহিলেন, 'ইহা আমার শরীর,
ইহা তোমাদের জন্য; আমার
স্মরণার্থে ইহা করিও'। সেই
২৫ প্রকারে তিনি ভোজনের পর পান-
পাত্রও লইয়া কহিলেন, 'এই পান-
পাত্র আমার রক্তে* নূতন নিয়ম;
তোমরা যত বার পান করিবে,
২৬ আমার স্মরণার্থে ইহা করিও'।
কারণ যত বার তোমরা এই রুটী
ভোজন কর, এবং এই পানপাত্রে
পান কর, তত বার প্রভুর মৃত্যু
প্রচার করিয়া থাক, যে পর্য্যন্ত
২৭ তিনি না আইসেন। অতএব যে
কেহ অযোগ্যরূপে প্রভুর রুটী
ভোজন কিম্বা পানপাত্রে পান
করিবে, সে প্রভুর শরীরের ও
২৮ রক্তের দায়ী হইবে। কিন্তু মনুষ্য
আপনার পরীক্ষা করুক, এবং এই
প্রকারে সেই রুটী ভোজন ও
সেই পানপাত্রে পান করুক।
২৯ কেননা যে ব্যক্তি ভোজন ও পান
করে, সে যদি তাঁহার শরীর না
চিনে, তবে সে আপনার বিচারাজ্ঞা
ভোজন পান করে। এই কারণ
৩০ তোমাদের মধ্যে বিস্তর লোক
দুর্ব্বল ও পীড়িত আছে, এবং
৩১ অনেকে নিদ্রাগত হইতেছে।
আমরা যদি আপনাদিগকে আপ-
নারা চিনিতাম, তবে আমরা বিচা-
৩২ রিত হইতাম না; কিন্তু আমরা
যখন প্রভু কর্ত্তৃক বিচারিত হই,
তখন শাসিত হই, যেন জগতের
সহিত দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত না হই।
৩৩ অতএব, হে আমার ভ্রাতৃগণ,
তোমরা যখন ভোজন করিবার
জন্য সমবেত হও, তখন এক
৩৪ জন অন্যের অপেক্ষা করিও।
যদি কাহারও ক্ষুধা লাগে, তবে সে
বাটীতে ভোজন করুক; তোমাদের
সমবেত হওয়া যেন বিচারাজ্ঞার
হেতু না হয়। আর সকল বিষয়, যখন
আমি আসিব, তখন আদেশ করিব।

### পবিত্র আত্মার বিবিধ অনুগ্রহ-দান।

১২ আর হে ভ্রাতৃগণ, আত্মিক দান
সকলের বিষয়ে তোমরা যে অজ্ঞাত
থাক, আমার এ ইচ্ছা নয়।
২ তোমরা জান, যখন তোমরা পর-
জাতীয় ছিলে, তখন যেমন চালিত

* যাত্রা ২৪ : ৮। লূক ২২ : ২০।

হইতে, তেমনি অবাক্ প্রতিমাগণের
৩ দিকেই চালিত হইতে। এই জন্য
আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি
যে, ঈশ্বরের আত্মায় কথা কহিলে,
কেহ বলে না, 'যীশু শাপগ্রস্ত',
এবং পবিত্র আত্মার আবেশ
ব্যতিরেকে কেহ বলিতে পারে না,
'যীশু প্রভু'।
৪ অনুগ্রহ-দান নানা প্রকার, কিন্তু
৫ আত্মা এক ; এবং পরিচর্য্যা নানা
৬ প্রকার, কিন্তু প্রভু এক ; এবং
ক্রিয়াসাধক গুণ নানা প্রকার,
কিন্তু ঈশ্বর এক ; তিনি সকলেতে
৭ সকল ক্রিয়ার সাধনকর্ত্তা। কিন্তু
প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার
৮ আবির্ভাব দত্ত হয়। কারণ এক
জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার
বাক্য দত্ত হয়, আর এক জনকে
সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য,
৯ আর এক জনকে সেই আত্মাতে
বিশ্বাস, আর এক জনকে সেই একই
আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা
১০ অনুগ্রহ-দান, আর এক জনকে
পরাক্রম-কার্য্য-সাধক গুণ, আর
এক জনকে ভাববাণী, আর এক
জনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার
শক্তি, আর এক জনকে নানাবিধ
ভাষা কহিবার শক্তি, এবং আর
এক জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার
১১ অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয় ; কিন্তু
এই সকল কর্ম্ম সেই একমাত্র আত্মা
সাধন করেন ; তিনি সবিশেষ
বিভাগ করিয়া যাহাকে যাহা দিতে
বাসনা করেন, তাহাকে তাহা দেন।
১২ কেননা যেমন দেহ এক, আর
তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেক, এবং
দেহের সমুদয় অঙ্গ, অনেক হইলেও,
এক দেহ হয়, খ্রীষ্টও সেইরূপ।
১৩ ফলতঃ আমরা কি যিহূদী কি গ্রীক,
কি দাস কি স্বাধীন, সকলেই এক
দেহ হইবার জন্য একই আত্মাতে
বাপ্তাইজিত হইয়াছি, এবং সকলেই
এক আত্মা হইতে পায়িত হইয়াছি।
১৪ আর বাস্তবিক দেহ একটী অঙ্গ নয়,
১৫ অনেক। পা যদি বলে, আমি ত
হাত নই, তজ্জন্য দেহের অংশ নই,
তবে তাহা যে দেহের অংশ নহে,
১৬ এমন নয়। আর কর্ণ যদি বলে,
আমি ত চক্ষু নই, তজ্জন্য দেহের
অংশ নই, তবে তাহা যে দেহের
১৭ অংশ নহে, এমন নয়। সমস্ত দেহ
যদি চক্ষু হইত, তবে শ্রবণ কোথায়
থাকিত? এবং সমস্তই যদি শ্রবণ
হইত, তবে ঘ্রাণ কোথায় থাকিত?
১৮ কিন্তু এখন ঈশ্বর অঙ্গ সকল এক
এক করিয়া দেহের মধ্যে যেমন
ইচ্ছা করিয়াছেন, সেইরূপ বসাইয়া-
১৯ ছেন। নতুবা সমস্তই যদি একটী
অঙ্গ হইত, তবে দেহ কোথায়
২০ থাকিত? কিন্তু এখন অঙ্গ অনেক
২১ বটে, কিন্তু দেহ এক। আর চক্ষু
হস্তকে বলিতে পারে না, তোমাতে
আমার প্রয়োজন নাই ; আবার
মাথাও পা দুখানিকে বলিতে পারে
না, তোমাদিগেতে আমার প্রয়োজন
২২ নাই ; বরং দেহের যে সকল অঙ্গকে
অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বলিয়া বোধ
হয়, সেইগুলি অধিক প্রয়োজনীয়।
২৩ আর আমরা দেহের যে সকল
অঙ্গকে অপেক্ষাকৃত অনাদরণীয়

বলিয়া জ্ঞান করি, সেইগুলিকে
অধিক আদরে ভূষিত করি, এবং
আমাদের যে অঙ্গগুলি শ্রীহীন,
সেইগুলি অধিকতর সুশ্রী প্রাপ্ত
২৪ হয় ; কিন্তু আমাদের যে সকল অঙ্গ
সুশ্রী, সেগুলির সে প্রয়োজন নাই।
বাস্তবিক, ঈশ্বর দেহ সংগঠিত
করিয়াছেন, অসম্পূর্ণকে অধিক
২৫ আদর করিয়াছেন, যেন দেহের
মধ্যে বিচ্ছেদ না হয়, বরং অঙ্গ সকল
যেন পরস্পরের জন্য সমভাবে চিন্তা
২৬ করে। আর এক অঙ্গ দুঃখ পাইলে
তাহার সহিত সকল অঙ্গই দুঃখ
পায়, এবং এক অঙ্গ গৌরব প্রাপ্ত
হইলে তাহার সহিত সকল অঙ্গই
২৭ আনন্দ করে। তোমরা খ্রীষ্টের দেহ,
এবং এক এক জন এক একটী অঙ্গ।
২৮ আর ঈশ্বর মণ্ডলীতে প্রথমতঃ
প্রেরিতগণকে, দ্বিতীয়তঃ ভাববাদি-
গণকে, তৃতীয়তঃ উপদেশকগণকে
স্থাপন করিয়াছেন ; তৎপরে
নানাবিধ পরাক্রমকার্য্য, তৎপরে
আরোগ্যসাধক অনুগ্রহ-দান, উপ-
কার, শাসনপদ, নানাবিধ ভাষা
২৯ [দিয়াছেন]। সকলেই কি প্রেরিত ?
সকলেই কি ভাববাদী ? সকলেই কি
উপদেশক ? সকলেই কি পরাক্রম-
৩০ কার্য্যকারী? সকলেই কি আরোগ্য-
সাধক অনুগ্রহ-দান পাইয়াছে ?
সকলেই কি বিশেষ বিশেষ ভাষা
বলে ? সকলেই কি অর্থ বুঝাইয়া
৩১ দেয় ? তোমরা শ্রেষ্ঠ দান সকল
প্রাপ্ত হইতে যত্নবান্ হও। পরন্তু
আমি তোমাদিগকে আরও উৎকৃষ্ট
এক পথ দেখাইতেছি।

### প্রেমের উৎকৃষ্টতার বিষয়।

১৩ যদি আমি মনুষ্যদের, এবং দূত-
গণেরও ভাষা বলি, কিন্তু আমার
প্রেম না থাকে, তবে আমি শব্দ-
কারক পিত্তল ও ঝম্‌ঝম্‌কারী
২ করতাল হইয়া পড়িয়াছি। আর
যদি ভাববাণী প্রাপ্ত হই, ও সমস্ত
নিগূঢ়তত্ত্বে ও সমস্ত জ্ঞানে পারদর্শী
হই, এবং যদি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস
থাকে যাহাতে আমি পর্ব্বত
স্থানান্তর করিতে পারি,* কিন্তু
আমার প্রেম না থাকে, তবে আমি
৩ কিছুই নহি। আর যথাসর্ব্বস্ব যদি
দরিদ্রদিগকে খাওয়াইয়া দিই, এবং
পোড়াইবার জন্য আপন দেহ দান
করি, কিন্তু আমার প্রেম না থাকে,
তবে আমার কিছুই লাভ নাই।
৪ প্রেম চিরসহিষ্ণু, প্রেম মধুর,
ঈর্ষা করে না, প্রেম আত্মশ্লাঘা করে
৫ না, গর্ব্ব করে না, অশিষ্টাচরণ করে
না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগিয়া
উঠে না, অপকার গণনা করে না,
৬ অধার্ম্মিকতায় আনন্দ করে না,
কিন্তু সত্যের সহিত আনন্দ করে ;
৭ সকলই বহন করে, সকলই বিশ্বাস
করে, সকলই প্রত্যাশা করে,
সকলই ধৈর্য্যপূর্ব্বক সহ্য করে।
৮ প্রেম কখনও শেষ হয় না। কিন্তু
যদি ভাববাণী থাকে, তাহার লোপ
হইবে ; যদি বিশেষ বিশেষ ভাষা
থাকে, সে সকল শেষ হইবে ; যদি
জ্ঞান থাকে, তাহার লোপ হইবে।
৯ কেননা আমরা কতক অংশে জানি,
এবং কতক অংশে ভাববাণী বলি ;

* মথি ১৭, ২০।

১০ কিন্তু যাহা পূর্ণ তাহা আসিলে,
যাহা অংশমাত্র তাহার লোপ
১১ হইবে। আমি যখন শিশু ছিলাম,
তখন শিশুর ন্যায় কথা কহিতাম,
শিশুর ন্যায় চিন্তা করিতাম, শিশুর
ন্যায় বিচার করিতাম ; এখন মানুষ
হইয়াছি বলিয়া শিশুভাবগুলি
১২ ত্যাগ করিয়াছি। কারণ এখন
আমরা দর্পণে অস্পষ্ট দেখিতেছি,
কিন্তু তৎকালে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া
দেখিব ; এখন আমি কতক অংশে
জানিতে পাই, কিন্তু তৎকালে
আমি আপনি যেমন পরিচিত
হইয়াছি, তেমনি পরিচয় পাইব।
১৩ আর এখন বিশ্বাস, প্রত্যাশা, প্রেম,
এই তিনটী আছে, আর ইহাদের
মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ।

### ভাববাণী বলিবার ও বিশেষ ভাষায় কথা বলিবার বিষয়।

১৪ তোমরা প্রেমের অনুধাবন কর,
আবার আত্মিক বর সকলের জন্য
উদ্‌যোগী হও, বিশেষতঃ যেন ভাব-
২ বাণী বলিতে পার। কেননা যে
ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে,
সে মানুষের কাছে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের
কাছে বলে ; কারণ কেহ তাহা
বুঝে না, বরং সে আত্মায় নিগূঢ়তত্ত্ব
৩ বলে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভাববাণী
বলে, সে মনুষ্যের কাছে গাঁথিয়া
তুলিবার এবং আশ্বাস ও সান্ত্বনার
৪ কথা কহে। যে ব্যক্তি বিশেষ
ভাষায় কথা বলে, সে আপনাকে
গাঁথিয়া তুলে, কিন্তু যে ভাববাণী
বলে, সে মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলে।
৫ আমি ইচ্ছা করি, যেন তোমরা
সকলে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা
বলিতে পার, কিন্তু অধিক ইচ্ছা
করি, যেন ভাববাণী বলিতে পার ;
কেননা যে বিশেষ বিশেষ ভাষায়
কথা বলে, মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলি-
বার জন্য সে যদি অর্থ বুঝাইয়া না
দেয়, তবে ভাববাণী-প্রচারক তাহা
হইতে মহান্।
৬ এখন, হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমা-
দের নিকটে আসিয়া যদি বিশেষ
বিশেষ ভাষায় কথা বলি, কিন্তু
তোমাদের কাছে প্রত্যাদেশ কিম্বা
জ্ঞান কিম্বা ভাববাণী কিম্বা উপদেশ-
ক্রমে কথা না বলি, তবে আমা হইতে
তোমাদের কি উপকার দর্শিবে ?
৭ বাঁশী হউক, কি বীণা হউক, ধ্বনিযুক্ত
নিষ্প্রাণ বস্তুও যদি তাল মান না
রাখিয়া বাজে, তবে বাঁশীতে বা
বীণাতে কি বাজিতেছে, তাহা কিসে
৮ জানা যাইবে ? বস্তুতঃ তূরীর ধ্বনি
যদি অস্পষ্ট হয়, তবে কে যুদ্ধের
৯ জন্য সুসজ্জ হইবে ? তেমনি তোমরা
যদি জিহ্বা দ্বারা, যাহা সহজে বুঝা
যায়, এমন কথা না বল, তবে কি
বলা হইতেছে, তাহা কিসে জানা
যাইবে ? বরঞ্চ তোমাদের কথা
১০ আকাশকেই বলা হইবে। হয় ত
জগতে এত প্রকার রব আছে, আর
১১ রববিহীন কিছুই নাই। ভাল, আমি
যদি রব বিশেষের অর্থ না জানি,
তবে যে জন বলে, তাহার পক্ষে
আমি বর্ব্বর হইব, এবং আমার
১২ পক্ষে সেই বক্তা বর্ব্বর। অতএব

তোমরা যখন বিবিধ আত্মিক বরের
জন্য উদ্যোগী, তখন চেষ্টা কর, যেন
মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য
১৩ উপচয় প্রাপ্ত হও। এই জন্য যে
ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে
প্রার্থনা করুক, যেন অর্থ বুঝাইয়া
১৪ দিতে পারে। কেননা যদি আমি
বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি, তবে
আমার আত্মা প্রার্থনা করে, কিন্তু
১৫ আমার বুদ্ধি ফলহীন থাকে। তবে
দাঁড়াইল কি? আমি আত্মাতে
প্রার্থনা করিব, বুদ্ধিতেও প্রার্থনা
করিব; আত্মাতে গান করিব,
১৬ বুদ্ধিতেও গান করিব। নতুবা যদি
তুমি আত্মাতে ধন্যবাদ কর, তবে যে
ব্যক্তি সামান্য শ্রোতার স্থান পূর্ণ
করে, সে কেমন করিয়া তোমার
ধন্যবাদে 'আমেন্' বলিবে? তুমি
কি বলিতেছ, তাহা ত সে জানে
১৭ না। কারণ তুমি সুন্দররূপে ধন্যবাদ
দিতেছ বটে, কিন্তু সেই ব্যক্তিকে
১৮ গাঁথিয়া তোলা হয় না। ঈশ্বরের ধন্য-
বাদ করিতেছি, তোমাদের সকলের
অপেক্ষা আমি অধিক ভাষায় কথা
১৯ বলিয়া থাকি; কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে,
বিশেষ ভাষায় দশ সহস্র কথা
অপেক্ষা, বরং বুদ্ধি দ্বারা পাঁচটী
কথা কহিতে চাই, যেন অন্য লোক-
দিগকেও শিক্ষা দিতে পারি।
২০ ভ্রাতৃগণ, তোমরা বুদ্ধিতে বালক
হইও না, বরঞ্চ হিংসাতে শিশুগণের
ন্যায় হও, কিন্তু বুদ্ধিতে পরিপক্ক
২১ হও। ব্যবস্থায় লেখা আছে, "আমি
পরভাষীদের দ্বারা এবং পরদেশীদের
ওষ্ঠ দ্বারা এই জাতির কাছে কথা
কহিব, কিন্তু তাহা করিলেও তাহারা
আমার কথা শুনিবে না, ইহা প্রভু
২২ বলেন।"* অতএব সেই বিশেষ
বিশেষ ভাষা বিশ্বাসীদের নিমিত্ত নয়,
বরং অবিশ্বাসীদেরই নিমিত্ত চিহ্ন-
স্বরূপ; কিন্তু ভাববাণী অবিশ্বাসী-
দের নিমিত্ত নয়, বরং বিশ্বাসীদেরই
২৩ নিমিত্ত। অতএব সমস্ত মণ্ডলী এক
স্থানে সমবেত হইলে যদি সকলে
বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলে,
এবং কতকগুলি সামান্য কি
অবিশ্বাসী লোক প্রবেশ করে, তবে
তাহারা কি বলিবে না যে, তোমরা
২৪ পাগল? কিন্তু সকলে যদি ভাববাণী
বলে, আর কোন অবিশ্বাসী কি
সামান্য ব্যক্তি প্রবেশ করে, তবে
সে সকলের দ্বারা দোষীকৃত হয়, সে
২৫ সকলের দ্বারা বিচারিত হয়, তাহার
হৃদয়ের গুপ্ত ভাব সকল প্রকাশ
পায়; এবং এইরূপে সে অধোমুখে
পড়িয়া ঈশ্বরের ভজনা করিবে,
বলিবে, ঈশ্বর বাস্তবিকই তোমাদের
মধ্যবর্ত্তী।
২৬ ভ্রাতৃগণ, তবে দাঁড়াইল কি?
তোমরা যখন সমবেত হও, তখন
কাহারও গীত থাকে, কাহারও
উপদেশ থাকে, কাহারও প্রত্যাদেশ
থাকে, কাহারও বিশেষ ভাষা থাকে,
কাহারও অর্থব্যাখ্যা থাকে, সকলই
গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত হউক।
২৭ যদি কেহ বিশেষ ভাষায় কথা বলে,
তবে দুই জন, কিম্বা অধিক হইলে
তিন জন বলুক, পালানুক্রমেই
বলুক, আর এক জন অর্থ বুঝাইয়া

* যিশ ২৮; ১১, ১২।

২৮ দিউক। কিন্তু অর্থকারক না
থাকিলে সেই ব্যক্তি মণ্ডলীতে নীরব
হইয়া থাকুক, কেবল আপনার ও
২৯ ঈশ্বরের উদ্দেশে কথা বলুক। আর
ভাববাদীরা দুই কিম্বা তিন জন
করিয়া কথা বলুক, অন্য সকলে
৩০ বিচার করুক। কিন্তু এমন আর
কাহারও কাছে যদি কিছু প্রকাশিত
হয়, যে বসিয়া রহিয়াছে, তবে
৩১ প্রথম ব্যক্তি নীরব থাকুক। কারণ
তোমরা সকলে এক এক করিয়া
ভাববাণী বলিতে পার, যেন সকলেই
শিক্ষা পায়, ও সকলেই আশ্বাসিত
৩২ হয়। আর ভাববাদীদের আত্মা
৩৩ ভাববাদীদের বশে আছে ; কেননা
ঈশ্বর গোলযোগের ঈশ্বর নহেন,
কিন্তু শান্তির।

৩৪ যেমন পবিত্রগণের সমস্ত মণ্ডলীতে
হইয়া থাকে, স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলীতে
নীরব থাকুক, কেননা কথা কহিবার
অনুমতি তাহাদিগকে দেওয়া যায়
না, বরং যেমন ব্যবস্থাও বলে,
তাহারা বশীভূতা হইয়া থাকুক।
৩৫ আর যদি তাহারা কিছু শিখিতে
চায়, তবে নিজ নিজ স্বামীকে ঘরে
জিজ্ঞাসা করুক, কারণ মণ্ডলীতে
স্ত্রীলোকের কথা বলা লজ্জার
৩৬ বিষয়। বল দেখি, ঈশ্বরের বাক্য
কি তোমাদেরই নিকট হইতে বাহির
হইয়াছিল ? কিম্বা কেবল তোমা-
দেরই কাছে আসিয়াছিল ?

৩৭ কেহ যদি আপনাকে ভাববাদী
কিম্বা আত্মিক বলিয়া মনে করে,
তবে সে বুঝুক, আমি তোমাদের
কাছে যাহা যাহা লিখিলাম, সে
৩৮ সকল প্রভুর আজ্ঞা। কিন্তু কেহ
যদি না জানে, সে না জানুক।

৩৯ অতএব, হে আমার ভ্রাতৃগণ,
তোমরা ভাববাণী বলিবার জন্য
উদ্যোগী হও, এবং বিশেষ বিশেষ
ভাষা কহিতে বারণ করিও না।
৪০ কিন্তু সকলই শিষ্ট ও সুনিয়মিত-
রূপে করা হউক।

**বিশ্বাসীদের শেষকালীন পুনরুত্থান।**

১৫ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে
সেই সুসমাচার জানাইতেছি, যে
সুসমাচার তোমাদের নিকট প্রচার
করিয়াছি, যাহা তোমরা গ্রহণও
করিয়াছ, যাহাতে তোমরা দাঁড়াইয়া
২ আছ ; আর তাহারই দ্বারা, আমি
তোমাদের কাছে যে কথাতে
সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা
যদি ধরিয়া রাখ, তবে পরিত্রাণ
পাইতেছ ; নচেৎ তোমরা বৃথা
৩ বিশ্বাসী হইয়াছ। ফলতঃ প্রথম
স্থলে আমি তোমাদের কাছে এই
শিক্ষা সমর্পণ করিয়াছি, এবং
ইহা আপনিও পাইয়াছি যে,
শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের
৪ জন্য মরিলেন, ও কবর প্রাপ্ত
হইলেন, আর শাস্ত্রানুসারে তিনি
তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইয়াছেন ;
৫ আর তিনি কৈফাকে, পরে সেই
৬ বারো জনকে দেখা দিলেন ; তাহার
পরে একেবারে পাঁচ শতের অধিক
ভ্রাতাকে দেখা দিলেন, তাহাদের
অধিকাংশ লোক অদ্যাপি বর্ত্তমান
রহিয়াছে, কিন্তু কেহ কেহ নিদ্রাগত

৭ হইয়াছে। তাহার পরে তিনি
যাকোবকে, পরে সকল প্রেরিতকে
৮ দেখা দিলেন। সকলের শেষে
অকাল-জাতের ন্যায় যে আমি,
৯ আমাকেও দেখা দিলেন। কেননা
প্রেরিতগণের মধ্যে আমি সর্ব্বা-
পেক্ষা ক্ষুদ্র, বরং প্রেরিত নামে
আখ্যাত হইবার অযোগ্য, কারণ
আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীর তাড়না
১০ করিতাম। কিন্তু আমি যাহা আছি,
ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি ; এবং
আমার প্রতি প্রদত্ত তাঁহার অনুগ্রহ
নিরর্থক হয় নাই, বরং তাঁহাদের
সকলের অপেক্ষা আমি অধিক
পরিশ্রম করিয়াছি ; আমি করিয়াছি,
তাহা নয়, কিন্তু আমার সহবর্ত্তী
ঈশ্বরের অনুগ্রহই করিয়াছে ;
১১ অতএব আমিই হই, আর তাঁহারাই
হউন, আমরা এইরূপ প্রচার করি,
এবং তোমরা এইরূপ বিশ্বাস
করিয়াছ।

১২ ভাল, খ্রীষ্ট যখন এই বলিয়া
প্রচারিত হইতেছেন যে, তিনি
মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত
হইয়াছেন, তখন তোমাদের কেহ
কেহ কেমন করিয়া বলিতেছ যে,
১৩ মৃতগণের পুনরুত্থান নাই ? মৃত-
গণের পুনরুত্থান যদি না হয়, তবে
১৪ খ্রীষ্টও ত উত্থাপিত হন নাই। আর
খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন,
তাহা হইলে ত আমাদের প্রচারও
বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা।
১৫ আবার আমরা যে ঈশ্বরের সম্বন্ধে
মিথ্যা সাক্ষী, ইহাই প্রকাশ
পাইতেছে ; কারণ আমরা ঈশ্বরের
বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়াছি যে, তিনি
খ্রীষ্টকে উত্থাপন করিয়াছেন ; কিন্তু
যদি মৃতগণের উত্থাপন না হয়,
তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে উত্থাপন
১৬ করেন নাই। কেননা মৃতগণের
উত্থাপন যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও
১৭ উত্থাপিত হন নাই। আর খ্রীষ্ট যদি
উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা
হইলে তোমাদের বিশ্বাস অলীক,
এখনও তোমরা আপন আপন
১৮ পাপে রহিয়াছ। সুতরাং যাহারা
খ্রীষ্টে নিদ্রাগত হইয়াছে, তাহারাও
১৯ বিনষ্ট হইয়াছে। সুধু এই জীবনে
যদি খ্রীষ্টে প্রত্যাশা করিয়া থাকি,
তবে আমরা সকল মনুষ্যের মধ্যে
অধিক দুর্ভাগা।

২০ কিন্তু বাস্তবিক খ্রীষ্ট মৃতগণের
মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন,
তিনি নিদ্রাগতদের অগ্রিমাংশ।
২১ কেননা মনুষ্য দ্বারা যখন মৃত্যু
আসিয়াছে, তখন আবার মনুষ্য
দ্বারা মৃতগণের পুনরুত্থান আসি-
২২ য়াছে। কারণ আদমে যেমন সকলে
মরে, তেমনি আবার খ্রীষ্টেই সকলে
২৩ জীবনপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু প্রত্যেক
জন আপন আপন শ্রেণীতে ; খ্রীষ্ট
অগ্রিমাংশ, পরে খ্রীষ্টের লোক
সকল তাঁহার আগমনকালে।
২৪ তৎপরে পরিণাম হইবে ; তখন
তিনি সমস্ত আধিপত্য এবং সমস্ত
কর্ত্তৃত্ব ও পরাক্রম লোপ করিলে
পর পিতা ঈশ্বরের হস্তে রাজ্য
২৫ সমর্পণ করিবেন। কেননা যাবৎ
তিনি "সমস্ত শত্রুকে তাঁহার পদ-
তলে না রাখিবেন," তাঁহাকে

২৬ রাজত্ব করিতেই হইবে। শেষ
শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হইবে।
২৭ কারণ "তিনি সকলই বশীভূত করিয়া
তাঁহার পদতলে রাখিলেন"*। কিন্তু
যখন তিনি বলেন যে, সকলই
বশীভূত করা হইয়াছে, তখন স্পষ্ট
দেখা যায়, যিনি সকলই তাঁহার
বশীভূত করিলেন, তাঁহাকে বাদ
২৮ দেওয়া হইল। আর সকলই তাঁহার
বশীভূত করা হইলে পর পুত্র
আপনিও তাঁহার বশীভূত হইবেন,
যিনি সকলই তাঁহার বশে রাখিয়া-
ছিলেন ; যেন ঈশ্বরই সর্ব্বেসর্ব্বা
হন।
২৯ নতুবা, মৃতদের নিমিত্ত যাহারা
বাপ্তাইজিত হয়, তাহারা কি
করিবে ? মৃতেরা যদি একেবারেই
উত্থাপিত না হয়, তাহা হইলে
উহাদের নিমিত্ত তাহারা আবার
৩০ কেন বাপ্তাইজিত হয় ? আর
আমরাই বা কেন ঘণ্টায় ঘণ্টায়
৩১ বিপদের মধ্যে পড়ি ? ভ্রাতৃগণ,
আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে তোমা-
দের বিষয়ে আমার যে শ্লাঘা, তাহার
দোহাই দিয়া বলিতেছি, আমি
৩২ প্রতিদিন মরিতেছি। ইফিষে পশু-
দের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছি, তাহা
যদি মানুষের মত করিয়া থাকি,
তবে তাহাতে আমার কি ফল
দর্শে ? মৃতেরা যদি উত্থাপিত না
হয়, তবে "আইস, আমরা ভোজন
পান করি, কেননা কল্য মরিব"।†
৩৩ ভ্রান্ত হইও না, কুসংসর্গ শিষ্টাচার
৩৪ নষ্ট করে। ধার্ম্মিক হইবার জন্য
চেতন হও, পাপ করিও না, কেননা
কাহারও কাহারও ঈশ্বর-জ্ঞান
নাই ; আমি তোমাদের লজ্জার
নিমিত্ত এই কথা কহিতেছি।
৩৫ কিন্তু কেহ বলিবে, মৃতেরা কি
প্রকারে উত্থাপিত হয় ? কি প্রকার
৩৬ দেহেই বা আইসে ? হে নির্ব্বোধ,
তুমি আপনি যাহা বুন, তাহা না
মরিলে জীবিত করা যায় না।
৩৭ আর যাহা বুন, যে দেহ উৎপন্ন
হইবে, তুমি তাহা বুন না; বরং
গোমেরই হউক, কি অন্য কোন
কিছুরই হউক, বীজমাত্র বুনিতেছ ;
৩৮ আর ঈশ্বর তাহাকে যে দেহ দিতে
ইচ্ছা করিলেন, তাহাই দেন ; আর
তিনি প্রত্যেক বীজকে তাহার
৩৯ নিজের দেহ দেন। সকল মাংস
এক প্রকার মাংস নয় ; কিন্তু
মনুষ্যের এক প্রকার, পশুর মাংস
অন্য প্রকার, পক্ষীর মাংস অন্য
প্রকার, ও মৎস্যের অন্য প্রকার।
৪০ আর স্বর্গীয় দেহ আছে, ও পার্থিব
দেহ আছে ; কিন্তু স্বর্গীয় দেহগুলির
এক প্রকার তেজ, ও পার্থিব দেহ-
৪১ গুলির অন্য প্রকার। সূর্য্যের এক
প্রকার তেজ, চন্দ্রের আর এক
প্রকার তেজ, ও নক্ষত্রগণের আর
এক প্রকার তেজ ; কারণ তেজ
সম্বন্ধে একটী নক্ষত্র হইতে অন্য
৪২ নক্ষত্র ভিন্ন। মৃতগণের পুনরুত্থানও
তদ্রূপ। ক্ষয়ে বপন করা যায়,
অক্ষয়তায় উত্থাপন করা হয় ;
৪৩ অনাদরে বপন করা যায়, গৌরবে
উত্থাপন করা হয় ; দুর্ব্বলতায়

* গীত ১১০ ; ১। ৮ ; ৬।
† যিশ ২২ ; ১৩।

বপন করা যায়, শক্তিতে উত্থাপন
৪৪ করা হয় ; প্রাণিক দেহ বপন করা
যায়, আত্মিক দেহ উত্থাপন করা
হয়। যখন প্রাণিক দেহ আছে,
৪৫ তখন আত্মিক দেহও আছে। এই-
রূপ লেখাও আছে, প্রথম "মনুষ্য"
আদম "সজীব প্রাণী হইল ;"* শেষ
আদম জীবনদায়ক আত্মা হইলেন।
৪৬ কিন্তু যাহা আত্মিক, তাহা প্রথম
নয়, বরং যাহা প্রাণিক, তাহাই
প্রথম ; যাহা আত্মিক তাহা পশ্চাৎ।
৪৭ প্রথম মনুষ্য মৃত্তিকা হইতে, মৃন্ময়,
৪৮ দ্বিতীয় মনুষ্য স্বর্গ হইতে। মৃন্ময়
ব্যক্তিরা সেই মৃন্ময়ের তুল্য, এবং
স্বর্গীয় ব্যক্তিরা সেই স্বর্গীয়ের তুল্য।
৪৯ আর আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের
প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি, তেমনি
সেই স্বর্গীয় ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তিও
ধারণ করিব।†
৫০ আমি এই বলি, ভ্রাতৃগণ, রক্ত
মাংস ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী
হইতে পারে না ; এবং ক্ষয় অক্ষয়-
৫১ তার অধিকারী হয় না। দেখ, আমি
তোমাদিগকে এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি ;
আমরা সকলে নিদ্রাগত হইব না,
কিন্তু সকলে রূপান্তরীকৃত হইব ;
৫২ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে,
শেষ তূরীধ্বনিতে হইব ; কেননা
তূরী বাজিবে, তাহাতে মৃতেরা অক্ষয়
হইয়া উত্থাপিত হইবে, এবং আমরা
৫৩ রূপান্তরীকৃত হইব। কারণ এই
ক্ষয়ণীয়কে অক্ষয়তা পরিধান করিতে

* আদি ২ ; ৭ ।
† (বা) তেমনি আইস, সেই স্বর্গীয় ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তিও ধারণ করি।

হইবে, এবং এই মর্ত্ত্যকে অমরতা
৫৪ পরিধান করিতে হইবে। আর এই
ক্ষয়ণীয় যখন অক্ষয়তা পরিহিত
হইবে, এবং এই মর্ত্ত্য যখন অমরতা
পরিহিত হইবে, তখন এই যে কথা
লিখিত আছে, তাহা সফল হইবে,
৫৫ "মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল"। "মৃত্যু,
তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু,
৫৬ তোমার হুল কোথায়?"* মৃত্যুর
হুল পাপ, ও পাপের বল ব্যবস্থা।
৫৭ কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক, তিনি
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা
আমাদিগকে জয় প্রদান করেন।
৫৮ অতএব, হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ,
সুস্থির হও, নিশ্চল হও, প্রভুর
কার্য্যে সর্ব্বদা উপচিয়া পড়, কেননা
তোমরা জান যে, প্রভুতে তোমা-
দের পরিশ্রম নিষ্ফল নয়।

### চাঁদা সংগ্রহের বিধি। পত্রের উপসংহার।

১৬ আর পবিত্রগণের নিমিত্ত
চাঁদার সম্বন্ধে, আমি গালাতিয়া
দেশস্থ মণ্ডলী সকলকে যে আজ্ঞা
দিয়াছি, তদনুসারে তোমরাও কর।
২ সপ্তাহের প্রথম দিনে তোমরা
প্রত্যেকে আপনাদের নিকটে কিছু
কিছু রাখিয়া আপন আপন সঙ্গতি
অনুসারে অর্থ সঞ্চয় কর ; যেন
আমি যখন আসিব, তখনই চাঁদা
৩ না হয়। পরে আমি উপস্থিত
হইলে, তোমরা যাহাদিগকে যোগ্য
মনে করিবে, আমি তাহাদিগকে
পত্র দিয়া তাহাদের দ্বারা তোমাদের

* যিশ ২৫ ; ৮। হোশেয় ১৩ ; ১৪।

সেই দান যিরূশালেমে পাঠাইয়া
৪ দিব। আর আমারও যদি যাওয়া
উপযুক্ত হয়, তবে তাহারা আমার
সঙ্গে যাইবে।
৫ মাকিদনিয়া দেশ দিয়া যাত্রা
সমাপ্ত হইলেই আমি তোমাদের
ওখানে যাইব, কেননা আমি মাকি-
দনিয়া দেশ দিয়া যাইতে উদ্যত
৬ আছি। আর হয় ত তোমাদের
নিকটে কিছু দিন অবস্থিতি করিব,
কি জানি, শীতকালও যাপন
করিব; তাহা হইলে আমি
যেখানেই যাই, তোমরা আমাকে
আগাইয়া দিয়া আসিতে পারিবে।
৭ কেননা তোমাদের সহিত এবার
পথঘটিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা
করি না; কারণ আমার প্রত্যাশা
এই যে, যদি প্রভুর অনুমতি হয়,
আমি তোমাদের কাছে কিছু কাল
৮ থাকিব। কিন্তু পঞ্চাশত্তমী পর্য্যন্ত
৯ আমি ইফিষে আছি; কারণ আমার
সম্মুখে এক দ্বার খোলা রহিয়াছে,
তাহা বৃহৎ ও কার্য্যসাধক; আর
বিপক্ষ অনেক।
১০ তীমথিয় যদি আইসেন, তবে
দেখিও, যেন তিনি তোমাদের কাছে
নির্ভয়ে থাকেন, কেননা যেমন আমি
করি, তেমনি তিনি প্রভুর কার্য্য
করিতেছেন; অতএব কেহ তাঁহাকে
১১ হেয়জ্ঞান না করুক। কিন্তু তাঁহাকে
শান্তিতে আগাইয়া দিবে, যেন
তিনি আমার নিকটে আসিতে
পারেন, কারণ আমি অপেক্ষা
করিতেছি যে, তিনি ভ্রাতৃগণের
সহিত আসিবেন।

১২ আর আপল্লো ভ্রাতার বিষয়ে
বলিতেছি; আমি তাঁহাকে অনেক
বিনতি করিয়াছিলাম, যেন তিনি
ভ্রাতৃগণের সহিত তোমাদের কাছে
যান; কিন্তু এখন যাইতে কোন
প্রকারে তাঁহার ইচ্ছা হইল না;
সুযোগ পাইলেই যাইবেন।
১৩ তোমরা জাগিয়া থাক, বিশ্বাসে
দাঁড়াইয়া থাক, বীরত্ব দেখাও,
১৪ বলবান্ হও। তোমাদের সকল
কার্য্য প্রেমে হউক।
১৫ আর হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে
নিবেদন করিতেছি;—তোমরা
স্তিফানের পরিজনকে জান, তাঁহারা
আখায়া দেশের অগ্রিমাংশ, এবং
পবিত্রগণের পরিচর্য্যায় আপনা-
দিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন;—
১৬ তোমরাও এই প্রকার লোকদের,
এবং যত জন কার্য্যে সাহায্য
করেন, ও পরিশ্রম করেন, সেই
১৭ সকলের বশবর্ত্তী হও। স্তিফানের,
ফর্তূনাতের ও আখায়িকের আগ-
মনে আমি আনন্দ করিতেছি,
কেননা তোমাদের ত্রুটি তাঁহারা পূর্ণ
১৮ করিয়াছেন; কারণ তাঁহারা আমার
এবং তোমাদেরও আত্মাকে আপ্যা-
য়িত করিয়াছেন। অতএব তোমরা
এই প্রকার লোকদিগকে চিনিয়া
মান্য করিও।
১৯ এশিয়ার মণ্ডলী সকল তোমা-
দিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে।
আকিলা ও প্রিষ্কা এবং তাঁহাদের
গৃহস্থিত মণ্ডলী তোমাদিগকে প্রভুতে
অনেক মঙ্গলবাদ করিতেছেন।
২০ ভ্রাতৃগণ সকলে তোমাদিগকে মঙ্গল-

বাদ করিতেছেন। তোমরা পবিত্র
চুম্বনে পরস্পর মঙ্গলবাদ কর।
২১ আমার মঙ্গলবাদ আমি পৌল
২২ স্বহস্তে লিখিলাম। কোন ব্যক্তি
যদি প্রভুকে ভাল না বাসে, তবে
সে শাপগ্রস্ত হউক; মারাণ আথা
২৩ [ প্রভু আসিতেছেন ]। প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী
২৪ হউক। খ্রীষ্ট যীশুতে আমার প্রেম
তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক।

# করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র।

**মঙ্গলাচরণ। প্রাপ্ত উপকার হেতু ঈশ্বরের ধন্যবাদ।**

১ পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর
প্রেরিত, এবং তীমথিয় ভ্রাতা,—
করিন্থে ঈশ্বরের যে মণ্ডলী আছে,
এবং সমস্ত আখায়া দেশে যে সকল
পবিত্র লোক আছেন, তাঁহাদের
২ সর্ব্বজন সমীপে। আমাদের পিতা
ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে
অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি
বর্ত্তুক।
৩ ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
ঈশ্বর ও পিতা; তিনিই করুণা-
সমষ্টির পিতা এবং সমস্ত সান্ত্বনার
৪ ঈশ্বর; তিনি আমাদের সমস্ত
ক্লেশের মধ্যে আমাদিগকে সান্ত্বনা
করেন, যেন আমরা নিজে ঈশ্বর-
দত্ত যে সান্ত্বনায় সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হই,
সেই সান্ত্বনা দ্বারা সমস্ত ক্লেশের
পাত্রদিগকে সান্ত্বনা করিতে পারি।
৫ কেননা খ্রীষ্টের দুঃখভোগ যেমন
আমাদের প্রতি উপচিয়া পড়ে,
তেমনি খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের
৬ সান্ত্বনাও উপচিয়া পড়ে। আর
আমরা যদি ক্লেশ পাই, তবে তাহা
তোমাদের সান্ত্বনার ও পরিত্রাণের
নিমিত্ত; অথবা যদি সান্ত্বনা পাই,
তবে তাহা তোমাদের সান্ত্বনার
নিমিত্ত; সেই সান্ত্বনা সেই একই
প্রকার ধৈর্য্যযুক্ত দুঃখভোগে
কার্য্য সাধন করিতেছে, যে প্রকার
দুঃখ আমরাও ভোগ করিতেছি।
৭ আর তোমাদের বিষয়ে আমাদের
প্রত্যাশা দৃঢ়; কেননা আমরা জানি,
তোমরা যেমন দুঃখভোগের, তেমনি
সান্ত্বনারও সহভাগী।
৮ কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, এশিয়ায়
আমাদের যে ক্লেশ ঘটিয়াছিল,
তোমরা যে সে বিষয় অজ্ঞাত থাক,
ইহা আমাদের ইচ্ছা নয়; ফলতঃ
আত্যন্তিক দুঃখভারে আমরা শক্তির
অতিরিক্তরূপে ভারগ্রস্ত হইয়া
পড়িয়াছিলাম; এমন কি, জীবনের
আশাও ছাড়িয়া দিয়াছিলাম;
৯ বরং আমরা আপনাদের অন্তরে
এই উত্তর পাইয়াছিলাম যে, মৃত্যু

আসিতেছে,যেন আপনাদের উপরে
নির্ভর না দিয়া মৃতগণের উত্থাপন-
কারী ঈশ্বরের উপরে নির্ভর দিই।
১০ তিনিই এত বড় মৃত্যু হইতে আমা-
দিগকে উদ্ধার করিয়াছেন ও
উদ্ধার করিবেন ; আমরা তাঁহাতেই
প্রত্যাশা করিয়াছি যে, ইহার
পরেও তিনি উদ্ধার করিবেন ;
১১ ইহাতে তোমরাও বিনতি দ্বারা
আমাদের পক্ষে সাহায্য করিতেছ,
যেন অনেকের দ্বারা যে অনুগ্রহ-দান
আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত
অনেক মুখ হইতে আমাদের পক্ষে
ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

### পৌলের করিন্থে যাইবার মনস্থ।

১২ কারণ আমাদের শ্লাঘা এই,
আমাদের সংবেদ সাক্ষ্য দিতেছে যে,
ঈশ্বর-দত্ত পবিত্রতায় ও সরলতায়,
মাংসিক বিজ্ঞতায় নয়, কিন্তু
ঈশ্বরের অনুগ্রহে, আমরা জগতের
মধ্যে, এবং আরও বাহুল্যরূপে
তোমাদের প্রতি আচরণ করিয়াছি ;
১৩ আমরা ত আর কোন বিষয় তোমা-
দিগকে লিখিতেছি না, কেবল
তাহাই লিখিতেছি, যাহা তোমরা
পাঠ করিয়া থাক, অথবা স্বীকার
করিয়া থাক, আর আশা করি,
তোমরা শেষ পর্য্যন্ত তাহা স্বীকার
১৪ করিবে। বাস্তবিক তোমরা কতক
পরিমাণে আমাদিগকে এই বলিয়া
স্বীকার করিয়াছ যে, আমরা যেমন
তোমাদের শ্লাঘার হেতু, আমাদের
প্রভু যীশুর দিনে তোমরাও তেমনি
আমাদের শ্লাঘার হেতু।

১৫ আর এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রযুক্ত
আমার এই মানস ছিল যে, আমি
অগ্রে তোমাদের কাছে যাইব, যেন
তোমরা দ্বিতীয় বার অনুগ্রহ প্রাপ্ত
১৬ হও ; আর তোমাদের নিকট দিয়া
মাকিদনিয়ায় গমন করিব, পরে
মাকিদনিয়া হইতে আবার তোমা-
দের কাছে যাইব, আর তোমরা
আমাকে যিহূদিয়ার পথে আগাইয়া
১৭ দিয়া আসিবে। ভাল, এরূপ মানস
করায় কি আমি চাঞ্চল্য প্রকাশ
করিয়াছিলাম ? অথবা আমি যে
সকল মনস্থ করি, সে সকল মনস্থ
কি মাংসের মতে করিয়া থাকি যে,
আমার কাছে হাঁ হাঁ ও না না
১৮ হইবে ? বরং ঈশ্বর যেমন বিশ্বাস্য,
তেমনি তোমাদের প্রতি আমাদের
বাক্য 'হাঁ' আবার 'না' হয় না।
১৯ ফলতঃ ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট, যিনি
আমাদের দ্বারা, অর্থাৎ আমার
ও সীলের ও তীমথিয়ের দ্বারা
তোমাদের নিকটে প্রচারিত হইয়া-
ছেন, তিনি 'হাঁ' আবার 'না' হন
নাই, কিন্তু তাঁহাতেই 'হাঁ' হইয়াছে ;
২০ কারণ ঈশ্বরের যত প্রতিজ্ঞা,
তাঁহাতেই সে সকলের 'হাঁ' হয়,
সে জন্য তাঁহার দ্বারা 'আমেন'ও
হয়, যেন আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের
২১ গৌরব হয়। আর যিনি তোমাদের
সহিত আমাদিগকে খ্রীষ্টে স্থির
করিতেছেন, এবং আমাদিগকে
অভিষিক্ত করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর ;
২২ আর তিনি আমাদিগকে মুদ্রাঙ্কিতও
করিয়াছেন, এবং আমাদের হৃদয়ে
আত্মাকে বায়না দিয়াছেন।

২৩ কিন্তু আমি আপন প্রাণের
উপরে ঈশ্বরকে সাক্ষী মানিয়া
কহিতেছি, তোমাদের প্রতি মমতা
করাতেই এখন পর্য্যন্ত করিন্থে
২৪ আসি নাই। আমরা যে তোমা-
দের বিশ্বাসের উপরে প্রভুত্ব করি,
এমন নয়, বরং তোমাদের আনন্দের
সহকারী হই; কারণ বিশ্বাসেই
তোমরা দাঁড়াইয়া আছে।

২ আর আমি নিজে এই স্থির
করিয়াছিলাম যে, পুনর্ব্বার মনো-
দুঃখ লইয়া তোমাদের নিকটে
২ যাইব না। কেননা আমি যদি তোমা-
দিগকে দুঃখিত করি, তবে আমার
আনন্দদায়ক কে? কেবল সেই,
৩ যে আমা দ্বারা দুঃখিত হয়। আর
এই অভিপ্রায়ে সেই কথা লিখিয়া-
ছিলাম, যেন আমি আসিলে যাহা-
দের হইতে আমার আনন্দিত হওয়া
উপযুক্ত, তাহাদের হইতে মনো-
দুঃখ না জন্মে; কেননা তোমাদের
সকলের বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস
এই যে, আমার আনন্দে তোমাদের
৪ সকলেরই আনন্দ। কারণ অনেক
ক্লেশ ও মনোবেদনার মধ্যে অনেক
অশ্রুপাত করিতে করিতে তোমা-
দিগকে লিখিয়াছিলাম; তোমরা
যেন দুঃখিত হও, সে জন্য নয়, কিন্তু
তোমাদের প্রতি আমার যে
অতিমাত্র প্রেম আছে, তাহা যেন
জ্ঞাত হও।
৫ কিন্তু কেহ যদি দুঃখ দিয়া থাকে,
তবে সে আমাকে দুঃখ দেয় নাই,
কিন্তু কতক পরিমাণে—আমি যেন
বেশী পীড়ন না করি,—তোমাদের
৬ সকলকেই দিয়াছে। অধিকাংশ
লোকের দ্বারা তাদৃশ ব্যক্তি যে দণ্ড
পাইয়াছে, তাহাই তাহার পক্ষে
৭ যথেষ্ট। অতএব তোমরা বরং
তাহাকে ক্ষমা করিলে ও সান্ত্বনা
করিলে ভাল হয়, পাছে অতিরিক্ত
মনোদুঃখে তাদৃশ ব্যক্তি কবলিত
৮ হয়। এ কারণ বিনতি করি, তোমরা
৯ তাহার প্রতি প্রেম স্থির কর। কারণ
তোমরা সর্ব্ববিষয়ে আজ্ঞাবহ কি না,
ইহার প্রমাণ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত
তোমাদিগকে লিখিয়াছিলাম।
১০ যাহার কোন দোষ তোমরা ক্ষমা
কর, আমিও ক্ষমা করি; কেননা
আমিও যদি কিছু ক্ষমা করিয়া থাকি,
তবে তোমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্টের
১১ সাক্ষাতে তাহা ক্ষমা করিয়াছি, যেন
আমরা শয়তানকর্ত্তৃক প্রতারিত না
হই; কেননা তাহার কল্পনা সকল
আমরা অজ্ঞাত নই।

**ঈশ্বরীয় নূতন নিয়মের উৎকৃষ্টতা।**

১২ আমি যখন খ্রীষ্টের সুসমাচারের
জন্য ত্রোয়াতে গিয়াছিলাম, আর
প্রভুতে আমার সম্মুখে একটী দ্বার
১৩ খোলা হইয়াছিল, তখন আমার
ভ্রাতা তীতকে না পাওয়াতে আমার
আত্মায় কিছু আরাম পাই নাই:
কিন্তু আমি তাহাদের নিকট হইতে
বিদায় লইয়া মাকিদনিয়ায় চলিয়া
১৪ গেলাম। আর ধন্য ঈশ্বর, তিনি
সর্ব্বদা আমাদিগকে লইয়া খ্রীষ্টে
বিজয়-যাত্রা করেন, এবং তাঁহার
সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সুগন্ধ আমাদের

দ্বারা সর্ব্বস্থানে প্রকাশ করেন;
১৫ কারণ যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছে
ও যাহারা বিনাশ পাইতেছে,
উভয়ের কাছে আমরা ঈশ্বরের পক্ষে
১৬ খ্রীষ্টের সুগন্ধস্বরূপ। এক পক্ষের
প্রতি আমরা মৃত্যুমূলক মৃত্যুজনক
গন্ধ, অন্য পক্ষের প্রতি জীবনমূলক
জীবনদায়ক গন্ধ। আর এই সকলের
১৭ জন্য উপযুক্ত কে? আমরা ত সেই
অনেকের ন্যায় যে ঈশ্বরের বাক্যে
ভাঁজ দিই, তাহা নয়; কিন্তু সরল
ভাবে, ঈশ্বরের আদেশক্রমে,
আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে খ্রীষ্টে কথা
কহিতেছি।

৩ আমরা কি পুনর্ব্বার আপনাদের
প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিতেছি?
অথবা তোমাদের প্রতি কিম্বা
তোমাদের হইতে সুখ্যাতি-পত্রে
কি অন্য কাহারও কাহারও ন্যায়
আমাদেরও প্রয়োজন আছে?
২ তোমরাই আমাদের পত্র, আমাদের
হৃদয়ে লিখিত পত্র, যাহা সকল মনুষ্য
৩ জানে ও পাঠ করে; ফলতঃ তোমরা
খ্রীষ্টের পত্র, আমাদের পরিচর্য্যায়
সাধিত পত্র বলিয়া প্রকাশ
পাইতেছ; তাহা কালী দিয়া নয়,
কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা দিয়া,
প্রস্তর-ফলকে নয়, কিন্তু মাংসময়
হৃদয়ফলকে লিখিত হইয়াছে।
৪ আর খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি
আমাদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস
৫ হইয়াছে। আমরা যে আপনারাই
কিছুর মীমাংসা করিতে নিজ গুণে
উপযুক্ত, তাহা নয়; কিন্তু আমাদের
উপযোগিতা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন;
৬ তিনিই আমাদিগকে নূতন নিয়মের
পরিচারক, অক্ষরের নয়, কিন্তু
আত্মার পরিচারক হইবার উপযুক্তও
করিয়াছেন; কারণ অক্ষর বধ করে,
৭ কিন্তু আত্মা জীবনদায়ক। কিন্তু
মৃত্যুর যে পরিচর্য্যা-পদ প্রস্তরে
লিখিত ও ক্ষোদিত, তাহা যদি এমন
তেজযুক্ত হইয়া আসিল যে,
ইস্রায়েল-সন্তানগণ মোশির মুখের
তেজ প্রযুক্ত তাঁহার মুখের দিকে
একদৃষ্টে চাহিতে পারিল না,*—
৮ সেই তেজ ত লোপ পাইতেছিল—
তবে কেন আত্মার পরিচর্য্যা-পদ
বরং আরও তেজযুক্ত হইবে না?
৯ কেননা দণ্ডাজ্ঞার পরিচর্য্যা-পদ যদি
তেজস্বরূপ হইল, তবে ধার্ম্মিকতার
পরিচর্য্যা-পদ তেজে আরও অধিক
১০ উপচিয়া পড়ে। কারণ যাহা তেজ-
যুক্ত করা হইয়াছিল, তাহা এ
বিষয়ে সেই অতিরিক্ত তেজ প্রযুক্ত
১১ তেজযুক্ত হয় নাই। কেননা যাহা
লোপ পাইতেছে, তাহা যদি
তেজযুক্ত হইল, তবে যাহা স্থায়ী,
তাহা কত অধিক তেজযুক্ত।

### ঈশ্বরের সহকার্য্যকারীদের পরিচর্য্যা-পদ।

১২ অতএব, আমাদের এই প্রকার
প্রত্যাশা থাকাতে আমরা অতি স্পষ্ট
১৩ কথা ব্যবহার করি; আর মোশির
মত করি না; তিনি ত আপন মুখে
আবরণ দিতেন, যেন ইস্রায়েল-
সন্তানগণ একদৃষ্টে চাহিয়া যাহা

* যাত্রা ৩৪; ২৯-৩৫।

লোপ পাইতেছিল, তাহার পরিণাম
১৪ না দেখে। কিন্তু তাহাদের মন
কঠিনীভূত হইয়াছিল। কেননা
পুরাতন নিয়মের পাঠে সেই আবরণ
অদ্য পর্য্যন্ত রহিয়াছে, খোলা যায়
না, কেননা তাহা খ্রীষ্টেই লোপ
১৫ পায় ;* কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত যে কোন
সময়ে মোশি পাঠ করা হয়, তখন
তাহাদের হৃদয়ের উপরে আবরণ
১৬ থাকে। কিন্তু হৃদয়† যখন প্রভুর
প্রতি ফিরে, তখন আবরণ উঠাইয়া
১৭ ফেলা হয়। আর প্রভুই সেই
আত্মা ; এবং যেখানে প্রভুর আত্মা,
১৮ সেইখানে স্বাধীনতা। কিন্তু আমরা
সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ
দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত‡ করিতে
করিতে তেজ হইতে তেজ পর্য্যন্ত
যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে
হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্ত্তিতে
স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি।

তাঁহাদের সরলতা ও সাহস।

৪ এই জন্য আমরা এই পরিচর্য্যা-পদ
প্রাপ্ত হওয়ায়, যেরূপে দয়া পাই-
য়াছি, তদনুসারে নিরুৎসাহ হই না ;
২ বরং লজ্জার গুপ্ত কার্য্যসমূহে
জলাঞ্জলি দিয়াছি, ধূর্ত্ততায় চলি না,
ঈশ্বরের বাক্যে ভাঁজ দিই না, কিন্তু
সত্য প্রকাশ দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে
মনুষ্যমাত্রের সংবেদের কাছে
আপনাদিগকে যোগ্যপাত্র দেখাই-
৩ তেছি। কিন্তু আমাদের সুসমাচার
যদি আবৃত থাকে, তবে যাহারা
বিনাশ পাইতেছে, তাহাদেরই কাছে
৪ আবৃত থাকে। তাহাদের মধ্যে এই
যুগের দেব অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ
করিয়াছে, যেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি
যে খ্রীষ্ট, তাঁহার গৌরবের সুসমাচার-
দীপ্তি তাহাদের প্রতি উদয় না হয়।
৫ বস্তুতঃ আমরা আপনাদিগকে নয়,
কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুকেই প্রভু বলিয়া
প্রচার করিতেছি, এবং আপনা-
দিগকে যীশুর নিমিত্ত তোমাদের
৬ দাস বলিয়া দেখাইতেছি। কারণ
যে ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, 'অন্ধকারের
মধ্য হইতে দীপ্তি প্রকাশিত হইবে,'*
তিনিই আমাদের হৃদয়ে দীপ্তি
প্রকাশ করিলেন, যেন যীশু খ্রীষ্টের
মুখমণ্ডলে ঈশ্বরের গৌরবের জ্ঞান-
দীপ্তি প্রকাশ পায়।

তাঁহাদের দুর্ব্বলতা ও স্থৈর্য্য।

৭ কিন্তু এই ধন মৃন্ময় পাত্রে করিয়া
আমরা ধারণ করিতেছি, যেন
পরাক্রমের উৎকর্ষ ঈশ্বরের হয়,
৮ আমাদের হইতে নয়। আমরা সর্ব্ব-
প্রকারে ক্লিষ্ট হইতেছি, কিন্তু
৯ সঙ্কটাপন্ন হই না ; হতবুদ্ধি হই-
তেছি, কিন্তু নিরাশ হই না ; তাড়িত
হইতেছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না ;
অধঃক্ষিপ্ত হইতেছি, কিন্তু বিনষ্ট হই
১০ না। আমরা সর্ব্বদা এই দেহে যীশুর
মৃত্যু বহন করিয়া বেড়াইতেছি,
যেন যীশুর জীবনও আমাদের দেহে
১১ প্রকাশ পায়। কেননা আমরা
জীবিত হইয়াও যীশুর জন্য সর্ব্বদাই

* (বা) রহিয়াছে, কেননা তাহা যে খ্রীষ্টে লোপ পাইয়াছে, ইহা প্রকাশিত হয় নাই।
† (বা) কোন ব্যক্তি। ‡ (বা) দর্পণে নিরীক্ষণ।

* আদি ১, ২, ৩।

মৃত্যু-মুখে সমর্পিত হইতেছি, যেন
আমাদের মর্ত্ত্য মাংসে যীশুর জীবনও
১২ প্রকাশ পায়। এইরূপে আমা-
দিগেতে মৃত্যু, কিন্তু তোমাদিগেতে
জীবন কার্য্য সাধন করিতেছে।
১৩ পরন্তু বিশ্বাসের সেই আত্মা
আমাদের আছে, যেরূপ লেখা
আছে, "আমি বিশ্বাস করিলাম,
তাই কথা কহিলাম ;"* তেমনি
আমরাও বিশ্বাস করিতেছি, তাই
১৪ কথাও কহিতেছি ; কেননা আমরা
জানি, যিনি প্রভু যীশুকে উঠাইয়া-
ছেন, তিনি যীশুর সহিত আমা-
দিগকেও উঠাইবেন, এবং তোমাদের
১৫ সহিত উপস্থিত করিবেন। কারণ
সকলই তোমাদের নিমিত্ত, যেন
ঈশ্বরের অনুগ্রহ অধিক লোকের
দ্বারা বহুলীকৃত হইয়া ঈশ্বরের
গৌরবার্থে প্রচুর ধন্যবাদের কারণ
হইয়া উঠে।

পরকালের অপেক্ষায় তাঁহাদের প্রত্যাশা।

১৬ এই জন্য আমরা নিরুৎসাহ হই
না, কিন্তু আমাদের বাহ্য মনুষ্য
যদ্যপি ক্ষীণ হইতেছে, তথাপি
আন্তরিক মনুষ্য দিন দিন নূতনীকৃত
১৭ হইতেছে। বস্তুতঃ আপাততঃ আমা-
দের যে লঘুতর ক্লেশ হইয়া থাকে,
তাহা উত্তর উত্তর অনুপমরূপে
আমাদের জন্য অনন্তকালস্থায়ী
গুরুতর প্রতাপ সাধন করিতেছে ;
১৮ আমরা ত দৃশ্য বস্তু লক্ষ্য না করিয়া
অদৃশ্য বস্তু লক্ষ্য করিতেছি ; কারণ
যাহা যাহা দৃশ্য, তাহা ক্ষণকাল-
স্থায়ী, কিন্তু যাহা যাহা অদৃশ্য,
তাহা অনন্তকালস্থায়ী।

৫ কারণ আমরা জানি, যদি আমা-
দের এই তাম্বুরূপ পার্থিব বাটী
ভাঙ্গিয়া যায়, তবে ঈশ্বরদত্ত এক
গাঁথনি আমাদের আছে, সেই বাটী
অহস্তনির্ম্মিত, অনন্তকালস্থায়ী ও
২ স্বর্গে স্থিত। কারণ বাস্তবিক আমরা
এই তাম্বুর মধ্যে থাকিয়া আর্ত্তস্বর
করিতেছি, ইহার উপরে স্বর্গ হইতে
প্রাপ্য আবাস-পরিহিত হইবার
৩ আকাঙ্ক্ষা করিতেছি ; পরিহিত
হইলে পর আমরা ত উলঙ্গ থাকিব
৪ না। আর বাস্তবিক এই তাম্বুতে
থাকিয়া আমরা ভারাক্রান্ত হওয়াতে
আর্ত্তস্বর করিতেছি ; কেননা আমরা
পরিচ্ছদ-বিহীন হইতে বাঞ্ছা করি না,
কিন্তু ইহার উপরে পরিহিত হইতে
বাঞ্ছা করি, যেন যাহা মর্ত্ত্য, তাহা
৫ জীবনের দ্বারা কবলিত হয়। আর
যিনি আমাদিগকে ইহারই নিমিত্ত
প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর, তিনি
আমাদিগকে আত্মা বায়না দিয়া-
৬ ছেন। অতএব আমরা সর্ব্বদা সাহস
করিতেছি, আর জানি, যত দিন
এই দেহে নিবাস করিতেছি, তত
দিন প্রভু হইতে দূরে প্রবাস
৭ করিতেছি ; কেননা আমরা বিশ্বাস
দ্বারা চলি, বাহ্য দৃশ্য দ্বারা নয়।
৮ আমরা সাহস করিতেছি, এবং দেহ
হইতে দূরে প্রবাস ও প্রভুর কাছে
নিবাস করা অধিক বাঞ্ছনীয় জ্ঞান
৯ করিতেছি। আর এই কারণ আমরা
লক্ষ্য রাখিতেছি, নিবাসে থাকি,

* গীত ১১৬ ; ১০।

কিম্বা প্রবাসী হই, যেন তাঁহারই
১০ প্রীতির পাত্র হই। কারণ আমাদের
সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের
সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে, যেন
সৎকার্য্য হউক, কি অসৎকার্য্য হউক,
প্রত্যেক জন আপনার কৃত কার্য্য
অনুসারে দেহ দ্বারা উপার্জ্জিত ফল
পায়।

তাঁহারা খ্রীষ্টের রাজ-দূত।

১১ অতএব প্রভুর ভয় কি, তাহা
জানাতে আমরা মনুষ্যদিগকে
বুঝাইয়া লওয়াইতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের
প্রত্যক্ষ রহিয়াছি; আর আমি
প্রত্যাশা করি যে, আমরা তোমাদের
সংবেদেরও প্রত্যক্ষ রহিয়াছি।
১২ আমরা পুনরায় তোমাদের কাছে
আপনাদিগকে যোগ্যপাত্র দেখাই-
তেছি না, কিন্তু আমাদের পক্ষে
শ্লাঘা করিবার সুযোগ তোমাদিগকে
দিতেছি, যেন, যাহারা হৃদয়ে নয়,
সাক্ষাতে শ্লাঘা করে, তোমরা তাহা-
১৩ দিগকে উত্তর দিতে পার। কেননা
যদি আমরা হতবুদ্ধি হইয়া থাকি,
তবে তাহা ঈশ্বরের জন্য; এবং যদি
সুবুদ্ধি হই, তবে তাহা তোমাদের
১৪ জন্য। কারণ খ্রীষ্টের প্রেম আমা-
দিগকে বশে রাখিয়া চালাইতেছে;
কেননা আমরা এরূপ বিচার
করিয়াছি যে, এক জন সকলের জন্য
মরিলেন, সুতরাং সকলেই মরিল;
১৫ আর তিনি সকলের জন্য মরিলেন,
যেন, যাহারা জীবিত আছে, তাহারা
আর আপনাদের উদ্দেশে নয়, কিন্তু
তাঁহারই উদ্দেশে জীবন ধারণ করে,
যিনি তাহাদের জন্য মরিয়াছিলেন,
১৬ ও উত্থাপিত হইলেন। অতএব এখন
অবধি আমরা আর কাহাকেও মাংস
অনুসারে জানি না; যদিও খ্রীষ্টকে
মাংস অনুসারে জানিয়া থাকি,
তথাপি এখন আর জানি না।
১৭ ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে
নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি
অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নূতন
১৮ হইয়া উঠিয়াছে। আর, সকলই ঈশ্বর
হইতে হইয়াছে; তিনি খ্রীষ্ট দ্বারা
আপনার সহিত আমাদের সম্মিলন
করিয়াছেন, এবং সম্মিলনের পরি-
চর্য্যা-পদ আমাদিগকে দিয়াছেন;
১৯ বস্তুতঃ ঈশ্বর খ্রীষ্টে আপনার সহিত
জগতের সম্মিলন করাইয়া দিতে-
ছিলেন, তাহাদের অপরাধ সকল
তাহাদের বলিয়া গণনা করিলেন
না; এবং সেই সম্মিলনের বার্ত্তা
আমাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন।
২০ অতএব খ্রীষ্টের পক্ষেই আমরা রাজ-
দূতের কর্ম্ম করিতেছি; ঈশ্বর যেন
আমাদের দ্বারা নিবেদন করিতে-
ছেন, আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে এই বিনতি
করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত
২১ সম্মিলিত হও। যিনি পাপ জানেন
নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে
পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা
তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা-স্বরূপ
হই।

**পরিচারকদের দুঃখভোগ, সদ্ভাব, ও বিজয়।**

৬ আর তাঁহার সঙ্গে কার্য্য করিতে
করিতে আমরা নিবেদনও করি-

তেছি, তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ
২ বৃথা গ্রহণ করিও না। কেননা
তিনি কহেন,
"আমি প্রসন্নতার সময়ে তোমার
প্রার্থনা শুনিলাম,
এবং পরিত্রাণের দিবসে তোমার
সাহায্য করিলাম।"*
দেখ, এখন সুপ্রসন্নতার সময়;
দেখ, এখন পরিত্রাণের দিবস।
৩ —আমরা কোন বিষয়ে কোন
ব্যাঘাত জন্মাই না, যেন সেই পরি-
৪ চর্য্যা-পদ কলঙ্কিত না হয়; কিন্তু
ঈশ্বরের পরিচারক বলিয়া সর্ব্ব-
বিষয়ে আপনাদিগকে যোগ্যপাত্র
৫ দেখাইতেছি,—বিপুল ধৈর্য্যে, নানা
প্রকার ক্লেশে, অনাটনে, সঙ্কটে,
প্রহারে, কারাবাসে, উপপ্লবে,
পরিশ্রমে, অনিদ্রায়, অনাহারে;
৬ শুদ্ধতায়, জ্ঞানে, চিরসহিষ্ণুতায়,
মধুর ভাবে, পবিত্র আত্মায়, অকপট
৭ প্রেমে, সত্যের বাক্যে, ঈশ্বরের
পরাক্রমে; দক্ষিণ ও বাম হস্তে
৮ ধার্ম্মিকতার অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা, গৌরব
ও অনাদরক্রমে, অখ্যাতি ও
সুখ্যাতিক্রমে; আমরা প্রবঞ্চকের
৯ ন্যায়, অথচ সত্যবাদী; অপরিচিতের
ন্যায়, অথচ সুপরিচিত; ম্রিয়মাণের
ন্যায়, অথচ দেখ, জীবিত আছি;
শাসিতের ন্যায়, অথচ হত নহি;
১০ দুঃখিতের ন্যায়, কিন্তু সর্ব্বদা
আনন্দিত; দীনহীনের ন্যায়, কিন্তু
অনেকের ধনদাতা; আমাদের
যেন কিছুই নাই, অথচ আমরা
সর্ব্বাধিকারী।

* যিশ ৪৯. ৮।

### করিন্থীয়দের সদ্ভাবে পৌলের আনন্দ।

১১ হে করিন্থীয়েরা, তোমাদের প্রতি
আমাদের মুখ খোলা রহিয়াছে,
আমাদের হৃদয় প্রশস্ত রহিয়াছে।
১২ তোমরা আমাদিগেতে সঙ্কুচিত নহ;
কিন্তু আপন আপন অন্তরে সঙ্কুচিত
১৩ রহিয়াছ। আমি তোমাদিগকে
বৎসের ন্যায় জানিয়া বলিতেছি,
অনুরূপ প্রতিদানের জন্য তোমরাও
প্রশস্ত হও।
১৪ তোমরা অবিশ্বাসীদের সহিত
অসমভাবে যোঁয়ালিতে বদ্ধ হইও
না; কেননা ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে পরস্পর
কি সহযোগিতা? অন্ধকারের
সহিত দীপ্তিরই বা কি সহভাগিতা?
১৫ আর বলীয়ালের [পাপদেবের]
সহিত খ্রীষ্টের কি ঐক্য? অবিশ্বাসীর
সহিত বিশ্বাসীরই বা কি অংশ?
১৬ আর প্রতিমাদের সহিত ঈশ্বরের
মন্দিরেরই বা কি সম্পর্ক? আমরাই
ত জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির, যেমন ঈশ্বর
বলিয়াছেন, "আমি তাহাদের মধ্যে
বসতি করিব ও গমনাগমন করিব;
এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও
তাহারা আমার প্রজা হইবে।"
১৭ অতএব "তোমরা তাহাদের মধ্য
হইতে বাহির হইয়া আইস, ও পৃথক্
হও, ইহা প্রভু কহিতেছেন, এবং
অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না; তাহাতে
আমিই তোমাদিগকে গ্রহণ করিব,
১৮ এবং তোমাদের পিতা হইব, ও
তোমরা আমার পুত্র কন্যা হইবে,
ইহা সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু কহেন।"*

* লেব ২৬: ১২। যিশ ৫২. ১১। যিহি ৩৭. ২৭।

৭ অতএব, প্রিয়তমেরা এই সকল
প্রতিজ্ঞার অধিকারী হওয়াতে
আইস, আমরা মাংসের ও আত্মার
সমস্ত মালিন্য হইতে আপনাদিগকে
শুচি করি, ঈশ্বরভয়ে পবিত্রতা সিদ্ধ
করি।
২ তোমরা আমাদিগকে মনে স্থান
দেও; আমরা কাহারও অন্যায় করি
নাই, কাহাকেও নষ্ট করি নাই,
৩ কাহাকেও ঠকাই নাই। আমি
দোষী করিবার জন্য এ কথা কহি-
তেছি, তাহা নয়; কেননা পূর্ব্বে
বলিয়াছি, তোমরা আমাদের হৃদয়ে
এমন গাঁথা রহিয়াছ যে, মরি ত
একসঙ্গে, বাঁচি ত একসঙ্গে।
৪ তোমাদের কাছে আমার বড়ই
সাহস; তোমাদের পক্ষে আমি বড়ই
শ্লাঘা করি; আমাদের সমস্ত ক্লেশের
মধ্যে আমি সান্ত্বনাতে পরিপূর্ণ,
আমি আনন্দে উথলিয়া পড়িতেছি।
৫ কারণ যখন আমরা মাকি-
দনিয়াতে আসিয়াছিলাম, তখনও
আমাদের মাংসের কিছুমাত্র শান্তি
ছিল না; কিন্তু সর্ব্বদিকে ক্লিষ্ট
হইতেছিলাম; বাহিরে যুদ্ধ, অন্তরে
৬ ভয় ছিল। তথাপি ঈশ্বর, যিনি
অবনতদিগকে সান্ত্বনা করেন, তিনি
তীতের আগমন দ্বারা আমাদিগকে
৭ সান্ত্বনা করিলেন; আর কেবল
তাঁহার আগমন দ্বারা নয়, কিন্তু
তোমাদের মধ্যে তিনি যে সান্ত্বনায়
সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা
দ্বারাও সান্ত্বনা করিলেন, কারণ
তিনি তোমাদের অনুরাগ, তোমাদের
বিলাপ, ও আমার পক্ষে তোমাদের
উদ্যোগ বিষয়ক সংবাদ দিলেন,
তাহাতে আমি আরও আনন্দিত
৮ হইলাম। কেননা যদিও আমার পত্র
দ্বারা তোমাদিগকে দুঃখিত করিয়া-
ছিলাম, তবু অনুশোচনা করি না—
যদিও অনুশোচনা করিয়াছিলাম—
কেননা আমি দেখিতে পাইতেছি যে,
সেই পত্র তোমাদের মনোদুঃখ
জন্মাইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল
৯ কিয়ৎকালের জন্য; এখন আমি
আনন্দ করিতেছি; তোমাদের
মনোদুঃখ হইয়াছে, সে জন্য নয়,
কিন্তু তোমাদের মনোদুঃখ যে মন-
পরিবর্ত্তন-জনক হইয়াছে, সেই জন্য;
কারণ ঈশ্বরের মতানুযায়ী মনোদুঃখ
তোমাদের হইয়াছে, যেন আমাদের
দ্বারা কোন বিষয়ে তোমাদের ক্ষতি
১০ না হয়। কারণ ঈশ্বরের মতানুযায়ী
যে মনোদুঃখ, তাহা পরিত্রাণজনক
এমন মনপরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে, যাহা
অনুশোচনীয় নয়; কিন্তু জগতের
১১ মনোদুঃখ মৃত্যু সাধন করে। কারণ
দেখ, এই বিষয়টী, অর্থাৎ ঈশ্বরের
মতানুযায়ী যে মনোদুঃখ তোমাদের
হইয়াছে, তাহা তোমাদের পক্ষে কত
যত্ন সাধন করিয়াছে! আর কেমন
দোষপ্রক্ষালন, আর কেমন বিরক্তি,
আর কেমন ভয়, আর কেমন অনু-
রাগ, আর কেমন উদ্যোগ, আর
কেমন প্রতীকার! সর্ব্ববিষয়ে তোমরা
আপনাদিগকে ঐ ব্যাপারে শুদ্ধ
১২ দেখাইয়াছ। অতএব আমি যদিও
তোমাদের কাছে লিখিয়াছিলাম,
তথাপি অপরাধীর জন্য কিম্বা যাহার
বিরুদ্ধে অপরাধ করা হইয়াছে,

তাহার জন্য নয়, কিন্তু আমাদের
পক্ষে তোমাদের যে যত্ন আছে,
তাহা যেন ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমা-
দের প্রত্যক্ষ হয়, এই জন্য লিখিয়া-
১৩ ছিলাম। সেই কারণ আমরা সান্ত্বনা
পাইলাম; আর আমাদের সেই
সান্ত্বনার উপরে তীতের আনন্দে
আরও প্রচুর আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম,
কারণ তোমাদের সকলের দ্বারা
তাঁহার আত্মা আপ্যায়িত হইয়াছে।
১৪ কেননা তাঁহার কাছে আমি কোন
বিষয়ে যদি তোমাদের জন্য শ্লাঘা
করিয়া থাকি, তাহাতে লজ্জিত হই
নাই; কিন্তু আমরা যেমন তোমাদের
কাছে সকলই সত্যভাবে বলিয়াছি,
তেমনি তীতের কাছে আমাদের কৃত
১৫ সেই শ্লাঘাও সত্য হইল। আর
তোমরা সকলে কেমন আজ্ঞাবহ
ছিলে, কেমন সভয় ও সকম্পে
তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলে, তাহা
স্মরণ করিতে করিতে তোমাদের
প্রতি তাঁহার স্নেহ অধিক প্রবল
১৬ হইয়াছে। আমি আনন্দ করিতেছি
যে, সর্ব্ববিষয়ে তোমাদের সম্বন্ধে
আমার আশ্বাস জন্মিয়াছে।

## দানশীলতার উৎকৃষ্টতা ও সুন্দর ফল।

*মাকিদনিয়া দেশস্থ মণ্ডলীগণের দানশীলতা।*

৮ আর ভ্রাতৃগণ, মাকিদনিয়া দেশস্থ
মণ্ডলীসমূহে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ
দত্ত হইয়াছে, তাহা আমরা তোমা-
২ দিগকে জ্ঞাত করিতেছি। ফলতঃ
ক্লেশরূপ মহাপরীক্ষার মধ্যেও
তাহাদের আনন্দের উপচয় এবং
অগাধ দীনতা তাহাদের দানশীলতা-
রূপ ধনের উদ্দেশে উপচিয়া
৩ পড়িয়াছে। কেননা আমি সাক্ষ্য
দিতেছি যে, তাহারা সাধ্য পর্য্যন্ত,
বরং সাধ্যের অতিরিক্ত পরিমাণে
৪ স্ব-ইচ্ছায় দান করিয়াছিল, বিস্তর
অনুনয় সহকারে সেই অনুগ্রহের
সম্বন্ধে, এবং পবিত্রগণের পরিচর্য্যায়
সহভাগিতার সম্বন্ধে, আমাদের
৫ কাছে অনুরোধ করিয়াছিল। ইহাতে
তাহারা যে আমাদের আশামত
কর্ম্ম করিল, কেবল তাহা নয়, বরং
ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে আপনাদিগকেই
প্রথমে প্রভুর এবং আমাদের
৬ উদ্দেশে প্রদান করিল। সেই জন্য
আমরা তীতকে অনুরোধ করিলাম,
যেন তিনি পূর্ব্বে যেমন আরম্ভ
করিয়াছিলেন, তেমনি তোমাদের
মধ্যে সেই অনুগ্রহ-কার্য্য সমাপ্তও
করেন।

## ভ্রাতৃগণের পরস্পর উপকার করা উচিত।

*প্রভু যীশু দানশীলতার আদর্শ।*

৭ ভাল, তোমরা যেমন সর্ব্ববিষয়ে
উপচিয়া পড়িতেছ—বিশ্বাসে, বক্তৃ-
তায়, জ্ঞানে, সর্ব্বপ্রকার যত্নে, এবং
আমাদের প্রতি তোমাদের প্রেমে
—তেমনি যেন এই অনুগ্রহ-কার্য্যেও
উপচিয়া পড়।
৮ আমি আদেশ স্বরূপে বলিতেছি
না, কিন্তু অন্য লোকদের যত্ন দ্বারা
তোমাদেরও প্রেমের যথার্থতা
৯ পরীক্ষা করিতেছি। কেননা তোমরা
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ

জ্ঞাত আছ ; তিনি ধনবান্ হইলেও
তোমাদের নিমিত্ত দরিদ্র হইলেন,
যেন তোমরা তাঁহার দরিদ্রতায়
১০ ধনবান্ হও। আর এ বিষয়ে
আমার মত জানাইতেছি ; কারণ
তোমাদের পক্ষে ইহা মঙ্গলকর,
যেহেতুক তোমরা গত বৎসর
হইতে কেবল কার্য্য করিতে নয়,
কিন্তু ইচ্ছা করিতেও প্রথমে
১১ আরম্ভ করিয়াছ। আর এখন
সেই কার্য্যও সমাপ্ত কর ; যেমন
ইচ্ছা করায় আগ্রহ ছিল, তদ্রূপ
যাহার যাহা আছে, তদনুসারে
১২ যেন সমাপ্তিও হয়। কেননা যদি
আগ্রহ থাকে, তবে যাহার যাহা
আছে, তদনুসারে তাহা গ্রাহ্য
হয় ; যাহার যাহা নাই, তদনুসারে
১৩ নয়। কেননা এ কথা বলি না যে,
অন্য সকলের আরাম ও তোমাদের
যেন ক্লেশ হয়, বরং সাম্যভাবের
১৪ নিয়মানুসারে হউক ; এই বর্ত্তমান
সময়ে তোমাদের উপচয়ে উহাদের
অভাব পূর্ণ হউক, যেন আবার
উহাদের উপচয়ে তোমাদের অভাব
পূর্ণ হয়, এইরূপে যেন সাম্যভাব
১৫ হয় ; যেমন লেখা আছে, "যে
অধিক সংগ্রহ করিল, তাহার
অতিরিক্ত হইল না ; এবং যে অল্প
সংগ্রহ করিল, তাহার অভাব হইল
না।"*

১৬ কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক,
তিনি তীতের হৃদয়ে তোমাদের
নিমিত্ত সেই প্রকার যত্ন প্রদান
১৭ করিয়াছেন ; তীত আমাদের অনু-
রোধ গ্রাহ্য করিলেন বটে, কিন্তু
তিনি নিজে অধিক যত্নবান্ হওয়াতে
স্ব-ইচ্ছায় তোমাদের নিকটে
১৮ চলিলেন। আর আমরা তাঁহার
সঙ্গে সেই ভ্রাতাকে পাঠাইলাম,
সুসমাচার সম্বন্ধীয় যাঁহার প্রশংসা
সমুদয় মণ্ডলীতে ব্যাপিয়াছে ;
১৯ কেবল তাহা নয়, কিন্তু তিনি সেই
অনুগ্রহ-কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের
সহচর হইবার জন্য মণ্ডলীগণ কর্ত্তৃক
নির্ব্বাচিতও হইয়াছেন, যে কার্য্য
প্রভুর গৌরব ও আমাদের আগ্রহ
প্রকাশার্থে আমাদের পরিচর্য্যায়
২০ সম্পাদিত হইতেছে। আমরা
সাবধানে চলিতেছি, পাছে এই যে
মহাদানের পরিচর্য্যা আমাদের দ্বারা
সম্পাদিত হইতেছে, এই বিষয়ে
কেহ আমাদের উপরে দোষারোপ
২১ করে। কারণ কেবল প্রভুর
সাক্ষাতে নয় মনুষ্যদের সাক্ষাতে
যাহা উত্তম, তাহাও আমরা চিন্তা
২২ করি। আর উহাঁদের সহিত
আমাদের সেই ভ্রাতাকে পাঠাইলাম,
যাঁহাকে আমরা অনেক বার অনেক
বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া যত্নবান্
দেখিয়াছি, এবং তোমাদের প্রতি
তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হেতু এবার
২৩ আরও যত্নবান্ দেখিতেছি। তীতের
বিষয় যদি বলিতে হয়, তবে তিনি
আমার সহভাগী ও তোমাদের পক্ষে
আমার সহকারী। আমাদের ভ্রাতৃ-
গণের বিষয় যদি বলিতে হয়, তাঁহারা
মণ্ডলীগণের প্রেরিত, খ্রীষ্টের গৌরব।
২৪ অতএব তোমাদের প্রেম এবং
তোমাদের পক্ষে আমাদের শ্লাঘা,

* যাত্রা ১৬ ; ১৮।

এই উভয়ের প্রমাণ মণ্ডলীগণের
সাক্ষাতে তাঁহাদিগকে প্রদর্শন কর।

৯ বাস্তবিক পবিত্রগণের পরিচর্য্যা
করিবার বিষয়ে তোমাদিগকে
২ আমার লেখা বাহুল্য; কারণ
আমি তোমাদের আগ্রহ জানি,
এবং তোমাদের পক্ষে সে বিষয়ে
মাকিদনীয়দের কাছে এই শ্লাঘা
করিয়া থাকি যে, গত বৎসর হইতে
আখায়া প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে;
আর তোমাদের উদ্যোগ তাহাদের
অধিকাংশ লোককে উৎসাহিত
৩ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আমি
সেই ভ্রাতৃগণকে পাঠাইয়াছি, যেন
তোমাদের পক্ষে আমাদের শ্লাঘা
এই বিষয়ে ব্যর্থ না হয়, যেন আমি
যেমন বলিয়াছি, তদনুসারে তোমরা
৪ প্রস্তুত হও; নতুবা কি জানি,
মাকিদনীয় কোন কোন লোক
আমার সহিত আসিয়া যদি তোমা-
দিগকে প্রস্তুত না দেখে, তবে সেই
দৃঢ় প্রত্যাশার বিষয়ে আমাদের
(বলিতে চাহি না যে তোমাদেরও)
৫ লজ্জা জন্মিবে; এই জন্য আমি
ভ্রাতৃগণকে এই অনুরোধ করা
আবশ্যক বুঝিলাম, যেন তাঁহারা
অগ্রে তোমাদের নিকটে যান, এবং
পূর্ব্বে অঙ্গীকৃত তোমাদের সেই
দান[*] ঠিকঠাক করেন, যেন এই-
রূপে তাহা পীড়াপীড়ির বিষয়
বলিয়া নয়, কিন্তু বদান্যতারা বিষয়
বলিয়া প্রস্তুত থাকে।

* [গ্রীক] আশীর্ব্বাদ।
। [গ্রীক] আশীর্ব্বাদের।

যে পরিমাণে বুনি, সেই পরিমাণেই কাটিব।
৬ কিন্তু আমি বলি এই, যে অল্প
পরিমাণে বীজ বুনে, সে অল্প পরি-
মাণে শস্যও কাটিবে; আর যে ব্যক্তি
আশীর্ব্বাদের সহিত বীজ বুনে, সে
আশীর্ব্বাদের সহিত শস্যও কাটিবে।
৭ প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন
হৃদয়ে যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছে,
তদনুসারে দান করুক, মনোদুঃখ-
পূর্ব্বক কিম্বা আবশ্যক বলিয়া না
দিউক; কেননা ঈশ্বর হৃষ্টচিত্ত
৮ দাতাকে ভাল বাসেন। আর ঈশ্বর
তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার অনুগ্রহের
উপচয় দিতে সমর্থ; যেন সর্ব্ববিষয়ে
সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার প্রাচুর্য্য থাকায়
তোমরা সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মের নিমিত্ত
৯ উপচিয়া পড়। যেমন লেখা আছে,
"সে ছড়াইয়া দিয়াছে, দরিদ্র-
দিগকে দান কবিয়াছে,
তাহার ধার্ম্মিকতা চিরস্থায়ী।"*
১০ আর যিনি বপনকারীকে বীজ ও
আহারের জন্য খাদ্য যোগাইয়া
থাকেন, তিনি তোমাদের বপনের
বীজ যোগাইবেন এবং প্রচুর করি-
বেন, আর তোমাদের ধার্ম্মিকতার
১১ ফল বৃদ্ধি করিবেন; এইরূপে
তোমরা সর্ব্বপ্রকার দানশীলতার
নিমিত্তে সর্ব্ববিষয়ে ধনবান্ হইবে,
আর এই দানশীলতা আমাদের দ্বারা
ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ সম্পন্ন করে।
১২ কেননা এই সেবারূপ পরিচর্য্যা-কর্ম্ম
পবিত্রগণের অভাব পূর্ণ করিতেছে,
কেবল তাহা নয়, বরং অনেক ধন্য-
বাদের দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশেও

* গীত ১১২; ৯।

১৩ উপচিয়া পড়িতেছে। কেননা তোমা-
দের এই পরিচর্য্যাঘটিত পরীক্ষা-
সিদ্ধতা হেতু তাহারা ঈশ্বরের গৌরব
করিতেছে, খ্রীষ্টের সুসমাচারের
প্রতি তোমাদের স্বীকৃত আজ্ঞাবহতা
প্রযুক্ত, এবং উহাদের প্রতি ও
সকলের প্রতি সহভাগিতানুরূপ
১৪ দানশীলতা প্রযুক্ত করিতেছে; আর
তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অতি মহৎ
অনুগ্রহ হেতু তাহারা তোমাদের
নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে করিতে
তোমাদের জন্য আকাঙ্ক্ষা করি-
১৫ তেছে। ঈশ্বরের বর্ণনাতীত দানের
নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ হউক।

### পৌলের প্রেরিতত্ব ও ক্ষমতা।

১০ আর আমি পৌল নিজে খ্রীষ্টের
মৃদুতা ও সৌজন্য দ্বারা তোমাদিগকে
অনুনয় করিতেছি। আমি নাকি
সম্মুখে তোমাদের মধ্যে বিনত,
কিন্তু অসাক্ষাতে তোমাদের প্রতি
২ সাহসিক। কিন্তু আমি বিনতি
করিতেছি, কাহারও কাহারও
বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে যে সাহস
দেখান আবশ্যক মনে করি, সাক্ষাৎ
হইলে যেন আমাকে সেই সাহস
দেখাইতে না হয়; তাহারা আমা-
দের বিষয়ে মনে করে যে, আমরা
৩ মাংসের বশে চলিয়া থাকি। আমরা
মাংসে চলিতেছি বটে, কিন্তু মাংসের
৪ বশে যুদ্ধযাত্রা করিতেছি না; কারণ
আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিক
নহে, কিন্তু দুর্গসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলি-
বার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরা-
৫ ক্রমী। আমরা বিতর্ক সকল এবং
ঈশ্বর-জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত
সমস্ত উচ্চ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি,
এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া
৬ খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি; আর
তোমাদের আজ্ঞাবহতা সম্পূর্ণ হইলে
পর সমস্ত অবাধ্যতার সমুচিত দণ্ড
দিতে প্রস্তুত আছি।
৭ যাহা সম্মুখে আছে, তোমরা
তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছ। কেহ
যদি নিজের উপরে বিশ্বাস রাখিয়া
বলে, আমি খ্রীষ্টের লোক, তবে সে
পুনর্ব্বার আপনা আপনি বিচার
করিয়া বুঝুক, সে যেমন, আমরাও
৮ তেমনি খ্রীষ্টের লোক। বাস্তবিক
আমাদের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ
অধিক শ্লাঘা করিলেও আমি লজ্জা
পাইব না; প্রভু তোমাদের উৎ-
পাটনের নিমিত্ত নয়, কিন্তু তোমা-
দিগকে গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত
৯ সেই কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন; আমি পত্র-
গুলির দ্বারা যে তোমাদিগকে ভয়
দেখাইতেছি, এমন মনে করিও না।
১০ কেহ কেহ বলে, তাঁহার পত্র সকল
ভারযুক্ত ও তেজস্বী বটে, কিন্তু
সাক্ষাতে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল এবং
১১ তাঁহার বাক্য হেয়। এরূপ লোক
বুঝুক যে, আমরা অনুপস্থিতি কালে
পত্র দ্বারা বাক্যে যেমন, উপস্থিতি
১২ কালে কার্য্যেও তেমনি। কেননা
এমন কোন কোন লোকের সহিত
আমরা আপনাদিগকে গণনা করিতে
কি তুলনা দিতে সাহস করি না,
যাহারা আপনারাই আপনাদের
প্রশংসা করে; কিন্তু উহারা আপ-
নাদের পরিমাণ-দণ্ডে আপনাদিগকে

পরিমাণ করে, এবং আপনাদের
সহিত আপনাদের তুলনা করে
১৩ বলিয়া বুঝে না। আমরা কিন্তু
পরিমাণের অতিরিক্ত শ্লাঘা করিব
না, বরং ঈশ্বর পরিমাণ বলিয়া
আমাদের পক্ষে যে সীমা নিরূপণ
করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ অনু-
সারে শ্লাঘা করিব; তাহা তোমাদের
১৪ নিকট পর্য্যন্তও যায়। ফলতঃ তাহা
তোমাদের নিকট পর্য্যন্ত যায় না,
এই বলিয়া আমরা যে সীমা অতি-
ক্রম করিতেছি, এমন নয়, কেননা
খ্রীষ্টের সুসমাচার লইয়া আমরা
তোমাদের নিকট পর্য্যন্তও প্রথমে
১৫ উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমরা
পরিমাণ না মানিয়া যে পরের পরি-
শ্রমের শ্লাঘা করি, তাহা নয়; কিন্তু
প্রত্যাশা করি যে, তোমাদের বিশ্বাস
বৃদ্ধি পাইলে আমাদের সীমা অনু-
সারে তোমাদের মধ্যে আরও
অপর্য্যাপ্তরূপে বিস্তারিত হইব;
১৬ তাহাতে তোমাদের পরবর্ত্তী অঞ্চলেও
সুসমাচার প্রচার করিতে পাইব;
পরের সীমার মধ্যে যাহা প্রস্তুত
হইয়াছে, তাহার উপলক্ষে শ্লাঘা
১৭ করিব না। তবে "যে শ্লাঘা করে,
সে প্রভুতেই শ্লাঘা করুক;"*
১৮ কেননা আপনার প্রশংসা যে করে,
সে নয়, কিন্তু প্রভু যাহার প্রশংসা
করেন, সেই পরীক্ষাসিদ্ধ।

১১ আমার ইচ্ছা, যেন একটু
নির্ব্বুদ্ধিতার বিষয়ে তোমরা আমার
প্রতি সহিষ্ণুতা কর; তোমরা আমার
প্রতি সহিষ্ণুতা করিতেছই ত।
২ কারণ ঈশ্বরীয় অন্তর্জ্বালায় তোমা-
দের জন্য আমার অন্তর্জ্বালা হইতেছে,
কেননা আমি তোমাদিগকে সতী
কন্যা বলিয়া একই বর খ্রীষ্টের হস্তে
সমর্পণ করিবার জন্য বাগ্দান
৩ করিয়াছি। কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে,
পাছে সর্প যেমন আপন ধূর্ত্ততায়
হবাকে প্রতারণা করিয়াছিল,*
তেমনি তোমাদের মন খ্রীষ্টের প্রতি
সরলতা ও শুদ্ধতা হইতে ভ্রষ্ট হয়।
৪ কোন আগন্তুক যদি এমন আর
এক যীশুকে প্রচার করে, যাহাকে
আমরা প্রচার করি নাই, কিম্বা
তোমরা যদি এমন অন্যবিধ আত্মা
পাও, যাহা প্রাপ্ত হও নাই, বা
এমন অন্যবিধ সুসমাচার পাও,
যাহা গ্রহণ কর নাই, তবে বিলক্ষণ
৫ সহিষ্ণুতা করিতেছ! কারণ আমার
বিচার এই যে, সেই প্রেরিত-
চূড়ামণিদের হইতে আমি একটুও
৬ পিছনে নহি। কিন্তু যদিও আমি
বক্তৃতায় সামান্য, তথাপি জ্ঞানে
সামান্য নই; ইহা আমরা সর্ব্ববিষয়ে
সকল লোকের মধ্যে তোমাদের
কাছে প্রকাশ করিয়াছি।
৭ অথবা আমি কি পাপ করিয়াছি
যে, তোমাদের উন্নতির নিমিত্তে
আপনাকে বিনত করিয়াছি, বিনা
বেতনে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের
৮ সুসমাচার প্রচার করিয়াছি? তোমা-
দের পরিচর্য্যা করিবার জন্য আমি
অন্য অন্য মণ্ডলীকে লুট করিয়া
৯ বেতন গ্রহণ করিয়াছি; এবং যখন

* যির ৯, ২৩, ২৪। ১ কর ১, ৩১।

* আদি ৩; ৪, ১৩।

তোমাদের নিকটে ছিলাম, তখন
আমার অভাব হইলেও কাহারও
ভারস্বরূপ হই নাই, কেননা
মাকিদনিয়া হইতে ভ্রাতৃগণ আসিয়া
আমার অভাব দূর করিলেন। হাঁ,
আমি যাহাতে কোন বিষয়ে
তোমাদের ভারস্বরূপ না হই,
আপনাকে এরূপে রক্ষা করিয়াছি,
১০ এবং রক্ষা করিব। খ্রীষ্টের সত্য
যখন আমাতে আছে, তখন
আখায়ার কোন অঞ্চলে কেহ
আমার এই শ্লাঘা নিবারণ করিতে
১১ পারিবে না। কেন ? আমি তোমা-
দিগকে প্রেম করি না বলিয়া কি ?
১২ ঈশ্বর জানেন। কিন্তু যাহা করি-
তেছি, তাহা আরও করিব ; যাহারা
সুযোগ পাইতে ইচ্ছা করে,
তাহাদের সুযোগ যেন খণ্ডন করিতে
পারি ; তাহারা যে বিষয়ের শ্লাঘা
করে, সেই বিষয়ে যেন আমাদের
১৩ সমান হইয়া পড়ে। কেননা এরূপ
লোকেরা ভাক্ত প্রেরিত, প্রতারক
কর্ম্মকারী, তাহারা খ্রীষ্টের প্রেরিত-
১৪ দের বেশ ধারণ করে। আর ইহা
আশ্চর্য্য নয়, কেননা শয়তান আপনি
দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ করে।
১৫ সুতরাং তাহার পরিচারকেরাও যে
ধার্ম্মিকতার পরিচারকদের বেশ
ধারণ করে, ইহা মহৎ বিষয়
নয় ; তাহাদের পরিণাম তাহাদের
ক্রিয়ানুসারে হইবে।

খ্রীষ্টের জন্য পৌলের দুঃখভোগ।

১৬ আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, কেহ
আমাকে নির্ব্বোধ জ্ঞান না করুক ;
কিন্তু তোমরা যদি কর, তবে
আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়াই গ্রাহ্য
কর, যেন আমিও একটু শ্লাঘা করি।
১৭ এই যে কথা বলিতেছি, ইহা প্রভুর
মতানুসারে বলিতেছি না, কিন্তু
এক প্রকার নির্ব্বুদ্ধিতায় এই
শ্লাঘার নিশ্চয়জ্ঞানে বলিতেছি।
১৮ অনেকে যখন মাংস অনুসারে শ্লাঘা
করিতেছে, তখন আমিও শ্লাঘা
১৯ করিব। কেননা তোমরা নিজে
বুদ্ধিমান্ বলিয়া নির্ব্বোধ লোকদের
প্রতি আনন্দের সহিত সহিষ্ণুতা
২০ করিয়া থাক ; কারণ কেহ যদি
তোমাদিগকে দাস করে, যদি তোমা-
দিগকে খাইয়া ফেলে, যদি তোমা-
দিগকে ধরিয়া লয়, যদি দর্প করে,
যদি তোমাদের গালে চড় মারে,
তবে তোমরা সহিষ্ণুতা করিয়া
২১ থাক। আমি অনাদর স্বীকার-
পূর্ব্বক বলিতেছি, আমরা যেন
দুর্ব্বল ছিলাম ; তথাপি যে বিষয়ে
অন্য কেহ সাহস করে—নির্ব্বুদ্ধি-
তায় বলিতেছি—সেই বিষয়ে
২২ আমিও সাহস করি। উহারা কি
ইব্রীয় ? আমিও তাহাই। উহারা
কি ইস্রায়েলীয় ? আমিও তাহাই।
উহারা কি অব্রাহামের বংশ ?
২৩ আমিও তাহাই। উহারা কি
খ্রীষ্টের পরিচারক ?—হতবুদ্ধির ন্যায়
বলিতেছি—আমি অধিকতররূপে ;
আমি পরিশ্রমে অতিমাত্ররূপে,
কারাবন্ধনে অতিমাত্ররূপে, প্রহারে
অতিরিক্তরূপে, প্রাণসংশয়ে অনেক
২৪ বার। যিহূদীদের হইতে পাঁচ বার
উনচল্লিশ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি ;

২৫ তিন বার বেত্রাঘাত, এক বার
প্রস্তরাঘাত, তিন বার নৌকাভঙ্গ
সহ্য করিয়াছি, অগাধ জলে এক
২৬ দিবারাত্র যাপন করিয়াছি; যাত্রায়
অনেক বার, নদীসঙ্কটে, দস্যুসঙ্কটে,
স্বজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, পরজাতি-
ঘটিত সঙ্কটে, নগরসঙ্কটে, মরুসঙ্কটে,
সমুদ্রসঙ্কটে, ভাক্ত ভ্রাতৃগণের মধ্যে
২৭ ঘটিত সঙ্কটে, পরিশ্রমে ও আয়াসে,
অনেক বার নিদ্রার অভাবে, ক্ষুধায়
ও তৃষ্ণায়, অনেক বার অনাহারে,
২৮ শীতে ও উলঙ্গতায়। আর সকল
বিষয়ের কথা থাকুক,* একটী বিষয়
প্রতিদিন আমার উপরে চাপিয়া
রহিয়াছে,—সমস্ত মণ্ডলীর চিন্তা।
২৯ কে দুর্ব্বল হইলে আমি দুর্ব্বল না
হই? কে বিঘ্ন পাইলে আমি না
৩০ পুড়ি? যদি শ্লাঘা করিতে হয়,
তবে আমার নানা দুর্ব্বলতার বিষয়ে
৩১ শ্লাঘা করিব। প্রভু যীশুর ঈশ্বর
ও পিতা, যিনি যুগে যুগে ধন্য,
তিনি জানেন যে, আমি মিথ্যা
৩২ কথা বলিতেছি না। দম্মেশকে
আরিতা রাজার নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা
আমাকে ধরিবার চেষ্টায় দম্মে-
শকীয়দের সেই নগরে পাহারা
৩৩ দেওয়াইতেছিলেন; আর একটী
ঝুড়িতে করিয়া প্রাচীরস্থ বাতায়ন
দিয়া আমাকে নামাইয়া দেওয়া হয়,
তাই তাঁহার হাত এড়াইয়াছিলাম।

পৌলের স্বর্গীয় দর্শন।

১২ শ্লাঘা করা আমার পক্ষে আব-
শ্যক, তাহা হিতজনক নয় বটে, কিন্তু
প্রভুর নানা দর্শন ও প্রত্যাদেশের
২ কথা কহিব। আমি খ্রীষ্টের আশ্রিত
এক ব্যক্তিকে জানি, চৌদ্দ বৎসর
হইল—সশরীরে কি না, জানি না;
অশরীরে কি না, জানি না; ঈশ্বর
জানেন—এমন ব্যক্তি তৃতীয় স্বর্গ
৩ পর্য্যন্ত নীত হইয়াছিল। আর
এমন ব্যক্তির বিষয়ে আমি জানি
—সশরীরে কি অশরীরে, তাহা
আমি জানি না, ঈশ্বর জানেন—
৪ সে পরমদেশে নীত হইয়া অকথনীয়
কথা শুনিয়াছিল, তাহা বলা
৫ মনুষ্যের বিধেয় নয়। এমন ব্যক্তির
জন্য শ্লাঘা করিব; কিন্তু আপনার
জন্য শ্লাঘা করিব না, কেবল নানা
৬ দুর্ব্বলতার শ্লাঘা করিব। বাস্তবিক
শ্লাঘা করিবার ইচ্ছা করিলেও
আমি নির্ব্বোধ হইব না, কারণ
সত্যই বলিব। তথাপি ক্ষান্ত
রহিলাম, পাছে কেহ আমাকে
যেরূপ দেখিতে পায় ও আমার মুখে
যেরূপ শুনিতে পায়, আমাকে
তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করে।

পৌলের নিজের দুর্ব্বলতা ও যীশুদত্ত বল।

৭ আর ঐ প্রত্যাদেশের অতি মহত্ত্ব
হেতু আমি যেন অতিমাত্র দর্প না
করি, এই কারণে আমার মাংসে
একটা কণ্টক, শয়তানের এক দূত,
আমাকে দত্ত হইল, যেন সে আমাকে
মুষ্ট্যাঘাত করে, যেন আমি অতি-
৮ মাত্র দর্প না করি। এই বিষয়
লইয়া আমি প্রভুর কাছে তিন বার
নিবেদন করিয়াছিলাম, যেন উহা
৯ আমাকে ছাড়িয়া যায়। আর

* (বা) এই সকল বাহ্য বিষয় ছাড়া।

তিনি আমাকে বলিয়াছেন, আমার
অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট ;
কেননা আমার শক্তি দুর্ব্বলতায়
সিদ্ধি পায়। অতএব আমি বরং
অতিশয় আনন্দের সহিত নানা
দুর্ব্বলতায় শ্লাঘা করিব, যেন
খ্রীষ্টের শক্তি আমার উপরে অবস্থিতি
১০ করে। এই হেতু খ্রীষ্টের নিমিত্ত
নানা দুর্ব্বলতা, অপমান, অনাটন,
তাড়না, সঙ্কট ঘটিলে আমি প্রীত
হই, কেননা যখন আমি দুর্ব্বল,
তখনই বলবান্‌।
১১ আমি নির্ব্বোধ হইলাম ;
তোমরাই আমার পক্ষে তাহা
আবশ্যক করিয়াছ ; কারণ আমার
প্রশংসা করা তোমাদেরই উচিত
ছিল ; কেননা যদিও আমি কিছুই
নই, তবু সেই প্রেরিত-চূড়ামণিদের
হইতে কিছুতেই পিছনে পড়ি নাই।
১২ প্রেরিতের চিহ্ন সকল তোমাদের
মধ্যে সম্পূর্ণ ধৈর্য্য সহকারে, নানা
চিহ্নকার্য্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও পরাক্রম-
১৩ কার্য্য দ্বারা, সম্পন্ন হইয়াছে। বল
দেখি, অন্য সকল মণ্ডলী অপেক্ষা
তোমরা কিসে অপকৃষ্ট হইলে ?
আমি আপনি তোমাদের গলগ্রহ
হই নাই, এইমাত্র ; আমার এই
অন্যায়টী ক্ষমা কর।

### করিন্থীয়দের প্রতি শেষ নিবেদন।

১৪ দেখ, এই তৃতীয় বার আমি
তোমাদের কাছে যাইতে প্রস্তুত
আছি ; আর আমি তোমাদের
গলগ্রহ হইব না ; কেননা আমি
তোমাদের কোন দ্রব্যের চেষ্টা নয়,
তোমাদেরই চেষ্টা করিতেছি ; কারণ
পিতামাতার জন্য ধন সঞ্চয় করা
সন্তানদের কর্ত্তব্য নয়, বরং সন্তানদের
১৫ জন্য পিতামাতার কর্ত্তব্য। আর
আমি অতিশয় আনন্দের সহিত
তোমাদের প্রাণের নিমিত্ত ব্যয়
করিব, এবং ব্যয়িতও হইব। আমি
যখন তোমাদিগকে অধিক প্রেম করি,
তখন কি অল্পতর প্রেম প্রাপ্ত হই ?
১৬ যাহা হউক, আমি তোমাদিগকে
ভারগ্রস্ত করি নাই, কিন্তু ধূর্ত্ত
হওয়াতে নাকি ছলে ধরিয়াছি !
১৭ আমি তোমাদের কাছে যাঁহাদিগকে
পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহাদের কাহার-
ও দ্বারা কি তোমাদিগকে ঠকাই-
১৮ য়াছি ? আমি তীতকে অনুরোধ
করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার সঙ্গে
সেই ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছিলাম ;
তীত কি তোমাদিগকে ঠকাইয়া-
ছেন ? আমরা কি একই আত্মায়,
একই পদচিহ্ন দিয়া চলি নাই ?
১৯ এ যাবৎ তোমরা মনে করিতেছ
যে, আমরা তোমাদেরই নিকটে
দোষ কাটাইবার কথা কহিতেছি।
আমরা ঈশ্বরেরই সাক্ষাতে খ্রীষ্টে
কথা কহিতেছি ; আর, প্রিয়তমেরা,
সকলই তোমাদিগকে গাঁথিয়া তুলি-
২০ বার নিমিত্ত কহিতেছি। কেননা
আমার ভয় হয়, পাছে উপস্থিত
হইলে আমি তোমাদিগকে যেরূপ
দেখিতে চাই, সেইরূপ না দেখি, এবং
তোমরা আমাকে যেরূপ দেখিতে
না চাও, সেইরূপ দেখ, পাছে
কোন মতে বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতি-
যোগিতা, পরনিন্দা, কাণ-ভাঙ্গানি,

২১ দর্প, গণ্ডগোল বাধিয়া উঠে; পাছে
আমি পুনর্ব্বার আসিলে আমার
ঈশ্বর তোমাদের কাছে আমাকে
নত করেন, এবং যাহারা পূর্ব্বে পাপ
করিয়াছিল, তথাপি আপনাদের
কৃত অশুচি ক্রিয়া, ব্যভিচার ও
লম্পটাচার বিষয়ে অনুতাপ করে
নাই, এমন অনেক লোকের জন্য
আমাকে বিলাপ করিতে হয়।

১৩ এই তৃতীয় বার আমি তোমা-
দের কাছে যাইতেছি। "দুই কিম্বা
তিন সাক্ষীর মুখে সকল কথা নিষ্পন্ন
২ হইবে।"* দ্বিতীয় বার উপস্থিত
হইলে পর এখন অনুপস্থিত আছি
বলিয়া, যাহারা পূর্ব্বে পাপ করি-
য়াছে, তাহাদিগকে ও অন্য সকলকে
আমি আগেই বলিয়াছি ও আগেই
কহিতেছি, যদি আবার আসি, আমি
৩ মমতা করিব না; কারণ খ্রীষ্ট যিনি
আমাতে কথা কহেন, তোমরা ত
তাঁহারই বিষয়ে প্রমাণ খুঁজিতেছ;
তিনি তোমাদের পক্ষে দুর্ব্বল নহেন,
বরং তোমাদের মধ্যে শক্তিমান্।
৪ কেননা তিনি দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত
ক্রুশারোপিত হইয়াছিলেন বটে,
কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি প্রযুক্ত জীবিত
আছেন। আর আমরাও তাঁহাতে
দুর্ব্বল, কিন্তু তোমাদের পক্ষে
ঈশ্বরের শক্তি প্রযুক্ত তাঁহার সহিত
৫ জীবিত থাকিব। আপনাদের
পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমরা বিশ্বাসে
আছ কি না; প্রমাণার্থে আপনা-
দেরই পরীক্ষা কর। অথবা তোমরা
কি আপনাদের সম্বন্ধে জান না যে,
যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগেতে আছেন?
অবশ্য যদি তোমরা অপ্রামাণিক না
৬ হও। কিন্তু আশা করি, তোমরা
জানিবে যে, আমরা অপ্রামাণিক
৭ নহি। আর আমরা ঈশ্বরের কাছে
এই প্রার্থনা করি, যেন তোমরা
কোন মন্দ কার্য্য না কর, আমরা
যেন প্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান
হই, সে জন্য নয়, বরং যদিও আমরা
অপ্রামাণিকের ন্যায় হই, তোমরা
৮ যেন সৎকর্ম্ম কর। কারণ আমরা
সত্যের বিপক্ষে কিছুই করিতে পারি
না, কেবল সত্যের সপক্ষে করিতে
৯ পারি। বাস্তবিক আমরা যখন
দুর্ব্বল ও তোমরা বলবান্, তখন
আমরা আনন্দ করি; আর ইহার
জন্য প্রার্থনাও করি, যেন তোমরা
১০ পরিপক্ক হও। এই কারণ আমি
অনুপস্থিত হইয়া এই সকল কথা
লিখিলাম, যেন উপস্থিত হইলে
প্রভুর দত্ত ক্ষমতানুসারে তীক্ষ্ণ ভাব
প্রয়োগ করিতে না হয়; সেই
ক্ষমতা তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার
নিমিত্ত নয়, কিন্তু গাঁথিয়া তুলিবার
নিমিত্তই আমাকে দিয়াছেন।
১১ অবশেষে বলি, হে ভ্রাতৃগণ,
আনন্দ কর, পরিপক্ক হও, আশ্বাস
গ্রহণ কর, একভাববিশিষ্ট হও,
শান্তিতে থাক; তাহাতে প্রেমের
ও শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে
১২ সঙ্গে থাকিবেন। পবিত্র চুম্বনে
১৩ পরস্পর মঙ্গলবাদ কর। পবিত্র
লোক সকল তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ
করিতেছেন।

* দ্বি বি ১৯; ১৫। ১ তীম ৫; ১৯।

১৪ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ও
ঈশ্বরের প্রেম, এবং পবিত্র আত্মার
সহভাগিতা তোমাদের সকলের
সহবর্ত্তী হউক ।

# গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র ।

**পৌলের প্রেরিতত্ব-পদ ।**

১ পৌল প্রেরিত—মনুষ্যদের হইতে
নয়, মনুষ্যের দ্বারাও নয়, কিন্তু যীশু
খ্রীষ্টের দ্বারা, এবং যিনি মৃতগণের
মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠাইয়াছেন,
সেই পিতা ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত—
২ এবং আমার সহবর্ত্তী সকল ভ্রাতা,
গালাতিয়ার মণ্ডলীগণের সমীপে ।
৩ আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু
যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি
৪ তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক ; ইনি আমা-
দের পাপসমূহের জন্য আপনাকে
প্রদান করিলেন, যেন আমাদের
ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছানুসারে আমা-
দিগকে এই উপস্থিত মন্দ যুগ হইতে
৫ উদ্ধার করেন । যুগপর্য্যায়ের যুগে
যুগে ঈশ্বরের মহিমা হউক ।
আমেন ।
৬ আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে
যে, খ্রীষ্টের অনুগ্রহে যিনি তোমা-
দিগকে আহ্বান করিয়াছেন,তোমরা
এত শীঘ্র তাঁহা হইতে অন্যবিধ সু-
সমাচারের দিকে ফিরিয়া যাইতেছ ।
৭ তাহা আর কোন সুসমাচার নয় ;
কেবল এমন কতকগুলি লোক
আছে, যাহারা তোমাদিগকে অস্থির
করে, এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার
৮ বিকৃত করিতে চায় । কিন্তু আমরা
তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার
প্রচার করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য
সুসমাচার যদি কেহ প্রচার করে
—আমরাই করি, কিম্বা স্বর্গ হইতে
আগত কোন দূতই করুক—তবে
৯ সে শাপগ্রস্ত হউক । আমরা পূর্ব্বে
যেরূপ বলিয়াছি, তদ্রূপ আমি এখন
আবার বলিতেছি, তোমরা যাহা
গ্রহণ করিয়াছ, তাহা ছাড়া আর
কোন সুসমাচার যদি কেহ
তোমাদের নিকটে প্রচার করে,
তবে সে শাপগ্রস্ত হউক ।
১০ আমি কি এখন মানুষকে লওয়াই-
তেছি না ঈশ্বরকে ? অথবা আমি
কি মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা
করিতেছি ? যদি এখনও মানুষকে
সন্তুষ্ট করিতাম, তবে খ্রীষ্টের দাস
১১ হইতাম না । কেননা, হে ভ্রাতৃগণ,
আমার দ্বারা যে সুসমাচার
প্রচারিত হইয়াছে, তাহার বিষয়ে
তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, তাহা
১২ মানুষের মতানুযায়ী নয় । কেননা
আমি মানুষের কাছে তাহা গ্রহণও
করি নাই, এবং শিক্ষাও পাই নাই ;

কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশ দ্বারা
১৩ পাইয়াছি। তোমরা ত যিহূদী-ধর্ম্মে
আমার পূর্ব্বকার আচার ব্যবহারের
কথা শুনিয়াছ; আমি ঈশ্বরের
মণ্ডলীকে অতিমাত্র তাড়না করিতাম
১৪ ও তাহা উৎপাটন করিতাম; আর
পরম্পরাগত পৈতৃক রীতিনীতি
পালনে অতিশয় উদ্যোগী হওয়াতে
আমার স্বজাতীয় সমবয়স্ক অনেক
লোক অপেক্ষা যিহূদী-ধর্ম্মে উত্তর
১৫ উত্তর অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু
যিনি আমাকে আমার মাতার গর্ভ
হইতে পৃথক্ করিয়াছেন, এবং আপন
অনুগ্রহ দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন,
১৬ তিনি যখন আপন পুত্রকে
আমাতে প্রকাশ করিবার সুবাসনা
করিলেন, যেন আমি পরজাতিগণের
মধ্যে তাঁহার বিষয়ে সুসমাচার
প্রচার করি, তখন আমি ক্ষণ-
মাত্রও রক্তমাংসের সহিত পরামর্শ
১৭ করিলাম না, এবং যিরূশালেমে
আমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিতগণের
কাছে গেলাম না, কিন্তু আরব দেশে
চলিয়া গেলাম, পরে দম্মেশকে
১৮ ফিরিয়া আসিলাম। তার পর তিন
বৎসর গত হইলে কৈফার সহিত
পরিচিত হইবার নিমিত্তে যিরূ-
শালেমে গেলাম, এবং পনরো
১৯ দিন তাঁহার কাছে রহিলাম। কিন্তু
প্রেরিতগণের মধ্যে অন্য কাহাকেও
দেখিলাম না, কেবল প্রভুর ভ্রাতা
২০ যাকোবকে দেখিলাম। এই যে
সকল কথা তোমাদিগকে লিখি-
তেছি, দেখ, ঈশ্বরের সাক্ষাতে কহি-
তেছি, আমি মিথ্যা বলিতেছি না।
২১ তারপর আমি সুরিয়ার ও কিলি-
২২ কিয়ার অঞ্চলসমূহে গেলাম। আর
তখনও আমি যিহূদিয়াস্থ খ্রীষ্টাশ্রিত
মণ্ডলীগণের চাক্ষুষ পরিচিত ছিলাম
২৩ না। তাহারা কেবল শুনিতে পাইয়া-
ছিল, যে ব্যক্তি পূর্ব্বে আমাদিগকে
তাড়না করিত, সে এখন সেই বিশ্বাস
বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিতেছে,
২৪ যাহা পূর্ব্বে উৎপাটন করিত; এবং
আমার উপলক্ষে তাহারা ঈশ্বরের
গৌরব করিতে লাগিল।

২ পরে চৌদ্দ বৎসর গত হইলে
আমি বার্ণবার সহিত পুনরায়
যিরূশালেমে গেলাম, তীতকেও সঙ্গে
২ লইলাম। আর প্রত্যাদেশক্রমে
গমন করিলাম, এবং যে সুসমাচার
পরজাতিগণের মধ্যে প্রচার করিয়া
থাকি, তথাকার লোকদের কাছে
তাহার ব্যাখ্যা করিলাম, কিন্তু
যাঁহারা গণ্যমান্য, তাঁহাদের কাছে
বিরলে করিলাম, পাছে [ দেখা
যায় যে ] আমি বৃথা দৌড়িতেছি
৩ বা দৌড়িয়াছি।* এমন কি, তীত,
যিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি
গ্রীক হইলেও তাঁহাকে ত্বক্‌ছেদ
স্বীকার করিতে বাধ্য করা গেল না।
৪ গুপ্তরূপে আনীত সেই কয়েক জন
ভাক্ত ভ্রাতার জন্য এইরূপ হইল;
খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের যে স্বাধীনতা
আছে, তাহার ছিদ্রান্বেষণ করিবার
জন্য তাহারা গুপ্তরূপে প্রবেশ
করিয়াছিল, যেন আমাদিগকে দাস

* (বা) করিলাম, [ বলিলাম ] আমি কি বৃথা দৌড়িতেছি, বা দৌড়িয়াছি?

৫ করিয়া রাখিতে পারে। আমরা
এক দণ্ডমাত্রও অধীনতা স্বীকার
দ্বারা তাহাদের বশবর্ত্তী হইলাম না,
যেন সুসমাচারের সত্য তোমাদের
৬ নিকটে থাকে। আর যাঁহারা গণ্য-
মান্য বলিয়া খ্যাত—তাঁহারা কি
প্রকার লোক ছিলেন, ইহাতে
আমার কিছু আইসে যায় না, ঈশ্বর
মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন না—
বস্তুতঃ সেই গণমান্য ব্যক্তিরা
৭ আমাকে কিছুই দেন নাই; বরং
পক্ষান্তরে যখন দেখিলেন, ছিন্নত্বক্-
দের মধ্যে যেমন পিতরকে, তেমনি
অচ্ছিন্নত্বক্‌দের মধ্যে আমাকে
সুসমাচারের ভার দত্ত হইয়াছে—
৮ কারণ ছিন্নত্বক্‌দের কাছে প্রেরি-
তত্বকর্ম্মের নিমিত্তে যিনি পিতরে
কার্য্য সাধন করিলেন, তিনি পর-
জাতিগণের নিমিত্তে আমাতেও কার্য্য
৯ সাধন করিলেন—যখন তাঁহারা
আমাকে প্রদত্ত সেই অনুগ্রহ জ্ঞাত
হইলেন, তখন যাকোব, কৈফা ও
যোহন—যাঁহারা স্তম্ভরূপে মান্য—
আমাকে ও বার্ণবাকে সহভাগিতার
দক্ষিণ হস্ত দিলেন, যেন আমরা
পরজাতিগণের কাছে যাই, আর
তাঁহারা ছিন্নত্বক্‌দের কাছে যান;
১০ কেবল চাহিলেন যেন আমরা
দরিদ্রদিগকে স্মরণ করি; আর
তাহাই করিতে আমিও যত্নবান্
ছিলাম।

**বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ লাভ।**

১১ কিন্তু কৈফা যখন আন্তিয়খিয়ায়
আসিলেন, তখন আমি মুখের
উপরেই তাঁহার প্রতিরোধ করিলাম,
কারণ তিনি দোষী হইয়াছিলেন।
১২ ফলতঃ যাকোবের নিকট হইতে
কয়েক জনের আসিবার পূর্ব্বে
তিনি পরজাতীয়দের সহিত আহার
ব্যবহার করিতেন, কিন্তু উহারা
আসিলে পর তিনি ছিন্নত্বক্‌দের
ভয়ে পিছাইয়া পড়িতে ও আপনাকে
১৩ পৃথক্ রাখিতে লাগিলেন। আর
তাঁহার সহিত অন্য সকল যিহূদীও
কপট ব্যবহার করিল; এমন কি,
বার্ণবাও তাঁহাদের কাপট্যের টানে
১৪ আকর্ষিত হইলেন। কিন্তু আমি
যখন দেখিলাম, তাঁহারা সু-
সমাচারের সত্য অনুসারে সরল পথে
চলেন না, তখন আমি সকলের
সাক্ষাতে কৈফাকে কহিলাম, তুমি
নিজে যিহূদী হইয়া যদি যিহূদীদের
মত নয়, কিন্তু পরজাতিগণের মত
আচরণ কর, তবে কেন পরজাতি-
গণকে যিহূদীদের মত আচরণ
১৫ করিতে বাধ্য করিতেছ? আমরা
জাতিতে যিহূদী, আমরা পরজাতীয়
১৬ পাপী নহি; তথাপি বুঝিয়াছি,
ব্যবস্থার কার্য্য হেতু নয়, কেবল
যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্য
ধার্ম্মিক গণিত হয়, সেই জন্য
আমরাও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী
হইয়াছি, যেন ব্যবস্থার কার্য্য হেতু
নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস হেতু ধার্ম্মিক
গণিত হই; কারণ ব্যবস্থার কার্য্য
হেতু কোন মর্ত্ত্য ধার্ম্মিক গণিত
১৭ হইবে না। কিন্তু আমরা খ্রীষ্টে
ধার্ম্মিক গণিত হইবার চেষ্টা করিতে
গিয়া আপনারাও যদি পাপী বলিয়া

প্রতিপন্ন হইয়া থাকি, তবে তৎ-
প্রযুক্ত খ্রীষ্ট কি পাপের পরিচারক?
১৮ তাহা দূরে থাকুক। কারণ
আমি যাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি,
তাহাই যদি পুনর্ব্বার গাঁথি, তবে
আপনাকেই অপরাধী বলিয়া দাঁড়
১৯ করাই। আমি ত ব্যবস্থার দ্বারা
ব্যবস্থার উদ্দেশে মরিয়াছি, যেন
ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত হই।
২০ খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত
হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই,
কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন;
আর এখন মাংসে থাকিতে আমার
যে জীবন আছে, তাহা আমি
বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই,
যাপন করিতেছি; তিনিই আমাকে
প্রেম করিলেন, এবং আমার
নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করি-
২১ লেন। আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ
বিফল করি না; কারণ ব্যবস্থা
দ্বারা যদি ধার্ম্মিকতা হয়, তাহা
হইলে সুতরাং খ্রীষ্ট অকারণে
মরিলেন।

৩ হে অবোধ গালাতীয়েরা, কে
তোমাদিগকে মুগ্ধ করিল? তোমা-
দেরই চক্ষের সম্মুখে যীশু খ্রীষ্ট ত
ক্রুশারোপিত বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে
২ লিখিত হইয়াছিলেন। কেবল এই
কথা তোমাদের কাছে জানিতে চাহি,
তোমরা কি ব্যবস্থার কার্য্য হেতু
আত্মাকে পাইয়াছ? না বিশ্বাসের
৩ বার্ত্তা শ্রবণ হেতু? তোমরা কি
এমন অবোধ? আত্মাতে আরম্ভ
করিয়া এখন কি মাংসে সমাপ্ত
৪ করিতেছ? তোমরা এত দুঃখ
কি বৃথাই ভোগ করিয়াছ—যদি
বাস্তবিক বৃথা হইয়া থাকে?
৫ বল দেখি, যিনি তোমাদিগকে
আত্মা যোগাইয়া দেন ও তোমাদের
মধ্যে পরাক্রম-কার্য্য সাধন করেন,
তিনি কি ব্যবস্থার কার্য্য হেতু তাহা
করেন? না বিশ্বাসের বার্ত্তা শ্রবণ
৬ হেতু? যেমন অব্রাহাম "ঈশ্বরে
বিশ্বাস করিলেন, আর তাহাই
তাঁহার পক্ষে ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত
৭ হইল।"* অতএব জানিও, যাহারা
বিশ্বাসাবলম্বী, তাহারাই অব্রা-
৮ হামের সন্তান। আর বিশ্বাস হেতু
ঈশ্বর পরজাতিদিগকে ধার্ম্মিক গণনা
করেন, শাস্ত্র ইহা অগ্রে দেখিয়া
অব্রাহামের কাছে আগেই সুসমাচার
প্রচার করিয়াছিল, যথা, "তোমাতে
সমস্ত জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
৯ হইবে"।† অতএব যাহারা বিশ্বাসা-
বলম্বী, তাহারা বিশ্বাসী অব্রাহামের
সহিত আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়।
১০ বাস্তবিক যাহারা ব্যবস্থার ক্রিয়া-
বলম্বী, তাহারা সকলে শাপের
অধীন, কারণ লেখা আছে, "যে
কেহ ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত সমস্ত কথা
পালন করিবার জন্য তাহাতে স্থির
১১ না থাকে, সে শাপগ্রস্ত"।‡ কিন্তু
ব্যবস্থার দ্বারা কেহই ঈশ্বরের
সাক্ষাতে ধার্ম্মিক গণিত হয় না,
ইহা সুস্পষ্ট, কারণ "ধার্ম্মিক ব্যক্তি
১২ বিশ্বাস হেতু বাঁচিবে"।§ কিন্তু
ব্যবস্থা বিশ্বাসমূলক নয়, বরং "যে

* আদি ১৫; ৬। † আদি ১২; ৩। ১৮; ১৮।
‡ দ্বিঃ ২৭; ২৬। § হবক্কূক ২; ৪।

কেহ এই সকল পালন করে, সেই
১৩ তাহাতে বাঁচিবে"।* খ্রীষ্টই মূল্য দিয়া
আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে
মুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি আমা-
দের নিমিত্তে শাপস্বরূপ হইলেন ;
কেননা লেখা আছে, "যে কেহ
গাছে টাঙ্গান যায়, সে শাপগ্রস্ত"† ;
১৪ যেন অব্রাহামের প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদ
খ্রীষ্ট যীশুতে পরজাতিগণের প্রতি
বর্ত্তে, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা
অঙ্গীকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হই ।
১৫ হে ভ্রাতৃগণ, আমি মনুষ্যের মত
বলিতেছি । মনুষ্যের নিয়মপত্র
হইলেও তাহা যখন স্থিরীকৃত হয়,
তখন কেহ তাহা বিফল করে না,
কিম্বা তাহাতে নূতন কথা যোগ
১৬ করে না । ভাল, অব্রাহামের
প্রতি ও তাঁহার বংশের প্রতি
প্রতিজ্ঞা সকল উক্ত হইযাছিল ।
তিনি বহুবচনে 'আর বংশ সকলের
প্রতি' না বলিয়া, একবচনে বলেন,
"আর তোমার বংশের প্রতি" ;‡
১৭ সেই বংশ খ্রীষ্ট । আমি এই বলি, যে
নিয়ম ঈশ্বরকর্ত্তৃক পূর্ব্বে স্থিরীকৃত
হইয়াছিল, চারি শত ত্রিশ বৎসর
পরে উৎপন্ন ব্যবস্থা সেই নিয়মকে
উঠাইয়া দিতে পারে না, যাহাতে
১৮ প্রতিজ্ঞাকে বিফল করিবে । কারণ
দায়াধিকার যদি ব্যবস্থামূলক হয়,
তবে আর প্রতিজ্ঞামূলক হইতে পারে
না ; কিন্তু অব্রাহামকে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা
দ্বারাই তাহা দান করিয়াছেন ।
১৯ তবে ব্যবস্থা কি ? অপরাধের
কারণ তাহা যোগ করা হইয়াছিল,
যে পর্য্যন্ত না সেই বংশ আইসেন,
যাঁহার কাছে প্রতিজ্ঞা করা গিয়া-
ছিল, আর তাহা দূতগণ দ্বারা, এক
জন মধ্যস্থের হস্তে, বিধিবদ্ধ হইল ।
২০ এক জনের মধ্যস্থ ত হয় না, কিন্তু
২১ ঈশ্বর এক । তবে ব্যবস্থা কি
ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা-কলাপের প্রতি-
কূল ? তাহা দূরে থাকুক । ফলতঃ
যদি এমন ব্যবস্থা দত্ত হইত, যাহা
জীবন দান করিতে পারে, তবে
ধার্ম্মিকতা অবশ্য ব্যবস্থামূলক
২২ হইত । কিন্তু শাস্ত্র সকলই পাপের
অধীনতায় রুদ্ধ করিয়াছে, যেন
প্রতিজ্ঞার ফল, যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস
হেতু, বিশ্বাসীদিগকে দেওয়া যায় ।
২৩ কিন্তু বিশ্বাস আসিবার পূর্ব্বে
আমরা ব্যবস্থার অধীনে রক্ষিত
হইতেছিলাম, যে বিশ্বাস পরে
প্রকাশিত হইবে, তাহার অপেক্ষায়
২৪ রুদ্ধ ছিলাম । এই প্রকারে ব্যবস্থা
খ্রীষ্টের কাছে আনিবার জন্য
আমাদের পরিচালক দাস হইয়া
উঠিল, যেন আমরা বিশ্বাস হেতু
২৫ ধার্ম্মিক গণিত হই । কিন্তু যে অবধি
বিশ্বাস আসিল, সেই অবধি আমরা
আর পরিচালক দাসের অধীন
২৬ নহি । কেননা তোমরা সকলে,
খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা, ঈশ্বরের
২৭ পুত্র হইয়াছ ; কারণ তোমরা যত
লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তাইজিত
হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান
২৮ করিয়াছ । যিহূদী কি গ্রীক আর
হইতে পারে না, দাস কি স্বাধীন
আর হইতে পারে না, নর ও নারী

* লেবীয় ১৮ ; ৫ ।　† দ্বিঃ ২১ , ২৩ ।
‡ আদি ২২ ; ১৮ ।

আর হইতে পারে না, কেননা খ্রীষ্ট
যীশুতে তোমরা সকলেই এক।
২৯ আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তবে
সুতরাং অব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞা-
নুসারে দায়াধিকারী।

৪ কিন্তু আমি বলি, দায়াধিকারী
যত কাল বালক থাকে, তত কাল
সর্ব্বস্বের স্বামী হইলেও দাসে ও
তাহাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ;
২ কিন্তু পিতার নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত
সে পালকদের ও ধনাধ্যক্ষদের
৩ অধীন থাকে। তেমনি আমরাও
যখন বালক ছিলাম, তখন জগতের
অক্ষরমালার অধীন দাস ছিলাম।
৪ কিন্তু কাল সম্পূর্ণ হইলে ঈশ্বর
আপনার নিকট হইতে আপন
পুত্রকে প্রেরণ করিলেন ; তিনি
স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জাত হই-
৫ লেন, যেন তিনি মূল্য দিয়া ব্যবস্থার
অধীন লোকদিগকে মুক্ত করেন,
যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব প্রাপ্ত হই।
৬ আর তোমরা পুত্র, এই কারণ ঈশ্বর
আপন পুত্রের আত্মাকে আপনার
নিকট হইতে আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ
করিলেন ; ইনি "আব্বা, পিতা"
৭ বলিয়া ডাকেন। অতএব তুমি আর
দাস নও, বরং পুত্র ; আর যখন পুত্র,
তখন ঈশ্বরকর্ত্তৃক দায়াধিকারীও
হইয়াছ।

**ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্থির থাকিতে বিনতি।**

৮ পরন্তু সেই সময়ে তোমরা ঈশ্বরকে
না জানিয়া, যাহারা স্বভাবতঃ ঈশ্বর
৯ নহে, তাহাদের দাস ছিলে ; কিন্তু
এখন ঈশ্বরের পরিচয় পাইয়াছ, বরং
ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিচিত হইয়াছ ; তবে
কেমন করিয়া পুনর্ব্বার ঐ দুর্ব্বল
অকিঞ্চন অক্ষরমালার প্রতি ফিরি-
তেছ, আবার ফিরিয়া সেগুলির দাস
১০ হইতে চাহিতেছ ? তোমরা বিশেষ
বিশেষ দিন, মাস, ঋতু ও বৎসর
১১ পালন করিতেছ। তোমাদের বিষয়ে
আমার ভয় হয় ; কি জানি, তোমা-
দের মধ্যে বৃথা পরিশ্রম করিয়াছি।
১২ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে এই
বিনয় করিতেছি, তোমরা আমার
মত হও, কেননা আমিও তোমাদের
১৩ মত। তোমরা আমার কোন
অপকার কর নাই ; আর তোমরা
জান, আমি মাংসের কোন দুর্ব্ব-
লতা হেতুই প্রথমবার তোমাদের
নিকটে সুসমাচার প্রচার করিয়া-
১৪ ছিলাম ; আর আমার মাংসে
তোমাদের যে পরীক্ষা হইয়াছিল,
তাহা তোমরা হেয়জ্ঞান কর নাই,
ঘৃণাবোধও কর নাই, বরং ঈশ্বরের
এক দূতের ন্যায়, খ্রীষ্ট যীশুর ন্যায়,
১৫ আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলে। তবে
তোমাদের সেই আত্ম-ধন্যবাদ
কোথায় গেল ? কেননা আমি তোমা-
দের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছি যে, সাধ্য
থাকিলে তোমরা আপন আপন চক্ষু
উৎপাটন করিয়া আমাকে দিতে।
১৬ তবে তোমাদের কাছে সত্য বলাতে
কি তোমাদের শত্রু হইয়াছি ?
১৭ তাহারা যে সযত্নে তোমাদের
অন্বেষণ করিতেছে, তাহা ভাল ভাবে
করে না ; বরং তাহারা তোমা-

দিগকে বাহিরে রাখিতে চায়, যেন
তোমরা সযত্নে তাহাদেরই অন্বেষণ
১৮ কর। কেবল তোমাদের নিকটে
আমার উপস্থিতি-কালে নয়, কিন্তু
সর্ব্বদাই উত্তম বিষয়ে সযত্নে অন্বেষিত
১৯ হওয়া ভাল; তোমরা ত আমার
বৎস, আমি পুনরায় তোমাদিগকে
লইয়া প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি,
যাবৎ না তোমাদিগেতে খ্রীষ্ট মূর্ত্তিমান্
২০ হন; কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যে,
এক্ষণে তোমাদের নিকটে উপস্থিত
হইয়া অন্য স্বরে কথা কহি; কেননা
তোমাদের বিষয়ে ব্যাকুল হইতেছি।
২১ বল দেখি, তোমরা ত ব্যবস্থার
অধীন থাকিতে ইচ্ছা করিতেছ,
তোমরা কি ব্যবস্থার কথা শুন না?
২২ কারণ লেখা আছে যে,* অব্রাহামের
দুই পুত্র ছিল, একটী দাসীর পুত্র,
২৩ একটী স্বাধীনার পুত্র। কিন্তু ঐ
দাসীর পুত্র মাংস অনুসারে,
স্বাধীনার পুত্র প্রতিজ্ঞার গুণে
২৪ জন্মিয়াছিল। এ সকল কথার রূপক
অর্থ আছে, কারণ ঐ দুই স্ত্রী দুই
নিয়ম; একটী সীনয় পর্ব্বত হইতে
উৎপন্ন ও দাসত্বের জন্য প্রসব-
২৫ কারিণী; সে হাগার। আর এ
হাগার আরব দেশস্থ সীনয় পর্ব্বত;
এবং সে এখনকার যিরূশালেমের
সমতুল্য, কেননা সে নিজ সন্তান-
গণের সহিত দাসত্বে রহিয়াছে।
২৬ কিন্তু ঊর্দ্ধস্থ যিরূশালেম স্বাধীনা,
২৭ আর সে আমাদের জননী। কেননা
লেখা আছে,

"অয়ি বন্ধ্যে, অপ্রসূতে, আনন্দ
কর,
অয়ি প্রসব-যন্ত্রণা-রহিতে, উচ্চ-
ধ্বনি কর ও হর্ষনাদ কর,
কেননা সধবার সন্তান অপেক্ষা
বরং অনাথার সন্তান
অধিক।"*

২৮ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, ইস্‌হাকের ন্যায়
২৯ তোমরা প্রতিজ্ঞার সন্তান। কিন্তু
মাংস অনুসারে জাত ব্যক্তি যেমন
তৎকালে আত্মানুসারে জাতকে
তাড়না করিত, তেমনি এখনও হই-
৩০ তেছে। তথাপি শাস্ত্রে কি বলে?
"ঐ দাসীকে ও উহার পুত্রকে বাহির
করিয়া দেও; কেননা ঐ দাসীর পুত্র
কোন ক্রমে স্বাধীনার পুত্রের সহিত
৩১ দায়াধিকারী হইবে না।" অতএব,
হে ভ্রাতৃগণ, আমরা দাসীর সন্তান
নই, আমরা স্বাধীনার সন্তান।

৫ স্বাধীনতার নিমিত্তই খ্রীষ্ট আমা-
দিগকে স্বাধীন করিয়াছেন; অতএব
তোমরা স্থির থাক, এবং দাসত্ব-
যোঁয়ালিতে আর বদ্ধ হইও না।
২ দেখ, আমি পৌল তোমাদিগকে
কহিতেছি, যদি তোমরা ত্বক্‌ছেদ
প্রাপ্ত হও, তবে খ্রীষ্ট হইতে তোমাদের
৩ কিছুই লাভ হইবে না। যে কোন
মনুষ্য ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে
আমি পুনরায় এই সাক্ষ্য দিতেছি যে,
সে ঋণশোধের ন্যায় সমস্ত ব্যবস্থা
৪ পালন করিতে বাধ্য। তোমরা যে
সকল লোক ব্যবস্থা দ্বারা ধার্ম্মিক
গণিত হইতে যত্ন করিতেছ, তোমরা

* আদি ১৬, ১৫। ২১, ২-১২।

* যিশ ৫৪, ১।

খ্রীষ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছ, তোমরা
অনুগ্রহ হইতে পতিত হইয়াছ।
৫ কারণ আমরা আত্মার দ্বারা বিশ্বাস
হেতু ধার্ম্মিকতার প্রত্যাশা-সিদ্ধির
৬ অপেক্ষা করিতেছি। কারণ খ্রীষ্ট
যীশুতে ত্বক্‌ছেদের কোন শক্তি নাই,
অত্বক্‌ছেদেরও নাই, কিন্তু প্রেম দ্বারা
কার্য্যসাধক বিশ্বাসই শক্তিযুক্ত।
৭ তোমরা সুন্দররূপে দৌড়িতে-
ছিলে; কে তোমাদিগকে বাধা দিল
যে, তোমরা সত্যের দ্বারা প্রবর্ত্তিত
৮ হও না? যিনি তোমাদিগকে
আহ্বান করিয়াছেন, এই প্রবর্ত্তনা
৯ তাঁহা হইতে হয় নাই। অল্প তাড়ী
সুজীর সমস্ত তাল তাড়ীময় করে।
১০ তোমাদের বিষয়ে প্রভুতে আমার
এমন দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, তোমা-
দের অন্য কোন ভাব হইবে না, কিন্তু
যে তোমাদিগকে উদ্বিগ্ন করে, সে
ব্যক্তি যেই হউক, বিচারসিদ্ধ দণ্ড
১১ ভোগ করিবে। হে ভ্রাতৃগণ, আমি
যদি এখনও ত্বক্‌ছেদ প্রচার করি,
তবে আর তাড়না ভোগ করি কেন?
তাহা হইলে সুতরাং ক্রুশের বিঘ্ন
১২ লুপ্ত হইয়াছে। যাহারা তোমাদিগকে
অস্থির করিতেছে, তাহারা আপনা-
দিগকে ছিন্নাঙ্গও* করুক।
১৩ কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা
স্বাধীনতার জন্য আহূত হইয়াছ;
কেবল দেখিও, সেই স্বাধীনতাকে
মাংসের পক্ষে সুযোগ করিও না,
বরং প্রেমের দ্বারা এক জন অন্যের
১৪ দাস হও। যেহেতুক সমস্ত ব্যবস্থা
এই একটী বচনে পূর্ণ হইয়াছে, যথা,

* (বা) তোমাদের হইতে আপনাদিগকে পৃথকও করুক।

"তোমার প্রতিবাসীকে আপনার
১৫ মত প্রেম করিবে।"* কিন্তু তোমরা
যদি পরস্পর দংশাদংশি ও গেলা-
গেলি কর, তবে দেখিও, যেন পর-
স্পরের দ্বারা কবলিত না হও।

### আত্মার বশে স্থির থাকিতে নিবেদন।

১৬ কিন্তু আমি বলি, তোমরা আত্মার
বশে চল, তাহা হইলে মাংসের
১৭ অভিলাষ পূর্ণ করিবে না। কেননা
মাংস আত্মার বিরুদ্ধে, এবং আত্মা
মাংসের বিরুদ্ধে অভিলাষ করে:
কারণ এই দুইয়ের একটী অন্যটীর
বিপরীত, তাই তোমরা যাহা ইচ্ছা
কর, তাহা সাধন কর না। কিন্তু
১৮ যদি আত্মা দ্বারা চালিত হও, তবে
তোমরা ব্যবস্থার অধীন নও।
১৯ আবার মাংসের কার্য্য সকল প্রকাশ
আছে: সেগুলি এই—বেশ্যাগমন,
২০ অশুচিতা, স্বৈরিতা, প্রতিমাপূজা,
কুহক, নানা প্রকার শত্রুতা, বিবাদ,
ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, বিচ্ছিন্নতা,
২১ দলভেদ, মাৎসর্য্য, মত্ততা, রঙ্গরস
ও তৎসদৃশ অন্য অন্য দোষ। এই
সকলের বিষয়ে আমি তোমাদিগকে
অগ্রে বলিতেছি, যেমন পূর্ব্বে
বলিয়াছিলাম, যাহারা এই প্রকার
আচরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের
২২ রাজ্যে অধিকার পাইবে না। কিন্তু
আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি,
দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব,
২৩ বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন: এই
প্রকার গুণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাই।

* লেবী ১৯, ১৮।

২৪ আর যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর, তাহারা
মাংসকে তাহার মতি ও অভিলাষ
২৫ শুদ্ধ ক্রুশে দিয়াছে। আমরা যদি
আত্মার বশে জীবন ধারণ করি, তবে
আইস, আমরা আত্মার বশে চলি ;
২৬ অনর্থক দর্প না করি, পরস্পরকে
জ্বালাতন না করি, পরস্পর হিংসা-
হিংসি না করি।

৬ ভ্রাতৃগণ, যদি কেহ কোন অপ-
রাধে ধরাও পড়ে, তবে আত্মিক যে
তোমরা, তোমরা সেই প্রকার
ব্যক্তিকে মৃদুতার আত্মায় সুস্থ কর,
আপনাকে দেখ, পাছে তুমিও
২ পরীক্ষাতে পড়। তোমরা পরস্পর
এক জন অন্যের ভার বহন কর;
এইরূপে খ্রীষ্টের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে
৩ পালন কর। কেননা যদি কেহ মনে
করে, আমি কিছু, কিন্তু বাস্তবিক
সে কিছুই নয়, তবে সে আপনি
৪ আপনাকে ভুলায়। কিন্তু প্রত্যেক
জন নিজ নিজ কর্ম্মের পরীক্ষা করুক,
তাহা হইলে সে কেবল আপনার
কাছে শ্লাঘা করিবার হেতু পাইবে,
৫ অপরের কাছে নয় ; কারণ প্রত্যেক
জন নিজ নিজ ভার বহন করিবে।
৬ কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্য বিষয়ে
শিক্ষা পায়, সে শিক্ষককে সমস্ত
উত্তম বিষয়ে সহভাগী করুক।
৭ তোমরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরকে
পরিহাস করা যায় না ; কেননা
মনুষ্য যাহা কিছু বুনে তাহাই
৮ কাটিবে। ফলতঃ আপন মাংসের
উদ্দেশে যে বুনে, সে মাংস হইতে
ক্ষয়রূপ শস্য পাইবে ; কিন্তু আত্মার
উদ্দেশে যে বুনে, সে আত্মা হইতে
অনন্ত জীবনরূপ শস্য পাইবে।
৯ আর আইস, আমরা সৎকর্ম্ম করিতে
করিতে নিরুৎসাহ না হই ; কেননা
ক্লান্ত না হইলে যথাসময়ে শস্য
১০ পাইব। এজন্য আইস, আমরা যেমন
সুযোগ পাই, তেমনি সকলের প্রতি,
বিশেষতঃ যাহারা বিশ্বাস-বাটীর পরি
জন, তাহাদের প্রতি সৎকর্ম্ম করি।
১১ দেখ, আমি কত বড় অক্ষরে
স্বহস্তে তোমাদিগকে লিখিলাম।
১২ যে সকল লোক মাংসে সুরূপ
দেখাইতে ইচ্ছা করে, তাহারাই
তোমাদিগকে ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হইতে
বাধ্য করিতেছে ; ইহার অভিপ্রায়
এই মাত্র, যেন খ্রীষ্টের ক্রুশ প্রযুক্ত
তাহাদের প্রতি তাড়না না ঘটে।
১৩ কেননা যাহারা ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হয়,
তাহারা আপনারাও ব্যবস্থা পালন
করে না ; বরং তাহাদের ইচ্ছা এই
যে, তোমরা ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হও,
যেন তাহারা তোমাদের মাংসে শ্লাঘা
১৪ করিতে পারে। কিন্তু আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি
যে আর কোন বিষয়ে শ্লাঘা করি,
তাহা দূরে থাকুক ; তাহারই* দ্বারা
আমার জন্য জগৎ, এবং জগতের
১৫ জন্য আমি ক্রুশারোপিত। কারণ
ত্বক্‌ছেদ কিছুই নয়, অত্বক্‌ছেদও নয়,
১৬ কিন্তু নূতন সৃষ্টিই সার। আর যে
সকল লোক এই সূত্রানুসারে
চলিবে, তাহাদের উপরে "শান্তি" ও
দয়া বর্ত্তুক, ঈশ্বরের "ইস্রায়েলের
উপরে বর্ত্তুক"।।

* (বা) তাঁহারই। । গীত ১২৫, ৫। ১২৮, ৬।

১৭ এখন হইতে কেহ আমাকে
ক্লেশ না দিউক, কেননা আমি যীশুর
দাহ-চিহ্ন সকল আপন দেহে বহন
করিতেছি।

১৮ হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের
আত্মার সহবর্ত্তী হউক।
আমেন।

# ইফিষীয়দের প্রতি পৌলের পত্র।

## ঈশ্বর-সাধিত পরিত্রাণের কথা।

### মঙ্গলাচরণ।

১ পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর
প্রেরিত,—ইফিষে স্থিত পবিত্র ও
খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী জনগণ সমীপে।
২ আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু
যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

### পরিত্রাণ সম্বন্ধে ঈশ্বরের অনাদি সঙ্কল্প যীশুতে পূর্ণ হইয়াছে।

৩ ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
ঈশ্বর ও পিতা, যিনি আমাদিগকে
সমস্ত আত্মিক আশীর্ব্বাদে স্বর্গীয়
স্থানে খ্রীষ্টে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন;
৪ কারণ তিনি জগৎপত্তনের পূর্ব্বে
খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত করিয়া-
ছিলেন, যেন আমরা তাঁহার
সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক
৫ হই; তিনি আমাদিগকে যীশু খ্রীষ্ট
দ্বারা আপনার জন্য দত্তকপুত্রতার
নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতে নিরূপণও
করিয়াছিলেন; ইহা তিনি নিজ
ইচ্ছার হিতসঙ্কল্প অনুসারে, নিজ
অনুগ্রহের প্রতাপের প্রশংসার্থে
৬ করিয়াছিলেন। সেই অনুগ্রহে তিনি
আমাদিগকে সেই প্রিয়তমে অনু-
৭ গৃহীত করিয়াছেন, যাঁহাতে আমরা
তাঁহার রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ
অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি;
ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহ-ধন অনু-
৮ সারে হইয়াছে, যাহা তিনি সমস্ত
জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে আমাদের প্রতি
৯ উপচিয়া পড়িতে দিয়াছেন। ফলতঃ
তিনি আমাদিগকে আপন ইচ্ছার
১০ নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত করিয়াছেন, তাঁহার
সেই হিতসঙ্কল্প অনুসারে যাহা তিনি
কালের পূর্ণতার বিধান লক্ষ্য করিয়া
তাঁহাতে পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।
তাহা এই, স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্তই
১১ খ্রীষ্টেই সংগ্রহ করা যাইবে, তাঁহা-
তেই করা যাইবে, যাঁহাতে আমরা
ঈশ্বরের অধিকারস্বরূপও* হইয়াছি।
বাস্তবিক যিনি সকলই আপন
ইচ্ছার মন্ত্রণানুসারে সাধন করেন,
তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আমরা পূর্ব্বে
১২ নিরূপিত হইয়াছিলাম; উদ্দেশ্য

* (বা) অধিকার প্রাপ্তও।

এই, পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টে প্রত্যাশা
করিয়াছি যে আমরা, আমাদের
দ্বারা যেন ঈশ্বরের প্রতাপের প্রশংসা
১৩ হয়। খ্রীষ্টে থাকিয়া তোমরাও
সত্যের বাক্য, তোমাদের পরিত্রাণের
সুসমাচার, শুনিয়া এবং তাঁহাতে
বিশ্বাসও করিয়া সেই অঙ্গীকৃত
পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হই-
১৪ য়াছ; সেই আত্মা ঈশ্বরের নিজস্বের
মুক্তির নিমিত্ত, তাঁহার প্রতাপের
প্রশংসার নিমিত্ত আমাদের দায়া-
ধিকারের বায়না।

ইফিষীয়দের জন্য পৌলের প্রার্থনা।

১৫ এই কারণ প্রভু যীশুতে যে
বিশ্বাস এবং সমস্ত পবিত্র লোকের
প্রতি যে প্রেম তোমাদের মধ্যে
১৬ আছে, তাহার কথা শুনিয়া আমিও
তোমাদের নিমিত্ত ধন্যবাদ করিতে
ক্ষান্ত হই না, আমার প্রার্থনাকালে
তোমাদের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক
১৭ তাহা করি, যেন আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর, প্রতাপের পিতা,
আপনার তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানের ও
প্রত্যাদেশের আত্মা তোমাদিগকে
১৮ দেন; যাহাতে তোমাদের হৃদয়ের
চক্ষু আলোকময় হয়, যেন তোমরা
জানিতে পাও, তাঁহার আহ্বানের
প্রত্যাশা কি, পবিত্রগণের মধ্যে
তাঁহার দায়াধিকারের প্রতাপ-ধন
১৯ কি, এবং বিশ্বাসকারী যে আমরা,
আমাদের প্রতি তাঁহার পরাক্রমের
অনুপম মহত্ত্ব কি। ইহা তাঁহার শক্তির
পরাক্রমের সেই কার্য্যসাধনের
২০ অনুযায়ী, যাহা তিনি খ্রীষ্টে সাধন
করিয়াছেন; ফলতঃ তিনি তাঁহাকে
মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন,
এবং স্বর্গীয় স্থানে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে
২১ বসাইয়াছেন, সমস্ত আধিপত্য,
কর্ত্তৃত্ব, পরাক্রম, ও প্রভুত্বের উপরে,
এবং যত নাম কেবল ইহযুগে নয়,
কিন্তু পরযুগেও উল্লেখ করা যায়,
তৎসমুদয়ের উপরে পদান্বিত করি-
২২ লেন। আর তিনি সমস্তই তাঁহার
চরণের নীচে বশীভূত করিলেন,
এবং তাঁহাকেই সকলের উপরে
উচ্চ মস্তক করিয়া মণ্ডলীকে দান
২৩ করিলেন; সেই মণ্ডলী তাঁহার
দেহ, তাঁহারই পূর্ণতাস্বরূপ, যিনি
সর্ব্ববিষয়ে সমস্তই পূরণ করেন।

খ্রীষ্টের সহিত তাঁহার প্রজাদের অভেদ্য সম্বন্ধ।

২ আর যখন তোমরা আপন আপন
অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে, তখন
তিনি তোমাদিগকেও জীবিত করি-
২ লেন; সেই সকলেতে তোমরা
পূর্ব্বে চলিতে, এই জগতের যুগ
অনুসারে, আকাশের কর্ত্তৃত্বাধি-
পতির অনুসারে, যে আত্মা এখন
অবাধ্যতার সন্তানগণের মধ্যে কার্য্য
করিতেছে, সেই আত্মার অধিপতির
৩ অনুসারে চলিতে। সেই লোকদের
মধ্যে আমরাও সকলে পূর্ব্বে আপন
আপন মাংসের অভিলাষ অনুসারে
আচরণ করিতাম, মাংসের ও
মনের বিবিধ ইচ্ছা পূর্ণ করিতাম,
এবং অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবতঃ
৪ ক্রোধের সন্তান ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর,
দয়াধনে ধনবান্ বলিয়া, আপনার
যে মহাপ্রেমে আমাদিগকে প্রেম

করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে,
৫ এমন কি, অপরাধে মৃত আমা-
দিগকে, খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করি-
লেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ
৬ পাইয়াছ—এবং তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে
আমাদিগকে তাঁহার সহিত উঠাই-
লেন ও তাঁহার সহিত স্বর্গীয় স্থানে
৭ বসাইলেন; উদ্দেশ্য এই, খ্রীষ্ট যীশুতে
আমাদের প্রতি প্রদর্শিত তাঁহার
মধুর ভাব দ্বারা যেন তিনি আগামী
যুগপর্য্যায়ে আপনার অনুপম
৮ অনুগ্রহ-ধন প্রকাশ করেন। কেননা
অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা
পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা
তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই
৯ দান; তাহা কর্ম্মের ফল নয়, যেন
১০ কেহ শ্লাঘা না করে। কারণ
আমরা তাঁহারই রচনা, খ্রীষ্ট যীশুতে
বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট;
সেগুলি ঈশ্বর পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া-
ছিলেন, যেন আমরা সেই পথে
চলি।

খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে যিহুদী ও পরজাতীয়দের একতা।

১১ অতএব স্মরণ কর, পূর্ব্বে মাংসের
সম্বন্ধে পরজাতীয় তোমরা—ত্বক্-
ছেদ, মাংসে হস্তকৃত ত্বক্ছেদ নামে
যাহারা আখ্যাত, তাহাদের নিকটে
অত্বক্ছেদ নামে আখ্যাত তোমরা—
১২ তৎকালে তোমরা খ্রীষ্ট হইতে বিভিন্ন,
ইস্রায়েলের প্রজাধিকারের বহিঃস্থ,
এবং প্রতিজ্ঞাযুক্ত নিয়মগুলির
অসম্পর্কীয় ছিলে, তোমাদের আশা
ছিল না, আর তোমরা জগতের
১৩ মধ্যে ঈশ্বরবিহীন ছিলে। কিন্তু এখন
খ্রীষ্ট যীশুতে, পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী ছিলে
যে তোমরা, তোমরা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা
১৪ নিকটবর্ত্তী হইয়াছ। কেননা তিনিই
আমাদের সন্ধি; তিনি উভয়কে
এক করিয়াছেন, এবং মধ্যবর্ত্তী
বিচ্ছেদের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া-
১৫ ছেন, শত্রুতাকে, বিধিবদ্ধ আজ্ঞা-
কলাপরূপ ব্যবস্থাকে, নিজ মাংসে
লুপ্ত করিয়াছেন; যেন উভয়কে
আপনাতে একই নূতন মনুষ্যরূপে
সৃষ্টি করেন, এইরূপে সন্ধি করেন;
১৬ এবং ক্রুশে শত্রুতাকে বধ-করণ
পূর্ব্বক সেই ক্রুশ দ্বারা এক দেহে
ঈশ্বরের সহিত উভয় পক্ষের মিলন
১৭ করিয়া দেন। আর তিনি আসিয়া
"দূরবর্ত্তী" যে তোমরা, তোমাদের
কাছে "সন্ধির, ও নিকটবর্ত্তীদের
কাছেও সন্ধির" সুসমাচার জানাই-
১৮ য়াছেন।* কেননা তাঁহারই দ্বারা
আমরা উভয় পক্ষের লোক এক
আত্মায় পিতার নিকটে উপস্থিত
হইবার ক্ষমতা পাইয়াছি।
১৯ অতএব তোমরা আর অসম্পর্কীয়
ও প্রবাসী নহ, কিন্তু পবিত্রগণের
সহপ্রজা এবং ঈশ্বরের বাটীর লোক।
২০ তোমাদিগকে প্রেরিত ও ভাববাদি-
গণের ভিত্তিমূলের উপরে গাঁথিয়া
তোলা হইয়াছে; তাহার প্রধান
কোণস্থ প্রস্তর স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু।
২১ তাঁহাতেই প্রত্যেক গাঁথনি† সু-
সংলগ্ন হইয়া প্রভুতে পবিত্র মন্দির
হইবার জন্য বৃদ্ধি পাইতেছে;

* যিশ ৫৭; ১৯।
† (বা) গাঁথনির সাকল্য।

২২ তাঁহাতে আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস
হইবার নিমিত্ত তোমাদিগকেও এক-
সঙ্গে গাঁথিয়া তোলা হইতেছে।

৩ এই জন্য আমি পৌল, তোমাদের
অর্থাৎ পরজাতীয়দের নিমিত্ত খ্রীষ্ট
২ যীশুর বন্দি—ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-
বিধান তোমাদের উদ্দেশে আমাকে
দত্ত হইয়াছে, তাহার কথা তোমরা
৩ ত শুনিয়াছ। ফলতঃ প্রত্যাদেশ
দ্বারা সেই নিগূঢ়তত্ত্ব আমাকে জ্ঞাত
করা হইয়াছে, যেমন আমি পূর্ব্বে
৪ সংক্ষেপে লিখিয়াছি; তোমরা তাহা
পাঠ করিলে খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় নিগূঢ়-
তত্ত্বে আমার ব্যুৎপত্তি বুঝিতে
৫ পারিবে। বিগত পুরুষপরম্পরায়
সেই নিগূঢ়তত্ত্ব মনুষ্যসন্তানদিগকে
এইরূপে জ্ঞাত করা যায় নাই,
যেরূপে এখন আত্মাতে তাঁহার
পবিত্র প্রেরিত ও ভাববাদিগণের
৬ নিকটে প্রকাশিত হইয়াছে। ফলতঃ
সুসমাচার দ্বারা খ্রীষ্ট যীশুতে পর-
জাতীয়েরা সহদায়াদ, দেহের সহাঙ্গ
৭ ও প্রতিজ্ঞার সহভাগী হয়; ঈশ্বরের
অনুগ্রহের যে দান তাঁহার শক্তির
কার্য্যসাধন অনুসারে আমাকে দত্ত
হইয়াছে, তদনুসারে আমি সেই
সুসমাচারের পরিচারক হইয়াছি।
৮ আমি সমস্ত পবিত্রগণের মধ্যে
সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম হইলেও
আমাকে এই অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে,
যাহাতে পরজাতিদের কাছে আমি
খ্রীষ্টের সেই ধনের বিষয়ে সুসমাচার
প্রচার করি, যে ধনের সন্ধান
৯ করিয়া উঠা যায় না; এবং যাহা
আদি অবধি সমুদয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা
ঈশ্বরের কাছে গুপ্ত থাকিয়া
আসিয়াছে, সেই নিগূঢ়তত্ত্বের বিধান
১০ কি, তাহা প্রকাশ করি; উদ্দেশ্য
এই, যেন এখন মণ্ডলী দ্বারা স্বর্গীয়
স্থানস্থ আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব সকলকে
ঈশ্বরের বহুবিধ প্রজ্ঞা জ্ঞাত করা
১১ যায়, যুগপর্য্যায়ের সেই সঙ্কল্প অনু-
সারে যে সঙ্কল্প তিনি আমাদের
প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে করিয়াছিলেন।
১২ তাঁহাতেই আমরা তাঁহার উপরে
বিশ্বাস দ্বারা সাহস, এবং দৃঢ়
প্রত্যয়পূর্ব্বক উপস্থিত হইবার
১৩ ক্ষমতা, পাইয়াছি। অতএব আমার
যাচ্ঞা এই, তোমাদের নিমিত্ত
আমার যে সকল ক্লেশ হইতেছে,
তাহাতে যেন নিরুৎসাহ না
হও; সে সকল তোমাদের
গৌরব।

প্রার্থনা ও ধন্যবাদের উচ্ছ্বাস।

১৪ এই জন্য, স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত
পিতৃকুল যাঁহা হইতে নাম পাইয়াছে,
১৫ সেই পিতার কাছে আমি জানু
১৬ পাতিতেছি, যেন তিনি আপনার
প্রতাপ-ধন অনুসারে তোমাদিগকে
এই বর দেন, যাহাতে তোমরা
তাঁহার আত্মা দ্বারা আন্তরিক
মনুষ্যের সম্বন্ধে শক্তিতে সবলীকৃত
১৭ হও; যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট
তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন; যেন
তোমরা প্রেমে বদ্ধমূল ও সংস্থাপিত
১৮ হইয়া সমস্ত পবিত্রগণের সহিত
বুঝিতে সমর্থ হও যে, সেই প্রশস্ততা,
১৯ দীর্ঘতা, উচ্চতা ও গভীরতা কি, এবং
জ্ঞানাতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম, তাহা

যেন জানিতে সমর্থ হও, এই প্রকারে
যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশে
পূর্ণ হও।
২০ পরন্তু, যে শক্তি আমাদিগেতে
কার্য্য সাধন করে, সেই শক্তি
অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত
যাচ্ঞার ও চিন্তার নিতান্ত অতিরিক্ত
২১ কর্ম্ম করিতে পারেন, মণ্ডলীতে এবং
খ্রীষ্ট যীশুতে যুগপর্য্যায়ের যুগে
যুগে সমস্ত পুরুষানুক্রমে তাঁহারই
মহিমা হউক। আমেন।

### ঈশ্বর-ভক্তের উপযোগী আচরণ করিতে বিনতি।

৪ অতএব প্রভুতে বন্দি আমি তোমা-
দিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা
যে আহ্বানে আহূত হইয়াছ, তাহার
২ যোগ্যরূপে চল। সম্পূর্ণ নম্রতা
ও মৃদুতা সহকারে, দীর্ঘসহিষ্ণুতা
সহকারে চল; প্রেমে পরস্পর
৩ ক্ষমাশীল হও, শান্তির যোগবন্ধনে
আত্মার ঐক্য রক্ষা করিতে যত্নবান্
৪ হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক;
যেমন আবার তোমাদের আহ্বানের
একই প্রত্যাশায় তোমরা আহূত
৫ হইয়াছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক,
৬ বাপ্তিস্ম এক, সকলের ঈশ্বর ও পিতা
এক, তিনি সকলের উপরে, সকলের
নিকটে ও সকলের অন্তরে আছেন।
৭ কিন্তু খ্রীষ্টের দানের পরিমাণ অনু-
সারে আমাদের প্রত্যেক জনকে
৮ অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে। এই জন্য
উক্ত আছে,

"তিনি ঊর্দ্ধে উঠিয়া বন্দিগণকে
বন্দি করিলেন,
মনুষ্যদিগকে নানা বর দান করি-
লেন।"*

৯ ভাল, তিনি 'উঠিলেন', ইহার
তাৎপর্য্য কি? না এই যে, তিনি
পৃথিবীর নীচতর স্থানে নামিয়া-
১০ ছিলেন। যিনি নামিয়াছিলেন,
তিনিই সকল স্বর্গের ঊর্দ্ধে উঠিয়া-
ছেন, যেন সকলই পূরণ করেন।
১১ আর তিনিই কয়েক জনকে প্রেরিত,
কয়েক জনকে ভাববাদী, কয়েক
জনকে সুসমাচার-প্রচারক ও কয়েক
জনকে পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়া
১২ দান করিয়াছেন, পবিত্রগণকে পরি-
পক্ব করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন,
যেন পরিচর্য্যা-কার্য্য সাধিত হয়, যেন
খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়,
১৩ যাবৎ আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্র
বিষয়ক বিশ্বাসের ও তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্য
পর্য্যন্ত, সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা পর্য্যন্ত,
খ্রীষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ
১৪ পর্য্যন্ত, অগ্রসর না হই; যেন আমরা
আর বালক না থাকি, মনুষ্যদের
ঠকামিতে, ধূর্ত্ততায়, ভ্রান্তির চাতুরী-
ক্রমে তরঙ্গাহত এবং যে সে শিক্ষা-
বায়ুতে ইতস্ততঃ পরিচালিত না হই;
১৫ কিন্তু প্রেমে সত্যনিষ্ঠ হইয়া সর্ব্ব-
বিষয়ে তাঁহার উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই,
১৬ যিনি মস্তক, তিনি খ্রীষ্ট, তাঁহা হইতে
সমস্ত দেহ, প্রত্যেক সন্ধি যে উপকার
যোগায়, তদ্দ্বারা যথাযথ সংলগ্ন ও
সংযুক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগের স্ব
স্ব পরিমাণানুযায়ী কার্য্য অনুসারে
দেহের বৃদ্ধি সাধন করিতেছে,

* গীত ৬৮; ১৮।

আপনাকেই প্রেমে গাঁথিয়া তুলিবার
জন্য করিতেছে ।
১৭ অতএব আমি এই বলিতেছি, ও
প্রভুতে দৃঢ়রূপে আদেশ করিতেছি,
তোমরা আর পরজাতীয়দের ন্যায়
চলিও না ; তাহারা আপন আপন
১৮ মনের অসার ভাবে চলে ; তাহারা
চিত্তে অন্ধীভূত, ঈশ্বরের জীবনের
বহির্ভূত হইয়াছে, আন্তরিক
অজ্ঞানতা প্রযুক্ত, হৃদয়ের কঠিনতা
১৯ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহারা অসাড়
হইয়া সলোভে সর্ব্বপ্রকার অশুচি
ক্রিয়া করিবার জন্য আপনাদিগকে
২০ স্বৈরিতায় সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু
তোমরা খ্রীষ্টের বিষয়ে এরূপ শিক্ষা
২১ পাও নাই ; তাঁহারই বাক্য ত
শুনিয়াছ, এবং যীশুতে যে সত্য
আছে, তদনুসারে তাঁহাতেই শিক্ষিত
২২ হইয়াছ ; যেন তোমরা পূর্ব্বকালীন
আচরণ সম্বন্ধে সেই পুরাতন
মনুষ্যকে ত্যাগ কর, যাহা প্রতারণার
বিবিধ অভিলাষ মতে ভ্রষ্ট হইয়া
২৩ পড়িতেছে ; আর আপন আপন
মনের ভাবে যেন ক্রমশঃ নবীনীকৃত
২৪ হও, এবং সেই নূতন মনুষ্যকে পরি-
ধান কর, যাহা সত্যের ধার্ম্মিকতায়
ও সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট*
হইয়াছে ।
২৫ অতএব তোমরা, যাহা মিথ্যা,
তাহা ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকে আপন
আপন প্রতিবাসীর সহিত সত্য
আলাপ করিও ; কারণ আমরা
২৬ পরস্পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ক্রুদ্ধ হইলে

* আদি ১ , ২৭ ।

পাপ করিও না ; সূর্য্য অস্ত না
যাইতে যাইতে তোমাদের কোপা-
২৭ বেশ শান্ত হউক ; আর দিয়াবলকে
২৮ স্থান দিও না। চোর আর চুরি
না করুক, বরং স্বহস্তে সদ্ব্যাপারে
পরিশ্রম করুক, যেন দীনহীনকে
দিবার জন্য তাহার হাতে কিছু
২৯ থাকে। তোমাদের মুখ হইতে কোন
প্রকার কদালাপ বাহির না হউক,
কিন্তু প্রয়োজনমতে গাঁথিয়া তুলি-
বার জন্য সদালাপ বাহির হউক,
যেন যাহারা শুনে, তাহাদিগকে
৩০ অনুগ্রহ দান করা হয়। আর
ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে
দুঃখিত করিও না, যাঁহার দ্বারা
তোমরা মুক্তির দিনের অপেক্ষায়
৩১ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ। সর্ব্বপ্রকার
কটুকাটব্য, রোষ, ক্রোধ, কলহ,
নিন্দা এবং সর্ব্বপ্রকার হিংসেচ্ছা
তোমাদের হইতে দূরীকৃত হউক।
৩২ তোমরা পরস্পর মধুরস্বভাব ও
করুণচিত্ত হও, পরস্পর ক্ষমা কর,
যেমন ঈশ্বরও খ্রীষ্টে তোমাদিগকে
ক্ষমা করিয়াছেন।

৫ অতএব প্রিয় বৎসদের ন্যায়
তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও।
২ আর প্রেমে চল, যেমন খ্রীষ্টও
তোমাদিগকে প্রেম করিলেন এবং
আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশে,
সৌরভের নিমিত্ত,* উপহার ও বলি-
রূপে আপনাকে উৎসর্গ করিলেন।
৩ কিন্তু বেশ্যাগমনের ও সর্ব্বপ্রকার
অশুদ্ধতার বা লোভের নামও যেন

* যা ২৯ , ১৮ । লেব ১ ; ৯ ।

তোমাদের মধ্যে না হয়, যেমন
৪ পবিত্রগণের উপযুক্ত। আর কুৎসিত
ব্যবহার এবং প্রলাপ কিম্বা
শ্লেষোক্তি, এই সকল অনুচিত ব্যব-
হার যেন না হয়, বরং যেন ধন্যবাদ
৫ দেওয়া হয়। কেননা তোমরা নিশ্চয়
জানিতেছ, বেশ্যাগামী কি অশুদ্ধা-
চারী কি লোভী—সে ত প্রতিমা-
পূজক—কেহই খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের
৬ রাজ্যে অধিকার পায় না। অনর্থক
বাক্য দ্বারা কেহ যেন তোমাদিগকে
না ভুলায়; কেননা এই সকল দোষ
প্রযুক্ত অবাধ্যতার সন্তানগণের
৭ উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ত্তে। অত-
এব তাহাদের সহভাগী হইও না;
৮ কারণ তোমরা এক সময়ে অন্ধকার
ছিলে, কিন্তু এখন প্রভুতে দীপ্তি
হইয়াছ; দীপ্তির সন্তানদের ন্যায়
৯ চল—কেননা সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল-
ভাবে, ধার্ম্মিকতায় ও সত্যে দীপ্তির
১০ ফল হয়—প্রভুর প্রীতিজনক কি,
১১ তাহার পরীক্ষা কর। আর অন্ধ-
কারের ফলহীন কর্ম্ম সকলের সহ-
ভাগী হইও না, বরং সেগুলির দোষ
১২ দেখাইয়া দেও। কেননা উহারা
গোপনে যে সকল কর্ম্ম করে, তাহা
উচ্চারণ করাও লজ্জার বিষয়।
১৩ কিন্তু দোষ দেখাইয়া দেওয়া হইলে
সকলই দীপ্তি দ্বারা প্রকাশ হইয়া
পড়ে; বস্তুতঃ যাহা প্রকাশ হইয়া
১৪ পড়ে, তাহা সকলই দীপ্তিময়। এই
জন্য উক্ত আছে,[১]

"হে নিদ্রাগত ব্যক্তি, জাগ্রৎ হও,
এবং মৃতগণের মধ্য হইতে উঠ,
তাহাতে খ্রীষ্ট তোমার উপরে
আলোক উদয় করিবেন।"

১৫ অতএব তোমরা ভাল করিয়া
দেখ, কিরূপে চলিতেছ; অজ্ঞানের
ন্যায় না চলিয়া জ্ঞানবানের ন্যায়
১৬ চল। সুযোগ কিনিয়া লও, কেননা
১৭ এই কাল মন্দ। এই কারণ
নির্ব্বোধ হইও না, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা
১৮ কি, তাহা বুঝ। আর দ্রাক্ষারসে
মত্ত হইও না, তাহাতে নষ্টামি
আছে; কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ
১৯ হও; গীত, স্তোত্র ও আত্মিক
সঙ্কীর্ত্তনে পরস্পর আলাপ কর;
আপন আপন অন্তঃকরণে প্রভুর
২০ উদ্দেশে গান ও বাদ্য কর; সর্ব্বদা
সর্ব্ববিষয়ের নিমিত্ত আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরের
২১ ধন্যবাদ কর; খ্রীষ্টের ভয়ে এক জন
অন্য জনের বশীভূত হও।

### স্ত্রীপুরুষ প্রভৃতির কর্ত্তব্য।

২২ নারীগণ, তোমরা যেমন প্রভুর,
তেমনি নিজ নিজ স্বামীর বশীভূতা
২৩ হও। কেননা স্বামী স্ত্রীর মস্তক,
যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীর মস্তক; তিনি
২৪ আবার দেহের ত্রাণকর্ত্তা; কিন্তু
মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের বশীভূত, তেমনি
নারীগণ সর্ব্ববিষয়ে আপন আপন
২৫ স্বামীর বশীভূতা হউক। স্বামীরা,
তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেই-
রূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও
মণ্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর
তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান
২৬ করিলেন; যেন তিনি জলস্নান দ্বারা
বাক্যে তাহাকে শুচি করিয়া পবিত্র

---
[১] যিশা ৬০; ১। মালা ৪, ২।

২৭ করেন, যেন আপনি আপনার কাছে
মণ্ডলীকে প্রতাপান্বিত অবস্থায়
উপস্থিত করেন, যেন তাহার কলঙ্ক
বা সঙ্কোচ বা এই প্রকার আর
কোন কিছু না থাকে, বরং সে যেন
২৮ পবিত্র ও অনিন্দনীয় হয়। এই-
রূপে স্বামীরাও আপন আপন স্ত্রীকে
আপন আপন দেহ বলিয়া প্রেম
করিতে বাধ্য। আপন স্ত্রীকে যে
প্রেম করে, সে আপনাকেই প্রেম
২৯ করে। কেহ ত কখনও নিজ
মাংসের প্রতি দ্বেষ করে নাই,
বরং সকলে তাহার ভরণ পোষণ
ও লালন পালন করে; যেমন
খ্রীষ্টও মণ্ডলীর প্রতি করিতেছেন;
৩০ কেননা আমরা তাঁহার দেহের অঙ্গ।
৩১ "এই জন্য মনুষ্য আপন পিতা
মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে
আসক্ত হইবে, এবং সেই দুই জন
৩২ একাঙ্গ হইবে।"[*] এই নিগূঢ়তত্ত্ব
মহৎ, কিন্তু আমি খ্রীষ্টের উদ্দেশে ও
মণ্ডলীর উদ্দেশে ইহা কহিলাম।
৩৩ তথাপি তোমরাও প্রত্যেকে আপন
আপন স্ত্রীকে তদ্রূপ আপনার মত
প্রেম কর; কিন্তু স্ত্রীর উচিত যেন
সে স্বামীকে ভয় করে।

৬ সন্তানেরা, তোমরা প্রভুতে পিতা-
মাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা
২ তাহা ন্যায্য। "তোমার পিতাকে
ও তোমার মাতাকে সমাদর
করিও,"—এ ত প্রতিজ্ঞাসহযুক্ত
৩ প্রথম আজ্ঞা—"যেন তোমার মঙ্গল
হয়, এবং তুমি দেশে দীর্ঘায়ু হও।"[।]

[*] আদি ২, ২৩, ২৪।
[।] যা২০, ১ । দ্বিঃ ৫, ১৬।

৪ আর পিতারা, তোমরা আপন
আপন সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ করিও
না, বরং প্রভুর শাসনে ও চেতনা
প্রদানে তাহাদিগকে মানুষ করিয়া
তুল।
৫ দাসেরা, তোমরা যেমন খ্রীষ্টের
আজ্ঞাবহ, তেমনি ভয় ও কম্প
সহকারে, তোমাদের অন্তঃকরণের
সরলতায়, মাংস অনুযায়ী আপন
আপন প্রভুদিগের আজ্ঞাবহ হও:
৬ মনুষ্যের তুষ্টিকরের ন্যায় চাক্ষুষ
সেবা না করিয়া, বরং খ্রীষ্টের দাসের
ন্যায় প্রাণের সহিত ঈশ্বরের ইচ্ছা
পালন করিতেছ বলিয়া, মনুষ্যের
৭ সেবা নয়, বরং প্রভুরই সেবা করি-
তেছ বলিয়া, প্রণয় ভাবেই দাস্য-
৮ কর্ম্ম কর: জানিও, কোন সৎকর্ম্ম
করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি, সে দাস
হউক কি স্বাধীন হউক, প্রভু হইতে
৯ তাহার ফল পাইবে। আর প্রভুগণ,
তোমরা তাহাদের প্রতি তদ্রূপ
ব্যবহার কর, ভর্ৎসনা ত্যাগ কর,
জানিও, তাহাদের এবং তোমাদেরও
প্রভু স্বর্গে আছেন, আর তিনি
কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না।

**ধর্ম্ম-যুদ্ধের সজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্র।**

১০ শেষ কথা এই, তোমরা প্রভুতে
ও তাঁহার শক্তির পরাক্রমে বলবান্
১১ হও। ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা
পরিধান কর, যেন দিয়াবলের
নানাবিধ চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াইতে
১২ পার। কেননা রক্তমাংসের সহিত
নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের
সহিত, কর্ত্তৃত্ব সকলের সহিত, এই

অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত,
স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের
সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে।
১৩ এই জন্য তোমরা ঈশ্বরের সমগ্র
যুদ্ধসজ্জা গ্রহণ কর, যেন সেই
কুদিনে প্রতিরোধ করিতে এবং
সকলই সম্পন্ন করিয়া দাঁড়াইয়া
১৪ থাকিতে পার। অতএব সত্যের
কটিবন্ধনীতে বদ্ধকটি হইয়া,
১৫ ধার্ম্মিকতার বুকপাটা পরিয়া, এবং
শান্তির সুসমাচারের সুসজ্জতার
পাদুকা চরণে দিয়া দাঁড়াইয়া থাক;
১৬ এই সকল ছাড়া বিশ্বাসের ঢালও
গ্রহণ কর, যাহার দ্বারা তোমরা
সেই পাপাত্মার সমস্ত অগ্নিবাণ
১৭ নির্ব্বাণ করিতে পারিবে; এবং
পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ' ও আত্মার
খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ
১৮ কর। সর্ব্ববিধ প্রার্থনা ও বিনতি
সহকারে সর্ব্বসময়ে আত্মাতে
প্রার্থনা কর, এবং ইহার নিমিত্ত
সম্পূর্ণ অভিনিবেশ ও বিনতিসহ
১৯ জাগিয়া থাক, সমস্ত পবিত্র
লোকের জন্য এবং আমার পক্ষে
বিনতি কর, যেন মুখ খুলিবার
উপযুক্ত বক্তৃতা আমাকে দেওয়া
যায়, যাহাতে আমি সাহস পূর্ব্বক
সেই সুসমাচারের নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত
২০ করিতে পারি, যাহার নিমিত্ত আমি
শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া রাজদূতের কর্ম্ম
করিতেছি; যেমন কথা বলা
আমার উচিত, তেমনি যেন সেই
বিষয়ে সাহস দেখাইতে পারি।

### উপসংহার।

২১ আর আমার বিষয়, আমার
কিরূপ চলিতেছে, তাহা যেন
তোমরাও জানিতে পার, তন্নিমিত্ত
প্রভুতে প্রিয় ভ্রাতা ও বিশ্বস্ত পরি-
চারক যে তুখিক, তিনি তোমা-
দিগকে সকলই জ্ঞাত করিবেন।
২২ আমি তাঁহাকে তোমাদের কাছে
সেই জন্যই পাঠাইলাম, যেন
তোমরা আমাদের সমস্ত সংবাদ
জ্ঞাত হও, এবং তিনি যেন তোমা-
দের হৃদয়ে আশ্বাস দেন।
২৩ পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট
হইতে শান্তি, এবং বিশ্বাসের সহিত
প্রেম, ভ্রাতৃগণের প্রতি বর্ত্তুক।
২৪ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে যাহারা
অক্ষয়ভাবে প্রেম করে, অনুগ্রহ
সেই সকলের সহবর্ত্তী হউক।

' যিশা ১১, ৫। ৫২, ৭। ৫৯, ১৭।

# ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র।

**মঙ্গলাচরণ। ফিলিপীয়দের নিকটে নানাবিধ আশ্বাস-বাক্য।**

১ পৌল ও তীমথিয়, খ্রীষ্ট যীশুর
দাস—খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত যত পবিত্র
লোক ফিলিপীতে আছেন, তাঁহাদের
এবং অধ্যক্ষগণ ও পরিচারকগণের
২ সমীপে। আমাদের পিতা ঈশ্বর
ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও
শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
৩ যখনই তোমাদিগকে স্মরণ হয়,
সর্ব্বদাই আমি আমার সমস্ত
৪ বিনতিতে তোমাদের সকলের জন্য
আনন্দ সহকারে বিনতি করতঃ
আমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া
৫ থাকি; কারণ প্রথম দিবসাবধি
অদ্য পর্য্যন্ত সুসমাচারের পক্ষে
তোমাদের সহভাগিতা আছে।
৬ ইহাতেই আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই
যে, তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম
কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি
যীশু খ্রীষ্টের দিন পর্য্যন্ত তাহা সিদ্ধ
৭ করিবেন। আর তোমাদের সকলের
বিষয়ে আমার এই ভাব রাখা
ন্যায্য; কেননা আমি তোমাদিগকে
হৃদয়ের মধ্যে রাখি; যেহেতুক
আমার বন্ধন সম্বন্ধে এবং সু-
সমাচারের পক্ষসমর্থনে ও প্রতি-
পাদন সম্বন্ধে তোমরা সকলে আমার
সহিত অনুগ্রহের সহভাগী হইয়াছ।
৮ কারণ ঈশ্বর আমার সাক্ষী যে, খ্রীষ্ট
যীশুর স্নেহে আমি তোমাদের
সকলের জন্য কেমন আকাঙ্ক্ষী।
৯ আর আমি এই প্রার্থনা করিয়া
থাকি, তোমাদের প্রেম যেন তত্ত্ব-
জ্ঞানে ও সর্ব্বপ্রকার সূক্ষ্মচৈতন্যে
১০ উত্তর উত্তর উপচিয়া পড়ে; এই-
রূপে তোমরা যেন, যাহা যাহা ভিন্ন
প্রকার, তাহা পরীক্ষা করিয়া
চিনিতে পার,* খ্রীষ্টের দিন পর্য্যন্ত
যেন তোমরা সরল ও বিঘ্নরহিত
১১ থাক, যেন ধার্ম্মিকতার সেই ফলে
পূর্ণ হও, যাহা যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা
পাওয়া যায়, এইরূপে যেন ঈশ্বরের
গৌরব ও প্রশংসা হয়।
১২ এখন হে ভ্রাতৃগণ, আমার বাসনা
এই যে, তোমরা জান, আমার
সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তদ্দ্বারা
বরং সুসমাচারের পথ পরিষ্কার
১৩ হইয়াছে; বিশেষতঃ সমস্ত স্কন্ধা-
বারে এবং অন্যান্য সকলের নিকটে
আমার বন্ধন খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় বলিয়া
১৪ প্রকাশ পাইয়াছে; এবং প্রভুতে
স্থিত অধিকাংশ ভ্রাতা আমার বন্ধন
হেতু দৃঢ়প্রত্যয়ী হইয়া নির্ভয়ে
ঈশ্বরের বাক্য কহিতে অধিক
১৫ সাহসী হইয়াছে। সত্য, কেহ কেহ,
এমন কি, মাৎসর্য্য ও বিবাদেচ্ছা
প্রযুক্ত, আর কেহ কেহ সুবাসনা

* (বা) যাহা যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা মানিতে পার।

প্রযুক্ত খ্রীষ্টকে প্রচার করিতেছে।
১৬ ইহারা প্রেমে করিতেছে, কারণ
জানে যে, আমি সুসমাচারের পক্ষ
সমর্থন করিতে নিযুক্ত রহিয়াছি।
১৭ কিন্তু উহারা প্রতিযোগিতা বশতঃ
খ্রীষ্টকে প্রচার করিতেছে, বিশুদ্ধ
ভাবে নয়, আমার বন্ধন ক্লেশযুক্ত
১৮ করিবে মনে করিতেছে। তবে
কি? একটী কথা নিশ্চয় কপটতায়
কি সত্যভাবে, যে কোন প্রকারে
হউক, খ্রীষ্ট প্রচারিত হইতেছেন;
আর ইহাতেই আমি আনন্দ করি-
তেছি, হাঁ, পরেও আনন্দ করিব।
১৯ কেননা আমি জানি, তোমাদের
প্রার্থনা এবং যীশু খ্রীষ্টের আত্মার
যোগান দ্বারা ইহা আমার পরি-
২০ ত্রাণের সপক্ষ হইবে। এইরূপে
আমার ঐকান্তিকী প্রতীক্ষা ও
প্রত্যাশা এই যে, আমি কোন
প্রকারে লজ্জাপন্ন হইব না, বরং
সম্পূর্ণ সাহস সহকারে, যেমন সর্ব্বদা
তেমনি এখনও, খ্রীষ্ট জীবন দ্বারা
হউক, কি মৃত্যু দ্বারা হউক, আমার
২১ দেহে মহিমান্বিত হইবেন। কেননা
আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং
২২ মরণ লাভ। কিন্তু মাংসে যে জীবন,
তাহাই যদি আমার কর্ম্মের ফল হয়,
তবে কোন্‌টী মনোনীত করিব, তাহা
২৩ বলিতে পারি না। অথচ আমি
দুইয়েতে সঙ্কুচিত হইতেছি; আমার
বাসনা এই যে, প্রস্থান করিয়া
খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি, কেননা তাহা
২৪ বহুগুণে অধিক শ্রেয়ঃ; কিন্তু মাংসে
থাকা তোমাদের জন্য অধিক
২৫ আবশ্যক। আর এই দৃঢ় প্রত্যয়
আছে বলিয়া আমি জানি যে
থাকিব, এমন কি, বিশ্বাসে
তোমাদের উন্নতি ও আনন্দের
নিমিত্ত তোমাদের সকলের কাছে
২৬ থাকিব, যেন তোমাদের কাছে
আমার পুনরাগমন দ্বারা খ্রীষ্ট
যীশুতে তোমাদের শ্লাঘা আমাতে
উপচিয়া পড়ে।
২৭ কেবল, খ্রীষ্টের সুসমাচারের
যোগ্যরূপে তাঁহার প্রজাদের মত
আচরণ কর; আমি আসিয়া তোমা-
দিগকে দেখি, কি অনুপস্থিত থাকি,
আমি যেন তোমাদের বিষয়ে শুনিতে
পাই যে, তোমরা এক আত্মাতে
স্থির আছ, এক প্রাণে সুসমাচারের
বিশ্বাসের পক্ষে মল্লযুদ্ধ করিতেছ;
২৮ এবং কোন বিষয়ে বিপক্ষগণ কর্তৃক
ত্রাসযুক্ত হইতেছ না; তাহা উহা-
দের জন্য বিনাশের, কিন্তু তোমাদের
পরিত্রাণের প্রমাণ, আর এটি ঈশ্বর-
২৯ দত্ত। যেহেতুক তোমাদিগকে খ্রীষ্টের
নিমিত্ত এই বর দেওয়া হইয়াছে,
যেন কেবল তাঁহাতে বিশ্বাস কর,
তাহা নয়, কিন্তু তাঁহার নিমিত্ত
৩০ দুঃখভোগও কর; কারণ আমাতে
যেরূপ দেখিয়াছ, এবং এখনও
আমাতে হইতেছে শুনিতেছ, সেইরূপ
প্রাণপণ তোমাদেরও হইতেছে।

### যীশু ত্যাগস্বীকারের চূড়ান্ত আদর্শ।

২ অতএব খ্রীষ্টে যদি কোন আশ্বাস,
যদি প্রেমের কোন সান্ত্বনা, যদি
আত্মার কোন সহভাগিতা, যদি
২ কোন স্নেহ ও করুণা থাকে, তবে

তোমরা আমার আনন্দ পূর্ণ কর—
একই বিষয় ভাব, এক প্রেমের
প্রেমী, একপ্রাণ, এক ভাববিশিষ্ট
৩ হও। প্রতিযোগিতার কিম্বা অনর্থক
দর্পের বশে কিছুই করিও না, বরং
নম্রভাবে প্রত্যেক জন আপনা
হইতে অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর;
৪ এবং প্রত্যেক জন আপনার বিষয়ে
নয়, কিন্তু পরের বিষয়েও লক্ষ্য
৫ রাখ। খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল,
তাহা তোমাদিগেতেও হউক।
৬ ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি
ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া
লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না,
৭ কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন,
দাসের রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্য-
৮ দের সাদৃশ্যে জন্মিলেন; এবং
আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ
হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন;
মৃত্যু পর্য্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু
৯ পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন। এই
কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চ-
পদান্বিতও করিলেন, এবং তাঁহাকে
সেই নাম দান করিলেন, যাহা
১০ সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেন
যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল-
নিবাসীদের "সমুদয় জানু পাতিত
হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার
১১ করে"* যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এই-
রূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত
হন।

১২ অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা,
তোমরা সর্ব্বদা যেমন আজ্ঞাবহ
হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার
সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেইরূপ
নয়, বরং এখন আরও অধিকতর-
রূপে আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও
সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ
১৩ সম্পন্ন কর। কারণ ঈশ্বরই আপন
হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের
অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য্য উভয়ের
১৪ সাধনকারী। তোমরা বচসা ও
তর্কবিতর্ক বিনা সমস্ত কার্য্য কর,
১৫ যেন তোমরা অনিন্দনীয় ও
অমায়িক হও, এই কালের সেই
কুটিল ও বিপথগামী লোকদের
মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও,
যাহাদের মধ্যে তোমরা জগতে
জ্যোতির্গণের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছ,
১৬ জীবনের বাক্য ধরিয়া রহিয়াছ;
ইহাতে খ্রীষ্টের দিনে আমি এই শ্লাঘা
করিবার হেতু পাইব যে, আমি বৃথা
দৌড়ি নাই, বৃথা পরিশ্রমও করি
১৭ নাই। কিন্তু তোমাদের বিশ্বাসের
যজ্ঞে ও সেবায় যদি আমি পেয়
নৈবেদ্যরূপে সেচিতও হই, তথাপি
আনন্দ করিতেছি, আর তোমাদের
সকলের সঙ্গে আনন্দ করিতেছি।
১৮ সেই প্রকারে তোমরাও আনন্দ কর,
আর আমার সঙ্গে আনন্দ কর।

### তীমথিয় ও ইপাফ্রদীতের বিষয়।

১৯ আমি প্রভু যীশুতে প্রত্যাশা
করিতেছি যে, তীমথিয়কে শীঘ্রই
তোমাদের কাছে পাঠাইব, যেন
তোমাদের অবস্থা জানিয়া আমারও
২০ প্রাণ জুড়ায়। কারণ আমার কাছে
এমন সমপ্রাণ কেহই নাই যে,

* যিশ ৪৫; ২৩। প্রকা ৫; ১৩।

প্রকৃতরূপে তোমাদের বিষয় চিন্তা
২১ করিবে। কেননা উহারা সকলে
যীশু খ্রীষ্টের বিষয় নয়, কিন্তু আপন
২২ আপন বিষয় চেষ্টা করে। কিন্তু
তোমরা ইহাঁর পক্ষে এই প্রমাণ
জ্ঞাত আছ যে, পিতার সহিত সন্তান
যেমন, আমার সহিত ইনি তেমনি
সুসমাচারের নিমিত্ত দাস্যকর্ম্ম
২৩ করিয়াছেন। অতএব আশা করি,
আমার কি ঘটে, তাহা দেখিতে
পাইলেই তাঁহাকে তোমাদের
২৪ নিকটে পাঠাইয়া দিব। আর প্রভুতে
আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, আমি
আপনিও ত্বরায় উপস্থিত হইব।
২৫ পরন্তু আমার ভ্রাতা, সহকর্ম্মী ও
সহসেনা, এবং তোমাদের প্রেরিত
ও আমার প্রয়োজনীয় উপকারার্থক
সেবক ইপাফ্রদীতকে তোমাদের
নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া আমার
২৬ আবশ্যক বোধ হইল। কেননা
তিনি তোমাদের সকলকে দেখিবার
জন্য আকাঙ্ক্ষী ছিলেন, এবং
তোমরা তাঁহার পীড়ার সংবাদ
শুনিয়াছ বলিয়া তিনি ব্যাকুল
২৭ হইয়াছিলেন। আর বাস্তবিক তিনি
পীড়ায় মৃতকল্প হইয়াছিলেন ; কিন্তু
ঈশ্বর তাঁহার প্রতি দয়া করিয়াছেন,
আর কেবল তাঁহার প্রতি নয়,
আমার প্রতিও দয়া করিয়াছেন,
যেন দুঃখের উপর দুঃখ আমার না
২৮ হয়। এই জন্য আমি অধিক
যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে পাঠাইলাম,
যেন তোমরা তাঁহাকে দেখিয়া
পুনর্ব্বার আনন্দ কর, আমারও
২৯ দুঃখের লাঘব হয়। অতএব তোমরা
তাঁহাকে প্রভুতে সম্পূর্ণ আনন্দ
সহকারে গ্রহণ করিও, এবং এই
প্রকার লোকদিগকে সমাদর
৩০ করিও ; কেননা খ্রীষ্টের কার্য্যের
নিমিত্তে তিনি মৃত্যুমুখে উপস্থিত
হইয়াছিলেন, ফলতঃ আমার সেবায়
তোমাদের ত্রুটি পূরণার্থে প্রাণপণ
করিয়াছিলেন।

### পৌলের খ্রীষ্টীয় জীবন।

৩ শেষ কথা এই, হে আমার ভ্রাতৃ-
গণ, প্রভুতে আনন্দ কর। একই
কথা তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ
লিখিতে আমার আয়াস বোধ হয়
না, আর তাহা তোমাদের রক্ষার
২ নিমিত্ত। সেই কুকুরদের হইতে
সাবধান, সেই দুষ্ট কার্য্যকারীদের
হইতে সাবধান, সেই ছিন্ন লোকদের
৩ হইতে সাবধান। আমরাই ত
ছিন্নত্বক্ লোক, আমরা যাহারা
ঈশ্বরের আত্মাতে আরাধনা করি,
এবং খ্রীষ্ট যীশুতে শ্লাঘা করি,
৪ মাংসে প্রত্যয় করি না। তথাপি
আমি মাংসেও দৃঢ় প্রত্যয়ী হইতে
পারিতাম। যদি অন্য কেহ বোধ
করে যে, সে মাংসে প্রত্যয় করিতে
পারে, আমি অধিক করিতে পারি।
৫ আমি অষ্টম দিনে ত্বক্‌ছেদপ্রাপ্ত,
ইস্রায়েল-জাতীয় বিন্যামীন বংশীয়,
ইব্রিকুলজাত ইব্রীয়, ব্যবস্থার সম্বন্ধে
৬ ফরীশী, উদ্যোগ সম্বন্ধে মণ্ডলীর
তাড়নাকারী, ব্যবস্থাগত ধার্ম্মিকতা
সম্বন্ধে অনিন্দনীয় গণ্য ছিলাম।
৭ কিন্তু যাহা যাহা আমার লাভ ছিল,
সে সমস্ত খ্রীষ্টের নিমিত্ত ক্ষতি বলিয়া

৮ গণ্য করিলাম। আর বাস্তবিক
আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের
শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত আমি সকলই ক্ষতি
বলিয়া গণ্য করিতেছি ; তাঁহার
নিমিত্ত সমস্তেরই ক্ষতি সহ্য করি-
য়াছি, এবং তাহা মলবৎ গণ্য করি-
৯ তেছি, যেন খ্রীষ্টকে লাভ করি, এবং
তাঁহাতেই যেন আমাকে দেখিতে
পাওয়া যায় ; আমার নিজের
ধার্ম্মিকতা, যাহা ব্যবস্থা হইতে
প্রাপ্য, তাহা যেন আমার না হয়,
কিন্তু যে ধার্ম্মিকতা খ্রীষ্টে বিশ্বাস
দ্বারা হয়, বিশ্বাসমূলক যে ধার্ম্মিকতা
ঈশ্বর হইতে পাওয়া যায়, তাহাই
১০ যেন আমার হয় ; যেন আমি
তাঁহাকে, তাঁহার পুনরুত্থানের
পরাক্রম ও তাঁহার দুঃখভোগের সহ-
ভাগিতা জানিতে পারি, এইরূপে
১১ তাঁহার মৃত্যুর সমরূপ হই ; কোন
মতে যদি মৃতগণের মধ্য হইতে
পুনরুত্থানের ভাগী হইতে পারি।
১২ আমি যে এখন পাইয়াছি, কিম্বা
এখন সিদ্ধ হইয়াছি, তাহা নয় ;
কিন্তু যাহার নিমিত্ত খ্রীষ্ট যীশু কর্ত্তৃক
ধৃত হইয়াছি, কোন ক্রমে তাহা
১৩ ধরিবার চেষ্টায় দৌড়িতেছি। ভ্রাতৃ-
গণ, আমি যে তাহা ধরিয়াছি,
আপনার বিষয়ে এমন বিচার করি
না ; কিন্তু একটী কাজ করি, পশ্চাৎ
স্থিত বিষয় সকল ভুলিয়া গিয়া
সম্মুখস্থ বিষয়ের চেষ্টায় একাগ্র
১৪ হইয়া লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়িতে
দৌড়িতে আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের
কৃত উর্দ্ধদিক্‌স্থ আহ্বানের পণ
১৫ পাইবার জন্য যত্ন করিতেছি। অত-
এব আইস, আমরা যত লোক সিদ্ধ,
সকলে এই বিষয় ভাবি ; আর
যদি কোন বিষয়ে তোমাদের অন্য-
বিধ ভাব থাকে, তবে ঈশ্বর তোমা-
দের কাছে তাহাও প্রকাশ করিবেন।
১৬ পরন্তু আইস, আমরা যে পর্য্যন্ত
পঁহুছিয়াছি, সেই একই ধারায়
চলি।
১৭ ভ্রাতৃগণ, তোমরা সকলে মিলিয়া
আমার অনুকারী হও, এবং আমরা
যেমন তোমাদের আদর্শ, তেমনি
আমাদের ন্যায় যাহারা চলে, তাহা-
১৮ দের প্রতি দৃষ্টি রাখ। কেননা
অনেকে এমন চলিতেছে, যাহাদের
বিষয়ে তোমাদিগকে বার বার বলি-
য়াছি, এবং এখনও রোদন করিতে
করিতে বলিতেছি, তাহারা খ্রীষ্টের
১৯ ক্রুশের শত্রু ; তাহাদের পরিণাম
বিনাশ ; উদর তাহাদের ঈশ্বর, এবং
নিজ লজ্জাতেই তাহাদের গৌরব ;
তাহারা পার্থিব বিষয় ভাবে।
২০ কারণ আমরা স্বর্গপুরীর প্রজা :
আর তথা হইতে আমরা ত্রাণকর্ত্তার,
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, আগমন প্রতীক্ষা
২১ করিতেছি ; তিনি আমাদের দীনতার
দেহকে রূপান্তর করিয়া নিজ
প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবেন,
যে কার্য্যসাধক-শক্তিতে তিনি
সকলই আপনার বশীভূত করিতে
পারেন, তাহারই গুণে করিবেন।

৪ অতএব, হে আমার ভ্রাতৃগণ,
প্রিয়তমেরা ও আকাঙ্ক্ষার পাত্রেরা,
আমার আনন্দ ও মুকুটস্বরূপেরা,
প্রিয়তমেরা, তোমরা এই প্রকারে
প্রভুতে স্থির থাক।

২ আমি ইবদিয়াকে বিনতি করিয়া,
ও সুন্তুখীকে বিনতি করিয়া বলি-
তেছি, তোমরা প্রভুতে একই বিষয়
৩ ভাব। আবার, হে প্রকৃত সহযুগ্য,
তোমাকেও বিনয় করিতেছি, তুমি
ইহাঁদের সাহায্য কর, কেননা ইঁহারা
সুসমাচারে আমার সহিত পরিশ্রম
করিয়াছিলেন, ক্লীমেন্ত এবং আমার
আর আর সহকর্ম্মচারীও তাহা
করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম
জীবন-পুস্তকে লেখা আছে।

**প্রভুতে আনন্দ।**

৪ তোমরা প্রভুতে সর্ব্বদা আনন্দ
কর ; পুনরায় বলিব, আনন্দ
৫ কর। তোমাদের শান্ত ভাব মনুষ্য-
মাত্রের বিদিত হউক। প্রভু নিকট-
৬ বর্ত্তী। কোন বিষয়ে ভাবিত
হইও না, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে প্রার্থনা
ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে
তোমাদের যাচ্ঞা সকল ঈশ্বরকে
৭ জ্ঞাত কর। তাহাতে সমস্ত চিন্তার
অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা
তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুতে
রক্ষা করিবে।

৮ অবশেষে, হে ভ্রাতৃগণ, যাহা
যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরণীয়,
যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা
বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা
যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদ্গুণ
ও যে কোন কীর্ত্তি হউক, সেই সকল
৯ আলোচনা কর। তোমরা আমার
কাছে যাহা যাহা শিখিয়াছ, গ্রহণ
করিয়াছ, শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ,
সেই সকল কর ; তাহাতে শান্তির
ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকি-
বেন।
১০ কিন্তু আমি প্রভুতে বড়ই আন-
ন্দিত হইলাম যে, এত কালের পর
এক্ষণে তোমরা আমার জন্য চিন্তা
করিতে নূতন উদ্দীপনা পাইয়াছ ;
এই বিষয়ে তোমরা চিন্তা করিতে
ছিলে, কিন্তু সুযোগ প্রাপ্ত হও
১১ নাই। এই কথা আমি অনাটন
সম্বন্ধে বলিতেছি না, কেননা আমি
যে অবস্থায় থাকি, তাহাতে সন্তুষ্ট
১২ থাকিতে শিখিয়াছি। আমি অব-
নত হইতে জানি, উপচয় ভোগ
করিতেও জানি; প্রত্যেক বিষয়ে
ও সর্ব্ববিষয়ে আমি তৃপ্ত কি ক্ষুধিত
হইতে, উপচয় কি অনাটন ভোগ
১৩ করিতে দীক্ষিত হইয়াছি। যিনি
আমাকে শক্তি দেন, তাঁহাতে আমি
১৪ সকলই করিতে পারি। তথাপি
তোমরা আমার ক্লেশের সহভাগী
১৫ হইয়া ভালই করিয়াছ। আর, হে
ফিলিপীয়েরা, তোমরাও জান,
সুসমাচারের আদিতে, যখন আমি
মাকিদনিয়া হইতে প্রস্থান করিয়া-
ছিলাম, তখন কোন মণ্ডলী দেনা
পাওনা বিষয়ে আমার সহভাগী হয়
নাই, কেবল তোমরাই হইয়াছিলে।
১৬ বাস্তবিক থিষলনীকীতেও তোমরা
এক বার, বরং দুই বার আমার
প্রয়োজনীয় উপকার পাঠাইয়া-
১৭ ছিলে। আমি দানপ্রাপ্তির চেষ্টা
করিতেছি না, কিন্তু সেই ফলের
চেষ্টা করিতেছি, যাহা তোমাদের
হিসাবে বহু লাভজনক হইবে।
১৮ আমার সকলই আছে, বরঞ্চ উপ-

চিয়া পড়িতেছে ; আমি তোমাদের
হইতে ইপাফ্রদীতের হাতে যাহা
যাহা পাইয়াছি তাহাতে পরিপূর্ণ
হইয়াছি, তাহা সৌরভস্বরূপ ঈশ্বরের
১৯ প্রীতিজনক গ্রাহ্য বলি। আর
আমার ঈশ্বর গৌরবে খ্রীষ্ট যীশুতে
স্থিত আপন ধন অনুসারে তোমাদের
সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে
২০ সাধন করিবেন। আমাদের ঈশ্বর
ও পিতার মহিমা যুগপর্য্যায়ের যুগে
যুগে হউক। আমেন।
২১ তোমরা খ্রীষ্ট যীশুতে প্রত্যেক
পবিত্র লোককে মঙ্গলবাদ কর।
আমার সঙ্গী ভ্রাতৃগণ তোমা-
দিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন।
২২ সকল পবিত্র লোক, বিশেষতঃ
যাঁহারা কৈসরের বাটীর লোক,
তাঁহারা তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ
করিতেছেন।
২৩ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ
তোমাদের আত্মার সহবর্ত্তী
হউক।

# কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র।

**মঙ্গলাচরণ। কলসীয়দের জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ।**

১ পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর
প্রেরিত, এবং তীমথিয় ভ্রাতা—
কলসীতে যে সকল পবিত্র লোক ও
বিশ্বস্ত ভ্রাতা খ্রীষ্টে আছেন,
২ তাঁহাদের সমীপে। আমাদের পিতা
ঈশ্বর হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
৩ আমরা সর্ব্বদা তোমাদের নিমিত্তে
প্রার্থনাকালে আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি-
৪ তেছি ; কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে যে
বিশ্বাস এবং সমস্ত পবিত্র লোকের
প্রতি যে প্রেম তোমাদের আছে,
৫ তাহার সংবাদ শুনিয়াছি ; ইহার
মূল সেই প্রত্যাশিত বিষয়, যাহা
তোমাদের নিমিত্ত স্বর্গে রাখা
হইয়াছে। তাহার বৃত্তান্ত তোমরা
সেই সুসমাচারের সত্যের বাক্যে
৬ পূর্ব্বে শুনিয়াছ, যে সুসমাচার
তোমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছে,
যেমন সমস্ত জগতেও ফলবান্ ও
বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে ; তোমাদের মধ্যেও
সেই দিন অবধি হইতেছে, যে দিনে
তোমরা তাহা শুনিয়াছিলে, এবং
ঈশ্বরের অনুগ্রহ সত্যরূপে জ্ঞাত
৭ হইয়াছিলে। তোমরা আমাদের
প্রিয় সহদাস ইপাফ্রার কাছে
সেইরূপ শিক্ষা পাইয়াছ ; তিনি
তোমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত
৮ পরিচারক ; আত্মাতে তোমাদের
প্রেমের বিষয়ও তিনি আমাদিগকে
জ্ঞাত করিয়াছেন।

### খ্রীষ্টের মহিমা ও পরিত্রাণ-সাধক কার্য্য।

৯ এই কারণ আমরাও, যে দিন
সেই সংবাদ শুনিয়াছি, সেই দিন
অবধি তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা ও
বিনতি করিতে ক্ষান্ত হই নাই, যেন
তোমরা সমস্ত আত্মিক জ্ঞানে ও
বুদ্ধিতে তাঁহার ইচ্ছার তত্ত্বজ্ঞানে
১০ পূর্ণ হও, আর তদ্দারা প্রভুর যোগ্য-
রূপে সর্ব্বতোভাবে প্রীতিজনক
আচরণ কর, সমস্ত সৎকর্ম্মে ফলবান্
ও ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু হও,
১১ আনন্দের সহিত সম্পূর্ণ ধৈর্য্য
ও সহিষ্ণুতা প্রকাশার্থে তাঁহার
প্রতাপের পরাক্রম অনুসারে সমস্ত
১২ শক্তিতে শক্তিমান্ হও; আর পিতার
ধন্যবাদ কর, যিনি তোমাদিগকে
দীপ্তিতে পবিত্রগণের অধিকারের
অংশী হইবার উপযুক্ত করিয়াছেন।
১৩ তিনিই আমাদিগকে অন্ধকারের
কর্তৃত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া আপন
প্রেমভূমি পুত্রের রাজ্যে আনয়ন
১৪ করিয়াছেন; ইহাঁতেই আমরা মুক্তি,
পাপের মোচন, প্রাপ্ত হইয়াছি।
১৫ ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি,
১৬ সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত; কেননা
তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে;
স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য
যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক,
কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য
হউক, কি কর্তৃত্ব হউক, সকলই
তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট
১৭ হইয়াছে; আর তিনিই সকলের
অগ্রে আছেন, ও তাঁহাতেই
১৮ সকলের স্থিতি হইতেছে। আর
তিনিই দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক;
তিনি আদি, মৃতগণের মধ্য হইতে
প্রথমজাত, যেন সর্ব্ববিষয়ে তিনি
১৯ অগ্রগণ্য হন। কারণ [ঈশ্বরের]
এই হিতসঙ্কল্প হইল, যেন সমস্ত
২০ পূর্ণতা তাঁহাতেই বাস করে, এবং
তাঁহার ক্রুশের রক্ত দ্বারা সন্ধি
করিয়া, তাঁহার দ্বারা যেন আপনার
সহিত কি স্বর্গস্থিত, কি মর্ত্ত্য-
স্থিত, সকলই সম্মিলিত করেন,
২১ তাঁহার দ্বারাই করেন। আর পূর্ব্বে
চিত্তে দুষ্ক্রিয়াতে বহিঃস্থ ও শত্রু
২২ ছিলে যে তোমরা, তোমাদিগকে
তিনি এখন খ্রীষ্টের মাংসময় দেহে
মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত করিলেন,
যেন পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও নির্দ্দোষ
করিয়া আপনার সাক্ষাতে উপস্থিত
২৩ করেন, যদি তোমরা বিশ্বাসে বদ্ধমূল
ও অটল হইয়া স্থির থাক, এবং
সেই সুসমাচারের প্রত্যাশা হইতে
বিচলিত না হও, যাহা শুনিয়াছ,
যাহা আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত
সমস্ত সৃষ্টির কাছে প্রচারিত হই-
য়াছে, আমি পৌল যাহার পরিচারক
হইয়াছি।

### প্রভুতে স্থির থাকিতে নিবেদন।

২৪ এখন তোমাদের নিমিত্ত আমার
যে সকল দুঃখভোগ হইয়া থাকে,
তাহাতে আনন্দ করিতেছি, এবং
খ্রীষ্টের ক্লেশভোগের যে অংশ
অপূর্ণ রহিয়াছে তাহা আমার
মাংসে তাঁহার দেহের নিমিত্ত পূর্ণ
করিতেছি; সেই দেহ মণ্ডলী।
২৫ তোমাদের পক্ষে ঈশ্বরের যে

দেওয়ানী কার্য্য আমাকে দত্ত
হইয়াছে, তদনুসারে আমি মণ্ডলীর
পরিচারক হইয়াছি, যেন আমি
ঈশ্বরের বাক্য সম্পূর্ণরূপে প্রচার
২৬ করি; তাহা সেই নিগূঢ়তত্ত্ব, যাহা
যুগযুগানুক্রমে ও পুরুষপুরুষানু-
ক্রমে গুপ্ত ছিল, কিন্তু এখন তাঁহার
পবিত্রগণের কাছে প্রকাশিত
২৭ হইল; কারণ পরজাতিগণের মধ্যে
সেই নিগূঢ়তত্ত্বের গৌরব-ধন কি,
তাহা পবিত্রগণকে জ্ঞাত করিতে
ঈশ্বরের বাসনা হইল; তাহা
তোমাদের মধ্যবর্ত্তী খ্রীষ্ট, গৌরবের
২৮ আশা; তাঁহাকেই আমরা ঘোষণা
করিতেছি, সমস্ত জ্ঞানে প্রত্যেক
মনুষ্যকে সচেতন করিতেছি ও
প্রত্যেক মনুষ্যকে শিক্ষা দিতেছি,
যেন প্রত্যেক মনুষ্যকে খ্রীষ্টে সিদ্ধ
২৯ করিয়া উপস্থিত করি; আর তাঁহার
যে কার্য্যসাধক শক্তি আমাতে
সপরাক্রমে নিজ কার্য্য সাধন করি-
তেছে, তদনুসারে প্রাণপণ করিয়া
আমি সেই অভিপ্রায়ে পরিশ্রমও
করিতেছি।

২ কারণ আমার ইচ্ছা এই, যেন
তোমরা জানিতে পার, তোমাদের
ও লায়দিকেয়াস্থ লোকদের জন্য,
ও যত লোক আমার মাংসময় মুখ
দেখে নাই, তাহাদের জন্য, আমি
২ কত দূর প্রাণপণ করিতেছি; যেন
তাহাদের হৃদয় আশ্বাস পায়,
তাহারা প্রেমে পরস্পর সংসক্ত
হইয়া জ্ঞানের নিশ্চয়তারূপ সমস্ত
ধনে ধনী হইয়া উঠে, যেন ঈশ্বরের
নিগূঢ়তত্ত্ব, অর্থাৎ খ্রীষ্টকে জানিতে
৩ পায়। ইহাঁর মধ্যে জ্ঞানের ও বিদ্যার
৪ সমস্ত নিধি গুপ্ত রহিয়াছে। এ কথা
বলিতেছি, যেন কেহ প্ররোচক বাক্যে
৫ তোমাদিগকে না ভুলায়। কেননা
যদিও আমি মাংসে অনুপস্থিত,
তথাপি আত্মাতে তোমাদের সঙ্গে
সঙ্গে আছি, এবং আনন্দপূর্ব্বক
তোমাদের সুশৃঙ্খলা ও খ্রীষ্টে বিশ্বাস-
রূপ সুদৃঢ় গাঁথনি দেখিতে পাইতেছি।
৬ অতএব খ্রীষ্ট যীশুকে, প্রভুকে,
যেমন গ্রহণ করিয়াছ, তেমনি
৭ তাঁহাতেই চল; তাঁহাতেই বদ্ধমূল
ও সংগ্রথিত হইয়া প্রাপ্ত শিক্ষানু-
সারে বিশ্বাসে দৃঢ়ীভূত হও, এবং
ধন্যবাদ সহকারে উপচিয়া পড়।

**খ্রীষ্টের সহিত সংযোগের শুভফল।**

৮ দেখিও, দর্শনবিদ্যা ও অনর্থক
প্রতারণা দ্বারা কেহ যেন তোমা-
দিগকে বন্দি করিয়া লইয়া না যায়;
তাহা মনুষ্যদের পরম্পরাগত শিক্ষার
অনুরূপ, জগতের অক্ষরমালার অনু-
৯ রূপ, খ্রীষ্টের অনুরূপ নয়; কেননা
তাঁহাতেই ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা
১০ দৈহিকরূপে বাস করে, এবং তোমরা
তাঁহাতে পূর্ণীকৃত হইয়াছ, যিনি সমস্ত
আধিপত্যের ও কর্তৃত্বের মস্তক।
১১ আর তাঁহাতেই তোমরা অহস্ত-
কৃত ত্বক্‌ছেদে, মাংসের দেহ বস্ত্রবৎ
পরিত্যাগে, খ্রীষ্টের ত্বক্‌ছেদে, ছিন্নত্বক্
১২ হইয়াছ; ফলতঃ বাপ্তিস্মে তাঁহার
সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছ, এবং
তাহাতে তাঁহার সহিত উত্থাপিতও
হইয়াছ, ঈশ্বরের কার্য্যসাধনে
বিশ্বাস দ্বারা হইয়াছ, যিনি তাঁহাকে

মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন।
১৩ আর ঈশ্বর তোমাদিগকে, অপরাধে
ও তোমাদের মাংসের অত্বক্‌ছেদে
মৃত তোমাদিগকে, তাঁহার সহিত
জীবিত করিয়াছেন, আমাদের সমস্ত
১৪ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন ; আমা-
দের প্রতিকূল যে বিধিবদ্ধ হস্তলেখ্য
আমাদের বিরুদ্ধ ছিল, তাহা মুছিয়া
ফেলিয়াছেন, এবং প্রেক দিয়া
ক্রুশে লটকাইয়া দূর করিয়াছেন।
১৫ আর আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব সকল দূর
করিয়া দিয়া ক্রুশেই সেই সকলের
উপরে বিজয়-যাত্রা করিয়া তাহা-
দিগকে স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিলেন।
১৬ অতএব ভোজন কি পান, কি
উৎসব, কি অমাবস্যা, কি বিশ্রাম-
বার, এই সকলের সম্বন্ধে কেহ
১৭ তোমাদের বিচার না করুক ; এ
সকল ত আগামী বিষয়ের ছায়া-
১৮ মাত্র, কিন্তু দেহ খ্রীষ্টের। নম্রতায়
ও দূতগণের পূজায় স্বেচ্ছাচারী
কোন ব্যক্তি তোমাদিগকে বিজয়-
মুকুটে বঞ্চিত না করুক ; সে যাহা
যাহা দেখিয়াছে, সেই গুলিতেই
বিচরণ করে, আপন মাংসময় মনের
১৯ গর্ব্বে বৃথা গর্ব্বিত হয়, কিন্তু সেই
মস্তক ধারণ করে না, যাঁহা হইতে
সমস্ত দেহ, গ্রন্থি ও বন্ধন দ্বারা
পোষিত ও সংসক্ত হইয়া, ঈশ্বরীয়
বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পাইতেছে।

### খ্রীষ্টের সহিত উত্থাপিত লোকদের উপযুক্ত আচার ব্যবহার।

২০ তোমরা যখন জগতের অক্ষরমালা
ছাড়িয়া খ্রীষ্টের সহিত মরিয়াছ,
তখন কেন জগজ্জীবীদের ন্যায় এই
২১ সকল বিধির অধীন হইতেছ, যথা,
ধরিও না, আস্বাদ লইও না, স্পর্শ
২২ করিও না ? সেই সকল বস্তু ত
ভোগ দ্বারা ক্ষয় পাইবার নিমিত্তই
হইয়াছে। ঐ সকল বিধি মনুষ্যদের
বিবিধ আদেশ ও ধর্ম্মসূত্রের
২৩ অনুরূপ। স্বেচ্ছাপূজা, নম্রতা ও
দেহের প্রতি নির্দ্দয়তাক্রমে এই
সকল জ্ঞান নামে কীর্ত্তিত বটে,
তথাপি মাংসের পোষকতার বিরুদ্ধে
কিছুর মধ্যে গণ্য নহে।
৩ অতএব তোমরা যখন খ্রীষ্টের
সহিত উত্থাপিত হইয়াছ, তখন
সেই ঊর্দ্ধ স্থানের বিষয় চেষ্টা কর,
যেখানে খ্রীষ্ট আছেন, ঈশ্বরের
২ দক্ষিণে বসিয়া আছেন। ঊর্দ্ধস্থ
বিষয় ভাব, পৃথিবীস্থ বিষয় ভাবিও
৩ না। কেননা তোমরা মরিয়াছ,
এবং তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সহিত
৪ ঈশ্বরে গুপ্ত রহিয়াছে। আমাদের
জীবনস্বরূপ খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত
হইবেন, তখন তোমরাও তাঁহার
সহিত সপ্রতাপে প্রকাশিত হইবে।
৫ অতএব তোমরা পৃথিবীস্থ আপন
আপন অঙ্গ সকল মৃত্যুসাৎ কর,
যথা, বেশ্যাগমন, অশুচিতা, মোহ,
কু-অভিলাষ, এবং লোভ, এ ত
৬ প্রতিমাপূজা। এই সকলের কারণ
অবাধ্যতার সন্তানগণের প্রতি
৭ ঈশ্বরের ক্রোধ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে
যখন তোমরা এ সকলে জীবন
ধারণ করিতে, তখন তোমরাও এই
৮ সকলে চলিতে। কিন্তু এখন তোমরাও
এ সকল ত্যাগ কর,—ক্রোধ, রাগ,

হিংসা, নিন্দা ও তোমাদের মুখ-
৯ নির্গত কুৎসিত আলাপ্। এক
জন অন্য জনের কাছে মিথ্যা কথা
কহিও না; কেননা তোমরা পুরাতন
মনুষ্যকে তাহার ক্রিয়াশুদ্ধ বস্ত্রবৎ
১০ ত্যাগ করিয়াছ, এবং সেই নূতন
মনুষ্যকে পরিধান করিয়াছ, যে
আপন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্তি অনু-
সারে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত নূতনীকৃত
১১ হইতেছে। এস্থানে গ্রীক কি যিহূদী,
ছিন্নত্বক্ কি অচ্ছিন্নত্বক্, বর্ব্বর, স্কুথীয়,
দাস, স্বাধীন বলিয়া কিছু হইতে
পারে না, কিন্তু খ্রীষ্টই সর্ব্বেসর্ব্বা।
১২ অতএব তোমরা, ঈশ্বরের মনো-
নীত লোকদের, পবিত্র ও প্রিয়
লোকদের, উপযোগী মতে করুণার
চিত্ত, মধুর ভাব, নম্রতা, মৃদুতা,
১৩ সহিষ্ণুতা পরিধান কর। পরস্পর
সহনশীল হও, এবং যদি কাহাকেও
দোষ দিবার কারণ থাকে, তবে
পরস্পর ক্ষমা কর; প্রভু যেমন
তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন,
১৪ তোমরাও তেমনি কর। আর এই
সকলের উপরে প্রেম পরিধান কর;
১৫ তাহাই সিদ্ধির যোগবন্ধন। আর
খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে
কর্ত্তৃত্ব করুক; তোমরা ত তাহারই
নিমিত্ত এক দেহে আহূত হইয়াছ;
আর কৃতজ্ঞ হও।
১৬ খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুররূপে তোমা-
দের অন্তরে বাস করুক; তোমরা
সমস্ত বিজ্ঞতায় গীত, স্তোত্র ও
আত্মিক সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পরস্পর,
শিক্ষা ও চেতনা দান কর; অনু-
গ্রহে আপন আপন হৃদয়ে ঈশ্বরের
১৭ উদ্দেশে গান কর। আর বাক্যে
কি কার্য্যে যাহা কিছু কর, সকলই
প্রভু যীশুর নামে কর, তাঁহার দ্বারা
পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে
করিতে ইহা কর।
১৮ নারীগণ, তোমরা আপন আপন
স্বামীর বশীভূতা হও, যেমন প্রভুতে
১৯ উপযুক্ত। স্বামীরা, তোমরা আপন
আপন স্ত্রীকে প্রেম কর, তাহাদের
প্রতি কটুব্যবহার করিও না।
২০ সন্তানেরা, তোমরা সর্ব্ববিষয়ে
পিতামাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা
২১ তাহাই প্রভুতে তুষ্টিজনক। পিতারা,
তোমরা আপন আপন সন্তানদিগকে
ক্রুদ্ধ করিও না, পাছে তাহাদের
২২ মনোভঙ্গ হয়। দাসেরা, যাহারা
মাংসের সম্বন্ধে তোমাদের প্রভু,
তোমরা তাহাদের আজ্ঞাবহ হও;
চাক্ষুষ সেবা দ্বারা মনুষ্যের তুষ্টি-
করের মত নয়, কিন্তু অন্তঃকরণের
সরলতায় প্রভুকে ভয় করিয়া আজ্ঞা-
২৩ বহ হও। যাহা কিছু কর, প্রাণের
সহিত কার্য্য কর, মনুষ্যের কর্ম্ম নয়,
কিন্তু প্রভুরই কর্ম্ম বলিয়া কর;
২৪ কেননা তোমরা জান, প্রভু হইতে
তোমরা দায়াধিকাররূপ প্রতিদান
২৫ পাইবে; তোমরা প্রভু খ্রীষ্টেরই
দাসত্ব করিতেছ; বস্তুতঃ যে অন্যায়
করে, সে আপনার কৃত অন্যায়ের
প্রতিফল পাইবে;
৪ আর [ প্রভুর কাছে ] মুখাপেক্ষা
নাই। প্রভুরা, তোমরা দাসদের
প্রতি ন্যায় ও সাম্য ব্যবহার কর,
জানিও যে, তোমাদেরও এক প্রভু
স্বর্গে আছেন।

২ তোমরা প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাক,
ধন্যবাদ সহকারে এ বিষয়ে জাগিয়া
৩ থাক। আর তৎসঙ্গে আমাদের
জন্যও প্রার্থনা কর, যেন ঈশ্বর
আমাদের জন্য বাক্যের দ্বার খুলিয়া
দেন, যেন খ্রীষ্টের সেই নিগূঢ়তত্ত্ব
জ্ঞাত করিতে পারি, যাহার জন্য
৪ আমি বন্ধনযুক্তও আছি, যেন
আমার যেমন বলা উচিত, তেমনি
তাহা প্রকাশ করিতে পারি।
৫ তোমরা বাহিরের লোকদের প্রতি
বুদ্ধিপূর্ব্বক আচরণ কর, সুযোগ
৬ কিনিয়া লও। তোমাদের বাক্য
সর্ব্বদা অনুগ্রহ সহযুক্ত হউক, লবণে
আস্বাদযুক্ত হউক, কাহাকে কেমন
উত্তর দিতে হয়, তাহা যেন তোমরা
জানিতে পার।

## শেষ কথা।

৭ প্রভুতে প্রিয় ভ্রাতা, বিশ্বস্ত
পরিচারক ও সহদাস যে তুখিক,
তিনি তোমাদিগকে আমার সমস্ত
৮ বিষয় জানাইবেন। তোমাদের
কাছে তাঁহাকে এই কারণ পাঠাই-
লাম, যেন তোমরা জানিতে পার
যে, আমরা কেমন আছি, এবং
তিনি যেন তোমাদের হৃদয়কে
৯ আশ্বাস দেন। আর বিশ্বস্ত ও
প্রিয় ভ্রাতা ওনীষিমকেও সঙ্গে
পাঠাইলাম, যিনি তোমাদেরই এক
জন। ইহাঁরা এখানকার সমস্ত
সমাচার তোমাদিগকে জ্ঞাত করি-
বেন।
১০ আমার সহবন্দি আরিষ্টার্খ, এবং
বার্ণবার কুটুম্ব, মার্ক—যাঁহার বিষয়ে
তোমরা আজ্ঞা পাইয়াছ ; তিনি
যদি তোমাদের কাছে উপস্থিত হন,
১১ তবে তাঁহাকে গ্রহণ করিও—ও
যুষ্ট নামে আখ্যাত যীশু, ইহাঁরা
তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন;
ছিন্নত্বক্ লোকদের মধ্যে কেবল এই
কয়েক জন ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে
আমার সহকারী ; ইহাঁরা আমার
১২ সান্ত্বনাজনক হইয়াছেন। ইপাফ্রা
তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন,
তিনি ত তোমাদেরই এক জন, খ্রীষ্ট
যীশুর দাস ; তিনি সতত প্রার্থনায়
তোমাদের পক্ষে মল্লযুদ্ধ করিতে-
ছেন, যেন তোমরা ঈশ্বরের সমস্ত
ইচ্ছাতে সিদ্ধ ও কৃতনিশ্চয় হইয়া
১৩ দাঁড়াইয়া থাক। কারণ আমি
তাঁহার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছি
যে, তোমাদের জন্য এবং যাঁহারা
লায়দিকেয়াতে ও যাঁহারা হিয়রা-
পলিতে আছেন, তাঁহাদের জন্য
১৪ তাঁহার বড়ই যত্ন। লূক, সেই
প্রিয় চিকিৎসক, এবং দীমা তোমা-
দিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন।
১৫ তোমরা লায়দিকেয়া-নিবাসী ভ্রাতৃ-
গণকে, এবং নুম্ফাকে ও তাঁহার
গৃহস্থিত মণ্ডলীকে মঙ্গলবাদ কর।
১৬ আর তোমাদের মধ্যে এই পত্র পাঠ
হইলে পর দেখিও, যেন, লায়দি-
কেয়াস্থ মণ্ডলীতেও ইহা পাঠ করা
হয় ; এবং লায়দিকেয়া হইতে যে
পত্র পাইবে, তাহা যেন তোমরাও
১৭ পাঠ কর। আর আর্খিপ্পকে বলিও,
তুমি প্রভুতে যে পরিচারকের পদ
পাইয়াছ সে বিষয়ে দেখিও, যেন
তাহা সম্পন্ন কর।

১৮ এই মঙ্গলবাদ আমি পৌল স্বহস্তে
লিখিলাম। তোমরা আমার বন্ধন
স্মরণ করিও। অনুগ্রহ তোমাদের
সহবর্ত্তী হউক।

# থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র।

### মঙ্গলাচরণ। থিষলনীকীতে পৌলের সুসমাচার প্রচার।

১ পৌল, সীল ও তীমথিয়—পিতা
ঈশ্বরে ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টে স্থিত থিষল-
নীকীয়দের মণ্ডলী সমীপে। অনু-
গ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
২ আমরা প্রার্থনাকালে তোমাদের
নাম উল্লেখ করিয়া তোমাদের সক-
লের নিমিত্ত সতত ঈশ্বরের ধন্যবাদ
৩ করিয়া থাকি; আমরা তোমাদের
বিশ্বাসের কার্য্য, প্রেমের পরিশ্রম ও
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক
প্রত্যাশার ধৈর্য্য আমাদের ঈশ্বর ও
পিতার সাক্ষাতে অবিরত স্মরণ
৪ করিয়া থাকি; কারণ, হে ভ্রাতৃগণ,
ঈশ্বরের প্রেমপাত্রগণ, আমরা জানি,
৫ তোমরা মনোনীত লোক, কেননা
আমাদের সুসমাচার তোমাদের
কাছে কেবল বাক্যে নয়, কিন্তু
শক্তিতে ও পবিত্র আত্মায় ও অতিশয়
নিশ্চয়তায় উপস্থিত হইয়াছিল;
তোমরা ত জান, আমরা তোমাদের
কাছে তোমাদের নিমিত্ত কি প্রকার
৬ লোক হইয়াছিলাম। আর তোমরা
বহু ক্লেশের মধ্যে পবিত্র আত্মার
আনন্দে বাক্যটী গ্রহণ করিয়া আমা-
দের এবং প্রভুরও অনুকারী হইয়াছ;
৭ এইরূপে মাকিদনিয়া ও আখায়াস্থ
সমস্ত বিশ্বাসী লোকের আদর্শ হই-
৮ য়াছ; কেননা তোমাদের হইতে
প্রভুর বাক্য ধ্বনিত হইয়াছে, কেবল
মাকিদনিয়াতে ও আখায়াতে নয়,
কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের যে
বিশ্বাস, তাহার বার্ত্তা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত
হইয়াছে; এই জন্য আমাদের কিছু
৯ বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ
তাহারা আপনারা আমাদের বিষয়ে
এই বার্ত্তা প্রচার করিয়া থাকে যে,
তোমাদের নিকটে আমরা কিরূপে
উপস্থিত হইয়াছিলাম, আর তোমরা
কিরূপে প্রতিমাগণ হইতে ঈশ্বরের
দিকে ফিরিয়া আসিয়াছ, যেন জীবন্ত
সত্য ঈশ্বরের সেবা করিতে পার,
১০ এবং যাঁহাকে তিনি মৃতগণের মধ্য
হইতে উঠাইয়াছেন, যিনি আগামী
ক্রোধ হইতে আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা,
যেন স্বর্গ হইতে তাঁহার সেই পুত্রের
অর্থাৎ যীশুর অপেক্ষা করিতে পার।
২ বস্তুতঃ, ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপ-
নারাই জান, তোমাদের নিকটে
আমাদের যে উপস্থিতি, তাহা নিষ্ফল
২ হয় নাই। বরং ফিলিপীতে পূর্ব্বে
দুঃখভোগ ও অপমান ভোগ করিলে

পর, তোমরা জান, আমরা আমাদের
ঈশ্বরে সাহসী হইয়া অতিশয় প্রাণ-
পণে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সু-
সমাচারের কথা বলিয়াছিলাম।
৩ কেননা আমাদের উপদেশ ভ্রান্তি-
মূলক কি অশুচিতামূলক বা ছলযুক্ত
৪ নয়। কিন্তু ঈশ্বর যেমন আমাদিগকে
পরীক্ষাসিদ্ধ করিয়া আমাদের উপরে
সুসমাচারের ভার রাখিয়াছেন,
তেমনি কথা কহিতেছি; মানুষকে
সন্তুষ্ট করিব বলিয়া নয়, কিন্তু ঈশ্বর,
যিনি আমাদের অন্তঃকরণ পরীক্ষা
করেন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব বলিয়াই
৫ কহিতেছি। কারণ, তোমরা জান,
আমরা কখনও চাটুবাদে কিম্বা
লোভজন্য ছলে লিপ্ত হই নাই, ঈশ্বর
৬ ইহার সাক্ষী; আর মনুষ্যদের হইতে
সম্মান পাইতে চেষ্টা করি নাই,
তোমাদের হইতেও নয়, অন্যদের
হইতেও নয়, যদিও খ্রীষ্টের প্রেরিত
বলিয়া আমরা ভারস্বরূপ হইলেও
৭ হইতে পারিতাম; কিন্তু যেমন
স্তন্যদাত্রী নিজ বৎসদিগের লালন
পালন করে, তেমনি তোমাদের মধ্যে
কোমল ভাব দেখাইয়াছিলাম;
৮ সেইরূপে আমরা তোমাদিগকে স্নেহ
করাতে কেবল ঈশ্বরের সুসমাচার
নয়, আপন আপন প্রাণও তোমা-
দিগকে দিতে সন্তুষ্ট ছিলাম, যেহেতুক
তোমরা আমাদের প্রিয়পাত্র হইয়া-
৯ ছিলে। বস্তুতঃ, হে ভ্রাতৃগণ, আমা-
দের পরিশ্রম ও আয়াস তোমাদের
স্মরণে আছে; তোমাদের কাহারও
ভারস্বরূপ যেন না হই, তজ্জন্য
আমরা দিবারাত্র কার্য্য করিতে
করিতে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের
সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলাম।
১০ আর বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের
কাছে আমরা কেমন সাধু, ধার্ম্মিক
ও নির্দ্দোষাচারী ছিলাম, তাহার
সাক্ষী তোমরা আছ, ঈশ্বরও
১১ আছেন। তোমরা ত জান, পিতা
যেমন আপন সন্তানদিগকে, তেমনি
আমরা তোমাদের প্রত্যেক জনকে
আশ্বাস দিতাম, সান্ত্বনা করিতাম,
১২ ও দৃঢ়রূপে আদেশ দিতাম, যেন
তোমরা ঈশ্বরের যোগ্য রূপে চল,
যিনি আপন রাজ্যে ও প্রতাপে
তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন।

### থিষলনীকীয়দের স্থিরতায় পৌলের আনন্দ।

১৩ আর এই জন্য আমরাও অবিরত
ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি যে,
আমাদের কাছে ঈশ্বরের বার্ত্তারূপ
বাক্য প্রাপ্ত হইয়া তোমরা মনুষ্যদের
বাক্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া
তাহা গ্রহণ করিয়াছিলে; তাহা
ঈশ্বরের বাক্যই বটে, এবং বিশ্বাসী
যে তোমরা, তোমাদের মধ্যে নিজ
১৪ কার্য্য সাধনও করিতেছে। কারণ,
হে ভ্রাতৃগণ, যিহূদিয়ায় খ্রীষ্ট যীশুতে
ঈশ্বরের যে সকল মণ্ডলী আছে,
তোমরা তাহাদের অনুকারী হইয়াছ;
কেননা উহারা যিহূদীদের হইতে যে
প্রকার দুঃখ পাইয়াছে, তোমরাও
তোমাদের স্বজাতীয় লোকদের
হইতে সেই প্রকার দুঃখ পাইয়াছ;
১৫ যিহূদীরা প্রভু যীশুকে এবং ভাব-
বাদিগণকে বধ করিয়াছিল, আবার

আমাদিগকেও তাড়না করিয়াছিল;
তাহারা ঈশ্বরের তুষ্টিকর নয়, এবং
১৬ সকল মনুষ্যের বিপরীত ; তাহারা
আমাদিগকে পরজাতীয়দের পরি-
ত্রাণের জন্য তাহাদের কাছে কথা
বলিতে বারণ করিতেছে ; এইরূপে
সতত আপনাদের পাপের পরিমাণ
পূর্ণ করিতেছে ; কিন্তু তাহাদের
নিকটে চূড়ান্ত ক্রোধ উপস্থিত হইল।
১৭ আর, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা অল্প-
কালের জন্য হৃদয়ে নয়, কেবল
প্রত্যক্ষে তোমাদের হইতে বিরহিত
হইলে পর অতিশয় আকাঙ্ক্ষা সহ-
কারে তোমাদের মুখ দেখিবার
নিমিত্ত আরও অধিক যত্ন করিয়া-
১৮ ছিলাম। কারণ আমরা, বিশেষতঃ
আমি পৌল, একবার ও দুইবার,
তোমাদের কাছে যাইতে বাঞ্ছা
করিয়াছিলাম, কিন্তু শয়তান আমা-
১৯ দের বাধা দিল। কেননা আমাদের
প্রত্যাশা, বা আনন্দ, বা শ্লাঘার
মুকুট কি? আমাদের প্রভু যীশুর
সাক্ষাতে তাঁহার আগমনকালে
২০ তোমরাই কি নও? বাস্তবিক
তোমরাই আমাদের গৌরব ও
আনন্দভূমি।

৩ এজন্য আর ধৈর্য্য ধরিতে না
পারাতে আথীনীতে একাকী থাকা
২ আমরা বিহিত বুঝিয়াছিলাম, এবং
আমাদের ভ্রাতা ও খ্রীষ্টের সু-
সমাচারে ঈশ্বরের পরিচারক যে
তীমথিয়, তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম,
যেন তিনি তোমাদিগকে সুস্থির
করেন, এবং তোমাদের বিশ্বাসের
৩ সম্বন্ধে আশ্বাস দেন, যেন এই সকল
ক্লেশে কেহ চঞ্চল না হয় ; কারণ
তোমরা আপনারাই জান, আমরা
৪ ইহারই জন্য নিযুক্ত। আর বাস্তবিক
আমাদের ক্লেশ যে ঘটিবে, ইহা
আমরা অগ্রে, যখন তোমাদের
নিকটে ছিলাম, তখন তোমাদিগকে
বলিয়াছিলাম ; আর তাহাই ঘটি-
য়াছে, এবং তোমরা তাহা জান।
৫ এ জন্য আমিও আর ধৈর্য্য ধরিতে না
পারাতে তোমাদের বিশ্বাসের তত্ত্ব
জানিবার নিমিত্ত উহাঁকে পাঠাইয়া-
ছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, পাছে
পরীক্ষক কোন প্রকারে তোমাদের
পরীক্ষা করিয়াছে বলিয়া আমাদের
৬ পরিশ্রম বৃথা হইয়া পড়ে। কিন্তু
এখন তীমথিয় তোমাদের নিকট
হইতে আমাদের কাছে আসিয়া
তোমাদের বিশ্বাস ও প্রেমের শুভ
সংবাদ আমাদিগকে দিয়াছেন, এবং
বলিয়াছেন, তোমরা সর্বদা স্নেহ
ভাবে আমাদিগকে স্মরণ করিতেছ,
যেমন আমরাও তোমাদিগকে
দেখিতে চাই, তেমনি আমাদিগকে
৭ দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছ; এজন্য,
হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের বিষয়ে
আমরা সমস্ত সঙ্কটের ও ক্লেশের
মধ্যে তোমাদের বিশ্বাস দ্বারা
৮ আশ্বাস পাইলাম; কেননা যদি
তোমরা প্রভুতে স্থির থাক, তবে
৯ এখন আমরা বাঁচি। বাস্তবিক
তোমাদের কারণ আমরা আপন
ঈশ্বরের সাক্ষাতে যে সকল আনন্দে
আনন্দ করি, তাহার প্রতিদান বলিয়া
তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে কি প্রকার
১০ ধন্যবাদ দিতে পারি? আমরা যেন

তোমাদের মুখ দেখিতে পাই, এবং
তোমাদের বিশ্বাসের ত্রুটি সকল
পূর্ণ করিতে পারি, এই জন্য রাত
দিন অতিশয় প্রার্থনা করিতেছি।
১১ আর আমাদের ঈশ্বর ও পিতা
আপনি এবং আমাদের প্রভু যীশু
তোমাদের কাছে আমাদের পথ
১২ সুগম করুন। আর যেমন আমরাও
তোমাদের প্রতি উপচিয়া পড়ি,
তেমনি প্রভু তোমাদিগকে পর-
স্পরের ও সকলের প্রতি প্রেমে
বর্দ্ধিষ্ণু করুন ও উপচিয়া পড়িতে
১৩ দিউন; এইরূপে আপনার সমস্ত
পবিত্রগণ সহ আমাদের প্রভু যীশুর
আগমন কালে যেন তিনি আমা-
দের ঈশ্বর ও পিতার সাক্ষাতে তোমা-
দের হৃদয় পবিত্রতায় অনিন্দনীয়-
রূপে সুস্থির করেন।

**ধর্ম্মাচরণ করিতে বিনতি।**

৪ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, অবশেষে
আমরা প্রভু যীশুতে তোমাদিগকে
বিনয় করিতেছি, চেতনা দিয়া
বলিতেছি, কিরূপে চলিয়া ঈশ্বরকে
সন্তুষ্ট করিতে হয়, এ বিষয়ে
আমাদের কাছে যে শিক্ষা গ্রহণ
করিয়াছ, আর যেরূপ চলিতেছ,
তদনুসারে অধিক উপচিয়া পড়।
২ কেননা প্রভু যীশুর দ্বারা আমরা
তোমাদিগকে কি কি আদেশ
দিয়াছি, তাহা তোমরা জান।
৩ ফলতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, তোমাদের
৪ পবিত্রতা;—যেন তোমরা ব্যভিচার
হইতে দূরে থাক, তোমাদের প্রত্যেক
৫ জন যেন, যাহারা ঈশ্বরকে জানে না,
সেই পরজাতীয়দের ন্যায় কামাভি-
লাষে নয়, কিন্তু পবিত্রতায় ও
সমাদরে নিজ নিজ পাত্র লাভ
৬ করিতে জানে। কেহ যেন সীমা
অতিক্রম করিয়া এই ব্যাপারে
আপন ভ্রাতাকে না ঠকায়; কেননা
আমরা পূর্ব্বে তোমাদিগকে যেমন
বলিয়াছি ও সাক্ষ্য দিয়াছি
তদনুসারে, প্রভু এই সকলের
৭ প্রতিফলদাতা। কারণ ঈশ্বর আমা-
দিগকে অশুচিতার নিমিত্ত নয়, কিন্তু
পবিত্রতায় আহ্বান করিয়াছেন।
৮ এই জন্য যে ব্যক্তি অগ্রাহ্য করে,
সে মনুষ্যকে অগ্রাহ্য করে তাহা
নয়, বরং ঈশ্বরকেই অগ্রাহ্য করে,
যিনি নিজ পবিত্র আত্মা তোমা-
দিগকে প্রদান করেন।
৯ আর ভ্রাতৃপ্রেম সম্বন্ধে তোমা-
দিগকে কিছু লেখা অনাবশ্যক,
কারণ তোমরা আপনারা পরস্পর
প্রেম করিবার জন্য ঈশ্বরের কাছে
১০ শিক্ষা পাইয়াছ; আর বাস্তবিক
সমস্ত মাকিদনিয়া-নিবাসী সমুদয়
ভ্রাতৃগণের প্রতি তাহা করিতেছ।
১১ কিন্তু তোমাদিগকে বিনয় করিয়া
বলিতেছি, ভ্রাতৃগণ, আরও অধিক
উপচিয়া পড়, আর শান্ত ভাবে
থাকিতে ও আপন আপন কার্য্য
করিতে এবং স্বহস্তে পরিশ্রম
করিতে সযত্ন হও—যেমন আমরা
তোমাদিগকে আদেশ দিয়াছি—
১২ যেন বহিঃস্থ লোকদের প্রতি
তোমরা শিষ্টাচারী হও, এবং
তোমাদের কিছুরই অভাব না
থাকে।

**প্রভু যীশুর পুনরাগমন।**

১৩ কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা চাহি
না যে, যাহারা নিদ্রাগত হয়,
তাহাদের বিষয়ে তোমরা অজ্ঞাত
থাক ; যেন যাহাদের প্রত্যাশা
নাই, সেই অন্য সকল লোকের
মত তোমরা দুঃখার্ত্ত না হও।
১৪ কেননা আমরা যখন বিশ্বাস করি
যে, যীশু মরিয়াছেন, এবং উঠিয়া-
ছেন, তখন জানি, ঈশ্বর যীশু
দ্বারা নিদ্রাগত লোকদিগকেও
সেইরূপে তাঁহার সহিত আনয়ন
১৫ করিবেন। কেননা আমরা প্রভুর
বাক্য দ্বারা তোমাদিগকে ইহা
বলিতেছি যে, আমরা যাহারা
জীবিত আছি, যাহারা প্রভুর
আগমন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকিব,
আমরা কোন ক্রমে সেই নিদ্রাগত
লোকদের অগ্রগামী হইব না।
১৬ কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ,
প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের
তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া
আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে
মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে।
১৭ পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি,
যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা
আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ
করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের
সহিত মেঘযোগে নীত হইব ; আর
এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব।
১৮ অতএব তোমরা এই সকল কথা
বলিয়া এক জন অন্য জনকে সান্ত্বনা
দেও।

৫ কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, বিশেষ বিশেষ
কালের ও সময়ের বিষয়ে তোমা-
দিগকে কিছু লেখা অনাবশ্যক।
২ কারণ তোমরা আপনারা বিলক্ষণ
জান, রাত্রিকালে যেমন চোর,
তেমনি প্রভুর দিন আসিতেছে।
৩ লোকে যখন বলে, শান্তি ও অভয়,
তখনই তাহাদের কাছে যেমন
গর্ব্ভবতীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত
হইয়া থাকে, তেমনি আকস্মিক
বিনাশ উপস্থিত হয় ; আর তাহারা
কোন ক্রমে এড়াইতে পারিবে না।
৪ কিন্তু, ভ্রাতৃগণ, তোমরা অন্ধকারে
নও যে, সেই দিন চোরের ন্যায়
তোমাদের উপরে আসিয়া পড়িবে।
৫ তোমরা ত সকলে দীপ্তির সন্তান ও
দিবসের সন্তান ; আমরা রাত্রিরও
৬ নই, অন্ধকারেরও নই। অতএব
আইস, আমরা অন্য সকলের ন্যায়
নিদ্রা না যাই, বরং জাগিয়া থাকি
৭ ও মিতাচারী হই। কারণ যাহারা
নিদ্রা যায়, তাহারা রাত্রিতেই নিদ্রা
যায়; এবং যাহারা মদ্যপায়ী, তাহারা
৮ রাত্রিতেই মত্ত হয়। কিন্তু আমরা
দিবসের বলিয়া আইস, মিতাচারী
হই, বিশ্বাস ও প্রেমরূপ বুকপাটা
পরি, এবং পরিত্রাণের আশারূপ
৯ শিরস্ত্র মস্তকে দিই ; কেননা ঈশ্বর
আমাদিগকে ক্রোধের জন্য নিযুক্ত
করেন নাই, কিন্তু আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা পরিত্রাণ লাভের
১০ জন্য ; তিনি আমাদের নিমিত্ত
মরিলেন, যেন আমরা জাগিয়া
থাকি বা নিদ্রা যাই, তাঁহার সঙ্গেই
১১ জীবিত থাকি। অতএব যেমন
তোমরা করিয়াও থাক, তেমনি
তোমরা পরস্পরকে আশ্বাস দেও,

এবং এক জন অন্যকে গাঁথিয়া
তুল।
১২ কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা তোমা-
দিগকে নিবেদন করিতেছি; যাঁহারা
তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করেন ও
প্রভুতে তোমাদের উপরে নিযুক্ত
আছেন, এবং তোমাদিগকে চেতনা
দেন, তাঁহাদিগকে চিনিয়া লও,
১৩ আর তাঁহাদের কর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহা-
দিগকে প্রেমে অতিশয় সমাদর কর।
১৪ আপনাদের মধ্যে ঐক্য রাখ। আর,
হে ভ্রাতৃগণ, আমরা তোমাদিগকে
বিনয় করিতেছি, যাহারা অনিয়মিত-
রূপে চলে, তাহাদিগকে চেতনা
দেও, ক্ষীণসাহসদিগকে সান্ত্বনা কর,
দুর্ব্বলদিগের সাহায্য কর, সকলের
১৫ প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু হও। দেখিও,
যেন অপকারের পরিশোধে কেহ
কাহারও অপকার না কর, কিন্তু
পরস্পরের এবং সকলের প্রতি
সর্ব্বদা সদাচরণের অনুধাবন কর।
১৬,১৭ সতত আনন্দ কর; অবিরত
১৮ প্রার্থনা কর; সর্ব্ববিষয়ে ধন্যবাদ
কর; কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে ইহাই
তোমাদের উদ্দেশে ঈশ্বরের ইচ্ছা।
১৯ আত্মাকে নির্ব্বাণ করিও না।
২০,২১ ভাববাণী তুচ্ছ করিও না। সর্ব্ব-
বিষয়ের পরীক্ষা কর; যাহা ভাল,
২২ তাহা ধরিয়া রাখ। সর্ব্বপ্রকার মন্দ
বিষয় হইতে দূরে থাক।
২৩ আর শান্তির ঈশ্বর আপনি
তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র
করুন; এবং তোমাদের অবিকল
আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন কালে
২৪ অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হউক। যিনি
তোমাদিগকে আহ্বান করেন,
তিনি বিশ্বস্ত, তিনিই তাহা
করিবেন।
২৫ ভ্রাতৃগণ, আমাদের নিমিত্ত
প্রার্থনা কর।
২৬ সকল ভ্রাতাকে পবিত্র চুম্বনে
২৭ মঙ্গলবাদ কর। আমি তোমাদিগকে
প্রভুর দিব্য দিয়া বলিতেছি, সমুদয়
ভ্রাতার কাছে যেন এই পত্র পাঠ
করা হয়।
২৮ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনু-
গ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক।

# থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র।

**মঙ্গলাচরণ। প্রভু যীশুর দ্বিতীয় আগমনের বিষয়।**

১ পৌল, সীল ও তীমথিয়—আমা-
দের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টে
স্থিত থিষলনীকীয়দের মণ্ডলী
২ সমীপে। পিতা ঈশ্বর ও প্রভু
যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
৩ হে ভ্রাতৃগণ, আমরা তোমাদের
নিমিত্ত সর্ব্বদা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
দিতে বাধ্য; আর তাহা করা
উপযুক্ত, কেননা তোমাদের বিশ্বাস
অতিশয় বাড়িতেছে, এবং পর-
স্পরের প্রতি তোমাদের প্রত্যেক
জনের প্রেম উপচিয়া পড়িতেছে।
৪ এই জন্য, তোমরা যে সকল তাড়না
ও ক্লেশ সহ্য করিতেছ, সেই সকলের
মধ্যে তোমাদের ধৈর্য্য ও বিশ্বাস
থাকায় আমরা আপনারা ঈশ্বরের
মণ্ডলী সকলের মধ্যে তোমাদের
৫ শ্লাঘা করিতেছি। আর উহা ঈশ্বরের
ন্যায়বিচারের স্পষ্ট লক্ষণ, যাহাতে
তোমরা ঈশ্বরের সেই রাজ্যের
যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে, যাহার
নিমিত্ত দুঃখভোগও করিতেছ।
৬ বাস্তবিক ঈশ্বরের কাছে ইহা ন্যায্য
যে, যাহারা তোমাদিগকে ক্লেশ
দেয়, তিনি তাহাদিগকে প্রতিফল-
৭ রূপে ক্লেশ দিবেন, এবং ক্লেশ
পাইতেছ যে তোমরা, তোমাদিগকে
আমাদের সহিত বিশ্রাম দিবেন,
[ইহা তখনই হইবে] যখন প্রভু
যীশু স্বর্গ হইতে আপনার পরা-
ক্রমের দূতগণের সহিত জ্বলন্ত
অগ্নিবেষ্টনে প্রকাশিত হইবেন,
৮ এবং যাহারা ঈশ্বরকে জানে না ও
যাহারা আমাদের প্রভু যীশুর
সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় না,
তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিবেন।
৯ তাহারা প্রভুর মুখ হইতে ও তাঁহার
শক্তির প্রতাপ হইতে অনন্তকাল-
স্থায়ী বিনাশরূপ দণ্ড ভোগ করিবে,
১০ ইহা সেই দিন ঘটিবে, যে দিন তিনি
আপন পবিত্রগণে গৌরবান্বিত হই-
বার, এবং যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে,
তাহাদের সকলেতে চমৎকারের
পাত্র হইবার জন্য আগমন করিবেন;
আমরা তোমাদের কাছে যে সাক্ষ্য
দিয়াছি, তাহা ত বিশ্বাসে গৃহীত
১১ হইয়াছে। এই জন্য আমরা তোমা-
দের নিমিত্ত সর্ব্বদা এই প্রার্থনাও
করিতেছি, যেন আমাদের ঈশ্বর
তোমাদিগকে তোমাদের আহ্বানের
যোগ্য বলিয়া গণ্য করেন, আর
মঙ্গলভাবের সমস্ত বাসনা ও
বিশ্বাসের কর্ম্ম সপরাক্রমে সম্পূর্ণ
১২ করিয়া দেন; যেন আমাদের ঈশ্বরের
ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ অনু-
সারে আমাদের প্রভু যীশুর নাম
তোমাদিগেতে গৌরবান্বিত হয়,

এবং তাঁহাতে তোমরাও গৌরবান্বিত
হও।

### পাপ-পুরুষের প্রকাশ।

২ আবার, হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন ও
তাঁহার নিকটে আমাদের সংগৃহীত
হইবার বিষয়ে তোমাদিগকে এই
২ বিনতি করিতেছি; তোমরা কোন
আত্মা দ্বারা, বা কোন বাক্য দ্বারা,
অথবা, আমরা লিখিয়াছি মনে
করিয়া কোন পত্র দ্বারা, মনের
স্থিরতা হইতে বিচলিত বা উদ্বিগ্ন
হইও না, ভাবিও না যে প্রভুর
৩ দিন উপস্থিত হইল; কেহ কোন
মতে যেন তোমাদিগকে না ভুলায়;
কেননা প্রথমে সেই ধর্ম্ম-ভ্রষ্টতা
উপস্থিত হইবে, এবং সেই পাপ-
পুরুষ, সেই বিনাশ-সন্তান, প্রকাশ
৪ পাইবে, যে প্রতিরোধী হইবে ও
'ঈশ্বর' নামে আখ্যাত বা পূজ্য
সকলের হইতে আপনাকে বড়
করিবে, এমন কি, ঈশ্বরের মন্দিরে
বসিয়া আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া
৫ দেখাইবে।* তোমাদের কি মনে
পড়ে না, আমি পূর্ব্বে যখন তোমা-
দের কাছে ছিলাম, তখন তোমা-
দিগকে এই সকল বলিয়াছিলাম?
৬ আর সে যেন স্বসময়ে প্রকাশ
পায়, এই জন্য কিসে তাহাকে
বাধা দিয়া রাখিতেছে, তাহা তোমরা
৭ জান। কারণ অধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব
এখনই কার্য্য সাধন করিতেছে;
কেবল এখন এক জন যে পর্য্যন্ত
সে দূরীভূত না হয়, বাধা দিয়া
৮ রাখিতেছে। আর তখন সেই অধর্ম্মী
প্রকাশ পাইবে, যাহাকে প্রভু যীশু
আপন মুখের নিশ্বাস দ্বারা সংহার
করিবেন, ও আপন আগমনের
প্রকাশ দ্বারা লোপ করিবেন।*
৯ সেই ব্যক্তির আগমন শয়তানের
কার্য্যসাধন অনুসারে মিথ্যার সমস্ত
পরাক্রম ও নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত
১০ লক্ষণ সহকারে হইবে, এবং যাহারা
বিনাশ পাইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে
অধার্ম্মিকতার সমস্ত প্রতারণা সহ-
কারে হইবে; কারণ তাহারা পরি-
ত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সত্যের প্রেম
১১ গ্রহণ করে নাই। আর সেই জন্য
ঈশ্বর তাহাদের কাছে ভ্রান্তির কার্য্য-
সাধন পাঠান, যাহাতে তাহারা
১২ সেই মিথ্যায় বিশ্বাস করিবে; যেন
সেই সকলের বিচার হয়, যাহারা
সত্যে বিশ্বাস করিত না, কিন্তু
অধার্ম্মিকতায় প্রীত হইত।

### প্রভুতে স্থির থাকিতে নিবেদন।

১৩ কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, প্রভুর প্রিয়-
তমেরা, আমরা তোমাদের নিমিত্ত
সর্ব্বদা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে
বাধ্য; কেননা ঈশ্বর আদি হইতে
তোমাদিগকে আত্মার পবিত্রতা-
প্রদানে ও সত্যের বিশ্বাসে পরি-
ত্রাণের জন্য মনোনীত করিয়াছেন;
১৪ এবং সেই অভিপ্রায়ে আমাদের
সুসমাচার দ্বারা তোমাদিগকে
আহ্বানও করিয়াছেন, যেন তোমরা
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপ

* যিহি ২৮, ২। দানি ১১, ৩৬।

* যিশ ১১, ৪।

১৫ লাভ করিতে পার। অতএব,
হে ভ্রাতৃগণ, স্থির থাক, এবং
আমাদের বাক্য অথবা পত্র দ্বারা
যে সকল শিক্ষা পাইয়াছ, তাহা
১৬ ধরিয়া রাখ। আর আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্ট আপনি, ও আমাদের
পিতা ঈশ্বর, যিনি আমাদিগকে
প্রেম করিয়াছেন, এবং অনুগ্রহ দ্বারা
অনন্তকালস্থায়ী সান্ত্বনা ও উত্তম
১৭ প্রত্যাশা দিয়াছেন, তিনি তোমা-
দের হৃদয়কে সান্ত্বনা দিউন, এবং
সমস্ত উত্তম কার্য্যে ও বাক্যে
সুস্থির করুন।

৩ শেষকথা এই; হে ভ্রাতৃগণ,
আমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা কর:
যেন, যেমন তোমাদের মধ্যে
হইতেছে, তেমনি প্রভুর বাক্য
২ দ্রুতগতি ও গৌরবান্বিত হয়, আর
আমরা যেন অশিষ্ট ও মন্দ লোক-
দের হইতে উদ্ধার পাই; কেননা
৩ সকলের বিশ্বাস নাই। কিন্তু প্রভু
বিশ্বস্ত: তিনিই তোমাদিগকে সুস্থির
করিবেন ও মন্দ* হইতে রক্ষা
৪ করিবেন। আর তোমাদের সম্বন্ধে
প্রভুতে আমাদের এই দৃঢ় প্রত্যয়
আছে যে, আমরা যাহা যাহা আদেশ
করি, সেই সকল তোমরা পালন
৫ করিতেছ ও করিবে। আর প্রভু
তোমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের প্রেমের
পথে ও খ্রীষ্টের ধৈর্য্যের পথে
চালাউন।

৬ আর, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে
তোমাদিগকে এই আদেশ দিতেছি,

* (বা) সেই পাপাত্মা।

যে কোন ভ্রাতা অনিয়মিতরূপে
চলে, এবং তোমরা আমাদের নিকট
হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছ, তদনু-
সারে চলে না, তাহার সঙ্গ ত্যাগ
৭ কর; কারণ কি প্রকারে আমাদের
অনুকারী হইতে হয়, তাহা তোমরা
আপনারাই জান; কেননা তোমা-
দের মধ্যে আমরা অনিয়মিতাচারী
৮ ছিলাম না; আর বিনামূল্যে
কাহারও কাছে অন্ন ভোজন করি-
তাম না, বরং তোমাদের কাহারও
ভারস্বরূপ যেন না হই, তজ্জন্য
পরিশ্রম ও আয়াস সহকারে রাত
৯ দিন কার্য্য করিতাম। আমাদের
যে অধিকার নাই, তাহা নয়:
কিন্তু তোমাদের নিকটে আপনা-
দিগকে আদর্শরূপে দেখাইতে
চাহিলাম, যেন তোমরা আমাদের
১০ অনুকারী হও। কারণ আমরা
যখন তোমাদের কাছে ছিলাম,
তখন তোমাদিগকে এই আদেশ
দিতাম যে, যদি কেহ কার্য্য করিতে
না চায়, তবে সে আহারও না
১১ করুক। বাস্তবিক আমরা শুনিতে
পাইতেছি, তোমাদের মধ্যে কেহ
কেহ অনিয়মিতরূপে চলিতেছে,
কোন কার্য্য না করিয়া অনধিকার-
১২ চর্চ্চা করিয়া থাকে। এই প্রকার
লোকদিগকে আমরা প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের নামে আদেশ ও উপদেশ
দিতেছি, তাহারা শান্ত ভাবে কার্য্য
করিয়া আপনাদেরই অন্ন ভোজন
১৩ করুক। আর, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা
সৎকর্ম্ম করিতে নিরুৎসাহ হইও
১৪ না। আর যদি কেহ এই পত্র

দ্বারা কথিত আমাদের বাক্য না
মানে, তবে তাহাকে চিহ্নিত করিয়া
রাখ, তাহার সংসর্গে থাকিও না,
১৫ যেন সে লজ্জিত হয়; অথচ তাহাকে
শত্রু জ্ঞান করিও না, কিন্তু ভ্রাতা
১৬ বলিয়া চেতনা দেও। আর শান্তির
প্রভু স্বয়ং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে
তোমাদিগকে শান্তি প্রদান করুন।
প্রভু তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী
হউন।
১৭ এই মঙ্গলবাদ আমি পৌল
স্বহস্তে লিখিলাম। প্রত্যেক পত্রে
ইহাই চিহ্ন; আমি এইরূপ লিখিয়া
১৮ থাকি। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী
হউক।

# তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র।

**মঙ্গলাচরণ। তীমথিয়ের প্রতি আদেশ।**

১ পৌল, আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের
এবং আমাদের প্রত্যাশা-ভূমি খ্রীষ্ট
যীশুর আজ্ঞা অনুসারে, খ্রীষ্ট যীশুর
২ প্রেরিত,—বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার
যথার্থ বৎস তীমথিয়ের সমীপে।
পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট
যীশু হইতে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি
বর্ত্তুক।

৩ মাকিদনিয়ায় যাইবার সময়ে
যেমন আমি তোমাকে অনুরোধ
করিয়াছিলাম যে, তুমি ইফিষে
থাকিয়া কতকগুলি লোককে এই
আদেশ দেও, যেন তাহারা অন্যবিধ
৪ শিক্ষা না দেয়, এবং গল্প ও অসীম
বংশাবলিতে মনোযোগ না করে,
[তেমনি এখন করিতেছি]; কেননা
সে সকল বরং বিতণ্ডা উপস্থিত করে,
ঈশ্বরের যে ধনাধ্যক্ষের কার্য্য*
বিশ্বাস সম্বন্ধীয়, তাহা উপস্থিত করে
৫ না। কিন্তু সেই আদেশের পরিণাম
প্রেম, যাহা শুচি হৃদয়, সৎসংবেদ
ও অকল্পিত বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন;
৬ কতকগুলি লোক এই সকলের পথ
হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অলীক বাচালতা-
৭ রূপ বিপথে গিয়াছে। তাহারা
ব্যবস্থার শিক্ষক হইতে চায়, অথচ
যাহা বলে, ও যাহার বিষয়ে দৃঢ়
নিশ্চয় ভাবে কথা কহে, তাহা বুঝে
৮ না। কিন্তু আমরা জানি, ব্যবস্থা
উত্তম, যদি কেহ বিধিমতে উহা
৯ ব্যবহার করে, ইহা জানিয়া করে
যে, ধার্ম্মিকের জন্য নহে, কিন্তু
যাহারা অধর্ম্মী ও অদম্য, ভক্তিহীন
ও পাপী, অসাধু ও ধর্ম্মবিরূপক,
পিতৃহন্তা ও মাতৃহন্তা, নরহন্তা,
১০ ব্যভিচারী, পুংগামী, মনুষ্যচোর,
মিথ্যাবাদী, মিথ্যাশপথকারী, তাহা-
দের জন্য, এবং আর যাহা কিছু
নিরাময় শিক্ষার বিপরীত, তাহার

* (বা) যে বিধান।

জন্য ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে।
১১ ইহা পরম ধন্য ঈশ্বরের সেই
গৌরবের সুসমাচারের অনুযায়ী,
যে সুসমাচার আমার নিকটে
গচ্ছিত হইয়াছে।

## পৌলের প্রতি যীশুর প্রেম।

১২ যিনি আমাকে শক্তি দিয়াছেন,
আমাদের সেই প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর
ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তিনি
আমাকে বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়া পরি-
১৩ চর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছেন, যদিও
পূর্ব্বে আমি ধর্ম্মনিন্দক, তাড়নাকারী
ও অপমানকারী ছিলাম ; কিন্তু দয়া
পাইয়াছি, কেননা না বুঝিয়া
অবিশ্বাসের বশে সেই সকল কর্ম্ম
১৪ করিতাম ; আর আমাদের প্রভুর
অনুগ্রহ, খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস
ও প্রেম সহকারে, অতি প্রচুররূপে
১৫ উপচিয়া পড়িয়াছে। এই কথা
বিশ্বসনীয় ও সর্ব্বতোভাবে গ্রহণের
যোগ্য যে, খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের পরি-
ত্রাণ করিবার জন্য জগতে আসিয়া-
ছেন ; তাহাদের মধ্যে আমি অগ্র-
১৬ গণ্য ; কিন্তু এই জন্য দয়া পাইয়াছি,
যেন যীশু খ্রীষ্ট এই অগ্রগণ্য আমাতে
সম্পূর্ণ দীর্ঘসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন,
যাহাতে আমি তাহাদের আদর্শ
হইতে পারি, যাহারা অনন্ত জীবনের
নিমিত্ত তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে।
১৭ যিনি যুগপর্য্যায়ের রাজা, অক্ষয়
অদৃশ্য একমাত্র ঈশ্বর, যুগপর্য্যায়ের
যুগে যুগে তাঁহারই সমাদর ও মহিমা
হউক। আমেন।
৮ বৎস তীমথিয়, তোমার বিষয়ে
পূর্ব্বকার সকল ভাববাণী অনুসারে
আমি তোমার নিকটে এই আদেশ
সমর্পণ করিলাম, যেন তুমি সেই
সকলের গুণে উত্তম যুদ্ধ করিতে
১৯ পার, যেন বিশ্বাস ও সৎসংবেদ
রক্ষা কর ; সৎসংবেদ দূরে ফেলাতে
কাহারও কাহারও বিশ্বাসরূপ নৌকা
২০ ভগ্ন হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে
হুমিনায় ও আলেক্‌সান্দর রহিয়াছে ;
আমি তাহাদিগকে শয়তানের হস্তে
সমর্পণ করিলাম, যেন তাহারা শাসিত
হইয়া ধর্ম্মনিন্দা ত্যাগ করিতে শিক্ষা
পায়।

## প্রার্থনার বিষয়।

২ আমার সর্ব্বপ্রথম নিবেদন এই,
যেন সকল মনুষ্যের নিমিত্ত, বিনতি,
প্রার্থনা, অনুরোধ, ধন্যবাদ করা হয় ;
২ [ বিশেষতঃ ] রাজাদের ও উচ্চ-
পদস্থ সকলের নিমিত্ত ; যেন আমরা
সম্পূর্ণ ভক্তিতে ও ধীরতায় নিরুদ্বেগ
ও প্রশান্ত জীবন যাপন করিতে
৩ পারি। তাহাই আমাদের ত্রাণকর্ত্তা
ঈশ্বরের সম্মুখে উত্তম ও গ্রাহ্য ;
৪ তাঁহার ইচ্ছা এই, যেন সমুদয় মনুষ্য
পরিত্রাণ পায়, ও সত্যের তত্ত্বজ্ঞান
৫ পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে। কারণ
একমাত্র ঈশ্বর আছেন ; ঈশ্বরের ও
মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও
৬ আছেন, তিনি মনুষ্য, খ্রীষ্ট যীশু, তিনি
সকলের নিমিত্ত মুক্তির মূল্যরূপে
আপনাকে প্রদান করিয়াছেন ; এই
৭ সাক্ষ্য যথাসময়ে দাতব্য ; আমি এই
উদ্দেশ্যে প্রচারক ও প্রেরিত বলিয়া
নিযুক্ত ; সত্য বলিতেছি, মিথ্যা

বলিতেছি না; বিশ্বাসে ও সত্যে
আমি পরজাতীয়দের শিক্ষক।
৮ অতএব আমার বাসনা এই, সকল
স্থানে পুরুষেরা বিনা ক্রোধে ও
বিনা বিতর্কে শুচি হস্ত তুলিয়া প্রার্থনা
৯ করুক। সেই প্রকারে নারীগণও
সলজ্জ ও সুবুদ্ধিভাবে পরিপাটী বেশে
আপনাদিগকে ভূষিতা করুক; বেণী-
বন্ধ কেশপাশে ও স্বর্ণ বা মুক্তা বা
১০ বহুমূল্য পরিচ্ছদ দ্বারা নয়, কিন্তু—
যাহা ঈশ্বর-ভক্তি অঙ্গীকারিণী নারী-
গণের যোগ্য—সৎক্রিয়ায় ভূষিতা
১১ হউক। নারী সম্পূর্ণ বশ্যতাপূর্ব্বক
১২ মৌনভাবে শিক্ষা করুক। আমি
উপদেশ দিবার কিম্বা পুরুষের উপরে
কর্ত্তৃত্ব করিবার অনুমতি নারীকে
দিই না, কিন্তু মৌনভাবে থাকিতে
১৩ বলি। কারণ প্রথমে আদমকে, পরে
হবাকে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।
১৪ আর আদম প্রবঞ্চিত হইলেন না,
কিন্তু নারী প্রবঞ্চিতা হইয়া অপরাধে
১৫ পতিতা হইলেন। তথাপি যদি আত্ম-
সংযমের সহিত বিশ্বাসে, প্রেমে ও
পবিত্রতায় তাহারা স্থির থাকে, তবে
নারী সন্তান প্রসব দিয়া পরিত্রাণ
পাইবে।

**অধ্যক্ষ ও পরিচারকের বিষয়।**

৩ এই কথা বিশ্বসনীয়, যদি কেহ
অধ্যক্ষপদের আকাঙ্ক্ষী হন, তবে
তিনি উত্তম কার্য্য বাঞ্ছা করেন।
১ অতএব ইহা আবশ্যক যে, অধ্যক্ষ
অনিন্দনীয়, এক স্ত্রীর স্বামী,
মিতাচারী, আত্মসংযমী, পরিপাটী,
অতিথিসেবক, এবং শিক্ষাদানে
৩ নিপুণ হন; মদ্যপানে আসক্ত কিম্বা
প্রহারক না হন, কিন্তু ক্ষান্ত,
নির্ব্বিরোধ ও অর্থলোভ-শূন্য হন,
৪ আপন ঘরের শাসন উত্তমরূপে
করেন, এবং সম্পূর্ণ ধীরতা সহ-
কারে সন্তানগণকে বশে রাখেন;
৫ কিন্তু যদি কেহ ঘর শাসন করিতে
না জানে, সে কেমন করিয়া ঈশ্বরের
৬ মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করিবে? তিনি
নূতন শিষ্য না হউন, পাছে গর্ব্বান্ধ
হইয়া দিয়াবলের বিচারে পতিত হন।
৭ আর বহিঃস্থ লোকদের কাছেও
উত্তম সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া তাঁহার
আবশ্যক, পাছে তিরস্কারে ও দিয়া-
বলের জালে পতিত হন।
৮ সেইরূপ পরিচারকদেরও আব-
শ্যক, যেন তাঁহারা ধীর হন, যেন
দ্বিবাক্যবাদী, বহু মদ্যপানে আসক্ত,
কুৎসিত লাভের আকাঙ্ক্ষী না হন,
৯ এবং শুচি সংবেদে বিশ্বাসের নিগূঢ়-
১০ তত্ত্ব ধারণ করেন। আর অগ্রে
তাঁহাদেরও পরীক্ষা করা হউক, যদি
তাঁহারা অনিন্দনীয় হন, তবে
১১ পরিচারকের কর্ম্ম করুন। তদ্রূপ
স্ত্রীলোকেরাও ধীরা, অনপবাদিকা,
মিতাচারিণী এবং সর্ব্ববিষয়ে বিশ্বস্তা
১২ হউন। পরিচারকেরা এক এক জন
এক এক স্ত্রীর স্বামী হউন, এবং
সন্তান সন্ততি ও আপন আপন ঘর
১৩ উত্তমরূপে শাসন করুন। কেননা
যাঁহারা উত্তমরূপে পরিচারকের
কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা আপনা-
দের জন্য সুপ্রতিষ্ঠা, এবং খ্রীষ্ট যীশু
সম্বন্ধীয় বিশ্বাসে অতিশয় সাহস
লাভ করেন।

**খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী জীবন্ত ঈশ্বরের গৃহ।**

১৪ আমি শীঘ্রই তোমার নিকটে
উপস্থিত হইব, এমন আশা করিয়া
তোমাকে এই সকল লিখিলাম;
১৫ কিন্তু যদি আমার বিলম্ব হয়, তবে
যেন তুমি জানিতে পার যে, ঈশ্বরের
গৃহমধ্যে কেমন আচার ব্যবহার
করিতে হয়; সেই গৃহ ত জীবন্ত
ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও
১৬ দৃঢ় ভিত্তি। আর ভক্তির নিগূঢ়তত্ত্ব
মহৎ, ইহা সর্ব্বসম্মত,

যিনি মাংসে প্রকাশিত হইলেন,
আত্মাতে ধার্ম্মিক প্রতিপন্ন হইলেন,
দূতগণের নিকট দর্শন দিলেন,
জাতিগণের মধ্যে প্রচারিত
হইলেন,
জগতে বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত
হইলেন,
সপ্রতাপে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন।

**অধ্যক্ষের উপযুক্ত ব্যবহার।**

৪ কিন্তু আত্মা স্পষ্টই বলিতেছেন,
উত্তরকালে কতক লোক ভ্রান্তিজনক
আত্মাদিগেতে ও ভূতগণের শিক্ষা-
মালায় মন দিয়া বিশ্বাস হইতে সরিয়া
২ পড়িবে। ইহা এমন মিথ্যাবাদীদের
কপটতায় ঘটিবে, যাহাদের নিজ
সংবেদ তপ্ত লৌহের দাগের মত
৩ দাগযুক্ত হইয়াছে। তাহারা বিবাহ
নিষেধ করে, এবং বিবিধ খাদ্যের
ব্যবহার নিষেধ করে, যাহা যাহা
ঈশ্বর এই অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়া-
ছেন, যেন, যাহারা বিশ্বাসী ও সত্যের
তত্ত্ব জানে, তাহারা ধন্যবাদ-পূর্ব্বক
৪ ভোজন করে। বাস্তবিক ঈশ্বরের
সৃষ্ট সমস্ত বস্তুই ভাল; ধন্যবাদ
সহকারে গ্রহণ করিলে কিছুই
৫ অগ্রাহ্য নয়, কেননা ঈশ্বরের বাক্য
এবং প্রার্থনা দ্বারা তাহা পবিত্রীকৃত
হয়।

৬ এই সকল কথা ভ্রাতৃগণকে মনে
করাইয়া দিলে তুমি খ্রীষ্ট যীশুর
উত্তম পরিচারক হইবে: যে
বিশ্বাসের ও উত্তম শিক্ষার অনুসরণ
করিয়া আসিতেছ, তাহার বাক্যে
৭ পোষিত থাকিবে; কিন্তু ধর্ম্মবিরূপক
এবং জরাতুর স্ত্রীলোকের যোগ্য
৮ গল্প সকল অগ্রাহ্য কর। আর
ভক্তিতে দক্ষ হইতে অভ্যাস কর:
কেননা শারীরিক দক্ষতার অভ্যাস
অল্প বিষয়ে সুফলদায়ক হয়: কিন্তু
ভক্তি সর্ব্ববিষয়ে সুফলদায়িকা,
তাহা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের
৯ প্রতিজ্ঞাযুক্ত। এই কথা বিশ্বসনীয়
এবং সর্ব্বতোভাবে গ্রহণের
১০ যোগ্য: কারণ ইহারই নিমিত্ত
আমরা পরিশ্রম ও প্রাণপণ করি-
তেছি: কেননা যিনি সমস্ত মনুষ্যের,
বিশেষতঃ বিশ্বাসীবর্গের ত্রাণকর্ত্তা,
আমরা সেই জীবন্ত ঈশ্বরের
প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছি।

১১ তুমি এই সকল বিষয় আজ্ঞা
১২ কর ও শিক্ষা দেও। তোমার যৌবন
কাহাকেও তুচ্ছ করিতে দিও না;
কিন্তু বাক্যে, আচার ব্যবহারে,
প্রেমে, বিশ্বাসে, ও শুদ্ধতায়
বিশ্বাসিগণের আদর্শ হও।

১৩ আমি যতদিন না আসি, তুমি
পাঠ করিতে এবং প্রবোধ ও শিক্ষা
১৪ দিতে নিবিষ্ট থাক। তোমার অন্তরস্থ

সেই অনুগ্রহ-দান অবহেলা করিও
না, যাহা ভাববাণী দ্বারা প্রাচীন-
বর্গের হস্তার্পণ সহকারে তোমাকে
১৫ দত্ত হইয়াছে। এ সকল বিষয়ে
চিন্তা কর, এ সকলে স্থিতি কর,
যেন তোমার উন্নতি সকলের প্রত্যক্ষ
১৬ হয়। আপনার বিষয়ে ও তোমার
শিক্ষার বিষয়ে সাবধান হও, এ
সকলে স্থির থাক; কেননা তাহা
করিলে তুমি আপনাকে ও যাহারা
তোমার কথা শুনে, তাহাদিগকেও
পরিত্রাণ করিবে।

৫ তুমি কোন প্রাচীনকে তিরস্কার
করিও না, কিন্তু তাঁহাকে পিতার
ন্যায়, যুবকদিগকে ভ্রাতার ন্যায়,
২ প্রাচীনাদিগকে মাতার ন্যায়, যুবতী-
দিগকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ ভাবে ভগিনীর
ন্যায় জানিয়া অনুনয় কর।

**মণ্ডলীস্থ বিধবাদের বিষয়।**

৩ যাহারা প্রকৃত বিধবা, সেই
৪ বিধবাদিগকে সমাদর কর। কিন্তু
যদি কোন বিধবার পুত্র কি পৌত্রগণ
থাকে, তবে তাহারা প্রথমতঃ নিজ
বাটীর লোকদের প্রতি ভক্তি
প্রকাশ করিতে ও পিতামাতার
প্রত্যুপকার করিতে শিক্ষা করুক;
কেননা তাহাই ঈশ্বরের সাক্ষাতে
৫ গ্রাহ্য। যে স্ত্রী প্রকৃত বিধবা ও
অনাথা, সে ঈশ্বরের উপরে প্রত্যাশা
রাখিয়া রাত দিন বিনতি ও প্রার্থনায়
৬ নিবিষ্টা থাকে। কিন্তু যে বিলাসিনী,
৭ সে জীবদ্দশায় মৃতা। এই সমস্ত
আজ্ঞা কর, যেন তাহারা অনিন্দনীয়
৮ হয়। কিন্তু কেহ যদি আপনার
সম্পর্কীয় লোকদের বিশেষতঃ নিজ
পরিজনগণের জন্য চিন্তা না করে,
তাহা হইলে সে বিশ্বাস অস্বীকার
করিয়াছে, এবং অবিশ্বাসী অপেক্ষা
অধম হইয়াছে।

৯ বিধবা বলিয়া কেবল তাহাকেই
গণনা করা হউক, যাহার বয়স ষাট
বৎসরের নীচে নয়, ও যাহার এক-
১০ মাত্র স্বামী ছিল, এবং যাহার পক্ষে
নানা সৎকর্ম্মের প্রমাণ পাওয়া যায়;
অর্থাৎ যদি সে সন্তানদের লালন
পালন করিয়া থাকে, যদি অতিথি-
সেবা করিয়া থাকে, যদি পবিত্র-
দিগের পা ধুইয়া থাকে, যদি ক্লিষ্ট-
দিগের উপকার করিয়া থাকে, যদি
সমস্ত সৎকর্ম্মের অনুসরণ করিয়া
১১ থাকে। কিন্তু যুবতী বিধবাদিগকে
অস্বীকার কর, কেননা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে
বিলাসিনী হইলে তাহারা বিবাহ
১২ করিতে চায়; তাহারা প্রথম বিশ্বাস
অগ্রাহ্য করাতে দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।
১৩ ইহা ছাড়া তাহারা বাড়ী বাড়ী
ঘুরিয়া বেড়াইয়া অলস হইতে
শিখে; কেবল অলসও নয়, বরং
বাচাল ও অনধিকারচর্চ্চাকারিণী
হইতে ও অনুচিত কথা কহিতে
১৪ শিখে। অতএব আমার বাসনা
এই, যুবতী [বিধবারা] বিবাহ করুক,
সন্তান প্রসব করুক, গৃহে কর্তৃত্ব
করুক, বিপক্ষকে নিন্দা করিবার
১৫ কোন সূত্র না দিউক। কেননা
ইতিপূর্ব্বেও কেহ কেহ শয়তানের
পশ্চাৎ বিপথগামিনী হইয়াছে।
১৬ যদি কোন বিশ্বাসিনী মহিলার ঘরে
বিধবাগণ থাকে, তিনি তাহাদের

উপকার করুন ; মণ্ডলী ভারগ্রস্ত
না হউক, যেন প্রকৃত বিধবাগণের
উপকার করিতে পারে।

### নানাবিধ উপদেশ।

১৭ যে প্রাচীনেরা উত্তমরূপে শাসন
করেন, বিশেষতঃ যাঁহারা বাক্যে ও
শিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তাঁহারা
দ্বিগুণ সমাদরের যোগ্য গণিত
১৮ হউন। কারণ শাস্ত্রে বলে, "শস্য-
মর্দ্দনকারী বলদের মুখে জাল্‌তি
বাঁধিও না ;" আর, "কার্য্যকারী
১৯ আপন বেতনের যোগ্য।"* দুই
তিন জন সাক্ষী ব্যতিরেকে কোন
প্রাচীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রাহ্য
২০ করিও না।† যাহারা পাপ করে,
তাহাদিগকে সকলের সাক্ষাতে অনু-
যোগ কর ; যেন অন্য সকলেও ভয়
২১ পায়। আমি ঈশ্বরের, খ্রীষ্ট যীশুর
ও মনোনীত দূতগণের সাক্ষাতে
তোমাকে এই দৃঢ় আজ্ঞা দিতেছি,
তুমি পূর্ব্বধারণা ব্যতিরেকে এই
সকল বিধি পালন কর, পক্ষপাতের
২২ বশে কিছুই করিও না। কাহারও
উপরে হস্তার্পণ করিতে সত্বর হইও
না, এবং পরপাপের ভাগী হইও
না ; আপনাকে শুদ্ধ করিয়া রক্ষা
২৩ কর। এখন অবধি কেবল জল
পান করিও না, কিন্তু তোমার
উদরের জন্য ও তোমার বার বার
অসুখ হয় বলিয়া কিঞ্চিৎ দ্রাক্ষারস
২৪ ব্যবহার করিও। কোন কোন
লোকের পাপ সুস্পষ্ট, বিচারের
পথে অগ্রগামী ; আবার কোন
কোন লোকের পাপ তাহাদের
২৫ পশ্চাদ্গামী। সৎকর্ম্মও তদ্রূপ
সুস্পষ্ট ; আর যাহা যাহা অন্যবিধ,
সেগুলি গুপ্ত রাখিতে পারা
যায় না।

৬ যে সকল লোক যোঁয়ালির অধীন
দাস, তাহারা আপন আপন কর্ত্তা-
দিগকে সম্পূর্ণ সমাদরের যোগ্য
জ্ঞান করুক, যেন ঈশ্বরের নাম
২ এবং শিক্ষা নিন্দিত না হয়। আর
যাহাদের বিশ্বাসী কর্ত্তা আছে,
তাহারা তাঁহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া
তুচ্ছ জ্ঞান না করুক ; বরং আরও
যত্নে দাস্যকর্ম্ম করুক, কেননা
যাঁহারা সেই সদ্ব্যবহারের ফল
ভোগ করেন, তাঁহারা বিশ্বাসী ও
প্রেমের পাত্র।
৩ এই সকল শিক্ষা দেও ও অনুনয়
কর। যদি কেহ অন্যবিধ শিক্ষা
দেয়, এবং নিরাময় বাক্য, অর্থাৎ
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাক্য,
ও ভক্তির অনুরূপ শিক্ষা স্বীকার না
৪ করে, তবে সে গর্ব্বান্ধ, কিছুই জানে
না, কিন্তু বিতণ্ডা ও বাগ্‌যুদ্ধের
বিষয়ে রোগগ্রস্ত হইয়াছে ; এ
সকলের ফল মাৎসর্য্য, বিরোধ.
৫ বিবিধ নিন্দা, কুসন্দেহ, এবং নষ্ট-
বিবেক ও হীনসত্য লোকদের চির-
বিসংবাদ ; এ প্রকার লোকেরা
ভক্তিকে লাভের উপায় জ্ঞান করে।
৬ বাস্তবিকই ভক্তি, সন্তোষযুক্ত হইলে,
৭ মহালাভের উপায়, কেননা আমরা
জগতে কিছুই সঙ্গে আনি নাই,
কিছুই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেও

* দ্বি বি ২৫ ; ৪। লূক ১০, ৭।
† দ্বি বি ১৯, ১৫। মথি ১৮ ; ১৬।

৮ পারি না; কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন
পাইলে আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট
৯ থাকিব। কিন্তু যাহারা ধনী হইতে
বাসনা করে, তাহারা পরীক্ষাতে ও
ফাঁদে এবং নানাবিধ মূঢ় ও হানিকর
অভিলাষে পতিত হয়, সে সকল
মনুষ্যদিগকে সংহারে ও বিনাশে
১০ মগ্ন করে। কেননা ধনাসক্তি সকল
মন্দের একটা মূল; তাহাতে রত
হওয়াতে কতক লোক বিশ্বাস হইতে
বিপথগামী হইয়াছে, এবং অনেক
যাতনারূপ কণ্টকে আপনারা
আপনাদিগকে বিদ্ধ করিয়াছে।
১১ কিন্তু তুমি, হে ঈশ্বরের লোক,
এই সকল হইতে পলায়ন কর;
এবং ধার্ম্মিকতা, ভক্তি, বিশ্বাস,
প্রেম, ধৈর্য্য, মৃদুভাব, এই সকলের
১২ অনুধাবন কর। বিশ্বাসের উত্তম
যুদ্ধে প্রাণপণ কর; অনন্ত জীবন
ধরিয়া রাখ; তাহারই নিমিত্ত তুমি
আহূত হইয়াছ, এবং অনেক সাক্ষীর
সাক্ষাতে সেই উত্তম প্রতিজ্ঞা স্বীকার
১৩ করিয়াছ। সকলের জীবনদাতা
ঈশ্বরের সাক্ষাতে, এবং যিনি পন্তীয়
পীলাতের কাছে সেই উত্তম প্রতিজ্ঞা-
রূপ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, সেই খ্রীষ্ট
যীশুর সাক্ষাতে, আমি তোমাকে
১৪ এই আজ্ঞা করিতেছি, তুমি ধর্ম্মবিধি
নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয় রাখ; প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের সেই প্রকাশপ্রাপ্তি
১৫ পর্য্যন্ত, যাহা সেই পরমধন্য ও
একমাত্র সম্রাট, রাজত্বকারীদের
রাজা ও প্রভুত্বকারীদের প্রভু,
উপযুক্ত সময়-সমূহে প্রদর্শন
১৬ করিবেন; যিনি অমরতার একমাত্র
অধিকারী, অগম্য দীপ্তিনিবাসী,
যাঁহাকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও
দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও
না; তাঁহারই সমাদর ও অনন্তকাল-
স্থায়ী পরাক্রম হউক। আমেন্।
১৭ যাহারা এই যুগে ধনবান্, তাহা-
দিগকে এই আজ্ঞা দেও, যেন
তাহারা গর্ব্বিতমনা না হয়, এবং
ধনের অস্থিরতার উপরে নয়, কিন্তু
যিনি ধনবানের ন্যায় সকলই
আমাদের ভোগার্থে যোগাইয়া দেন,
সেই ঈশ্বরেরই উপরে প্রত্যাশা
১৮ রাখে; যেন পরের উপকার করে,
সৎক্রিয়ারূপ ধনে ধনবান্ হয়, দান-
শীল হয়, সহভাগীকরণে তৎপর
১৯ হয়; এইরূপে তাহারা আপনা-
দের নিমিত্ত ভাবীকালের জন্য
উত্তম ভিত্তিমূলস্বরূপ নিধি প্রস্তুত
করুক, যেন, যাহা প্রকৃতরূপে
জীবন, তাহাই ধরিয়া রাখিতে
পারে।
২০ হে তীমথিয়, তোমার কাছে যাহা
গচ্ছিত হইয়াছে, তাহা সাবধানে
রাখ; যাহা অযথারূপে বিদ্যা নামে
আখ্যাত, তাহার ধর্ম্মবিরূপক
নিঃসার শব্দাড়ম্বর ও বিরোধবাণী
২১ হইতে বিমুখ হও; সেই বিদ্যা
অঙ্গীকার করিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস
সম্বন্ধে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে।

অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী
হউক।

# তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

**মঙ্গলাচরণ। স্থির ও বিশ্বস্ত থাকিতে আদেশ।**

১ পৌল, খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় জীবনের
প্রতিজ্ঞানুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট
যীশুর প্রেরিত,—আমার প্রিয় বৎস
২ তীমথিয়ের সমীপে। পিতা ঈশ্বর
ও আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশু হইতে
অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি বর্ত্তুক।
৩ ঈশ্বর, যাঁহার আরাধনা আমি
পিতৃপুরুষাবধি শুচি সংবেদে করিয়া
থাকি, তাঁহার ধন্যবাদ করি যে,
আমার বিনতিতে সতত তোমাকে
৪ স্মরণ করিতেছি; তোমার অশ্রুপাত
স্মরণ করিয়া রাত দিন তোমাকে
দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, যেন
৫ আনন্দে পূর্ণ হই; তোমার অন্তরস্থ
অকল্পিত বিশ্বাসের কথা স্মরণ
করিতেছি, যাহা অগ্রে তোমার
মাতামহী লোয়ীর ও তোমার মাতা
উনীকীর অন্তরে বাস করিত, এবং
আমার নিশ্চয় বোধ হয়, তোমার
৬ অন্তরেও বাস করিতেছে। এই
কারণ তোমাকে স্মরণ করাইয়া
দিতেছি যে, আমার হস্তার্পণ দ্বারা
ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-দান তোমাতে
আছে, তাহা উদ্দীপিত কর।
৭ কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে ভীরুতার
আত্মা দেন নাই, কিন্তু শক্তির,
প্রেমের ও সুবুদ্ধির আত্মা দিয়াছেন।
৮ অতএব আমাদের প্রভুর সাক্ষ্যের
বিষয়ে, এবং তাঁহার বন্দি যে
আমি, আমার বিষয়ে তুমি লজ্জিত
হইও না, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি
অনুসারে সুসমাচারের সহিত
৯ ক্লেশভোগ স্বীকার কর; তিনিই
আমাদিগকে পরিত্রাণ দিয়াছেন,
এবং পবিত্র আহ্বানে আহ্বান
করিয়াছেন, আমাদের কার্য্য অনু-
সারে, এমন নয়, কিন্তু নিজ সঙ্কল্প
ও অনুগ্রহ অনুসারে করিয়াছেন;
সেই অনুগ্রহ অনাদিকালের পূর্ব্বে
খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে দত্ত হইয়া-
১০ ছিল, এবং এখন আমাদের ত্রাণ-
কর্ত্তা খ্রীষ্ট যীশুর প্রকাশপ্রাপ্তি দ্বারা
প্রকাশিত হইল, যিনি মৃত্যুকে শক্তি-
হীন করিয়াছেন, এবং সুসমাচার
দ্বারা জীবন ও অক্ষয়তাকে দীপ্তিতে
১১ আনিয়াছেন। সেই সুসমাচারের
সম্বন্ধে আমি প্রচারক, প্রেরিত ও
১২ গুরু বলিয়া নিযুক্ত হইয়াছি। এই
কারণ এত দুঃখভোগও করিতেছি,
তথাপি লজ্জিত হই না, কেননা
যাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছি, তাঁহাকে
জানি, এবং দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করি-
তেছি যে, আমি তাঁহার কাছে
যাহা গচ্ছিত রাখিয়াছি,* তিনি সেই
দিনের জন্য তাহা রক্ষা করিতে
সমর্থ।

* (বা) তিনি আমার কাছে যাহা গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

১৩ তুমি আমার কাছে যাহা যাহা
শুনিয়াছ, সেই নিরাময় বাক্য-
সমূহের আদর্শ খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয়
বিশ্বাসে ও প্রেমে ধারণ কর।
১৪ তোমার কাছে যে উত্তম ধন গচ্ছিত
আছে, তাহা যিনি আমাদের অন্তরে
বাস করেন, সেই পবিত্র আত্মা
দ্বারা রক্ষা কর।
১৫ তুমি জান, এশিয়াতে যাহারা
আছে, তাহারা সকলে আমার নিকট
হইতে সরিয়া পড়িয়াছে; তাহাদের
মধ্যে ফুগিল্ল ও হর্ম্মগিনি আছে।
১৬ প্রভু অনীষিফরের পরিবারকে দয়া
প্রদান করুন, কেননা তিনি বার বার
আমার প্রাণ জুড়াইয়াছেন, এবং
আমার শৃঙ্খল হেতু লজ্জিত হন
১৭ নাই; বরং তিনি রোমে উপস্থিত
হইলে যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া
আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন—
১৮ প্রভু তাঁহাকে এই বর দিউন, যেন
সেই দিন তিনি প্রভুর নিকট দয়া
পান—আর ইফিষে তিনি কত
পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, তাহা তুমি
বিলক্ষণ জ্ঞাত আছ।

### খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম যোদ্ধার কর্ত্তব্য।

২ অতএব, হে আমার বৎস, তুমি
খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত অনুগ্রহে বলবান্
২ হও। আর অনেক সাক্ষীর মুখে যে
সকল বাক্য আমার কাছে শুনিয়াছ,
সে সকল এমন বিশ্বস্ত লোকদিগকে
সমর্পণ কর, যাহারা অন্য অন্য
লোককেও শিক্ষা দিতে সক্ষম
হইবে।
৩ তুমি খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম যোদ্ধার
মত [আমার] সহিত ক্লেশভোগ
৪ স্বীকার কর। কেহ যুদ্ধ করিবার
সময়ে আপনাকে সাংসারিক
ব্যাপাররূপ পাশে বদ্ধ হইতে দেয়
না, যেন তাহাকে যে ব্যক্তি যোদ্ধা
করিয়া নিযুক্ত করিয়াছে, তাহারই
৫ তুষ্টিকর হইতে পারে। আবার
কোন ব্যক্তি যদি মল্লযুদ্ধ করে,
সে বিধিমত যুদ্ধ না করিলে মুকুটে
৬ বিভূষিত হয় না। যে কৃষক পরি-
শ্রম করে, সেই প্রথমে ফলের ভাগী
৭ হয় ইহা উপযুক্ত। আমি যাহা
বলি, তাহা বিবেচনা কর; কারণ
প্রভু সর্ব্ববিষয়ে তোমাকে বুদ্ধি
দিবেন।
৮ যীশু খ্রীষ্টকে স্মরণ কর; আমার
সুসমাচার অনুসারে তিনি মৃতগণের
মধ্য হইতে উত্থাপিত, দায়ূদের
৯ বংশজাত; সেই সুসমাচার সম্বন্ধে
আমি দুষ্কর্ম্মকারীর ন্যায় বন্ধনদশা
পর্য্যন্ত ক্লেশভোগ করিতেছি; কিন্তু
১০ ঈশ্বরের বাক্য বদ্ধ হয় নাই। এই
কারণ আমি মনোনীতদের নিমিত্ত
সকলই সহ্য করি, যেন তাহারাও
খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত পরিত্রাণ অনন্ত-
কালীয় প্রতাপের সহিত প্রাপ্ত হয়।
১১ এই কথা বিশ্বসনীয়;
কারণ আমরা যদি তাঁহার সহিত
মরিয়া থাকি, তাঁহার সহিত
জীবিতও হইব;
১২ যদি সহ্য করি, তাঁহার সহিত
রাজত্বও করিব;
যদি তাঁহাকে অস্বীকার করি,
তিনিও আমাদিগকে অস্বীকার
করিবেন;

১৩ আমরা যদি অবিশ্বস্ত হই, তিনি
বিশ্বস্ত থাকেন ;
কারণ তিনি আপনাকে অস্বীকার
করিতে পারেন না।
১৪ এই সকল কথা স্মরণ করাইয়া
দেও, প্রভুর সাক্ষাতে দৃঢ় প্রমাণ
দেও, যেন লোকেরা বাগ্‌যুদ্ধ না
করে, কেননা তাহাতে কোন ফল
দর্শে না, যাহারা শুনে, তাহাদের
১৫ নিপাত হয়। তুমি আপনাকে
ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক
দেখাইতে যত্ন কর ; এমন কার্য্য-
কারী হও, যাহার লজ্জা করিবার
প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য
যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে জানে।
১৬ কিন্তু ধর্ম্মবিরূপক নিঃসার শব্দাড়ম্বর
হইতে পৃথক্ থাক ; কেননা সেই
প্রকার লোক ভক্তিলঙ্ঘনে অধিক
১৭ অগ্রসর হইবে, এবং তাহাদের বাক্য
গলিত ক্ষতের ন্যায় উত্তর উত্তর ক্ষয়
করিবে। হুমিনায় ও ফিলীত তাহা-
১৮ দের মধ্যে ; ইহারা সত্যের সম্বন্ধে
লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, বলিতেছে,
পুনরুত্থান হইয়া গিয়াছে, এবং
কাহারও কাহারও বিশ্বাস উল্টাইয়া
ফেলিতেছে।
১৯ তথাপি ঈশ্বর-স্থাপিত দৃঢ় ভিত্তি-
মূল স্থির রহিয়াছে, তাহার উপরে
এই কথা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, "প্রভু
জানেন, কে কে তাঁহার" ;* এবং
"যে কেহ প্রভুর নাম করে, সে
অধার্ম্মিকতা হইতে দূরে থাকুক।"
২০ কিন্তু কোন বৃহৎ বাটীতে কেবল
স্বর্ণের ও রৌপ্যের পাত্র নয়, কাষ্ঠের
ও মৃত্তিকার পাত্রও থাকে ; তাহার
কতকগুলি সমাদরের, কতকগুলি
২১ অনাদরের পাত্র। অতএব যদি কেহ
আপনাকে এই সকল হইতে শুচি
করে, তবে সে সমাদরের পাত্র,
পবিত্রীকৃত, কর্ত্তার কার্য্যের উপ-
যোগী, সমস্ত সৎক্রিয়ার নিমিত্ত
প্রস্তুত হইবে।
২২ কিন্তু তুমি যৌবনকালের অভি-
লাষ হইতে পলায়ন কর ; এবং
যাহারা শুচি হৃদয়ে প্রভুকে ডাকে,
তাহাদের সহিত ধার্ম্মিকতা, বিশ্বাস,
প্রেম ও শান্তির অনুধাবন কর।
২৩ কিন্তু মূঢ় ও অজ্ঞান বিতণ্ডা সকল
অস্বীকার কর ; তুমি জান, এ
২৪ সকল যুদ্ধ উৎপন্ন করে। আর যুদ্ধ
করা প্রভুর দাসের উপযুক্ত নহে ;
কিন্তু সকলের প্রতি কোমল, শিক্ষা-
২৫ দানে নিপুণ, সহনশীল হওয়া, এবং
মৃদু ভাবে বিরোধিগণকে শাসন
করা তাহার উচিত ; হয় ত ঈশ্বর
তাহাদিগকে মনপরিবর্ত্তন দান করি-
২৬ বেন, যেন তাহারা সত্যের তত্ত্বজ্ঞান
প্রাপ্ত হয়, এবং তাঁহার ইচ্ছা
সাধনের নিমিত্ত প্রভুর দাসের দ্বারা
দিয়াবলের ফাঁদ হইতে জীবনার্থে
ধৃত হইয়া চেতনা পাইয়া বাঁচে।

### শেষ কালের বিষম সময়ের বিষয়।

৩ কিন্তু ইহা জানিও, শেষ কালে
বিষম সময় উপস্থিত হইবে।
২ কেননা মনুষ্যেরা আত্মপ্রিয়, অর্থ-
প্রিয়, আত্মশ্লাঘী, অভিমানী, ধর্ম্ম-
নিন্দক, পিতামাতার অবাধ্য,

* গণ ১৬, ৫, ২৬। যোহন ১০, ১৪।

৩ অকৃতজ্ঞ, অসাধু, স্নেহরহিত, ক্ষমা-
হীন, অপবাদক, অজিতেন্দ্রিয়,
৪ প্রচণ্ড, সদ্‌বিদ্বেষী, বিশ্বাসঘাতক,
দুঃসাহসী, গর্ব্বান্ধ, ঈশ্বরপ্রিয় নয়,
৫ বরং বিলাসপ্রিয় হইবে; লোকে
ভক্তির অবয়বধারী, কিন্তু তাহার
শক্তি অস্বীকারকারী হইবে; তুমি
এরূপ লোকদের হইতে সরিয়া
৬ যাও। ইহাদেরই মধ্যে এমন লোক
আছে, যাহারা ছলপূর্ব্বক গৃহে গৃহে
প্রবেশ করিয়া পাপে ভারাক্রান্ত
ও নানাবিধ অভিলাষে চালিতা যে
স্ত্রীলোকেরা সতত শিক্ষা করে,
৭ তথাপি সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত
পঁহুছিতে পারে না, তাহাদিগকে
৮ বন্দি করিয়া ফেলে। আর যান্নি
ও যাম্ব্রি যেমন মোশির প্রতিরোধ
করিয়াছিল,* তদ্রূপ ইহারা সত্যের
প্রতিরোধ করিতেছে, এই লোকেরা
নষ্টবিবেক, বিশ্বাস সম্বন্ধে অ-
৯ প্রামাণিক। কিন্তু ইহারা আর
অগ্রসর হইতে পারিবে না; কারণ
যেমন উহাদেরও হইয়াছিল, তেমনি
ইহাদের মূঢ়তা সকলের কাছে ব্যক্ত
হইবে।

### ঈশ্বরের শাস্ত্র বিশ্বাসীর পরিপক্ক হইবার উপায়।

১০ কিন্তু তুমি আমার শিক্ষা, আচার
ব্যবহার, সঙ্কল্প, বিশ্বাস, দীর্ঘ-
সহিষ্ণুতা, প্রেম, ধৈর্য্য, নানাবিধ
তাড়না, ও দুঃখভোগের অনুসরণ
১১ করিয়াছ; আন্তিয়খিয়াতে, ইক-
নিয়ে, লুস্ত্রায় আমার প্রতি কি কি
ঘটিয়াছিল; কত তাড়না সহ
করিয়াছি। আর সেই সমস্ত হইতে
প্রভু আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন
১২ আর যত লোক ভক্তিভাবে খ্রীষ্ট
যীশুতে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা
করে, সেই সকলের প্রতি তাড়না
১৩ ঘটিবে। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা ও
বঞ্চকেরা, পরের ভ্রান্তি জন্মাইয়া ও
আপনারা ভ্রান্ত হইয়া, উত্তর উত্তর
কুপথে অগ্রসর হইবে।
১৪ কিন্তু তুমি যাহা যাহা শিখিয়াছ
ও যাহার যাহার প্রমাণ জ্ঞাত
হইয়াছ, তাহাতেই স্থির থাক; তুমি
ত জান যে, কাহাদের কাছে
১৫ শিখিয়াছ। আরও জান, তুমি
শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্রকলাপ
জ্ঞাত আছ, সে সকল খ্রীষ্ট যীশু
সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে
পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান্‌
১৬ করিতে পারে। ঈশ্বর-নিশ্বসিত
প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার*
শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের,
ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত
১৭ উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক
পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্ম্মের জন্য
সুসজ্জীভূত হয়।

### বৃদ্ধ বন্দি পৌলের শেষ কথা।

৪ আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে, এবং
যিনি জীবিত ও মৃতগণের বিচার
করিবেন, সেই খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষাতে,
তাঁহার প্রকাশপ্রাপ্তি ও তাঁহার
রাজ্যের দোহাই দিয়া, তোমাকে
২ এই দৃঢ় আজ্ঞা দিতেছি; তুমি

* যাত্রা ৭; ১১।

* (বা) প্রত্যেক শাস্ত্র-লিপি ঈশ্বর-নিশ্বসিত, এবং।

বাক্য প্রচার কর, সময়ে অসময়ে
কার্য্যে অনুরক্ত হও, সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা
ও শিক্ষাদান-পূর্ব্বক অনুযোগ কর,
৩ ভর্ৎসনা কর, চেতনা দেও। কেননা
এমন সময় আসিবে, যে সময়
লোকেরা নিরাময় শিক্ষা সহ্য
করিবে না, কিন্তু কাণচুল্‌কানি-
বিশিষ্ট হইয়া আপন আপন
অভিলাষ অনুসারে আপনাদের জন্য
৪ রাশি রাশি গুরু ধরিবে, এবং সত্য
হইতে কাণ ফিরাইয়া গল্পের দিকে
৫ বিপথে যাইবে। কিন্তু তুমি সর্ব্ব-
বিষয়ে মিতাচারী হও, দুঃখভোগ
স্বীকার কর, সুসমাচার-প্রচারকের
কার্য্য কর, তোমার পরিচর্য্যা সম্পন্ন
কর।

৬ কেননা, এখন আমি পেয়
নৈবেদ্যের ন্যায় ঢালা যাইতেছি,
এবং আমার প্রস্থানের সময়
৭ উপস্থিত হইয়াছে। আমি উত্তম
যুদ্ধে প্রাণপণ করিয়াছি, নিরূপিত
পথের শেষ পর্য্যন্ত দৌড়িয়াছি,
৮ বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছি। এখন
অবধি আমার নিমিত্ত ধার্ম্মিকতার
মুকুট তোলা রহিয়াছে ; প্রভু, সেই
ধর্ম্মময় বিচারকর্ত্তা, সেই দিন
আমাকে তাহা দিবেন ; কেবল
আমাকে নয়, বরং যত লোক তাঁহার
প্রকাশপ্রাপ্তি ভাল বাসিয়াছে, সেই
সকলকেও দিবেন।

৯ তুমি শীঘ্র আমার কাছে আসিতে
১০ যত্ন কর ; কেননা দীমা এই বর্ত্তমান
যুগ ভাল বাসাতে আমাকে ত্যাগ
করিয়াছে, এবং থিষলনীকীতে
গিয়াছে ; ক্রীক্ষেন্ত গালাতিয়াতে,
তীত দাল্‌মাতিয়াতে গিয়াছেন ;
১১ একা লূক মাত্র আমার সঙ্গে
আছেন। তুমি মার্ককে সঙ্গে করিয়া
আইস, কেননা তিনি পরিচর্য্যা
বিষয়ে আমার বড় উপকারী।
১২ আর তুখিককে আমি ইফিষে
১৩ পাঠাইয়াছি। ত্রোয়াতে কার্পের
কাছে যে শালখানি রাখিয়া আসি-
য়াছি, তুমি আসিবার সময়ে
সেখানি এবং পুস্তকগুলি, বিশেষতঃ
চর্ম্মের পুস্তক কয়খানি, সঙ্গে
১৪ করিয়া আনিও। আলেক্‌সান্দর
কাংস্যকার আমার বিস্তর অপকার
করিয়াছে ; প্রভু তাহার কর্ম্মের
সমুচিত প্রতিফল তাহাকে দিবেন।
১৫ তুমিও সেই ব্যক্তি হইতে সাবধান
থাকিও, কেননা সে আমাদের
বাক্যের অত্যন্ত প্রতিরোধ করিয়া-
ছিল।

১৬ আমার প্রথম বার আত্মপক্ষ-
সমর্থন কালে কেহ আমার পক্ষে
উপস্থিত হইল না ; সকলে আমাকে
পরিত্যাগ করিল ; ইহা তাহাদের
১৭ প্রতি গণিত না হউক। কিন্তু প্রভু
আমার নিকটে দাঁড়াইলেন, এবং
আমাকে বলবান্ করিলেন, যেন
আমা দ্বারা প্রচার-কার্য্য সম্পন্ন
হয় এবং পরজাতীয় সকল লোক
তাহা শুনিতে পায় ; আর আমি
সিংহের মুখ হইতে রক্ষা পাইলাম।
১৮ প্রভু আমাকে সমুদয় মন্দ কর্ম্ম
হইতে রক্ষা করিবেন এবং আপনার
স্বর্গীয় রাজ্যে উত্তীর্ণ করিবেন।
যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে তাঁহার
মহিমা হউক। আমেন।

১৯ প্রিষ্কাকে ও আক্বিলাকে এবং
অনীষিফরের পরিবারকে মঙ্গলবাদ
২০ কর। ইরাস্ত করিন্থে রহিয়াছেন,
এবং ত্রফিম পীড়িত হওয়াতে আমি
তাঁহাকে মিলীতে রাখিয়া আসি-
২১ য়াছি। তুমি শীতকালের পূর্ব্বে
আসিতে যত্ন করিও। উবুল, পুদেন্ত,
লীন, ক্লৌদিয়া এবং সকল ভ্রাতা
তোমাকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন।
২২ প্রভু তোমার আত্মার সহবর্ত্তী
হউন। অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী
হউক।

# তীতের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র।

**মঙ্গলাচরণ। মণ্ডলী-শাসন সম্বন্ধীয় কথা।**

১ পৌল, ঈশ্বরের দাস ও যীশু
খ্রীষ্টের প্রেরিত, ঈশ্বরের মনোনীত-
গণের বিশ্বাস অনুসারে, এবং ভক্তি
অনুযায়ী সত্যের তত্ত্বজ্ঞান অনুসারে,
২ যে সত্য সেই অনন্ত জীবনের আশা-
যুক্ত, যাহা মিথ্যাকথনে অসমর্থ
ঈশ্বর অতি পূর্ব্ব কালে প্রতিজ্ঞা
৩ করিয়াছিলেন, এবং যথাসময়ে
আপন বাক্য ঘোষণাতে ব্যক্ত
করিলেন; আমাদের ত্রাণকর্ত্তা
ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই ঘোষণার
ভার আমার নিকটে সমর্পিত
৪ হইয়াছে—সাধারণ বিশ্বাসের সম্বন্ধে
আমার যথার্থ বৎস তীতের সমীপে।
পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের ত্রাণ-
কর্ত্তা খ্রীষ্ট যীশু হইতে অনুগ্রহ ও
শান্তি বর্ত্তুক।

অধ্যক্ষের বিষয়।

৫ আমি তোমাকে এই কারণে
ক্রীতীতে রাখিয়া আসিয়াছি, যেন
যাহা যাহা অসম্পূর্ণ, তুমি তাহা
ঠিক করিয়া দেও, এবং যেমন আমি
তোমাকে আদেশ দিয়াছিলাম,
প্রত্যেক নগরে প্রাচীনদিগকে
৬ নিযুক্ত কর; যে ব্যক্তি অনিন্দনীয়
ও কেবল এক স্ত্রীর স্বামী,
যাঁহার সন্তানগণ বিশ্বাসী, নষ্টামি
দোষে অপবাদিত বা অদম্য নয়
৭ (তাহাকে নিযুক্ত কর)। কেননা
ইহা আবশ্যক যে, অধ্যক্ষ ঈশ্বরের
ধনাধ্যক্ষ বলিয়া অনিন্দনীয় হন;
স্বেচ্ছাচারী কি আশুক্রোধী কি মদ্য-
পানে আসক্ত কি প্রহারক কি
৮ কুৎসিত লাভের লোভী না হন, কিন্তু
অতিথিসেবক, সৎপ্রেমিক, সংযত,
ন্যায়পরায়ণ, সাধু ও জিতেন্দ্রিয় হন,
৯ এবং শিক্ষানুরূপ বিশ্বসনীয় বাক্য
ধরিয়া থাকেন, এই প্রকারে যেন
তিনি নিরাময় শিক্ষাতে উপদেশ
দিতে এবং প্রতিকূলবাদীদের দোষ
ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন।
১০ কারণ অনেক অদম্য লোক,
অসার বাক্যবাদী ও বুদ্ধিভ্রামক

লোক আছে, বিশেষতঃ ত্বক্‌ছেদী-
দের মধ্যে আছে; তাহাদের মুখ
১১ বন্ধ করা চাই। তাহারা কুৎসিত
লাভের অনুরোধে অনুপযুক্ত শিক্ষা
দিয়া কখন কখন একেবারে
১২ ঘর উল্টাইয়া ফেলে। তাহাদের
এক জন, তাহাদের এক স্বদেশীয়
ভাববাদী বলিয়াছেন, 'ক্রীতীয়েরা
নিয়ত মিথ্যাবাদী, হিংস্র জন্তু, অলস
১৩ পেটুক'। এই সাক্ষ্য সত্য; এ
জন্য তুমি তাহাদিগকে তীক্ষ্ণভাবে
অনুযোগ কর; যেন তাহারা
১৪ বিশ্বাসে নিরাময় হয়, যিহূদীয়
গল্পে, ও সত্য হইতে বিমুখ
মনুষ্যদের আজ্ঞায়, মনোযোগ না
১৫ করে। শুচিগণের পক্ষে সকলই
শুচি; কিন্তু কলুষিত ও অবিশ্বাসী-
দের পক্ষে কিছুই শুচি নয়, বরং
তাহাদের মন ও সংবেদ উভয়ই
১৬ কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা
স্বীকার করে যে, ঈশ্বরকে জানে,
কিন্তু কার্য্যে তাঁহাকে অস্বীকার
করে; তাহারা ঘৃণাস্পদ ও অবাধ্য
এবং সমস্ত সৎক্রিয়ার পক্ষে
অপ্রামাণিক।

প্রাচীন, যুবক, দাস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন
লোকের কর্ত্তব্য।

২ কিন্তু তুমি নিরাময় শিক্ষার
১ উপযুক্ত কথা বল। বৃদ্ধদিগকে বল,
যেন তাঁহারা মিতাচারী, ধীর, সংযত
[এবং] বিশ্বাসে, প্রেমে, ধৈর্য্যে
৩ নিরাময় হন। সেইরূপে প্রাচীনা-
দিগকে বল, যেন তাঁহারা আচার
ব্যবহারে ভয়শীলা হন, অপবাদিকা
কি বহুমদ্যের দাসী না হন, সুশিক্ষা-
৪ দায়িনী হন; তাঁহারা যেন যুবতী-
দিগকে সংযত করিয়া তুলেন, যেন
ইহারা পতিপ্রিয়া, সন্তানপ্রিয়া,
৫ সংযতা, সতী, গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা,
সুশীলা, ও আপন আপন স্বামীর
বশীভূতা হয়, এইরূপে যেন ঈশ্বরের
বাক্য নিন্দিত না হয়।
৬ সেইরূপে যুবকদিগকে সংযত
৭ হইতে আদেশ কর। আর আপনি
সর্ব্ববিষয়ে সৎক্রিয়ার আদর্শ হও,
৮ শিক্ষাতে অবিকার্য্যতা, ধীরতা, এবং
অদূষ্য নিরাময় বাক্য প্রদর্শন কর;
যেন বিপক্ষ আমাদের বিষয়ে মন্দ
বলিবার সূত্র না পাওয়াতে লজ্জিত
হয়।
৯ দাসগণকে বল, যেন তাহারা
আপন আপন স্বামীর বশীভূত ও
সর্ব্ববিষয়ে সন্তোষদায়ক হয়, প্রতি-
১০ বাদ না করে, কিছুই আত্মসাৎ
না করে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার উত্তম
বিশ্বস্ততা দেখায়; যেন তাহারা
আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের শিক্ষা
সর্ব্ববিষয়ে ভূষিত করে।

খ্রীষ্টের অবতার ও পুনরাগমনের শুভফল।

১১ কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকা-
শিত হইয়াছে, তাহা সমুদয় মনুষ্যের
১২ জন্য পরিত্রাণ আনয়ন করে, তাহা
আমাদিগকে শাসন করিতেছে, যেন
আমরা ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক
অভিলাষ সকল অস্বীকার করিয়া
সংযত, ধার্ম্মিক ও ভক্তিভাবে এই
বর্ত্তমান যুগে জীবন যাপন করি,
১৩ এবং পরমধন্য আশাসিদ্ধির জন্য,

এবং মহান্ ঈশ্বর ও আমাদের*
ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপের
প্রকাশপ্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করি।
১৪ ইনি আমাদের নিমিত্তে আপনাকে
প্রদান্ করিলেন, যেন মূল্য দিয়া
আমাদিগকে সমস্ত অধর্ম্ম হইতে
মুক্ত করেন, এবং আপনার নিমিত্ত
নিজস্ব প্রজাবর্গকে, সৎক্রিয়াতে
উদ্যোগী প্রজাবর্গকে, শুচি করেন।
১৫ তুমি এই সকল কথা বল, এবং
সম্পূর্ণ ক্ষমতার সহিত উপদেশ দেও,
ও অনুযোগ কর ; তোমাকে তুচ্ছ
করিতে কাহাকেও দিও না।

৩ তুমি তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া
দেও, যেন তাহারা আধিপত্যের ও
কর্ত্তৃত্বের বশীভূত হয়, বাধ্য হয়, সর্ব্ব-
প্রকার সৎক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হয়,
২ কাহারও নিন্দা না করে, নির্ব্বিরোধ
ও ক্ষান্তশীল হয়, সকল মনুষ্যের
কাছে সম্পূর্ণ মৃদুতা দেখায়।
৩ কেননা পূর্ব্বে আমরাও নির্ব্বোধ,
অবাধ্য, ভ্রান্ত, নানাবিধ অভিলাষের
ও সুখভোগের দাস, হিংসাতে ও
মাৎসর্য্যে কালক্ষেপকারী, ঘৃণার্হ ও
৪ পরস্পর দ্বেষকারী ছিলাম। কিন্তু
যখন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের
মধুর স্বভাব এবং মানবজাতির প্রতি
৫ প্রেম প্রকাশিত হইল, তখন তিনি
আমাদের কৃত ধর্ম্মকর্ম্মহেতু নয়, কিন্তু
আপনার দয়ানুসারে, পুনর্জ্জন্মের
স্নান† ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণ
দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করি-
৬ লেন, সেই আত্মাকে তিনি আমাদের
ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের
উপরে প্রচুররূপে ঢালিয়া দিলেন :
৭ যেন তাঁহারই অনুগ্রহে ধার্ম্মিক
গণিত হইয়া আমরা অনন্ত জীবনের
প্রত্যাশানুসারে দায়াধিকারী হই।
৮ এই কথা বিশ্বসনীয় ; আর আমার
বাসনা এই যে, এই সকল বিষয়ে
তুমি দৃঢ়নিশ্চয়তায় কথা বল: যাহারা
ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহারা
যেন সৎকার্য্যে ব্যাপৃত হইবার চিন্তা
করে। এই সকল বিষয় মনুষ্যদের
৯ পক্ষে উত্তম ও সুফলদায়ক। কিন্তু
তুমি মূঢ়তার সকল বিতণ্ডা, বংশা-
বলি, বিবাদ এবং ব্যবস্থাবিষয়ক
বাগ্‌যুদ্ধ হইতে দূরে থাক : কেননা
১০ এ সকল নিষ্ফল ও অসার। যে
ব্যক্তি দলভেদী, তাহাকে দুই এক
বার চেতনা দিবার পর অগ্রাহ্য কর :
১১ জানিও, এরূপ ব্যক্তি বিগড়াইয়া
গিয়াছে, এবং সে পাপ করে,
আপনি আপনাকেই দোষী করে।
১২ আমি যখন তোমার নিকটে
আর্ত্তিমাকে কিম্বা তুখিককে পাঠাই,
তখন তুমি নীকপলিতে আমার
কাছে আসিতে যত্নবান্ হইও :
কেননা সেই স্থানে আমি শীতকাল
যাপন করিতে স্থির করিয়াছি।
১৩ ব্যবস্থাবেত্তা সীনাকে এবং আপল্লো-
কে যত্নপূর্ব্বক পাঠাইয়া দেও,
তাঁহাদের যেন কোন বিষয়ের অভাব
১৪ না হয়। আর আমাদের লোকেরাও
প্রয়োজনীয় উপকারার্থে সৎকার্য্যে
ব্যাপৃত হইতে অভ্যাস করুক, যেন
ফলহীন হইয়া না পড়ে।
১৫ আমার সঙ্গীরা সকলে তোমাকে
মঙ্গলবাদ করিতেছেন। যাঁহারা

* (বা) এবং আমাদের মহান্ ঈশ্বর ও। † (বা) স্নান-পাত্র।

বিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদিগকে ভাল-
বাসেন, তাঁহাদিগকে মঙ্গলবাদ দেও।
অনুগ্রহ তোমাদের সকলের
সহবর্ত্তী হউক।

# ফিলীমনের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র।

**মঙ্গলাচরণ। ওনীষিমঃ নামক**
**দাসের জন্য নিবেদন।**

১ পৌল, খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি, এবং
ভ্রাতা তীমথিয়—আমাদের প্রেম-
২ পাত্র ও সহকারী ফিলীমন, আপ্পিয়া
ভগিনী ও আমাদের সহসেনা
আর্খিপ্প এবং তোমার গৃহস্থিত মণ্ডলী
৩ সমীপে। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও
প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও
শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
৪ আমি আমার প্রার্থনাকালে
তোমার নাম উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদা
আমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া
৫ থাকি, কেননা তোমার যে প্রেম ও
যে বিশ্বাস প্রভু যীশুর প্রতি ও
সমস্ত পবিত্র লোকের প্রতি আছে,
সে কথা শুনিতে পাইতেছি;
৬ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত
উত্তম বিষয়ের জ্ঞানে যেন তোমার
বিশ্বাসের সহভাগিতা খ্রীষ্টের উদ্দেশে
কার্য্যসাধক হয়, এই প্রার্থনা করি-
৭ তেছি। কেননা তোমার প্রেমে আমি
অনেক আনন্দ ও আশ্বাস পাইয়াছি,
কারণ, হে ভ্রাতা, তোমার দ্বারা
পবিত্রগণের প্রাণ জুড়াইয়াছে।
৮ অতএব, যাহা উপযুক্ত, তদ্বিষয়ে
তোমাকে আজ্ঞা দিতে যদিও খ্রীষ্টে
৯ আমার সম্পূর্ণ সাহস আছে, তথাপি
আমি প্রেম প্রযুক্ত বরং বিনতি
করিতেছি—ঈদৃশ ব্যক্তি, সেই বৃদ্ধ
পৌল, এবং এখন আবার খ্রীষ্ট
১০ যীশুর বন্দি—আমি নিজ বৎসের
বিষয়ে, বন্ধন-দশায় যাহাকে জন্ম
দিয়াছি, সেই ওনীষিমের বিষয়ে
১১ তোমাকে বিনতি করিতেছি। সে
পূর্ব্বে তোমার অনুপযোগী ছিল,
কিন্তু এখন তোমার ও আমার,
১২ উভয়ের উপযোগী। তাহাকেই আমি
তোমার কাছে ফিরিয়া পাঠাইলাম,
অর্থাৎ আমার নিজ প্রাণতুল্য
১৩ ব্যক্তিকে পাঠাইলাম। আমি তাহাকে
আমার কাছে রাখিতে চাহিয়া-
ছিলাম, যেন সুসমাচারের বন্ধন-
দশায় সে তোমার পরিবর্ত্তে আমার
১৪ পরিচর্য্যা করে। কিন্তু তোমার সম্মতি
বিনা কিছু করিতে ইচ্ছা করিলাম
না, যেন তোমার সৌজন্য আবশ্য-
কতার ফল না হইয়া স্ব-ইচ্ছার ফল
১৫ হয়। কারণ হয় ত সে এই হেতুই
কিয়ৎ কালের নিমিত্ত পৃথকীকৃত
হইয়াছিল, যেন তুমি অনন্তকালের
১৬ জন্য তাহাকে পাইতে পার; পুনরায়
দাসের ন্যায় নয়, কিন্তু দাস অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির, প্রিয় ভ্রাতার ন্যায়:

বিশেষরূপে সে আমার প্রিয়, এবং
মাংসের ও প্রভুর, উভয়ের সম্বন্ধে
১৭ তোমার কত অধিক প্রিয়। অতএব
যদি আমাকে সহভাগী জান,
তবে আমার তুল্য বলিয়া
১৮ তাহাকে গ্রহণ করিও। আর যদি
সে তোমার প্রতি কোন অন্যায়
করিয়া থাকে, কিম্বা তোমার কিছু
ধারে, তবে তাহা আমার বলিয়া
১৯ গণ্য কর; আমি পৌল স্বহস্তে ইহা
লিখিলাম; আমিই পরিশোধ করিব
—তুমি যে আমার কাছে ঋণবৎ
আপনাকেও ধার, তোমাকে এ কথা
২০ বলিতে চাই না। হাঁ, ভ্রাতা, প্রভুতে
তোমা হইতে আমার লাভ হউক;
তুমি খ্রীষ্টে আমার প্রাণ জুড়াও।

২১ তোমার আজ্ঞাবহতায় দৃঢ় বিশ্বাস
আছে বলিয়া তোমাকে লিখিলাম;
যাহা বলিলাম, তুমি তদপেক্ষাও
২২ অধিক করিবে, ইহা জানি। কিন্তু
আবার আমার জন্য বাসাও প্রস্তুত
করিয়া রাখিও, কেননা আশা
করি, তোমাদের প্রার্থনার দ্বারা
তোমাদিগকে প্রদত্ত হইব।
২৩ খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহবন্দি
ইপাফ্রা তোমাকে মঙ্গলবাদ করি-
২৪ তেছেন, মার্ক, আরিষ্টার্খ, দীমা ও
লূক, আমার এই সহকারিগণও
করিতেছেন।
২৫ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ
তোমাদের আত্মার সহবর্ত্তী হউক।
আমেন।

# ইব্রীয়দের প্রতি পত্র।

### যীশু খ্রীষ্ট সর্ব্বপ্রধান মধ্যস্থ।

#### যীশু দূতগণ অপেক্ষা মহান্‌।

১ ঈশ্বর পূর্ব্বকালে বহুভাগে ও
বহুরূপে ভাববাদিগণে পিতৃলোক-
২ দিগকে কথা বলিয়া, এই শেষ
কালে পুত্রেই আমাদিগকে বলিয়া-
ছেন। তিনি ইঁহাকেই সর্ব্বাধিকারী
দায়াদ করিয়াছেন, এবং ইঁহারই
দ্বারা যুগকলাপের রচনাও করিয়া-
৩ ছেন। ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা
ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন
পরাক্রমের বাক্যে সমুদয়ের ধারণ-
কর্ত্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া
ঊর্দ্ধলোকে মহিমার দক্ষিণে উপ-
৪ বিষ্ট হইলেন। স্বর্গদূতগণ অপেক্ষা
যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট নামের
অধিকার পাইয়াছেন, তিনি সেই
৫ পরিমাণে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। কারণ
ঈশ্বর ঐ দূতগণের মধ্যে কাহাকে
কোন্‌ সময়ে বলিয়াছেন,

"তুমি আমার পুত্র, আমি অদ্য
তোমাকে জন্ম দিয়াছি,"

আবার, "আমি তাঁহার পিতা হইব,
ও তিনি আমার পুত্র হইবেন"* ?

* গীত ২, ৭। ২ শমূয়েল ৭; ১৪।

৬ আর যখন তিনি প্রথমজাতকে
আবার* জগতে আনেন, তখন
বলেন, "ঈশ্বরের সকল দূত ইহাঁর
৭ ভজনা করুক"। আর দূতগণের
বিষয়ে তিনি বলেন,
"তিনি আপন দূতগণকে বায়ু-
স্বরূপ করেন,
আপন সেবকদিগকে অগ্নিশিখা-
স্বরূপ করেন।"†
৮ কিন্তু পুত্রের বিষয়ে তিনি বলেন,
"হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন
অনন্তকালস্থায়ী ;
আর সারল্যের শাসনদণ্ডই
তাঁহার রাজ্যের শাসনদণ্ড।
৯ তুমি ধার্ম্মিকতাকে প্রেম, ও
দুষ্টতাকে ঘৃণা করিয়াছ ;
এই কারণ ঈশ্বর, তোমার
ঈশ্বর, তোমাকে অভিষিক্ত
করিয়াছেন,
তোমার সখাগণ অপেক্ষা অধিক
পরিমাণে আনন্দ-তৈলে।"‡
১০ আর,
"হে প্রভু, তুমিই আদিতে
পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন
করিয়াছ,
আকাশমণ্ডলও তোমার হস্তের
রচনা।
১১ সে সকল বিনষ্ট হইবে, কিন্তু
তুমিই নিত্যস্থায়ী ;
সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইয়া
পড়িবে,
১২ তুমি পরিচ্ছদের ন্যায় সে সকল
জড়াইবে,
বস্ত্রের ন্যায় জড়াইবে, আর সে
সমস্তের পরিবর্ত্তন হইবে ;
কিন্তু তুমি যে, সেই আছ, এবং
তোমার বৎসর সকল কখনও
শেষ হইবে না।"*
১৩ কিন্তু তিনি দূতগণের মধ্যে
কাহাকে কোন্ সময়ে বলিয়া-
ছেন,
"তুমি আমার দক্ষিণে বস,
যাবৎ আমি তোমার শত্রু-
গণকে তোমার পাদপীঠ না
করি"?†
১৪ উহাঁরা সকলে কি সেবাকারী আত্মা
নহেন? যাহারা পরিত্রাণের অধি-
কারী হইবে, উহাঁরা কি তাহাদের
পরিচর্য্যার জন্য প্রেরিত নহেন?

২ এই জন্য যাহা যাহা শুনিয়াছি,
তাহাতে অধিক আগ্রহের সহিত
মনোযোগ করা আমাদের উচিত,
পাছে কোন ক্রমে ভাসিয়া চলিয়া
২ যাই। কেননা দূতগণ দ্বারা কথিত
বাক্য যদি দৃঢ় হইল, এবং লোকে
কোন প্রকারে তাহা লঙ্ঘন করিলে
কিম্বা তাহার অবাধ্য হইলে
যদি ন্যায়সিদ্ধ প্রতিফল দত্ত হইল,
৩ তবে এমন মহৎ এই পরিত্রাণ
অবহেলা করিলে আমরা কি
প্রকারে রক্ষা পাইব? ইহা ত
প্রথমে প্রভুর দ্বারা কথিত, ও
যাহারা শুনিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা
আমাদের নিকটে দৃঢ়ীকৃত হইল ;
৪ ঈশ্বরও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন,
নানা চিহ্ন, অদ্ভুত লক্ষণ ও বহুরূপ

* (বা) আবার যখন তিনি প্রথমজাতকে।
† গীত ১০৪ ; ৪। ‡ গীত ৪৫, ৬, ৭।

* গীত ১০২, ২৫-২৭। † গীত ১১০, ১।

পরাক্রম-কার্য্য এবং পবিত্র আত্মার
বর বিতরণ দ্বারা আপন ইচ্ছানু-
সারেই করিতেছেন।
৫ বাস্তবিক যে ভাবী জগতের কথা
আমরা কহিতেছি, তাহা তিনি দূত-
৬ গণের অধীন করেন নাই। বরং
কোন স্থানে কেহ সাক্ষ্য দিয়া
বলিয়াছেন,
"মনুষ্য কি যে তুমি তাহাকে স্মরণ
কর?
মনুষ্যসন্তানই বা কি যে তাহার
তত্ত্বাবধান কর?
৭ তুমি দূতগণ অপেক্ষা তাহাকে
অল্পই* ন্যূন করিয়াছ,
প্রতাপ ও সমাদর-মুকুটে বিভূ-
ষিত করিয়াছ;
এবং তোমার হস্তকৃত বস্তু
সকলের উপরে তাহাকে
স্থাপন করিয়াছ;
৮ সকলই তাহার পদতলে তাহার
অধীন করিয়াছ।"†
বস্তুতঃ সকলই তাহার অধীন
করাতে তিনি তাহার অনধীন কিছুই
অবশিষ্ট রাখেন নাই; কিন্তু এখন
এ পর্য্যন্ত, আমরা সকলই তাহার
৯ অধীনীকৃত দেখিতেছি না। কিন্তু
দূতগণ অপেক্ষা যিনি অল্পই*
ন্যূনীকৃত হইলেন, সেই ব্যক্তিকে
অর্থাৎ যীশুকে দেখিতেছি, তিনি
মৃত্যুভোগ হেতু প্রতাপ ও সমাদর-
মুকুটে বিভূষিত হইয়াছেন, যেন
ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকলের নিমিত্ত
মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করেন।

* (বা) অল্প কাল। † গীত ৮, ৪-৬।

যীশু বিশ্বাসীদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

১০ কেননা যাঁহার কারণ সকলই ও
যাঁহার দ্বারা সকলই হইয়াছে, ইহা
তাঁহার উপযুক্ত ছিল যে, তিনি
অনেক পুত্রকে প্রতাপে আনয়ন
সম্বন্ধে তাহাদের পরিত্রাণের আদি-
কর্ত্তাকে দুঃখভোগ দ্বারা সিদ্ধ
১১ করেন। কারণ যিনি পবিত্র করেন
ও যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, সকলে
এক হইতে উৎপন্ন; এই হেতু
তিনি তাহাদিগকে ভ্রাতা বলিতে
১২ লজ্জিত নহেন। তিনি বলেন,
"আমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে
তোমার নাম প্রচার করিব,
মণ্ডলীর মধ্যে তোমার প্রশংসা-
গান করিব।"
১৩ আবার,
"আমি তাঁহারই শরণাপন্ন
থাকিব।"
আবার,
"দেখ, আমি ও সেই সন্তানগণ,
যাহাদিগকে ঈশ্বর আমায়
দিয়াছেন।"*
১৪ ভাল, সেই সন্তানগণ যখন রক্ত-
মাংসের ভাগী, তখন তিনি আপনিও
তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন; যেন
মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট
ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তি-
১৫ হীন করেন, এবং যাহারা মৃত্যুর
ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন
ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।
১৬ কারণ তিনি ত দূতগণের সাহায্য
করেন না, কিন্তু অব্রাহামের বংশের
১৭ সাহায্য করিতেছেন। অতএব

* গীত ২২; ২২। যিশাইয় ৮, ১৭, ১৮।

সর্ব্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের
তুল্য হওয়া তাঁহার উচিত ছিল,
যেন তিনি প্রজাদের পাপের প্রায়-
শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের
উদ্দেশ্য কার্য্যে দয়ালু ও বিশ্বস্ত
১৮ মহাযাজক হন। কেননা তিনি
আপনি পরীক্ষিত হইয়া দুঃখভোগ
করিয়াছেন বলিয়া পরীক্ষিতগণের
সাহায্য করিতে পারেন।

যীশু মোশি অপেক্ষা মহান্।

৩ অতএব, হে পবিত্র ভ্রাতৃগণ,
স্বর্গীয় আহ্বানের অংশিগণ, তোমরা
আমাদের ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞার প্রেরিত
ও মহাযাজকের প্রতি, যীশুর প্রতি,
২ দৃষ্টি রাখ; মোশি যেমন তাঁহার
সমস্ত গৃহের মধ্যে ছিলেন, তেমনি
তিনিও আপন নিয়োগকর্ত্তার
৩ কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন।* বস্তুতঃ
গৃহের সংস্থাপক যে পরিমাণে গৃহ
অপেক্ষা অধিক সমাদর পান, সেই
পরিমাণে ইনি মোশি অপেক্ষা
অধিক গৌরবের যোগ্যপাত্র বলিয়া
৪ গণিত হইয়াছেন। কেননা প্রত্যেক
গৃহ কাহারও দ্বারা সংস্থাপিত হয়,
কিন্তু যিনি সকলই সংস্থাপন করিয়া-
৫ ছেন, তিনি ঈশ্বর। আর মোশি
তাঁহার সমস্ত গৃহের মধ্যে সেবকবৎ
বিশ্বস্ত ছিলেন; যাহা যাহা পরে
বক্তব্য ছিল, সেই সকলের বিষয়
৬ সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তই ছিলেন; কিন্তু
খ্রীষ্ট তাঁহার গৃহের উপরে পুত্রবৎ
[ বিশ্বস্ত ]; আর যদি আমরা
আমাদের সাহস ও আমাদের
প্রত্যাশার শ্লাঘা শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে
ধারণ করি, তবে তাঁহার গৃহ
আমরাই।

* গণনা ১২; ৭।

বিশ্বাস দ্বারাই ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ-লাভ হয়।

৭ অতএব, পবিত্র আত্মা যেমন
বলেন,
"অদ্য যদি তোমরা তাঁহার রব
শ্রবণ কর,
৮ তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন
করিও না, যেমন সেই বিদ্রোহ-
স্থানে,
প্রান্তরের মধ্যে সেই পরীক্ষার
দিবসে ঘটিয়াছিল;
৯ তথায় তোমাদের পিতৃপুরুষেরা
বিচার করিয়া আমার
পরীক্ষা লইল,
এবং চল্লিশ বৎসর কাল আমার
কার্য্য দেখিল;
১০ এই জন্য আমি এই জাতির প্রতি
অসন্তুষ্ট হইলাম,
আর কহিলাম, ইহারা সর্ব্বদা
হৃদয়ে ভ্রান্ত হয়;
আর তাহারা আমার পথ জ্ঞাত
হইল না;
১১ তখন আমি আপন ক্রোধে এই
শপথ করিলাম,
ইহারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ
করিবে না।"*
১২ ভ্রাতৃগণ, দেখিও, পাছে অবিশ্বাসের
এমন মন্দ হৃদয় তোমাদের কাহারও
মধ্যে থাকে যে, তোমরা জীবন্ত ঈশ্বর
১৩ হইতে সরিয়া পড়। বরং তোমরা
দিন দিন পরস্পর চেতনা দেও, যাবৎ

* গীত ৯৫; ৭-১১। যাত্রা ১৭; ৭। গণনা ১৪; ২৩।

'অদ্য' নামে আখ্যাত সময় থাকে,
যেন তোমাদের মধ্যে কেহ পাপের
১৪ প্রতারণায় কঠিনীভূত না হয়। কেননা
আমরা খ্রীষ্টের সহভাগী হইয়াছি,
যদি আদি হইতে আমাদের নিশ্চয়-
জ্ঞান শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় করিয়া ধারণ
১৫ করি। ফলতঃ উক্ত আছে,

"অদ্য যদি তোমরা তাঁহার রব
শ্রবণ কর,
তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন
করিও না, যেমন সেই
বিদ্রোহস্থানে।"

১৬ বল দেখি, কাহারা শুনিয়া বিদ্রোহ
করিয়াছিল? মোশি দ্বারা মিসর
হইতে আনীত সমস্ত লোক কি নয়?
১৭ কাহাদের প্রতিই বা তিনি চল্লিশ
বৎসর অসন্তুষ্ট ছিলেন? তাহাদের
প্রতি কি নয়, যাহারা পাপ করিয়া-
ছিল, যাহাদের শব প্রান্তরে পতিত
১৮ হইল? তিনি কাহাদের বিরুদ্ধেই
বা এই শপথ করিয়াছিলেন যে,
"ইহারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ
করিবে না," অবাধ্যদের বিরুদ্ধে
১৯ কি নয়? ইহাতে আমরা দেখিতে
পাইতেছি যে, অবিশ্বাস প্রযুক্তই
তাহারা প্রবেশ করিতে পারিল না।

৪ অতএব আমাদের ভয় থাকা
উচিত, পাছে তাঁহার বিশ্রামে প্রবেশ
করিবার প্রতিজ্ঞা থাকিয়া গেলেও
এমন বোধ হয়* যে, তোমাদের কেহ
২ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কেননা
যেরূপ উহাদের নিকটে তদ্রূপ
আমাদের নিকটেও সুসমাচার প্রচা-
রিত হইয়াছিল বটে, তথাপি সেই
শ্রুত বাক্যে উহাদের কোন ফল
দর্শিল না, কারণ শ্রোতাদের কাছে
তাহা বিশ্বাসের সহিত মিশ্রিত ছিল
৩ না। বাস্তবিক বিশ্বাস করিয়াছি যে
আমরা, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ
করিতে পাইতেছি; যেমন তিনি
বলিয়াছেন,

"তখন আমি আপন ক্রোধে এই
শপথ করিলাম,
ইহারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ
করিবে না,"

যদিও তাঁহার কর্ম্ম জগতের পত্তনা-
৪ বধি সমাপ্ত ছিল। কেননা তিনি এক
স্থানে সপ্তম দিনের বিষয়ে এইরূপ
বলিয়াছিলেন, "এবং সপ্তম দিনে
ঈশ্বর আপনার সমস্ত কর্ম্ম হইতে
বিশ্রাম করিলেন।"*
৫ আবার এই স্থানে তিনি কহেন,

"ইহারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ
করিবে না।"

৬ অতএব বাকী রহিল এই যে, কতক-
গুলি লোক বিশ্রামে প্রবেশ করিবে,
আর যাহাদের নিকটে সুসমাচার
অগ্রে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহারা
অবাধ্যতা প্রযুক্ত প্রবেশ করিতে
৭ পায় নাই; আবার তিনি পুনরায়
এক দিন নিরূপণ করিয়া দায়ূদ-গ্রন্থে
এত কালের পর বলেন,

"অদ্য," যেমন পূর্ব্বে বলা
হইয়াছে,
"অদ্য যদি তোমরা তাঁহার রব
শ্রবণ কর,
তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন
করিও না।"

* (বা) দেখা যায়।

* আদি ২; ১, ২।

৮ বস্তুতঃ যিহোশূয় যদি তাহাদিগকে
বিশ্রাম দিতেন, তবে ঈশ্বর তৎপরে
অন্য দিনের কথা কহিতেন না।
৯ সুতরাং ঈশ্বরের প্রজাদের নিমিত্ত
বিশ্রামকালের ভোগ বাকী রহি-
১০ য়াছে। ফলতঃ যেরূপ ঈশ্বর আপন
কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন,
তেমনি যে ব্যক্তি তাঁহার বিশ্রামে
প্রবেশ করিয়াছে, সেও আপনার
কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিতে পাইল।
১১ অতএব আইস, আমরা সেই
বিশ্রামে প্রবেশ করিতে যত্ন করি,
যেন কেহ অবাধ্যতার সেই দৃষ্টান্ত
১২ অনুসারে পতিত না হয়। কেননা
ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্য্য-
সাধক, এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ
অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, এবং প্রাণ ও আত্মা,
গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ
পর্য্যন্ত মর্ম্মবেধী, এবং হৃদয়ের চিন্তা
ও বিবেচনার সূক্ষ্ম বিচারক;
১৩ আর তাঁহার সাক্ষাতে কোন সৃষ্ট
বস্তু অপ্রকাশিত নয়; কিন্তু তাঁহার
চক্ষুর্গোচরে সকলই নগ্ন ও অনাবৃত
রহিয়াছে, যাঁহার কাছে আমাদিগকে
নিকাশ দিতে হইবে।

## যীশু সর্ব্বপ্রধান মহাযাজক।

### মহাযাজক যীশুর সহানুভূতি।

১৪ ভাল, আমরা এক মহান্ মহা-
যাজককে পাইয়াছি, যিনি স্বর্গ সকল
দিয়া গমন করিয়াছেন, তিনি যীশু,
ঈশ্বরের পুত্র; অতএব আইস, আমরা
ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করি।
১৫ কেননা আমরা এমন মহাযাজককে
পাই নাই, যিনি আমাদের দুর্ব্বলতা-
ঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে পারেন
না, কিন্তু তিনি সর্ব্ববিষয়ে আমাদের
ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা
১৬ পাপে। অতএব আইস, আমরা
সাহসপূর্ব্বক অনুগ্রহ-সিংহাসনের
নিকটে উপস্থিত হই, যেন দয়া লাভ
করি, এবং সময়ের উপযোগী উপ-
কারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই।

### যীশু ঈশ্বর-নিরূপিত মহাযাজক।

৫ বস্তুতঃ প্রত্যেক মহাযাজক মনুষ্য-
দের মধ্য হইতে গৃহীত হইয়া মনুষ্য-
দের পক্ষে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কার্য্যে
নিযুক্ত হন, যেন তিনি পাপার্থক
২ উপহার ও বলি উৎসর্গ করেন। তিনি
অজ্ঞান ও ভ্রান্ত সকলের প্রতি
কোমল ব্যবহার করিতে সমর্থ,
কারণ তিনি আপনিও দুর্ব্বলতায়
৩ বেষ্টিত; এবং সেই দুর্ব্বলতা হেতু
যেমন প্রজাগণের জন্য, তেমনি
আপনার জন্যও পাপনিমিত্তক
নৈবেদ্য উৎসর্গ করা তাঁহার অবশ্য
কর্ত্তব্য।
৪ আর, কেহ আপনার জন্য সেই
সমাদর লয় না, কিন্তু ঈশ্বরকর্ত্তৃক
আহূত হইয়াই তাহা পায়; হারোণও
৫ সেই প্রকারে পাইয়াছিলেন। খ্রীষ্টও
তদ্রূপ মহাযাজক হইবার নিমিত্ত
আপনি আপনাকে গৌরবান্বিত
করিলেন না, কিন্তু তিনিই
করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহাকে
কহিলেন,

"তুমি আমার পুত্র, আমি অদ্য
তোমাকে জন্ম দিয়াছি।"

৬ সেইরূপ অন্য গীতেও তিনি কহেন,

"তুমিই মল্কীষেদকের রীতি
অনুসারে অনন্তকালীন
যাজক।"*
৭ ইনি মাংসে প্রবাসকালে প্রবল
আর্ত্তনাদ ও অশ্রুপাত সহকারে
তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা ও বিনতি
উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি মৃত্যু
হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ,
এবং আপন ভক্তি প্রযুক্ত উত্তর
৮ পাইলেন; যদিও তিনি পুত্র ছিলেন,
তথাপি যে সকল দুঃখভোগ করিয়া-
ছিলেন, তদ্দ্বারা আজ্ঞাবহতা শিক্ষা
৯ করিলেন; এবং সিদ্ধ হইয়া আপনার
আজ্ঞাবহ সকলের অনন্ত পরিত্রাণের
১০ কারণ হইলেন; ঈশ্বরকর্ত্তৃক মল্কী-
ষেদকের রীতি অনুযায়ী মহাযাজক
বলিয়া অভিভাষিত হইলেন।

যীশুতে স্থির থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

১১ তাঁহার বিষয়ে আমাদের অনেক
কথা আছে, তাহার অর্থ ব্যক্ত করা
দুষ্কর, কারণ তোমরা শ্রবণে শিথিল
১২ হইয়াছ। বস্তুতঃ এত কালের মধ্যে
শিক্ষক হওয়া তোমাদের উচিত ছিল,
কিন্তু কেহ যে তোমাদিগকে ঈশ্বরীয়
বচনকলাপের আদিম কথার অক্ষর-
মালা শিক্ষা দেয়, ইহা তোমাদের
পক্ষে পুনর্ব্বার আবশ্যক হইয়াছে;
এবং তোমরা এমন লোক হইয়া
পড়িয়াছ, যাহাদের দুগ্ধে প্রয়োজন,
১৩ কঠিন খাদ্যে নয়। কেননা যে দুগ্ধ-
পোষ্য, সে ত ধার্ম্মিকতার বাক্যে
১৪ অভ্যস্ত নয়; কারণ সে শিশু। কিন্তু
কঠিন খাদ্য সেই সিদ্ধবয়স্কদেরই
জন্য, যাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল
অভ্যাস প্রযুক্ত সদসৎ বিষয়ের
বিচারণে পটু হইয়াছে।
৬ অতএব আইস, আমরা খ্রীষ্ট-
বিষয়ক আদিম কথা পশ্চাৎ ফেলিয়া
সিদ্ধির চেষ্টায় অগ্রসর হই; পুনর্ব্বার
এই ভিত্তিমূল স্থাপন না করি, যথা
মৃত ক্রিয়া হইতে মনপরিবর্ত্তন, ও
২ ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস, নানা বাপ্তিস্ম
ও হস্তার্পণের শিক্ষা, মৃতগণের
পুনরুত্থান ও অনন্তকালার্থক বিচার।
৩ ঈশ্বরের অনুমতি হইলে তাহাই
৪ করিব। কেননা যাহারা একবার
দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, ও স্বর্গীয়
দানের রসাস্বাদন করিয়াছে, ও
৫ পবিত্র আত্মার ভাগী হইয়াছে, এবং
ঈশ্বরের মঙ্গলবাক্যের ও ভাবী
যুগের নানা পরাক্রমের রসাস্বাদন
৬ করিয়াছে, পরে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে,
মনপরিবর্ত্তনার্থে আবার তাহা-
দিগকে নূতন করিতে পারা যায়
না; কেননা তাহারা আপনাদের
বিষয়ে ঈশ্বরের পুত্রকে পুনরায় ক্রুশে
দেয় ও প্রকাশ্য নিন্দাস্পদ করে।
৭ কারণ যে ভূমি আপনার উপরে পুনঃ
পুনঃ পতিত বৃষ্টি পান করিয়াছে,
আর যাহাদের নিমিত্ত উহা চাষ
করা গিয়াছে, তাহাদের জন্য উপ-
যুক্ত ওষধি উৎপন্ন করে, তাহা ঈশ্বর
হইতে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু
যদি কাঁটাবন ও শ্যাকুল উৎপন্ন
৮ করে, তবে তাহা অকর্ম্মণ্য ও
শাপের সমীপবর্ত্তী, জ্বলনই তাহার
পরিণাম।

* গীত ২; ৭। ১১০; ৪।

### যীশুর আশ্রিতেরা নিশ্চয় পরিত্রাণ পাইবে ।

৯ কিন্তু, প্রিয়তমেরা, যদ্যপি আমরা
এইরূপ বলিতেছি, তথাপি তোমা-
দের বিষয়ে এমন দৃঢ় প্রত্যয় করি-
তেছি যে, তোমাদের অবস্থা ইহা
অপেক্ষা ভাল এবং পরিত্রাণসহযুক্ত।
১০ কেননা ঈশ্বর অন্যায়কারী নহেন ;
তোমাদের কার্য্য, এবং তোমরা
পবিত্রগণের যে পরিচর্য্যা করিয়াছ
ও করিতেছ, তদ্দারা তাঁহার নামের
প্রতি প্রদর্শিত তোমাদের প্রেম,
এই সকল তিনি ভুলিয়া যাইবেন
১১ না। কিন্তু আমাদের বাসনা এই,
যেন তোমাদের প্রত্যেক জন একই
প্রকার যত্ন দেখায়, যাহাতে শেষ
পর্য্যন্ত প্রত্যাশার পূর্ণতা থাকিবে ;
১২ যেন তোমরা শিথিল না হও, কিন্তু
যাহারা বিশ্বাস ও দীর্ঘসহিষ্ণুতা দ্বারা
প্রতিজ্ঞা-সমূহের দায়াধিকারী,
তাহাদের অনুকারী হও ।
১৩ কেননা ঈশ্বর যখন অব্রাহামের
নিকটে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন
মহত্তর কোন ব্যক্তির নামে শপথ
করিতে না পারাতে আপনারই
১৪ নামে শপথ করিলেন, কহিলেন,
“আমি অবশ্যই তোমাকে আশী-
র্ব্বাদ করিব, এবং তোমার অতিশয়
১৫ বংশবৃদ্ধি করিব।”* আর এইরূপে
দীর্ঘসহিষ্ণুতা করিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা
১৬ প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্যেরা ত মহত্তর
ব্যক্তির নাম লইয়া শপথ করে ;
এবং দৃঢ়ীকরণার্থে শপথই তাহাদের
১৭ সমস্ত প্রতিকূলবাদের অন্তক। এই
ব্যাপারে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞার দায়াধি-
কারীদিগকে আপন মন্ত্রণার অপরি-
বর্ত্তনীয়তা আরও অতিরিক্তরূপে
দেখাইবার বাসনায় শপথের
প্রয়োগ দ্বারা মধ্যস্থতা করিলেন ;
১৮ অভিপ্রায় এই, যে ব্যাপারে মিথ্যা-
কথা বলা ঈশ্বরের অসাধ্য, এমন
অপরিবর্ত্তনীয় দুই ব্যাপার দ্বারা
আমরা—যাহারা সম্মুখস্থ প্রত্যাশা
ধরিবার জন্য শরণার্থে পলায়ন করি-
য়াছি—যেন দৃঢ় আশ্বাস প্রাপ্ত হই।
১৯ আমাদের সেই প্রত্যাশা আছে,
তাহা প্রাণের লঙ্গরস্বরূপ, অটল ও
দৃঢ়, এবং তিরস্করিণীর ভিতরে যায়।*
২০ আর সেই স্থানে আমাদের নিমিত্ত,
অগ্রগামী হইয়া যীশু প্রবেশ করি-
য়াছেন, মল্কীষেদকের রীতি অনুযায়ী
অনন্তকালীন মহাযাজক হইয়াছেন।

### যীশুর মহাযাজকত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সিদ্ধ, চিরস্থায়ী ।

৭ সেই যে মল্কীষেদক,† যিনি
শালেমের রাজা ও পরাৎপর
ঈশ্বরের যাজক ছিলেন, অব্রাহাম
যখন রাজাদের সংহার হইতে ফিরিয়া
আইসেন, তিনি তখন তাঁহার সহিত
সাক্ষাৎ করিলেন, ও তাঁহাকে
২ আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং অব্রাহাম
তাঁহাকে সমস্তের দশমাংশ দিলেন।
প্রথমে তাঁহার নামের তাৎপর্য্য
ব্যাখ্যা করিলে তিনি ‘ধার্ম্মিকতার
রাজা’, পরে ‘শালেমের রাজা’,
৩ অর্থাৎ শান্তিরাজ ; তাঁহার পিতা
নাই, মাতা নাই, পূর্ব্বপুরুষাবলি
নাই, আয়ুর আদি কি জীবনের অন্ত

* আদি ২২ ; ১৬, ১৭ ।

* লেবীয় ১৬ ; ২। ইব্রীয় ৯ ; ২-১২।
† আদি ১৪ ; ১৭-২০।

নাই ; কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পুত্রের
সদৃশীকৃত ; তিনি নিত্যই যাজক
থাকেন।
৪ বিবেচনা করিয়া দেখ, তিনি
কেমন মহান্, যাঁহাকে সেই
পিতৃকুলপতি অব্রাহাম উত্তম উত্তম
লুটদ্রব্য লইয়া দশমাংশ দান করিয়া-
৫ ছিলেন। আর লেবির সন্তানদের
মধ্যে যাহারা যাজকত্ব প্রাপ্ত হয়,
তাহারা ব্যবস্থানুসারে প্রজাবৃন্দের
অর্থাৎ নিজ ভ্রাতৃগণের কাছে দশ-
মাংশ গ্রহণ করিবার বিধি পাই-
য়াছে,* যদিও তাহারা অব্রাহামের
৬ বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; কিন্তু
ঐ যে ব্যক্তি তাহাদের বংশজাত
বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নহেন, তিনি অব্রাহাম
হইতে দশমাংশ লইয়াছিলেন, এবং
প্রতিজ্ঞাকলাপের সেই অধি-
কারীকেই আশীর্ব্বাদ করিয়া-
৭ ছিলেন। ক্ষুদ্রতর পাত্র গুরুতর
পাত্রকর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়,
এই কথা ত সমস্ত প্রতিবাদের
৮ বহির্ভূত। আবার এই স্থলে মরণ-
শীল মনুষ্যেরাই দশমাংশ পায়, কিন্তু
ঐ স্থলে তিনি পান, যাঁহার বিষয়ে
এমন সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে,
৯ তিনি জীবনবিশিষ্ট। আবার ইহাও
বলিলে বলা যাইতে পারে যে,
অব্রাহামের দ্বারা দশমাংশগ্রাহী
লেবি আপনি দশমাংশ দিয়াছেন,
১০ কারণ যখন মল্কীষেদক তাঁহার
পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন
লেবি পিতার কটিতে ছিলেন।
১১ অতএব যদি লেবীয় যাজকত্ব
দ্বারা সিদ্ধি হইতে পারিত—সেই
যাজকত্বের অধীনেই ত প্রজাবৃন্দ
ব্যবস্থা পাইয়াছিল—তবে আবার
কি প্রয়োজন ছিল যে, মল্কীষেদকের
রীতি অনুসারে অন্যবিধ এক যাজক
উৎপন্ন হইবেন, এবং তাঁহাকে
হারোণের রীতি অনুযায়ী বলিয়া
১২ ধরা হইবে না? যাজকত্ব যখন
পরিবর্ত্তিত হয়, তখন ব্যবস্থারও
১৩ পরিবর্ত্তন হয়, ইহা আবশ্যক। এ
সকল কথা যাঁহার উদ্দেশে বলা
যায়, তিনি ত অন্যবিধ বংশভুক্ত ;
সেই বংশের মধ্যে যজ্ঞবেদির সেবা-
১৪ ধিকারী কেহই হয় নাই। ফলতঃ
আমাদের প্রভু যিহূদা হইতে উদিত
হইয়াছেন, ইহা সুস্পষ্ট ; কিন্তু সেই
বংশের উদ্দেশে মোশি যাজকদের
১৫ বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। আমা-
দের কথা আরও অধিক স্পষ্ট হইয়া
পড়ে, যখন মল্কীষেদকের সাদৃশ্য
অনুযায়ী আর এক জন যাজক
১৬ উৎপন্ন হন, যিনি মাংসিক বিধির
নিয়ম অনুযায়ী হন নাই, কিন্তু
অলোপ্য জীবনের শক্তি অনুযায়ী
১৭ হইয়াছেন। কেননা তিনি এই
সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইতেছেন,
"তুমিই মল্কীষেদকের রীতি অনু-
সারে অনন্তকালীন যাজক।"
১৮ কারণ এক পক্ষে পূর্ব্বকার বিধির
দুর্ব্বলতা ও নিষ্ফলতা প্রযুক্ত তাহার
১৯ লোপ হইতেছে—কেননা ব্যবস্থা
কিছুই সিদ্ধ করে নাই—পক্ষান্তরে
এমন এক শ্রেষ্ঠ প্রত্যাশা আনা
হইতেছে, যদ্দারা আমরা ঈশ্বরের
নিকটে উপস্থিত হই।

* গণনা ১৮, ২১।

২০ অধিকন্তু ইহা বিনা শপথে হয়
২১ নাই। উহারা ত বিনা শপথে
যাজক হইয়া আসিতেছে; কিন্তু
ইনি শপথ সহকারে তাঁহারই দ্বারা
নিযুক্ত, যিনি তাঁহার বিষয়ে কহি-
লেন,

"প্রভু এই শপথ করিলেন, আর
তিনি অনুশোচনা করিবেন না,
তুমিই অনন্তকালীন যাজক।"*

২২ অতএব যীশু এইরূপ মহৎ বিষয়েও
উৎকৃষ্টতর নিয়মের প্রতিভূ হইয়া-
ছেন।
২৩ আর উহারা অনেক যাজক হইয়া
আসিতেছে, কারণ মৃত্যু উহাদিগকে
২৪ চিরকাল থাকিতে দেয় না। কিন্তু
তিনি 'অনন্তকাল' থাকেন, তাই
তাঁহার যাজকত্ব অপরিবর্ত্তনীয়।
২৫ এই জন্য, যাহারা তাঁহা দিয়া
ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহা-
দিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ
করিতে পারেন, কারণ তাহাদের
নিমিত্ত অনুরোধ করণার্থে তিনি
সতত জীবিত আছেন।
২৬ বস্তুতঃ আমাদের জন্য এমন এক
মহাযাজক উপযুক্ত ছিলেন, যিনি
সাধু, অহিংসক, বিমল, পাপিগণ
হইতে পৃথক্‌কৃত, এবং স্বর্গ সকল
২৭ অপেক্ষা উচ্চীকৃত। ঐ মহাযাজক-
গণের ন্যায় প্রতিদিন অগ্রে নিজ
পাপের, পরে প্রজাবৃন্দের পাপের
নিমিত্ত নৈবেদ্য উৎসর্গ করা ইহাঁর
পক্ষে আবশ্যক নয়, কারণ আপ-
নাকে উৎসর্গ করাতে ইনি সেই
কার্য্য একবারে সাধন করিয়াছেন।
২৮ কেননা ব্যবস্থা যে মহাযাজকদিগকে
নিযুক্ত করে, তাহারা দুর্ব্বলতাবিশিষ্ট
মনুষ্য; কিন্তু ব্যবস্থার পশ্চাৎকালীয়
ঐ শপথের বাক্য যাঁহাকে নিযুক্ত
করে, তিনি অনন্তকালের জন্য
সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুত্র।

**খ্রীষ্টীয় নূতন নিয়মের মহত্ত্ব।**

নূতন নিয়ম পুরাতন হইতে উৎকৃষ্ট।

৮ এই সমস্ত কথার সার এই, আমা-
দের এমন এক মহাযাজক আছেন,
যিনি স্বর্গে, মহিমা-সিংহাসনের
২ দক্ষিণে, উপবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি
পবিত্র স্থানের, এবং যে তাম্বু
মনুষ্যকর্ত্তৃক নয়, কিন্তু প্রভুকর্ত্তৃক
স্থাপিত হইয়াছে, সেই প্রকৃত তাম্বুর
৩ সেবক। ফলতঃ প্রত্যেক মহাযাজক
উপহার ও বলি উৎসর্গ করিতে
নিযুক্ত হন, অতএব ইহাঁরও অবশ্য
৪ কিছু উৎসর্জ্জনীয় আছে। বস্তুতঃ
ইনি যদি পৃথিবীতে থাকিতেন, তবে
একেবারে যাজকই হইতেন না;
কারণ যাহারা ব্যবস্থানুসারে উপ-
হারাদি উৎসর্গ করে, এমন লোক
৫ আছে। তাহারা স্বর্গীয় বিষয়ের
দৃষ্টান্ত ও ছায়া লইয়া আরাধনা
করে, যেমন মোশি যখন তাম্বুর
নির্ম্মাণ সম্পন্ন করিতে উদ্যত ছিলেন,
তখন এই আদেশ পাইয়াছিলেন,
[ঈশ্বর] কহেন, "দেখিও, পর্ব্বতে
তোমাকে যে আদর্শ দেখান
গেল, সেইরূপ সকলই করিও।"*
৬ কিন্তু এখন ইনি সেই পরিমাণে
উৎকৃষ্টতর সেবকত্ব পাইয়াছেন,

* গীত ১১০, ৪।

* যাত্রা ২৫, ৪০।

যে পরিমাণে তিনি এমন এক শ্রেষ্ঠ
নিয়মের মধ্যস্থ হইয়াছেন, যাহা
শ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞাকলাপের উপরে
৭ স্থাপিত হইয়াছে। কারণ ঐ প্রথম
নিয়ম যদি নির্দ্দোষ হইত, তবে
দ্বিতীয় এক নিয়মের জন্য স্থানের
৮ চেষ্টা করা যাইত না। পরন্তু তিনি
লোকদিগকে দোষ দিয়া বলেন,

"প্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে,
যখন আমি ইস্রায়েল-কুলের সহিত ও যিহূদা-কুলের সহিত এক নূতন নিয়ম সম্পন্ন করিব,
৯ সেই নিয়মানুসারে নয়, যাহা আমি সেই দিন তাহাদের পিতৃগণের সহিত করিয়াছিলাম,
যে দিন মিসর দেশ হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিবার জন্য তাহাদের হস্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম;
কেননা তাহারা আমার নিয়মে স্থির রহিল না,
আর আমিও তাহাদের প্রতি অবহেলা করিলাম, ইহা প্রভু বলেন।
১০ কিন্তু সেই কালের পর আমি ইস্রায়েল-কুলের সহিত এই নিয়ম স্থির করিব, ইহা প্রভু বলেন;
আমি তাহাদের চিত্তে আমার ব্যবস্থা দিব,
আর তাহাদের হৃদয়ে তাহা লিখিব,
এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে।
১১ আর তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন সহপ্রজাকে,
এবং প্রত্যেকে আপন আপন ভ্রাতাকে শিক্ষা দিবে না, বলিবে না, 'তুমি প্রভুকে জ্ঞাত হও';
কারণ তাহারা ক্ষুদ্র ও মহান্ সকলেই আমাকে জ্ঞাত হইবে।
১২ কেননা আমি তাহাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করিব,
এবং তাহাদের পাপ সকল আর কখনও স্মরণে আনিব না।"*

১৩ 'নূতন' বলাতে তিনি প্রথমটী
পুরাতন করিয়াছেন; কিন্তু যাহা
পুরাতন ও জীর্ণ হইতেছে, তাহা
অন্তর্হিত হইতে উদ্যত।

### নূতন নিয়মের আরাধনা-প্রণালীর উৎকৃষ্টতা এবং শুচিকারিণী ক্ষমতা।

৯ ভাল, ঐ প্রথম নিয়ম অনুসারেও
আরাধনার নানা ধর্ম্মবিধি এবং
২ পার্থিব একটী ধর্ম্মধাম ছিল। কারণ
একটী তাম্বু নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেটী
প্রথম, তাহার মধ্যে দীপবৃক্ষ, মেজ
ও দর্শনরুটীর শ্রেণী ছিল; ইহার
৩ নাম পবিত্র স্থান। আর দ্বিতীয়
তিরস্করিণীর পরে অতি পবিত্র স্থান
৪ নামক তাম্বু ছিল; তাহা সুবর্ণময়
ধূপধানী† ও সর্ব্বদিকে স্বর্ণমণ্ডিত
নিয়ম-সিন্দুক বিশিষ্ট; ঐ সিন্দুকে

* যিরমিয় ৩১, ৩১-৩৪।
† (বা) ধূপবেদি।

ছিল মান্নাধারী স্বর্ণময় ঘট, ও
হারোণের মঞ্জরিত যষ্টি, ও নিয়মের
৫ দুই প্রস্তরফলক, এবং তাহার উপরে
প্রতাপের সেই দুই করূব ছিল,
যাহারা পাপাবরণ ছায়া করিত;
এই সকলের সবিশেষ কথা বলা
এখন নিষ্প্রয়োজন।
৬ উক্ত সকল বস্তু এইরূপে প্রস্তুত
হইলে যাজকগণ আরাধনার কার্য্য
সকল সম্পন্ন করিবার জন্য ঐ প্রথম
৭ তাম্বুতে নিত্য প্রবেশ করে; কিন্তু
দ্বিতীয় তাম্বুতে বৎসরের মধ্যে এক
বার মহাযাজক একাকী প্রবেশ
করেন; তিনি আবার রক্ত বিনা
প্রবেশ করেন না, সেই রক্ত তিনি
আপনার নিমিত্ত ও প্রজা লোকদের
অজ্ঞানকৃত পাপের নিমিত্ত উৎসর্গ
৮ করেন। ইহাতে পবিত্র আত্মা
যাহা জ্ঞাপন করেন, তাহা এই,
সেই প্রথম তাম্বু যাবৎ স্থাপিত
থাকে, তাবৎ পবিত্র স্থানে প্রবেশের
৯ পথ প্রকাশিত হয় নাই। সেই তাম্বু
এই উপস্থিত সময়ের নিমিত্ত
দৃষ্টান্ত; সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে এমন
উপহার ও যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয়,
যাহা আরাধনাকারীকে সংবেদগত
১০ সিদ্ধি দিতে পারে না; সে সমস্তই
খাদ্য, পেয় ও বিবিধ বাপ্তিস্ম সহযুক্ত,
সে সকল কেবল মাংসের ধর্ম্মবিধি-
মাত্র, সংশোধনের সময় পর্য্যন্ত
পালনীয়।
১১ কিন্তু খ্রীষ্ট, আগত[১] উত্তম উত্তম
বিষয়ের মহাযাজকরূপে উপস্থিত
হইয়া, যে মহত্তর ও সিদ্ধতর তাম্বু
অহস্তকৃত, অর্থাৎ এই সৃষ্টির অসম্প-
১২ র্কীয়, সেই তাম্বু দিয়া—ছাগদের
ও গোবৎসদের রক্তের গুণে নয়,
কিন্তু নিজ রক্তের গুণে—একবারে
পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন, ও
অনন্তকালীয় মুক্তি উপার্জ্জন করিয়া-
১৩ ছেন। কারণ ছাগদের ও বৃষদের
রক্ত এবং অশুচিদের উপরে প্রোক্ষিত
গাভী-ভস্ম যদি মাংসের শুচিতার জন্য
১৪ পবিত্র করে, তবে, যিনি অনন্তজীবী
আত্মা দ্বারা নির্দ্দোষ বলিরূপে
আপনাকেই ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ
করিয়াছেন, সেই খ্রীষ্টের রক্ত
তোমাদের সংবেদকে মৃত ক্রিয়া-
কলাপ হইতে কত অধিক নিশ্চয়
শুচি না করিবে, যেন তোমরা জীবন্ত
ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পার!
১৫ আর এই কারণ তিনি এক নূতন
নিয়মের মধ্যস্থ; যেন, প্রথম নিয়ম
সম্বন্ধীয় অপরাধ সকলের মোচনার্থ
মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া, যাহারা
আহূত হইয়াছে, তাহারা অনন্ত-
কালীয় দায়াধিকার বিষয়ক
প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হয়।
১৬ কেননা যে স্থলে নিয়ম-পত্র থাকে,
সেই স্থলে নিয়মকারীর মৃত্যু হওয়া
১৭ আবশ্যক। কারণ মৃত্যু হইলেই
নিয়ম-পত্র স্থির হয়, যেহেতুক
নিয়মকারী জীবিত থাকিতে তাহা
কখনও বলবৎ হয় না।
১৮ সেই জন্য ঐ প্রথম নিয়মের
সংস্কারও রক্ত ব্যতিরেকে হয় নাই।
১৯ কারণ প্রজাসমূহের কাছে মোশি
দ্বারা ব্যবস্থানুসারে সকল আজ্ঞার
প্রস্তাব সাঙ্গ হইলে পর, তিনি জল

[১] (বা) আগামী।

ও সিন্দূরবর্ণ মেষলোম ও এসোবের
সহিত গোবৎসদের ও ছাগদের
রক্ত লইয়া পুস্তকখানিতে ও সমস্ত
প্রজাবৃন্দের গাত্রে ছিটাইয়া দিলেন,
২০ কহিলেন, "এ সেই নিয়মের রক্ত,
যে নিয়ম ঈশ্বর তোমাদের উদ্দেশে
২১ আদেশ করিলেন।"* আর তিনি
তাম্বুতে ও সেবাকার্য্যের সমস্ত
সামগ্রীতেও সেইরূপে রক্ত ছিটাইয়া
২২ দিলেন। আর ব্যবস্থানুসারে প্রায়
সকলই রক্তে শুচীকৃত হয়, এবং
রক্তসেচন ব্যতিরেকে পাপমোচন
হয় না।

নূতন নিয়মের মহাযাজকের উৎকৃষ্টতা।

২৩ ভাল, যাহা যাহা স্বর্গস্থ বিষয়ের
দৃষ্টান্ত, সেগুলির ঐ সকলের দ্বারা
শুচীকৃত হওয়া আবশ্যক ছিল; কিন্তু
যাহা যাহা স্বয়ং স্বর্গীয়, সেগুলির
ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ দ্বারা শুচীকৃত
২৪ হওয়া আবশ্যক। কেননা খ্রীষ্ট হস্ত-
কৃত পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন
নাই—এ ত প্রকৃত বিষয়গুলির
প্রতিরূপমাত্র—কিন্তু স্বর্গেই প্রবেশ
করিয়াছেন, যেন তিনি এখন
আমাদের জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে
২৫ প্রকাশমান হন। আর মহাযাজক
যেমন বৎসর বৎসর পরের রক্ত
লইয়া পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন,
তদ্রূপ খ্রীষ্ট যে অনেক বার আপনাকে
উৎসর্গ করিবেন, তাহাও নয়;
২৬ কেননা তাহা হইলে জগতের পত্তনা-
বধি অনেক বার তাঁহাকে মৃত্যু
ভোগ করিতে হইত। কিন্তু বাস্ত-

* যাত্রা ২৪, ৬-৮।

বিক তিনি এক বার, যুগপর্য্যায়ের
পরিণামে, আত্মযজ্ঞ দ্বারা পাপ নাশ
করিবার নিমিত্ত, প্রকাশিত হইয়া-
২৭ ছেন। আর যেমন মনুষ্যের নিমিত্ত
এক বার মৃত্যু, তৎপরে বিচার
২৮ নিরূপিত আছে, তেমনি খ্রীষ্টও
'অনেকের পাপভার তুলিয়া লই-
বার' নিমিত্ত* এক বার উৎসৃষ্ট
হইয়াছেন; তিনি দ্বিতীয় বার, বিনা
পাপে, তাহাদিগকে দর্শন দিবেন,
যাহারা পরিত্রাণের নিমিত্ত তাঁহার
অপেক্ষা করে।

নূতন নিয়মানুযায়ী যজ্ঞের উৎকৃষ্টতা।

১০ কারণ ব্যবস্থা আগামী উত্তম
উত্তম বিষয়ের ছায়াবিশিষ্ট, তাহা
সেই সকল বিষয়ের অবিকল মূর্ত্তি
নহে; সুতরাং একরূপ যে সকল
বার্ষিক যজ্ঞ নিয়ত উৎসর্গ করা যায়,
তদ্দ্বারা, যাহারা নিকটে উপস্থিত
হয়, তাহাদিগকে ব্যবস্থা কখনও
২ সিদ্ধ করিতে পারে না। যদি
পারিত, তবে ঐ যজ্ঞ কি শেষ হইত
না? কেননা আরাধনাকারীরা এক-
বার শুচীকৃত হইলে তাহাদের কোন
৩ পাপ-সংবেদ আর থাকিত না। কিন্তু
ঐ সকল যজ্ঞে বৎসর বৎসর পুন-
৪ র্ব্বার পাপ স্মরণ করা হয়। কারণ
বৃষের কি ছাগের রক্ত যে পাপ
হরণ করিবে, ইহা হইতেই পারে
৫ না। এই কারণ খ্রীষ্ট জগতে প্রবেশ
করিবার সময়ে বলেন,
"তুমি যজ্ঞ ও নৈবেদ্য ইচ্ছা কর
নাই,

* যিশাইয় ৫৩, ১২।

কিন্তু আমার জন্য দেহ রচনা
করিয়াছ ;
৬ হোমে ও পাপার্থক বলিদানে
তুমি প্রীত হও নাই ।
৭ তখন আমি কহিলাম, দেখ,
আমি আসিয়াছি,
—গ্রন্থখানিতে আমার বিষয়
লিখিত আছে—
হে ঈশ্বর, যেন তোমার ইচ্ছা
পালন করি ।" *
৮ উপরে তিনি কহেন, "যজ্ঞ, নৈবেদ্য,
হোম ও পাপার্থক বলিদান তুমি
ইচ্ছা কর নাই, এবং তাহাতে প্রীতও
হও নাই"—এই সকল ব্যবস্থানু-
৯ সারে উৎসৃষ্ট হয়—তৎপরে তিনি
বলিলেন, "দেখ, তোমার ইচ্ছা
পালন করিবার জন্য আসিয়াছি ।"
তিনি প্রথম বিষয় লোপ করিতে-
ছেন, যেন দ্বিতীয় বিষয় স্থির করেন ।
১০ সেই ইচ্ছাক্রমে, যীশু খ্রীষ্টের দেহ
একবার উৎসর্গ করণ দ্বারা, আমরা
পবিত্রীকৃত হইয়া রহিয়াছি ।
১১ আর প্রত্যেক যাজক দিন দিন
সেবা করিবার এবং একরূপ নানা
যজ্ঞ পুনঃপুনঃ উৎসর্গ করিবার জন্য
দাঁড়ায় ; সেই সকল যজ্ঞ কখনও
১২ পাপ হরণ করিতে পারে না । কিন্তু
ইনি পাপার্থক একই যজ্ঞ চির-
কালের জন্য উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের
১৩ দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন, এবং তদ-
বধি অপেক্ষা করিতেছেন, যে পর্য্যন্ত
তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার পাদপীঠ না
১৪ হয় ।† কারণ যাহারা পবিত্রীকৃত
হয়, তাহাদিগকে তিনি একই নৈবেদ্য
দ্বারা চিরকালের জন্য সিদ্ধ করি-
১৫ য়াছেন । আর পবিত্র আত্মাও
আমাদের কাছে সাক্ষ্য দিতেছেন,
কারণ অগ্রে তিনি বলেন,
১৬ "সেই কালের পর, প্রভু কহেন,
আমি তাহাদের সহিত এই নিয়ম
স্থির করিব,
আমি তাহাদের হৃদয়ে আমার
ব্যবস্থা দিব,
আর তাহাদের চিত্তে তাহা
লিখিব,"*
১৭ তৎপরে তিনি বলেন,
"এবং তাহাদের পাপ ও অধর্ম্ম
সকল আর কখনও স্মরণে
আনিব না ।"
১৮ ভাল, যে স্থলে এই সকলের মোচন
হয়, সেই স্থলে পাপার্থক নৈবেদ্য
আর হয় না ।

স্থির থাকিবার সম্বন্ধে চেতনা ও আশ্বাস-বাক্য ।

১৯ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, যীশু আমা-
দের জন্য 'তিরস্করিণী' দিয়া,† অর্থাৎ
আপন মাংস দিয়া, যে পথ সংস্কার
২০ করিয়াছেন, আমরা সেই নূতন ও
জীবন্ত পথে, যীশুর রক্তের গুণে
পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে সাহস
২১ প্রাপ্ত হইয়াছি ; এবং ঈশ্বরের গৃহের
উপরে নিযুক্ত মহান্ এক যাজকও
২২ আমাদের আছেন ; এই জন্য
আইস, আমরা সত্য হৃদয় সহকারে
বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তায় [ঈশ্বরের]
নিকটে উপস্থিত হই ; আমরা ত

* গীত ৪০, ৬-৮ ।
† গীত ১১০, ১ ।

* ইব্রীয় ৮, ১০-১২ ।
† লেবীয় ১৬, ২ ৫ ।

হৃদয়প্রোক্ষণ-পূর্ব্বক মন্দ হইতে
মুক্ত, এবং শুচি জলে স্নাত দেহ-
২৩ বিশিষ্ট হইয়াছি ; আইস, আমাদের
প্রত্যাশার অঙ্গীকার অটল করিয়া
ধরি, কেননা যিনি প্রতিজ্ঞা করি-
২৪ য়াছেন, তিনি বিশ্বস্ত ; এবং আইস,
আমরা পরস্পর মনোযোগ করি,
যেন প্রেম ও সৎক্রিয়ার সম্বন্ধে
পরস্পরকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে
২৫ পারি ; এবং আপনারা সমাজে
সভাস্থ হওয়া পরিত্যাগ না করি—
যেমন কাহারও কাহারও অভ্যাস—
বরং পরস্পরকে চেতনা দিই ; আর
তোমরা সেই দিন যত অধিক
সন্নিকট হইতে দেখিতেছ, ততই
যেন অধিক এ বিষয়ে তৎপর হই।
২৬ কারণ সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পাইলে
পর যদি আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পাপ
করি, তবে পাপার্থক আর কোন
২৭ যজ্ঞ অবশিষ্ট থাকে না, কেবল
থাকে বিচারের ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা এবং
বিপক্ষদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত
২৮ অগ্নির চণ্ডতা। কেহ মোশির
ব্যবস্থা অমান্য করিলে সে দুই বা
তিন সাক্ষীর প্রমাণে বিনা করুণায়
২৯ হত হয় ; ভাবিয়া দেখ, যে ব্যক্তি
ঈশ্বরের পুত্রকে পদতলে দলিত
করিয়াছে, এবং নিয়মের যে রক্ত
দ্বারা সে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল,
তাহা সামান্য জ্ঞান করিয়াছে, এবং
অনুগ্রহের আত্মার অপমান করি-
য়াছে, সে কত অধিক নিশ্চয় ঘোর-
তর দণ্ডের যোগ্য না হইবে !
৩০ কেননা এই কথা যিনি বলিয়াছেন,
তাঁহাকে আমরা জানি, "প্রতিশোধ
দেওয়া আমারই কর্ম্ম, আমিই
প্রতিফল দিব ;" আবার, "প্রভু
আপন প্রজাবৃন্দের বিচার করি-
৩১ বেন !"* জীবন্ত ঈশ্বরের হস্তে
পতিত হওয়া ভয়ানক বিষয়।
৩২ তোমরা বরং পূর্ব্বকার সেই সময়
স্মরণ কর, যখন তোমরা দীপ্তিপ্রাপ্ত
হইয়া নানা দুঃখভোগরূপ ভারী
৩৩ সংগ্রাম সহ্য করিয়াছিলে, একে ত
তিরস্কারে ও ক্লেশে কৌতুকাস্পদ
হইয়াছিলে, তাহাতে আবার
সেই প্রকার দুর্দ্দশাপন্ন লোকদের
৩৪ সহভাগী হইয়াছিলে। কেননা
তোমরা বন্দিগণের প্রতি সহানুভূতি
প্রকাশ করিয়াছিলে, এবং আনন্দ-
পূর্ব্বক আপন আপন সম্পত্তির লুট
স্বীকার করিয়াছিলে, কারণ তোমরা
জানিতে, তোমাদের আরও উত্তম
নিজ সম্পত্তি আছে, আর তাহা
৩৫ নিত্যস্থায়ী। অতএব তোমাদের
সেই সাহস ত্যাগ করিও না, যাহা
৩৬ মহাপুরস্কারযুক্ত। কেননা ধৈর্য্যে
তোমাদের প্রয়োজন আছে, যেন
ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিয়া
৩৭ প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হও। কারণ
"আর অতি অল্প কাল বাকী আছে,
যিনি আসিতেছেন, তিনি আসি-
বেন, বিলম্ব করিবেন না।
৩৮ কিন্তু আমার ধার্ম্মিক ব্যক্তি
বিশ্বাস হেতুই বাঁচিবে,
আর যদি সরিয়া পড়ে, তবে
আমার প্রাণ তাহাতে প্রীত
হইবে না।"†

* দ্বি বি ৩২ ; ৩৫, ৩৬।
† হবক্কূক ২ , ৩, ৪।

৩৯ পরন্তু আমরা বিনাশের জন্য সরিয়া
পড়িবার লোক নহি, বরং প্রাণের
রক্ষার জন্য বিশ্বাসের লোক।

## বিশ্বাস-বীরসমূহ।

১১ আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের
নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ-
২ প্রাপ্তি। কারণ এই সম্বন্ধেই প্রাচীন-
গণের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়া-
৩ ছিল। বিশ্বাসে আমরা বুঝিতে
পারি যে, যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্য
দ্বারা রচিত হইয়াছে, সুতরাং কোন
প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে এই সকল দৃশ্য
৪ বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই। বিশ্বাসে
হেবল ঈশ্বরের উদ্দেশে কয়িন
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ উৎসর্গ করিলেন,*
এবং তদ্দ্বারা তাঁহার পক্ষে এই
সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি
ধার্ম্মিক; ঈশ্বর তাঁহার উপহারের
পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন; এবং
তদ্দ্বারা তিনি মৃত হইলেও এখনও
৫ কথা কহিতেছেন। বিশ্বাসে হনোক
লোকান্তরে নীত হইলেন, যেন
মৃত্যু না দেখিতে পান; তাঁহার
উদ্দেশ আর পাওয়া গেল না,
কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে লোকান্তরে
লইয়া গেলেন।† বস্তুতঃ লোকা-
ন্তরে নীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার
পক্ষে এই সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল
যে, তিনি ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র
৬ ছিলেন। কিন্তু বিনা বিশ্বাসে
প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য
নয়; কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের
নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা
বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর
আছেন, এবং যাহারা তাঁহার
অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের
৭ পুরস্কারদাতা। বিশ্বাসে নোহ, যাহা
যাহা তখন দেখা যাইতেছিল না,
এমন বিষয়ে আদেশ পাইয়া ভক্তি-
যুক্ত ভয়ে আবিষ্ট হইয়া আপন
পরিবারের ত্রাণার্থে এক জাহাজ
নির্ম্মাণ করিলেন,* এবং তদ্দ্বারা
জগৎকে দোষী করিলেন ও আপনি
বিশ্বাসানুরূপ ধার্ম্মিকতার অধিকারী
৮ হইলেন। বিশ্বাসে অব্রাহাম, যখন
আহূত হইলেন,† তখন যে স্থান
অধিকারার্থে প্রাপ্ত হইবেন, সেই
স্থানে যাইবার আজ্ঞা মান্য করি-
লেন, এবং কোথায় যাইতেছেন
তাহা না জানিয়া যাত্রা করিলেন।
৯ বিশ্বাসে তিনি বিদেশের ন্যায় প্রতি-
জ্ঞাত দেশে প্রবাসী হইলেন, তিনি
সেই প্রতিজ্ঞার সহাধিকারী ইস্‌হাক
ও যাকোবের সহিত তাম্বুতেই বাস
১০ করিতেন; কারণ তিনি ভিত্তিমূল-
বিশিষ্ট সেই নগরের অপেক্ষা
করিতেছিলেন, যাহার স্থাপনকর্ত্তা
১১ ও নির্ম্মাতা ঈশ্বর। বিশ্বাসে স্বয়ং
সারাও বংশ উৎপাদনের শক্তি
পাইলেন, যদিও তাঁহার অতিরিক্ত
বয়স হইয়াছিল, কেননা তিনি
প্রতিজ্ঞাকারীকে বিশ্বাস্য জ্ঞান
১২ করিয়াছিলেন। এই জন্য এক
ব্যক্তি হইতে, এমন কি, মৃতকল্প
ব্যক্তি হইতে, এত লোক উৎপন্ন
হইল, যাহারা সংখ্যায় আকাশের

* আদি ৪, ৪। † আদি ৫; ২৪।

* আদি ৬-৮ অধ্যায়। † আদি ১২, ১, ৪।

তারাগণের তুল্য, এবং সমুদ্রতীরস্থ
গণনাতীত বালুকার তুল্য।*
১৩ বিশ্বাসানুরূপে ইহাঁরা সকলে
মরিলেন; ইহাঁরা প্রতিজ্ঞাকলাপের
ফল প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু দূর
হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া সাদর
সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, এবং আপ-
নারা যে পৃথিবীতে বিদেশী ও
প্রবাসী, ইহা স্বীকার করিয়া-
১৪ ছিলেন। কারণ যাঁহারা এরূপ
কথা বলেন, তাঁহারা যে নিজ
দেশের অন্বেষণ করিতেছেন, ইহাই
১৫ স্পষ্ট ব্যক্ত করেন। আর যে দেশ
হইতে বাহির হইয়াছিলেন, সেই
দেশ যদি মনে রাখিতেন, তবে
ফিরিয়া যাইবার সুযোগ অবশ্য
১৬ পাইতেন। কিন্তু এখন তাঁহারা
আরও উত্তম দেশের, অর্থাৎ স্বর্গীয়
দেশের, আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।
এই জন্য ঈশ্বর তাঁহাদের ঈশ্বর
বলিয়া আখ্যাত হইতে, তাঁহাদের
বিষয়ে লজ্জিত নহেন; কারণ তিনি
তাঁহাদের নিমিত্ত এক নগর প্রস্তুত
করিয়াছেন।
১৭ বিশ্বাসে অব্রাহাম পরীক্ষিত
হইয়া ইস্‌হাককে উৎসর্গ করিয়া-
ছিলেন; এমন কি, যিনি প্রতিজ্ঞা
সকল সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন,
তিনি আপনার সেই একজাত
পুত্রকে উৎসর্গ করিতেছিলেন,
১৮ যাঁহার বিষয়ে তাঁহাকে বলা হইয়া-
ছিল, "ইস্‌হাকে তোমার বংশ
১৯ আখ্যাত হইবে";† তিনি মনে
স্থির করিয়াছিলেন, ঈশ্বর মৃতগণের
মধ্য হইতেও উত্থাপন করিতে
সমর্থ; আবার তিনি তথা হইতে
দৃষ্টান্তরূপে তাঁহাকে ফিরিয়া পাই-
২০ লেন। বিশ্বাসে ইস্‌হাক আগামী
বিষয়ের উদ্দেশেও যাকোবকে ও
এষৌকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।
২১ বিশ্বাসে যাকোব মৃত্যুকালে
যোষেফের উভয় পুত্রকে আশীর্ব্বাদ
করিলেন, এবং আপন যষ্টির
অগ্রভাগে নির্ভর করিয়া ভজনা
২২ করিলেন।* বিশ্বাসে যোষেফ
মৃত্যুকালে ইস্রায়েল-সন্তানগণের
প্রস্থানের বিষয়ে উল্লেখ করিলেন,
এবং আপন অস্থিসমূহের বিষয়ে
আদেশ দিলেন।†
২৩ বিশ্বাসে, মোশি জন্মিলে পর,
তিন মাস পর্য্যন্ত পিতামাতা কর্ত্তৃক
গোপনে রক্ষিত হইলেন, কেননা
তাঁহারা দেখিলেন, শিশুটী সুন্দর;
আর রাজার আজ্ঞাতে ভীত হইলেন
২৪ না। বিশ্বাসে মোশি বয়ঃপ্রাপ্ত
হইলে পর ফরৌণের কন্যার পুত্র
বলিয়া আখ্যাত হইতে অস্বীকার
২৫ করিলেন;‡ তিনি পাপজাত ক্ষণিক
সুখভোগ অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের
প্রজাবৃন্দের সঙ্গে দুঃখভোগ মনো-
২৬ নীত করিলেন; তিনি মিসরের
সমস্ত ধন অপেক্ষা খ্রীষ্টের দুর্নাম
মহাধন জ্ঞান করিলেন, কেননা,
তিনি পুরস্কারদানের প্রতি দৃষ্টি
২৭ রাখিতেন। বিশ্বাসে তিনি মিসর
ত্যাগ করিলেন, রাজার কোপ

* আদি ১৭, ১৭-১৯। ২১; ২। ২২; ১৭।
† আদি ২২ অধ্যায়। ২১; ১২।

* আদি ২৭; ২৭, ৩৯। ৪৭; ৩১। ৪৮; ১৫, ১৬
† আদি ৫০; ২৪। ‡ যাত্রা ২, ২, ১০-১৫।

হইতে ভীত হন নাই, কারণ যিনি
অদৃশ্য, তাঁহাকে যেন দেখিয়াই স্থির
২৮ থাকিলেন। বিশ্বাসে তিনি নিস্তার-
পর্ব্ব ও রক্তের প্রোক্ষণ স্থাপন
করিলেন, যেন প্রথমজাতদের
সংহারকর্ত্তা তাহাদিগকে স্পর্শ না
২৯ করেন।* বিশ্বাসে লোকেরা
শুষ্ক ভূমির ন্যায় লোহিত সমুদ্রের
মধ্য দিয়া গমন করিল, কিন্তু
মিস্রীয়গণ সেই চেষ্টা করিতে গিয়া
৩০ কবলিত হইল।† বিশ্বাসে যিরী-
হোর প্রাচীর, সাত দিন প্রদক্ষিণ
করা হইলে পর, পড়িয়া গেল।
৩১ বিশ্বাসে রাহব বেশ্যা, শান্তির সহিত
চরদিগের অভ্যর্থনা করাতে, অবাধ্য-
দের সহিত বিনষ্ট হইল না।‡
৩২ আর অধিক কি বলিব? গিদি-
য়োন, বারক, শিম্শোন, যিপ্তহ,
এবং দায়ূদ ও শমূয়েল ও ভাববাদি-
গণ, এই সকলের বৃত্তান্ত বলিতে
গেলে সময়ের অকুলান হইবে।
৩৩ বিশ্বাস দ্বারা ইহাঁরা নানা রাজ্য
পরাজয় করিলেন, ধার্ম্মিকতার
অনুষ্ঠান করিলেন, নানা প্রতিজ্ঞার
ফল প্রাপ্ত হইলেন, সিংহদের মুখ
৩৪ বদ্ধ করিলেন, অগ্নির তেজ নির্ব্বাণ
করিলেন, খড়্গের মুখ এড়াইলেন,
দুর্ব্বলতা হইতে বলপ্রাপ্ত হইলেন,
যুদ্ধে বিক্রান্ত হইলেন, অন্যজাতীয়-
দের সৈন্যশ্রেণী তাড়াইয়া দিলেন।
৩৫ নারীগণ আপন আপন মৃত লোককে
পুনরুত্থান দ্বারা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন;
অন্যেরা প্রহার দ্বারা নিহত হই-
লেন, মুক্তি গ্রহণ করেন নাই, যেন
শ্রেষ্ঠ পুনরুত্থানের ভাগী হইতে
৩৬ পারেন। আর অন্যেরা বিদ্রূপের
ও কশাঘাতের, অধিকন্তু বন্ধনের ও
কারাগারের পরীক্ষা ভোগ করিলেন;
৩৭ তাঁহারা প্রস্তরাঘাতে হত, পরীক্ষিত,
করাত দ্বারা বিদীর্ণ, খড়্গ দ্বারা
নিহত হইলেন; তাঁহারা মেষের ও
ছাগের চর্ম্ম পরিয়া বেড়াইতেন,
দীনহীন, ক্লিষ্ট, উপদ্রুত হইতেন;
৩৮ এই জগৎ যাঁহাদের যোগ্য ছিল না,
তাঁহারা প্রান্তরে প্রান্তরে, পাহাড়ে
পাহাড়ে, গুহায় গুহায় ও পৃথিবীর
৩৯ গহ্বরে গহ্বরে ভ্রমণ করিতেন। আর
বিশ্বাস প্রযুক্ত ইহাঁদের সকলের
পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল,
কিন্তু ইহাঁরা প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত
৪০ হন নাই; কেননা ঈশ্বর আমাদের
নিমিত্ত পূর্ব্বাবধি কোন শ্রেষ্ঠ বিষয়
লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যেন তাঁহারা
আমাদের ব্যতিরেকে সিদ্ধি না
পান।

### নানাবিধ আশ্বাস-বাক্য।

স্বর্গীয় পথে ধাবন। প্রভুর শাসনের শুভ ফল।

১২ অতএব এমন বৃহৎ সাক্ষিমেঘে
বেষ্টিত হওয়াতে আইস, আমরাও
সমস্ত বোঝা ও সহজ বাধাজনক
পাপ ফেলিয়া দিয়া ধৈর্য্যপূর্ব্বক
আমাদের সম্মুখস্থ ধাবনক্ষেত্রে
২ দৌড়ি; বিশ্বাসের আদিকর্ত্তা ও
সিদ্ধিকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি;
তিনিই আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের
নিমিত্ত ক্রুশ সহ্য করিলেন, অপমান
তুচ্ছ করিলেন, এবং ঈশ্বরের সিং-

* যাত্রা ১২; ১২, ১৩। † যাত্রা ১৪; ২২, ২৭।
‡ যিহোশূয় ৬; ২০। ২; ১১, ১২। ৬; ১৭, ২৩।

হাসনের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়াছেন।
৩ তাঁহাকেই আলোচনা কর, যিনি
আপনার বিরুদ্ধে পাপিগণের এমন
প্রতিবাদ সহ্য করিয়াছিলেন, যেন
প্রাণের ক্লান্তিতে অবসন্ন না হও।
৪ তোমরা পাপের সহিত যুদ্ধ করিতে
করিতে এখনও রক্তব্যয় পর্য্যন্ত
৫ প্রতিরোধ কর নাই; আর তোমরা
সেই আশ্বাসবাক্য ভুলিয়া গিয়াছ,
যাহা পুত্র বলিয়া তোমাদের সহিত
কথাবার্ত্তা কহিতেছে,

"হে আমার পুত্র, প্রভুর শাসন
তুচ্ছ করিও না,
তাঁহার দ্বারা অনুযুক্ত হইলে ক্লান্ত
হইও না।
৬ কেননা প্রভু যাহাকে প্রেম
করেন, তাহাকেই শাসন
করেন,
যে কোন পুত্রকে গ্রহণ করেন,
তাহাকেই প্রহার করেন।"*

৭ শাসনের জন্যই তোমরা সহ্য করি-
তেছ†; যেমন পুত্রদের প্রতি,
তেমনি ঈশ্বর তোমাদের প্রতি ব্যব-
হার করিতেছেন; কেননা পিতা
যাহাকে শাসন না করেন, এমন পুত্র
৮ কোথায়? কিন্তু তোমাদের শাসন
যদি না হয়—সকলেই ত তাহার
ভাগী—তবে সুতরাং তোমরা জারজ,
পুত্র নও।
৯ আবার আমাদের মাংসের
পিতারা আমাদের শাসনকারী
ছিলেন, এবং আমরা তাঁহাদিগকে
সমাদর করিতাম; তবে যিনি আত্মা
সকলের পিতা, আমরা কি অনেক-

* হিতো ৩; ১১, ১২। † (বা) কর।

গুণ অধিক পরিমাণে তাঁহার বশী-
ভূত হইয়া জীবন ধারণ করিব না?
১০ উহাঁরা ত অল্পদিনের নিমিত্ত, উহাঁ-
দের যেমন বিহিত বোধ হইত, তেমনই
শাসন করিতেন, কিন্তু ইনি হিতের
নিমিত্তই করিতেছেন, যেন আমরা
১১ তাঁহার পবিত্রতার ভাগী হই। কোন
শাসনই আপাততঃ আনন্দের বিষয়
বোধ হয় না, কিন্তু দুঃখের বিষয়
বোধ হয়; তথাপি তদ্দ্বারা যাহা-
দের অভ্যাস জন্মিয়াছে, তাহা পরে
তাহাদিগকে ধার্ম্মিকতার শান্তিযুক্ত
১২ ফল প্রদান করে। অতএব তোমরা
শিথিল হস্ত ও অবশ হাঁটু সবল
১৩ কর;* এবং আপন আপন চরণের
জন্য সরল পথ প্রস্তুত কর,† যেন
যাহা খঞ্জ তাহা স্থানচ্যুত না হয়,
বরং সুস্থ হয়।

শান্তিভাব ও শুচিতা সম্বন্ধে নিবেদন।

১৪ সকলের সহিত শান্তির অনুধাবন
কর, এবং যাহা ব্যতিরেকে কেহই
প্রভুর দর্শন পাইবে না, সেই পবিত্র-
তার অনুধাবন কর; সাবধান হইয়া
দেখ, পাছে কেহ ঈশ্বরের অনুগ্রহ
১৫ হইতে বঞ্চিত হয়; পাছে তিক্ততার
কোন মূল অঙ্কুরিত হইয়া তোমা-
দিগকে উৎপীড়িত করে, এবং ইহাতে
১৬ অধিকাংশ লোক দূষিত হয়; পাছে
কেহ ব্যভিচারী বা ধর্ম্মবিদ্রূপক হয়,
যেমন এষৌ, সে ত এক বারের
খাদ্যের নিমিত্ত আপন জ্যেষ্ঠাধিকার
১৭ বিক্রয় করিয়াছিল। তোমরা ত

* যিশাইয় ৩৫; ৩।
† হিতো ৪; ২৬। (গ্রীক অনুবাদ)

জান, তৎপরে যখন সে আশীর্ব্বাদের
অধিকারী হইতে বাঞ্ছা করিল, তখন
সজল নয়নে সযত্নে তাহার চেষ্টা
করিলেও অগ্রাহ্য হইল, কারণ সে
মনপরিবর্ত্তনের স্থান পাইল না।*

অকম্পমান রাজ্যের অধিকারীদের সৌভাগ্য।

১৮ কারণ তোমরা সেই স্পৃশ্য ও
অগ্নিতে প্রজ্বলিত পর্ব্বত, কৃষ্ণবর্ণ
মেঘ, অন্ধকার, ঝড়, তূরীর ধ্বনি ও
বাক্যের শব্দ এই সকলের নিকট
১৯ উপস্থিত হও নাই। সেই শব্দ
যাহারা শুনিয়াছিল, তাহারা প্রার্থনা
করিয়াছিল, যেন তাহাদের কাছে
২০ আর কথা বলা না হয় ; কারণ এই
আজ্ঞা তাহারা সহ্য করিতে পারিল
না, "যদি কোন পশু পর্ব্বত স্পর্শ
করে, তবে সেও প্রস্তারাঘাতে হত
২১ হইবে" ; এবং সেই দর্শন এমন
ভয়ঙ্কর ছিল যে, মোশি কহিলেন,
"আমি নিতান্তই ভীত ও কম্পিত
২২ হইতেছি"।† কিন্তু তোমরা এই
সকলের নিকটে উপস্থিত হইয়াছ,
যথা, সিয়োন পর্ব্বত, জীবন্ত ঈশ্বরের
পুরী স্বর্গীয় যিরূশালেম, অযুত
২৩ অযুত দূত, স্বর্গে লিখিত প্রথম-
জাতদের সাধারণ সভা ও মণ্ডলী,
সকলের বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর, সিদ্ধি-
২৪ প্রাপ্ত ধার্ম্মিকগণের আত্মা, নূতন
নিয়মের মধ্যস্থ যীশু, এবং
প্রোক্ষণের রক্ত, যাহা হেবল
২৫ হইতেও উত্তম কথা বলে। দেখিও,
যিনি কথা বলেন, তাঁহার কথা
শুনিতে অসম্মত হইও না ; কারণ
যিনি পৃথিবীতে আদেশবাণী বলিয়া-
ছিলেন, তাঁহার কথা শুনিতে
অসম্মত হওয়াতে যখন ঐ লোকেরা
রক্ষা পাইল না, তখন যিনি স্বর্গ
হইতে বলিতেছেন, তাঁহা হইতে
বিমুখ হইলে আমরা যে রক্ষা পাইব
না, ইহা কত অধিক গুণে নিশ্চিত !
২৬ তৎকালে তাঁহার রব পৃথিবীকে
কম্পান্বিত করিয়াছিল ; কিন্তু এখন
তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,
"আমি আর একবার কেবল
পৃথিবীকে নয়, আকাশমণ্ডলকেও
২৭ কম্পান্বিত করিব।"* এখানে "আর
একবার," এই শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে,
সেই কম্পমান সকল বিষয় নির্ম্মিত
বলিয়া দূরীকৃত হইবে, যেন অকম্প-
২৮ মান বিষয় সকল স্থায়ী হয়। অত-
এব অকম্পনীয় রাজ্য পাইবার
অধিকারী হওয়াতে, আইস, আমরা
সেই অনুগ্রহ অবলম্বন করি, যদ্দ্বারা
ভক্তি ও ভয় সহকারে ঈশ্বরের
প্রীতিজনক আরাধনা করিতে পারি।
২৯ কেননা আমাদের ঈশ্বর গ্রাসকারী
অগ্নিস্বরূপ।†

ভ্রাতৃপ্রেম ও বিশ্বাসাদি সম্বন্ধে নিবেদন।

১৩ ভ্রাতৃপ্রেম স্থির থাকুক।
২ তোমরা অতিথিসেবা ভুলিয়া যাইও
না ; কেননা তদ্দ্বারা কেহ কেহ না
জানিয়া দূতগণেরও আতিথ্য করি-
৩ য়াছেন। আপনাদিগকে সহবন্দি
জানিয়া বন্দিগণকে স্মরণ করিও,

* আদি ২৫ ; ৩৩, ৩৪। ২৭ ; ৩০-৪০।
† যাত্রা ১৯ ; ১৩, ১৬। দ্বি বি ৪ ; ১১। ৯ ; ১৯।

* হগয় ২ ; ৬।
† দ্বি বি ৪ ; ২৪। ৯ ; ৩। যিশ ৩৩ ; ১৪।

আপনাদিগকে দেহবাসী জানিয়া
দুর্দ্দশাপন্ন সকলকে স্মরণ করিও।
৪ সকলের মধ্যে বিবাহ আদরণীয় ও
সেই শয্যা বিমল [ হউক ]; কেননা
ব্যভিচারীদের ও বেশ্যাগামীদের
৫ বিচার ঈশ্বর করিবেন। তোমাদের
আচার ব্যবহার ধনাসক্তিবিহীন
হউক ; তোমাদের যাহা আছে,
তাহাতে সন্তুষ্ট থাক ; কারণ তিনিই
বলিয়াছেন, "আমি কোন ক্রমে
তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে
৬ তোমাকে ত্যাগ করিব না।" অত-
এব আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে
পারি,

"প্রভু আমার সহায়, আমি ভয়
করিব না ;
মনুষ্য আমার কি করিবে ?"*

৭ যাঁহারা তোমাদিগকে ঈশ্বরের
বাক্য বলিয়া গিয়াছেন, তোমাদের
সেই নেতাদিগকে স্মরণ কর, এবং
তাঁহাদের আচরণের শেষগতি
আলোচনা করিতে করিতে তাঁহা-
৮ দের বিশ্বাসের অনুকারী হও। যীশু
খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য এবং অনন্তকাল
৯ যে, সেই আছেন। তোমরা বহুবিধ
এবং বিজাতীয় শিক্ষা দ্বারা বিপথে
চালিত হইও না ; কেননা হৃদয়
যে অনুগ্রহ দ্বারা স্থিরীকৃত হয়,
তাহা ভাল ; খাদ্য বিশেষ অবলম্বন
করা ভাল নয়, তদাচারীদের কোন
১০ সুফল দর্শে নাই। আমাদের এক
যজ্ঞবেদি আছে, তাহার সামগ্রী
ভোজন করিবার ক্ষমতা তাহাদের
নাই, যাহারা তাম্বু সম্বন্ধে আরাধনা
১১ করে। কারণ যে যে প্রাণীর রক্ত
পাপার্থক উপহাররূপে মহাযাজকের
দ্বারা পবিত্র স্থানের ভিতরে লইয়া
যাওয়া হয়, সেই সকলের দেহ
শিবিরের বাহিরে পোড়াইয়া দেওয়া
১২ যায়।* এই কারণ যীশুও, নিজ
রক্ত দ্বারা প্রজাবৃন্দকে পবিত্র করি-
বার নিমিত্ত, পুরদ্বারের বাহিরে
১৩ মৃত্যু ভোগ করিলেন। অতএব
আইস, আমরা তাঁহার দুর্নাম বহন
করিতে করিতে শিবিরের বাহিরে
১৪ তাঁহার নিকটে গমন করি। কারণ
এখানে আমাদের চিরস্থায়ী নগর
নাই ; কিন্তু আমরা সেই আগামী
১৫ নগরের অন্বেষণ করিতেছি। অত-
এব আইস, আমরা তাঁহারই দ্বারা
ঈশ্বরের উদ্দেশে নিয়ত স্তব-বলি,
অর্থাৎ তাঁহার নাম স্বীকারকারী
ওষ্ঠাধরের ফল, উৎসর্গ করি।†
১৬ আর উপকার ও সহভাগিতার কার্য্য
ভুলিও না, কেননা সেই প্রকার
যজ্ঞে ঈশ্বর প্রীত হন।
১৭ তোমরা তোমাদের নেতাদিগের
আজ্ঞাগ্রাহী ও বশীভূত হও, কারণ
নিকাশ দিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা
তোমাদের প্রাণের নিমিত্ত প্রহরি-
কার্য্য‡ করিতেছেন,—যেন তাঁহারা
আনন্দপূর্ব্বক সেই কার্য্য করেন,
আর্ত্তস্বরপূর্ব্বক না করেন ; কেননা
ইহা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক
নয়।

* দ্বি বি ৩১, ৬, ৮। গীত ১১৮, ৬।

* লেবীয় ১৬ ; ২৭। † গীত ৫০ ; ১৪, ২৩।
যিশাইয় ৫৭ ; ১৯। হোশেয় ১৪ ; ২।
‡ যিহি ৩ ; ১৭।

### উপসংহার ।

১৮ আমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা কর,
কেননা আমরা নিশ্চয় জানি,
আমাদের সৎসংবেদ আছে, সর্ব্ব-
বিষয়ে সদাচরণ করিতে বাঞ্ছা
১৯ করিতেছি। পরন্তু আমি যেন
শীঘ্রই তোমাদিগকে পুনর্দত্ত হই,
তজ্জন্য অধিক বিনতিপূর্ব্বক
তোমাদিগকে প্রার্থনা করিতে
বলিলাম।
২০ আর শান্তির ঈশ্বর, যিনি অনন্ত-
কালস্থায়ী নিয়মের রক্ত প্রযুক্ত
সেই মহান্ পাল-রক্ষককে, আমা-
দের প্রভু যীশুকে, মৃতগণের মধ্য
২১ হইতে উঠাইয়া আনিয়াছেন, তিনি
আপনার ইচ্ছা সাধনার্থে তোমা-
দিগকে সমস্ত উত্তম বিষয়ে পরিপক্ক
করুন, আপনার দৃষ্টিতে যাহা
প্রীতিজনক, তাহা আমাদের অন্তরে,
যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, সম্পন্ন করুন; যুগে
যুগে তাঁহার মহিমা হউক। আমেন।
২২ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে
বিনতি করিতেছি, তোমরা এই
উপদেশ-বাক্য সহ্য কর; আমি ত
সংক্ষেপে তোমাদিগকে লিখিলাম।
২৩ আমাদের ভ্রাতা তীমথিয় মুক্তি
পাইয়াছেন, ইহা জ্ঞাত হইবে;
তিনি যদি শীঘ্র আইসেন, তবে
আমি তাঁহার সহিত তোমাদিগকে
দেখিব।
২৪ তোমরা আপনাদের সকল
নেতাকে ও সকল পবিত্র লোককে
মঙ্গলবাদ কর। ইতালিয়ার লোকেরা
তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে।
২৫ অনুগ্রহ তোমাদের সকলের
সহবর্ত্তী হউক। আমেন।

# যাকোবের পত্র।

### প্রকৃত ভক্তির বর্ণনা।

১ ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দাস
যাকোব—নানা দেশে ছিন্নভিন্ন
দ্বাদশ বংশের সমীপে। মঙ্গল
হউক।
২ হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা
যখন নানাবিধ পরীক্ষায় পড়, তখন
তাহা সর্ব্বতোভাবে আনন্দের বিষয়
৩ জ্ঞান করিও; জানিও, তোমাদের
বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা ধৈর্য্যসাধন
৪ করে। আর সেই ধৈর্য্য সিদ্ধ
কার্য্যবিশিষ্ট হউক, যেন তোমরা
সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হও, কোন বিষয়ে
তোমাদের অভাব না থাকে।
৫ যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের
অভাব হয়, তবে সে ঈশ্বরের কাছে
যাচ্ঞা করুক; তিনি সকলকে
অকাতরে দিয়া থাকেন, তিরস্কার
করেন না; তাহাকে দত্ত হইবে।
৬ কিন্তু সে বিশ্বাসপূর্ব্বক যাচ্ঞা করুক
কিছু সন্দেহ না করুক; কেননা
যে সন্দেহ করে, সে বায়ুতাড়িত

বিলোড়িত সমুদ্র-তরঙ্গের তুল্য।
৭ সেই ব্যক্তি যে প্রভুর নিকটে কিছু
পাইবে, এমন বোধ না করুক;
৮ সে দ্বিমনা লোক, আপনার সকল
পথে অস্থির।
৯ অবনত ভ্রাতা আপন উন্নতির
১০ শ্লাঘা করুক; আর ধনবান্ আপন
অবনতির শ্লাঘা করুক, কেননা সে
তৃণপুষ্পের ন্যায় বিগত হইবে।
১১ ফলতঃ সূর্য্য সতাপে উঠিল, ও তৃণ
শুষ্ক করিল, তাহাতে তাহার পুষ্প
ঝরিয়া পড়িল, এবং তাহার রূপের
লাবণ্য নষ্ট হইয়া গেল; তেমনি
ধনবানও আপনার সকল গতিতে
ম্লান হইয়া পড়িবে।
১২ ধন্য সেই ব্যক্তি, যে পরীক্ষা সহ্য
করে; কারণ পরীক্ষাসিদ্ধ হইলে
পর সে জীবনমুকুট প্রাপ্ত হইবে,
তাহা প্রভু তাহাদিগকেই দিতে
অঙ্গীকার করিয়াছেন, যাহারা
১৩ তাঁহাকে প্রেম করে। পরীক্ষার
সময়ে কেহ না বলুক, ঈশ্বর হইতে
আমার পরীক্ষা হইতেছে; কেননা
মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরের পরীক্ষা
করা যাইতে পারে না, আর তিনি
১৪ কাহারও পরীক্ষা করেন না; কিন্তু
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা
আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরী-
১৫ ক্ষিত হয়। পরে কামনা সগর্ভা
হইয়া পাপ প্রসব করে, এবং পাপ
পরিপক্ক হইয়া মৃত্যুকে জন্ম দেয়।
১৬ হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ভ্রান্ত
১৭ হইও না। সমস্ত উত্তম দান
এবং সমস্ত সিদ্ধ বর উপর হইতে
আইসে, জ্যোতির্গণের সেই পিতা
হইতে নামিয়া আইসে, যাঁহাতে
অবস্থান্তর কিম্বা পরিবর্ত্তনজনিত
১৮ ছায়া হইতে পারে না। তিনি নিজ
বাসনায় সত্যের বাক্য দ্বারা আমা-
দিগকে জন্ম দিয়াছেন, যেন আমরা
তাঁহার সৃষ্ট বস্তু সকলের এক প্রকার
অগ্রিমাংশ হই।
১৯ হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা
ইহা জ্ঞাত আছ। কিন্তু তোমাদের
প্রত্যেক জন শ্রবণে সত্বর, কথনে
২০ ধীর, ক্রোধে ধীর হউক, কারণ
মনুষ্যের ক্রোধ ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতার
২১ অনুষ্ঠান করে না। অতএব তোমরা
সকল অশুচিতা এবং দুষ্টতার উচ্ছ্বাস
ফেলিয়া দিয়া, মৃদুভাবে সেই রোপিত
বাক্য গ্রহণ কর, যাহা তোমাদের
প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করিতে
২২ পারে। আর বাক্যের কার্য্যকারী
হও, আপনাদিগকে ভুলাইয়া
২৩ শ্রোতামাত্র হইও না। কেননা যে
কেহ বাক্যের শ্রোতামাত্র, কার্য্য-
কারী নয়, সে এমন ব্যক্তির তুল্য,
যে দর্পণে আপনার স্বাভাবিক মুখ
২৪ দেখে; কারণ সে আপনাকে দেখিল,
চলিয়া গেল, আর সে কিরূপ লোক,
২৫ তাহা তখনই ভুলিয়া গেল। কিন্তু
যে কেহ হেঁট হইয়া স্বাধীনতার সিদ্ধ
ব্যবস্থায় দৃষ্টিপাত করে, ও তাহাতে
নিবিষ্ট থাকে, ভুলিয়া যাইবার
শ্রোতা না হইয়া কার্য্যকারী হয়,
২৬ সেই আপন কার্য্যে ধন্য হইবে। যে
ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মশীল বলিয়া
মনে করে, আর আপন জিহ্বাকে
বল্‌গা দ্বারা বশে না রাখে, কিন্তু
নিজ হৃদয়কে ভুলায়, তাহার ধর্ম্ম

২৭ অলীক। ক্লেশাপন্ন পিতৃমাতৃহীন-
দের ও বিধবাদের তত্ত্বাবধান করা,
এবং সংসার হইতে আপনাকে
নিষ্কলঙ্করূপে রক্ষা করাই পিতা
ঈশ্বরের কাছে শুচি ও বিমল ধর্ম্ম।

## অকপট প্রেম ও বিশ্বাসের আবশ্যকতা।

২ হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের—প্রতা-
পের প্রভুর—বিশ্বাস মুখাপেক্ষার
২ সহিত ধারণ করিও না। কেননা
যদি তোমাদের সমাজ-গৃহে স্বর্ণময়
অঙ্গুরীয়ে ও শুভ্র বস্ত্রে ভূষিত কোন
ব্যক্তি আইসে, এবং মলিন বস্ত্র
পরিহিত কোন দরিদ্রও আইসে,
৩ আর তোমরা সেই শুভ্রবস্ত্র পরিহিত
ব্যক্তির মুখ চাহিয়া বল, 'আপনি
এখানে উত্তম স্থানে বসুন,' কিন্তু
সেই দরিদ্রকে যদি বল, 'তুমি
ওখানে দাঁড়াও, কিম্বা আমার পাদ-
৪ পীঠের তলে বস,' তাহা হইলে
তোমরা কি আপনাদের মধ্যে ভেদা-
ভেদ করিতেছ না, এবং মন্দ বিতর্কে
৫ লিপ্ত বিচারকর্ত্তা হইতেছ না? হে
আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, শুন, সংসারে
যাহারা দরিদ্র, ঈশ্বর কি তাহাদিগকে
মনোনীত করেন নাই, যেন তাহারা
বিশ্বাসে ধনবান্ হয়, এবং যাহারা
তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের কাছে
অঙ্গীকৃত রাজ্যের অধিকারী হয়?
৬ কিন্তু তোমরা সেই দরিদ্রকে অনাদর
করিয়াছ। ধনবানেরাই কি তোমা-
দের প্রতি উপদ্রব করে না?
তাহারাই কি তোমাদিগকে টানিয়া
৭ বিচার-স্থানে লইয়া যায় না? যে
উত্তম নাম তোমাদের উপরে কীর্ত্তিত
হইয়াছে, তাহারাই কি সেই নামের
নিন্দা করে না?
৮ যাহা হউক, "তুমি আপন প্রতি-
বাসীকে আপনার মত প্রেম
করিও,"* এই শাস্ত্রীয় বচনানুসারে
যদি তোমরা রাজকীয় ব্যবস্থা পালন
৯ কর, তবে ভাল করিতেছ। কিন্তু
যদি মুখাপেক্ষা কর, তবে পাপাচরণ
করিতেছ, এবং ব্যবস্থা দ্বারা আজ্ঞা-
লঙ্ঘী বলিয়া দোষীকৃত হইতেছ।
১০ কারণ যে কেহ সমস্ত ব্যবস্থা পালন
করে, কেবল একটী বিষয়ে উছোট
খায়, সে সকলেরই দায়ী হইয়াছে।
১১ কেননা যিনি বলিয়াছেন, "ব্যভিচার
করিও না," তিনিই আবার বলিয়া-
ছেন, "নরহত্যা করিও না:"† ভাল,
তুমি যদি ব্যভিচার না করিয়া নর-
হত্যা কর, তাহা হইলে, ব্যবস্থার
১২ লঙ্ঘনকারী হইয়াছ। তোমরা
স্বাধীনতার ব্যবস্থা দ্বারা বিচারিত
হইবে বলিয়া তদনুরূপ কথা বল ও
১৩ কার্য্য কর। কেননা যে ব্যক্তি দয়া
করে নাই, বিচার তাহার প্রতি
নির্দ্দয়; দয়াই বিচারজয়ী হইয়া
শ্লাঘা করে।
১৪ হে আমার ভ্রাতৃগণ, যদি কেহ
বলে, আমার বিশ্বাস আছে, আর
তাহার কর্ম্ম না থাকে, তবে তাহার
কি ফল দর্শিবে? সেই বিশ্বাস কি
তাহার পরিত্রাণ করিতে পারে?
১৫ কোন ভ্রাতা কিম্বা ভগিনী বস্ত্রহীন

* লেবীয় ১৯, ১৮।
† যাত্রা ২০, ১৩, ১৪।

১৬ ও দৈবসিক খাদ্যবিহীন হইলে যদি
তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহা-
দিগকে বলে, কুশলে যাও, উষ্ণ ও
তৃপ্ত হও, কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে
শরীরের প্রয়োজনীয় বস্তু না দেও,
তবে তাহাতে কি ফল দর্শিবে?
১৭ তদ্রূপ বিশ্বাসও কর্ম্মবিহীন হইলে
আপনি একা বলিয়া তাহা মৃত।
১৮ কিন্তু কেহ বলিবে, তোমার বিশ্বাস
আছে, আর আমার কর্ম্ম আছে;
তোমার কর্ম্মবিহীন বিশ্বাস আমাকে
দেখাও, আর আমি তোমাকে
আমার কর্ম্ম হইতে বিশ্বাস দেখাইব।
১৯ তুমি বিশ্বাস করিতেছ যে, ঈশ্বর
এক, ভালই করিতেছ; ভূতেরাও
তাহা বিশ্বাস করে, এবং ভয়ে
২০ কাঁপে। কিন্তু, হে অসার মনুষ্য,
তুমি কি জানিতে চাও যে, কর্ম্ম-
বিহীন বিশ্বাস কোন কাজের নয়?
২১ আমাদের পিতা অব্রাহাম কর্ম্মহেতু,
অর্থাৎ যজ্ঞবেদির উপরে আপন
পুত্র ইস্‌হাককে উৎসর্গকরণ হেতু,*
কি ধার্ম্মিক গণিত হইলেন না?
২২ তুমি দেখিতেছ, বিশ্বাস তাঁহার
ক্রিয়ার সহকারী ছিল, এবং কর্ম্ম-
২৩ হেতু বিশ্বাস সিদ্ধ হইল; তাহাতে
এই শাস্ত্রীয় বচন পূর্ণ হইল,
"অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন,
এবং তাহা তাঁহার পক্ষে ধার্ম্মিকতা
বলিয়া গণিত হইল," আর তিনি
"ঈশ্বরের বন্ধু" এই নাম পাইলেন।†
২৪ তোমরা দেখিতেছ, কর্ম্মহেতু মনুষ্য
ধার্ম্মিক গণিত হয়, সুধু বিশ্বাসহেতু
২৫ নয়। আবার রাহব বেশ্যাও কি
সেই প্রকারে কর্ম্মহেতু ধার্ম্মিক
গণিতা হইল না? সে ত দূতগণকে
অতিথি করিয়াছিল, এবং অন্য পথ
দিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিয়াছিল।*
২৬ বাস্তবিক যেমন আত্মাবিহীন দেহ
মৃত, তেমনি কর্ম্মবিহীন বিশ্বাসও
মৃত।

### জিহ্বা দমন করিবার আবশ্যকতা।

৩ হে আমার ভ্রাতৃগণ, অনেকে
উপদেশক হইও না; তোমরা জান,
অন্য অপেক্ষা আমাদের ভারী
২ বিচার হইবে। কারণ আমরা
সকলে অনেক প্রকারে উছোট
খাই। যদি কেহ বাক্যে উছোট না
খায়, তবে সে সিদ্ধ পুরুষ, সমস্ত
শরীরকেই বল্‌গা দ্বারা বশে রাখিতে
৩ সমর্থ। অশ্বেরা যেন আমাদের
বাধ্য হয়, সেই জন্য আমরা যদি
তাহাদের মুখে বল্‌গা দিই, তবে
তাহাদের সমস্ত শরীরও ফিরাই।
৪ আর দেখ, জাহাজগুলিও অতি
প্রকাণ্ড, এবং প্রচণ্ড বায়ুতে চালিত
হয়, তথাপি সে সকলকে অতি ক্ষুদ্র
হাইল দ্বারা কর্ণধারের মনের ইচ্ছা
যে দিকে হয়, সেই দিকে ফিরান
৫ যায়। তদ্রূপ জিহ্বাও ক্ষুদ্র অঙ্গ
বটে, কিন্তু মহাদর্পের কথা কহে।
দেখ, কেমন অল্প অগ্নি কেমন বৃহৎ
৬ বন প্রজ্বলিত করে! জিহ্বাও অগ্নি;
আমাদের অঙ্গসমূহের মধ্যে জিহ্বা
অধর্ম্মের জগৎ হইয়া রহিয়াছে;

* আদি ২২; ৯, ১০, ১২।
† আদি ১৫, ৬। যিশাইয় ৪১, ৮।

* যিহোশূয় ২ অধ্যায়।

তাহা সমস্ত দেহ কলঙ্কিত করে, ও
প্রকৃতির চক্রকে প্রজ্বলিত করে,
এবং আপনি নরকানলে জ্বলিয়া
৭ উঠে। কারণ পশুর ও পক্ষীর,
সরীসৃপের ও সমুদ্রচর জন্তুর সমস্ত
স্বভাবকে মানবস্বভাব দ্বারা দমন
করিতে পারা যায় ও দমন করা
৮ গিয়াছে; কিন্তু জিহ্বাকে দমন
করিতে কোন মনুষ্যের সাধ্য নাই;
উহা অশান্ত মন্দ বিষয়, মৃত্যুজনক
৯ বিষে পরিপূর্ণ। উহার দ্বারাই
আমরা প্রভু পিতার ধন্যবাদ করি,
আবার উহার দ্বারাই ঈশ্বরের
সাদৃশ্যে জাত মনুষ্যদিগকে শাপ
১০ দিই। একই মুখ হইতে ধন্যবাদ
ও শাপ বাহির হয়। হে আমার
ভ্রাতৃগণ, এ সকল এমন হওয়া
১১ অনুচিত। উনুই কি একই ছিদ্র
দিয়া মিষ্ট ও তিক্ত দুই প্রকার জল
১২ বাহির করে? হে আমার ভ্রাতৃগণ,
ডুমুরগাছে কি জিতফল, অথবা
দ্রাক্ষালতায় কি ডুমুরফল ধরিতে
পারে? লোণা জলও মিষ্ট জল
দিতে পারে না।

## নানাবিধ চেতনা-বাক্য।

### প্রকৃত জ্ঞানের বর্ণনা।

১৩ তোমাদের মধ্যে জ্ঞানবান্ ও
বুদ্ধিমান্ কে? সে সদাচরণ দ্বারা
জ্ঞানের মৃদুতায় নিজ ক্রিয়া দেখাইয়া
১৪ দিউক। কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে
যদি তিক্ত ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা
রাখ, তবে সত্যের বিরুদ্ধে শ্লাঘা
করিও না ও মিথ্যা কহিও না।
১৫ সেই জ্ঞান এমন নয়, যাহা উপর
হইতে নামিয়া আইসে, বরং তাহা
১৬ পার্থিব, প্রাণিক, পৈশাচিক। কেননা
যেখানে ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা,
সেইখানে অস্থিরতা ও সমুদয় দুষ্কর্ম্ম
১৭ থাকে। কিন্তু যে জ্ঞান উপর হইতে
আইসে, তাহা প্রথমে শুচি, পরে
শান্তিপ্রিয়, ক্ষান্ত, সহজে অনুনীত,
দয়া ও উত্তম উত্তম ফলে পরিপূর্ণ,
১৮ ভেদাভেদবিহীন* ও নিষ্কপট। আর
যাহারা শান্তি-আচরণ করে, তাহা-
দের জন্য† শান্তিতে ধার্ম্মিকতা-
ফলের বীজ বপন করা যায়।

### বিবাদ, অহঙ্কার ও দুঃসাহস সম্বন্ধে চেতনা।

৪ তোমাদের মধ্যে কোথা হইতে
যুদ্ধ ও কোথা হইতে বিবাদ উৎপন্ন
হয়? তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে
সকল সুখাভিলাষ যুদ্ধ করে, সে
২ সকল হইতে কি নয়? তোমরা
অভিলাষ করিতেছ, কিন্তু প্রাপ্ত হও
না; তোমরা নরহত্যা ও ঈর্ষা
করিতেছ, কিন্তু পাইতে পার না;
তোমরা বিবাদ ও যুদ্ধ করিয়া থাক,
কিছু প্রাপ্ত হও না, কারণ তোমরা
৩ যাচ্ঞা কর না। যাচ্ঞা করিতেছ,
তথাপি ফল পাইতেছ না; কারণ
মন্দ ভাবে যাচ্ঞা করিতেছ, যেন
আপন আপন সুখাভিলাষে ব্যয়
করিতে পার।
৪ হে ব্যভিচারিণীগণ, তোমরা কি
জান না যে, জগতের মিত্রতা ঈশ্বরের
সহিত শত্রুতা? সুতরাং যে কেহ
জগতের মিত্র হইতে বাসনা করে,
সে আপনাকে ঈশ্বরের শত্রু করিয়া

* (বা) সন্দেহবিহীন। † (বা) তাহাদের দ্বারা।

৫ তুলে। অথবা তোমরা কি মনে
কর যে, শাস্ত্রের বচন ফলহীন? যে
আত্মা তিনি আমাদের অন্তরে বাস
করাইয়াছেন, সেই আত্মা কি মাৎ-
৬ সর্য্যের নিমিত্ত স্নেহ করেন?* বরং
তিনি আরও অনুগ্রহ প্রদান করেন;
এই কারণ শাস্ত্র বলে,

"ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ
করেন,
কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান
করেন।"†

৭ অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত
হও; কিন্তু দিয়াবলের প্রতিরোধ
কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে
৮ পলায়ন করিবে। ঈশ্বরের নিকট-
বর্ত্তী হও, তাহাতে তিনিও তোমা-
দের নিকটবর্ত্তী হইবেন। হে
পাপিগণ, হস্ত শুচি কর; হে
দ্বিমনা লোক সকল, হৃদয় বিশুদ্ধ
৯ কর। তাপিত ও শোকার্ত্ত হও,
এবং রোদন কর; তোমাদের হাস্য
শোকে, এবং আনন্দ বিষাদে পরিণত
১০ হউক। প্রভুর সাক্ষাতে নত হও,
তাহাতে তিনি তোমাদিগকে উন্নত
করিবেন।
১১ হে ভ্রাতৃগণ, পরস্পর পরীবাদ
করিও না; যে ব্যক্তি ভ্রাতার
পরীবাদ করে, কিম্বা ভ্রাতার বিচার
করে, সে ব্যবস্থার পরীবাদ করে ও
ব্যবস্থার বিচার করে। কিন্তু তুমি
যদি ব্যবস্থার বিচার কর, তবে
ব্যবস্থার পালনকারী না হইয়া
১২ বিচারকর্ত্তা হইয়াছ। একমাত্র
ব্যবস্থাপক ও বিচারকর্ত্তা আছেন,
তিনিই পরিত্রাণ করিতে ও বিনষ্ট
করিতে পারেন। কিন্তু তুমি কে যে
প্রতিবাসীর বিচার কর?
১৩ এখন দেখ, তোমাদের কেহ কেহ
বলে, অদ্য কিম্বা কল্য আমরা
অমুক নগরে যাইব, এবং সেখানে
এক বৎসর যাপন করিব, বাণিজ্য
১৪ করিব ও লাভ করিব। তোমরা ত
কল্যকার তত্ত্ব জান না; তোমাদের
জীবন কি প্রকার? তোমরা ত
বাষ্পস্বরূপ, যাহা ক্ষণেক দৃশ্য
১৫ থাকে, পরে অন্তর্হিত হয়। উহার
পরিবর্ত্তে বরং ইহা বল, 'প্রভুর ইচ্ছা
হইলেই, আমরা বাঁচিয়া থাকিব,
এবং এ কাজটী বা ও কাজটী
১৬ করিব'। কিন্তু এখন তোমরা
আপন আপন দর্পে শ্লাঘা করিতেছ;
এই প্রকারের সমস্ত শ্লাঘা মন্দ।
১৭ বস্তুতঃ যে কেহ সৎকর্ম্ম করিতে
জানে, অথচ না করে, তাহার পাপ
হয়।

উপদ্রব সম্বন্ধে চেতনা।

৫ এখন দেখ, হে ধনবানেরা,
তোমাদের উপরে যে সকল দুর্দ্দশা
আসিতেছে, সে সকলের জন্য রোদন
২ ও হাহাকার কর। তোমাদের ধন
পচিয়া গিয়াছে, ও তোমাদের বস্ত্র
সকল কীট-ভক্ষিত হইয়াছে;
৩ তোমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য কলঙ্কিত
হইয়াছে; আর তাহার কলঙ্ক
তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে, এবং
অগ্নির ন্যায় তোমাদের মাংস খাইবে।
তোমরা শেষকালে ধন-সঞ্চয় করি-

* (বা) সেই আত্মা অন্তর্জ্বালা পর্য্যন্ত স্নেহ করেন।
† হিতোপদেশ ৩, ৩৪।

৪ য়াছ । দেখ, যে মজুরেরা তোমাদের
ক্ষেত্রের শস্য কাটিয়াছে, তাহারা
তোমাদের দ্বারা যে বেতনে বঞ্চিত
হইয়াছে, তাহার চীৎকার করি-
তেছে, এবং সেই শস্যচ্ছেদকদের
আর্ত্তনাদ বাহিনীগণের প্রভুর কর্ণে
৫ প্রবিষ্ট হইয়াছে ।* তোমরা পৃথিবীতে
সুখভোগ ও বিলাস করিয়াছ,
তোমরা হত্যার দিনে আপন আপন
৬ হৃদয় তৃপ্ত করিয়াছ । তোমরা
ধার্ম্মিককে দোষী করিয়াছ, বধ
করিয়াছ ; তিনি তোমাদের প্রতি-
রোধ করেন না ।

দীর্ঘসহিষ্ণুতা ও প্রার্থনা সম্বন্ধে আশ্বাস ।

৭ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা
প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত দীর্ঘসহিষ্ণু
থাক । দেখ, কৃষক ভূমির বহুমূল্য
ফলের অপেক্ষা করে এবং যত দিন
তাহা প্রথম ও শেষ বর্ষা না পায়,
তত দিন তাহার বিষয়ে দীর্ঘসহিষ্ণু
৮ থাকে । তোমরাও দীর্ঘসহিষ্ণু থাক,
আপন আপন হৃদয় সুস্থির কর,
৯ কেননা প্রভুর আগমন সন্নিকট । হে
ভ্রাতৃগণ, তোমরা এক জন অন্য
জনের বিরুদ্ধে আর্ত্তস্বর করিও না,
যেন বিচারিত না হও ; দেখ,
বিচারকর্ত্তা দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া
১০ আছেন । হে ভ্রাতৃগণ, যে ভাব-
বাদীরা প্রভুর নামে কথা বলিয়া-
ছিলেন, তাঁহাদিগকে দুঃখভোগের
ও দীর্ঘসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত বলিয়া
১১ মান । দেখ, যাহারা স্থির রহিয়াছে,
তাহাদিগকে আমরা ধন্য বলি ।
তোমরা ইয়োবের ধৈর্য্যের কথা
শুনিয়াছ ; প্রভুর পরিণামও দেখি-
য়াছ, ফলতঃ প্রভু স্নেহপূর্ণ ও
দয়াময় ।
১২ আবার, হে আমার ভ্রাতৃগণ,
আমার সর্ব্বপ্রধান কথা এই,
তোমরা দিব্য করিও না ; স্বর্গের
কি পৃথিবীর কি অন্য কিছুরই দিব্য
করিও না । বরং তোমাদের হাঁ হাঁ
এবং না না হউক, পাছে বিচারে
পতিত হও ।*
১৩ তোমাদের মধ্যে কেহ কি দুঃখ
ভোগ করিতেছে ? সে প্রার্থনা
করুক । কেহ কি প্রফুল্ল আছে ?
১৪ সে গান করুক । তোমাদের মধ্যে
কেহ কি রোগগ্রস্ত ? সে মণ্ডলীর
প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক ; এবং
তাঁহারা প্রভুর নামে তাহাকে
তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে
১৫ প্রার্থনা করুন । তাহাতে বিশ্বাসের
প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ
করিবে, এবং প্রভু তাহাকে উঠাই-
বেন ; আর সে যদি পাপ করিয়া
থাকে, তবে তাহার মোচন হইবে ।
১৬ অতএব তোমরা এক জন অন্য
জনের কাছে আপন আপন পাপ
স্বীকার কর, ও এক জন অন্য জনের
নিমিত্ত প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হইতে
পার । ধার্ম্মিকের বিনতি কার্য্য-
১৭ সাধনে মহাশক্তিযুক্ত । এলিয়
আমাদের ন্যায় সুখদুঃখভোগী মনুষ্য
ছিলেন ; আর তিনি দৃঢ়তার সহিত
প্রার্থনা করিলেন, যেন বৃষ্টি না হয়,
এবং তিন বৎসর ছয় মাস ভূমিতে

*বি ২৪ . ১৪, ১৫ । মাল ৩, ৫ ।
* মথি ৫ . ৩৪-৩৭ ।

১৮ বৃষ্টি হইল না। পরে তিনি আবার
প্রার্থনা করিলেন; আর আকাশ
জল প্রদান করিল, এবং ভূমি নিজ
ফল উৎপন্ন করিল।*
১৯ হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমাদের
মধ্যে যদি কেহ সত্য হইতে ভ্রান্ত
হয়, এবং কেহ তাহাকে ফিরাইয়া
২০ আনে, তবে জানিও, যে ব্যক্তি
কোন পাপীকে তাহার পথ-ভ্রান্তি
হইতে ফিরাইয়া আনে, সে তাহার
প্রাণকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে,
এবং পাপরাশি আচ্ছাদন করিবে।

# পিতরের প্রথম পত্র।

### মঙ্গলবাদ।

১ পিতর, যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত,—
পন্ত, গালাতিয়া, কাপ্পাদকিয়া,
এশিয়া ও বিথুনিয়া দেশে যে ছিন্ন-
২ ভিন্ন প্রবাসিগণ পিতা ঈশ্বরের
পূর্ব্বজ্ঞান অনুসারে আত্মার পবিত্রী-
করণে আজ্ঞাবহতার জন্য ও যীশু
খ্রীষ্টের রক্তপ্রোক্ষণের জন্য মনোনীত
হইয়াছেন, তাঁহাদের সমীপে।
অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুররূপে
তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

### পরিত্রাণ সম্বন্ধে বিশ্বাসীর প্রত্যাশা।

৩ ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
ঈশ্বর ও পিতা; তিনি নিজ বিপুল
দয়ানুসারে মৃতগণের মধ্য হইতে
যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা, জীবন্ত
প্রত্যাশার নিমিত্ত আমাদিগকে
৪ পুনর্জ্জন্ম দিয়াছেন, অক্ষয় ও বিমল
ও অজর দায়াধিকারের নিমিত্ত
দিয়াছেন; সেই দায়াধিকার স্বর্গে
তোমাদের নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে;
৫ এবং ঈশ্বরের শক্তিতে তোমরাও
পরিত্রাণের নিমিত্ত বিশ্বাস দ্বারা
রক্ষিত হইতেছ, যে পরিত্রাণ শেষ-
কালে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রস্তুত
৬ আছে। ইহাতে তোমরা উল্লাস
করিতেছ, যদিও অবকাশমতে এখন
অল্প কাল নানাবিধ পরীক্ষায়
৭ দুঃখার্ত্ত হইতেছ, যেন, যে সুবর্ণ
নশ্বর হইলেও অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত
হয়, তাহা অপেক্ষাও মহামূল্য
তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা
যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশকালে প্রশংসা,
গৌরব ও সমাদরজনক হইয়া
৮ প্রত্যক্ষ হয়। তোমরা তাঁহাকে
না দেখিয়াও প্রেম করিতেছ; এখন
দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি
তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া অনির্ব্বচনীয়
ও গৌরবযুক্ত আনন্দে উল্লাস করি-
৯ তেছ, এবং তোমাদের বিশ্বাসের পরি-
ণাম অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণ প্রাপ্ত
১০ হইতেছ। সেই পরিত্রাণের বিষয়
ভাববাদিগণ সযত্নে আলোচনা ও

* ১ রাজা ১৭, ১। ১৮; ৪১-৪৬।

অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহারা
তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহের
১১ বিষয়ে ভাববাণী বলিতেন। তাঁহারা
এই বিষয় অনুসন্ধান করিতেন,
খ্রীষ্টের আত্মা, যিনি তাঁহাদের
অন্তরে ছিলেন, তিনি যখন খ্রীষ্টের
জন্য নিরূপিত বিবিধ দুঃখভোগ ও
তদনুবর্ত্তী গৌরবের বিষয়ে সাক্ষ্য
দিতেছিলেন, তখন তিনি কোন্
ও কি প্রকার সময়ের প্রতি লক্ষ্য
১২ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাছে
ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল যে,
তাঁহারা আপনাদের জন্য নয়, কিন্তু
তোমাদেরই জন্য ঐ সকল বিষয়ের
পরিচারক ছিলেন; সেই সকল
বিষয় যাঁহারা স্বর্গ হইতে প্রেরিত
পবিত্র আত্মার গুণে তোমাদের
কাছে সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন,
তাঁহাদের দ্বারা এখন তোমাদিগকে
জ্ঞাত করা গিয়াছে; আর স্বর্গ-
দূতেরা হেঁট হইয়া তাহা দেখিবার
আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

### খ্রীষ্টীয় স্বভাব।

১৩ অতএব তোমরা আপন আপন
মনের কটি বাঁধিয়া মিতাচারী হও,
এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশকালে যে
অনুগ্রহ তোমাদের নিকটে আনীত
হইবে, তাহার অপেক্ষাতে সম্পূর্ণ
১৪ প্রত্যাশা রাখ। আজ্ঞাবহতার
সন্তান বলিয়া তোমরা তোমাদের
পূর্ব্বকার অজ্ঞানতাকালের অভি-
১৫ লাষের অনুরূপ হইও না, কিন্তু যিনি
তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন,
সেই পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও
সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও;
১৬ কেননা লেখা আছে, "তোমরা
পবিত্র হইবে, কারণ আমি
১৭ পবিত্র"।* আর যিনি বিনা মুখা-
পেক্ষায় প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়ানু-
যায়ী বিচার করেন, তাঁহাকে যদি
পিতা বলিয়া ডাক, তবে সভয়ে
আপন আপন প্রবাসকাল যাপন
১৮ কর। তোমরা ত জান, তোমাদের
পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলীক
আচার ব্যবহার হইতে তোমরা
ক্ষয়ণীয় বস্তু দ্বারা, রৌপ্য বা স্বর্ণ
১৯ দ্বারা, মুক্ত হও নাই, কিন্তু নির্দ্দোষ
ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের
বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ।
২০ তিনি জগৎপত্তনের অগ্রে পূর্ব্বলক্ষিত
ছিলেন, কিন্তু কালের পরিণামে
তোমাদের নিমিত্ত প্রকাশিত হই-
২১ লেন; তোমরা তাঁহারই দ্বারা সেই
ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়াছ, যিনি
তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে
উঠাইয়াছেন ও গৌরব দিয়াছেন;
এইরূপে তোমাদের বিশ্বাস ও
প্রত্যাশা ঈশ্বরের প্রতি রহিয়াছে।
২২ তোমরা সত্যের আজ্ঞাবহতায়
অকল্পিত ভ্রাতৃপ্রেমের নিমিত্ত আপন
আপন প্রাণকে বিশুদ্ধ করিয়াছ
বলিয়া অন্তঃকরণে পরস্পর একাগ্র
২৩ ভাবে প্রেম কর; কারণ তোমরা
ক্ষয়ণীয় বীর্য্য হইতে নয়, কিন্তু অক্ষয়
বীর্য্য হইতে ঈশ্বরের জীবন্ত ও
চিরস্থায়ী বাক্য† দ্বারা পুনর্জাত হই-
২৪ য়াছ। কেননা

* লেবীয় ১১ ; ৪৪। ১৯, ২। ২০ ; ৭।
† (বা) জীবন্ত ও চিরস্থায়ী ঈশ্বরের বাক্য।

"মর্ত্ত্যমাত্র তৃণের তুল্য,
ও তাহার সমস্ত কান্তি তৃণপুষ্পের
তুল্য ;
তৃণ শুষ্ক হইয়া গেল, এবং পুষ্প
ঝরিয়া পড়িল,
২৫ কিন্তু প্রভুর বাক্য চিরকাল
থাকে।"*
আর এ সেই সুসমাচারের বাক্য,
যাহা তোমাদের নিকটে প্রচারিত
হইয়াছে।

২ অতএব তোমরা সমস্ত দুষ্টতা ও
সমস্ত ছল এবং কপটতা ও মাৎ-
সর্য্য ও সমস্ত পরীবাদ ত্যাগ করিয়া
২ নবজাত শিশুদের ন্যায় সেই পার-
মার্থিক অমিশ্রিত দুগ্ধের লালসা
কর, যেন তাহার গুণে পরিত্রাণের
৩ জন্য বৃদ্ধি পাও, যদি তোমরা এমন
আস্বাদ পাইয়া থাক যে, প্রভু
৪ মঙ্গলময়†। তোমরা তাঁহারই
নিকটে,—মনুষ্যকর্ত্তৃক অগ্রাহ্য, কিন্তু
ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনোনীত ও মহা-
মূল্য‡ জীবন্ত প্রস্তরের নিকটে—
৫ আসিয়া জীবন্ত প্রস্তরের ন্যায়
আত্মিক গৃহস্বরূপে গাঁথিয়া তোলা
যাইতেছ, যেন পবিত্র যাজকবর্গ
হইয়া যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের গ্রাহ্য
আত্মিক বলি উৎসর্গ করিতে পার।
৬ কেননা শাস্ত্রে এই কথা পাওয়া
যায়,
"দেখ, আমি সিয়োনে কোণের এক
মনোনীত মহামূল্য প্রস্তর স্থাপন
করি ; তাঁহার উপর যে বিশ্বাস
করে, সে লজ্জিত হইবে না।"§

* যিশাইয় ৪০, ৬-৮। † গীত ৩৪, ৮।
‡ (বা) সমাদরণীয়। § যিশাইয় ২৮, ১৬।

৭ অতএব তোমরা যাহারা বিশ্বাস
করিতেছ, ঐ মহামূল্যতা* তোমা-
দেরই জন্য ; কিন্তু যাহারা বিশ্বাস
করে না, তাহাদের জন্য
"যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য
করিয়াছে, তাহাই কোণের
প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল ;"
৮ আবার তাহা হইয়া উঠিল,
"ব্যাঘাতজনক প্রস্তর ও বিঘ্ন-
জনক পাষাণ।"†
বাক্যের অবাধ্য হওয়াতে তাহারা
ব্যাঘাত পায়, এবং তাহার জন্যই
৯ নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তোমরা
"মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ,
পবিত্র জাতি, [ঈশ্বরের] নিজস্ব
প্রজাবৃন্দ, যেন তাঁহারই গুণকীর্ত্তন
কর," যিনি তোমাদিগকে অন্ধকার
হইতে আপনার আশ্চর্য্য জ্যোতির
১০ মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন। পূর্ব্বে
তোমরা "প্রজা ছিলে না, কিন্তু
এখন ঈশ্বরের প্রজা হইয়াছ ; দয়া-
প্রাপ্ত ছিলে না কিন্তু এখন দয়া
পাইয়াছ।"‡

### নানাবিধ আশ্বাস-বাক্য।

১১ প্রিয়তমেরা, আমি নিবেদন করি,
তোমরা বিদেশী ও প্রবাসী বলিয়া
মাংসিক অভিলাষ সকল হইতে
নিবৃত্ত হও, সেগুলি আত্মার বিরুদ্ধে
১২ যুদ্ধ করে। আর পরজাতীয়দের
মধ্যে আপন আপন আচার ব্যবহার
উত্তম করিয়া রাখ ; তাহা হইলে

* (বা) সমাদর।
† গীত ১১৮ ; ২২। যিশ ৮ ; ১৪।
‡ যাত্রা ১৯ ; ৫, ৬। যিশ ৪৩, ২১। হোশেয় ২, ২৩।

তাহারা যে বিষয়ে দুষ্কর্ম্মকারী
বলিয়া তোমাদের পরীবাদ করে,
স্বচক্ষে তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিলে
সেই বিষয়ে তত্ত্বাবধানের দিনে
ঈশ্বরের গৌরব করিবে।

শাসনকর্ত্তাদের প্রতি কর্ত্তব্য ব্যবহার।

১৩ তোমরা প্রভুর নিমিত্ত মানব-
সৃষ্ট সমস্ত নিয়োগের বশীভূত হও,
রাজার বশীভূত হও, তিনি প্রধান;
১৪ দেশাধ্যক্ষদের বশীভূত হও, তাঁহারা
দুরাচারদের প্রতিফল দিবার নিমিত্ত
ও সদাচারদের প্রশংসার নিমিত্ত
১৫ তাঁহার দ্বারা প্রেরিত। কেননা
ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, যেন এইরূপে
তোমরা সদাচরণ করিতে করিতে
নির্ব্বোধ মনুষ্যদের অজ্ঞানতাকে
১৬ নিরুত্তর কর। আপনাদিগকে স্বাধীন
জান; আর স্বাধীনতাকে দুষ্টতার
আবরণ করিও না, কিন্তু আপনা-
দিগকে ঈশ্বরের দাস জান।
১৭ সকলকে সমাদর কর, ভ্রাতৃসমাজকে
প্রেম কর, ঈশ্বরকে ভয় কর,
রাজাকে সমাদর কর।

দাসদের এবং স্ত্রী পুরুষদের উপযুক্ত ব্যবহার।

১৮ হে দাসগণ, তোমরা সম্পূর্ণ ভয়ের
সহিত আপন আপন স্বামিগণের
বশীভূত হও; কেবল সজ্জন ও শান্ত
স্বামীদের নয়, কিন্তু কুটিল স্বামী-
১৯ দেরও বশীভূত হও। কেননা কেহ
যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সংবেদ প্রযুক্ত
অন্যায় ভোগ করিয়া দুঃখ সহ্য করে,
তবে তাহাই সাধুবাদের বিষয়।
২০ বস্তুতঃ পাপ করিয়া চপেটাঘাত
প্রাপ্ত হইলে যদি তোমরা সহ্য কর,
তবে তাহাতে সুখ্যাতি কি? কিন্তু
সদাচরণ করিয়া দুঃখ ভোগ করিলে
যদি সহ্য কর, তবে তাহাই ত ঈশ্বরের
২১ কাছে সাধুবাদের বিষয়। কারণ
তোমরা ইহারই নিমিত্ত আহূত
হইয়াছ; কেননা খ্রীষ্টও তোমাদের
নিমিত্ত দুঃখ ভোগ করিলেন, এ
বিষয়ে তোমাদের জন্য এক আদর্শ
রাখিয়া গিয়াছেন, যেন তোমরা
তাঁহার পদচিহ্নের অনুগমন কর;
২২ "তিনি পাপ করেন নাই, তাঁহার
মুখে কোন ছলও পাওয়া যায়
২৩ নাই"। তিনি নিন্দিত হইলে
প্রতিনিন্দা করিতেন না; দুঃখভোগ
কালে তর্জ্জন করিতেন না, কিন্তু
যিনি ন্যায় অনুসারে বিচার করেন,
২৪ তাঁহার উপর ভার রাখিতেন। তিনি
আমাদের "পাপভার তুলিয়া লইয়া"
আপনি নিজ দেহে কাষ্ঠের উপরে
বহন করিলেন, যেন আমরা পাপের
পক্ষে মরিয়া ধার্ম্মিকতার পক্ষে
জীবিত হই; "তাঁহারই ক্ষত দ্বারা
তোমরা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ"।
২৫ কেননা তোমরা "মেষের ন্যায় ভ্রান্ত
হইয়াছিলে," কিন্তু এখন তোমা-
দের প্রাণের পালক ও অধ্যক্ষের
কাছে ফিরিয়া আসিয়াছ।*

৩ তদ্রূপ, হে ভার্য্যা সকল, তোমরা
আপন আপন স্বামীর বশীভূতা হও;
২ যেন কেহ কেহ যদিও বাক্যের অবাধ্য
হয়, তথাপি যখন তাহারা তোমাদের
সভয় বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার স্বচক্ষে
দেখিতে পায়, তখন বাক্য বিহীনে

* যিশাইয় ৫৩, ৫, ৬, ৯, ১২।

আপন আপন ভার্য্যার আচার
ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে লাভ
৩ করা হয়। আর কেশবিন্যাস ও
স্বর্ণাভরণ কিম্বা বস্ত্র পরিধানরূপ
৪ বাহ্য ভূষণ, তাহা নয়, কিন্তু হৃদয়ের
গুপ্ত মনুষ্য, মৃদু ও প্রশান্ত আত্মার
অক্ষয় শোভা, তাহাদের ভূষণ হউক;
তাহাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বহুমূল্য।
৫ কেননা পূর্ব্বকালের যে পবিত্র
নারীগণ ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখিতেন,
তাঁহারাও সেই প্রকারে আপনা-
দিগকে ভূষিত করিতেন, আপন
আপন স্বামীর বশীভূত হইতেন;
৬ যেমন সারা অব্রাহামের আজ্ঞা
মানিতেন, নাথ বলিয়া তাঁহাকে
ডাকিতেন;* তোমরা যদি সদাচরণ
কর ও কোন মহাভয়ে ভীত না হও,
তবে তাঁহারই সন্তান হইয়া উঠি-
য়াছ।
৭ তদ্রূপ, হে স্বামিগণ, স্ত্রীলোক
অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল পাত্র বলিয়া
তাহাদের সহিত জ্ঞানপূর্ব্বক বাস
কর, তাহাদিগকে আপনাদের সহিত
জীবনের অনুগ্রহের সহাধিকারিণী
জানিয়া সমাদর কর; যেন তোমা-
দের প্রার্থনা রুদ্ধ না হয়।

প্রেম, ক্ষমাশীলতা ও স্থৈর্য্যাদির আবশ্যকতা।

৮ অবশেষে বলি, তোমরা সকলে
সমমনা, পরদুঃখে দুঃখিত, ভ্রাতৃ-
প্রেমিক, স্নেহবান্ ও নম্রমনা হও।
৯ মন্দের পরিশোধে মন্দ করিও না,
এবং নিন্দার পরিশোধে নিন্দা
করিও না; বরং আশীর্ব্বাদ কর,

* আদি ১৮, ১২।

কেননা আশীর্ব্বাদের অধিকারী
হইবার নিমিত্তই তোমরা আহূত
১০ হইয়াছ। কারণ
"যে ব্যক্তি জীবন ভালবাসিতে চায়,
ও মঙ্গলের দিন দেখিতে চায়,
সে মন্দ হইতে আপন জিহ্বাকে,
ছলনাবাক্য হইতে আপন ওষ্ঠকে
নিবৃত্ত করুক।
১১ সে মন্দ হইতে ফিরুক ও সদাচরণ
করুক,
শান্তির চেষ্টা করুক, ও তাহার
অনুধাবন করুক।
১২ কেননা ধার্ম্মিকগণের প্রতি প্রভুর
চক্ষু আছে;
তাহাদের বিনতির প্রতি তাঁহার
কর্ণ আছে;
কিন্তু প্রভুর মুখ দুরাচারদের
প্রতিকূল।"*
১৩ আর যদি তোমরা সদাচরণের
পক্ষে উদ্যোগী হও, তবে কে তোমা-
১৪ দের হিংসা করিবে? কিন্তু যদিও
ধার্ম্মিকতার নিমিত্ত দুঃখভোগ কর,
তবু তোমরা ধন্য। আর তোমরা
উহাদের ভয়ে ভীত হইও না, এবং
উদ্বিগ্ন হইও না, বরং হৃদয়মধ্যে
খ্রীষ্টকে প্রভু বলিয়া পবিত্র করিয়া
১৫ মান।† যে কেহ তোমাদের অন্তরস্থ
প্রত্যাশার হেতু জিজ্ঞাসা করে,
তাহাকে উত্তর দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত
থাক। কিন্তু মৃদুতা ও ভয় সহ-
১৬ কারে উত্তর দিও, সৎসংবেদ রক্ষা
কর, যেন যাহারা তোমাদের খ্রীষ্ট-
গত সদাচরণের দুর্নাম করে, তাহারা

* গীত ৩৪; ১২-১৬।
† যিশ ৮; ১২-১৩।

তোমাদের পরীবাদ করণ বিষয়ে
১৭ লজ্জা পায়। কারণ দুরাচরণ জন্য
দুঃখভোগ করণ অপেক্ষা বরং—
ঈশ্বরের যদি এমন ইচ্ছা হয়—
সদাচরণ জন্য দুঃখভোগ করা আরও
১৮ ভাল। কারণ খ্রীষ্টও এক বার
পাপসমূহের জন্য দুঃখভোগ করিয়া-
ছিলেন—সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি
অধার্ম্মিকদের নিমিত্ত—যেন আমা-
দিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যান।
তিনি মাংসে হত, কিন্তু আত্মায়
১৯ জীবিত হইলেন। আবার আত্মাতে
গমন করিয়া কারাবদ্ধ সেই আত্মা-
দিগের কাছে ঘোষণা করিলেন,
২০ যাহারা পূর্ব্বকালে, নোহের সময়ে,
জাহাজ প্রস্তুত হইতে হইতে যখন
ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতা বিলম্ব করিতে-
ছিল, তখন অবাধ্য ছিল। সেই
জাহাজে অল্প লোক, অর্থাৎ আটটী
প্রাণ, জল দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল।
২১ আর এখন উহার প্রতিরূপ বাপ্তিস্ম
—অর্থাৎ মাংসের মালিন্যত্যাগ নয়,
কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে সৎসংবেদের
নিবেদন—তাহাই যীশু খ্রীষ্টের
পুনরুত্থান দ্বারা তোমাদিগকে পরি-
২২ ত্রাণ করে। তিনি স্বর্গে গমন
করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন ;
দূতগণ ও কর্তৃত্ব সকল ও পরাক্রম-
সমূহ তাঁহার বশীকৃত হইয়াছে।

শুচিতা, সংযম ও দুঃখভোগ সম্বন্ধীয় কথা।

৪ অতএব খ্রীষ্ট মাংসে দুঃখভোগ
করিয়াছেন বলিয়া তোমরাও সেই
ভাবে আপনাদিগকে সজ্জীভূত কর
—কেননা মাংসে যাহার দুঃখভোগ
হইয়াছে, সে পাপ হইতে বিরত
২ হইয়াছে—যেন আর মনুষ্যদের
অভিলাষে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায়
মাংসবাসের অবশিষ্ট কাল যাপন
৩ কর। কেননা পরজাতীয়দের
বাসনা সাধন করিয়া, লম্পটতা,
সুখাভিলাষ, মদ্যপান, রঙ্গরস পানা-
র্থক সভা ও ঘৃণার্হ প্রতিমাপূজারূপ
পথে চলিয়া যে কাল অতীত হই-
৪ য়াছে, তাহাই যথেষ্ট। এ বিষয়ে
তোমরা উহাদের সঙ্গে একই
নষ্টামির পঙ্কের দিকে ধাবমান
হইতেছ না দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্য
৫ জ্ঞান করিয়া নিন্দা করে। কিন্তু
যিনি জীবিত ও মৃত সকলের বিচার
করিতে উদ্যত তাঁহারই কাছে উহা-
৬ দিগকে নিকাশ দিতে হইবে। কারণ
এই অভিপ্রায়ে মৃতগণের কাছেও
সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল,যেন
তাহারা মনুষ্যদের অনুরূপে মাংসে
বিচারিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনু-
রূপে আত্মায় জীবিত থাকে।
৭ কিন্তু সকল বিষয়ের পরিণাম
সন্নিকট; অতএব সংযমশীল হও,
এবং প্রার্থনার নিমিত্ত প্রবুদ্ধ
৮ থাক। সর্ব্বাপেক্ষা পরস্পর একাগ্র
ভাবে প্রেম কর; কেননা "প্রেম
পাপরাশি আচ্ছাদন করে*।"
৯ বিনা বচসাতে পরস্পর অতিথি
১০ সেবা কর। তোমরা যে যেমন
অনুগ্রহদান পাইয়াছ, তদনুসারে
ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহ-ধনের উত্তম
অধ্যক্ষের মত পরস্পর পরিচর্য্যা
১১ কর। যদি কেহ কথা বলে, সে

* হিতোপদেশ ১০, ১২।

এমন বলুক, যেন ঈশ্বরের বাণী
বলিতেছে; যদি পরিচর্য্যা করে,
সে ঈশ্বর-দত্ত শক্তি অনুসারে
করুক; যেন সর্ব্ববিষয়ে যীশু
খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন।
মহিমা ও পরাক্রম যুগপর্য্যায়ের
যুগে যুগে তাঁহারই। আমেন।
১২ প্রিয়েরা, তোমাদের পরীক্ষার্থে
যে আগুন তোমাদের মধ্যে জ্বলি-
তেছে, ইহা বিজাতীয় ঘটনা বলিয়া
১৩ আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না; বরং যে
পরিমাণে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সহ-
ভাগী হইতেছ, সেই পরিমাণে
আনন্দ কর, যেন তাঁহার প্রতাপের
প্রকাশকালে উল্লাস সহকারে
১৪ আনন্দ করিতে পার। তোমরা
যদি খ্রীষ্টের নাম প্রযুক্ত তিরস্কৃত
হও, তবে তোমরা ধন্য; কেননা
প্রতাপের আত্মা, এমন কি, ঈশ্বরের
আত্মা তোমাদের উপরে অবস্থিতি
১৫ করিতেছেন। তোমাদের মধ্যে
কেহ যেন নরঘাতক কি চোর কি
দুষ্কর্ম্মকারী কি পরাধিকারচর্চ্চক
১৬ বলিয়া দুঃখভোগ না করে। কিন্তু
যদি কেহ খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া দুঃখভোগ
করে, তবে সে লজ্জিত না হউক;
কিন্তু এই নামে ঈশ্বরের গৌরব
১৭ করুক। কেননা ঈশ্বরের গৃহে
বিচার আরম্ভ হইবার সময় হইল;
আর যদি তাহা প্রথমে আমা-
দিগেতে আরম্ভ হয়, তবে যাহারা
ঈশ্বরের সুসমাচারের অবাধ্য,
তাহাদের পরিণাম কি হইবে?*
১৮ আর ধার্ম্মিকের পরিত্রাণ যদি কষ্টে
হয়, তবে ভক্তিহীন ও পাপী
১৯ কোথায় মুখ দেখাইবে? অতএব
যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে দুঃখ-
ভোগ করে, তাহারা সদাচরণ
করিতে করিতে আপন আপন
প্রাণকে বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্ত্তার হস্তে
গচ্ছিত রাখুক।

* হিতোপদেশ ১১ · ৩১।

### নম্র ও জাগ্রৎ থাকিবার আবশ্যকতা।

৫ অতএব তোমাদের মধ্যে যে
প্রাচীনবর্গ আছেন, তাঁহাদিগকে
আমি—সহপ্রাচীন, খ্রীষ্টের দুঃখ-
ভোগের সাক্ষী, এবং প্রকাশিতব্য
ভাবী প্রতাপের সহভাগী আমি—
২ বিনতি করিতেছি; তোমাদের মধ্যে
ঈশ্বরের যে পাল আছে, তাহা পালন
কর; অধ্যক্ষের কার্য্য কর, আবশ্য-
কতা প্রযুক্ত নয়, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক,
ঈশ্বরের অভিমতে, কুৎসিত লাভার্থে
৩ নয়, কিন্তু উৎসুকভাবে কর; নিরূ-
পিত অধিকারের উপরে কর্ত্তৃত্ব-
কারীরূপে নয়, কিন্তু পালের আদর্শ
৪ হইয়াই কর। তাহাতে প্রধান
পালক প্রকাশিত হইলে তোমরা
৫ অম্লান প্রতাপমুকুট পাইবে। তদ্রূপ,
হে যুবকেরা, তোমরা প্রাচীনদের
বশীভূত হও; আর তোমরা সকলেই
এক জন অন্যের সেবার্থে নম্রতায়
কটিবন্ধন কর, কেননা
"ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ
করেন,
কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান
করেন।"*

* হিতোপদেশ ৩, ৩৪।

৬ অতএব তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত
হস্তের নীচে নত হও, যেন তিনি
উপযুক্ত সময়ে তোমাদিগকে উন্নত
৭ করেন ; তোমাদের সমস্ত ভাবনার
ভার তাঁহার উপরে ফেলিয়া দেও ;
কেননা তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা
৮ করেন। তোমরা প্রবুদ্ধ হও,
জাগিয়া থাক ; তোমাদের বিপক্ষ
দিয়াবল, গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায়,
কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার
অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।
৯ তোমরা বিশ্বাসে অটল থাকিয়া
তাহার প্রতিরোধ কর ; তোমরা
জান, জগতে অবস্থিত তোমাদের
ভ্রাতৃবর্গেও সেই প্রকার নানা দুঃখ-
১০ ভোগ সম্পন্ন হইতেছে। আর
সমস্ত অনুগ্রহের ঈশ্বর, যিনি তোমা-
দিগকে খ্রীষ্টে আপনার অনন্ত
প্রতাপ প্রদানার্থে আহ্বান করিয়া-
ছেন, তিনি আপনি তোমাদের
ক্ষণিক দুঃখভোগের পর তোমা-
দিগকে পরিপক্ব, সুস্থির, সবল,
১১ বদ্ধমূল করিবেন। যুগপর্য্যায়ের
যুগে যুগে তাঁহারই পরাক্রম হউক।
আমেন।
১২ বিশ্বস্ত ভ্রাতা সীলের দ্বারা—
তাঁহাকে আমি সেইরূপই জ্ঞান
করি—সংক্ষেপে তোমাদিগকে
লিখিয়া প্রবোধ দিলাম, এবং ইহা
যে ঈশ্বরের সত্য অনুগ্রহ, এমন
সাক্ষ্যও দিলাম ; তোমরা ইহাতে
স্থির থাক।
১৩ তোমাদের সহমনোনীতা বাবি-
লস্থা [মণ্ডলী]* এবং আমার পুত্র
মার্ক তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ
১৪ করিতেছেন। তোমরা প্রেমচুম্বনে
পরস্পর মঙ্গলবাদ কর।
তোমরা যত লোক খ্রীষ্টে আছ,
তোমাদের সকলের প্রতি শান্তি
বর্ত্তুক।

# পিতরের দ্বিতীয় পত্র।

### বিশ্বাসে স্থির থাকিবার বিষয়ে উপদেশ।

১ শিমোন পিতর, যীশু খ্রীষ্টের দাস
ও প্রেরিত—যাঁহারা আমাদের
ঈশ্বরের ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের
ধার্ম্মিকতায় আমাদের সহিত সমরূপ
বহুমূল্য বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছেন,
২ তাঁহাদের সমীপে। ঈশ্বরের এবং
আমাদের প্রভু যীশুর তত্ত্বজ্ঞানে
অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুররূপে তোমা-
দের প্রতি বর্ত্তুক।
৩ কারণ যিনি নিজ গৌরবে ও
সদ্‌গুণে আমাদিগকে আহ্বান
করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা
তাঁহার ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদিগকে
জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়
৪ প্রদান করিয়াছে। আর ঐ গৌরবে

* (বা) [ভগিনী]।

ও উৎকর্ষে তিনি আমাদিগকে মহা-
মূল্য অথচ অতি মহৎ প্রতিজ্ঞা সকল
প্রদান করিয়াছেন, যেন তদ্দারা
তোমরা অভিলাষমূলক সংসারব্যাপী
ক্ষয় হইতে পলায়ন করিয়া, ঈশ্বরীয়
৫ স্বভাবের সহভাগী হও। আর
ইহারই জন্য তোমরা সম্পূর্ণ যত্ন
প্রয়োগ করিয়া আপনাদের বিশ্বাসে
৬ সদ্‌গুণ, ও সদ্‌গুণে জ্ঞান, ও জ্ঞানে
জিতেন্দ্রিয়তা, ও জিতেন্দ্রিয়তায়
৭ ধৈর্য্য, ও ধৈর্য্যে ভক্তি, ও ভক্তিতে
ভ্রাতৃস্নেহ, ও ভ্রাতৃস্নেহে প্রেম
৮ যোগাও। কেননা এই সমস্ত যদি
তোমাদিগেতে থাকে ও উপচিয়া
পড়ে, তবে আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে তোমাদিগকে
অলস কি ফলহীন থাকিতে দিবে
৯ না। কারণ এই সমস্ত যাহার নাই,
সে অন্ধ, অদূরদর্শী, আপন পূর্ব্বপাপ-
সমূহের মার্জ্জনা ভুলিয়া গিয়াছে।
১০ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যে
আহূত ও মনোনীত, তাহা নিশ্চয়
করিতে অধিক যত্ন কর, কেননা এ
সকল করিলে তোমরা কখনও
১১ উছোট খাইবে না; কারণ এইরূপে
আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু
খ্রীষ্টের অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করিবার
অধিকার প্রচুররূপে তোমাদিগকে
দেওয়া যাইবে।
১২ এই কারণ আমি তোমাদিগকে
এই সকল সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া
দিতে প্রস্তুত থাকিব; যদিও তোমরা
এ সকল জান, এবং বর্ত্তমান সত্যে
১৩ সুস্থিরও আছ। আর আমি যত
দিন এই তাম্বুতে থাকি, তত দিন
তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া
জাগ্রৎ রাখা বিহিত জ্ঞান করি।
১৪ কারণ আমি জানি, আমার এই
তাম্বু পরিত্যাগ শীঘ্রই ঘটিবে, তাহা
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টই আমাকে
১৫ জানাইয়াছেন।* আর তোমরা
যাহাতে আমার যাত্রার পরে সর্ব্বদা
এই সকল স্মরণ করিতে পার, এমন
যত্নও করিব।
১৬ কারণ আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের পরাক্রম ও আগমনের বিষয়
যখন তোমাদিগকে জ্ঞাত করিয়া-
ছিলাম, তখন আমরা কৌশল-
কল্পিত গল্পের অনুগামী হই নাই,
কিন্তু তাঁহার মহিমার চাক্ষুষ সাক্ষী
১৭ হইয়াছিলাম। ফলতঃ তিনি পিতা
ঈশ্বর হইতে সমাদর ও গৌরব
পাইয়াছিলেন, সেই মহিমাযুক্ত
প্রতাপ কর্ত্তৃক তাঁহার কাছে এই
বাণী উপনীত হইয়াছিল, "ইনিই
আমার পুত্র, আমার প্রিয়তম,
১৮ ইঁহাতেই আমি প্রীত।"† আর
স্বর্গ হইতে উপনীত সেই বাণী
আমরাই শুনিয়াছি, যখন তাঁহার
১৯ সঙ্গে পবিত্র পর্ব্বতে ছিলাম। আর
ভাববাণীর বাক্য দৃঢ়তর হইয়া
আমাদের নিকটে রহিয়াছে; তোমরা
যে সেই বাণীর প্রতি মনোযোগ
করিতেছ, তাহা ভালই করিতেছ;
তাহা এমন প্রদীপের তুল্য, যাহা
যে পর্য্যন্ত দিনের আরম্ভ না হয়
এবং প্রভাতীয় তারা তোমাদের
হৃদয়ে উদিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত

* যোহন ২১; ১৮, ১৯।
† মথি ১৭; ১-৫। লূক ৯, ৩০-৩৫।

অন্ধকারময় স্থানে দীপ্তি দেয়।
২০ প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও যে, শাস্ত্রীয়
কোন ভাববাণী বক্তার নিজ ব্যাখ্যার
২১ বিষয় নয়; কারণ ভাববাণী কখনও
মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই,
কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা
চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা
পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন।

### দুষ্টদের পথ হইতে দূরে থাকিবার বিষয়ে উপদেশ।

২ কিন্তু প্রজাবৃন্দের মধ্যে ভাক্ত
ভাববাদিগণও উৎপন্ন হইয়াছিল;
সেই প্রকারে তোমাদের মধ্যেও
ভাক্ত গুরুরা উপস্থিত হইবে, তাহারা
গোপনে বিনাশজনক দলভেদ
উপস্থিত করিবে, যিনি তাহাদিগকে
ক্রয় করিয়াছেন, সেই অধিপতিকেও
অস্বীকার করিবে, এইরূপে শীঘ্র
২ আপনাদের বিনাশ ঘটাইবে। আর
অনেকে তাহাদের স্বৈরাচারের
অনুগামী হইবে; তাহাদের কারণ
৩ সত্যের পথ নিন্দিত হইবে। লোভের
বশে তাহারা কল্পিত বাক্য দ্বারা
তোমাদের হইতে অর্থলাভ করিবে;
তাহাদের বিচারাজ্ঞা দীর্ঘকাল বিলম্ব
করে নাই, এবং তাহাদের বিনাশ
ঢুলিয়া পড়ে নাই।
৪ কারণ ঈশ্বর পাপে পতিত দূত-
গণকে ক্ষমা করেন নাই, কিন্তু নরকে
ফেলিয়া বিচারার্থে রক্ষিত হইবার
জন্য অন্ধকারের কারাকূপে সমর্পণ
৫ করিলেন।* আর তিনি পুরাতন
জগতের প্রতি মমতা করেন নাই,
কিন্তু যখন ভক্তিহীনদের জগতে
জলপ্লাবন আনিলেন, তখন আর
সাত জনের সহিত ধার্ম্মিকতার
প্রচারক নোহকে রক্ষা করিলেন।
৬ আর সদোম ও ঘমোরা নগর ভস্মী-
ভূত করিয়া উৎপাটনরূপ দণ্ড দিলেন,
যাহারা ভক্তিবিরুদ্ধ আচরণ করিবে,
তাহাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ করিলেন;
৭ আর সেই ধার্ম্মিক লোটকে উদ্ধার
করিলেন, যিনি ধর্ম্মহীনদের স্বৈরা-
৮ চারে ক্লিষ্ট হইতেন। কেননা সেই
ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে বাস
করিতে করিতে, দেখিয়া শুনিয়া
তাহাদের অধর্ম্মকার্য্য প্রযুক্ত দিন
দিন আপন ধর্ম্মশীল প্রাণকে যাতনা
৯ দিতেন। ইহাতে জানি, প্রভু ভক্ত-
দিগকে পরীক্ষা হইতে উদ্ধার
করিতে, এবং অধার্ম্মিকদিগকে
দণ্ডাধীনে বিচারদিনের জন্য রাখিতে
১০ জানেন। বিশেষতঃ যাহারা মাংসের
অনুবর্ত্তী হইয়া অশুচি ভোগের
অভিলাষে চলে, ও প্রভুত্ব অবজ্ঞা
করে, তাহাদিগকে দণ্ড দিবেন।
তাহারা দুঃসাহসী, স্বেচ্ছাচারী;
যাহারা গৌরবের পাত্র, তাহাদের
১১ নিন্দা করিতে ভয় করে না। স্বর্গ-
দূতগণ যদিও বলে ও পরাক্রমে
মহত্তর, তথাপি প্রভুর কাছে তাঁহা-
রাও উহাঁদের বিরুদ্ধে নিন্দাপূর্ণ
১২ বিচার উপস্থিত করেন না। কিন্তু
ইহারা, ধৃত হইবার ও ক্ষয় পাইবার
নিমিত্ত জাত বুদ্ধিবিহীন প্রাণীমাত্র
পশুদের ন্যায়, যাহা না বুঝে, তাহার
নিন্দা করিতে করিতে আপনাদের
ক্ষয়ে ক্ষয় পাইবে, অন্যায়ের বেতন-

* আদি ৬ অধ্যায়। যিহূদা ৬ পদ।

স্বরূপে অন্যায় ভোগ করিবে।
১৩ তাহারা দিনমানে উদরতৃপ্তিকে সুখ
জ্ঞান করে; তাহারা কলঙ্ক ও
মলস্বরূপ, তাহারা তোমাদের সহিত
ভোজন পান করিয়া আপন আপন
১৪ প্রেমভোজে* বিলাস করে। তাহা-
দের চক্ষু ব্যভিচারে পরিপূর্ণ এবং
পাপ হইতে নিরস্ত হইতে পারে
না; তাহারা চঞ্চলমতিদিগকে
প্রলোভিত করে; তাহাদের হৃদয়
অর্থলালসায় অভ্যস্ত; তাহারা
১৫ শাপের সন্তান। তাহারা সোজা
পথ ত্যাগ করিয়া বিপথগামী
হইয়াছে, বিয়োরের পুত্র বিলিয়মের
পথানুগামী হইয়াছে; সেই ব্যক্তি
ত অধার্ম্মিকতার বেতন ভাল
১৬ বাসিত; কিন্তু সে নিজ অপ-
রাধের জন্য তিরস্কৃত হইল; এক
বাক্‌শক্তিহীন গর্দ্দভ মনুষ্যের রবে
কথা বলিয়া সেই ভাববাদীর
১৭ ক্ষিপ্ততা নিবারণ করিল।† এই
লোকেরা নির্জ্জল উনুই, ঝড়ে চালিত
কুজ্‌ঝটিকা, তাহাদের জন্য ঘোরতর
১৮ অন্ধকার সঞ্চিত রহিয়াছে। কারণ
তাহারা অসার গর্ব্বের কথা কহিয়া
মাংসিক সুখাভিলাষে, লম্পটতায়,
সেই লোকদিগকে প্রলোভিত করে,
যাহারা ভ্রমাচারীদের হইতে সম্প্রতি
১৯ পলায়ন করিতেছে। তাহারা তাহা-
দের কাছে স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা
করে, কিন্তু আপনারা ক্ষয়ের দাস;
কেননা যে যাহার দ্বারা পরাভূত,
২০ সে তাহার দাসত্বে আনীত। কারণ
আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু
খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞানে সংসারের অশুচি
বিষয়সমূহ এড়াইবার পর যদি
তাহারা পুনরায় তাহাতে পাশবদ্ধ
হইয়া পরাভূত হয়, তবে তাহাদের
প্রথম দশা অপেক্ষা শেষ দশা আরও
২১ মন্দ হইয়া পড়ে। কেননা ধার্ম্মি-
কতার পথ জানিয়া তাহাদের কাছে
সমর্পিত পবিত্র আজ্ঞা হইতে সরিয়া
যাওয়া অপেক্ষা বরং সেই পথ
অজ্ঞাত থাকা তাহাদের পক্ষে আরও
২২ ভাল ছিল। তাহাদিগেতে এই সত্য
প্রবাদ ফলিয়াছে,—

"কুকুর ফিরে আপন বমির
দিকে,"*
আর ধৌত শূকর ফিরে কাদায়
গড়াগড়ি দিতে।

**প্রভুর পুনরাগমনের প্রতীক্ষা।**

৩ এখন প্রিয়তমেরা, আমি এই
দ্বিতীয় পত্র তোমাদিগকে লিখি-
তেছি। উভয় পত্রে তোমাদিগকে
স্মরণ করাইয়া দিয়া তোমাদের সরল
২ চিত্তকে জাগ্রত করিতেছি, যেন
তোমরা পবিত্র ভাববাদিগণ কর্ত্তৃক
পূর্ব্বকথিত বাক্য সকল, এবং
তোমাদের প্রেরিতগণের দ্বারা দত্ত
ত্রাণকর্ত্তা প্রভুর আজ্ঞা স্মরণ কর।
৩ প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও যে, শেষ-
কালে উপহাসের সহিত উপ-
হাসকেরা উপস্থিত হইবে; তাহারা
আপন আপন অভিলাষ অনুসারে
৪ চলিবে, এবং বলিবে, তাঁহার
আগমনের প্রতিজ্ঞা কোথায়?
কেননা যে অবধি পিতৃলোকেরা

* (বা) বঞ্চনায়। † গণনা ২২ অধ্যায়।

* হিতোপদেশ ২৬; ১১।

নিদ্রাগত হইয়াছেন, সেই অবধি
সমস্তই সৃষ্টির আরম্ভ অবধি যেমন,
৫ তেমনই রহিয়াছে। বস্তুতঃ সেই
লোকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহা ভুলিয়া
যায় যে, আকাশমণ্ডল, এবং জল
হইতে ও জল দ্বারা স্থিতিপ্রাপ্ত
পৃথিবী ঈশ্বরের বাক্যের গুণে
৬ পুরাকালে ছিল; তদ্দ্বারা তখনকার
জগৎ জলে আপ্লাবিত হইয়া নষ্ট
৭ হইয়াছিল। আবার সেই বাক্যের
গুণে এই বর্ত্তমান কালের আকাশ-
মণ্ডল ও পৃথিবী অগ্নির নিমিত্ত
সঞ্চিত রহিয়াছে, ভক্তিহীন মনুষ্য-
দের বিচার ও বিনাশের দিন পর্য্যন্ত
রক্ষিত হইতেছে।
৮ কিন্তু প্রিয়তমেরা, তোমরা এই
এক কথা ভুলিও না যে, প্রভুর
কাছে এক দিন সহস্র বৎসরের
সমান, এবং সহস্র বৎসর এক
৯ দিনের সমান।* প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা
বিষয়ে দীর্ঘসূত্রী নহেন—যেমন কেহ
কেহ দীর্ঘসূত্রিতা জ্ঞান করে—কিন্তু
তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু;
কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়,
এমন বাসনা তাঁহার নাই; বরং
সকলে যেন মনপরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত
পঁহুছিতে পায়, এই তাঁহার বাসনা।
১০ কিন্তু প্রভুর দিন চোরের ন্যায়
আসিবে; তখন আকাশমণ্ডল হূহূ
শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইবে, এবং
মূলবস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া বিলীন
হইবে, এবং পৃথিবী ও তাহার মধ্য-
বর্ত্তী কার্য্য সকল পুড়িয়া যাইবে।†

* গীত ৯০; ৪। † (বা) প্রকাশিত হইয়া
পড়িবে।

১১ এইরূপে যখন এই সমস্তই বিলীন
হইবে, তখন পবিত্র আচার ব্যবহার
ও ভক্তিতে কিরূপ লোক হওয়া
১২ তোমাদের উচিত! ঈশ্বরের সেই
দিনের আগমনের অপেক্ষা ও
আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে* সেই-
রূপ হওয়া চাই, যে দিনের হেতু
আকাশমণ্ডল জ্বলিয়া বিলীন হইবে,
এবং মূলবস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া
১৩ গলিয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহার
প্রতিজ্ঞা অনুসারে† আমরা এমন
নূতন আকাশমণ্ডলের ও নূতন
পৃথিবীর অপেক্ষায় আছি, যাহার
মধ্যে ধার্ম্মিকতা বসতি করে।
১৪ অতএব, প্রিয়তমেরা, তোমরা
যখন এই সকলের অপেক্ষা
করিতেছ, তখন যত্ন কর, যেন
তাঁহার কাছে তোমাদিগকে নিষ্কলঙ্ক
ও নির্দ্দোষ অবস্থায় শান্তিতে
১৫ দেখিতে পাওয়া যায়। আর আমা-
দের প্রভুর দীর্ঘসহিষ্ণুতাকে পরিত্রাণ
জ্ঞান কর; যেমন আমাদের প্রিয়
ভ্রাতা পৌলও তাঁহাকে দত্ত জ্ঞান
অনুসারে তোমাদিগকে লিখিয়া-
১৬ ছেন, আর যেমন তাঁহার সকল
পত্রেও এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া
তিনি এই প্রকার কথা কহেন;
তাহার মধ্যে কোন কোন কথা বুঝা
কষ্টকর; অজ্ঞান ও চঞ্চল লোকেরা
যেমন অন্য সমস্ত শাস্ত্রলিপি, তেমনি
সেই কথাগুলিরও বিরূপ অর্থ করে,
আপনাদেরই বিনাশার্থে করে।

* (বা) ও তাহা ত্বরান্বিত করিতে করিতে।
† যিশাইয় ৬৫; ১৭। ৬৬; ২২। প্রকা ২১;
১, ২৭।

১৭ অতএব, প্রিয়তমেরা, তোমরা এ
সকল অগ্রে জানিয়া সাবধান থাক,
পাছে ধর্ম্মহীনদের ভ্রান্তিতে আকর্ষিত
হইয়া নিজ স্থিরতা হইতে ভ্রষ্ট হও;
১৮ কিন্তু আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা
যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু
হও। এখন ও অনন্তকাল পর্য্যন্ত
তাঁহার গৌরব হউক। আমেন।

---

# যোহনের প্রথম পত্র।

## পিতা ঈশ্বরের ও যীশুর সহিত সহভাগিতার শুভফল।

যীশু অনন্ত জীবনস্বরূপ।

১ যাহা আদি হইতে ছিল, যাহা
আমরা শুনিয়াছি, যাহা স্বচক্ষে
দেখিয়াছি, যাহা নিরীক্ষণ করিয়াছি
এবং স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছি,
জীবনের সেই বাক্যের বিষয়
২ (লিখিতেছি)—আর সেই জীবন
প্রকাশিত হইলেন, এবং আমরা
দেখিয়াছি, ও সাক্ষ্য দিতেছি; এবং
যিনি পিতার কাছে ছিলেন ও
আমাদের কাছে প্রকাশিত হইলেন,
সেই অনন্ত জীবনস্বরূপের সংবাদ
৩ তোমাদিগকে দিতেছি,—আমরা
যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহার
সংবাদ তোমাদিগকেও দিতেছি,
যেন আমাদের সহিত তোমাদেরও
সহভাগিতা হয়। আর আমাদের
যে সহভাগিতা, তাহা পিতার এবং
তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিত।
৪ আমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়,
এই জন্য এ সকল লিখিতেছি।

ঈশ্বরীয় দীপ্তিতে অবস্থিতি করিবার বিষয়।

৫ আমরা যে বার্ত্তা তাঁহার কাছে
শুনিয়া তোমাদিগকে জানাইতেছি,
তাহা এই, ঈশ্বর জ্যোতি, এবং
তাঁহার মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র
৬ নাই। আমরা যদি বলি যে, তাঁহার
সহিত আমাদের সহভাগিতা আছে,
আর যদি অন্ধকারে চলি, তবে
মিথ্যা বলি, সত্য আচরণ করি না।
৭ কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন,
আমরাও যদি তেমনি জ্যোতিতে
চলি, তবে পরস্পর আমাদের
সহভাগিতা আছে, এবং তাঁহার
পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত
৮ পাপ হইতে শুচি করে। আমরা
যদি বলি যে, আমাদের পাপ নাই,
তবে আপনারা আপনাদিগকে
ভুলাই, এবং সত্য আমাদের অন্তরে
৯ নাই। যদি আমরা আপন আপন
পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও
ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ
সকল মোচন করিবেন, এবং আমা-
দিগকে সমস্ত অধার্ম্মিকতা হইতে

শুচি করিবেন। যদি আমরা বলি
যে, পাপ করি নাই, তবে তাঁহাকে
মিথ্যাবাদী করি, এবং তাঁহার বাক্য
আমাদের অন্তরে নাই।

২ হে আমার বৎসেরা, তোমাদিগকে
এই সকল লিখিতেছি, যেন তোমরা
পাপ না কর। আর যদি কেহ
পাপ করে, তবে পিতার কাছে
আমাদের এক সহায়* আছেন,
২ তিনি ধার্ম্মিক যীশু খ্রীষ্ট। আর
তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়-
শ্চিত্ত, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু
৩ সমস্ত জগতেরও পাপার্থক। আর
আমরা ইহাতেই জানিতে পারি যে,
তাঁহাকে জানি, যদি তাঁহার আজ্ঞা
৪ সকল পালন করি। যে ব্যক্তি বলে,
আমি তাঁহাকে জানি, তথাপি
তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন না
করে, সে মিথ্যাবাদী এবং তাহার
৫ অন্তরে সত্য নাই। কিন্তু যে তাঁহার
বাক্য পালন করে, তাহার অন্তরে
সত্যই ঈশ্বরের প্রেম সিদ্ধ হইয়াছে।
ইহাতেই আমরা জানিতে পারি যে,
৬ তাঁহাতে আছি; যে বলে, আমি
তাঁহাতে থাকি, তাহার উচিত যে
তিনি যেরূপ চলিতেন, সেও তদ্রূপ
চলে।

৭ প্রিয়তমেরা, আমি তোমাদিগকে
নূতন আজ্ঞা লিখিতেছি না; বরং
এমন এক পুরাতন আজ্ঞা লিখি-
তেছি, যাহা তোমরা আদি হইতে
পাইয়াছ; তোমরা যে বাক্য শুনি-
য়াছ, তাহাই এই পুরাতন আজ্ঞা।
৮ আবার আমি তোমাদিগকে এক
নূতন আজ্ঞা লিখিতেছি, ইহা
তাঁহাতে ও তোমাদিগেতে সত্য;
কারণ অন্ধকার ঘুচিয়া যাইতেছে,
এবং প্রকৃত জ্যোতি এখন প্রকাশ
৯ পাইতেছে। যে বলে, আমি
জ্যোতিতে আছি, আর আপন
ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে এখনও
১০ অন্ধকারে রহিয়াছে। যে আপন
ভ্রাতাকে প্রেম করে, সে জ্যোতিতে
থাকে, এবং তাহার অন্তরে বিঘ্নের
১১ কারণ নাই। কিন্তু যে আপন
ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে অন্ধকারে
আছে, এবং অন্ধকারে চলে, আর
কোথায় যায় তাহা জানে না, কারণ
অন্ধকার তাহার চক্ষু অন্ধ করিয়াছে।

**ঈশ্বরীয় সত্যে ও প্রেমে স্থির থাকিবার বিষয়ে উপদেশ।**

১২ বৎসেরা, আমি তোমাদিগকে
লিখিতেছি, কারণ তাঁহার নামের
গুণে তোমাদের পাপসমূহের ক্ষমা
১৩ হইয়াছে। পিতারা, তোমাদিগকে
লিখিতেছি, কারণ যিনি আদি
হইতে আছেন, তোমরা তাঁহাকে
জান। যুবকেরা, তোমাদিগকে
লিখিতেছি, কারণ তোমরা সেই
পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ। শিশুগণ,
তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ
১৪ তোমরা পিতাকে জান। পিতারা,
তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ
যিনি আদি হইতে আছেন, তোমরা
তাঁহাকে জান। যুবকেরা, তোমা-
দিগকে লিখিলাম, কারণ তোমরা

* (বা) পক্ষসমর্থনকারী, অর্থাৎ উকীল। (গ্রীক) পারক্লীত। যোহন ১৪; ১৬ দেখ।

বলবান্, এবং ঈশ্বরের বাক্য তোমা-
দের অন্তরে বাস করে, আর তোমরা
সেই পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ।
১৫ তোমরা জগৎকে প্রেম করিও না,
জগতীস্থ বিষয় সকলও প্রেম করিও
না। কেহ যদি জগৎকে প্রেম
করে, তবে পিতার প্রেম তাহার
১৬ অন্তরে নাই। কেননা জগতে যে
কিছু আছে, মাংসের অভিলাষ,
চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবিকার দর্প,
এ সকল পিতা হইতে নয়, কিন্তু
১৭ জগৎ হইতে হইয়াছে। আর জগৎ
ও তাহার অভিলাষ বহিয়া যাই-
তেছে; কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা
পালন করে, সে অনন্তকালস্থায়ী।
১৮ শিশুগণ, শেষকাল উপস্থিত,
আর তোমরা যেমন শুনিয়াছ যে,
খ্রীষ্টারি আসিতেছে, তেমনি এখনই
অনেক খ্রীষ্টারি হইয়াছে; ইহাতে
আমরা জানি যে, শেষকাল
১৯ উপস্থিত। তাহারা আমাদের হইতে
বাহির হইয়াছে; কিন্তু আমাদের
ছিল না; কেননা যদি আমাদের
হইত, তবে আমাদের সঙ্গে থাকিত;
কিন্তু তাহারা বাহির হইয়াছে, যেন
প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, সকলে*
আমাদের নয়।

পবিত্র আত্মা হইতে প্রাপ্ত অভিষেক।

২০ আর তোমরা সেই পবিত্রতম
হইতে অভিষেক পাইয়াছ, ও
২১ সকলেই জ্ঞান পাইয়াছ†। তোমরা
সত্য জান না বলিয়া যে আমি

* (বা) তাহারা কেহই।
† (পাঠান্তর) সকলই জান।

তোমাদিগকে লিখিলাম, তাহা নয়;
বরং সত্য জান, এবং কোন মিথ্যা
কথা সত্য হইতে হয় না বলিয়া
২২ লিখিলাম। যীশুই খ্রীষ্ট, ইহা যে
অস্বীকার করে, সে বই আর মিথ্যা-
বাদী কে? সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টারি,
যে পিতাকে ও পুত্রকে অস্বীকার
২৩ করে। যে কেহ পুত্রকে অস্বীকার
করে, সে পিতাকেও পায় নাই;
যে ব্যক্তি পুত্রকে স্বীকার করে, সে
২৪ পিতাকেও পাইয়াছে। তোমরা
আদি হইতে যাহা শুনিয়াছ, তাহা
তোমাদের অন্তরে থাকুক; আদি
হইতে যাহা শুনিয়াছ, তাহা যদি
তোমাদের অন্তরে থাকে, তবে
তোমরাও পুত্রে ও পিতাতে থাকিবে।
২৫ আর ইহা তাঁহারই সেই প্রতিজ্ঞা,
যাহা তিনি আপনি আমাদের কাছে
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অনন্ত
জীবন।
২৬ যাহারা তোমাদিগকে ভ্রান্ত
করিতে চায়, তাহাদের বিষয়ে এই
সকল তোমাদিগকে লিখিলাম।
২৭ আর তোমরা তাঁহা হইতে যে
অভিষেক পাইয়াছ, তাহা তোমাদের
অন্তরে রহিয়াছে, এবং কেহ যে
তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়, ইহাতে
তোমাদের প্রয়োজন নাই; কিন্তু
তাঁহার সেই অভিষেক যেমন সকল
বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে,
এবং তাহা যেমন সত্য, মিথ্যা নয়,
এমন কি, তাহা যেমন তোমাদিগকে
শিক্ষা দিয়াছে, তেমনি তোমরা
তাঁহাতে থাক*।

* (বা) তাঁহাতে রহিয়াছ।

২৮ আর এখন, হে বৎসেরা, তাঁহাতে
থাক, যেন তিনি যখন প্রকাশিত
হন, তখন আমরা সাহসযুক্ত হই,
তাঁহার আগমনে তাঁহা হইতে
২৯ লজ্জিত না হই। যদি জান যে
তিনি ধার্ম্মিক, তবে ইহাও জানিতে
পার, যে কেহ ধর্ম্মাচরণ করে, সে
তাঁহা হইতে জাত।

### ঈশ্বরের প্রেম। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম। ঈশ্বরের সন্তানগণ।

৩ দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন
প্রেম প্রদান করিয়াছেন যে, আমরা
ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আখ্যাত
হই; আর আমরা তাহাই বটে।
এই জন্য জগৎ আমাদিগকে জানে
না, কারণ সে তাঁহাকে জানে নাই।
২ প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের
সন্তান; এবং কি হইব, তাহা এ
পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা
জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হই-
বেন,* তখন আমরা তাঁহার সমরূপ
হইব; কারণ তিনি যেমন আছেন,
তাঁহাকে তেমনি দেখিতে পাইব।
৩ আর তাঁহার উপরে এই প্রত্যাশা
যে কাহারও আছে, সে আপনাকে
বিশুদ্ধ করে, যেমন তিনি বিশুদ্ধ।
৪ যে কেহ পাপাচরণ করে, সে
ব্যবস্থালঙ্ঘনও করে, আর ব্যবস্থা-
৫ লঙ্ঘনই পাপ। আর তোমরা জান,
পাপভার লইয়া যাইবার নিমিত্ত
তিনি প্রকাশিত হইলেন, এবং
৬ তাঁহাতে পাপ নাই। যে কেহ
তাঁহাতে থাকে, সে পাপ করে না;

যে কেহ পাপ করে, সে তাঁহাকে
দেখে নাই এবং জানেও নাই।
৭ বৎসেরা, কেহ যেন তোমাদিগকে
ভ্রান্ত না করে; যে ধর্ম্মাচরণ করে
সে ধার্ম্মিক, যেমন তিনি ধার্ম্মিক।
৮ যে পাপাচরণ করে, সে দিয়াবলের;
কেননা দিয়াবল আদি হইতে পাপ
করিতেছে, ঈশ্বরের পুত্র এই জন্যই
প্রকাশিত হইলেন, যেন দিয়াবলের
কার্য্য সকল লোপ করেন।
৯ যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে
পাপাচরণ করে না, কারণ তাঁহার
বীর্য্য তাহার অন্তরে থাকে; এবং
সে পাপ করিতে পারে না, কারণ
১০ সে ঈশ্বর হইতে জাত। ইহাতে
ঈশ্বরের সন্তানগণ এবং দিয়াবলের
সন্তানগণ প্রকাশ হইয়া পড়ে;
যে কেহ ধর্ম্মাচরণ না করে, এবং
যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতাকে প্রেম না
করে, সে ঈশ্বরের লোক নয়।
১১ কেননা তোমরা আদি হইতে যে
বার্ত্তা শুনিয়াছ, তাহা এই, আমাদের
১২ পরস্পর প্রেম করা কর্ত্তব্য; কয়িন
যেমন সেই পাপাত্মার লোক, এবং
আপন ভ্রাতাকে বধ করিয়াছিল,
তেমন যেন না হই। আর সে কেন
তাঁহাকে বধ করিয়াছিল? কারণ
এই যে, তাহার নিজের কার্য্য মন্দ,
কিন্তু তাহার ভ্রাতার কার্য্য ধর্ম্মানু-
যায়ী ছিল।

### ঈশ্বরের সন্তান ভ্রাতৃপ্রেম দেখায়।

১৩ ভ্রাতৃগণ, জগৎ যদি তোমাদিগকে
ঘৃণা করে, তবে আশ্চর্য্য জ্ঞান
১৪ করিও না। আমরা জানি যে, মৃত্যু

* (বা) তাহা যখন প্রকাশিত হইবে।

হইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছি,
কারণ ভ্রাতৃগণকে প্রেম করি; যে
কেহ প্রেম না করে, সে মৃত্যু মধ্যে
১৫ থাকে। যে কেহ আপন ভ্রাতাকে
ঘৃণা করে, সে নরঘাতক; এবং
তোমরা জান, অনন্ত জীবন কোন
নরঘাতকের অন্তরে অবস্থিতি করে
১৬ না। তিনি আমাদের নিমিত্তে
আপন প্রাণ দিলেন, ইহাতে আমরা
প্রেম জ্ঞাত হইয়াছি; এবং আমরাও
ভ্রাতাদের নিমিত্ত আপন আপন
১৭ প্রাণ দিতে বাধ্য। কিন্তু যাহার
সাংসারিক জীবনোপায় আছে, সে
আপন ভ্রাতাকে দীনহীন দেখিলে
যদি তাহার প্রতি আপন করুণা
রোধ করে, তবে ঈশ্বরের প্রেম
কেমন করিয়া তাহার অন্তরে
১৮ থাকে? বৎসেরা, আইস, আমরা
বাক্যে কিম্বা জিহ্বাতে নয়, কিন্তু
১৯ কার্য্যে ও সত্যে প্রেম করি। ইহাতে
জানিব যে, আমরা সত্যের, এবং
তাঁহার সাক্ষাতে আপনাদের হৃদয়
২০ আশ্বাসযুক্ত করিব, কারণ আমাদের
হৃদয় যদি আমাদিগকে দোষী করে,
ঈশ্বর আমাদের হৃদয় অপেক্ষা
মহান্, এবং সকলই জানেন।
২১ প্রিয়তমেরা, আমাদের হৃদয় যদি
আমাদিগকে দোষী না করে, তবে
ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের সাহস
২২ লাভ হয়; এবং যে কিছু যাচ্ঞা
করি, তাহা তাঁহার নিকটে পাই;
কেননা আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল
পালন করি, এবং তাঁহার দৃষ্টিতে
যাহা যাহা প্রীতিজনক, তাহা করি।
২৩ আর তাঁহার আজ্ঞা এই, যেন
আমরা তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের
নামে বিশ্বাস করি, এবং পরস্পর
প্রেম করি, যেমন তিনি আমাদিগকে
২৪ আজ্ঞা দিয়াছেন। আর যে ব্যক্তি
তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করে,
সে তাঁহাতে থাকে, ও তিনি তাহাতে
থাকেন; আর তিনি আমাদিগকে
যে আত্মা দিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা
আমরা জানি যে, তিনি আমা-
দিগেতে থাকেন।

মিথ্যা শিক্ষা বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক।

৪ প্রিয়তমেরা, তোমরা সকল
আত্মাকে বিশ্বাস করিও না, বরং
আত্মা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখ,
তাহারা ঈশ্বর হইতে কি না; কারণ
অনেক ভাক্ত ভাববাদী জগতে
২ বাহির হইয়াছে। ইহাতে তোমরা
ঈশ্বরের আত্মাকে জানিতে পার;
যে কোন আত্মা যীশু খ্রীষ্টকে মাংসে
আগত বলিয়া স্বীকার করে, সে
৩ ঈশ্বর হইতে। আর যে কোন
আত্মা যীশুকে স্বীকার না করে, সে
ঈশ্বর হইতে নয়; আর তাহাই
খ্রীষ্টারির আত্মা, যাহার বিষয়ে
তোমরা শুনিয়াছ যে, তাহা আসি-
তেছে, এবং সম্প্রতি তাহা জগতে
৪ আছে। বৎসেরা, তোমরা ঈশ্বর
হইতে, এবং উহাদিগকে জয় করি-
য়াছ; কারণ যিনি তোমাদের মধ্য-
বর্ত্তী, তিনি জগতের মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি
৫ অপেক্ষা মহান্। উহারা জগৎ
হইতে, এই কারণ জগতের কথা
কহে, এবং জগৎ উহাদের কথা
৬ শুনে। আমরা ঈশ্বর হইতে;

ঈশ্বরকে যে জানে, সে আমাদের
কথা শুনে ; যে ঈশ্বর হইতে নয়,
সে আমাদের কথা শুনে না।
ইহাতেই আমরা সত্যের আত্মাকে
ও ভ্রান্তির আত্মাকে জানিতে
পারি।

## ঈশ্বর প্রেম, প্রেমে থাকা আবশ্যক।

৭ প্রিয়তমেরা, আইস, আমরা
পরস্পর প্রেম করি ; কারণ প্রেম
ঈশ্বরের ; এবং যে কেহ প্রেম করে,
সে ঈশ্বর হইতে জাত এবং ঈশ্বরকে
৮ জানে। যে প্রেম করে না, সে
ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর
৯ প্রেম। আমাদিগেতে ঈশ্বরের
প্রেম ইহাতেই প্রকাশিত হইয়াছে
যে, ঈশ্বর আপনার একজাত পুত্রকে
জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন
আমরা তাঁহা দ্বারা জীবন লাভ
১০ করিতে পারি। ইহাতেই প্রেম
আছে; আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম
করিয়াছিলাম, তাহা নয়; কিন্তু
তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন,
এবং আপন পুত্রকে আমাদের
পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত হইবার জন্য
১১ প্রেরণ করিলেন। প্রিয়তমেরা,
ঈশ্বর যখন আমাদিগকে এমন প্রেম
করিয়াছেন, তখন আমরাও পরস্পর
১২ প্রেম করিতে বাধ্য। ঈশ্বরকে কেহ
কখনও দেখে নাই ; যদি আমরা
পরস্পর প্রেম করি, তবে ঈশ্বর
আমাদিগেতে থাকেন, এবং তাঁহার
প্রেম আমাদিগেতে সিদ্ধ হয়।
১৩ ইহাতে আমরা জানি যে, আমরা
তাঁহাতে থাকি, এবং তিনি আমা-
দিগেতে থাকেন, কারণ তিনি আপন
আত্মা আমাদিগকে দান করিয়া-
১৪ ছেন। আর আমরা দেখিয়াছি ও
সাক্ষ্য দিতেছি যে, পিতা পুত্রকে
জগতের ত্রাণকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ
১৫ করিয়াছেন। যে কেহ স্বীকার
করিবে যে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র,
ঈশ্বর তাহাতে থাকেন, এবং সে
১৬ ঈশ্বরে থাকে। আর ঈশ্বরের
যে প্রেম আমাদিগেতে আছে, তাহা
আমরা জানি, ও বিশ্বাস করিয়াছি।
ঈশ্বর প্রেম ; আর প্রেমে যে থাকে,
সে ঈশ্বরে থাকে, এবং ঈশ্বর তাহাতে
থাকেন।
১৭ ইহাতেই প্রেম আমাদের সঙ্গে
সিদ্ধ হইয়াছে, যেন বিচার-দিনে
আমাদের সাহস লাভ হয় ; কেননা
তিনি যেমন আছেন, আমরাও এই
১৮ জগতে তেমনি আছি। প্রেমে ভয়
নাই, বরং সিদ্ধ প্রেম ভয়কে বাহির
করিয়া দেয়, কেননা ভয় দণ্ডযুক্ত,
আর যে ভয় করে, সে প্রেমে সিদ্ধ
১৯ হয় নাই। আমরা প্রেম করি,
কারণ তিনিই প্রথমে আমাদিগকে
প্রেম করিয়াছেন।
২০ যদি কেহ বলে, আমি ঈশ্বরকে
প্রেম করি, আর আপন ভ্রাতাকে
ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী ; কেননা
যাহাকে দেখিয়াছে, আপনার সেই
ভ্রাতাকে যে প্রেম না করে, সে
যাঁহাকে দেখে নাই, সেই ঈশ্বরকে
২১ প্রেম করিতে পারে না। আর
আমরা তাঁহা হইতে এই আজ্ঞা
পাইয়াছি যে, ঈশ্বরকে যে প্রেম

করে, সে আপন ভ্রাতাকেও প্রেম
করুক।

### বিশ্বাসের বিজয়।

৫ যে কেহ বিশ্বাস করে যে, যীশুই
সেই খ্রীষ্ট, সে ঈশ্বর হইতে জাত ;
এবং যে কেহ জন্মদাতাকে প্রেম
করে, সে তাঁহা হইতে জাত ব্যক্তি-
২ কেও প্রেম করে। ইহাতে আমরা
জানিতে পারি যে, ঈশ্বরের সন্তান-
গণকে প্রেম করি, যখন ঈশ্বরকে
প্রেম করি ও তাঁহার আজ্ঞা সকল
৩ পালন করি। কেননা ঈশ্বরের প্রতি
প্রেম এই, যেন আমরা তাঁহার
আজ্ঞা সকল পালন করি ; আর
তাঁহার আজ্ঞা সকল দুর্ব্বহ নয় ;
৪ কারণ যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে
জাত, তাহা জগৎকে জয় করে ;
এবং যে জয় জগৎকে জয় করিয়াছে,
৫ তাহা এই, আমাদের বিশ্বাস। কে
জগৎকে জয় করে? কেবল সেই,
যে বিশ্বাস করে, যীশু ঈশ্বরের
পুত্র।
৬ তিনি সেই, যিনি জল ও রক্ত
দিয়া আসিয়াছিলেন, যীশু খ্রীষ্ট ;
কেবল জলে নয়, কিন্তু জলে ও
৭ রক্তে। আর আত্মাই সাক্ষ্য দিতে-
ছেন, কারণ আত্মা সেই সত্য।
৮ বস্তুতঃ তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন, আত্মা
ও জল ও রক্ত, এবং সেই তিনের
৯ সাক্ষ্য একই। আমরা যদি মনুষ্য-
দের সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তবে ঈশ্বরের
সাক্ষ্য মহত্তর ; ফলতঃ ঈশ্বরের
সাক্ষ্য এই যে, তিনি আপন পুত্রের
১০ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। ঈশ্বরের
পুত্রে যে বিশ্বাস করে, ঐ সাক্ষ্য
তাহার অন্তরে থাকে ; ঈশ্বরে যে
বিশ্বাস না করে, সে তাঁহাকে
মিথ্যাবাদী করিয়াছে ; কারণ ঈশ্বর
আপন পুত্রের বিষয়ে যে সাক্ষ্য
দিয়াছেন, তাহা সে বিশ্বাস করে
১১ নাই। আর সেই সাক্ষ্য এই যে,
ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন
দিয়াছেন, এবং সেই জীবন তাঁহার
১২ পুত্রে আছে। পুত্রকে যে পাইয়াছে,
সে সেই জীবন পাইয়াছে ; ঈশ্বরের
পুত্রকে যে পায় নাই, সে সেই
জীবন পায় নাই।
১৩ তোমরা যাহারা ঈশ্বরের পুত্রের
নামে বিশ্বাস করিতেছ, আমি তোমা-
দিগকে এই সকল কথা লিখিলাম,
যেন তোমরা জানিতে পার যে,
তোমরা অনন্ত জীবন পাইয়াছ।
১৪ আর তাঁহার উদ্দেশে আমরা এই
সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি
তাঁহার ইচ্ছানুসারে কিছু যাচ্ঞা
করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্ঞা
১৫ শুনেন। আর যদি জানি যে,
আমরা যাহা যাচ্ঞা করি, তিনি
তাহা শুনেন, তবে ইহাও জানি যে,
আমরা তাঁহার কাছে যাহা যাচ্ঞা
করিয়াছি, সেই সকল পাইয়াছি।
১৬ যদি কেহ আপন ভ্রাতাকে এমন
পাপ করিতে দেখে, যাহা মৃত্যু-
জনক নয়, তবে সে যাচ্ঞা করিবে,
এবং [ঈশ্বর] তাহাকে জীবন
দিবেন—যাহারা মৃত্যুজনক পাপ
করে না, তাহাদিগকেই দিবেন।*

* (বা) এবং তাহাকে জীবন দিবে—যাহারা মৃত্যু-
জনক পাপ করে না, তাহাদিগকেই দিবে।

মৃত্যুজনক পাপ আছে, সে বিষয়ে
আমি বলি না যে, তাহাকে বিনতি
১৭ করিতে হইবে। সমস্ত অধার্ম্মিকতাই
পাপ ; আর এমন পাপ আছে,
যাহা মৃত্যুজনক নয় ।
১৮ আমরা জানি, যে কেহ ঈশ্বর
হইতে জাত, সে পাপ করে না,
কিন্তু যে ঈশ্বর হইতে জাত, সে
আপনাকে রক্ষা করে,* এবং সেই
পাপাত্মা তাহাকে স্পর্শ করে না।
১৯ আমরা জানি যে, আমরা ঈশ্বর
হইতে ; আর সমস্ত জগৎ সেই
পাপাত্মার মধ্যে শুইয়া রহিয়াছে।
২০ আর আমরা জানি যে, ঈশ্বরের
পুত্র আসিয়াছেন, এবং আমাদিগকে
এমন বুদ্ধি দিয়াছেন, যাহাতে আমরা
সেই সত্যময়কে জানি ; এবং আমরা
সেই সত্যময়ে, তাঁহার পুত্র যীশু
খ্রীষ্টে আছি ; তিনিই সত্যময় ঈশ্বর
এবং অনন্ত জীবন ।
২১ বৎসেরা, তোমরা প্রতিমাগণ
হইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর।

# যোহনের দ্বিতীয় পত্র ।

**জনৈক খ্রীষ্টীয় মহিলার প্রতি পত্র।**

১ এই প্রাচীন—মনোনীতা মহিলা
ও তাঁহার সন্তানগণের সমীপে ;
যাঁহাদিগকে আমি সত্যে প্রেম করি
( কেবল আমি নয়, বরং যত লোক
২ সত্য জানে, সকলেই করে ), সেই
সত্য প্রযুক্ত, যাহা আমাদিগেতে বাস
করিতেছে, এবং অনন্তকাল আমা-
৩ দের সঙ্গে থাকিবে। অনুগ্রহ, দয়া,
শান্তি, পিতা ঈশ্বর হইতে, এবং সেই
পিতার পুত্র যীশু খ্রীষ্ট হইতে, সত্যে
ও প্রেমে আমাদের সঙ্গে থাকিবে।
৪ আমি অতিশয় আনন্দ করি,
কেননা দেখিতে পাইয়াছি, যেমন
আমরা পিতা হইতে আদেশ প্রাপ্ত
হইয়াছি, তোমার সন্তানদের মধ্যে
কেহ কেহ তেমনি সত্যে চলিতেছে।
৫ আর এখন, অয়ি মহিলে, আমি
তোমাকে নূতন আজ্ঞা লিখিবার মত
নয়, কিন্তু আদি হইতে আমরা
যে আজ্ঞা পাইয়াছি, তদনুসারে
তোমাকে এই বিনতি করিতেছি, যেন
৬ আমরা পরস্পর প্রেম করি। আর
প্রেম এই, যেন আমরা তাঁহার
আজ্ঞানুসারে চলি ; আজ্ঞাটী এই,
যেমন তোমরা আদি হইতে শুনিয়াছ,
৭ যেন তোমরা উহাতে চল। কারণ
অনেক ভ্রামক জগতে বাহির হই-
য়াছে ; যীশু খ্রীষ্ট মাংসে আগমন
করিয়াছেন, ইহা তাহারা স্বীকার
করে না ; এই ত সেই ভ্রামক ও
৮ খ্রীষ্টারি। আপনাদের বিষয়ে সাবধান
হও ; আমরা যাহা সাধন করিয়াছি,

* ( বা ) যিনি ঈশ্বর হইতে জাত, তিনি তাহাকে রক্ষা করেন।

তাহা যেন তোমরা না হারাও,* কিন্তু
৯ যেন সম্পূর্ণ পুরস্কার পাও। যে কেহ
অগ্রে চলে, এবং খ্রীষ্টের শিক্ষাতে
না থাকে, সে ঈশ্বরকে পায় নাই;
সেই শিক্ষাতে যে থাকে, সে পিতা ও
১০ পুত্র উভয়কে পাইয়াছে। যদি কেহ
সেই শিক্ষা না লইয়া তোমাদের
কাছে আইসে, তবে তাহাকে বাটীতে
গ্রহণ করিও না, এবং তাহাকে
১১ 'মঙ্গল হউক' বলিও না। কেননা
যে তাহাকে 'মঙ্গল হউক' বলে, সে
তাহার দুষ্কর্ম্ম সকলের সহভাগী
হয়।
১২ তোমাদিগকে লিখিবার অনেক
কথা ছিল; কাগজ ও কালী ব্যবহার
করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। কিন্তু
প্রত্যাশা করি যে, আমি তোমাদের
কাছে গিয়া সম্মুখাসম্মুখি হইয়া
কথাবার্ত্তা কহিব, যেন আমাদের
১৩ আনন্দ সম্পূর্ণ হয়। তোমার মনো-
নীতা ভগিনীর সন্তানগণ তোমাকে
মঙ্গলবাদ করিতেছে।

# যোহনের তৃতীয় পত্র।

গায়ের প্রতি পত্র।

১ এই প্রাচীন—প্রিয়তম গায়ের
সমীপে, যাঁহাকে আমি সত্যে প্রেম
করি।
২ প্রিয়তম, প্রার্থনা করি, যেমন
তোমার প্রাণ কুশলপ্রাপ্ত, সর্ব্ব-
বিষয়ে তুমি তেমনি কুশলপ্রাপ্ত ও
৩ সুস্থ থাক। কারণ আমি অতিশয়
আনন্দিত হইলাম যে, ভ্রাতৃগণ
আসিয়া তোমার সত্যের বিষয়ে
সাক্ষ্য দিলেন, যেমন তুমি সত্যে চলি-
৪ তেছ। আমার সন্তানগণ সত্যে চলে,
ইহা শুনিলে যে আনন্দ হয়, তদ-
পেক্ষা মহত্তর আনন্দ আমার নাই।
৫ প্রিয়তম, সেই ভ্রাতৃগণের, এমন
কি, সেই বিদেশীদের প্রতি যাহা যাহা
করিয়া থাক, তাহা বিশ্বাসীর উপযুক্ত
৬ কার্য্য। তাঁহারা মণ্ডলীর সাক্ষাতে
তোমার প্রেমের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া-
ছেন; তুমি যদি ঈশ্বরের উপযোগী-
রূপে তাঁহাদিগকে সযত্নে পাঠাইয়া
৭ দেও, তবে ভালই করিবে। কারণ
সেই নামের অনুরোধে তাঁহারা
বাহির হইয়াছেন, পরজাতীয়দের
৮ কাছে কিছুই গ্রহণ করেন না। অত-
এব আমরা এই প্রকার লোকদিগকে
সাদরে গ্রহণ করিতে বাধ্য, যেন
সত্যের সহকারী হইতে পারি।
৯ আমি মণ্ডলীকে কিছু লিখিয়া-
ছিলাম, কিন্তু তাহাদের প্রাধান্যপ্রিয়
দিয়ত্রিফি আমাদিগকে গ্রাহ্য করে
১০ না। এই জন্য, যদি আমি আসি, তবে
সে যে সকল কার্য্য করে, তাহা
স্মরণ করাইব, কেননা সে দুর্ব্বাক্য
দ্বারা আমাদের গ্লানি করে; এবং

* (বা) নষ্ট না কর।

তাহাতেও সন্তুষ্ট নয়, সে আপনিও
ভ্রাতৃগণকে গ্রাহ্য করে না, আর
যাহারা গ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা করে,
তাহাদিগকেও বারণ করে এবং
মণ্ডলী হইতে বাহির করিয়া দেয়।
১১ প্রিয়তম, যাহা মন্দ, তাহার অনু-
কারী হইও না, কিন্তু যাহা উত্তম,
তাহার অনুকারী হও। যে উত্তম
কার্য্য করে, সে ঈশ্বর হইতে; যে মন্দ
কার্য্য করে, সে ঈশ্বরকে দর্শন করে
১২ নাই। দীমীত্রিয়ের পক্ষে সকলে, এমন
কি, স্বয়ং সত্য সাক্ষ্য দিয়াছে; এবং
আমরাও সাক্ষ্য দিতেছি; আর তুমি
জান, আমাদের সাক্ষ্য সত্য।
১৩ তোমাকে লিখিবার অনেক কথা
ছিল, কিন্তু কালী ও লেখনী দ্বারা
১৪ লিখিতে ইচ্ছা হয় না। আশা করি,
অবিলম্বে তোমাকে দেখিব, তখন
আমরা সম্মুখাসম্মুখি হইয়া কথা-
১৫ বার্ত্তা করিব। তোমার প্রতি শান্তি
বর্ত্তুক। বন্ধুগণ তোমাকে মঙ্গলবাদ
করিতেছেন। তুমি প্রত্যেকের
নাম করিয়া বন্ধুদিগকে মঙ্গলবাদ
কর।

# যিহূদার পত্র।

### বিশ্বাসের পক্ষে প্রাণপণ করিবার জন্য উপদেশ।

১ যিহূদা, যীশু খ্রীষ্টের দাস, এবং
যাকোবের ভ্রাতা—যাঁহারা পিতা
ঈশ্বরে প্রেমপাত্র ও যীশু খ্রীষ্টের
নিমিত্ত রক্ষিত, সেই আহূতগণের
২ সমীপে। দয়া, শান্তি ও প্রেম প্রচুর-
রূপে তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
৩ প্রিয়তমেরা, আমাদের সাধারণ
পরিত্রাণের বিষয়ে তোমাদিগকে
কিছু লিখিতে নিতান্ত যত্নবান্
হওয়াতে আমি বুঝিলাম, পবিত্র-
গণের কাছে একবারে সমর্পিত
বিশ্বাসের পক্ষে প্রাণপণ করিতে
তোমাদিগকে আশ্বাস দিয়া লেখা
৪ আবশ্যক। যেহেতু এমন কয়েক জন
গোপনে প্রবিষ্ট হইয়াছে, যাহারা
এই দণ্ডাজ্ঞার পাত্ররূপে পূর্ব্বে
লিখিত হইয়াছিল; তাহারা ভক্তি-
হীন, আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ
লম্পটতায় পরিণত করে, এবং
আমাদের একমাত্র অধিপতি ও প্রভু
যীশু খ্রীষ্টকে* অস্বীকার করে।

### ভাক্ত শিক্ষকদের হইতে সাবধান।

৫ কিন্তু যদিও তোমরা সকলই
একবারে জানিয়া লইয়াছ, তথাপি
আমার বাসনা এই, যেন তোমা-
দিগকে স্মরণ করাইয়া দিই যে,
প্রভু মিসর দেশ হইতে প্রজাদিগকে
নিস্তার করিয়া পশ্চাৎ অবিশ্বাসী-
৬ দিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। আর

* (বা) এবং একমাত্র অধিপতিকে ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে।

যে স্বর্গদূতেরা আপনাদের আধিপত্য
রক্ষা না করিয়া নিজ বাসস্থান ত্যাগ
করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি মহা-
দিনের বিচারার্থে ঘোর অন্ধকারের
অধীনে অনন্তকালীয় শৃঙ্খলে বদ্ধ
৭ রাখিয়াছেন। সেই প্রকার সদোম ও
ঘমোরা এবং তন্নিকটস্থ নগর সকল
ইহাদের ন্যায় নিতান্ত বেশ্যাগামী
এবং বিজাতীয় মাংসের চেষ্টায়
বিপথগামী হইয়া, অনন্ত অগ্নির দণ্ড
ভোগ করতঃ দৃষ্টান্তরূপে প্রত্যক্ষ
৮ রহিয়াছে। তথাপি ইহারাও সেই-
রূপে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে মাংসকে
অশুচি করে, প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করে,
এবং যাহারা গৌরবের পাত্র, তাহা-
৯ দের নিন্দা করে। কিন্তু প্রধান স্বর্গ-
দূত মীখায়েল যখন মোশির দেহের
বিষয়ে দিয়াবলের সহিত বাদানুবাদ
করিলেন, তখন নিন্দাযুক্ত নিষ্পত্তি
করিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু
কহিলেন, প্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা
১০ করুন। কিন্তু ইহারা যাহা যাহা
না বুঝে, তাহারই নিন্দা করে; এবং
বুদ্ধিবিহীন পশুদের ন্যায় যাহা যাহা
স্বভাবতঃ জ্ঞাত হয়, সেই সকলেতে
১১ নষ্ট হয়। ধিক্ তাহাদিগকে!
কারণ তাহারা কয়িনের পথে চলিয়া
গিয়াছে, এবং বেতনের লোভে
বিলিয়মের ভ্রান্তি-পথে গিয়া পড়ি-
য়াছে, এবং কোরহের প্রতিবাদে
১২ বিনষ্ট হইয়াছে। তাহারা তোমাদের
সহিত ভোজন পান করিবার
সময়ে তোমাদের প্রেম-ভোজে
ব্যাঘাতক,* তাহারা এমন পালক
যে নির্ভয়ে আপনাদিগকেই চরায়;
তাহারা বায়ু-চালিত নির্জল মেঘ;
হেমন্তকালের ফলহীন, দুই বার মৃত
১৩ ও উন্মূলিত বৃক্ষ; নিজ লজ্জারূপ
ফেনা উৎক্ষেপকারী প্রচণ্ড সামুদ্রিক
তরঙ্গ; ভ্রমণকারী তারা, যাহাদের
নিমিত্ত অনন্তকালের জন্য ঘোরতর
অন্ধকার সঞ্চিত রহিয়াছে।
১৪ আর আদম অবধি সপ্তম পুরুষ
যে হনোক, তিনিও এই লোকদের
উদ্দেশে এই ভাববাণী বলিয়াছেন,
"দেখ, প্রভু আপন অযুত অযুত
পবিত্র লোকের সহিত আসিলেন,
১৫ যেন সকলের বিচার করেন; আর
ভক্তিহীন সকলে আপনাদের যে
সকল ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা
ভক্তিহীনতা দেখাইয়াছে, এবং
ভক্তিহীন পাপিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে
যে সকল কঠোর বাক্য কহিয়াছে,
তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে যেন ভর্ৎসনা
১৬ করেন।" ইহারা বচসাকারী, স্বভাগ্য-
নিন্দক আপন আপন অভিলাষের
অনুগামী; আর তাহাদের মুখ
মহাগর্ব্বের কথা বলে, এবং তাহারা
লাভার্থে মনুষ্যদের তোষামোদ
করে।

সম্পূর্ণ ও অনন্ত পরিত্রাণ যীশুতে প্রাপ্য।

১৭ কিন্তু, প্রিয়তমেরা, ইতিপূর্ব্বে
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত-
গণ যে সকল কথা বলিয়াছেন,
তোমরা সে সকল স্মরণ কর;
১৮ তাঁহারা ত তোমাদিগকে বলিতেন,
শেষকালে, উপহাসকেরা উপস্থিত
হইবে, তাহারা আপন আপন

* বা জলান্তর্গ শৈল।

ভক্তিবিরুদ্ধ অভিলাষ অনুসারে
১৯ চলিবে। উহারা দলভেদকারী,
প্রাণিক, আত্মাবিহীন।
২০ কিন্তু, প্রিয়তমেরা, তোমরা
আপনাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসের
উপরে আপনাদিগকে গাঁথিয়া
তুলিতে তুলিতে, পবিত্র আত্মাতে
২১ প্রার্থনা করিতে করিতে, ঈশ্বরের
প্রেমে আপনাদিগকে রক্ষা কর,
এবং অনন্ত জীবনের জন্য আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়ার অপেক্ষায়
২২ থাক। আর কতক লোকের প্রতি,
যাহারা সন্দিহান,* তাহাদের প্রতি
২৩ দয়া কর, অগ্নি হইতে টানিয়া
লইয়া রক্ষা কর; আর কতক
লোকের প্রতি সভয়ে দয়া কর;
মাংসের দ্বারা কলঙ্কিত বস্ত্রও ঘৃণা
কর।
২৪ আর যিনি তোমাদিগকে উছোট
খাওয়া হইতে রক্ষা করিতে, এবং
আপন প্রতাপের সাক্ষাতে নির্দ্দোষ
অবস্থায় সানন্দে উপস্থিত করিতে
২৫ পারেন, যিনি একমাত্র ঈশ্বর আমা-
দের ত্রাণকর্ত্তা, আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্ট দ্বারা তাঁহারই প্রতাপ, মহিমা,
পরাক্রম ও কর্ত্তৃত্ব হউক, সকল
যুগের পূর্ব্বাবধি, আর এখন, এবং
সমস্ত যুগপর্য্যায়ে হউক। আমেন।

# যোহনের নিকটে প্রকাশিত বাক্য।

**মঙ্গলবাদ। স্বর্গ-নিবাসী যশুীর দর্শন।**

১ যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্য,
ঈশ্বর যাহা তাঁহাকে দান করিলেন,
যেন তিনি, যাহা যাহা শীঘ্র ঘটিবে,
সেই সকল আপন দাসগণকে
দেখাইয়া দেন; আর তিনি নিজের
দূত প্রেরণ করিয়া আপন দাস
যোহনকে তাহা জ্ঞাত করিলেন।
২ সেই যোহন ঈশ্বরের বাক্যের সম্বন্ধে,
এবং যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্যের সম্বন্ধে,
যাহা যাহা দেখিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে
৩ সাক্ষ্য দিল। ধন্য, যে এই ভাববাণীর
বাক্য সকল পাঠ করে, ও যাহারা
শ্রবণ করে, এবং ইহাতে লিখিত
কথা সকল পালন করে; কেননা
কাল সন্নিকট।
৪ যোহন—এশিয়ায় স্থিত সপ্ত
মণ্ডলীর সমীপে। যিনি আছেন,
ও যিনি ছিলেন, ও যিনি আসিতে-
ছেন, তাঁহা হইতে, এবং তাঁহার
সিংহাসনের সম্মুখবর্ত্তী সপ্ত আত্মা
৫ হইতে, এবং যিনি “বিশ্বস্ত সাক্ষী,”
মৃতগণের মধ্যে “প্রথমজাত” ও
“পৃথিবীর রাজাদের কর্ত্তা,”* সেই
যীশু খ্রীষ্ট হইতে, অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক। যিনি
আমাদিগকে প্রেম করেন, ও নিজ

(বা) যাহারা তোমাদের সহিত বাদানুবাদ করে।

* গীত ৮৯; ২৭, ৩৭।

রক্তে আমাদের পাপ হইতে আমা-
৬ দিগকে মুক্ত করিয়াছেন, এবং
আমাদিগকে রাজ্যস্বরূপ ও আপন
ঈশ্বর ও পিতার যাজক করিয়াছেন,
তাঁহার মহিমা ও পরাক্রম যুগ-
পর্য্যায়ের যুগে যুগে হউক। আমেন।
৭ দেখ, তিনি “মেঘ সহকারে আসি-
তেছেন,” আর প্রত্যেক চক্ষু তাঁহাকে
দেখিবে, এবং “যাহারা তাঁহাকে বিদ্ধ
করিয়াছিল, তাহারাও দেখিবে ;”
আর পৃথিবীর “সমস্ত বংশ তাঁহার
জন্য বিলাপ” করিবে।* হাঁ, আমেন।
৮ আমি আল্‌ফা এবং ওমিগা, আদি
এবং অন্ত, ইহা প্রভু ঈশ্বর কহিতে-
ছেন, যিনি আছেন ও যিনি ছিলেন,
ও যিনি আসিতেছেন, যিনি
সর্ব্বশক্তিমান্‌।
৯ আমি যোহন, তোমাদের ভ্রাতা,
এবং যীশু সম্বন্ধীয় ক্লেশভোগে
রাজ্যে ও ধৈর্য্যে তোমাদের সহভাগী,
ঈশ্বরের বাক্য ও যীশুর সাক্ষ্য
প্রযুক্ত পাট্‌ম নামক দ্বীপে উপস্থিত
১০ হইলাম। আমি প্রভুর দিনে আত্মা-
বিষ্ট হইলাম, এবং আমার পশ্চাৎ
তূরীধ্বনিবৎ এক মহারব শুনিলাম।
১১ কেহ কহিলেন, তুমি যাহা দেখি-
তেছ, তাহা পত্রিকায় লিখ, এবং
ইফিষ, স্মুর্ণা, পর্গাম, থুয়াতীরা,
সার্দ্দি, ফিলাদিল্‌ফিয়া ও লায়দি-
কেয়া, এই সপ্ত মণ্ডলীর নিকটে
১২ পাঠাইয়া দেও। তাহাতে আমার
প্রতি যাঁহার বাণী হইতেছিল,
তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমি মুখ
ফিরাইলাম ; মুখ ফিরাইয়া দেখি-

* দানিয়েল ৭ ; ১৩, ১৪। সখরিয় ১২ ; ১০-১৪

১৩ লাম, সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষ, ও সেই
সকল দীপবৃক্ষের মধ্যে “মনুষ্যপুত্রের
ন্যায় এক ব্যক্তি” ; তিনি পাদপর্য্যন্ত
পরিচ্ছদে আচ্ছন্ন, এবং “বক্ষঃস্থলে
১৪ সুবর্ণ পটুকায় বদ্ধকটি ; তাঁহার
মস্তক ও কেশ শুক্লবর্ণ মেষলোমের
ন্যায়, হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ, এবং
১৫ তাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখার তুল্য, এবং
তাঁহার চরণ অগ্নিকুণ্ডে পরিষ্কৃত
সুপিত্তলের তুল্য, এবং তাঁহার রব
১৬ বহুজলের রবের তুল্য”* ; আর
তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সপ্ত তারা আছে,
এবং তাঁহার মুখ হইতে তীক্ষ্ণ দ্বিধার
তরবারি নির্গত হইতেছে, এবং
তাঁহার মুখমণ্ডল নিজ তেজে বিরাজ-
১৭ মান সূর্য্যের তুল্য। তাঁহাকে
দেখিবামাত্র আমি মৃতবৎ হইয়া
তাঁহার চরণে পড়িলাম। তখন
তিনি আমার গাত্রে দক্ষিণ হস্ত দিয়া
কহিলেন, ভয় করিও না, আমি
১৮ প্রথম ও শেষ ও জীবন্ত† ; আমি
মরিয়াছিলাম, আর দেখ, আমি
যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত :
আর মৃত্যুর ও পাতালের চাবি
১৯ আমার হস্তে আছে। অতএব
তুমি যাহা যাহা দেখিলে, এবং যাহা
যাহা আছে, ও ইহার পরে যাহা
যাহা হইবে, সে সমস্তই লিখ।
২০ আমার দক্ষিণ হস্তে যে সপ্ত তারা
দেখিলে, তাহার নিগূঢ়তত্ত্ব এবং সপ্ত
সুবর্ণ দীপবৃক্ষ এই ; সেই সপ্ত তারা
ঐ সপ্ত মণ্ডলীর দূত, এবং সেই সপ্ত
দীপবৃক্ষ ঐ সপ্ত মণ্ডলী।

* দানিয়েল ৭ ; ৯, ১৩। ১০ ; ৫, ৬।
† দানিয়েল ১০ ; ১২, ১৯। যিশা ৪৪ ; ৬।

**এসিয়াস্থ সপ্ত মণ্ডলীর প্রতি স্বর্গ-**
**নিবাসী যীশুর আদেশ।**

২ ইফিষস্থ মণ্ডলীর দূতকে লিখ;—
যিনি নিজ দক্ষিণ হস্তে সেই সপ্ত
তারা ধারণ করেন, যিনি সেই সপ্ত
সুবর্ণ দীপবৃক্ষের মধ্যে গমনাগমন
করেন, তিনি এই কথা কহেন;
২ আমি জানি তোমার কার্য্য সকল
এবং তোমার পরিশ্রম ও ধৈর্য্য;
আর আমি জানি যে, তুমি দুষ্ট-
দিগকে সহ্য করিতে পার না, এবং
আপনাদিগকে প্রেরিত বলিলেও
যাহারা প্রেরিত নয়, তাহাদিগকে
পরীক্ষা করিয়াছ ও মিথ্যাবাদী
৩ নিশ্চয় করিয়াছ; এবং তোমার
ধৈর্য্য আছে, আর তুমি আমার
নামের জন্য ভার বহন করিয়াছ,
৪ ক্লান্ত হও নাই। তথাচ তোমার
বিরুদ্ধে আমার কথা আছে, তুমি
আপন প্রথম প্রেম পরিত্যাগ
৫ করিয়াছ। অতএব স্মরণ কর,
কোথা হইতে পতিত হইয়াছ, এবং
মন ফিরাও ও প্রথম কর্ম্ম সকল
কর; নতুবা যদি মন না ফিরাও,
আমি তোমার নিকটে আসিব ও
তোমার দীপবৃক্ষ স্বস্থান হইতে দূর
৬ করিব। কিন্তু এইটী তোমার আছে;
আমি যে নীকলায়তীয়দের কার্য্য
ঘৃণা করি, তাহা তুমিও ঘৃণা
৭ করিতেছ। যাহার কর্ণ আছে, সে
শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগণকে কি
কহিতেছেন। যে জয় করে, তাহাকে
আমি ঈশ্বরের "পরমদেশস্থ জীবন-
বৃক্ষের"* ফল ভোজন করিতে দিব।

* আদি ২; ৯। ৩, ২২ ২৪।

৮ আর স্মূর্ণাস্থ মণ্ডলীর দূতকে
লিখ;—
যিনি প্রথম ও শেষ, যিনি মরিয়া-
ছিলেন, আর জীবিত হইলেন,
৯ তিনি এই কথা কহেন। আমি জানি
তোমার ক্লেশ ও দীনতা, তথাপি,
তুমি ধনবান্; এবং আপনাদিগকে
যিহূদী বলিলেও যাহারা যিহূদী নয়,
কিন্তু শয়তানের সমাজ, তাহাদের
১০ ধর্ম্ম-নিন্দাও আমি জানি। তোমাকে
যে সকল দুঃখ ভোগ করিতে হইবে,
তাহাতে ভয় করিও না। দেখ,
তোমাদের পরীক্ষার জন্য দিয়াবল
তোমাদের কাহাকেও কাহাকেও
কারাগারে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত
আছে, তাহাতে দশ দিন পর্য্যন্ত
তোমাদের ক্লেশ হইবে। তুমি মরণ
পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত থাক, তাহাতে আমি
১১ তোমাকে জীবন-মুকুট দিব। যাহার
কর্ণ আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলী-
গণকে কি কহিতেছেন। যে জয়
করে, সে দ্বিতীয় মৃত্যু দ্বারা হিংসিত
হইবে না।
১২ আর পর্গামস্থ মণ্ডলীর দূতকে
লিখ;—
যিনি তীক্ষ্ণ দ্বিধার খড়্গ ধারণ
করেন, তিনি এই কথা কহেন;
১৩ আমি জানি, তুমি কোথায় বাস
করিতেছ, সেখানে শয়তানের
সিংহাসন রহিয়াছে। আর তুমি
আমার নাম দৃঢ়রূপে ধারণ
করিতেছ, আমার বিশ্বাস অস্বীকার
কর নাই; আমার সেই সাক্ষী,
আমার সেই বিশ্বস্ত লোক আন্তিপা
যখন তোমাদের মধ্যে তথায় নিহত

হইয়াছিল, যেখানে শয়তান বাস
করে, তখনও বিশ্বাস অস্বীকার কর
১৪ নাই। তথাচ তোমার বিরুদ্ধে
আমার কয়েকটী কথা আছে,
কেননা তুমি সেই স্থানে বিলিয়মের
শিক্ষাবলম্বী কয়েক জনকে রাখি-
তেছ; সেই ব্যক্তি ইস্রায়েল-সন্তান-
দের সম্মুখে বিঘ্ন ফেলিয়া রাখিতে
বালাককে শিক্ষা দিয়াছিল, যেন
তাহারা প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট
বলি ভক্ষণ ও বেশ্যাগমন করে*।
১৫ তদ্রূপ তুমিও সেই ভাবে নীকলায়-
তীয়দের শিক্ষাবলম্বী কয়েক জনকে
১৬ রাখিতেছ। অতএব মন ফিরাও,
নতুবা আমি শীঘ্রই তোমার নিকটে
আসিব, এবং আমার মুখের তরবারি
দ্বারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব।
১৭ যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক, আত্মা
মণ্ডলীগণকে কি কহিতেছেন। যে
জয় করে, তাহাকে আমি গুপ্ত
"মান্না" দিব; এবং একখানি শ্বেত
প্রস্তর তাহাকে দিব, সেই প্রস্তরের
উপরে "নূতন এক নাম"† লেখা
আছে; আর কেহই সেই নাম
জানে না, কেবল যে তাহা গ্রহণ
করে, সেই জানে।
১৮ আর থুয়াতীরাস্থ মণ্ডলীর দূতকে
লিখ;—
যিনি ঈশ্বরের পুত্র, যাঁহার চক্ষু
অগ্নিশিখার তুল্য, ও যাঁহার চরণ
সুপিত্তলের সদৃশ, তিনি এই কথা
১৯ কহেন; আমি জানি তোমার কর্ম্ম
সকল ও তোমার প্রেম ও বিশ্বাস

* গণনা ২৫; ১, ২। ৩১; ১৬।
† যাত্রা ১৬; ১৪, ১৫, ৩১। গীত ৭৮; ২।

ও পরিচর্য্যা ও ধৈর্য্য, আর তোমার
প্রথম কর্ম্ম অপেক্ষা প্রচুরতর শেষ
২০ কর্ম্ম আমি জানি। তথাচ তোমার
বিরুদ্ধে আমার কথা আছে;
ঈষেবল* নাম্নী যে নারী আপনাকে
ভাববাদিনী বলে, তুমি তাহাকে
থাকিতে দিতেছ, এবং সে আমারই
দাসগণকে বেশ্যাগমন ও প্রতিমার
কাছে উৎসৃষ্ট বলি ভক্ষণ করিতে
২১ শিক্ষা দিয়া ভুলাইতেছে। আমি
তাহাকে মন ফিরাইবার জন্য সময়
দিয়াছিলাম, কিন্তু সে নিজ ব্যভিচার
হইতে মন ফিরাইতে চায় না।
২২ দেখ, আমি তাহাকে শয্যাগত
করিব, এবং যাহারা তাহার
সহিত ব্যভিচার করে, তাহারা
যদি তাহার কার্য্য হইতে মন
না ফিরায়, তবে তাহাদিগকে
২৩ মহাক্লেশে ফেলিয়া দিব; আর
আমি মারী দ্বারা তাহার সন্তান-
গণকে বধ করিব; তাহাতে সমস্ত
মণ্ডলী জানিতে পারিবে, "আমি
মর্ম্মের ও হৃদয়ের অনুসন্ধানকারী,
আর আমি তোমাদের প্রত্যেক
জনকে আপন আপন কার্য্যানুযায়ী
২৪ ফল দিব"†। কিন্তু থুয়াতীরাতে
অবশিষ্ট তোমাদের যত জন সেই
শিক্ষা গ্রহণ করে নাই,—লোকে
যাহাকে গভীরতত্ত্ব বলে, শয়তানের
সেই গভীরতত্ত্ব সকল যাহারা
জ্ঞাত হয় নাই—তাহাদিগকে বলি-
তেছি, তোমাদের উপরে আমি
অন্য কোন ভার অর্পণ করি না;
২৫ কেবল যাহা তোমাদের আছে,

* ২ রাজা ৯; ২২। † যিরমিয় ১৭; ১০।

তাহা আমার আগমন পর্য্যন্ত দৃঢ়-
২৬ রূপে ধারণ কর। আর যে জয়
করে, ও শেষ পর্য্যন্ত আমার
আদিষ্ট কার্য্য সকল পালন করে,
তাহাকে আমি আপনি পিতা
হইতে যেরূপ পাইয়াছি, তদ্রূপ
"জাতিগণের উপরে কর্ত্তৃত্ব দিব ;
২৭ তাহাতে সে লৌহদণ্ড দ্বারা তাহা-
দিগকে এমনি শাসন করিবে যে,
কুম্ভকারের মৃৎপাত্রের ন্যায় চুরমার
২৮ হইয়া যাইবে"*। আর আমি
প্রভাতীয় তারা তাহাকে দিব।
২৯ যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক,
আত্মা মণ্ডলীগণকে কি কহিতেছেন।

৩ আর সার্দ্দিস্থ মণ্ডলীর দূতকে
লিখ ;—

যিনি ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা এবং
সপ্ত তারা ধারণ করেন, তিনি এই
কথা কহেন ; আমি জানি তোমার
কার্য্য সকল ; তোমার জীবন নাম-
২ মাত্র ; তুমি মৃত। জাগ্রৎ হও, এবং
অবশিষ্ট যে সকল বিষয় মৃতকল্প
হইল, তাহা সুস্থির কর ; কেননা
আমি তোমার কোন কার্য্য আমার
ঈশ্বরের সাক্ষাতে সিদ্ধ দেখি নাই।
৩ অতএব তুমি স্মরণ কর, কিরূপে
প্রাপ্ত হইয়াছ ও শুনিয়াছ, আর
তাহা পালন কর, এবং মন ফিরাও।
যদি জাগ্রৎ না হও, তবে আমি
চোরের ন্যায় আসিব ; এবং কোন্
দণ্ডে তোমার নিকটে আসিব,
তাহা তুমি জানিতে পারিবে না।।

* গীত ২ ; ৮, ৯।
। মথি ২৪ ; ৪৩। ১ থিষ ৫ ; ২।

৪ তথাপি সার্দ্দিতে তোমার এমন
কয়েকটী লোক আছে, যাহারা
আপন আপন বস্ত্র মলিন করে
নাই ; তাহারা শুক্ল পরিচ্ছদে আমার
সহিত গমনাগমন করিবে ; কেননা
৫ তাহারা যোগ্য। যে জয় করে, সে
তদ্রূপ শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হইবে ;
এবং আমি তাহার নাম কোন ক্রমে
জীবন-পুস্তক হইতে মুছিয়া ফেলিব
না, কিন্তু আমার পিতার সাক্ষাতে
ও তাঁহার দূতগণের সাক্ষাতে তাহার
৬ নাম স্বীকার করিব। যাহার কর্ণ
আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলী-
গণকে কি কহিতেছেন।
৭ আর ফিলাদিল্‌ফিয়াস্থ মণ্ডলীর
দূতকে লিখ ;—

যিনি পবিত্র, যিনি সত্যময়, যিনি
"দায়ূদের চাবি ধারণ করেন, যিনি
খুলিলে কেহ রুদ্ধ করে না, ও রুদ্ধ
করিলে কেহ খুলে না,"* তিনি এই
৮ কথা কহেন ; আমি জানি তোমার
কার্য্য সকল ; দেখ, আমি তোমার
সম্মুখে এক খোলা দ্বার রাখিলাম,
তাহা রুদ্ধ করিতে কাহারও সাধ্য
নাই ; কেননা তোমার কিঞ্চিৎ
শক্তি আছে, আর তুমি আমার
বাক্য পালন করিয়াছ, আমার নাম
৯ অস্বীকার কর নাই। দেখ, শয়তানের
সমাজের যে লোকেরা আপনা-
দিগকে যিহূদী বলিলেও যিহূদী নয়,
কিন্তু মিথ্যা কথা বলে, তাহাদের
কোন কোন লোককে ইহাই দিব ;
দেখ, আমি তোমার চরণসমীপে
তাহাদিগকে উপস্থিত করিয়া প্রণি-

* যিশাইয় ২২, ২২।

পাত করাইব; এবং তাহারা জানিতে
পারিবে যে, আমি তোমাকে প্রেম
১০ করিয়াছি। তুমি আমার ধৈর্য্যের
কথা রক্ষা করিয়াছ, এই কারণ
আমিও তোমাকে সেই পরীক্ষাকাল
হইতে রক্ষা করিব, যাহা পৃথিবী-
নিবাসীদের পরীক্ষা করিবার জন্য
সমস্ত জগতে উপস্থিত হইবে।
১১ আমি শীঘ্র আসিতেছি; তোমার
যাহা আছে, তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ
কর, যেন কেহ তোমার মুকুট
১২ অপহরণ না করে। যে জয় করে,
তাহাকে আমি আমার ঈশ্বরের
মন্দিরে স্তম্ভস্বরূপ করিব, এবং সে
আর কখনও তথা হইতে বাহিরে
যাইবে না; এবং তাহার উপরে
আমার ঈশ্বরের নাম লিখিব, এবং
আমার ঈশ্বরের নগরী যে নূতন
যিরূশালেম স্বর্গ হইতে, আমার
ঈশ্বরের নিকট হইতে নামিবে, তাহার
নাম এবং আমার নূতন নাম লিখিব।
১৩ যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক, আত্মা
মণ্ডলীগণকে কি কহিতেছেন।
১৪ আর লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীর
দূতকে লিখ;—
যিনি আমেন, যিনি বিশ্বাস্য ও
সত্যময় সাক্ষী, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির
আদি, তিনি এই কথা কহেন;
১৫ আমি জানি তোমার কার্য্য সকল,
তুমি না শীতল না তপ্ত; তুমি হয়
শীতল হইলে, নয় তপ্ত হইলে ভাল
১৬ হইত। এইরূপে তুমি কদুষ্ণ, না
তপ্ত না শীতল, এই জন্য আমি নিজ
মুখ হইতে তোমাকে বমন করিতে
১৭ উদ্যত হইয়াছি। তুমি কহিতেছ,
আমি ধনবান্, ধন সঞ্চয় করিয়াছি,
আমার কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু
জান না যে, তুমিই দুর্ভাগ্য, কৃপা-
১৮ পাত্র, দরিদ্র, অন্ধ ও উলঙ্গ। আমি
তোমাকে এক পরামর্শ দিই; তুমি
আমার কাছে এই সকল দ্রব্য ক্রয়
কর—অগ্নি দ্বারা পরিষ্কৃত স্বর্ণ, যেন
ধনবান্ হও; শুক্ল বস্ত্র, যেন বস্ত্র-
পরিহিত হও, আর তোমার
উলঙ্গতার লজ্জা প্রকাশিত না হয়;
চক্ষুতে লেপনীয় অঞ্জন, যেন দেখিতে
১৯ পাও। আমি যত লোককে ভাল
বাসি, সেই সকলকে অনুযোগ করি
ও শাসন করি;* অতএব উদ্যোগী
২০ হও, ও মন ফিরাও। দেখ, আমি
দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি, ও আঘাত
করিতেছি; কেহ যদি আমার রব
শুনে ও দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি
তাহার কাছে প্রবেশ করিব, ও
তাহার সহিত ভোজন করিব, এবং
সেও আমার সহিত ভোজন করিবে।
২১ যে জয় করে, তাহাকে আমার
সহিত আমার সিংহাসনে বসিতে
দিব, যেমন আমি আপনি জয়
করিয়াছি, এবং আমার পিতার
সহিত তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছি।
২২ যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক, আত্মা
মণ্ডলীগণকে কি কহিতেছেন।

### স্বর্গীয় আরাধনার দর্শন।

৪ ইহার পরে আমি দৃষ্টি করিলাম,
আর দেখ, স্বর্গে এক দ্বার খোলা
রহিয়াছে, এবং প্রথম যে রব
শুনিয়াছিলাম, যেন তূরীর রব

* হিতোপদেশ ৩, ১২। ইব্রী ১২, ৬।

আমার সহিত কথা কহিতেছিল,
সেই রব শুনিলাম, কেহ বলিতেছেন,
এই স্থানে উঠিয়া আইস, ইহার পরে
যাহা যাহা অবশ্য ঘটিবে, সেই সকল
২ আমি তোমাকে দেখাই। আমি
তখনই আত্মাবিষ্ট হইলাম; আর
দেখ, স্বর্গে এক সিংহাসন স্থাপিত,
সেই সিংহাসনের উপরে এক ব্যক্তি
৩ বসিয়া আছেন। যিনি বসিয়া
আছেন, তিনি দেখিতে সূর্য্যকান্তের
ও সার্দ্দীয় মণির তুল্য; আর সেই
সিংহাসনের চারিদিকে মেঘধনুক,
তাহা দেখিতে মরকত মণির তুল্য।
৪ আর সেই সিংহাসনের চারিদিকে
চব্বিশটী সিংহাসন আছে, সেই
সকল সিংহাসনে চব্বিশ জন প্রাচীন
বসিয়া আছেন, তাঁহারা শুক্লবস্ত্র-
পরিহিত এবং তাঁহাদের মস্তকের
৫ উপরে সুবর্ণ মুকুট। সেই সিংহাসন
হইতে বিদ্যুৎ, রব ও মেঘগর্জ্জন
বাহির হইতেছে; এবং সেই সিংহা-
সনের সম্মুখে অগ্নিময় সপ্ত প্রদীপ
জ্বলিতেছে, তাহা ঈশ্বরের সপ্ত
৬ আত্মা। আর সেই সিংহাসনের
সম্মুখে যেন স্ফটিকবৎ কাচময় এক
সমুদ্র আছে, এবং সিংহাসনের
মধ্যে ও সিংহাসনের চারিদিকে
চারি প্রাণী আছেন; তাঁহারা সম্মুখে
৭ ও পশ্চাতে চক্ষুতে পরিপূর্ণ। প্রথম
প্রাণী সিংহের তুল্য, দ্বিতীয় প্রাণী
গোবৎসের তুল্য, তৃতীয় প্রাণী
মনুষ্যের ন্যায় মুখমণ্ডলবিশিষ্ট, এবং
চতুর্থ প্রাণী উড্ডীয়মান ঈগল পক্ষীর
৮ তুল্য। সেই চারি প্রাণীর প্রত্যেকের
ছয় ছয়টী পক্ষ, এবং তাঁহারা চারি-
দিকে ও ভিতরে চক্ষুতে পরিপূর্ণ;
আর তাঁহারা দিবারাত্র অবিশ্রামে
এই কথা কহিতেছেন,*

'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু ঈশ্বর
সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি ছিলেন,
ও যিনি আছেন, ও যিনি
আসিতেছেন।'

৯ আর যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন,
যিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত,
সেই প্রাণিবর্গ যখন তাঁহার প্রতাপ
ও সমাদর ও ধন্যবাদ কীর্ত্তন করি-
১০ বেন, তখন যিনি সিংহাসনে বসিয়া
আছেন, তাঁহার সম্মুখে ঐ চব্বিশ
জন প্রাচীন প্রণিপাত করিবেন,
এবং যিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে
জীবন্ত, তাঁহার ভজনা করিবেন, আর
আপন আপন মুকুট সিংহাসনের
সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিবেন,

১১ 'হে আমাদের প্রভু ও আমাদের
ঈশ্বর, তুমিই প্রতাপ ও সমাদর
ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য;
কেননা তুমিই সকলের সৃষ্টি
করিয়াছ, এবং তোমার ইচ্ছা-
হেতু সকলই অস্তিত্বপ্রাপ্ত ও
সৃষ্ট হইয়াছে।'

### ঈশ্বরের মেষশাবকের স্বর্গীয় মহিমা।

৫ আর, যিনি সিংহাসনে বসিয়া
আছেন, আমি তাঁহার দক্ষিণ হস্তে
এক পুস্তক দেখিলাম; তাহা ভিতরে
ও বাহিরে লিখিত ও সপ্ত মুদ্রায়
২ মুদ্রাঙ্কিত। পরে আমি দেখিলাম,
এক শক্তিমান্ দূত মহারবে এই

* যিশাইয় ৬; ১-৩। যিহিষ্কেল ১; ৫-১৪।

কথা ঘোষণা করিতেছেন, ঐ পুস্তক
খুলিবার ও তাহার মুদ্রা সকল
৩ খুলিবার যোগ্য কে? কিন্তু স্বর্গে
কি পৃথিবীতে কি পৃথিবীর নীচে
সেই পুস্তক খুলিতে অথবা তাহার
প্রতি দৃষ্টি করিতে কাহারও সাধ্য
৪ হইল না। তখন আমি বিস্তর
রোদন করিতে লাগিলাম, কারণ
সেই পুস্তক খুলিবার ও তাহার
প্রতি দৃষ্টি করিবার যোগ্য কাহাকেও
৫ পাওয়া গেল না। তাহাতে সেই
প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক জন
আমাকে কহিলেন, রোদন করিও
না; দেখ, যিনি যিহূদাবংশীয় সিংহ,
দায়ূদের মূলস্বরূপ,* তিনি ঐ পুস্তক
ও উহার সপ্ত মুদ্রা খুলিবার নিমিত্ত
৬ বিজয়ী হইয়াছেন। পরে আমি
দেখিলাম, ঐ সিংহাসনের ও চারি
প্রাণীর মধ্যে ও প্রাচীনবর্গের মধ্যে
এক মেষশাবক দাঁড়াইয়া আছেন,
তাঁহাকে যেন বধ করা হইয়াছিল;
তাঁহার সপ্ত শৃঙ্গ ও সপ্ত চক্ষু;
সেই চক্ষু সমস্ত পৃথিবীতে প্রেরিত
৭ ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা।† পরে তিনি
আসিয়া, যিনি সিংহাসনে বসিয়া
আছেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইতে
৮ সেই পুস্তক গ্রহণ করিলেন। তিনি
যখন পুস্তকখানি গ্রহণ করেন,
তখন ঐ চারি প্রাণী ও চব্বিশ জন
প্রাচীন মেষশাবকের সাক্ষাতে
প্রণিপাত করিলেন; তাঁহাদের
প্রত্যেকের কাছে একটী বীণা ও
সুগন্ধি ধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণময় বাটি
ছিল; সেই ধূপ পবিত্রগণের প্রার্থনা-
৯ স্বরূপ। আর তাঁহারা এক নূতন
গীত গান করেন, বলেন,
'তুমি ঐ পুস্তক গ্রহণ করিবার ও
তাহার মুদ্রা খুলিবার যোগ্য;
কেননা তুমি হত হইয়াছ, এবং
আপনার রক্ত দ্বারা সমুদয় বংশ
ও ভাষা ও জাতি ও লোকবৃন্দ
হইতে ঈশ্বরের নিমিত্ত লোক-
১০ দিগকে ক্রয় করিয়াছ; এবং
আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে
তাহাদিগকে রাজ্য ও যাজক
করিয়াছ; আর তাহারা পৃথিবীর
উপরে রাজত্ব করিবে।'
১১ পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, এবং
সেই সিংহাসনের ও প্রাণিবর্গের ও
প্রাচীনবর্গের চারিদিকে অনেক
দূতের রব শুনিলাম; তাঁহাদের
সংখ্যা অযুত গুণ অযুত ও সহস্র গুণ
১২ সহস্র। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,
'মেষশাবক, যিনি হত হইয়া-
ছিলেন, তিনিই পরাক্রম ও ধন
ও জ্ঞান ও শক্তি ও সমাদর ও
গৌরব ও ধন্যবাদ, এই সকল
গ্রহণ করিবার যোগ্য।'
১৩ পরে স্বর্গে ও পৃথিবীতে ও
পৃথিবীর নীচে ও সমুদ্রের উপরে
যে সকল সৃষ্ট বস্তু, এবং এই
সকলের মধ্যে যাহা কিছু আছে,
সমস্তেরই এই বাণী শুনিলাম,
'যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন,
তাঁহার প্রতি ও মেষশাবকের
প্রতি ধন্যবাদ ও সমাদর ও গৌরব
ও কর্তৃত্ব যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে
বর্ত্তুক।'

* আদি ৪৯; ৯, ১০। যিশাইয় ১১, ১।
† যিশাইয় ৫৩; ৭। যোহন ১; ২৯। সখরিয় ৪, ১০।

১৪ আর সেই চারি প্রাণী কহিলেন;
আমেন। আর সেই প্রাচীনেরা
প্রণিপাত করিয়া ভজনা করিলেন।

## একখানি পুস্তকের সপ্ত মুদ্রা খুলিবার দর্শন।

৬ পরে আমি দেখিলাম, যখন সেই
মেষশাবক সেই সপ্তের মধ্যে প্রথম
মুদ্রা খুলিলেন, তখন আমি সেই
চারি প্রাণীর মধ্যে এক প্রাণীর মেঘ-
গর্জ্জনের তুল্য এই বাণী শুনিলাম,
২ আইস। আমি দৃষ্টি করিলাম, আর
দেখ, এক শুক্লবর্ণ অশ্ব, এবং তাহার
উপরে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি
ধনুর্ধারী, ও তাঁহাকে এক মুকুট দত্ত
হইল; এবং তিনি জয় করিতে
করিতে ও জয় করিবার জন্য বাহির
হইলেন।
৩ আর তিনি যখন দ্বিতীয় মুদ্রা
খুলিলেন, তখন আমি দ্বিতীয় প্রাণীর
৪ এই বাণী শুনিলাম, আইস। পরে
আর একটী অশ্ব বাহির হইল, সেটী
লোহিতবর্ণ, এবং যে তাহার উপরে
বসিয়া আছে, তাহাকে ক্ষমতা দত্ত
হইল, যেন সে পৃথিবী হইতে শান্তি
অপহরণ করে, আর যেন মনুষ্যেরা
পরস্পরকে বধ করে; এবং
একখান বৃহৎ খড়্গ তাহাকে দত্ত
হইল।
৫ পরে তিনি যখন তৃতীয় মুদ্রা খুলি-
লেন, তখন আমি তৃতীয় প্রাণীর এই
বাণী শুনিলাম, আইস। পরে আমি
দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, এক কৃষ্ণ-
বর্ণ অশ্ব, এবং যে তাহার উপরে
বসিয়া আছে, তাহার হস্তে এক
৬ তুলাদণ্ড। পরে আমি চারি প্রাণীর
মধ্য হইতে নির্গত এইরূপ বাণী
শুনিলাম, এক সের গোমের মূল্য
এক সিকি, আর তিন সের যবের
মূল্য এক সিকি, এবং তুমি তৈলের
ও দ্রাক্ষারসের হিংসা করিও না।
৭ পরে তিনি যখন চতুর্থ মুদ্রা খুলি-
লেন, তখন আমি চতুর্থ প্রাণীর এই
৮ বাণী শুনিলাম, আইস। পরে আমি
দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, এক পাণ্ডু-
বর্ণ অশ্ব, এবং যে তাহার উপরে
বসিয়া আছে, তাহার নাম মৃত্যু,
এবং পাতাল তাহার অনুগমন করি-
তেছে; আর তাহাদিগকে পৃথিবীর
চতুর্থ অংশের উপরে কর্ত্তৃত্ব দত্ত হইল,
যেন তাহারা তরবারি, দুর্ভিক্ষ, মারী
ও বনপশু দ্বারা বধ করে।
৯ পরে তিনি যখন পঞ্চম মুদ্রা খুলি-
লেন, তখন আমি দেখিলাম, বেদির
নীচে সেই লোকদের প্রাণ আছে,
যাঁহারা ঈশ্বরের বাক্য প্রযুক্ত, এবং
তাঁহাদের কাছে যে সাক্ষ্য ছিল,
তৎপ্রযুক্ত নিহত হইয়াছিলেন।
১০ তাঁহারা উচ্চ রবে ডাকিয়া কহিলেন,
হে পবিত্র সত্যময় অধিপতি, বিচার
করিতে এবং পৃথিবী-নিবাসীদিগকে
আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে
১১ কত কাল বিলম্ব করিবে? তখন
তাঁহাদের প্রত্যেককে শুক্ল বস্ত্র দত্ত
হইল, এবং তাঁহাদিগকে বলা হইল
যে, তাঁহাদের যে সহদাস ও ভ্রাতৃ-
গণকে তাঁহাদের ন্যায় নিহত হইতে
হইবে, যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের সংখ্যা
পূর্ণ না হয়; আর কিঞ্চিৎ কাল
বিরাম করিতে হইবে।

১২ পরে আমি দেখিলাম, তিনি যখন
ষষ্ঠ মুদ্রা খুলিলেন, তখন মহাভূমি-
কম্প হইল; এবং সূর্য্য লোম-
জাত কম্বলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও পূর্ণচন্দ্র
১৩ রক্তের ন্যায় হইল; আর ডুমুরগাছ
প্রবল বায়ুতে দোলায়িত হইয়া যেমন
আপনার অপক্ক ফল ফেলিয়া দেয়,
তেমনি আকাশমণ্ডলস্থ তারা সকল
১৪ পৃথিবীতে পতিত হইল; আর
আকাশমণ্ডল সঙ্কুচ্যমান পুস্তকের
ন্যায় অপসারিত হইল,* এবং সমস্ত
পর্ব্বত ও দ্বীপ স্ব স্ব স্থান হইতে
১৫ চালিত হইল। আর পৃথিবীর রাজারা
ও মহতেরা ও সহস্রপতিগণ ও ধন-
বানেরা ও বিক্রমিবর্গ এবং সমস্ত
দাস ও স্বাধীন লোক গুহাতে ও
পর্ব্বতীয় শৈলে আপনাদিগকে
১৬ লুকাইল, আর পর্ব্বত ও শৈল
সকলকে কহিতে লাগিল, আমাদের
উপরে পতিত হও, যিনি সিংহাসনে
বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখ হইতে
এবং মেষশাবকের ক্রোধ হইতে
১৭ আমাদিগকে লুকাইয়া রাখ; কেন-
না তাঁহাদের ক্রোধের মহাদিন
আসিয়া পড়িল, আর কে দাঁড়াইতে
পারে?†

ঈশ্বরের দাসগণের মুদ্রাঙ্কন।
স্বর্গীয় সুখের বর্ণনা।

৭ তার পরে আমি দেখিলাম,
পৃথিবীর চারি কোণে চারি দূত
দাঁড়াইয়া আছেন; তাঁহারা পৃথিবীর
চারি বায়ু ধরিয়া রাখিতেছেন, যেন
পৃথিবীর কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা
কোন বৃক্ষের উপরে বায়ু না বহে।
২ পরে দেখিলাম, আর এক দূত
সূর্য্যের উদয় স্থান হইতে উঠিয়া
আসিতেছেন, তাঁহার কাছে জীবন্ত
ঈশ্বরের মুদ্রা আছে; তিনি উচ্চৈঃ-
স্বরে ডাকিয়া, যে চারি দূতকে
পৃথিবীর ও সমুদ্রের হানি করিবার
ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাঁহা-
৩ দিগকে কহিলেন, আমরা যে পর্য্যন্ত
আমাদের ঈশ্বরের দাসগণকে
ললাটে মুদ্রাঙ্কিত না করি, সে পর্য্যন্ত
তোমরা পৃথিবীর কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা
৪ বৃক্ষসমূহের হানি করিও না। পরে
আমি ঐ মুদ্রাঙ্কিত লোকদের সংখ্যা
শুনিলাম; ইস্রায়েল-সন্তানদের
সমস্ত বংশের এক লক্ষ চুয়াল্লিশ
সহস্র লোক মুদ্রাঙ্কিত।

৫ যিহূদা-বংশের দ্বাদশ সহস্র লোক
মুদ্রাঙ্কিত;
রূবেণ-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
গাদ-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
৬ আশের-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
নপ্তালি-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
মনঃশি-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
৭ শিমিয়োন-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
লেবি-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
ইষাখর-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
৮ সবূলূন-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
যোষেফ-বংশের দ্বাদশ সহস্র;
বিন্যামীন-বংশের দ্বাদশ সহস্র
লোক মুদ্রাঙ্কিত।

৯ ইহার পরে আমি দৃষ্টি করিলাম,
আর দেখ, প্রত্যেক জাতির ও

---

* যিশ ১৩, ১০। ৩৪; ৪।
† যিশ ২; ১০, ১৯। হোশ ১০; ৮।
যোয়েল ২, ১১।

বংশের ও প্রজাবৃন্দের ও ভাষার
বিস্তর লোক, তাহা গণনা করিতে
সমর্থ কেহ ছিল না; তাহারা সিংহা-
সনের সম্মুখে ও মেষশাবকের
সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; তাহারা
শুক্লবস্ত্র পরিহিত, ও তাহাদের হস্তে
১০ খর্জ্জুর-পত্র; এবং তাহারা উচ্চ
রবে চীৎকার করিয়া কহিতেছে,
'পরিত্রাণ আমাদের ঈশ্বরের,
যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন,
এবং মেষশাবকের দান।'
১১ আর, সমুদয় দূত সিংহাসনের ও
প্রাচীনবর্গের ও চারি প্রাণীর চারি-
দিকে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহারা
সিংহাসনের সম্মুখে অধোমুখে
প্রণিপাত করিয়া ঈশ্বরের ভজনা
করিয়া কহিলেন,
১২ 'আমেন; ধন্যবাদ ও গৌরব
ও জ্ঞান ও প্রশংসা ও সমাদর
ও পরাক্রম ও শক্তি যুগপর্য্যায়ের
যুগে যুগে আমাদের ঈশ্বরের
প্রতি বর্ত্তুক। আমেন।'
১৩ পরে প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক
জন আমাকে কহিলেন, শুক্লবস্ত্র-
পরিহিত এই লোকেরা কে, ও
১৪ কোথা হইতে আসিল? আমি
তাঁহাকে বলিলাম, হে আমার
প্রভু, তাহা আপনিই জানেন।
তিনি আমাকে কহিলেন, ইহারা
সেই লোক, যাহারা সেই মহাক্লেশের
মধ্য হইতে আসিয়াছে, এবং মেষ-
শাবকের রক্তে আপন আপন বস্ত্র
ধৌত করিয়াছে, ও শুক্লবর্ণ করি-
১৫ য়াছে। এই জন্য ইহারা ঈশ্বরের
সিংহাসনের সম্মুখে আছে; এবং
তাহারা দিবারাত্র তাঁহার মন্দিরে
তাঁহার আরাধনা করে, আর যিনি
সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তিনি
ইহাদের উপরে আপন তাম্বু বিস্তার
১৬ করিবেন। "ইহারা আর কখনও
ক্ষুধিত হইবে না, আর কখনও
তৃষ্ণার্ত্তও হইবে না, এবং ইহা-
দিগেতে রৌদ্র বা কোন উত্তাপ
১৭ লাগিবে না; কারণ সিংহাসনের
মধ্যস্থিত মেষশাবক ইহাদিগকে
পালন করিবেন, এবং জীবন-জলের
উনুইয়ের নিকটে গমন করাইবেন,
আর ঈশ্বর ইহাদের সমস্ত নেত্রজল
মুছাইয়া দিবেন।"*

### তূরীবাদক সপ্ত দূতের দর্শন।

৮ আর তিনি যখন সপ্তম মুদ্রা
খুলিলেন, তখন স্বর্গে অর্দ্ধ ঘটিকা
২ পর্য্যন্ত নিঃশব্দতা হইল। পরে
আমি সেই সপ্ত দূতকে দেখিলাম,
যাঁহারা ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া
থাকেন; তাঁহাদিগকে সপ্ত তূরী
দত্ত হইল।
৩ পরে আর এক দূত আসিয়া
বেদির নিকটে দাঁড়াইলেন, তাঁহার
হস্তে স্বর্ণধূপধানী ছিল; এবং
তাঁহাকে প্রচুর ধূপ দত্ত হইল, যেন
তিনি তাহা সিংহাসনের সম্মুখস্থ
স্বর্ণবেদির উপরে সকল পবিত্র
লোকের প্রার্থনায় যোগ করেন।
৪ তাহাতে পবিত্রগণের প্রার্থনার
সহিত দূতের হস্ত হইতে ধূপের ধূম
৫ ঈশ্বরের সম্মুখে উঠিল। পরে ঐ

* যিশ ২৫, ৮। ৪৯; ১০। যিহি ৩৪, ২৩।

দূত ধূপধানী লইয়া বেদির অগ্নিতে
পূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ
করিলেন; তাহাতে মেঘ-গর্জ্জন,
রব, বিদ্যুৎ ও ভূমিকম্প হইল।
৬ পরে সপ্ত তূরীধারী সেই সপ্ত দূত
তূরী বাজাইতে প্রস্তুত হইলেন।
৭ প্রথম দূত তূরী বাজাইলেন, আর
রক্তমিশ্রিত শিলা ও অগ্নি উপস্থিত
হইয়া পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল,
তাহাতে পৃথিবীর তৃতীয় অংশ
পুড়িয়া গেল, ও বৃক্ষসমূহের তৃতীয়
অংশ পুড়িয়া গেল, এবং সমুদয়
হরিদ্বর্ণ তৃণ পুড়িয়া গেল।
৮ পরে দ্বিতীয় দূত তূরী বাজাই-
লেন, আর যেন অগ্নিতে প্রজ্বলিত
এক মহাপর্ব্বত সমুদ্র মধ্যে নিক্ষিপ্ত
৯ হইল; তাহাতে সমুদ্রের তৃতীয়
অংশ রক্ত হইয়া গেল ও সমুদ্র-
মধ্যস্থ তৃতীয় অংশ জীবনবিশিষ্ট
সৃষ্ট জন্তু মরিয়া গেল, এবং জাহাজ
সমুদয়ের তৃতীয় অংশ নষ্ট হইল।
১০ পরে তৃতীয় দূত তূরী বাজাইলেন,
আর প্রদীপের ন্যায় প্রজ্বলিত এক
বৃহৎ তারা আকাশ হইতে পড়িয়া
গেল, নদ নদীর তৃতীয় অংশের ও
জলের উনুই সকলের উপরে পড়িল।
১১ সেই তারার নাম নাগদানা, তাহাতে
তৃতীয় অংশ জল নাগদানা হইয়া
উঠিল, এবং জল তিক্ত হওয়া প্রযুক্ত
অনেক লোক মরিয়া গেল।
১২ পরে চতুর্থ দূত তূরী বাজাইলেন,
আর সূর্য্যের তৃতীয় অংশ ও চন্দ্রের
তৃতীয় অংশ ও তারাগণের তৃতীয়
অংশ আহত হইল, যেন প্রত্যেকের
তৃতীয় অংশ অন্ধকারময় হয়, এবং
দিবসের তৃতীয় ভাগ আলোকরহিত
হয়, আর রাত্রিও তদ্রূপ হয়।
১৩ পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, আর
আকাশের মধ্যপথে উড়িয়া যাই-
তেছে, এমন এক ঈগল পক্ষীর বাণী
শুনিলাম, সে উচ্চ রবে বলিল,
অবশিষ্ট যে তিন দূত তূরী বাজাই-
বেন, তাঁহাদের তূরীধ্বনি হেতু,
পৃথিবীনিবাসীদের সন্তাপ, সন্তাপ,
সন্তাপ হইবে।

৯ পরে পঞ্চম দূত তূরী বাজাইলেন,
আর আমি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে
পতিত একটা তারা দেখিলাম;
তাহাকে অগাধলোকের কূপের চাবি
২ দত্ত হইল। তাহাতে সে অগাধ-
লোকের কূপ খুলিল, আর ঐ কূপ
হইতে বৃহৎ ভাটির ধূমের ন্যায় ধূম
উঠিল; কূপ হইতে উত্থিত সেই
ধূমে সূর্য্য ও আকাশ অন্ধকারাবৃত
৩ হইল। পরে ঐ ধূম হইতে পঙ্গপাল
বাহির হইয়া পৃথিবীতে আসিল,
আর তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ
বৃশ্চিকের ক্ষমতার ন্যায় ক্ষমতা দত্ত
৪ হইল। আর তাহাদিগকে বলা
হইল, পৃথিবীস্থ তৃণের কি হরিদ্বর্ণ
শাকের কি কোন বৃক্ষের হানি
করিও না, কেবল সেই মনুষ্যদেরই
হানি কর, যাহাদের ললাটে ঈশ্বরের
৫ মুদ্রাঙ্ক নাই। উহাদিগকে বধ
করিবার অনুমতি নয়, কেবল পাঁচ
মাস পর্য্যন্ত যাতনা দিবার অনুমতি
তাহাদিগকে দত্ত হইল; তাহাদের
আঘাতে বৃশ্চিকাহত মনুষ্যের
৬ যাতনাতুল্য যাতনা হয়। তৎকালে

মনুষ্যেরা মৃত্যুর অন্বেষণ করিবে,
কিন্তু কোন মতে তাহার উদ্দেশ
পাইবে না ; তাহারা মরিবার
আকাঙ্ক্ষা করিবে, কিন্তু মৃত্যু
তাহাদের হইতে পলায়ন করিবে।
৭ ঐ পঙ্গপালের আকৃতি যুদ্ধার্থে
সজ্জীভূত অশ্বগণের ন্যায়, ও তাহা-
দের মস্তকে যেন সুবর্ণের তুল্য
মুকুট ছিল, এবং তাহাদের মুখ
৮ মনুষ্য-মুখের ন্যায় ; আর তাহাদের
কেশ স্ত্রীলোকের কেশের ন্যায়, ও
তাহাদের দন্ত সিংহ-দন্তের ন্যায়।
৯ আর তাহাদের বুকপাটা লৌহ-বুক-
পাটার ন্যায়, ও তাহাদের পক্ষের
শব্দ রথের, যুদ্ধে ধাবমান বহু
১০ অশ্বের শব্দতুল্য। আর বৃশ্চিকের
ন্যায় তাহাদের লাঙ্গুল ও হুল আছে ;
এবং পাঁচ মাস মনুষ্যদের হানি
করিতে তাহাদের ক্ষমতা ঐ লাঙ্গুলে
১১ রহিয়াছে। ঐ পঙ্গপালের রাজা
অগাধলোকের দূত, তাহার নাম
ইব্রীয় ভাষায় আবদ্দোন, ও গ্রীক
ভাষায় তাহার নাম আপল্লুয়োন
[ বিনাশক ]।
১২ প্রথম সন্তাপ গত হইল ; দেখ,
ইহার পরে আরও দুই সন্তাপ
আসিতেছে।
১৩ পরে ষষ্ঠ দূত তূরী বাজাইলেন,
আর আমি ঈশ্বরের সম্মুখস্থ স্বর্ণ-
বেদির চারি শৃঙ্গ হইতে এক বাণী
১৪ শুনিতে পাইলাম ; উহা সেই ষষ্ঠ
তূরীধারী দূতকে কহিল, ইউফ্রেটীস
মহানদীর সমীপে যে চারি দূত বদ্ধ
আছে, তাহাদিগকে মুক্ত কর।
১৫ তখন মনুষ্যজাতির তৃতীয় অংশকে
বধ করিবার জন্য যে চারি দূতকে
সেই দণ্ড, ও দিন ও মাস ও বৎসরের
জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহারা
১৬ মুক্ত হইল। ঐ অশ্বারোহী সৈন্যের
সংখ্যা দুই সহস্র লক্ষ ; আমি
তাহাদের সেই সংখ্যা শুনিলাম।
১৭ আর দর্শনে আমি সেই অশ্বগণ ও
তদারোহী ব্যক্তিদিগকে এইরূপ
দেখিতে পাইলাম, তাহাদের বুক-
পাটা অগ্নিময় ও নীলবর্ণ ও গন্ধকময়,
এবং অশ্বগণের মস্তক সিংহ-মস্তকের
ন্যায়, ও তাহাদের মুখ হইতে অগ্নি,
১৮ ধূম ও গন্ধক বাহির হইতেছে। ঐ
তিন আঘাত দ্বারা, তাহাদের মুখ
হইতে নির্গত অগ্নি, ধূম ও গন্ধক
দ্বারা, তৃতীয় অংশ মনুষ্য হত হইল।
১৯ কেননা সেই অশ্বদের শক্তি তাহাদের
মুখে ও তাহাদের লাঙ্গুলে ; কারণ
তাহাদের লাঙ্গুল সর্পের তুল্য
এবং মস্তকবিশিষ্ট ; তদ্দ্বারাই তাহারা
২০ হানি করে। এই সকল আঘাতে
যাহারা হত হইল না, সেই অবশিষ্ট
মনুষ্যেরা আপন আপন হস্তকৃত কর্ম্ম
হইতে মন ফিরাইল না, অর্থাৎ
ভূতগণের ভজনা হইতে, এবং "যে
প্রতিমাগণ দেখিতে বা শুনিতে বা
চলিতে পারে না, সেই সকল স্বর্ণ,
রৌপ্য, পিত্তল, প্রস্তর ও কাষ্ঠময়
প্রতিমাগণের" ভজনা হইতে নিবৃত্ত
২১ হইল না।[১] আর তাহারা আপন
আপন নরহত্যা, আপন আপন
কুহক, আপন আপন ব্যভিচার ও
আপন আপন চৌর্য্য হইতেও মন
ফিরাইল না।

[১] দানিয়েল ৫. ২৩।

## এক জন দূতের ও ঈশ্বরের দুই সাক্ষীর দর্শন।

১০ পরে আমি আর এক শক্তিমান্
দূতকে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে
দেখিলাম। তাঁহার পরিচ্ছদ মেঘ,
তাঁহার মস্তকের উপরে মেঘধনুক,
তাঁহার মুখ সূর্য্যতুল্য, তাঁহার চরণ
২ অগ্নিস্তম্ভতুল্য, এবং তাঁহার হস্তে
খোলা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ছিল।
তিনি সমুদ্রে দক্ষিণ চরণ ও স্থলে
৩ বাম চরণ রাখিলেন; এবং সিংহ-
গর্জ্জনের ন্যায় হুঙ্কারশব্দে চীৎকার
করিলেন; আর তিনি চীৎকার
করিলে সপ্ত মেঘধ্বনি আপন আপন
৪ রব শুনাইল। সেই সপ্ত মেঘধ্বনি
কথা কহিলে আমি লিখিতে উদ্যত
হইলাম; আর স্বর্গ হইতে এই
বাণী শুনিলাম, ঐ সপ্ত মেঘধ্বনি
যাহা কহিল, তাহা মুদ্রাঙ্কিত কর,
৫ লিখিও না। পরে সেই দূত,
যাঁহাকে আমি সমুদ্রের উপরে ও
স্থলের উপরে দাঁড়াইতে দেখিয়া-
ছিলাম, তিনি স্বর্গের প্রতি "আপন
৬ দক্ষিণ হস্ত উঠাইলেন, আর যিনি
যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত,
যিনি আকাশ ও তন্মধ্যস্থ বস্তু
সকলের এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ
বস্তু সকলের এবং সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ
বস্তু সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন,
তাঁহার নামে এই শপথ করিলেন"*,
৭ আর বিলম্ব হইবে না¹; কিন্তু
সপ্তম দূতের ধ্বনির দিনসমূহে, যখন
তিনি তূরী বাজাইতে উদ্যত হইবেন,
তখন ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্ব সমাপ্ত
হইবে, যেমন তিনি আপন দাস
ভাববাদিগণকে এই মঙ্গলবার্ত্তা
জানাইয়াছিলেন।
৮ পরে, স্বর্গ হইতে যে বাণী
শুনিয়াছিলাম, তাহা আমার সহিত
আবার আলাপ করিয়া কহিল,
যাও, সমুদ্রের ও স্থলের উপরে
দণ্ডায়মান ঐ দূতের হস্ত হইতে সেই
৯ খোলা পুস্তকখানি লও। তখন আমি
সেই দূতের নিকটে গিয়া তাঁহাকে
কহিলাম, ঐ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি
আমাকে দিউন। তিনি আমাকে
কহিলেন, লও, খাইয়া ফেল; ইহা
তোমার উদরকে তিক্ত করিয়া
তুলিবে, কিন্তু তোমার মুখে মধুর
১০ ন্যায় মিষ্ট লাগিবে।* তখন আমি
দূতের হস্ত হইতে সেই ক্ষুদ্র পুস্তক
গ্রহণ করিয়া খাইয়া ফেলিলাম;
তাহা মুখে মধুর ন্যায় মিষ্ট লাগিল,
কিন্তু খাইয়া ফেলিলে পর আমার
১১ উদর তিক্ত বোধ হইল। পরে
তাঁহারা আমাকে কহিলেন, অনেক
প্রজাবৃন্দের ও জাতির ও ভাষার ও
রাজার বিষয়ে তোমাকে আবার
ভাববাণী বলিতে হইবে।

১১ পরে যষ্টির ন্যায় এক নল
আমাকে দত্ত হইল; এক জন
কহিলেন, উঠ, ঈশ্বরের মন্দির ও
যজ্ঞবেদি ও যাহারা তাহার মধ্যে
ভজনা করে, তাহাদিগকে পরিমাণ
২ কর। কিন্তু মন্দিরের বহিঃস্থিত
প্রাঙ্গণ বাদ দেও, তাহা পরিমাণ

* নহিমিয় ৯, ৬। দানিয়েল ১২, ৭।
¹ (বা) কাল আর থাকিবে না।

* যিহিষ্কেল ২; ৮-১০। ৩; ১-৩।

করিও না, কারণ তাহা জাতিগণকে
দত্ত হইয়াছে ; বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত
তাহারা পবিত্র নগরকে পদতলে
৩ দলন করিবে। আর আমি
আপনার দুই সাক্ষীকে কার্য্য দিব,
তাঁহারা চটপরিহিত হইয়া এক
সহস্র দুই শত ষাট দিন পর্য্যন্ত
৪ ভাববাণী বলিবেন। তাঁহারা সেই
দুই জিতবৃক্ষ ও দুই দীপবৃক্ষস্বরূপ,
যাঁহারা পৃথিবীর প্রভুর সম্মুখে
৫ দাঁড়াইয়া আছেন।* আর যদি
কেহ তাঁহাদের হানি করিতে চায়,
তবে তাঁহাদের মুখ হইতে অগ্নি
বাহির হইয়া তাঁহাদের শত্রুগণকে
গ্রাস করে ; যদি কেহ তাঁহাদের
হানি করিতে চায়, তবে সেইরূপে
৬ তাহাকে হত হইতে হইবে। আকাশ
রুদ্ধ করিতে তাঁহাদের ক্ষমতা আছে,
যেন তাঁহাদের ভাববাণী কথনের
সমস্ত দিন বৃষ্টি না হয় ; এবং
জল রক্ত করিবার জন্য† জলের
উপরে ক্ষমতা, এবং যত বার ইচ্ছা
করেন পৃথিবীকে সমস্ত আঘাতে
আঘাত করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের
৭ আছে। তাঁহারা আপনাদের সাক্ষ্য
সমাপ্ত করিলে পর, অগাধলোক
হইতে যে পশু উঠিবে, সে তাঁহাদের
সহিত যুদ্ধ করিবে, আর তাঁহা-
দিগকে জয় করিয়া বধ করিবে।
৮ আর তাঁহাদের শব সেই মহানগরের
চকে পড়িয়া থাকিবে, যে নগরকে
আত্মিক ভাবে সদোম ও মিসর
বলে, আবার যেখানে তাঁহাদের
প্রভু ক্রুশারোপিত হইয়াছিলেন।
৯ আর লোকবৃন্দের ও বংশবৃন্দের ও
ভাষাসমূহের ও জাতিবৃন্দের লোক
সাড়ে তিন দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের
শব দেখিবে, আর তাঁহাদের শব
কবরে রাখিবার অনুমতি দিবে না।
১০ আর পৃথিবী-নিবাসীরা তাঁহাদের
বিষয়ে আনন্দিত হইবে, আমোদ-
প্রমোদ করিবে, ও পরস্পর উপ-
ঢৌকন পাঠাইবে, কেননা এই দুই
ভাববাদী পৃথিবী-নিবাসীদিগকে
১১ যন্ত্রণা দিতেন। পরে সেই সাড়ে
তিন দিন গত হইলে, "ঈশ্বর হইতে
জীবনের নিশ্বাস তাঁহাদের মধ্যে
প্রবেশ করিল, তাহাতে তাঁহারা
চরণে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন,"*
এবং যাহারা তাঁহাদিগকে দেখিল,
তাহারা অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল।
১২ পরে তাঁহারা শুনিলেন, স্বর্গ হইতে
তাঁহাদের প্রতি এই উচ্চ রব হই-
তেছে, এই স্থানে উঠিয়া আইস ;
তখন তাঁহারা মেঘযোগে স্বর্গে
উঠিয়া গেলেন, এবং তাঁহাদের শত্রু-
১৩ গণ তাঁহাদিগকে দেখিল। সেই দণ্ডে
মহাভূমিকম্প হইল, তাহাতে নগরের
দশমাংশ পতিত হইল ; সেই ভূমি-
কম্পে সপ্ত সহস্র মনুষ্য হত হইল,
এবং অবশিষ্ট সকলে ভীত
হইল, ও স্বর্গের ঈশ্বরের গৌরব
করিল।
১৪ দ্বিতীয় সন্তাপ গত হইল ; দেখ,
তৃতীয় সন্তাপ শীঘ্রই আসিতেছে।

* সখরিয় ৪, ২, ৩, ১১-১৪। † ১ রাজ ১৭ ; ১। ২ রাজ ১ ; ১০। যাত্রা ৭ ; ১৭-১৯।

* যিহিষ্কেল ৩৭ ; ৫, ৭, ১০।

**সপ্তম দূতের তূরীধ্বনি। সূর্য্য-পরিহিতা স্ত্রী ও তাহার বিপক্ষ নাগ।**

১৫ পরে সপ্তম দূত তূরী বাজাইলেন,
তখন স্বর্গে উচ্চ রবে এইরূপ বাণী
হইল,
'জগতের রাজ্য আমাদের
প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের হইল,
এবং তিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে
যুগে রাজত্ব করিবেন।'
১৬ পরে সেই চব্বিশ জন প্রাচীন,
যাঁহারা ঈশ্বরের সম্মুখে আপন
আপন সিংহাসনে বসিয়া থাকেন,
তাঁহারা অধোমুখে প্রণিপাত করিয়া
ঈশ্বরের ভজনা করিয়া কহিতে
লাগিলেন,
১৭ 'হে প্রভু ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তি-
মান্, তুমি আছ ও ছিলে,
আমরা তোমার ধন্যবাদ করি-
তেছি, কেননা তুমি আপন
মহাপরাক্রম গ্রহণ করিয়া
রাজত্ব করিয়াছ।
১৮ আর জাতিগণ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল,
কিন্তু তোমার ক্রোধ উপস্থিত
হইল, আর মৃত লোকদের
বিচার করিবার সময় এবং
তোমার দাস ভাববাদিগণকে
ও পবিত্রগণকে ও যাহারা
তোমার নাম ভয় করে, তাহা-
দের ক্ষুদ্র ও মহান সকলকে
পুরস্কার দিবার, এবং পৃথিবী-
নাশকদিগকে নাশ করিবার
সময় উপস্থিত হইল।'
১৯ পরে ঈশ্বরের স্বর্গস্থ মন্দিরের দ্বার
মুক্ত হইল, তাহাতে তাঁহার মন্দিরের
মধ্যে তাঁহার নিয়ম-সিন্দুক দেখা
গেল, এবং বিদ্যুৎ ও রব ও মেঘ-
ধ্বনি ও ভূমিকম্প ও মহাশিলাবৃষ্টি
হইল।

১২ আর স্বর্গমধ্যে এক মহৎ চিহ্ন
দেখা গেল। একটী স্ত্রীলোক ছিল,
সূর্য্য তাহার পরিচ্ছদ, ও চন্দ্র
তাহার পদের নীচে, এবং তাহার
মস্তকের উপরে দ্বাদশ তারার এক
২ মুকুট। সে গর্ব্ভবতী, আর ব্যথিতা
হইয়া চেঁচাইতেছে, সন্তান প্রসবের
৩ জন্য ব্যথা খাইতেছে। আর স্বর্গ-
মধ্যে আর এক চিহ্ন দেখা গেল,
দেখ, এক প্রকাণ্ড লোহিতবর্ণ নাগ,
তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ এবং
৪ সপ্ত মস্তকে সপ্ত কিরীট,* আর
তাহার লাঙ্গুল আকাশের তৃতীয়াংশ
নক্ষত্র আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে
নিক্ষেপ করিল। যে স্ত্রীলোকটি
সন্তান প্রসব করিতে উদ্যত, সেই
নাগ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, যেন
সে প্রসব করিবামাত্র তাহার
সন্তানকে গ্রাস করিতে পারে।
৫ পরে সেই স্ত্রীলোকটি "এক পুত্র-
সন্তান প্রসব করিল; যিনি লৌহ-
দণ্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে শাসন
করিবেন।"† আর তাহার সন্তানটী
ঈশ্বরের ও তাঁহার সিংহাসনের
৬ নিকটে নীত হইলেন। আর সেই
স্ত্রীলোকটী প্রান্তরে পলায়ন করিল;
তথায় এক সহস্র দুই শত ষাট দিন
পর্য্যন্ত প্রতিপালিতা হইবার জন্য

* দানিয়েল ৭, ৭। ৮, ১০।
† যিশাইয় ৬৬; ৭। গীত ২, ৯।

ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রস্তুত তাহার একটী
স্থান আছে।
৭ আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল; মীখা-
য়েল* ও তাঁহার দূতগণ ঐ নাগের
সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।
তাহাতে সেই নাগ ও তাহার দূত-
৮ গণও যুদ্ধ করিল, কিন্তু জয়ী হইল
না, এবং স্বর্গে তাহাদের স্থান আর
৯ পাওয়া গেল না। আর সেই মহা-
নাগ নিক্ষিপ্ত হইল; এ সেই পুরা-
তন সর্প,† যাহাকে দিয়াবল [ অপ-
বাদক ] এবং শয়তান [ বিপক্ষ ]
বলা যায়, সে সমস্ত নরলোকের
ভ্রান্তি জন্মায়; সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত
হইল, এবং তাহার দূতগণও তাহার
১০ সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন আমি
স্বর্গে এই উচ্চ রব শুনিলাম,
'এখন পরিত্রাণ ও পরাক্রম
ও রাজত্ব আমাদের ঈশ্বরের,
এবং কর্ত্তৃত্ব তাঁহার খ্রীষ্টের
অধিকার হইল; কেননা যে
আমাদের ভ্রাতৃগণের উপরে
দোষারোপকারী, যে দিবা-
রাত্র আমাদের ঈশ্বরের সম্মুখে
তাহাদের নামে দোষারোপ
করে, সে নিপাতিত হইল।
১১ আর মেষশাবকের রক্ত প্রযুক্ত,
এবং আপন আপন সাক্ষ্যের
বাক্য প্রযুক্ত, তাহারা
তাহাকে জয় করিয়াছে; আর
তাহারা মৃত্যু পর্য্যন্ত আপন
আপন প্রাণও প্রিয় জ্ঞান
১২ করে নাই। অতএব, হে স্বর্গ
ও তন্নিবাসিগণ, আনন্দ কর;
পৃথিবী ও সমুদ্রের সন্তাপ
হইবে; কেননা দিয়াবল
তোমাদের নিকটে নামিয়া
গিয়াছে; সে অতিশয় রাগা-
পন্ন, সে জানে, তাহার কাল
সংক্ষিপ্ত।'
১৩ পরে যখন ঐ নাগ দেখিল সে
পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তখন,
যে স্ত্রীলোকটী পুত্রসন্তানটী প্রসব
করিয়াছিল, সে সেই স্ত্রীলোকটীর
প্রতি তাড়না করিতে লাগিল।
১৪ তখন সেই স্ত্রীলোকটীকে বৃহৎ ঈগল
পক্ষীর দুই পক্ষ দত্ত হইল, যেন সে
প্রান্তরে, নিজ স্থানে উড়িয়া যায়,
যেখানে ঐ নাগের দৃষ্টি হইতে দূরে
'এক কাল ও দুই কাল ও অর্দ্ধ
কাল'* পর্য্যন্ত সে প্রতিপালিতা হয়।
১৫ পরে সেই সর্প আপন মুখ হইতে
স্ত্রীলোকটীর পশ্চাৎ নদীবৎ জলধারা
উদ্গীরণ করিল, যেন তাহাকে
জলস্রোতে ভাসাইয়া দিতে পারে।
১৬ আর পৃথিবী সেই স্ত্রীলোকটীকে
সাহায্য করিল, পৃথিবী আপন মুখ
খুলিয়া নাগের মুখ হইতে উদ্গীর্ণ
১৭ নদী কবলিত করিল। আর সেই
স্ত্রীলোকটীর প্রতি নাগ ক্রোধান্বিত
হইল, আর তাহার বংশের সেই
অবশিষ্ট লোকদের সহিত, যাহারা
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ও যীশুর
সাক্ষ্য ধারণ করে, তাহাদের সহিত
যুদ্ধ করিতে গেল।
১৮ আর সে সমুদ্রের বালুকার
উপরে দাঁড়াইল।

* দানিয়েল ১০. ১৩, ২১। ১২. ১।
† আদি ৩. ১, ১৪। সখরিয় ৩. ১, ২।

* দানিয়েল ৭. ২৫।

## দুই অদ্ভুত পশুর দর্শন।

১৩ আর আমি দেখিলাম, "সমুদ্রের
মধ্য হইতে এক পশু উঠিতেছে;
তাহার দশ শৃঙ্গ" ও সপ্ত মস্তক;
এবং তাহার শৃঙ্গগুলিতে দশ কিরীট,
এবং তাহার মস্তকগুলিতে ঈশ্বর-
২ নিন্দার কতিপয় নাম।* সেই যে
পশুকে আমি দেখিলাম, সে "চিতা-
বাঘের তুল্য, আর তাহার চরণ
ভল্লুকের ন্যায়, এবং মুখ সিংহমুখের
ন্যায়"; আর সেই নাগ আপনার
পরাক্রম ও আপনার সিংহাসন ও
মহৎ কর্তৃত্ব তাহাকে দান করিল।
৩ পরে দেখিলাম, তাহার ঐ সকল
মস্তকের মধ্যে একটা মস্তক
যেন মৃত্যুজনক আঘাতে আহত
হইয়াছিল, আর তাহার সেই মৃত্যু-
জনক আঘাতের প্রতীকার করা
হইল; আর সমুদয় পৃথিবী চমৎকার
জ্ঞান করিয়া সেই পশুর পশ্চাৎ
৪ চলিল। আর তাহারা নাগের
ভজনা করিল, কেননা সে সেই
পশুকে আপন কর্তৃত্ব দিয়াছিল:
আর তাহারা সেই পশুর ভজনা
করিল, কহিল, এই পশুর তুল্য
কে? এবং ইহার সহিত কে যুদ্ধ
৫ করিতে পারে? আর এমন এক
মুখ তাহাকে দত্ত হইল, যাহা
দর্প ও ঈশ্বর-নিন্দা করে, এবং
তাহাকে বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত
কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল।
৬ তাহাতে সে ঈশ্বরের নিন্দা করিতে
মুখ খুলিল, তাঁহার নামের ও তাঁহার
তাম্বুর, এবং স্বর্গবাসী সকলের নিন্দা
৭ করিতে লাগিল। আর পবিত্রগণের
সহিত যুদ্ধ করিবার ও তাহাদিগকে
জয় করিবার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত
হইল; এবং তাহাকে সমস্ত বংশের
ও লোকবৃন্দের ও ভাষার ও জাতির
৮ উপরে কর্তৃত্ব দত্ত হইল। তাহাতে
পৃথিবী-নিবাসীদের সমস্ত লোক
তাহার ভজনা করিবে, যাহাদের
নাম জগৎপত্তনের সময়াবধি হত
মেষশাবকের জীবন পুস্তকে লিখিত
৯ নাই। যদি কাহারও কাণ থাকে,
১০ সে শুনুক। যদি কেহ বন্দিত্বের
পাত্র থাকে, সে বন্দিত্বে যাইবে;
যদি কেহ খড়্গ দ্বারা হত্যা করে,
তাহাকে খড়্গ দ্বারা হত হইতে
হইবে। এস্থলে পবিত্রগণের ধৈর্য্য
ও বিশ্বাস দেখা যায়।
১১ পরে আমি আর এক পশুকে
দেখিলাম, সে স্থল হইতে উঠিল,
এবং মেষশাবকের ন্যায় তাহার দুই
শৃঙ্গ ছিল, আর সে নাগের ন্যায়
১২ কথা কহিত। সে ঐ প্রথম পশুর
সমস্ত কর্তৃত্ব তাহার সাক্ষাতে পরি-
চালনা করে; এবং যে প্রথম পশুর
মৃত্যুজনক আঘাতের প্রতীকার করা
হইয়াছিল, পৃথিবীকে ও তন্নিবাসী-
১৩ দিগকে তাহার ভজনা করায়। আর
সে মহৎ মহৎ চিহ্ন-কার্য্য করে;
এমন কি মনুষ্যদের সাক্ষাতে স্বর্গ
হইতে পৃথিবীতে অগ্নি নামায়।
১৪ এইরূপে সেই পশুর সাক্ষাতে যে
সকল চিহ্ন-কার্য্য করিবার ক্ষমতা
তাহাকে দত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সে
পৃথিবীনিবাসীদের ভ্রান্তি জন্মায়: সে
পৃথিবীনিবাসীদিগকে বলে, 'যে পশু

* দানিয়েল ৭. ৩-৮, ২১।

খড়্গ দ্বারা আহত হইয়াও বাঁচিয়া
ছিল, তাহার এক প্রতিমা নির্ম্মাণ
১৫ কর।' আর তাহাকে এই ক্ষমতা
দত্ত হইল যে,সে ঐ পশুর প্রতিমার
মধ্যে নিশ্বাস প্রদান করে, যেন ঐ
পশুর প্রতিমা কথা কহিতে পারে,
ও এমন করিতে পারে যে, যত
লোক সেই পশুর প্রতিমার ভজনা
না করিবে, তাহাদিগকে বধ করা
১৬ হয়। আর সে ক্ষুদ্র ও মহান্, ধনী
ও দরিদ্র, স্বাধীন ও দাস, সকলকেই
দক্ষিণ হস্তে কিম্বা ললাটে ছাব
১৭ ধারণ করায় ; আর ঐ পশুর ছাব
অর্থাৎ নাম কিম্বা নামের সংখ্যা যে
কেহ ধারণ না করে, তাহার ক্রয়
বিক্রয় করিবার অধিকার বন্ধ
১৮ করে। এস্থলে জ্ঞান দেখা যায়। যে
বুদ্ধিমান্, সে ঐ পশুর সংখ্যা গণনা
করুক; কেননা তাহা মনুষ্যের সংখ্যা,
এবং সেই সংখ্যা ছয় শত ছেষট্টি।

**মেষশাবক ও তাঁহার সঙ্গিগণ।**
**পৃথিবীর শস্য ও দ্রাক্ষা ছেদন।**

১৪ পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, আর
দেখ, সেই মেষশাবক সিয়োন
পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইয়া আছেন,
এবং তাঁহার সহিত এক লক্ষ
চোয়াল্লিশ সহস্র লোক, তাহাদের
ললাটে তাঁহার নাম ও তাঁহার
১ পিতার নাম লিখিত। পরে স্বর্গ
হইতে বহু জলের কল্লোল ও
মহামেঘধ্বনির ন্যায় রব শুনিলাম ;
যে রব শুনিলাম, তাহাতে বোধ
হইল, যেন বীণাবাদকদল আপন
৩ আপন বীণা বাজাইতেছে ; আর
তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও সেই
চারি প্রাণীর ও প্রাচীনবর্গের সম্মুখে
নূতন একটী গীত গান করে ; পৃথিবী
হইতে ক্রীত সেই এক লক্ষ চোয়াল্লিশ
সহস্র লোক ব্যতিরেকে আর কেহ
সেই গীত শিখিতে পারিল না।
৪ ইহারা রমণীদের সংসর্গে কলুষিত
হয় নাই, কারণ ইহারা অমৈথুন।
যে কোন স্থানে মেষশাবক গমন
করেন, সেই স্থানে ইহারা তাঁহার
অনুগামী হয়। ইহারা ঈশ্বরের ও
মেষশাবকের নিমিত্ত অগ্রিমাংশ
বলিয়া মনুষ্যদের মধ্য হইতে ক্রীত
৫ হইয়াছে। আর "তাহাদের মুখে
কোন মিথ্যা কথা পাওয়া যায়
নাই ;"* তাহারা নির্দ্দোষ।
৬ পরে আমি আর এক দূতকে
দেখিলাম, তিনি আকাশের মধ্য-
পথে উড়িতেছেন, তাঁহার কাছে
অনন্তকালীন সুসমাচার আছে,
যেন তিনি পৃথিবী-নিবাসীদিগকে,
প্রত্যেক জাতি ও বংশ ও ভাষা ও
প্রজাবৃন্দকে, সুসমাচার জানান ;
৭ তিনি উচ্চ রবে এই কথা কহিলেন,
ঈশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহাকে
গৌরব প্রদান কর, কেননা তাঁহার
বিচার-সময় উপস্থিত ; যিনি স্বর্গ,
পৃথিবী, সমুদ্র ও জলের উনুই
সকল উৎপন্ন করিয়াছেন, তাঁহার
ভজনা কর।
৮ পরে তাঁহার পশ্চাৎ দ্বিতীয় এক
দূত আসিলেন, তিনি কহিলেন,
"পড়িল, পড়িল সেই মহতী বাবিল,
যে সমস্ত জাতিকে আপনার

* গীত ৩২, ২। যিশাইয় ৫৩, ৯।

বেশ্যাক্রিয়ার রোষমদিরা পান
করাইয়াছে।"*
৯ পরে তৃতীয় এক দূত উহাঁদের
পশ্চাৎ আসিলেন, তিনি উচ্চ রবে
কহিলেন, যদি কেহ সেই পশু ও
তাহার প্রতিমূর্ত্তির ভজনা করে, আর
নিজ ললাটে কি হস্তে ছাব ধারণ
১০ করে, তবে সেই ব্যক্তিও ঈশ্বরের
সেই "রোষ-মদিরা পান করিবে,
যাহা তাঁহার কোপের পানপাত্রে
অমিশ্রিতরূপে প্রস্তুত হইয়াছে";†
এবং পবিত্র দূতগণের সাক্ষাতে ও
মেষশাবকের সাক্ষাতে "অগ্নিতে ও
১১ গন্ধকে যাতনা পাইবে। তাহাদের
যাতনার ধূম যুগপর্য্যায়ের যুগে
যুগে উঠে"; যাহারা সেই পশু ও
তাহার প্রতিমূর্ত্তির ভজনা করে, এবং
যে কেহ তাহার নামের ছাব ধারণ
করে, তাহারা দিবাতে কি রাত্রিতে
১২ কখনও বিশ্রাম পায় না।‡ এস্থলে
সেই পবিত্রগণের ধৈর্য্য দেখা যায়,
যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও যীশুর
বিশ্বাস পালন করে।
১৩ পরে আমি স্বর্গ হইতে এই বাণী
শুনিলাম, তুমি লিখ, ধন্য সেই মৃতেরা
যাহারা এখন অবধি প্রভুতে মরে,
হাঁ, আত্মা§ কহিতেছেন, তাহারা
আপন আপন শ্রম হইতে বিশ্রাম
পাইবে; কারণ তাহাদের কার্য্য
সকল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে।
১৪ আর আমি দৃষ্টি করিলাম, আর
দেখ, শুভ্রবর্ণ একখানি মেঘ, "সেই
মেঘের উপরে মনুষ্যপুত্রের ন্যায় এক
ব্যক্তি" বসিয়া আছেন, তাঁহার
মস্তকে সুবর্ণ মুকুট ও তাঁহার হস্তে
১৫ একখানি তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা। পরে
মন্দির হইতে আর এক দূত বাহির
হইয়া, যিনি মেঘের উপরে বসিয়া
আছেন, তাঁহাকে উচ্চ রবে চীৎকার
করিয়া কহিলেন, "আপনার কাস্ত্যা
লাগাউন, শস্য ছেদন করুন; কারণ
শস্যচ্ছেদনের সময় আসিয়াছে;"*
কেননা পৃথিবীর শস্য শুকাইয়া গেল।
১৬ তাহাতে, যিনি মেঘের উপরে বসিয়া
আছেন, তিনি আপন কাস্ত্যা
পৃথিবীতে লাগাইলেন, ও পৃথিবীর
শস্যচ্ছেদন করা হইল।
১৭ পরে স্বর্গস্থ মন্দির হইতে আর
এক দূত বাহির হইলেন; তাঁহারও
হস্তে একখানি তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা ছিল।
১৮ আর যজ্ঞবেদি হইতে অন্য এক দূত
বাহির হইলেন, তিনি অগ্নির উপরে
কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট, তিনি ঐ তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা-
ধারী ব্যক্তিকে উচ্চ রবে এই কথা
কহিলেন, তোমার তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা
লাগাও, পৃথিবীর দ্রাক্ষালতার গুচ্ছ
সকল ছেদন কর, কেননা তাহার
১৯ ফল পাকিয়াছে। তাহাতে ঐ দূত
পৃথিবীতে আপন কাস্ত্যা লাগাইয়া
পৃথিবীর দ্রাক্ষা-গুচ্ছ ছেদন করিলেন,
আর ঈশ্বরের রোষের মহাকুণ্ডে
২০ নিক্ষেপ করিলেন। পরে নগরের
বাহিরে ঐ কুণ্ডে তাহা দলন করা
গেল, তাহাতে কুণ্ড হইতে রক্ত
বাহির হইল, এবং অশ্বগণের বল্‌গা

* যিশাইয় ২১, ৯। যিরমিয় ৫১, ৭।
† গীত ৭৫, ৮। ‡ যিশাইয় ৩৪, ১০।
§ (বা) যাহারা প্রভুতে মরে। এখন অবধি, হাঁ, আত্মা।

* দানিয়েল ৭, ১৩। যোয়েল ৩; ১৩।

পর্য্যন্ত উঠিয়া এক সহস্র ছয় শত
তীর ব্যাপ্ত হইল।

### সপ্ত অন্তিম আঘাত।

১৫ পরে আমি স্বর্গে আর এক
চিহ্ন দেখিলাম, তাহা মহৎ ও অদ্ভুত;
সপ্ত দূতকে সপ্ত আঘাত লইয়া
আসিতে দেখিলাম; সেই সকল
শেষ আঘাত, কেননা সেই সকলে
ঈশ্বরের রোষ সমাপ্ত হইল।
২ আর আমি দেখিলাম, যেন অগ্নি-
মিশ্রিত কাচময় সমুদ্র; এবং যাহারা
সেই পশু ও তাহার প্রতিমা ও
তাহার নামের সংখ্যার উপরে বিজয়ী
হইয়াছে, তাহারা ঐ কাচময় সমুদ্রের
তীরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের
৩ হস্তে ঈশ্বরের বীণা। আর তাহারা
ঈশ্বরের দাস মোশির* গীত ও মেষ-
শাবকের গীত গায়, বলে,

"মহৎ ও আশ্চর্য্য তোমার ক্রিয়া
সকল,
হে প্রভু ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্;
ন্যায্য ও সত্য তোমার মার্গ সকল,
হে জাতিগণের† রাজন্!
৪ হে প্রভু, কে না ভীত হইবে?
এবং তোমার নামের গৌরব কে
না করিবে?
কেননা একমাত্র তুমিই সাধু,
কেননা সমস্ত জাতি আসিয়া
তোমার সম্মুখে ভজনা করিবে,
কেননা তোমার ধর্ম্মক্রিয়া সকল
প্রকাশিত হইয়াছে।"

যাত্রা ১৫ ; ১। দ্বি বি ৩২ ; ৪। যির ১০ ; ৭। গীত ৮৬ ; ৯।

(বা) যুগপর্য্যায়ের। (বা) পবিত্রগণের।

৫ আর তাহার পরে আমি দেখি-
লাম, স্বর্গে সাক্ষ্য-তাম্বুর মন্দির
৬ খুলিয়া দেওয়া হইল; তাহাতে ঐ
সপ্ত আঘাতের কর্ত্তা সপ্ত দূত মন্দির
হইতে বাহিরে আসিলেন, তাঁহারা
বিমল ও উজ্জ্বল মসীনা-বস্ত্র পরিহিত,
এবং তাঁহাদের বক্ষঃস্থলে সুবর্ণ
৭ পটুকা বদ্ধ। পরে চারি প্রাণীর
মধ্যে এক প্রাণী ঐ সপ্ত দূতকে
সপ্ত সুবর্ণ বাটি দিলেন, সেগুলি যুগ-
পর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত ঈশ্বরের
৮ রোষে পরিপূর্ণ। তাহাতে ঈশ্বরের
প্রতাপ হইতে ও তাঁহার পরাক্রম
হইতে উৎপন্ন ধূমে মন্দির পরিপূর্ণ
হইল; এবং ঐ সপ্ত দূতের সপ্ত
আঘাত সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ
মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিল না।*

১৬ পরে আমি মন্দির হইতে এক
উচ্চ বাণী শুনিলাম, তাহা ঐ সপ্ত
দূতকে কহিল, তোমরা যাও, ঈশ্বরের
রোষের ঐ সপ্ত বাটি পৃথিবীতে
ঢালিয়া দেও।
২ পরে প্রথম দূত গিয়া পৃথিবীর
উপরে আপন বাটি ঢালিলেন,
তাহাতে সেই পশুর ছাববিশিষ্ট
ও তাহার প্রতিমার ভজনাকারী
মনুষ্যদের গাত্রে ব্যথাজনক দুষ্ট ক্ষত
জন্মিল।
৩ পরে দ্বিতীয় দূত সমুদ্রের
উপরে আপন বাটি ঢালিলেন,
তাহাতে তাহা মৃত লোকের রক্তের
তুল্য হইল, এবং সমস্ত জীবিত
প্রাণী, সমুদ্রচর জীবগণ, মরিল।

* যাত্রা ৪০, ৩৪, ৩৫। ১ রাজা ৮, ১০, ১১।

৪ পরে তৃতীয় দূত নদনদী ও জলের
উনুই সকলের উপরে আপন বাটি
ঢালিলেন, তাহাতে সে সকল রক্ত
৫ হইয়া গেল।* তখন আমি জল-
সমূহের দূতের এই বাণী শুনিলাম,
হে সাধু, তুমি আছ ও তুমি ছিলে,
তুমি ন্যায়পরায়ণ, কারণ এরূপ
৬ বিচারাজ্ঞা করিয়াছ ; কেননা উহারা
পবিত্রগণের ও ভাববাদীদের রক্ত-
পাত করিয়াছিল ; আর তুমি উহা-
দিগকে পানার্থে রক্ত দিয়াছ ; তাহারা
৭ ইহার যোগ্য। পরে আমি যজ্ঞ-
বেদির এই বাণী শুনিলাম, হাঁ, হে
প্রভু ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্, তোমার
বিচারাজ্ঞা সকল সত্য ও ন্যায্য।
৮ পরে চতুর্থ দূত সূর্য্যের উপরে
আপন বাটি ঢালিলেন ; তাহাতে অগ্নি
দ্বারা মনুষ্যদিগকে তাপিত করিবার
৯ ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইল। তখন
মনুষ্যেরা মহা উত্তাপে তাপিত হইল,
এবং যিনি এই সকল আঘাতের
উপরে কর্তৃত্ব করেন, সেই ঈশ্বরের
নামের নিন্দা করিল ; তাঁহাকে
গৌরব প্রদান করিবার জন্য মন
ফিরাইল না।
১০ পরে পঞ্চম দূত সেই পশুর
সিংহাসনের উপরে আপন বাটি
ঢালিলেন ; তাহাতে তাহার রাজ্য
অন্ধকারময় হইল, এবং লোকেরা
বেদনা প্রযুক্ত আপন আপন জিহ্বা
১১ চর্ব্বণ করিতে লাগিল ; এবং
আপনাদের বেদনা ও ক্ষত প্রযুক্ত
স্বর্গের ঈশ্বরের নিন্দা করিল ; আপন
আপন ক্রিয়া হইতে মন ফিরাইল
না।
১২ পরে ষষ্ঠ দূত ইউফ্রেটীস মহা-
নদীতে আপন বাটি ঢালিলেন ;
তাহাতে নদীর জল শুষ্ক হইয়া গেল,
যেন সূর্য্যোদয় স্থান হইতে আগমন-
কারী রাজাদের জন্য পথ প্রস্তুত
১৩ করা যাইতে পারে। পরে আমি
দেখিলাম, সেই নাগের মুখ ও
পশুর মুখ ও ভাক্ত ভাববাদীর মুখ
হইতে ভেকের ন্যায় তিনটি অশুচি
১৪ আত্মা বাহির হইল। তাহারা
ভূতদের আত্মা, নানা চিহ্ন-কার্য্য
করে ; তাহারা জগৎ সমুদয়ের
রাজাদের নিকটে গিয়া, সর্ব্বশক্তি-
মান্ ঈশ্বরের সেই মহাদিনের যুদ্ধার্থে
১৫ তাহাদিগকে একত্র করে।—দেখ,
আমি চোরের ন্যায় আসিতেছি ;
ধন্য সেই ব্যক্তি, যে জাগিয়া থাকে,
এবং আপন বস্ত্র রক্ষা করে, যেন
সে উলঙ্গ হইয়া না বেড়ায়, এবং
লোকে তাহার অপমান না দেখে।
১৬ —পরে উহারা, ইব্রীয় ভাষায়
যাহাকে হরমাগিদোন বলে, সেই
স্থানে তাহাদিগকে একত্র করিল।
১৭ পরে সপ্তম দূত আকাশের উপরে
আপন বাটি ঢালিলেন, তাহাতে
মন্দিরের মধ্য হইতে, সিংহাসন
হইতে, এই মহাবাণী বাহির হইল,
১৮ 'হইয়াছে'। আর বিদ্যুৎ ও শব্দ
ও মেঘধ্বনি হইল, এবং এক মহা-
ভূমিকম্প হইল, পৃথিবীতে মনুষ্যের
উৎপত্তিকাল অবধি যেমন কখনও
হয় নাই, এমন প্রচণ্ড মহাভূমিকম্প
১৯ হইল। তাহাতে মহানগরী তিন

* যাত্রা ৯ : ১১ ; ৮, ১৭-২৪।

ভাগে বিভক্ত হইল, এবং জাতিগণের
নগর সকল পতিত হইল ; এবং
মহতী বাবিলকে ঈশ্বরের সাক্ষাতে
স্মরণ করা গেল, যেন ঈশ্বরের
ক্রোধের রোষমদিরাতে পূর্ণ পান-
২০ পাত্র তাহাকে দেওয়া যায়। আর
প্রত্যেক দ্বীপ পলায়ন করিল, ও
পর্ব্বতগণকে আর পাওয়া গেল না।
২১ আর আকাশ হইতে মনুষ্যদের উপরে
বৃহৎ বৃহৎ শিলাবর্ষণ হইল, তাহার
এক একটী এক এক তালন্ত পরি-
মিত ; এই শিলা-বৃষ্টিরূপ আঘাত
প্রযুক্ত মনুষ্যেরা ঈশ্বরের নিন্দা
করিল ; কারণ সেই আঘাত
অতিশয় ভারী।

### মহাবেশ্যার দর্শন।

১৭ পরে ঐ সপ্ত বাটি যাঁহাদের হস্তে
ছিল, সেই সপ্ত দূতের মধ্যে এক
জন আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ
করিয়া কহিলেন, আইস, "বহু
জলের উপরে বসিয়া আছে" যে ঐ
মহাবেশ্যা, আমি তোমাকে তাহার
২ বিচারসিদ্ধ দণ্ড দেখাই, "যাহার
সহিত পৃথিবীর রাজগণ ব্যভিচার
করিয়াছে, এবং পৃথিবী-নিবাসীরা
যাহার বেশ্যাক্রিয়ার মদিরাতে মত্ত
৩ হইয়াছে"।* পরে তিনি আত্মাতে
আমাকে প্রান্তর মধ্যে লইয়া
গেলেন ; তাহাতে আমি এক
নারীকে দেখিলাম, সে সিন্দূরবর্ণ
পশুর উপরে বসিয়া আছে ; সেই
পশু ধর্ম্মনিন্দার নামে পরিপূর্ণ, এবং
তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ।।
৪ আর সেই নারী বেগুনিয়া ও
সিন্দূরবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা, এবং সুবর্ণে
ও মূল্যবান্ মণিতে ও মুক্তায় মণ্ডিতা,
এবং তাহার হস্তে সুবর্ণময় এক
পানপাত্র আছে, ইহা ঘৃণার্হ দ্রব্যে
ও তাহার বেশ্যাক্রিয়ার মালিন্যে
৫ পরিপূর্ণ। আর তাহার ললাটে
এই নাম লিখিত আছে, এক নিগূঢ়-
তত্ত্ব ;

**'মহতী বাবিল, পৃথিবীর বেশ্যা-
গণের ও ঘৃণাস্পদ সকলের জননী।'**

৬ আর আমি দেখিলাম, সেই নারী
পবিত্রগণের রক্তে ও যীশুর সাক্ষি-
গণের রক্তে মত্তা। তাহাকে দেখিয়া
আমার অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ
৭ হইল। আর সেই দূত আমাকে
কহিলেন, তুমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলে
কেন ? আমি ঐ নারীর ও উহার
বাহনের অর্থাৎ যাহার সপ্ত মস্তক
ও দশ শৃঙ্গ, সেই পশুর নিগূঢ়তত্ত্ব
৮ তোমাকে জানাই। তুমি যে পশুকে
দেখিলে, সে ছিল, কিন্তু নাই ; সে
অগাধলোক হইতে উঠিবে ও
বিনাশে যাইবে। আর পৃথিবী-
নিবাসী যত লোকের নাম জগতের
পত্তনাবধি জীবন-পুস্তকে লিখিত
হয় নাই, তাহারা যখন সেই পশুকে
দেখিবে যে ছিল, এখন নাই, পরে
হইবে, তখন আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে।
৯ এস্থলে জ্ঞানযুক্ত মন দেখা যায়।
ঐ সপ্ত মস্তক সপ্ত পর্ব্বত, তাহাদের
উপরে ঐ নারী বসিয়া আছে ;
১০ এবং তাহারা সপ্ত রাজা ; তাহাদের
পাঁচ জন পতিত হইয়াছে, এক জন
আছে, আর এক জন এ পর্য্যন্ত

* যিরমিয় ৫১ , ৭-১৩ । 　। দানিয়েল ৭ ; ৭ ।

আইসে নাই; আসিলে তাহাকে
১১ অল্পকাল থাকিতে হইবে। আর
যে পশু ছিল, এখন নাই, সে
আপনি অষ্টম; সে সেই সাতটীর
একটী, এবং সে বিনাশে যায়।
১২ আর তুমি যে দশ শৃঙ্গ দেখিলে, সে
দশ রাজা; তাহারা এ পর্য্যন্ত রাজ্য
প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু এক ঘণ্টার
নিমিত্তে সেই পশুর সহিত রাজাদের
১৩ ন্যায় কর্ত্তৃত্ব পাইবে। তাহারা এক-
মনা, এবং আপনাদের পরাক্রম ও
১৪ কর্ত্তৃত্ব সেই পশুকে দেয়। তাহারা
মেষশাবকের সহিত যুদ্ধ করিবে,
আর মেষশাবক তাহাদিগকে জয়
করিবেন, কারণ "তিনি প্রভুদের
প্রভু ও রাজাদের রাজা;"* এবং
যাঁহারা তাঁহার সহবর্ত্তী, আহূত ও
মনোনীত ও বিশ্বস্ত, তাঁহারাও জয়
১৫ করিবেন। আর তিনি আমাকে
কহিলেন, তুমি যে জল দেখিলে,
ঐ বেশ্যা যাহাতে বসিয়া আছে,
সেই জল প্রজাবৃন্দ ও লোকারণ্য
১৬ ও জাতিবৃন্দ ও ভাষাসমূহ। আর
তুমি যে ঐ দশ শৃঙ্গ এবং পশুটা
দেখিলে তাহারা সেই বেশ্যাকে ঘৃণা
করিবে, এবং তাহাকে অনাথা ও
নগ্না করিবে, তাহার মাংস ভক্ষণ
করিবে, এবং তাহাকে আগুনে
১৭ পোড়াইয়া দিবে। কেননা ঈশ্বর
তাহাদের হৃদয়ে এই প্রবৃত্তি দিয়া-
ছিলেন, যেন তাহারা তাঁহারই মানস
পূর্ণ করে, এবং একমনা হয়; আর
যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের বাক্য সকল
সিদ্ধ না হয়, সেই পর্য্যন্ত আপন
আপন রাজ্য সেই পশুকে দেয়।
১৮ আর তুমি যে নারীকে দেখিলে, সে
ঐ মহানগরী, যাহা পৃথিবীর রাজ-
গণের উপরে রাজত্ব করিতেছে।

* দ্বি বি ১০, ১৭। দানি ২, ৪৭।

### মহতী বাবিলের বিনাশ।

১৮ এই সকলের পরে আমি স্বর্গ
হইতে আর এক দূতকে নামিয়া
আসিতে দেখিলাম; তিনি মহা-
ক্ষমতাপন্ন এবং তাঁহার প্রতাপে
২ পৃথিবী দীপ্তিময় হইল। তিনি প্রবল
রবে ডাকিয়া কহিলেন, 'পড়িল,
পড়িল মহতী বাবিল; সে ভূতগণের
আবাস, সমস্ত অশুচি আত্মার
কারাগার, ও সমস্ত অশুচি ও ঘৃণার্হ
পক্ষীর কারাগার হইয়া পড়িয়াছে।
৩ কেননা সমুদয় জাতি তাহার
বেশ্যা ক্রিয়ার রোষমদিরা পান
করিয়াছে,* এবং পৃথিবীর রাজগণ
তাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে,
এবং পৃথিবীর বণিকেরা তাহার
বিলাসিতার প্রভাবে ধনবান্ হই-
য়াছে।'
৪ পরে আমি স্বর্গ হইতে এইরূপ
আর এক বাণী শুনিলাম, 'হে
আমার প্রজাগণ, উহা হইতে
বাহিরে আইস, যেন উহার পাপ
সকলের সহভাগী না হও, এবং
উহার আঘাত সকল যেন প্রাপ্ত
৫ না হও। কেননা উহার পাপ আকাশ
পর্য্যন্ত সংলগ্ন হইয়াছে এবং ঈশ্বর
উহার অপরাধ সকল স্মরণ করিয়া-
৬ ছেন। সে যেরূপ ব্যবহার করিত,
তোমরাও তাহার প্রতি সেইরূপ

* (বা) রোষমদিরা দ্বারা পতিত হইয়াছে।

ব্যবহার কর; আর তাহার
ক্রিয়ানুসারে দ্বিগুণ, দ্বিগুণ প্রতিফল
তাহাকে দেও; সে যে পাত্রে পেয়
প্রস্তুত করিত, সেই পাত্রে তাহার
জন্য দ্বিগুণ পরিমাণে পেয় প্রস্তুত
৭ কর।* সে যত আত্মগৌরব ও
বিলাস করিত, তাহাকে তত যন্ত্রণা
ও শোক দেও। কেননা সে মনে
মনে বলিতেছে, আমি রাণীর মত
সিংহাসনে বসিয়া আছি, বিধবা
নহি, কোন মতে শোক দেখিব না।
৮ এই জন্য একই দিনে তাহার আঘাত
সকল—মৃত্যু, শোক ও দুর্ভিক্ষ
উপস্থিত হইবে; এবং তাহাকে
আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া যাইবে;
কারণ তাহার বিচারকর্ত্তা প্রভু ঈশ্বর
৯ শক্তিমান্।† আর পৃথিবীর যে সকল
রাজা তাহার সঙ্গে ব্যভিচার ও
বিলাস করিত, তাহারা তাহার
দাহের ধূম দেখিয়া তাহার জন্য
রোদন ও বক্ষে করাঘাত করিবে;
১০ তাহার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া
তাহারা বলিবে, হায়! হায়!
সেই মহানগরীর, বাবিলের সেই
পরাক্রান্তা নগরীর সন্তাপ, কারণ
এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমার বিচার
উপস্থিত!
১১ আর পৃথিবীর বণিকেরা তাহার
নিমিত্ত রোদন ও বিলাপ করিতেছে;
কারণ তাহাদের বাণিজ্য-দ্রব্য কেহ
১২ আর ক্রয় করে না; এই সকল
বাণিজ্য-দ্রব্য—স্বর্ণ, রৌপ্য, বহুমূল্য
মণি, মুক্তা, মসীনা-বস্ত্র, বেগুনিয়া
বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, সিন্দূরবর্ণ বস্ত্র; সর্ব্ব-
প্রকার চন্দন কাষ্ঠ, হস্তিদন্তের সর্ব্ব-
প্রকার পাত্র, বহুমূল্য কাষ্ঠের ও
পিত্তলের লৌহের ও মর্ম্মরের সর্ব্ব-
১৩ প্রকার পাত্র, এবং দারুচিনি, এলাচি,
ধূপ, সুগন্ধি লেপ্যদ্রব্য, কুন্দুরু, মদিরা,
তৈল, উত্তম সূজী ও গোম, পশু ও
মেষ; এবং অশ্ব, রথ ও দাস ও
১৪ মনুষ্যদের প্রাণ। আর তোমার
প্রাণের অভিলষিত ফলসমূহ তোমা
হইতে গিয়াছে, এবং তোমার সমস্ত
শোভা ও ভূষা তোমা হইতে বিনষ্ট
হইয়াছে; লোকে তাহা আর
১৫ কখনও পাইবে না। ঐ সকলের
যে বণিকেরা তাহার ধনে ধনবান্
হইয়াছিল, তাহারা তাহার যন্ত্রণার
ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া রোদন ও
বিলাপ করিতে করিতে বলিবে,
১৬ হায়! হায়! সেই মহানগরীর
সন্তাপ, যে মসীনা-বস্ত্র, বেগুনিয়া
বস্ত্র ও সিন্দূরবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা
ছিল, এবং সুবর্ণে ও বহুমূল্য মণি
১৭ মুক্তায় মণ্ডিতা ছিল; কারণ এক
ঘণ্টার মধ্যেই সেই মহাসম্পত্তি ধ্বংস
হইল।
আর প্রত্যেক কর্ণধার, ও
জলপথে যে কেহ গমন করে, এবং
মাল্লারা ও সমুদ্রব্যবসায়ীরা সকলে
১৮ দূরে দাঁড়াইল, এবং তাহার দাহের
ধূম দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, সেই
মহানগরীর তুল্য কোন্ নগর?
১৯ আর তাহারা মস্তকে ধূলা দিয়া
রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে
উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হায়!
হায়! সেই মহানগরীর সন্তাপ,

* গীত ২১, ৯। যিরমিয় ৫০; ২৯। ৫১; ৭, ৯, ৪৫।
† যিশাইয় ৪৭, ৭-৯। যির ৫০, ৩৪।

যাহার ঐশ্বর্য্য দ্বারা সমুদ্রগামী
জাহাজের কর্ত্তারা সকলে ধনবান্
হইত ; কারণ এক ঘণ্টার মধ্যেই
সে ধ্বংস হইয়া গেল।*
২০ হে স্বর্গ, হে পবিত্রগণ, হে প্রেরিত-
গণ, হে ভাববাদিগণ, তোমরা
তাহার বিষয়ে আনন্দ কর ; কেননা
সে তোমাদের প্রতি যে অন্যায়
করিয়াছে, ঈশ্বর তাহার প্রতীকার
করিয়াছেন।
২১ পরে এক শক্তিমান দূত বৃহৎ
এক পাট যাঁতার তুল্য একখান
প্রস্তর লইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ
করিয়া কহিলেন, ইহার ন্যায় মহা-
নগরী বাবিল মহাবলে নিপাতিতা
হইবে, আর কখনও তাহার উদ্দেশ
২২ পাওয়া যাইবে না।† বীণাবাদকদের,
গায়কদের, বংশীবাদকদের ও তূরী-
বাদকদের ধ্বনি তোমার মধ্যে আর
কখনও শুনা যাইবে না ; এবং আর
কখনও কোন প্রকার শিল্পকারকে
তোমার মধ্যে পাওয়া যাইবে না ;
এবং যাঁতার শব্দ আর কখনও
তোমার মধ্যে শুনা যাইবে না ;
২৩ এবং প্রদীপের শিখা আর কখনও
তোমার মধ্যে জ্বলিবে না ; এবং
বর কন্যার রব আর কখনও
তোমার মধ্যে শুনা যাইবে না ;
কারণ তোমার বণিকেরা পৃথিবীর
মহল্লোক ছিল, কারণ তোমার
মায়াতে সমস্ত জাতি ভ্রান্ত হইত।
২৪ আর ভাববাদিগণের ও পবিত্রগণের
রক্ত, এবং যত লোক পৃথিবীতে হত

* যিহিষ্কেল ২৭ ; ২৭-৩৬।
† যিরমিয় ৫১ , ৬৩, ৬৪।

হইয়াছে, সেই সকলের রক্ত ইহার
মধ্যে পাওয়া গেল।

### রাজাধিরাজ যীশুর বিজয়যাত্রা।

১৯ এই সকলের পরে আমি যেন
স্বর্গস্থিত বৃহৎ লোকারণ্যের মহারব
শুনিলাম, তাহারা বলিতেছে—
হাল্লিলূয়া,* পরিত্রাণ ও প্রতাপ
ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই ;
২ কেননা তাঁহার বিচারাজ্ঞা সকল
সত্য ও ন্যায্য ; কারণ যে মহা-
বেশ্যা আপন বেশ্যাক্রিয়া দ্বারা
পৃথিবীকে ভ্রষ্ট করিত, তিনি
তাহার বিচার করিয়াছেন,
তাহার হস্ত হইতে আপন দাস-
গণের রক্তপাতের পরিশোধ
লইয়াছেন।
৩ পরে তাহারা দ্বিতীয় বার কহিল,
হাল্লিলূয়া ; আর যুগপর্য্যায়ের যুগে
যুগে সেই বেশ্যার ধূম উঠিতেছে।
৪ পরে সেই চব্বিশ জন প্রাচীন ও
চারি প্রাণী প্রণিপাত করিয়া
সিংহাসনে উপবিষ্ট ঈশ্বরের ভজনা
করিলেন, কহিলেন, আমেন ;
৫ হাল্লিলূয়া। পরে সেই সিংহাসন
হইতে এই বাণী নির্গত হইল,
হে ঈশ্বরের দাসগণ, তোমরা
যাহারা তাঁহাকে ভয় কর,
তোমরা ক্ষুদ্র কি মহান্ সকলে
আমাদের ঈশ্বরের স্তবগান কর।
৬ পরে আমি বৃহৎ লোকারণ্যের রব
ও বহুজলের কল্লোল ও প্রবল
মেঘগর্জ্জনের ন্যায় এই বাণী
শুনিলাম,

* (অর্থাৎ) সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

হাল্লিলূয়া, কেননা আমাদের
ঈশ্বর প্রভু, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্,
তিনি রাজত্ব গ্রহণ করিলেন ।*
৭ আইস, আমরা আনন্দ ও উল্লাস
করি, এবং তাঁহাকে গৌরব
প্রদান করি, কারণ মেষশাবকের
বিবাহ উপস্থিত হইল, এবং
তাঁহার ভার্য্যা আপনাকে প্রস্তুত
৮ করিল । আর ইহাকে এই বর
দত্ত হইল যে, সে উজ্জ্বল ও শুচি
মসীনা-বস্ত্রে আপনাকে সজ্জিত
করে, কারণ সেই মসীনা-বস্ত্র
পবিত্রগণের ধর্ম্মাচরণ ।
৯ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি
লিখ, ধন্য তাহারা, যাহারা মেষ-
শাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত ।
আবার তিনি আমাকে কহিলেন,
এ সকল ঈশ্বরের সত্য বাক্য ।
১০ তখন আমি তাঁহাকে ভজনা করিবার
জন্য তাঁহার চরণে পড়িলাম ।
তাহাতে তিনি আমাকে কহিলেন,
দেখিও, এমন কর্ম্ম করিও না ;
আমি তোমার সহদাস, এবং
তোমার যে ভ্রাতৃগণ যীশুর সাক্ষ্য
ধারণ করে, তাহাদেরও সহদাস ;
ঈশ্বরেরই ভজনা কর ; কেননা যীশুর
যে সাক্ষ্য, তাহাই ভাববাণীর আত্মা ।
১১ পরে আমি দেখিলাম, স্বর্গ খুলিয়া
গেল, আর দেখ, শ্বেতবর্ণ একটী
অশ্ব ; যিনি তাহার উপরে বসিয়া
আছেন, তিনি বিশ্বাস্য ও সত্যময়
নামে আখ্যাত, এবং তিনি ধর্ম্ম-
শীলতায় বিচার ও যুদ্ধ করেন ।

* দ্বি বি ৩২ ; ৪, ৪৩ । দিশ ৩৪ ; ১০ ।
গীত ১৩৪ ; ১ । ৯৭ ; ১ । যিহি ১ ; ২৪ ।

১২ তাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখা, এবং তাঁহার
মস্তকে অনেক কিরীট ; এবং
তাঁহার একটী লিখিত নাম আছে,
যাহা তিনি ব্যতীত অন্য কেহ জানে
১৩ না । আর তিনি রক্তে ডুবান বস্ত্র
পরিহিত ; এবং "ঈশ্বরের বাক্য"—
১৪ এই নামে আখ্যাত । আর স্বর্গস্থ
সৈন্যগণ তাঁহার অনুগমন করে,
তাহারা শুক্লবর্ণ অশ্বে আরোহী,
এবং শ্বেত শুচি মসীনা-বস্ত্র
১৫ পরিহিত । আর তাঁহার মুখ হইতে
এক তীক্ষ্ণ তরবারি নির্গত হয়, যেন
তদ্দ্বারা তিনি জাতিগণকে আঘাত
করেন ; আর তিনি লৌহদণ্ড দ্বারা
তাহাদিগকে শাসন করিবেন ; এবং
তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রচণ্ড
ক্রোধরূপ মদিরাকুণ্ড দলন করেন ।*
১৬ আর তাঁহার পরিচ্ছদে ও উরুদেশে
এই নাম লেখা আছে,—

"রাজাদের রাজা ও প্রভুদের
প্রভু ।"

১৭ পরে আমি দেখিলাম, এক জন
দূত সূর্য্যমধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন ;
আর তিনি উচ্চ রবে চীৎকার
করিয়া, আকাশের মধ্যপথে যে
সকল পক্ষী উড়িয়া যাইতেছে, সে
সকলকে কহিলেন, আইস, ঈশ্বরের
১৮ মহাভোজে একত্র হও, যেন রাজ-
গণের মাংস, সহস্রপতিবর্গের মাংস,
শক্তিমান্ লোকদের মাংস, অশ্ব-
গণের ও তদারোহীদের মাংস, এবং
স্বাধীন ও দাস, ক্ষুদ্র ও মহান্ সকল
মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ কর ।

* গীত ২, ৮, ৯ । যিশ ৬৩, ১-৬ ।

১৯ পরে আমি দেখিলাম, ঐ অশ্বা-
রোহী ব্যক্তির ও তাঁহার সৈন্যের
সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সেই পশু
ও পৃথিবীর রাজগণ ও তাহাদের
২০ সৈন্যগণ একত্র হইল। তাহাতে
সেই পশু ধরা পড়িল, এবং যে
ভাক্ত ভাববাদী তাহার সাক্ষাতে
চিহ্ন-কার্য্য করিয়া পশুর ছাবধারী
ও তাহার প্রতিমার ভজনাকারীদের
ভ্রান্তি জন্মাইত, সেও তাহার সঙ্গে
ধরা পড়িল; তাহারা উভয়ে
জীবন্তই প্রজ্বলিত গন্ধকময় অগ্নিহ্রদে
২১ নিক্ষিপ্ত হইল। আর অবশিষ্ট সকলে
সেই অশ্বারোহী ব্যক্তির মুখ হইতে
নির্গত তরবারি দ্বারা হত হইল;
এবং সমস্ত পক্ষী তাহাদের মাংসে
তৃপ্ত হইল।*

### বর্ষসহস্র ও মহাবিচারের বর্ণনা।

২০ পরে আমি স্বর্গ হইতে এক
দূতকে নামিয়া আসিতে দেখিলাম,
তাঁহার হস্তে অগাধলোকের চাবি
২ এবং বড় এক শৃঙ্খল ছিল। তিনি
সেই নাগকে ধরিলেন; এ সেই
পুরাতন সর্প, এ দিয়াবল [অপ-
বাদক] এবং শয়তান [বিপক্ষ]†;
তিনি তাহাকে সহস্র বৎসর বদ্ধ
৩ রাখিলেন, আর তাহাকে অগাধ-
লোকের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সেই
স্থানের মুখ বন্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত
করিলেন; যেন ঐ সহস্র বৎসর
সম্পূর্ণ না হইলে সে জাতিবৃন্দকে
আর ভ্রান্ত করিতে না পারে; তৎ-
পরে অল্প কালের নিমিত্ত তাহাকে
মুক্ত হইতে হইবে।
৪ পরে আমি কয়েকটী সিংহাসন
দেখিলাম; সেগুলির উপরে কেহ
কেহ বসিলেন, তাঁহাদিগকে বিচার
করিবার ভার দত্ত হইল। আর যীশুর
সাক্ষ্য ও ঈশ্বরের বাক্যের নিমিত্ত
যাহারা কুঠার দ্বারা হত হইয়াছিল,
এবং যাহারা সেই পশুকে ও তাহার
প্রতিমাকে ভজনা করে নাই, আর
আপন আপন ললাটে ও হস্তে
তাহার ছাব ধারণ করে নাই,
তাহাদের প্রাণও দেখিলাম; তাহারা
জীবিত হইয়া সহস্র বৎসর খ্রীষ্টের
৫ সহিত রাজত্ব করিল। যে পর্য্যন্ত
সেই সহস্র বৎসর সমাপ্ত না হইল,
সে পর্য্যন্ত অবশিষ্ট মৃতেরা জীবিত
হইল না। ইহা প্রথম পুনরুত্থান।
৬ যে কেহ এই প্রথম পুনরুত্থানের
অংশী হয়, সে ধন্য ও পবিত্র; তাহা-
দের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন
কর্ত্তৃত্ব নাই; কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের
ও খ্রীষ্টের যাজক হইবে, এবং সেই
সহস্র বৎসর তাঁহার সঙ্গে রাজত্ব
করিবে।
৭ সেই সহস্র বৎসর সমাপ্ত হইলে
শয়তানকে তাহার কারা হইতে
৮ মুক্ত করা যাইবে। তাহাতে সে
"পৃথিবীর চারি কোণে স্থিত জাতি-
গণকে, গোগ ও মাগোগকে", ভ্রান্ত
করিয়া যুদ্ধে একত্র করিবার জন্য
বাহির হইবে; তাহাদের সংখ্যা
৯ সমুদ্রের বালুকার তুল্য। তাহারা
পৃথিবীর বিস্তার দিয়া আসিয়া
পবিত্রগণের শিবির এবং প্রিয় নগরটী

* যিহি ৩৯; ১৭-২০। যিশ ৩০; ৩৩।
† আদি ৩; ১। সখরিয় ৩; ১।

ঘেরিল ; তখন "স্বর্গ হইতে অগ্নি
পড়িয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল।"*
১০ আর তাহাদের ভ্রান্তিজনক দিয়াবল
"অগ্নি ও গন্ধকের" হ্রদে নিক্ষিপ্ত
হইল, যেখানে ঐ পশু ও ভাক্ত
ভাববাদীও আছে ; আর তাহারা
যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে দিবারাত্র
যন্ত্রণা ভোগ করিবে।
১১ পরে আমি "এক বৃহৎ শ্বেতবর্ণ
সিংহাসন ও যিনি তাহার উপরে
বসিয়া আছেন," তাঁহাকে দেখিতে
পাইলাম ; তাঁহার সম্মুখ হইতে
পৃথিবী ও আকাশ পলায়ন করিল ;
"তাহাদের নিমিত্ত আর স্থান পাওয়া
১২ গেল না"। আর আমি দেখিলাম,
ক্ষুদ্র ও মহান্ সমস্ত মৃত লোক
সেই সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া
আছে ; পরে "কয়েকখান পুস্তক
খোলা গেল", এবং আর একখানি
পুস্তক, অর্থাৎ জীবন-পুস্তক খোলা
গেল, এবং মৃতেরা পুস্তকসমূহে
লিখিত প্রমাণে "আপন আপন
কার্য্যানুসারে"† বিচারিত হইল।
১৩ আর সমুদ্র আপনার মধ্যবর্ত্তী
মৃতগণকে সমর্পণ করিল, এবং
মৃত্যু ও পাতাল আপনাদের মধ্য-
বর্ত্তী মৃতগণকে সমর্পণ করিল, এবং
তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন
কার্য্যানুসারে বিচারিত হইল।
১৪ পরে মৃত্যু ও পাতাল অগ্নিহ্রদে
নিক্ষিপ্ত হইল ; তাহাই, অর্থাৎ সেই
১৫ অগ্নিহ্রদ, দ্বিতীয় মৃত্যু। আর জীবন-
পুস্তকে যে কাহারও নাম লিখিত
পাওয়া গেল না, সে অগ্নিহ্রদে
নিক্ষিপ্ত হইল।

* যিহি ৩৮ ; ২, ১৬, ২২। ২ রাজা ১ ; ১০।
† দানিয়েল ২ ; ৩৫। ৭ ; ৯, ১০।
গীত ৬২ ; ১২।

### নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবীর বর্ণনা।

২১ পরে আমি "এক নূতন আকাশ
ও এক নূতন পৃথিবী" দেখিলাম ;
কেননা প্রথম আকাশ ও প্রথম
পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছে ; এবং সমুদ্র
আর নাই।
২ আর আমি দেখিলাম, "পবিত্র
নগরী, নূতন যিরূশালেম," স্বর্গ
হইতে, ঈশ্বরের নিকট হইতে,
নামিয়া আসিতেছে ; সে আপন
বরের নিমিত্ত বিভূষিতা কন্যার
৩ ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে
আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চ
বাণী শুনিলাম,

দেখ, মনুষ্যদের সহিত
ঈশ্বরের আবাস ; তিনি তাহাদের
সহিত বাস করিবেন, এবং
তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে ;
এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের
সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের
৪ ঈশ্বর হইবেন। আর তিনি
তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া
দিবেন ; এবং মৃত্যু আর হইবে
না ; শোক বা আর্ত্তনাদ বা
ব্যথাও আর হইবে না ; কারণ
প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল।*
৫ আর যিনি সিংহাসনে বসিয়া
আছেন, তিনি কহিলেন, দেখ,

* যিশ ৬৫ ; ১৭, ১৯। ৫২ ; ১। ২৫ ; ৮।
লেবীয় ২৬ ; ১১, ১২।

আমি সকলই নূতন করিতেছি।
পরে তিনি কহিলেন, লিখ, কেননা
এ সকল কথা বিশ্বসনীয় ও সত্য।
৬ পরে তিনি আমাকে কহিলেন,
হইয়াছে; আমি আল্‌ফা এবং
ওমিগা আদি এবং অন্ত; যে
পিপাসিত, আমি তাহাকে জীবন-
জলের উনুই হইতে বিনামূল্যে জল
৭ দিব। যে জয় করে, সে এই
সকলের অধিকারী হইবে; এবং
আমি তাহার ঈশ্বর হইব, ও সে
৮ আমার পুত্র হইবে। কিন্তু যাহারা
ভীরু, বা অবিশ্বাসী, বা ঘৃণার্হ, বা
নরঘাতক, বা বেশ্যাগামী, বা
মায়াবী বা প্রতিমাপূজক, তাহাদের
এবং সমস্ত মিথ্যাবাদীর অংশ অগ্নি
ও গন্ধকে প্রজ্বলিত হ্রদে হইবে;
ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু।
৯ আর যে সপ্ত দূতের কাছে সপ্ত
শেষ আঘাতে পরিপূর্ণ সপ্ত বাটি
ছিল, তাঁহাদের মধ্যে এক দূত
আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ
করিয়া কহিলেন, আইস, আমি
তোমাকে সেই কন্যাকে, মেষ-
১০ শাবকের ভার্য্যাকে দেখাই। পরে
"তিনি আত্মাতে আমাকে এক উচ্চ
মহাপর্ব্বতে লইয়া গিয়া" পবিত্র
নগরী যিরূশালেমকে দেখাইলেন,
সে স্বর্গ হইতে, ঈশ্বরের নিকট
১১ হইতে, নামিয়া আসিতেছিল, সে
ঈশ্বরের প্রভাপবিশিষ্ট; তাহার
জ্যোতিঃ বহুমূল্য মণির, স্ফটিকবৎ
নির্ম্মল সূর্য্যকান্তমণির তুল্য।
১২ তাহার বৃহৎ ও উচ্চ প্রাচীর আছে,
দ্বাদশ পুরদ্বার আছে; সেই সকল
দ্বারে দ্বাদশ দূত থাকেন, এবং
"কয়েকটী নাম সেগুলির উপরে
লিখিত আছে, সে সকল ইস্রায়েল-
সন্তানদের দ্বাদশ বংশের নাম;
১৩ পূর্ব্বদিকে তিন দ্বার, উত্তরদিকে
তিন দ্বার, দক্ষিণদিকে তিন দ্বার ও
১৪ পশ্চিমদিকে তিন দ্বার"।* আর
নগরের প্রাচীরের দ্বাদশ ভিত্তিমূল,
সেগুলির উপরে মেষশাবকের
দ্বাদশ প্রেরিতের দ্বাদশ নাম আছে।
১৫ আর যিনি আমার সঙ্গে আলাপ
করিতেছিলেন, তাঁহার হস্তে ঐ
নগর ও তাহার দ্বার সকল ও
তাহার প্রাচীর "মাপিবার জন্য
১৬ একটী সুবর্ণ নল" ছিল। ঐ নগর
চতুষ্কোণ, তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার
সমান। আর তিনি সেই নল দ্বারা
নগর মাপিলে দ্বাদশ সহস্র তীর
পরিমাণ হইল, তাহার দৈর্ঘ্য,
বিস্তার ও উচ্চতা এক সমান।
১৭ পরে তাহার প্রাচীর মাপিলে,
মনুষ্যের অর্থাৎ দূতের পরিমাণ
অনুসারে এক শত চোয়াল্লিশ হস্ত
১৮ হইল। প্রাচীরের গাঁথনি সূর্য্য-
কান্তমণির, এবং নগর নির্ম্মল
কাচের সদৃশ পরিষ্কৃত সুবর্ণময়।
১৯ নগরের প্রাচীরের ভিত্তিমূল সকল
সর্ব্ববিধ মূল্যবান্ মণিতে ভূষিত;†
প্রথম ভিত্তিমূল সূর্য্যকান্তের,
দ্বিতীয় নীলকান্তের, তৃতীয় তাম্র-
২০ মণির, চতুর্থ মরকতের, পঞ্চম
বৈদূর্য্যের, ষষ্ঠ সার্দ্দীয় মণির, সপ্তম
স্বর্ণমণির, অষ্টম গোমেদকের, নবম

* যিহিষ্কেল ৪০; ১-৩। ৪৮; ৩১-৩৪।
† যিশাইয় ৫৪; ১১, ১২।

পদ্মরাগের, দশম লশুনীয়ের,
একাদশ পেরোজের, দ্বাদশ কটা-
২১ হেলার। আর দ্বাদশ দ্বার দ্বাদশটী
মুক্তা, এক এক দ্বার এক এক
মুক্তায় নির্ম্মিত ; এবং নগরের চক
২২ স্বচ্ছ কাচবৎ বিমল সুবর্ণময়। আর
আমি নগরের মধ্যে কোন মন্দির
দেখিলাম না ; কারণ সর্ব্বশক্তিমান্
প্রভু ঈশ্বর এবং মেষশাবক স্বয়ং
২৩ তাহার মন্দিরস্বরূপ। "আর সেই
নগরে দীপ্তিদানার্থে সূর্য্যের বা
চন্দ্রের কিছু প্রয়োজন নাই ; কারণ
ঈশ্বরের প্রতাপ তাহা আলোকময়
করে, এবং মেষশাবক তাহার
২৪ প্রদীপস্বরূপ। আর জাতিগণ তাহার
দীপ্তিতে গমনাগমন করিবে ; এবং
পৃথিবীর রাজারা তাহার মধ্যে
আপন আপন প্রতাপ আনেন।
২৫ ঐ নগরের দ্বার সকল দিবাতে
কখনও বদ্ধ হইবে না, বাস্তবিক
২৬ সেখানে রাত্রি হইবে না। আর
জাতিগণের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য
তাহার মধ্যে আনীত হইবে।"*
২৭ আর অপবিত্র কিছু অথবা ঘৃণ্যকারী
ও মিথ্যাকারী কেহ কদাচ তাহাতে
প্রবেশ করিতে পাইবে না ; কেবল
মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে যাহা-
দের নাম লিখিত আছে, তাহারাই
প্রবেশ করিবে।

২২ আর তিনি আমাকে "জীবন-
জলের নদী" দেখাইলেন, তাহা
স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহা
ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন
হইতে নির্গত হইয়া তথাকার চকের

* যিশাইয় ৬০ ; ১, ৩, ৫, ১০, ১১, ১৯।

২ মধ্যস্থানে বহিতেছে; "নদীর এপারে
ওপারে জীবন-বৃক্ষ আছে, তাহা
দ্বাদশ বার ফল উৎপন্ন করে, এক
এক মাসে আপন আপন ফল দেয়,
এবং সেই বৃক্ষের পত্র জাতিগণের
৩ আরোগ্য নিমিত্তক"।* এবং
"কোন শাপ আর হইবে না ;" আর
ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন
তাহার মধ্যে থাকিবে ; এবং তাঁহার
দাসেরা তাঁহার আরাধনা করিবে,
৪ ও তাঁহার মুখ দর্শন করিবে, এবং
তাঁহার নাম তাহাদের ললাটে
৫ থাকিবে। সেখানে রাত্রি আর হইবে
না, এবং প্রদীপের আলোকে কিম্বা
সূর্য্যের আলোকে লোকদের কিছু
প্রয়োজন হইবে না, কারণ "প্রভু
ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোকিত করি-
বেন ; এবং তাহারা যুগপর্য্যায়ের
যুগে যুগে রাজত্ব করিবে"।†
৬ পরে তিনি আমাকে কহিলেন,
এই সকল বচন বিশ্বসনীয় ও
সত্য ; এবং যাহা যাহা শীঘ্র ঘটিবে,
তাহা আপন দাসদিগকে দেখাইবার
জন্য প্রভু, ভাববাদিগণের আত্মা
সকলের ঈশ্বর, আপন দূতকে
৭ প্রেরণ করিয়াছেন। আর দেখ,
আমি শীঘ্রই আসিতেছি; ধন্য সেই
জন, যে এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন
সকল পালন করে।

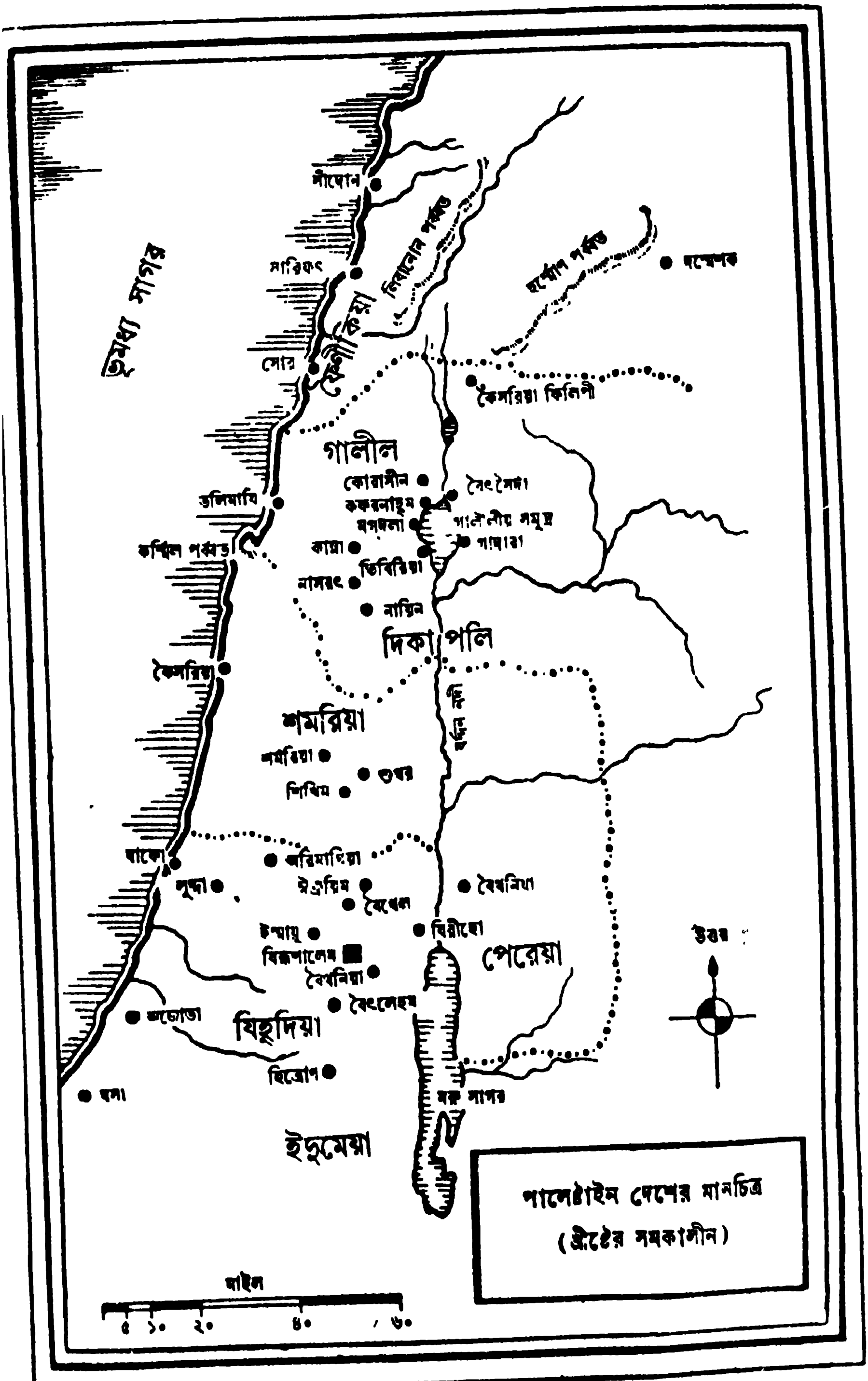
## শেষ কথা।

৮ আমি যোহন এই সমস্ত দেখি-
লাম ও শুনিলাম। এই সকল

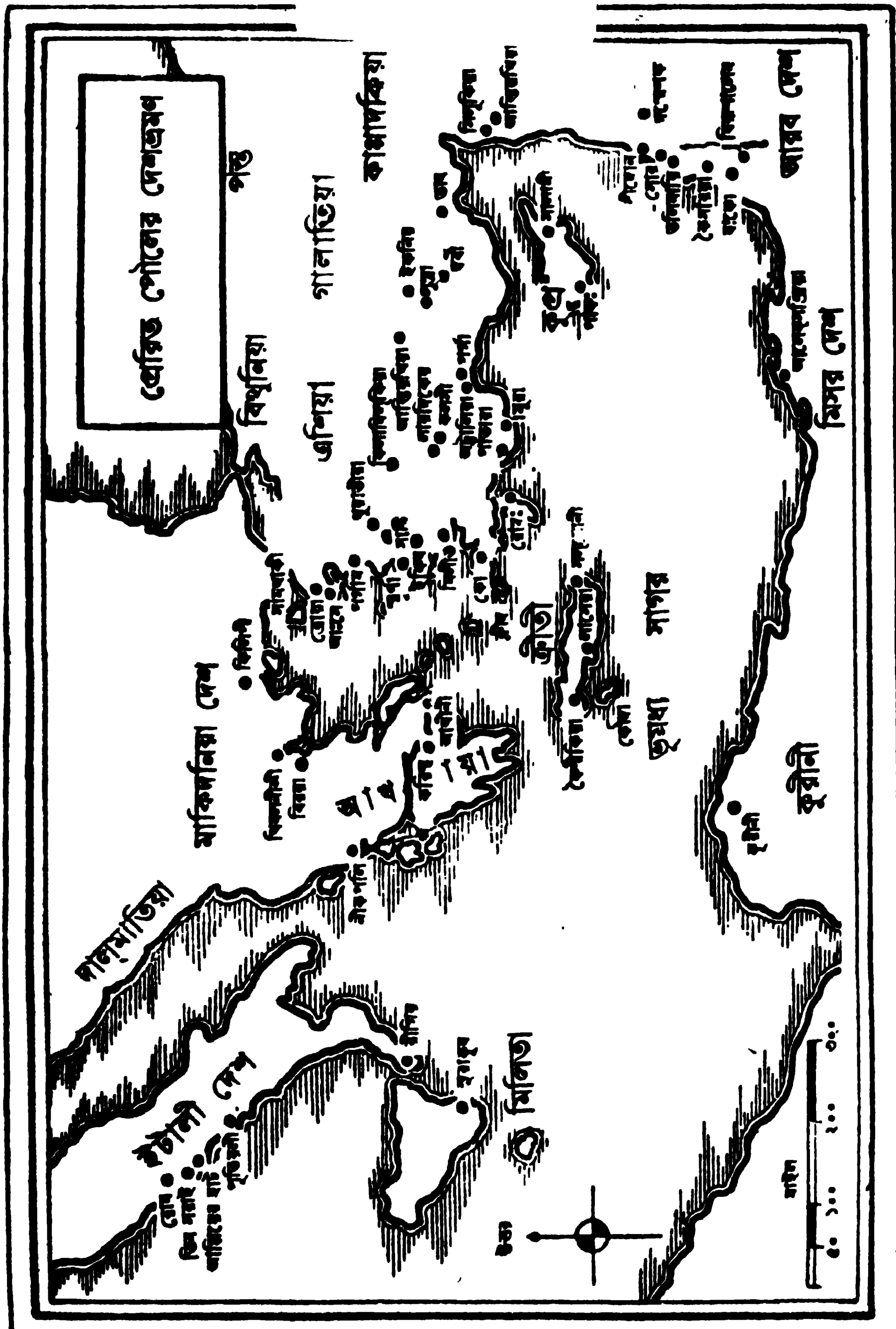
* আদি ২ ; ৯, ১০। ৩ ; ২৪। যিহি ৪৭ ;
১, ৭, ১২। † সখরিয় ১৪ ; ১১।

দেখিলে ও শুনিলে পর, যে দূত
আমাকে এই সমস্ত দেখাইতে-
ছিলেন, আমি ভজনা করিবার জন্য
তাঁহার চরণের সম্মুখে পড়িলাম।
৯ আর তিনি আমাকে কহিলেন,
দেখিও, এমন কর্ম্ম করিও না;
আমি তোমার সহদাস, এবং
তোমার ভ্রাতা ভাববাদিগণের ও
এই গ্রন্থে লিখিত বচন পালন-
কারিগণের সহদাস; ঈশ্বরেরই
ভজনা কর।
১০ আর তিনি আমাকে কহিলেন,
তুমি এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন
সকল মুদ্রাঙ্কিত করিও না; কেননা
১১ সময় সন্নিকট। যে অধর্ম্মাচারী,
সে ইহার পরেও অধর্ম্মাচরণ করুক;
এবং যে কলুষিত, সে ইহার পরেও
কলুষিত হউক; এবং যে ধার্ম্মিক,
সে ইহার পরেও ধর্ম্মাচরণ করুক;
এবং যে পবিত্র, সে ইহার পরেও
পবিত্রীকৃত হউক।
১২ "দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি;
এবং আমার দাতব্য পুরস্কার আমার
সহবর্ত্তী, যাহার যেমন কার্য্য,
১৩ তাহাকে তেমন ফল দিব। আমি
আল্‌ফা এবং ওমিগা, প্রথম ও
১৪ শেষ,"* আদি এবং অন্ত। ধন্য
তাহারা, যাহারা আপন আপন
পরিচ্ছদ ধৌত করে, যেন তাহারা
জীবনবৃক্ষের অধিকারী হয়, এবং
দ্বার সকল দিয়া নগরে প্রবেশ করে।
১৫ বাহিরে রহিয়াছে কুক্কুরগণ, মায়াবি-
গণ, বেশ্যাগামীরা, নরঘাতকেরা ও
প্রতিমাপূজকেরা, এবং যে কেহ
মিথ্যা কথা ভাল বাসে ও রচনা
করে।
১৬ আমি যীশু আপন দূতকে
পাঠাইলাম, যেন সে মণ্ডলীগণের
নিমিত্ত তোমাদের কাছে এই সকল
সাক্ষ্য দেয়। আমি দায়ূদের মূল ও
বংশ, উজ্জ্বল প্রভাতীয় নক্ষত্র।
১৭ আর আত্মা ও কন্যা কহিতেছেন,
আইস। যে শুনে, সেও বলুক,
আইস। আর যে পিপাসিত, সে
আইসুক; যে ইচ্ছা করে, সে
বিনামূল্যেই জীবন-জল গ্রহণ
করুক।
১৮ যাহারা এই গ্রন্থের ভাববাণীর
বচন সকল শুনে, তাহাদের প্রত্যেক
জনের কাছে আমি সাক্ষ্য দিয়া
বলিতেছি, যদি কেহ ইহার সহিত
আর কিছু যোগ করে, তবে ঈশ্বর
সেই ব্যক্তিতে এই গ্রন্থে লিখিত
আঘাত সকল যোগ করিবেন;
১৯ আর যদি কেহ এই ভাববাণী-গ্রন্থের
বচন হইতে কিছু হরণ করে, তবে
ঈশ্বর এই গ্রন্থে লিখিত জীবন-বৃক্ষ
হইতে ও পবিত্র নগর হইতে তাহার
অংশ হরণ করিবেন।
২০ যিনি এই সকল কথার সাক্ষ্য
দেন, তিনি কহিতেছেন, সত্য, আমি
শীঘ্র আসিতেছি।
আমেন; প্রভু যীশু, আইস।
২১ প্রভু যীশুর অনুগ্রহ পবিত্রগণের
সঙ্গে থাকুক। আমেন।

* যিশ ৪০; ১০। ৪৪; ৬। যির ১৭; ১০।



ভূমধ্য সাগর
সীদোন
সারিফৎ
ফৈনীকিয়া
লিবানোন পর্ব্বত
হর্ম্মোণ পর্ব্বত
দম্মেশক
সোর
কৈসরিয়া ফিলিপী
গালীল
কোরাসীন
বৈৎসৈদা
কফরনাহূম
মগদলা
গালীলীয় সমুদ্র
গাদারা
কান্না
তিবিরিয়া
কর্ম্মিল পর্ব্বত
নাসরৎ
নায়িন
দিকাপলি
কৈসরিয়া
যর্দ্দন
শমরিয়া
শমরিয়া
শুখর
শিখিম
যাফো
অরিমাথিয়া
লূদ্দা
ইফ্রয়িম
বৈথেল
বৈথনিয়া
ইম্মায়ূ
যিরীহো
যিরূশালেম
পেরেয়া
বৈথনিয়া
বৈৎলেহম
যিহূদিয়া
হিব্রোণ
মরু সাগর
ইদুমেয়া
উত্তর
পালেষ্টাইন দেশের মানচিত্র
(খ্রীষ্টের সমকালীন)
মাইল
৫ ১০ ২০ ৪০ ৬০



*Printed at* **Swapna Printing Works, 52, Raja Ram Mohan Sarani, Cal-9**